ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমোঽষ্টকঃ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

দ্বিতীয় সংস্করণং।

হাওড়া-নগরস্থে
"পৃথিবীর-ইতিহাস"-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——×‡*‡×——

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমং মণ্ডলং।

* * *

মূলং, পদ-বিশ্লেষণং, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ
সায়ণভাষ্যং, ভাষ্যানুবাদঃ বিশদার্থসমেতঞ্চ।

* * *

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

—•—

১৩২৭ সালাব্দাঃ।

ঋক্‌ - ২৯১ (৭৯) ২০২১

১৩২২ শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস' মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং।

প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। প্রথমদ্বিতীয়ৌ বর্গৌ।

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইল। একষষ্ঠ সূক্তে এই অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে চৌদ্দটী সূক্ত ছিল; এই অধ্যায়ে পনেরটী সূক্ত আছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের ঋক্-সংখ্যা ছিল—১৭৩ টি; এ অধ্যায়ের ঋক্-সংখ্যা—১৫২টি। তবে এই অধ্যায়ের ঋক্সমূহ অধিকাংশই বৃহৎ বৃহৎ ছন্দে সংগ্রথিত। এই অধ্যায়ের একটী সূক্তের (পঞ্চাশৎ-সূক্তের) নয়টী ঋক্ মাত্র গায়ত্রী ছন্দে আছে; আর অবশিষ্ট সকল ঋক্ই জগতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী প্রভৃতি ছন্দে নিবদ্ধ। এই অধ্যায়ের সূক্ত-সমূহের দেবতা—অশ্বিদ্বয়, উষা, সূর্য্য, ইন্দ্র ও অগ্নি। প্রথমে অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে একটী সূক্ত তার পর উষাদেবতা সম্বন্ধে দুইটী সূক্ত, তার পর সূর্য্যদেবতা সম্বন্ধে একটী সূক্ত বিনিযুক্ত, অবশেষে ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে সাতটী সূক্ত, অগ্নিদেবতা সম্বন্ধে তিনটী সূক্ত এবং আবার ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে আর একটী সূক্ত প্রযুক্ত দেখি।

এখন, এই অধ্যায়ের প্রথম যে সপ্তচত্বারিংশৎ সূক্ত, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি। এই সূক্তের সহিত পুরাবৃত্তের নানা সম্বন্ধ সূচনা করা যায়। এই সূক্তের দ্বারা সমুদ্র-পথে হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল প্রমাণ করার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সূক্তের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের সাতে ভারতীয় নৃপতিগণের সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হইতে পারে। সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ, তিন চক্র রথে অথবা একার অনুরূপ গাড়িতে গতি-বিধির বিষয় এই সূক্ত হইতে অধ্যাহার করিতে পারি। কণ্ব বংশীয়গণের যজ্ঞশালায় আসিয়া অশ্বিনীকুমারেরা সোমরস পান করিতেন, তুর্ব্বশ রাজার গৃহে তাঁহারা অনেক সময় অবস্থিতি

করিতেন, পিজবন-রাজার পুত্র সুদাসকে তাঁহারা যুদ্ধকালে সহায়তা করিয়াছিলেন,—এবম্প্রকার কত কাহিনী-কিম্বদন্তীই এই সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর, সেই উপলক্ষে প্রাচীন আসীরিয়-দিগের সহিত এই সময়ের ভারতীয়গণের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত প্রখ্যাত হইয়া থাকে। *

বেদের ব্যাখ্যায় বিবিধ মতবাদ পোষণ করা যায়। তবে আমরা যে পথে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছি, তাহাতে কোথাও অসামঞ্জস্য থাকিবে না ইহাই বিশ্বাস। আমাদিগের আর বিশ্বাস, পুরাবৃত্তের সহিত বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ-স্থাপন পরবর্ত্তী কালের কল্পনা-মূলক। আমরা পুরাবৃত্তের বা ঘটনার অপলাপ করিতেছি না। তবে সাদৃশ্য মিলিয়া যাওয়ায়, একের স্কন্ধে অপরের মস্তক আসিয়া সংযোজিত হইয়েছে;—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। যাহা হউক, মন্ত্রার্থ আলোচনায় সকল ভাবই বিশদীকৃত হইবে।

—— • ——

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং।

অথ প্রথমাষ্টকে চতুর্থোঽধ্যায় আরভ্যতে। অয়ং বামিতি নবমানুবাকস্য চতুর্থং সূক্তং দশর্চং। অত্রানুক্রান্তং। অয়ং দশং প্রাগাথং ত্বিতি ঋষিশ্চান্যস্মাদৃষেরিতি পরিভাষিতত্বাৎ কণ্বপুত্রঃ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। তথা পূর্ব্বত্রাশ্বিনং ত্বিত্যুক্তত্বাত্তু হ্যাদিপরিভাষয়েদমপি সূক্তমশ্বিদেবতাকং। অনয়ৈব পরিভাষয়েদমুত্তরং চ প্রাগাথং। অতঃ প্রথমাতৃতীয়াদ্যা অযুজো

সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইল। 'অয়ং বাং' ইত্যাদি নবমানুবাকের এই চতুর্থ সূক্তে দশটি ঋক্ আছে। এ বিষয়ে অনুক্রমণী আছে; যথা,—'অয়ং দশং প্রাগাথং ত্ব' ইতি। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব এই সূক্তের ঋষি; অন্য ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ পরিভাষিত আছে। পূর্ব্বে অশ্বিদ্বয়ের বিষয় কথিত হইয়াছে বলিয়া এই সূক্তটিও অশ্বিদেবতাত্মক। পরিভাষিত হওয়ায় উত্তর ভাগও সেই প্রাগাথবোধক। এই সূক্তের প্রথম তৃতীয় প্রভৃতি

---

* রেঃ ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঋগ্বেদের ৩২টী অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ করেন; এবং 'বেদ' বিষয়ে নিবন্ধ (On the Study of the Vedas) লিখিয়া যান। তিনি বলেন, আসীরিয় তাম্রশাসনে 'তুবসু' রাজার নাম আছে; তিনি 'নিৰ্দ্দন'-দেশের অধিপতি। সেই 'তুবসুই' বেদের 'তুর্ব্বশ'। ঋগ্বেদে 'ইষ্টাশ্ব' শব্দ আছে। আসীরিয়ায় 'কুষ্টাস্প' নাম দৃষ্ট হয়। তিনি এই উভয়ের সাদৃশ্য দেখেন। যাহা হউক, মন্ত্রার্থ-আলোচনার সময়ই এ সকল মতের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। এখানে এতদালোচনা বাহুল্য মাত্র।

বৃহত্যঃ। দ্বিতীয়া চতুর্থাদ্যা যুজঃ সতো বৃহত্যঃ॥ প্রাতরনুবাক আশ্বিনে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দস্যেতৎ সূক্তং। অথাশ্বিন ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ইমা উ বামধং বাং। আ০ ৪।১৫। ইতি আশ্বিন শস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অশ্বিনৌদেবতাকং, প্রস্কণ্ব ঋষিঃ।
অযুজোবৃহতী অযুজঃ সতোবৃহতী ছন্দঃ। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে
ক্রতৌ বার্হতে ছন্দসি বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।
তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং
রত্নানি দাশুষে॥ ১॥

পদ বিশ্লেষণং।

অয়ং। বাং। মধুমৎঽতমঃ। সুতঃ। সোমঃ। ঋতঽবৃধা।
তং। অশ্বিনা। পিবতং। তিরঃঽঅহ্ন্যং। ধত্তং।
রত্নানি। দাশুষে॥ ১॥

ঋক্ অযুজোবৃহতী ছন্দঃপ্রণিত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রভৃতি ঋক্ যুজঃ সতোবৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে যজ্ঞে বৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্ত ব্যবহৃত হয়। 'অথাশ্বিনঃ' খণ্ডে এইরূপ সূচিত হইয়াছে; যথা,—'ইমা উ বামধং বাং'। আ০ ৪।১৫ ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনদেবসম্বন্ধীয় যজ্ঞে ইহা ব্যবহৃত হয়। তাহারই এই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধা' (সদ্ভাববর্দ্ধকৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'মধুমত্তমঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্, অমৃতোপম ইতি যাবৎ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ) 'অয়ং সোমঃ' (অস্মাকং যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'তিরোঅহ্ন্যং' (হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা নিত্যোৎপন্নং, দিনভবং, স্বতঃসঞ্জাতং) 'তং' (সোমং, সত্ত্বভাবং) 'বাং' (যুবাং) 'পিবতং' (গৃহ্ণীতং, তৎসহ যুবয়োঃ সম্মিলনং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'দাশুষে' (মাদৃশে প্রার্থনাকারিণে) 'রত্নানি' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'ধত্তং' (প্রযচ্ছতং)। হে দেবৌ! অস্মাকং স্বতঃসঞ্জাতং সত্ত্বভাবং অভিলক্ষ্য যুবাং অস্মান্ প্রাপয়,—অস্মান্ পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্নান কুরুতং ইতি ভাবঃ। (১ম ৪৭সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ

সদ্ভাবপরিবর্দ্ধনকারী, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! অমৃতোপম ও বিশুদ্ধ আমাদের যে সত্ত্বভাব, হেলায় শ্রদ্ধায় নিত্যোৎপন্ন (স্বতঃসঞ্জাত) সেই সত্ত্বভাবটুকু আপনারা গ্রহণ করুন এবং মৎসদৃশ প্রার্থনাকারীকে পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদিগের স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের সহিত পূর্ণরূপে আপনাদিগের সম্মিলন হউক)। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋতাবৃধা। ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িতারাবশ্বিনা। অশ্বিনৌ বাং যুবয়োরয়ং পুরোবর্ত্তী সোমঃ সুতোঽভিষুতঃ। কীদৃশঃ। মধুমত্তমঃ। অতিশয়েন মাধুর্য্যবান্। তিরো-অহ্ন্যং তিরোভূতে পূর্ব্বস্মিন্দিনেঽভিষুতং তং সোমং পিবতং। দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি ধনানি ধত্তং। প্রযচ্ছতং।

বাং। যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানাবৌ। পা০ ৮।১।২০। ইতি ষষ্ঠীদ্বিবচনস্য বামাদেশঃ। স চানুদাত্তঃ। মধুমত্তমঃ। মন জ্ঞানে। মন্যত ইতি মধু। ফলিপাটিন-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋতের অর্থাৎ সত্যের বা যজ্ঞের বর্দ্ধনকারক অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদের উভয়ের সম্মুখবর্ত্তী এই সোম অভিষুত হইয়া আছে। এই সোম কিরূপ? 'মধুমত্তমঃ' অর্থাৎ অতিশয় মাধুর্য্যবান্। 'তিরোঅহ্ন্যং'—তিরোভূত অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের অভিষুত। এই সোম আপনারা উভয়ে পান করুন। হবির্দ্দাতা যজমানকে রমণীয় ধনসমূহ প্রদান করুন।

বাং। 'যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থী দ্বিতীয়াস্থয়োর্ব্বানাবৌ' (পা০ ৮।১।২০) এই নিয়মে ষষ্ঠীর দ্বিবচনে 'বাং' আদেশ হইয়াছে। ইহা অনুদাত্ত। মধুমত্তমঃ। জ্ঞানার্থক মন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মন্যত ইতি মধুঃ' এই বাক্যে এই পদ হইয়াছে। 'ফলিপাটিনমি' ইত্যাদি নিয়মে 'নঃ'

মীত্যাদিনো প্রত্যয়ঃ। নিদিত্যানুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। ধকারশ্চান্ত্যাদেশঃ। অতিশয়েন মধুমান্ মধুমত্তমঃ। মতুপ্‌তমপোঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে পদস্বর এব শিষ্যতে। ঋতাবৃধা। বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। তিরোঅহ্ন্যং। অহনি ভবোঽহ্ন্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। অহ্নষ্টখোরেবেতি নিয়মান্নস্তদ্ধিত ইতি টিলোপাভাবঃ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাদ্যে চাভাব কর্ম্মণোঃ। পা০ ৬।৪।১৬৮। ইতি প্রকৃতিভাবাভাবেঽল্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ। তিরোহিতোঽহ্ন্যস্তিরোঅহ্ন্যঃ। তিরোঽন্তর্দ্ধৌ। পা০ ১।৪।৭১ ইতি গতিত্বেন নিপাতত্বাদব্যয়ত্বে প্রাদিসমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দাশুষে দাশ্বান্ সাহ্বানিত্যাদিনা ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং॥ শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং॥ (১ম ৪৭সূ ১ঋ)॥

প্রথম (৫৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

——— * ———

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! মধুর স্যায় আস্বাদবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ সোমরস রূপ এই মাদক দ্রব্য আপনাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কল্য হইতে প্রস্তুত (অর্থাৎ বাসি) এই রস আপনারা পান করুন; আর এই যজমানকে ধনরত্নাদি দান করুন।' *

প্রত্যয় হইয়াছে। নিদিত্যানুবৃত্তিহেতু আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। ধ-কারে অন্ত্যাদেশ হয়। 'অতিশয়েনমধুমান্' এই বাক্যে 'মধুমত্তমঃ' হইয়াছে। 'মতুপ, তমপোঃ'—নিয়মে 'প' ও 'ইতের' অনুদাত্ত হেতু পদের স্বর এইরূপ হইয়াছে ঋতাবৃধা। 'বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ' এই নিয়মে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতঃ' নিয়মে দীর্ঘত্ব হইল। তিরোঅহ্ন্যং। 'অহনি ভব' এই বাক্যে 'অহ্ন্যঃ' পদ হইয়াছে। 'ভবে ছন্দসি' এই নিয়মে 'যৎ' হইয়াছে। 'অহ্নষ্টখোরেবেতি নিয়মান্নস্তদ্ধিতঃ' সূত্রানুসারে টি' লোপের অভাব ঘটিয়াছে। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই বচন-হেতু, "যে চাভাবকর্ম্মণোঃ" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে (পা০ ৬।৪।১৬৮) প্রকৃতিভাবের অভাব হওয়ায়, "অল্লোপোঽনঃ" এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়াছে। 'তিরোহিতঃ অহ্ন্যঃ' এই বাক্যে এই পদ হইয়াছে। 'তিরোঽন্তর্দ্ধৌ' (পা০ ১।৪।৭১) এই নিয়মে 'তিরোঅহ্ন্যং' পদ সাধিত হইয়াছে। এইরূপে নিপাতহেতু অব্যয় হইল। প্রাদিসমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্ববোধক। দাশুষে 'দাশ্বান্ সাহ্বান' নিয়মে 'ক্বসু' প্রত্যয় করিয়া নিপাতিত করা হইয়াছে। 'চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণ' সূত্রানুযায়ী সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'শাসিবাসিঘসীনাং চ' এই নিয়মে 'ষত্বং' হইয়াছে। (১ম ৪৭সূ ১ঋ)

---

* এক সোম, তায় "তিরোঅহ্ন্যং"; সুতরাং সোণায় সোহাগা সংযোগ হইয়াছে। লতার রস বাসী হইলে, বিশেষ-রূপ মাদকতা-গুণবিশিষ্ট হয়; এই সিদ্ধান্তই এখানে সাধারণতঃ আসে। সুতরাং অর্থও ঐরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। যে পদের যে প্রতিবাক্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই সকল পদের তদ্রূপ অর্থের কারণ-পরম্পরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তৎসমুদয়ের পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। এই মন্ত্রে "অয়ং সোমঃ" বাক্যে 'স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের' বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'অয়ং' পদে তৎপ্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। 'মধুমত্তমঃ' এবং "সুতঃ" পদদ্বয়ে সেই সত্ত্বভাবটুকুর স্বরূপ পরিব্যক্ত রহিয়াছে। যে সত্ত্বভাব—স্বতঃসঞ্জাত (তিরো অহ্ন্যং), * যে সত্ত্বভাব ভগবদনুকম্পায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সত্যই 'মধুমত্তমঃ'—অমৃতোপম; তাহা সত্যই 'সুতঃ'—অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র। 'অয়ং' সেই পদ বিশিষ্টতা-নির্দ্দেশবাচক। ঐ পদে সেই স্বতঃসঞ্জাত সত্ত্বভাবের প্রতি লক্ষ্য আকর্ষণ করিতেছে। †

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব আসে,—'হে অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি নাশক দেবদ্বয়! দেহের জ্বালায়, অন্তরের জ্বালায়, আমরা জর্জ্জরিভূত। আপনাদিগের অনুগ্রহ লাভের উপযোগী কোনও কর্ম্মানুষ্ঠানই আমরা করিতে পারি নাই। ভরসা একমাত্র—সেই 'তিরোঅহ্ন্যং সোমং'—ভগবৎকৃপায়-প্রাপ্ত, হেলায়-শ্রদ্ধায়-সঞ্জাত সেই সত্ত্বভাবটুকু। সেই সত্ত্বভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া আপনারা আমাদিগের নিকট আগমন করুন; আর আমাদিগের অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি নাশ করিয়া আমাদিগকে পরমার্থ-প্রাপ্তি রূপ ব্যাধিশূন্য স্বাস্থ্য অবস্থায় লইয়া যাউন।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এবম্বিধ অনুগ্রহ-প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (৩ম—৪৭সু—১ঋ)।

---

* "তিরো অহ্ন্যং" পদের এই অর্থই পূর্ব্বে পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তের দশম ঋকের ব্যাখ্যায় (২২৫৮-২২৬২ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদে সেই একই ভাবমূলক আরও এক অর্থ গ্রহণ করা যায়। সে অর্থে—'অহ্ন্যং' পদে 'দিনকৃতপাপং' এবং 'তিরঃ' পদে 'সতঃ' এই ভাব আসে। তাহাতে যদ্দ্বারা "দিনকৃত পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়" সেই সোমকে (সত্ত্বভাবকে বা ভক্তিকে) বুঝাইতে পারে। এক পক্ষে, সেও ভগবৎ প্রদত্ত স্বতঃসঞ্জাত।

† এখানকার ন্যায় "অয়ং সোমঃ" পদই পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের দশম ঋকেও দৃষ্ট হইবে।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা

রথেনা যাতমশ্বিনা।

কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং

সু শৃণুতং হবং ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিऽবন্ধুরেণ। ত্রিऽবৃতা। সুऽপেশসা।

রথেন। আ। যাতং। অশ্বিনা।

কণ্বাসঃ। বাং। ব্রহ্ম। কৃণ্বন্তি। অধ্বরে। তেষাং।

সু। শৃণুতং। হবং। ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অশ্বিনা (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'ত্রিবন্ধুরেণ' (আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-ত্রিবিধদুঃখরূপ-বন্ধনযুতেন, যদ্বা—বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা-ত্রিধাতু-সম্বন্ধ-বিশিষ্টেন, যদ্বা—ত্রিগুণসাম্যসাধভূতেন সুখেন) 'ত্রিবৃতা' (সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যসাধন-ভূতেন, যদ্বা—ত্রিধাতুসাম্যভূতেন, যদ্বা—ত্রিলোকব্যাপকেন) 'সুপেশসা' (শুদ্ধভাব-প্রাপ্তেন, সত্ত্বভাবপ্রাপ্তেন) 'রথেন' (অস্মদীয়কর্ম্মরূপযানেন) যুবাং 'আ-যাতং' (আগচ্ছতং); হে দেবৌ! অস্মদানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি যুবয়োরাগমনোপযোগীনি ভবন্তু;

ত্তৈঃ যুবাং অস্মান্ প্রাপয়তং; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 'কণ্বাসঃ' (অকিঞ্চনাঃ—বয়মিতি যাবৎ, যদ্বা—মেধাবিনঃ) 'অধ্বরে' (যাগাদিসৎকর্ম্মণি) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধী) 'ব্রহ্ম' (স্তোত্ররূপং মন্ত্রং) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি, উচ্চারয়ন্তি); 'তেষাং' (আহ্বানকারিণাং—অস্মদীয়ানাং ইতি যাবৎ) 'হবং' (আহ্বানং) 'সু শৃণুতং' (আদরেণ গৃহ্ণীতং)। অস্মাসু সৎকর্ম্মসম্পাদনসামর্থ্যো ন বিদ্যতে; সম্বলো মাত্র অয়ং স্তোত্রমন্ত্রঃ; তদুপলক্ষ্য অস্মভ্যং কৃপাপরৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ ২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আধ্যাত্মিক-আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-ত্রিবিধ-দুঃখরূপ বন্ধন-যুক্ত (অথবা—বায়ু-পিত্ত-কফ-ত্রিধাতু-সম্বন্ধবিশিষ্ট) সত্ত্ব রজঃ-তমঃ-ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত (অথবা—ত্রিধাতুসাম্যভূত, অথবা—তিনলোকব্যাপী) সুষ্ঠু-অবস্থা-প্রাপ্ত (আমাদিগের) কর্ম্মরূপ-যানে আপনারা আগমন করুন; (ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ আপনাদিগের আগমনোপযোগী হউক; আমাদিগের সেই কর্ম্মসমূহ দ্বারা আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন;—এই প্রার্থনা।')। অকিঞ্চন আমরা (অথবা—মেধাবিগণ) যাগাদি সৎকর্ম্মে আপনাদিগের সম্বন্ধী স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি (করেন); প্রার্থনাকারীদিগের (আমাদিগের) সেই আহ্বান আদরে গ্রহণ করেন (করুন)। (ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে আদৌ সৎকর্ম্ম-সম্পাদন-সামর্থ্য নাই; সম্বল মাত্র এই স্তোত্রমন্ত্র; তাহাই উপলক্ষ করিয়া, আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন, এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৪৭সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা ত্রিবন্ধুরেণোন্নতানতরূপত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠযুক্তেন ত্রিবৃতাপ্রতিহতগতিতয়া লোকত্রয়ে বর্ত্তমানেন সুপেশসা শোভনসুবর্ণযুক্তেন রথেনায়াতং। ইহাগচ্ছতং। কণ্বাস।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! উন্নত ও আনতরূপ ত্রিবিধবন্ধনকাষ্ঠবিশিষ্ট এবং অপ্রতিহতগতিপ্রযুক্ত-লোকত্রয়ে বিদ্যমান্ সুন্দর সুবর্ণযুক্ত রথে (আপনারা) এইস্থানে আগমন করুন। কণ্বপুত্র

কণ্বপুত্রা মেধাবিন ঋত্বিজো বাং যুবয়োরধ্বরে যাগে ব্রহ্ম স্তোত্ররূপং মন্ত্রং হবির্লক্ষণমন্নং বা কৃণ্বন্তি। কুর্ব্বন্তি। তেষাং কণ্বানাং হবমাহ্বানং সু শৃণুতং। সুষ্ঠ্বাদরেণ শৃণুতং॥

ত্রিবন্ধুরেণ। বধ্নাতীতি বন্ধুরাঃ। বন্ধেরোণাদিক উরন্-প্রত্যয়ঃ। ত্রয়ো বন্ধুরা যস্যাসৌ ত্রিবন্ধুরঃ। ত্রিচক্রাদিষু পাঠাৎ ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানমিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ ত্রিবৃতা। ত্রিষু লোকেষু বর্ত্তত ইতি ত্রিবৃৎ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সুপেশসা। পেষ ইতি হিরণ্যনাম। শোভনং পেষো যস্যাসৌ সুপেশাঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যু-দাত্তত্বং। শৃণুতং। শ্রুবঃ শৃ চেতি শ্নুঃ। তৎসন্নিয়োগেন ধাতোঃ শৃভাবশ্চ। হবং। হ্বয়তের্ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্। সম্প্রসারণঞ্চ গুণবাদেশৌ। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৩৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে, সায়ণের ভাষ্যেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একখানি রথ বা গাড়ী আছে। সেই রথ বা গাড়ীখানি—ত্রিবন্ধুর অর্থাৎ তিনখানি কাঠের বন্ধনবিশিষ্ট। তাহাতে কতকটা গরুর গাড়ীর আকৃতি-সম্পন্ন—এই ভাব মনে আসিতে পারে। তার পর বলা হইয়াছে—তাহা 'ত্রিবৃতা' অর্থাৎ তিন-কোণ-বিশিষ্ট। ইহাতেও অস্মদ্দেশ-প্রচলিত গরুর গাড়ীর

মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ ভগবৎসম্বন্ধ যাগে স্তোত্ররূপ মন্ত্রসমূহকে অথবা হবির্লক্ষণযুক্ত অন্নসমূহকে (প্রস্তুত) করিয়াছেন। সেই ঋত্বিক-গণের আহ্বান আদরের সহিত শ্রবণ করুন।

ত্রিবন্ধুরেণ। বন্ধন করেন—এই অর্থে 'বন্ধুরাঃ' হইয়াছে। 'বন্ধ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উরন্' প্রত্যয় হইয়াছে। তিনটী বন্ধুর অর্থাৎ বন্ধন হইয়াছে যাহার—এই বাক্যে 'ত্রিবন্ধুরঃ' পদটী নিষ্পন্ন হয়। ত্রিচক্রাদি বিষয়ে পাঠ-হেতু 'ত্রিচক্রাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানং' এই নিয়মানু-সারে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ত্রিবৃতা। তিনটী লোকে যাহা বিদ্যমান আছে—এই বাক্যে 'ত্রিবৃৎ' হইয়াছে। 'ক্বিপ্ চেতি' সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সুপেশসা। 'পেষ' ইহা হিরণ্যের নাম। সুন্দর 'পেষঃ' হইয়াছে যাহার এই বাক্যে 'সুপেশাঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শৃণুতং। 'শ্রুবঃ শৃ চেতি' সূত্রানুসারে 'শ্নুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার সন্নিয়োগ-হেতু ধাতুর শৃভাব হইয়াছে। হবং। 'হ্বয়তের্ভাবেঽনুপসর্গস্য' এই সূত্রানুসারে 'অপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। সম্প্রসারণ 'গুণ' এবং 'ব' আদেশ হইয়াছে। প্রত্যয়ের 'প' ইৎ হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৪৭স্ ২ঋ)।

* * *

ভাবই মনে আসে। তার পর বলা হইয়াছে—'সুপেশসা'। ইহাতে সেই গাড়ীখানি সুন্দররূপে স্বর্ণাভ বস্ত্রাদি দ্বারা মণ্ডিত বা সজ্জিত ছিল বলা যাইতে পারে। গরুর গাড়ীতে টোপর বাঁধিয়া ভাল কাপড়-চোপড় দিয়া ঢাকিয়া লইলে যে ভাব আসে, এখানে সেই ভাবটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই যে,—'ঐরূপ গাড়ীতে চড়িয়া তোমরা আগমন কর।' শেষাংশের মর্ম্ম,—'কণ্বপুত্রেরা যজ্ঞে তোমাদিগের সম্বন্ধী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন; তোমরা সাদরে তাহা শ্রবণ কর।' এখানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঋগ্বেদের সময়ের শকটের (রথের বা যানের) একটা পরিচয় পাইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্র কোন্ জন্ কর্ত্তৃক কখন্ উচ্চারিত হইতেছে, তাহারও একটা কল্পনা করা যাইতে পারে। সে পক্ষে একটা ভাব আসে, কণ্বংশীয় ঋত্বিক্‌গণকে পূজায় বসাইয়া দিয়া, যজমান যেন স্বতন্ত্রভাবে দেবদ্বয়কে বলিতেছেন,—'আসুন, কণ্বপুত্রেরা যখন ডাকিতেছেন, তখন প্রার্থনা শুনুন।' ফলতঃ, এতদর্থে, এক জনের দোহাই দেওয়া ভিন্ন অন্য ভাব আসে না। পরন্তু কণ্বংশীয়গণ যে সময় পৌরহিত্য করিতেন, সেই সময় কেহ (প্রস্কণ্বই হউন না কেন) এই মন্ত্র রচনা করিয়া দেবদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন—মনে আসে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। সে পক্ষে প্রধানতঃ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা অনুসরণীয়। আর, অনুসরণীয়—কয়েকটী পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। 'ত্রিবন্ধুরেণ'—এই পদের মধ্যে তিনটী কাষ্ঠের সম্বন্ধ কেন টানিয়া আনি? কাষ্ঠবাচক এমন কি উপাদান ঐ পদে বিদ্যমান্ আছে—যদ্দ্বারা কাষ্ঠের সম্বন্ধ-সূচনায় আমরা প্রলুব্ধ হইব? কিছুই না। পরন্তু ঐখানে ত্রিবিধ বন্ধনের বিষয় প্রখ্যাত দেখি পার, তাহা হইতেই, ত্রিবিধ বন্ধন কি—তাহা বুঝিতে পারি। ত্রিবিধ বন্ধন বলিতে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ বন্ধনকেই বুঝাইয়া থাকে। অথবা, বায়ু-পিত্ত কফ—এই ত্রিধাতুর সম্বন্ধ বন্ধনযুক্ত দেহকেও বুঝাইতে পারে। পক্ষান্তরে এই 'ত্রিবন্ধুরেণ' পদে সমভাব-প্রকাশক আর এক অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তদনুসারে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি—"ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতেন সুখেন।" ভাব এই যে, যে কার্য্যে ত্রিগুণসাম্যজনিত সুখ (পরম সুখ) প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই ভাবের অর্থই পূর্ব্বে এক স্থলে (চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তের নবম ঋকের "ত্রয়ো বন্ধুরঃ" পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে) গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও সে ভাব অসঙ্গত হয় না। তার পর, দেখুন, 'ত্রিবৃতা' পদ। এই পদের বিষয়ও পূর্ব্বে (এই মণ্ডলেরই চৌত্রিশ সূক্তের নবম ও দ্বাদশ ঋকের ব্যাখ্যায়) * আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে ঐ পদে ত্রিগুণ-সাম্যের বা ত্রিধাতু-সাম্যের বা ত্রিলোক-ব্যাপ্তির ভাব পাওয়া যায়। পরন্তু 'রথের' এই 'ত্রিবন্ধুরেণ' ও 'ত্রিবৃতা' বিশেষণে আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয়ই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদিগের অভিমত †। 'সুপেশসা' পদে সুষ্ঠুভাব বা সুষ্ঠু অবস্থা প্রাপ্তির বিষয় দ্যোতনা করে। এইরূপে 'ত্রিবন্ধুরেণ' 'ত্রিবৃতা' ও 'সুপেশসা'—এই তিনটী বিশেষণের বিশেষত্ব উপলব্ধ হইলেই, সেই দেবদ্বয়ের আগমনের উপযোগী রথখানি যে কেমন—তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। এখানে আমাদিগের কর্ম্ম-রূপ যানকেই 'রথ' বলা হইয়াছে। পূর্ব্বেও (১ম—৩৪সূ—৯ঋ ও ১২ঋ) এই রথের স্বরূপ বিবৃত করিয়াছি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রাংশে কি বলা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই বুঝা যায়। বলা হইয়াছে—'আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই আপনারা আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন।' সে কর্ম্ম কেমন? তাহারই নিদর্শন—ঐ বিশেষণ-কয়েকটী। কর্ম্মমাত্রই সাধারণতঃ বন্ধন-কারণ। তাই বলা হইয়াছে—'ত্রিবন্ধুরেণ।' কর্ম্মমাত্রেই সাধারণতঃ সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণাত্মক; কর্ম্ম-মাত্রেই সাধারণতঃ ত্রিধাতুসাম্যসাধনভূত এই দেহাত্মক। তাই বলা হইয়াছে—'ত্রিবৃতা।' সে তো কর্ম্ম আছেই! কর্ম্মের সে সম্বন্ধ তো অলঙ্ঘ্য বটেই! কিন্তু কেবল সে কর্ম্মের মধ্য দিয়া তো দেবতার আগমন সম্ভবপর নয়? কেবল সে কর্ম্মে তো ভগবানকে পাওয়া যায় না? তাই

---

* মৎসম্পাদিত "ঋগ্বেদ-সংহিতার" ১৭৪০—১৭৪৫ এবং ১৭৫৮—১৭৬২ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় 'ত্রিবৃত' ও 'ত্রিবৃতা' পদের অর্থ লক্ষ্য করুন।

† সায়ণের অর্থ—সেখান হইতে এখানে একটু অন্যরূপ দেখিতে পাই। সেখানে তিনি রথের উপর উপবেশনযোগ্য যে স্থান তাহারই আধারভূত কাষ্ঠত্রয়ের বন্ধন (অক্ষ ও ঈশাদ্বয়ের বন্ধনকে) লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখানে তিনি 'উন্নতানতরূপ ত্রিবিধ বন্ধন' অর্থ গ্রহণ করেন। 'ত্রিবৃৎ' পদে সেখানে 'ত্রিকোণ' এবং এখানে তিনি 'ত্রিলোক-গমনশীল' ভাব লইয়াছেন।

দেখি—আর একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইল? বলা হইল—'সুপেশসা'। কর্ম্মটী সুষ্ঠুভাব সম্ভাব প্রাপ্ত হউক। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন,—কর্ম্ম সুষ্ঠুভাব বা সম্ভাব প্রাপ্ত হয় কখন? যখন কর্ম্মফল ভগবানে অর্পিত হয়—কর্ম্ম যখন নিষ্কামকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথমাংশের ('অশ্বিনা ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা আ-যাতং'—এই মন্ত্রাংশের) প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! বন্ধনমূলক জন্মহেতুভূত আমাদিগের এই কর্ম্মকে, নিষ্কামকর্ম্ম-রূপে পরিচালিত করিয়া লইয়া, সেই কর্ম্ম মধ্যে আপনারা বিরাজমান্ হউন।' তাহাই মোক্ষ

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। ঐ অংশকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 'কণ্বাসঃ' পদে 'কণ্বপুত্রগণ' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। আমরা যে মূঢ়, আমরা যে বিভ্রান্ত, আমরা যে অকিঞ্চন, ঐ পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। সে পক্ষে মন্ত্রাংশের ('কণ্বাসঃ অধ্বরে বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্তি'—বাক্যের) মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের আর কোনই সম্বল নাই; না আছে—জ্ঞান, না আছে—ভক্তি, না আছে—কর্ম্মসামর্থ্য; এখন সম্বল মাত্র—এই মন্ত্রোচ্চারণ। কোনরূপে এই মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছি। 'তেষাং হবং সু শৃণুতং'—'সেই মন্ত্র মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' আমাদিগের মনে হয়, এই মন্ত্র এই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। আর্ত্ত, ব্যথিত, অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-প্রপীড়িত নরনারী—যে যেখানে আছ, এই মন্ত্রে সকল কালে সকল সময়ে সেই আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতে প্রবুদ্ধ হও। ইহাই এই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ বলিয়া মনে করি॥ * (১ম—৮ সূ—২ঋ)॥

---

* 'কণ্বাসঃ' পদে 'কণ্বপুত্রগণ' বা 'মেধাবিগণ' অর্থ গ্রহণ করিলেও, অন্যদিক দিয়া এই ভাবই উপলব্ধ হইতে পারে। 'কণ্বপুত্রগণ' অর্থ ধরিলে, কালচক্রে আত্মারূপে তাঁহাদের চির-বিদ্যমানতা (অনন্তত্ব) স্বীকার করিতে হয়। (এ বিষয়ের আলোচনা ৩৬ সূক্তের ১৮ ঋকের ব্যাখ্যায় দেখুন)। আর মেধাবিগণ অর্থ স্বীকার করিলে, ভাব হয়,—'মেধাবিগণ মন্ত্রোচ্চারণে আপনাদের উপাসনা করেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনা আপনারা শ্রবণ করিয়া থাকেন।' এ পক্ষে মন্ত্রের শেষাংশটুকু দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মাত্র হয়। তাহাতে টানিয়া বুনিয়া প্রার্থনার ভাব আনা যায়,—'আমরা যেন তাঁহাদিগের মত হইতে পারি।'

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা।

অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে

দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বিনা। মধুমৎ-তমং। পাতং। সোমং। ঋত-বৃধা।

অথ। অদ্য। দস্রা। বসু। বিভ্রতা। রথে।

দাশ্বাংসং। উপ। গচ্ছতং ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋতাবৃধা' (সত্ত্বভাবপ্রবর্দ্ধকৌ) 'অশ্বিনা' (হে দেবৌ) যুবাং 'মধুমত্তমং' (অতিশয়েন মাধুর্য্যবন্তং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পাতং' (রক্ষতং—অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); 'অথ' (অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবরক্ষণানন্তরং) 'দস্রা' (আধিব্যাধিনাশকৌ, রিপুবিমর্দ্দকৌ, যদ্বা—পাপপুণ্যকর্ম্মদ্রষ্টারৌ) 'বসু বিভ্রতা' (পরমং ধনং ধারয়ন্তৌ, হে দেবৌ) 'রথে' (অস্মাকং হৃদয়ে, যদ্বা কর্ম্মরূপযানে) 'অদ্য' (নিত্যং—আগচ্ছন্তৌ ইতি যাবৎ) 'দাশ্বাংসং' (অর্চ্চনাকারিণং—মাং ইতি যাবৎ) 'উপ গচ্ছতং' (সর্ব্বথা প্রাপ্নুতং)। হে দেবৌ! মাং সত্ত্বভাবসম্পন্নং কৃত্বা তৎসহ যুবাং সম্মিলিতৌ ভবতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাবপ্রবর্দ্ধক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমার হৃদয়ে অতিশয় মাধুর্য্যবন্ত সত্ত্বভাবকে রক্ষা করুন; তার পর, সেই সত্ত্বভাব রক্ষণানন্তর, হে রিপুনাশক (অথবা—হে আমার পাপপুণ্যকর্ম্মদ্রষ্টা) পরমধনধারণকারী

দেবদ্বয়, আমার হৃদয়ে (অথবা—কর্ম্মরূপ-যানে) নিত্যকাল আগমন করিয়া (উপস্থিত থাকিয়া), এই অর্চ্চনাকারী আমাকে সর্ব্বদা প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাকে সত্ত্বভাবসমন্বিত করিয়া তৎসহ আপনারা সম্মিলিত হউন।') ॥ (১ম—৪৭সূ—৩ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋতাবৃধা যজ্ঞস্য বৰ্দ্ধকাবশ্বিনৌ মধুমত্তমং সোমং পাতং পিবতং। হে দস্রা! অশ্বিনৌ সোমপানার্থমথাস্মদাহ্বানানন্তরমস্মিন্দিনে রথে স্বকীয়ে বসু বিভ্রতা। অস্মদুপযুক্তং ধনং ধারয়ন্তৌ দাশ্বাংসং হবিঃপ্রদং যজমানমুপগচ্ছতং। সমীপে প্রাপ্নুতং॥

বিভ্রতা ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। শতরি জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। শতুর্ঙিত্বাদগুণাভাবে যণাদেশঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৩॥

তৃতীয় (৩৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

‡•‡

সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য পানের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আহ্বান করা হইতেছে,—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ।

কিন্তু আমাদের প্রবর্ত্তিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—এখানে হৃদয়ে সত্ত্বভাব-পরিবৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তৎসহ দেবদ্বয়ের সম্মিলন-প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

যে পদে যে অর্থ পূর্ব্বাপর আমরা পরিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই পদে সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কেবল 'পাতং' পদে 'পিবতং' প্রতিবাক্য গ্রহণ না করিয়া 'রক্ষতং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে। 'পিবতং' প্রতিবাক্য রাখিলেও চলিত। তবে তাহাতে "সোমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যজ্ঞবৰ্দ্ধক অশ্বিদ্বয়! আপনারা মধু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সোম পান করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সোমপানার্থ আহ্বানানন্তর এই দিবসে স্বকীয় রথে ধন ধারণ করুন। আমাদিগের উপযুক্ত ধন লইয়া আপনারা যজমানের সমীপে উপগত হউন।

বিভ্রতা। ধারণ ও পোষণার্থ ভৃঞ্ (ভৃ) ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয়; জুহোত্যাদি হেতু শপের স্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে 'ভৃঞামিৎ' সূত্রানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে। শতৃ-প্রত্যয়ের ঙিৎ হেতু গুণাভাব-প্রযুক্ত যণ্ আদেশ হইয়াছে। 'অভ্যস্তানাং' ইত্যাদি রীতি অনুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম ৪৭সূ—৩ঋ)॥

মধুমত্তমং কৃত্বা” এইরূপ অন্বয় করিলে, তাদের বেশ সঙ্গতি থাকিত। অর্থাৎ, বলা হইত,—'আমাদিগের সত্ত্বভাবকে অথবা ভক্তিকে অতিশয় মাধুর্য্যযুক্ত করিয়া লইয়া, আপনারা তাহা পান করুন।' যাহা হউক, ভাবপক্ষে উভয় অর্থই অভিন্নভাবদ্যোতক। ফলতঃ, এ মন্ত্রের প্রার্থনা দেব-সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপক। প্রার্থনা—'সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া তৎসহ সম্মিলিত হউন।' ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৪৭সূ—৩ঋ)।

— • —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

ত্রিষধস্থে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতং।

কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং

হবন্তে অশ্বিনা॥ ৪॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিঽসধস্থে। বর্হিষি। বিশ্বঽবেদসা। মধ্বা। যজ্ঞং। মিমিক্ষতং।

কণ্বাসঃ। বাং। সুতঽসোমাঃ। অভিঽদ্যবঃ। যুবাং।

হবন্তে। অশ্বিনা॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্ববেদসা' (সর্ব্বজ্ঞৌ হে দেবৌ) 'ত্রিষধস্থে' (ত্রিগুণসাম্যাভূতস্থে) 'বর্হিষি' (হৃৎ-প্রদেশে—আগত্য ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'মধ্বা' (মাধুর্য্যরসেন) 'মিমিক্ষতং' (সিঞ্চতং); হে দেবৌ! সেচনেন যথা বৃক্ষাদঙ্কুরোদ্গমো ভবতি, তথং সেহরসাভিসেচেন

সৎকর্ম্ম পরিবর্দ্ধয়তম্। 'অশ্বিনা' (আধিব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'অধ্বাসঃ' (অস্মদ্‌বিধাঃ অকিঞ্চনাঃ জনাঃ, যদ্বা মেধাবিনঃ) 'যুবাং' (উভৌ) হবন্তে' (আহ্বয়ন্তি); তে 'সুত-সোমাঃ' (বিশুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতাঃ) 'অভিদ্যবঃ' (দীপ্তিসম্পন্নাঃ, সৎকর্ম্মসম্পাদনেন তেজস্বিনঃ) ভবন্তু (যদ্বা ভবন্তি)—যুবয়োরনুকম্পয়া ইতি শেষঃ; অকিঞ্চনানাং অস্মাকং আহ্বানাং শ্রুত্বা অস্মান্‌ সত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরুতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হে দেবদ্বয়! ত্রিগুণাত্মক হৃৎপ্রদেশে আগমন-পূর্ব্বক যাগাদি-সৎকর্ম্মকে মাধুর্য্যরসে সিক্ত করুন; (ভাব এই যে, সেচনাদির দ্বারা বৃক্ষ হইতে যেরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেইরূপ আপনাদিগের স্নেহ-রূপাভিষেকে আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হউক); আধিব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! এই অকিঞ্চন জনগণ (অথবা—মেধাবিগণ) আপনা-দিগের উভয়কে আহ্বান করিতেছে; তাহারা (অথবা—তাঁহারা) বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবসমন্বিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন (সৎকর্ম্মসাধনে তেজস্বী) হউক (অথবা—হয়েন); (প্রার্থনার ভাব এই যে, অকিঞ্চন আমাদিগের আহ্বান শুনিয়া আপনারা আমাদিগকে সত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন)। (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশ্ববেদসা সর্ব্বজ্ঞাবশ্বিনৌ ত্রিষধস্থে কক্ষাত্রয়রূপেণাস্তীর্ণতয়া ত্রিষু স্থানেষবস্থিতে বর্হিষি দর্ভে স্থিত্বা মধ্বা মধুরেণ রসেন যজ্ঞং মিমিক্ষতং সেক্তুমিচ্ছতং। হে অশ্বিনা বাং যুস্মদর্থে সুতসোমা অভিষুতসোমযুক্তা অভিদ্যবোহভিগতদীপ্তয়ঃ কণ্বাসো যুবাম্যুক্তৌ হবন্তে। আহ্বয়ন্তে॥

ত্রিষধস্থে। ত্রিষু স্থানেষু সদ ভিষ্ঠতীতি ত্রিষধস্থং বর্হিঃ। সুপি স্থ ইতি কপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সহশব্দস্য সধাদেশঃ। মধ্বা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিদ্বয়! আপনারা কক্ষাত্রয়রূপে আস্তীর্ণতা-প্রযুক্ত তিনটী স্থানে অবস্থিত কুশোপরি স্থিত হইয়া মধুর রস দ্বারা যজ্ঞকে সেচন করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদের নিমিত্ত অভিষুত সোমযুক্ত এবং অভিগতদীপ্তিবিশিষ্ট যজমানগণ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

ত্রিষধস্থ,—তিনটী স্থানে মিলিত হইয়া স্থিত হয় এই বাক্যে 'ত্রিষধস্থং' পদটী নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ 'বর্হিঃ'। 'সুপি স্থঃ' এই সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয়। 'আতো লোপ ইটি চ' এই সূত্রানুসারে আকারের লোপ। 'সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'সহ' শব্দের

আগমানুশাসনমনিত্যত্বাৎ মধ্বাধঃ। অসি চেত্যত্র অসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি বচনাদ্ভাবাভাবশ্চ। মিমিক্ষতং। মিহ সেচনে। সন্ত্বৈকাচ ইতীট্প্রতিষেধঃ। হলন্তাচ্চেতি সনঃ কিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। অভ্যাসহলাদিশেষৌ। ঢত্বকুত্বষত্বানি। সুত সোমাঃ। সুতঃ সোমো যৈঃ। বহুব্রীহিস্বরঃ। অভিদ্যবঃ দ্যুরিত্যন্তর্নাম তেন তৎসম্বন্ধী প্রকাশো লক্ষ্যতে। অভিগতা দ্যুঃ। অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে দ্বিতীয়য়া। পা০ ২।২।১৮। ইতি সমাসঃ। অব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম ৪১স্থ — ৪থ)।

চতুর্থ (৫৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থ আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। সে অর্থে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির মর্ম্ম এই যে,—'তিন স্থানে কুশ বিস্তৃত আছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া তাহাতে অবস্থিত করুন এবং মধুর রস দ্বারা যজ্ঞ সেচন করুন।' তদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ,—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! ঋত্বিকেরা আপনাদের জন্য সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।' কোন্ সময় কাহার দ্বারা এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, বলা বাহুল্য, এ অর্থেও তাহা উপলব্ধ হয় না। পরন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এখানেও সমস্যা আসে।

আমরা মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত পদ কয়েকটীর সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যায় একটু স্বতন্ত্র ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

স্থানে 'মধ' আদেশ হইয়াছে। মধ্ব। আগমানুশাসনের অনিত্যতা-হেতু 'ধম' ভাব প্রাপ্ত। 'অসি চ' এই স্থলে 'অসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' এই নিয়মে ভাবের অভাব হইয়াছে। মিমিক্ষতং। সেচনার্থ 'মিহ' ধাতু। 'সন্ত্বৈকাচ' এই নিয়মানুসারে ইটের নিষেধ হইয়াছে। 'হলন্তাচ্চেতি' নিয়মানুসারে 'সন', কিত্ত-হেতু লঘূপধার গুণের অভাব হইয়াছে। অভ্যাস ও অভ্যাসবর্ণের আদি 'হল্' অবশিষ্ট। ঢত্ব, কুত্ব ও ষত্ব হইয়াছে। সুতসোমাঃ সুত অর্থাৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছে সোম যাহার দ্বারা। বহুব্রীহি স্বর। অভিদ্যবঃ। 'দ্যুঃ' ইত্যাদি শব্দ 'অন্তর্নাম' মধ্যে গণ্য আছে। সেই হেতু তৎসম্বন্ধি প্রকাশকে লক্ষ্য করিতেছে। অভিগত অর্থাৎ সম্যকরূপে প্রাপ্ত 'দ্যুঃ' অর্থাৎ দীপ্তি যাহাদের। 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদর্থে দ্বিতীয়াঃ' (পা০ ২.২।১৮) এই এই সমাস। অব্যয়ের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৪১স্থ—৪থ)॥

প্রথম—'ত্রিবন্ধুরে' ঐ পদে] 'কক্ষান্তরে আস্তীর্ণ' এই ভাবের অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত। 'বর্হিষ' পদে 'গর্ত্ত' বা 'কুশ' অর্থ গ্রহণ করিয়া, সেই কুশ রথের বা শকটের তিন স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে,—'ত্রিবন্ধুরে বর্হিষি' পদদ্বয়ে এই ভাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখানে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। বেদে যেখানেই 'ত্রি' পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি, সেখানেই উহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। * 'বর্হিষি' পদে যে হৃদয়কে বুঝায়, তাহাও নানাস্থানে প্রতিপন্ন হইয়াছে। † ফলতঃ, 'ত্রিবন্ধুরে বর্হিষি' পদদ্বয়ে ত্রিগুণের সমতা-প্রাপ্ত প্রশান্ত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিতেছে,—ইহাই আমাদিগের অভিমত। দেবতা আমাদিগের সৎকর্ম্মকে স্নেহরূপে সিঞ্চিত (পরিবর্দ্ধিত) করেন—কখন? হৃদয় যখন উদ্বেগপরিশূন্য প্রশান্তভাব প্রাপ্ত হয়। প্রকারান্তরে এখানে হৃদয়কে—কুশবৎ বিচ্ছিন্ন বিভিন্নমার্গানুসারী বিভিন্ন চিন্তায় উদ্বেলিত হৃদয়কে—সাম্যভাবাপন্ন করিতে বলা হইয়াছে; তারপর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেবগণ! আমাদিগের হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থায় উপনীত করিয়া, আপনারা আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মের পরিবর্দ্ধিসাধন করুন।' মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনায়, আমরা মনে করি, এই ভাবই পরিব্যক্ত আছে।

মন্ত্রের শেষাংশে [illegible] কণ্বপুত্র ঋত্বিক্গণের সংশ্রব সূচনা করা হইয়া থাকে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদকে আমরা যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; তাহাতে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) ভাব সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। 'কণ্বাসঃ' পদে 'আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন জনগণ' অথবা 'মেধাবিগণ'—এই দুই প্রকার ভাবই আসিতে পারে। এক অর্থে ভাব আসে,—এই অকিঞ্চন আমরা যে আপনাদিগকে আহ্বান করি, তাহার ফলে, আপনারা আমাদিগকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত এবং দীপ্তিসম্পন্ন করুন; অন্য অর্থে ভাব আসে,—'মেধাবিগণ আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াই বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবাপন্ন ও

---

* এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তে বিভিন্ন পদে, এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে, অথর্ব্ব-বেদের প্রথম মন্ত্রে এবং যজুর্ব্বেদের বহু মন্ত্রে এতদ্বিষয়ের আলোচনা দেখুন।

† এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭২৫ পৃষ্ঠায় 'বর্হিঃ' পদের অর্থ এবং ৩১ সূক্তের ১৭ ঋকের ব্যাখ্যায় এবং অন্যান্য স্থানেও 'বর্হিষ' পদের আলোচনা দেখুন।

দীপ্তিমান্ হয়েন।' এক অর্থ—প্রার্থনামূলক; অন্য অর্থ—মহিমা-প্রকাশক। ফলে, দুই-ই অভিন্নভাবদ্যোতক।

এই প্রকার আলোচনা করিলে, সমগ্র মন্ত্রটীর প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে সর্ব্বজ্ঞ দেবগণ! আপনারা আমাদিগের এই বিচ্ছিন্ন বিপথগামী হৃদয়কে প্রশান্ততা দান করুন; আর, তাহার মধ্যে, আপনাদিগের স্নেহ-বারি সেচনে, সৎকর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হউক, এই অকিঞ্চন-গণ, সেই উদ্দেশ্যেই আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছে। আপনাদিগের অনুকম্পায় তাহারা সত্ত্বভাবাপন্ন ও দীপ্তিমান্ হউক, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে তাহাদিগের মধ্যে শক্তি-প্রাণ সঞ্চিত হউক।' (১ম—৪৭সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা।

তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী

পাতং সোমমৃতাবৃধা॥ ৫॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। কণ্বম্। অভিষ্টিভিঃ। প্র। আবতং। যুবং। অশ্বিনা।

তাভিঃ। সু। অস্মান্। অবতং। শুভঃ। পতী ইতি।

পাতং। সোমং। ঋতঽবৃধা॥ ৫॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি নাশকৌ হে দেবৌ) 'যুবং' (যুবাং উভৌ) 'যাভিঃ' (যাভিঃ রক্ষাভিঃ) 'অভিষ্টিভিঃ' (রক্ষাভিঃ, অনুগ্রহপ্রকাশৈঃ) 'কণ্বং' (মেধাবিনং দীনাতিদীনং ভক্তিবিনম্রজনং) 'প্রাবতং' (রক্ষিতবন্তৌ), 'শুভস্পতী' (হে সৎকর্ম্মণঃ পালকৌ দেবৌ) 'তাভিঃ' (রক্ষাভিঃ, অনুগ্রহপ্রকাশৈঃ) 'অস্মাঁ' (অস্মান) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ) 'অবতং' (রক্ষতং); 'ঋতাবৃধা' (সত্যবর্দ্ধকৌ হে দেবৌ) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পাতং' (রক্ষতং – অস্মাসু ইতি যাবৎ)। হে দেবৌ! যুবয়োঃ সংস্কৃতজীবনো জনো যথা যুবয়োরনুগ্রহং প্রাপ্নোতি, অস্মভ্যং তদনুগ্রহদানং কুরুতং; অস্মাসু সত্ত্বভাবং পরিবর্দ্ধয়তং ইতি চ প্রার্থনা। (১ম ৪৭সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আপনারা যে প্রকার রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) মেধাবিগণকে (অথবা—ভক্তিবিনম্র দীনাতিদীনগণকে) রক্ষা করেন; সৎকর্ম্মের পালক হে দেবদ্বয়, সেইরূপ রক্ষার দ্বারা (অনুগ্রহপ্রকাশে) আমাদিগকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করুন। সত্ত্বভাব প্রবর্দ্ধক হে দেবদ্বয়! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব রক্ষা করুন। (ভাব এই যে, 'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টজীবন জন যেমন আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকে তদ্রূপ অনুগ্রহ-দান করুন,—আর আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিউন।')। (১ম—৪৭সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্য।

হে অশ্বিনা যুবং যুবামুভৌ যাভিরভিষ্টিভিরপেক্ষিতাভী রক্ষাভিঃ কণ্বং মহর্ষিং প্রাবতং। রক্ষিতবন্তৌ। হে শুভস্পতী শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ। তাভী রক্ষা-রক্ষাভিরস্মানপি সু সুষ্ঠু অবতং। সুষ্ঠু রক্ষতং। স্পষ্টমন্যৎ।

অভিষ্টিভিঃ। অভিমুখোনেষ্যন্ত ইত্যভিষ্টয় ঊতয়ঃ। ইষু ইচ্ছায়াং কর্ম্মণি ক্তিন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা উভয়ে যে সকল অপেক্ষিত রক্ষা (রক্ষারূপ অস্ত্র অথবা প্রার্থনামন্ত্র) দ্বারা মহর্ষি কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন; হে শোভনকর্ম্ম-সম্পাদক! আপনারা সেই সকল রক্ষা দ্বারা আমাদের ন্যায় অনুষ্ঠাতৃগণকে সুসংরক্ষিত করুন। অন্য সকলগুলি স্পষ্ট।

অভিষ্টিভিঃ। অভিমুখ্যকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে, অভিষ্টির শব্দে ফলকে বুঝায়। ইচ্ছার্থ ইষ্ ধাতু। কর্ম্মণিবাচ্যে 'ক্তি' প্রত্যয় ও 'তিতুত্রেত্যাদি' সূত্রানুসারে ইটের প্রতিষেধ।

প্রাপ্ত হই নাই; আমার একমাত্র ভরসা—আপনাদিগের করুণা। দয়া করিয়া আপনারা যদি আমাকে রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা পাই। প্রার্থনা—আমায় রক্ষা করুন।' ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনা। মন্ত্রের শেষাংশে,—হৃদয়ে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে, অথবা দেবতাকে হৃদয়ের সত্ত্বভাব সহ সম্মিলিত হইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। (১ম—৪৭সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা।

রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্য্যস্মে

ধত্তং পুরুস্পৃহং ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সুঽদাসে। দস্রা। বসু। বিভ্রতা। রথে। পৃক্ষঃ। বহতং। অশ্বিনা।

রয়িং। সমুদ্রাৎ। উত। বা। দিবঃ। পরি। অস্মে ইতি।

ধত্তং। পুরুঽস্পৃহং ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (রিপুনাশকৌ, সর্ব্বজ্ঞানৌ) 'বসু বিভ্রতা' (পরমং ধনং বিভরণশীলৌ) 'অশ্বিনা' (আধি-ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'সুদাসে' (শুদ্ধদানশীলে ভগবতি সমর্পিতে) 'রথে' (কর্ম্মরূপযানে, নিষ্কাম কর্ম্মণি ইতি যাবৎ) যুবাং 'পৃক্ষঃ' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'বহতং

(প্রাপয়তং); 'সমুদ্রাৎ' (অন্তরিক্ষাৎ, অগাধজলধিগর্ভাৎ) 'উত' (আহৃত্য) 'বা' (অথবা) 'দিবঃ' (স্বর্গাৎ) 'পরি' (পর্য্যাহৃত্য) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বলোকাভিলষিতং) 'রয়িং' (ধনং - পরমার্থরূপং) 'অস্মে' (অস্মাসু) 'ধত্তং' (দত্তং প্রযচ্ছতং)। পরমার্থরূপং যদ্ধনং নিষ্কামকর্ম্মপ্রভাবেন সাধবঃ প্রাপ্নুবন্তি, হে দেবৌ, সর্ব্বজনস্পৃহনীয়ং তদ্ধনং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ ৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), পরমধন বিতরণশীল, আধি-ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! আমাদিগের সুষ্ঠুদানশীল (ভগবানে সমর্পিত) কর্ম্মরূপ-যানে (নিষ্কাম-কর্ম্ম মধ্যে) আপনারা পরমার্থ-রূপ ধন বহন করিয়া আনেন; (যেখানেই থাক) অগাধজলধিগর্ভ হইতে (অন্তরিক্ষ হইতে). আহরণ করিয়া অথবা স্বর্গলোক হইতে সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় পরমার্থ-রূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'নিষ্কাম কর্ম্মপ্রভাবে সাধুগণ পরমার্থ-রূপ যে ধন প্রাপ্ত হয়েন, হে দেবদ্বয়, সর্ব্বজনকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন।')॥ (১ম—৪৭সূ—৬ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ সুদাসে শোভনদানযুক্তায় রাজ্ঞে পিজবনপুত্রায় রথে বসু বিভ্রতা যুবাং পৃক্ষোঽন্নং বহতং। প্রাপিতবন্তৌ। সমুদ্রাদন্তরিক্ষাৎ। সমুদ্রমিত্যন্তরিক্ষনাম। সমুদ্রোঽধ্বরমিতি তন্নামসু পাঠাৎ। উত বা দিবস্পরি। অথবা স্বর্গাৎ পর্য্যাহৃত্য পুরুস্পৃহং বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং রয়িং ধনমস্মে ধত্তং। অস্মাসু স্থাপয়তং॥

সুদাসে। সুষ্ঠু দদাতীতি সুদাঃ। অসুনি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দিবস্পরি। পঞ্চম্যাঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়! শোভনদানযুক্ত অর্থাৎ দানশীল রাজা পিজবনপুত্রের নিমিত্ত রথে আপনারা ধনকে ধারণ ও অন্নকে বহন করিয়াছিলেন। অন্তরিক্ষ হইতে, (সমুদ্র ইহা অন্তরিক্ষের নাম। অন্তরিক্ষ নামসমূহ-মধ্যে সমুদ্র ও অধ্বর ইহা পঠিত হইয়াছে) অথবা স্বর্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে আহরণ করিয়া বহুজনের স্পৃহণীয় ধন আমাদের বিষয়ে আপনারা স্থাপন করুন।

সুদাসে। শোভনরূপে দান করেন—এই বাক্যে সুদা পদটী নিষ্পন্ন হয় 'অসুন্' প্রত্যয় পরে থাকায় কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। দিবস্পরি। পঞ্চমীর পরাবধি

পরাবধার্থঃ ইতি বিসর্জনীয়স্য সত্ব। পুরুস্পৃহং। স্পৃহ ঈপ্সায়াং। চুরাদিরদন্তঃ। পুরুভিঃ স্পৃহত ইতি পুরুস্পৃহঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। অতো লোপস্য স্থানিবদ্ভাবাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। ক্রিৎ-স্বরেণোত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বেকৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরেণ তদেব শিষ্যতে। (১ম—৪৭সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৫৬১) ঋকের বিশদার্থ।

—•:‡:‡:•—

এই ঋকের অন্তর্গত 'সুদাসে' পদ বিষম সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে। পুরাণে সুদাস রাজার উপাখ্যান আছে এক বিষ্ণুপুরাণেই দুই জন সুদাস নৃপতির কীর্ত্তি কাহিনীর পরিচয় পাই। এক সুদাস—সূর্য্যবংশের প্রখ্যাত নৃপতি। অন্য সুদাস—চন্দ্রবংশের খ্যাতিমান্ ভূপতি *। চন্দ্র-বংশীয় সুদাসের পিতার নাম, এক মতে—দিবোদাস, অন্য মতে—পিজবন। সুদাস রাজর্ষি বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি তৃৎসু গণের রাজা ছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। যাহা হউক, ঐ সুদাসের সহিত ঐই সুদাসের বা এই ঋকের সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ তদনুসারেই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। সে পক্ষে ঐই ঋকের অর্থ হয় এই যে,—"হে দর্শনীয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনারা পিজবন পুত্র সুদাসের নিমিত্ত রথে ধন বহন করিয়া অস্মাদিগস্পৃৎ আনয়ন করিয়াছিলেন। জনসমূহের বাঞ্ছনীয় ধন অন্তরিক্ষ কিম্বা স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়া অস্মাদাদির নিমিত্ত স্থাপন করুন।" এ অর্থে, প্রত্নতাত্ত্বিক-গণের গবেষণা-প্রকাশের নানা উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুদাসের কাল-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ উঠে। বেদমন্ত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সংশ্রব প্রতিপন্ন হয়; এমন কি, কয়েকটী বেদমন্ত্রের রচনাকারী বলিয়াও তিনি প্রখ্যাত

অর্থে বিসর্গের স্থানে 'স' হইয়াছে। পুরুস্পৃহং। ঈপ্সার্থ স্পৃহ ধাতু চুরাদি অৎ' অন্ত। বহুজন কর্ত্তৃক ইচ্ছাযুক্ত—এই বাক্যে 'পুরুস্পৃহঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে 'অৎ' লোপের স্থানিবদ্ভাব-প্রযুক্ত উপধার গুণ হয় নাই। 'ক্রিৎ-স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইলে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতি-স্বরের সহিত তাহাই অবশিষ্ট থাকে। (১ম ৪৭সূ—৬ঋ)॥

* রাজা সুদাসের বিষয় মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। 'পৃথিবীর ইতিহাসের' নির্ঘণ্ট (index) অনুসরণ করিলেই তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রথম খণ্ডেও সুদাসের কাহিনী দেখিতে পাইবেন।

হইয়া পড়েন। * মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমুদ্রাৎ' ও 'দিবঃ' পদদ্বয় হইতে তৎকালে সমুদ্র-পথে ও আকাশ-পথে গতাগতির প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতে পারে।

এখন, আমাদিগের ব্যাখ্যার ধারা অনুসরণ করিয়া দেখুন। তাহাতেই বা কি ভাব কি সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেখা যাউক। 'সুদাসে' পদের প্রতিবাক্যে সায়ণের ভাষ্যের অনুসরণেই, "শোভনদানযুক্তায়" পদ হইতেই, আমরা 'সুষ্ঠুদানশীলে' 'ভগবৎ-সমর্পিতে' পদ গ্রহণ করি। 'শোভন-দান' 'সুষ্ঠুদান' কাহাকে কহে? যাহা ভগবদুদ্দেশে সমর্পিত, তাহাই 'শোভনদান' 'সুষ্ঠুদান'। 'রথে' পদে যে 'কর্ম্ম-রূপ যানে' অর্থ হয়, তাহা বহু ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। এখানে 'সুদাসে' পদকে 'রথে' পদের স্বরূপ-প্রকাশক বিশেষণ বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে 'সুদাসে রথে' পদদ্বয়ে নিষ্কাম কর্ম্মকে বুঝাইয়া থাকে। † নিষ্কাম কর্ম্ম—ভগবানে সমর্পিত কর্ম্ম—যে পরমার্থ-রূপ ধন বহন করিয়া আনে, সেই নিত্যসত্যতত্ত্ব, মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রখ্যাত দেখি। দেবদ্বয়—সর্ব্বদ্রষ্টা, বিঘ্ননাশক; তাঁহারা পরম-ধন-বিতরণশীল। আমাদিগের নিষ্কাম-কর্ম্ম রূপ রথে তাঁহারাই পরমার্থ-ধন বহন করিয়া আনেন। "দস্রা" হইতে "বহতং" অংশের ইহাই ভাবার্থ।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের ("সমুদ্রাৎ" হইতে "সত্তং" পর্য্যন্তের) ভাব-পরিগ্রহে চেষ্টা করা যাউক। 'সমুদ্রাৎ' আর 'দিবঃ' এই দুইটী পদে, সেই যে পরমার্থ ধন—সে ধন কোথায় আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ মোহঘোরে দেখিতে পায় না—সে ধন কোথায় আছে? পৃথিবীতে দেখিতে পায় না। তাই সংশয় আসে—

---

* কাহারও কাহারও মত এই, রাজর্ষি সুদাস ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তের রচয়িতা ছিলেন। সে মতে,—সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ২৫ ঋকে সুদাসকে পিজবনের পুত্র বলা হইয়াছে, এরূপও প্রতিপন্ন হয়।

† 'সুদাস' পদে নৃপতিকে বুঝাইতে গেলে, আর এক দিক দিয়া অর্থ অধ্যাহার করা যাইতে পারে। সে পক্ষে "সুদাসে" পদের প্রতিবাক্যে "সংসারচক্রে আত্মারূপেণ চিরাবস্থিতে" পদ গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে এই মণ্ডলের (তৃতীয় অধ্যায়ের) ৩৬শ সূক্তের ১৮শ ঋকের বিশদার্থ আলোচনায় যে মত প্রকাশ করিয়াছি, এখানে সেই মত গ্রহণ করিতে পারি। এতৎপ্রসঙ্গে (আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা ১৮৯১—১৮৯৭ পৃষ্ঠায় 'তুর্ব্বশ' প্রভৃতি পদের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

বুঝি বা গভীর জলধির মধ্যে অথবা অন্তরিক্ষ লোকে সে ধন আছে, অথবা স্বর্গলোকে বা নভোমণ্ডলে সে ধন বিরাজ করিতেছে। এখানে সেই সংশয়ের ভাব প্রকাশমান্। প্রার্থনাকারী যেন কহিতেছেন,—'সেই যে সর্ব্বলোক-কাঙ্ক্ষণীয় ধন—সে ধন কোথায় আছে, জানি না; যদি সমুদ্রে থাকে, সেখান হইতে আনয়ন করুন; যদি দ্যুঃলোকে থাকে, সেখান হইতে আনিয়া দেন।' এখানে প্রার্থনায় ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করিতে পারি। কোথায় আছে, কিরূপে পাইব, বুঝিতে পারিতেছি না; তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'হে সর্ব্বদর্শী দেবদ্বয়! হে অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি নাশক দেবদ্বয়! হে পরমধন-বরণকারী দেবদ্বয়! যেখান হইতে হউক, সেই আকাঙ্ক্ষণীয় ধন আমাদিগকে আনিয়া দেন।' ভক্তের এ এক আব্দার বলিলেও বলা যায়। এই সকল ভাবই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৪৭সূ—৬ঋ)।

— • —

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধি তুর্ব্বশে।

অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং

সাকং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। নাসত্যা। পরাঽবতি। যৎ। বা। স্থঃ। অধি। তুর্ব্বশে।

অতঃ। রথেন। সুঽবৃতা। নঃ। আ। গতং।

সাকং। সূর্য্যস্য। রশ্মিঽভিঃ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসত্যবিরহিতৌ, সৎস্বরূপৌ, হে দেবৌ) 'যৎ' (যদি) যুবাং 'পরাবতি' (দূরদেশে) 'স্থঃ' (বর্ত্তেথে) 'যদ্বা' (অথবা) 'তুর্বশে' (কর্ম্মপ্রভাবেণ ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে, যদ্বা - সাধকে সমীপে) 'অধি' (অধিতিষ্ঠথঃ); 'অতঃ' (অতঃপরং, তথাপি প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'সুবৃতা' (সৎসম্বন্ধযুক্তেন) 'রথেন' (অস্মাকং কর্ম্মরূপযানেন) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য) 'রশ্মিভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'সাকং' (সহ, অস্মাসু জ্ঞানকিরণবিতরণৈঃ সহ ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মান্, অস্মৎসকাশং) 'আ গতং' (আগচ্ছতং প্রাপ্নুতং) হে দেবৌ! যদ্যপি যুবাং অস্মাৎ অতিদূরাৎ অবস্থিতৌ ভবতং, যদ্যপি সাধকস্য হৃদি যুবয়োঃ একমাত্র আবাসো ভবতি; তথাপি ঐকান্তিকী প্রার্থনা তয়োরনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্ম সৎসম্বন্ধযুতং জ্ঞানপ্রদং চ ভবতু; তৈঃ যুবাং অস্মান্ প্রাপ্নুত। ইতি ভাবঃ। (১ম ৪৭সূ ৭ঋ)।

•.•

বঙ্গানুবাদ।

হে সৎস্বরূপ দেবদ্বয়! যদি আপনারা দূরদেশে অবস্থিত করেন, অথবা যদি আপনারা কর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনেই সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান্ থাকেন; তথাপি প্রার্থনা, আমাদিগের সৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম-রূপ রথে, জ্ঞানকিরণ বিতরণের সহিত, আমাদিগের নিকট আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! যদ্যপি আপনারা আমাদিগের নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিত আছেন, যদিও সাধকের হৃদয়ই আপনাদিগের একমাত্র আবাস হয়; তথাপি ঐকান্তিকী প্রার্থনা,—আপনাদিগের অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্ম সৎসম্বন্ধযুত ও জ্ঞানপ্রদ হউক; আর, তদ্দ্বারা আপনারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।')। (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)।

•.•

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা। অসত্যরহিতাবশ্বিনৌ যৎ যদ যুবাং পরাবতি দূরদেশে স্থঃ। বর্ত্তেথে। যদ্বা। অথবাধি তুর্বশেহধিকে সমীপে স্থঃ। অতোঽস্মাদ্দূরাৎ সমীপাদ্বা সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সাকং সূর্য্যোদয়কালে সুবৃতা শোভনবর্তনযুক্তেন রথেন মোহস্মান্ প্রত্যাগতং। আগচ্ছতং।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত অশ্বিদ্বয়! যদিও আপনারা দূর দেশে বিদ্যমান রহিয়াছেন; অথবা অধিক নিকটেই বিদ্যমান আছেন; অতএব, এই দূর হইতে অথবা সমীপ হইতে সূর্য্যের রশ্মির সহিত অর্থাৎ সূর্য্যোদয়কালে শোভনবর্ত্মবিশিষ্ট রথের দ্বারা আমাদিগের নিকটে আগমন করুন।

নাসত্যা। সৎসু ভবৌ সত্যৌ। ন সত্যাবসত্যৌ ন অসত্যৌ নাসত্যৌ। নভ্রাণ্‌নপান্নবেদানাসত্যানমুচি... নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। স্থঃ। অস ভুবি। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ। গতং। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্‌। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। (১ম—২৩স্থ ৭ঋ)।

সপ্তম (৫৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের মধ্যে তিনটী গ্রন্থি আছে। সেই তিনটী গ্রন্থি উন্মোচন করিতে পারিলেই মন্ত্রের অর্থ বোধগম্য হইতে পারে।

প্রথম গ্রন্থি—"অধি তুর্ব্বশে"। এখানে সায়ণের মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে 'তুর্ব্বশ' পদ ছিল (ষট্‌ত্রিংশসূক্তের অষ্টাদশ ঋকের সায়ণভাষ্য দেখুন), সেখানে সায়ণ তুর্ব্বশ নামক রাজর্ষি অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে সায়ণভাষ্যে 'তুর্ব্বশে" পদের প্রতিবাক্যে "অধিকে সমীপে" পদ প্রযুক্ত দেখি। সায়ণেরই এই দুই স্থলের দুই মতের অনুসরণ, পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণও সমস্যায় পড়িয়াছেন। 'তুর্ব্বশে' পদের অর্থে, তাই কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিয়া গিয়াছেন—'অতি নিকটে,' কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিয়া গিয়াছেন—'তুর্ব্বশাখ্য উপাসকের গৃহে।' এতদনুসারে, একশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায়, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা দূরেই থাকুন, আর নিকটেই থাকুন'; অন্য শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'আপনারা দূরেই থাকুন আর তুর্ব্বশ-রাজার গৃহেই থাকুন।' শেষোক্ত অর্থ হইতে পুরাবৃত্তের একটা সম্বন্ধ টানিয়া আনা যায়। মনে হয়,—প্রার্থনাকারী যেন তুর্ব্বশ-রাজার রাজ্য-বাসী কোনও লোক; তিনি যেন অশ্বিদ্বয়-

নাসত্যা। সৎশব্দের উত্তর ভবার্থে 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'সত্য' পদটী নিষ্পন্ন হয়। যাহা সত্য নহে এই বাক্যে অসত্য পদ হয়। যাহা অসত্য নহে এই বাক্যে "নাসত্য" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'নভ্রাণ্‌ নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে নঞের প্রকৃতিভাব হইয়াছে। স্থঃ। স্থিত্যর্থ 'অস্‌' ধাতু। 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই সূত্রে অকার লোপ। মাঙ্‌যোগ হেতু অডাগম হয় নাই। গতং। গম ধাতুর লোট বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে শপের লুক্‌ হইয়াছে। 'অনুদাত্তোপদেশেত্যাদি' নিয়মানুসারে অনুনাসিকের লোপ হইয়াছে। (১ম—২৩সূ ৭ঋ)।

কুমারদ্বয়কে তুর্ব্বশ রাজার আলয় হইতে আহ্বান করিয়া আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেও তুর্ব্বশ-পদে যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ সেই ভাবই গ্রহণ করিতেছি। ভাবিয়া দেখুন,—তাহাতে পূর্ব্বাপর কেমন সঙ্গত থাকিতেছে।

দ্বিতীয় প্রাস্থ—"রথেন সুবৃতা।" এখানেও ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন-মতাবলম্বী। 'স্বর্ণনির্ম্মিত রথ', 'সুখগামী রথ', 'শোভন-বর্ত্তনযুক্ত রথ'—এইরূপ নানা অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। রথ যে প্রকৃত শকট বা গো-যান, এই ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, 'সুবৃতা' পদে তদনুরূপ অর্থই অবভাসিত হইয়া পড়ে। কিন্তু 'রথ' পদের ভাব পূর্ব্বাপর আমরা যাহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, 'সুবৃতা' পদও সেই সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রেষ্ঠ-সাধ্যসাধনের ফলে কর্ম্মে যখন সত্ত্বভাব প্রস্ফুট হয়, তখনই সেই কর্ম্মকে 'সুবৃতা' বলা যায়। আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্য তাই 'সৎসম্বন্ধযুক্তেন' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'অতঃ' পদে, 'অতএব প্রার্থনা জানাইতেছি'—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এতদনুসারে, "অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং"—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য হয় এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগের প্রার্থনা এই, আমাদিগের কর্ম্ম সৎকর্ম্ম হউক, আর আপনারা সেই কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করুন।'

মন্ত্রের তৃতীয় প্রাস্থ—"সাকং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।" এখানে ভাষ্যকার লিখিলেন—'সূর্য্যোদয়-কালে।' ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলেই তাহারই অনুসরণ করিলেন। কেহ বা 'সাকং' পদের অর্থও বজায় রাখিলেন; লিখিলেন—'সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত।' এইরূপে প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইল—'সূর্য্যোদয়-কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত শোভনবর্ত্তনযুক্ত রথে আপনারা আগমন করুন।' কিন্তু ইহাতে যে কি তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইল, বুঝিতে পারি না। অনুধাবন করিলে, এই মাত্র ভাব পাই, সমগ্র মন্ত্রটীতে যেন বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! তোমরা দূরেই থাক, (অথবা তুর্ব্বশ-রাজার গৃহেই থাক) সূর্য্যোদয় হইলেই তোমাদিগের শোভনবর্ত্তনযুক্ত রথে চড়িয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হও।' দেবতার আগমনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাদি হইতে কিছুই নিবৃত্ত হয় না।

আমরা বলি, "সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সাকং"—এই বাক্যাংশের ভাব অন্তরূপ। এখানে জ্ঞান-কিরণ-দানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' বলিতে, সেই জ্ঞানাধার ভগবানের অঙ্গীভূত জ্ঞানকিরণ (সত্ত্বভাব) অর্থ প্রাপ্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব হয়,—'হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের কর্ম্ম সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক, আর সেই কর্ম্ম জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত থাকুক।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৪৭সূ—৭ঋ)।

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অর্ব্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ।

ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ

বর্হিঃ সীদতং নরা ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্ব্বাঞ্চা। বাং। সপ্তয়ঃ। অধ্বরঽশ্রিয়ঃ। বহন্তু। সবনা। ইৎ। উপ।

ইষং। পৃঞ্চন্তা। সুঽকৃতে। সুঽদানবে। আ।

বর্হিঃ। সীদতং। নরা। ৮।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'অধ্বরশ্রিয়ঃ' (যাগাদি-সৎকর্ম্ম-পোষিকা, সৎকর্ম্মণঃ শ্রীসম্পাদিকাঃ) 'সপ্তয়ঃ' (ভগবৎসম্বন্ধকারিকাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'সবনা' (যাগাদি-সৎকর্ম্মাণি, যদ্বা—হৃদভ্যন্তরে ইতি যাবৎ) 'উপ' (সমীপে) 'অর্ব্বাঞ্চা' (অনুকূলৌ, অনুগ্রহপরৌ) 'বাং' (যুবাং উভৌ) 'ইৎ' (এব, খলু) 'বহন্তু' (প্রাপয়ন্তু); ভগবৎসম্বন্ধকারিণ্যঃ সদ্বৃত্তয়ঃ অস্মাকং কর্ম্মণি দেবসম্বন্ধং স্থাপয়ন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'নরা' (হে নেতারৌ) 'সুকৃতে' (সৎকর্ম্মকারিণে) 'সুদানবে' (শোভনদানশীলে, নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণে—ময়ি ইতি যাবৎ) 'ইষং (অভীষ্ট ফলং) 'পৃঞ্চন্তা' (সংযোজয়ন্তৌ) 'বর্হিঃ' (কুশরূপেণাস্তৃতং হৃদয়াসনং) 'আ সীদতং' (প্রাপয়তং); হে দেবৌ! মাং নিষ্কামকর্ম্মকারিণং কৃত্বা অভীষ্টফলং প্রযচ্ছতং—হৃদি চ নিবসতং; ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৭সূ—৮ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যাগাদি-সৎকর্ম্মের পোষিকা, ভগবৎসম্বন্ধকারিকা আমার সদ্বৃত্তি, আমার সৎকর্ম্মসমীপে অনুকূল (অনুগ্রহপর) আপনাদিগকে বহন করিয়া আনুক; (ভাব এই যে,—'ভগবৎসম্বন্ধস্থাপনকারী সদ্বৃত্তি আমাদিগের কর্ম্মে দেবসম্বন্ধ স্থাপন করুক')। হে নেতৃদ্বয়! সৎকর্ম্মকারী শোভনদানশীল (নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণ) জনে (আমাতে) অভীষ্টফল সংযোজন করিয়া এই হৃদয়াসনে আসনগ্রহণ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাকে নিষ্কামকর্ম্মকারী করিয়া আমার অভীষ্ট-ফল দান করুন,—আমার হৃদয়ে বাস করুন।')॥ (১ম—৪৭সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ। অধ্বরশ্রিয়ো যাগসেবিনঃ, সপ্তয়োঽশ্বাঃ সবনেত্যুপাত্তসমুচ্চৈয়ানি ত্রীণি সবনান্যেবোপলক্ষ্য। অর্ব্বাঞ্চাভিমুখৌ বাং যুবাং বহন্তু। প্রাপয়ন্তু। হে নরা। অশ্বিনৌ সুকৃতে সুষ্ঠুকর্ম্মকারিণে সুদানবে শোভনদানযুক্তায় যজমানায়েষমন্নং পৃঞ্চন্তা সংযোজয়ন্তৌ যুবাং বর্হিরাসীদতং। দর্ভং প্রাপ্নুতং॥

অর্ব্বাঞ্চা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অধ্বরশ্রিয়ঃ। অধ্বরং শ্রয়ন্তীতাধ্বর-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! যাগসেবী অশ্বগণ আমাদিগের অনুষ্ঠেয় তিনটী সবনাখ্য যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া (যজ্ঞের) অভিমুখে আপনাদিগকে বহন করুন। হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সুকর্ম্মকারী শোভন-দানযুক্ত যজমানকে অন্নসংযুক্ত করিয়া কুশোপরি উপবেশন করুন।

অর্ব্বাঞ্চা। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির আকার হইয়াছে। অধ্বরশ্রিয়ঃ। অধ্বরকে আশ্রয় করেন—এই বাক্যে 'অধ্বরশ্রিয়' পদটী হইয়াছে। 'ক্বিপ্‌চিপ্রচ্ছি' ইত্যাদি

প্রিয়। ক্বিব্বচিপ্রচ্ছীত্যাদিনা ক্বিপ্। দীর্ঘশ্চ। বহন্তু। বহ প্রাপণে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সবনা। ষুঞ অভিষবে। অভিষূয়তে সোম এষ্বিতি সবনানি। অধিকরণে ল্যুট্। যোরনাদেশঃ। গুণাবাদেশৌ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপ। পৃঞ্চতা। পৃচী সংপর্কে। শতরি রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। শ্নসোরল্লোপঃ ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সুকৃতে। সুকর্ম্মপাপেত্যাদিনা করোতের্ভূতে কালে ক্বিপ্। হ্রস্বস্য পিতীতি তুক। সুদানবে। শোভনং দানু দানং যস্যাসৌ সুদানুঃ। দানুশব্দো নুপ্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীতি বহুব্রীহাবুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং সীদতং। ষদ্‌লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু॥ ৮॥

• • •

অষ্টম (৫৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে এই ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর এই ঋক্-সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলা যাইতেছে। ঋকের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ; যথা,—

(১) "তোমরা সর্ব্বদা যাগসেবী; তোমাদের সপ্ত (অশ্ব) তোমাদিগকে নিকটে আনিয়া সবনাভিমুখে লইয়া যাউক ; হে নরদ্বয়! শুভকর্ম্মকারী ও দানশীল যজমানকে অন্নদান করিয়া তোমরা কুশে উপবেশন কর।" 168259

(২) "হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিত্যই যজ্ঞস্থলে গমনশীল আপনাদিগের অশ্বসকল আমাদিগের অনুষ্ঠেয় সবনত্রয়সমীপে আপনাদিগকে বহন করুক। হে বীরত্ব-বিশিষ্ট

নিয়মানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও দীর্ঘ হইয়াছে। বহন্তু। প্রাপণার্থ 'বহ' ধাতু। 'শপের' পিত্ত্ব অর্থাৎ 'প' থাকে না বলিয়া অনুদাত্ত হইয়াছে 'তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এইনিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। সবনা। অভিষবার্থ 'ষুঞ' ধাতু। অভিষুত হয় সোম এই কর্ম্মসমূহে—এই বাক্যে 'সবনানি' পদটী হয়। অধিকরণ-বাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয়। 'যোরনাদেশঃ' নিয়মে 'অন' এবং 'গুণাবাদেশৌ' নিয়মে 'আ' আদেশ হইয়াছে। 'লিতীতি' সূত্রানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই সূত্রানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। পৃঞ্চতা। সংপর্চার্থক 'পৃচী' ধাতু 'শতৃ' প্রত্যয়, পরে রুধাদিত্ব-হেতু শ্নম আদেশ ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' সূত্রানুসারে অ-কারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুকৃতে। 'সুকর্ম্মপাপ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অতীত কালে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও 'হ্রস্বস্য পিতি' এই সূত্রানুসারে 'তুক্' প্রত্যয় হইয়াছে। সুদানবে। শোভন অর্থাৎ সুন্দর দানু অর্থাৎ দান যাহার—এই বাক্যে 'সুদানুঃ' পদ হয়। দানু-শব্দটী নু-প্রত্যয়ান্ত আদিস্বর উদাত্ত 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বহুব্রীহি সমাসে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সীদতং। 'ষদ্‌লৃ' সদ-ধাতু বিশরণ, গতি ও অবসাদন অর্থ বুঝায়॥ ৮॥

• • •

অশ্বিনীকুমারদ্বয় উত্তমকর্মকারী, শোভনদানবিশিষ্ট যজমানকে অন্নদানশীল আপনারা দর্ভাসনে উপবেশন করুন।"

সকল ব্যাখ্যাই সায়ণের অনুসারী। মন্ত্রের অন্তর্গত "সপ্তয়ঃ" পদে অশ্বের সম্বন্ধ আনিয়া মন্ত্রার্থকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। 'তিন খানি কাঠের তৈয়ারী রথ'—এই একটা ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, ক্রমশঃ অশ্বের সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, আর একটু অগ্রসর হইলে, অন্ততঃ ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটীর (নবম মন্ত্রের) মর্ম্মটুকু অনুধাবন করিলে, আমরা বিশ্বাস করি, এ ভাব উল্টাইয়া যাইবে। উল্টাইয়া যাইবেই বা বলি কেন, সায়ণের ভাষ্যে সেখানে অন্য অর্থ—অন্য ভাবই প্রকারান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। রথটী যে কি, রথের বাহনই বা কি—সেখানে সে আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। * সেখানে রথের বিশেষণ আছে—"সূর্য্যত্বচা"। সায়ণ তাহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'সূর্য্যসংবৃতেন সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন বা।' বুঝুন—রথটী কি? বুঝিয়া দেখুন—সে রথের বাহনই বা কি প্রকার হওয়া সম্ভবপর?

এখন, আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, তাহার একটু হেতু প্রদর্শন করিতেছি। "সপ্তয়ঃ" পদে আমরা "ভগবৎসম্বন্ধকারিকাঃ সদ্বৃত্তয়ঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সপ্তন্' শব্দের মূল যে 'সপ্' ধাতু, তাহার অর্থ—'একত্রীকরণ'। যাহা একত্রিত বা মিলিত করায়—সেই ভাব প্রকাশ-পক্ষে ঐ পদ ব্যবহার করা যায়। অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্রে 'ত্রিসপ্তা' পদ আছে। সেখানে 'সপ্ত' পদে যে যে ভাব ব্যক্ত হয়, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। ফলতঃ, ভগবানের সম্বন্ধ যাহাতে আনে, এখানে 'সপ্তয়ঃ' পদে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। নচেৎ, উপমা-পক্ষে 'সপ্তয়ঃ' পদে 'সপ্তরশ্মি' 'সপ্তকিরণ' ভাব গ্রহণ করা যায়। সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বে আগমন করেন, তাঁহার সপ্ত অশ্ব,—এবম্বিধ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? সূর্য্যরশ্মিতে আমরা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে শ্বেতবর্ণ বলিয়া কোনও বর্ণই নাই। সাতটী বর্ণের মিলনে শ্বেতবর্ণের উৎপত্তি হয়। সপ্তবর্ণ (সপ্তকিরণ) এক হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রকাশ

---

* নবম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ও সায়ণ-ভাষ্যে তাহা লক্ষ্য করুন। এখানে তদ্বিষয় অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

করে। তাঁহার যে মূর্ত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সপ্তরশ্মির (সপ্ত-বর্ণের) সমন্বয়। * তাই সূর্য্যের সপ্তাশ্ব পরিকল্পিত হয়। এখানেও সেই মিলনের মিশ্রণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। সে পক্ষে এখানকার প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে,—'সপ্তকিরণ দ্বারা সূর্য্যদেব যেমন প্রকাশমান্ হন, সেই-রূপ সৎকর্ম্মসঞ্জাত সত্ত্বভাবের দ্বারা আপনারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন।' এখন, সপ্তকিরণ একীভূত হওয়ায় যে কিরণ উৎপন্ন হয় বা দেখিতে পাই, তাহার সহিত সত্ত্বভাবোন্মেষের কি সপ্ত উপাদান আছে—সন্ধান করা যাইতে পারে। সেই সতটী উপাদান—পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এইরূপ মনে করিতে পারি। এই সকল যখন কেন্দ্রীভূত হয়, কেন্দ্রীভূত হইয়া সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়,—ভগবানে সংন্যস্ত হয়, তখনই দেবভাবে দেহ পরিপূর্ণ হয়। এইরূপ অর্থই এখানে প্রকটিত আছে, মনে করা যাইতে পারে। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথমাংশের (প্রথম পাদের) প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় ভগবৎসম্বন্ধ-সূচক আমাদিগের সদ্বৃত্তিনিচয় আমা-দিগের কর্ম্ম-মধ্যে দেবভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সমস্যামূলক পদ—"বর্হিঃ"। তদনুসারে, দেবদ্বয়কে যেন কুশাসনে বসিতে বলা হইয়াছে—এইরূপ ভাব অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু 'বর্হি' বা 'বর্হিষি' পদ যেখানেই প্রযুক্ত দেখি, সর্ব্বত্রই

---

* ত্রিকোণবিশিষ্ট কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যের এই সপ্তকিরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। সে পক্ষে সপ্তাশ্বে, সপ্তকিরণে "Seven Prismatic Rays" ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান ঐ সপ্তকিরণের সপ্তবর্ণকে "Vybgior" (ভিব্‌জিওর) শব্দে ব্যক্ত করেন। তদনুসারে ঐ শব্দের অন্তর্গত সাতটী 'বর্ণে' সাতটী 'বর্ণের' বিষয় দ্যোতিত হয়। ঐ শব্দের "V' বর্ণে 'Violet' (বেগুণে রঙ্), 'Y' বর্ণে 'Yellow' (হরিদ্রা রঙ্), 'B' বর্ণে 'Blue' (ফিকে নীল রঙ্) 'G' বর্ণে 'Green' (হরিত বা সবুজ রঙ্), 'I' বর্ণে 'Indigo' (গাঢ় নীল রঙ্), 'O' বর্ণে 'Orange' (কমলা লেবুর রঙ্) এবং 'R' বর্ণে 'Red' (লাল রঙ্) বুঝায়। এই সাত রঙ্ ত্রিকোণ কাচে এবং রামধনুতে দৃষ্ট হয়। এই সাত রঙ্ একত্রে মিশ্রিত হইলে, সাত এক হইয়া, 'সাদা' রঙ্ হইয়া যায়। বিপরীত বিভিন্ন বর্ণের বিমিশ্রণে এইরূপে 'শ্বেত' বর্ণের উৎপত্তির বিষয় প্রাচীন আর্য্যগণ অবগত ছিলেন, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (সপ্তকিরণ) প্রভৃতি পদে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বিষয়, সন্দেহ নাই।

'হৃদয়' অর্থ দ্যোতনা করে এবং সেই অর্থেই ভাবসঙ্গতি দেখিতে পাই। 'ইষং' পদে 'অভীষ্টং' 'অভীষ্টফলং' অর্থ অনেকত্র লক্ষ্য করিয়াছি।* 'নরা' পদে 'নেতৃস্থানীয়' অর্থই এখানে সঙ্গত। এইরূপে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-কারী ও সুষ্ঠুদানশীল করিয়া, অভীষ্টফল প্রদান করুন,—আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া আপনারা অধিষ্ঠিত হউন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ। (১ম—৪৭সূ—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

তেন নাসত্যা গতং রথেন সূর্য্যত্বচা।

যেন শশ্বদূহথুর্দ্দাশুষে বসু মধ্বঃ

সোমস্য পীতয়ে॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তেন। নাসত্যা। আ। গতং। রথেন। সূর্য্যঽত্বচা।

যেন। শশ্বৎ। ঊহথুঃ। দাশুষে। বসু। মধ্বঃ।

সোমস্য। পীতয়ে॥ ৯॥

---

* যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্রে "ইষে ত্বা" বাক্যের অর্থে ও অন্যান্য স্থলে এতদালোচনা দ্রষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসৎসংশ্রবরহিতৌ, সৎস্বরূপৌ, হে দেবৌ) 'যেন' (রথেন, কর্ম্মণা) 'দাশুষে' (অর্চ্চনাকারিণে, উপাসকায়) 'বসু' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'শশ্বৎ' (সর্ব্বদা) 'ঊহথুঃ' (প্রাপিতবন্তৌ, প্রাপয়থঃ), 'তেন' (প্রসিদ্ধেন) 'সূর্য্যাত্বচা' (জ্ঞানকিরণসহযুতেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মরূপযানেন - আগত্য ইতি যাবৎ) 'মধ্বঃ' (মধুরস্য) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য) 'পীতয়ে' (পানার্থং, গ্রহণার্থং, তৎসহ সম্মিলনার্থং) 'আ-গতং' (আগচ্ছতং, অবতিষ্ঠতং)। সৎস্বরূপৌ হে দেবৌ! যেনাহং সত্ত্বভাবসমন্বিতো ভবামি, তৎ কুরুতং; তৎকৃত্বা চ ময়া সহ সম্মিলিতৌ ভবতং ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—৪৭সূ—৯ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

সৎস্বরূপ হে দেবদ্বয়! যে কর্ম্মের দ্বারা আপনারা উপাসককে পরমার্থ-রূপ ধন সর্ব্বদা প্রদান করেন, জ্ঞানকিরণসহযুত সেই সৎকর্ম্ম রূপ যানে আগমন-পূর্ব্বক মধুর সত্ত্বভাব গ্রহণার্থ আপনারা অবস্থিতি করুন (অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হউন)। (ভাব এই যে—'হে দেবদ্বয়! যাহাতে আমি সত্ত্বভাবসমন্বিত হই, তাহা করিয়া আপনারা আমার সহিত সম্মিলিত হউন।') ॥ (১ম—৪৭সূ—৯ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা সূর্য্যত্বচা সূর্য্যসংবৃতেন সূর্য্যরশ্মিসদৃশেন বা তেন প্রসিদ্ধেন রথেনাগতং। আগচ্ছতং। দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় বসু ধনং শশ্বৎ সর্ব্বদা যেন রথেনোহথুঃ প্রাপিতবন্তৌ। তেন রথেনেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। কিমর্থমাগমনমিতি তদুচ্যতে। মধ্বো মধুরস্য সোমস্য পীতয়ে সোমপানার্থং ॥

সূর্য্যত্বচা। ত্বচ সংবরণে। ত্বচতি সংবৃণোতীতি ত্বগ্ রশ্মি। সূর্য্যস্য ত্বগিব ত্বগ্ যস্য। সপ্তম্যুপমানেত্যাদিনা বহুব্রীহিরুত্তরপদলোপশ্চ। সূর্য্যশব্দঃ ষূ প্রেরণে ইত্যস্মাৎ কাপি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত (অশ্বিদেবদ্বয়)! আপনারা সূর্য্যসংবৃত অথবা সূর্য্যরশ্মিসদৃশ প্রসিদ্ধ রথে আগমন করুন। যে রথের দ্বারা আপনারা হবির্দ্দানশীল যজমানগণকে সর্ব্বদা ধন দান করিয়া থাকেন;—সেই রথের দ্বারা। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। কি জন্য আগমন করিবেন, তাহাই বলা হইতেছে;—মধুর সোমরস পান করিবার জন্য।

সূর্য্যত্বচা। সংবরণার্থক 'ত্বচ' ধাতু। 'ত্বচতি' অর্থাৎ সংবরণ করেন—এই অর্থে 'ত্বগ্' শব্দে রশ্মিকে বুঝায়। সূর্য্যের ত্বগের অর্থাৎ রশ্মির ন্যায় ত্বগ্ অর্থাৎ রশ্মি যাহার। 'সপ্তম্যুপমান' ইত্যাদি' সূত্রানুসারে বহুব্রীহিসমাস ও উত্তরপদের লোপ হইয়াছে। 'সূর্য্য'

রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা রুডাগমসহিতো নিপাতিতঃ। ততঃ প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ শিষ্যতে। উহথুঃ। বহ প্রাপণে। লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষামিতি লিটঃ কিত্ত্বে বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। অভ্যাসহলাদিশেষৌ সবর্ণদীর্ঘঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম - ৪৭সূ - ৯ঋ)॥

• • •

নবম (৫৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতা অশরীরী। তাঁহাদিগের আগমনের রথও অবয়ব-সম্পন্ন নহে। এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত দেখুন। এ পর্য্যন্ত প্রায় সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই—রথ কাষ্ঠনির্ম্মিত, রথ ত্রিকোণ-বিশিষ্ট, রথ বস্ত্রাবৃত—ইত্যাদি ভাবের অর্থই প্রচলিত দেখিয়াছি। এখানে রথের এক 'সূর্য্যত্বচা' বিশেষণে সে ভাব পরিবর্ত্তিত দেখিলাম। এখানে রথ সূর্য্যরশ্মিসদৃশ প্রতিপন্ন হইল। অতএব, সূর্য্যরশ্মিসদৃশ সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কিদৃশী আকৃতিসম্পন্ন দেবতা কি ভাবে আগমন করিবেন, তাহা বুঝিয়া দেখুন। রশ্মি-রূপ যানে দেবতা কেমন ভাবে কোথায় আগমন করেন, এ বিষয় পূর্ব্বে বহু স্থানেই আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার একটু ইঙ্গিত-মাত্র প্রদান করিতেছি। সূর্য্যদেব—জ্যোতিঃর আধার—জ্ঞানের কেন্দ্রস্থান। তাঁহার কিরণ-লাভ—হৃদয়ে জ্ঞানস্ফূর্ত্তি। জ্ঞানস্ফূর্ত্তি বা জ্ঞান-জ্যোতিঃই দেবগণের আগমনের রথ-স্বরূপ। রথকে যে 'ত্রিবৃত' 'ত্রিবন্ধুর' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যরশ্মির সহিত উপমার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আলোক-রশ্মি ত্রিকোণ-গতিতে প্রতিভাত হয়, ত্রিকোণ-গতিতেই সংসারে বিস্তৃতি-লাভ করে। সত্ত্ব-রজ-তমঃ—এই ত্রিগুণসাম্যেই জ্ঞান প্রসারিত হইয়া থাকে। রথের ঐ

শব্দটী প্রেরণার্থক 'বৃ' ধাতুর উত্তর 'ক্যপ্' প্রত্যয় করিয়া 'রাজসূয়সূর্য্য' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'রুট্' আগমের সহিত নিপাতন-সিদ্ধ। তৎপরে প্রত্যয়ের 'পিত্ত্ব'-হেতু অনুদাত্তবিষয়ে ধাতু-স্বরের সহিত আদিস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর-হেতু তাহা অবশিষ্ট থাকে। উহথুঃ। প্রাপণার্থ 'বহ' ধাতু 'লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষামিতি লিটঃ' এই নিয়মানুসারে লিটের 'কিত্ত্ব' হইলে 'বচিস্বপি ইত্যাদি সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। অভ্যাস ও হলের আদিবর্ণ অবশিষ্ট থাকে এবং সবর্ণের দীর্ঘ হয়। উহা প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত ও যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম - ৪৭সূ - ৯ঋ)॥

• • •

সকল বিশেষণ, সেই দৃষ্টিতেই গ্রহণ করা যায়। ফলতঃ, এই মন্ত্রের মধ্যে দেবতার স্বরূপ এবং তাঁহাদিগের যানের নিগূঢ় মর্ম্ম উপলব্ধ হইতে পারে। দেবতার সোমপানের বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সে আলোচনা আর নিষ্প্রয়োজন। দেবদ্বয়ের বিশেষণ আছে—'নাসত্যা'; অর্থাৎ, তাঁহারা অসতের বা অনিত্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহেন; তাঁহারা সৎ-স্বরূপ। সৎ-স্বরূপ দেবতা—সত্ত্বভাবের মধ্যেই বিরাজ করেন। আমাদিগের মধ্যে সেই সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত হউক,—দেবগণ বিরাজমান রহুন—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য॥ (১ম—৪৭সূ—৯ঋ)॥

—•—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

উক্‌থেভিরর্ব্বাগবসে পুরূবসূ অর্কৈশ্চ

নি হ্বয়ামহে।

শশ্বৎ কণ্বানাং সদসি প্রিয়ে হি কং

সোমং পপথুরশ্বিনা॥ ১০॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উক্‌থেভিঃ। অর্ব্বাক্। অবসে। পুরু বসূ ইতি পুরুহবসূ। অর্কৈঃ। চ।

নি। হ্বয়ামহে।

শশ্বৎ। কণ্বানাং। সদসি। প্রিয়ে। হি। কং।

সোমং। পপথুঃ। অশ্বিনা॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরূবসূ' (প্রভূতধনযুক্তৌ হে দেবৌ) 'অবসে' (অস্মদ্রক্ষণার্থং) 'উক্‌থেভিঃ' (শস্ত্রৈঃ, মন্ত্রৈঃ) 'অর্কৈঃ' (স্তোত্রৈঃ, সামগানৈঃ) যুবাং 'অর্ব্বাক্' (অস্মদাভিমুখ্যেন) 'নি হ্বয়ামহে' (নিতরাং আহ্বয়ামঃ); 'হি' (যতঃ, অতঃ অনুকম্পাপ্রকাশেন ইতি যাবৎ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'কণ্বানাং' (অস্মৎসদৃশানাং অকিঞ্চনানাং) 'প্রিয়ে' (অভিলষিতে) 'সদসি' (যজ্ঞে, কর্ম্মণি) 'শশ্বৎ' (সর্ব্বদা আগত্য ইতি যাবৎ) 'কং' (খলু, নিতরাং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'পপথুঃ, (পিবথঃ, সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলিতৌ ভবথঃ)। অশেষধনশালিনৌ হে দেবৌ! অস্মাকং স্তোত্রেণ প্রীতৌ সন্তৌ অস্মান্ প্রাপয়থঃ—ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনযুত হে দেবদ্বয়। আমাদিগের রক্ষার জন্য সন্মন্ত্রোচ্চারণে ও সামগানে আমরা আপনাদিগকে আমাদিগের অভিমুখে নিয়ত আহ্বান করিতেছি; তাহাতে অনুকম্পা-প্রকাশ করিয়া, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়, আপনারা অস্মৎসদৃশ অকিঞ্চনগণের অভিলষিত কর্ম্মে সর্ব্বদা আগমন-পূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগের সত্ত্বভাব পান করুন, অর্থাৎ তৎসহ সম্মিলিত হউন। (প্রার্থনা এই যে,—আমাদিগের স্তোত্রে প্রীত হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।)॥ (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরূবসূ প্রভূতধনাবশ্বিনাবসেঽস্মদ্রক্ষণার্থমুক্‌থেভিরুক্থৈঃ শস্ত্রৈরর্কৈশ্চার্চ্চনসাধনৈঃ স্তোত্রৈশ্চার্ব্বাগস্মদাভিমুখ্যেন নিহ্বয়ামহে। নিতরামাহ্বয়ামঃ। হে অশ্বিনৌ কণ্বানাং কণ্বপুত্রাণাং মেধাবিনাং বা প্রিয়ে সদসি যজ্ঞস্থানে শশ্বৎ সর্ব্বদা সোমং পপথুর্হি কং। যুবাং পীতবন্তৌ খলু॥

উক্‌থেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস্ ঐসাদেশাভাবঃ। বহুবচনে ছন্দসিত্যেত্বং। অর্কৈঃ। অর্চ স্তুতৌ। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণেতি করণে ঘঃ। চজোঃ কু ঘিণ্যতো-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতধনশালী অশ্বিদেবদ্বয়! আমাদিগের রক্ষণার্থ শস্ত্রদ্বারা এবং অর্চ্চন-সাধন স্তোত্রসমূহদ্বারা আমাদিগের অভিমুখে (আসিবার জন্য) আপনাদিগকে বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি। হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা কণ্বপুত্রগণের অথবা মেধাবিগণের প্রিয় যজ্ঞস্থানে সকল সময়েই সোমপান করিয়া থাকেন।

উক্‌থেভিঃ। 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'ভিস্' স্থানে-'ঐস' আদেশের অভাব হইয়াছে। 'বহুবচনে ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'এত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্কৈঃ। স্তুত্যর্থক 'অর্চ্' ধাতু। 'পুংসি সজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' এই নিয়মানুসারে করণবাচ্যে 'ঘ' প্রত্যয় হইয়া

রিতি কুত্বং। নিহ্বয়ামহে। নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ ইত্যাত্মনেপদং। সদসি। সীদস্যাশিষিতি সদঃ। অস্মুনো নিত্যাদ্যাদ্যাত্তত্বং। পপথুঃ। পা পানে। লিম্ব্যাতো লোপ ইটি চেত্যাকার-লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ছি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। (১ম - ৪১৭—১০ম)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে দ্বিতীয়ো বর্গঃ। (১।৪ ২)॥

দশম (৫৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজ-বোধ্য। 'আমরা উক্থ-মন্ত্রে ও অর্ক-স্তোত্রে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগের এই প্রিয় যজ্ঞে আসিয়া আপনারা সোম পান করুন।' সাধারণতঃ এই অর্থই প্রচলিত।

আমরাও এই অর্থেরই অনুসরণ করি। কেবল সোম-পান বলিতে সাধারণতঃ যে ভাব পরিগৃহীত হয়, আমাদিগের ভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যার ও আমাদিগের ব্যাখ্যার ইহাই পার্থক্য। সে পার্থক্য বুঝিলেই মন্ত্রার্থ হৃদ্গত হয়।

এই মন্ত্রে সরল ভাবে প্রার্থনা আছে। প্রার্থনা—রক্ষার। বিপদে রক্ষা, সম্পদে রক্ষা—রক্ষা সকল সময়ই প্রয়োজন। শত্রুর কবল হইতে রক্ষা, মিত্রের মায়া-মোহ হইতে রক্ষা—রক্ষা অনেক প্রকারের আছে। প্রার্থনাকারীর উচ্চারিত "অবসে" পদে সেই সকল প্রকার রক্ষার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

রক্ষা পাইবার উপযোগী সম্বল কিছুই নাই। রক্ষা পাইবার উপযোগী কর্ম্ম-সামর্থ্যও কিছু নাই। আছে কেবল—অসহায়ের সম্বল—অগতির গতি—কয়েকটী উক্থ ও অর্ক। ঋঙ্মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি; আর সোম-পানে প্রবৃত্ত হইতেছি; সেই মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, হে দেবদ্বয়, আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইহাই এখানকার এক প্রার্থনা। আর

'চজোঃ কু ঘণ্যতোঃ' এই নিয়মানুসারে 'ঘ' স্থানে 'ক' হইয়াছে। নিহ্বয়ামহে। 'নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ' এই নিয়মানুসারে আত্মনেপদ হইয়াছে। পপথুঃ। পানার্থ 'পা' ধাতু। 'লিম্ব্যাতো লোপ ইটি চ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'হি চ' এই সূত্রানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম - ৪১৭ - ১০ম)।

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত। ১।৪।২।॥

এক প্রার্থনা,—'আমাদিগের প্রিয় (অভিলষিত) কর্ম্মে—যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে—আপনারা নিয়ত আসিয়া মিলিত হউন; আর তদুৎপন্ন বা স্বতঃ-সঞ্জাত সত্ত্বভাবের সহিত আপনাদিগের সম্মিলন হউক।' *

এই মন্ত্রে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ করিবার আছে। মন্ত্রের একটি পদ—'নি হ্বয়ামহে।' উহার প্রতিবাক্য—'নিতরাং আহ্বায়ামঃ।' বাঙ্গালা ভাব—'নিয়ত আহ্বান করিতেছি বা করি।' তাহাতে 'আমরা যেন নিয়ত আহ্বান করিতেছি'—সাধারণতঃ এই ভাব প্রকাশ পায়। তাহা সে পক্ষে কতকটা আত্মশ্লাঘা দ্যোতনা করে। সুতরাং মন্ত্রের প্রকৃত ভাব সেরূপ মনে না করাই সঙ্গত বোধ করি। কেন না, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের নিগূঢ় লক্ষ্যের বিষয় অনুধাবন করিলে, প্রথমাংশে আহ্বান এবং দ্বিতীয়াংশে সেই আহ্বানের ফল প্রকটিত দেখি। নিয়ত যাঁহারা সেই দেবদ্বয়কে আহ্বান করেন, দেবদ্বয় সর্ব্বদা আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন,—তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। এই নিত্যসত্যতত্ত্বই এখানে প্রকটিত আছে মনে করি। ফলতঃ, দেবতার অনুকম্পা-লাভ করিতে হইলে, দেবভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে, নিয়ত দেবতার পূজাপরায়ণ থাকিতে হইবে,—নিয়ত দেবভাবের উদ্বোধনায় সচেষ্ট থাকিবে। এই মন্ত্র এই এক ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রান্তর্গত 'হি' পদের 'যতঃ' প্রতিবাক্য-গ্রহণ-পক্ষে সেই সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়।

যে দেবতা আধি-ব্যাধি-নাশকারী, যে দেবভাবের সহযোগে হৃদয়-মন ব্যাধিশূন্য প্রফুল্ল হয়, সে দেবতার নিকট মানুষের আর কি প্রার্থনা

---

* বলা-বাহুল্য, এ ঋকের প্রচলিত অর্থে কিন্তু এ ভাব ব্যক্ত নহে। সে অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উক্থ ও অর্ক মন্ত্রে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা কণ্বপুত্রদিগের মনোমত এই যজ্ঞে আসিয়া সোমরস পান কর।' এ পক্ষে ভাব আসে, যজমান যেন এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতেছেন। মন্ত্রোচ্চারণকারী তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি; আর যজ্ঞের পুরোহিত কণ্বপুত্রেরা যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কণ্বপুত্রদিগের দ্বারা যজ্ঞ করাইলে, সোমরস প্রস্তুত করাইলে, তাহা যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মনোমত হয়। তাই তাঁহাদিগের অভিমত-ক্রমে তিনি যেন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন; এবং দেবদ্বয়কে সেই কথা বলিয়া প্রলুব্ধ করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এ অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

থাকিতে পারে? তাঁহারা যদি সর্ব্বদা অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহারা যদি অবিচ্ছেদে হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বিদ্যমান রহেন; তবেই সকল ব্যাধি—সকল বিপত্তি—দূরে যাইবে,—তবেই শ্রেয়ঃ আসিয়া আলিঙ্গন করিবে। মন্ত্র শিক্ষা দিতেছে,—'হে জীব! তুমি সদাকাম সেই আধি-ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়ের পূজায় প্রাণ উৎসর্গ কর; তোমার সকল ব্যাধি-বিপত্তি দূরে অপসৃত হইবে।' মন্ত্র এই অনুপ্রাণনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই সূক্তের প্রায় সকল ঋক্-গুলিই এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। উপসংহারে সেই ভাবেরই স্ফূর্ত্তি দেখি। (১ম—৪৭সূ—১০ঋ)॥

—— • ——

অষ্টচত্বারিংশৎসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

সহ বামেনেতি ষোড়শর্চং পঞ্চমং সূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। বার্হতত্বাদযুজো বৃহত্যঃ। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। উষাদেবতা। সহ ষোড়শোষস্যং ত্বিত্যনুক্রমণিকা। প্রাতরনুবাকে উষস্যে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দসীদং সূক্তং। অথোষস্য ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্রত্যু অদর্শি সহ বামেনেতি বার্হতং। আ০ ৪।১৪। ইতি। তথাশ্বিনশস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং। প্রাতরনুবাকন্যায়েনত্যাতিদিষ্টত্বাৎ। তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

অষ্টচত্বারিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(নবমানুবাকের) এই পঞ্চম সূক্তে 'সহ বামেন' প্রভৃতি ষোলটী ঋক্ আছে। ঐ ঋক্-সমূহের ঋষি—'প্রস্কণ্ব'। বার্হতত্ব-হেতু কতকগুলি ঋকের অযুজো বৃহতী ছন্দঃ ও কতকগুলি ঋকের যুজো বৃহতী ছন্দঃ। দেবতা—উষা। 'সহ ষোড়শোষস্যং তু' এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে। প্রাতরনুবাকে উষাদেবতা-সম্বন্ধীয় যাগে বৃহতী ছন্দোবিশিষ্ট এই সূক্ত প্রযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে 'অথোষস্য' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা—'প্রত্যু অদর্শি সহ বামেন ইতি বার্হতং' (আ০ ৪।১৪)। সেইরূপ আশ্বিন-শস্ত্রেও এই সূক্তের উক্তি আছে। যথা,—'প্রাতরনুবাকন্যায়েনত্যাতিদিষ্টত্বাৎ। সেই সূক্তের এই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———০ঃ§ ০ §ঃ০———

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়াদারভ্য

পঞ্চমং পর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

— § · § —

এই সূক্তের ষোলটী ঋক উষাদেবতা বিষয়ক। উষাদেবতা বলিতে, সাধারণতঃ উষাকালকে লক্ষ্য করা হয়। তদনুসারে ঋক্-সমূহে উষাকালের বর্ণনা আছে—ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উষাদেবতার সহিত উষাকালের সম্বন্ধ-সূচনায় অর্থ যে পরিগ্রহ হয় না, তাহা আমরা বলি না। তবে সে অর্থে, স্থানে স্থানে যে অসামঞ্জস্য রহিয়া যায়, ইহাই আমাদের বক্তব্য। কিরূপ অসামঞ্জস্য, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রগুলির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারেই ঐ বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। মন্ত্রার্থে প্রকাশ,—'উষাদেবতা বহু অশ্ববিশিষ্ট ও বহু গো-যুক্ত ধনের প্রদাত্রী।' অর্থাৎ, তিনি যজমানকে বহু ঘোড়া ও গরু দান করেন। (এ পক্ষে দ্বিতীয় ঋকের প্রচলিত অর্থ লক্ষ্য করুন)। বুঝিয়া দেখুন, এখানে এ অর্থের কি সঙ্গতি আছে? উষাকাল কি প্রকারে গরু ও ঘোড়া প্রদান করিতে পারেন? বলা বাহুল্য, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অবশ্য অন্যরূপ। সে অর্থ যথাস্থানেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু যাঁহারা উষাদেবতাকে উষাকাল-রূপে কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের অর্থেই ঐ প্রকার অসামঞ্জস্য-দোষ বর্ত্তিয়া থাকে। এইরূপ আরও অসামঞ্জস্য উল্লেখ করিবার আছে। "তিনি দ্বেষ্টাদিগকে ও শত্রুদিগকে নিবারণ করেন" (অষ্টম ঋকের প্রচলিত অর্থ); তিনি "বৃহৎ রথের দ্বারা আগমন করেন" (দশম ঋকের প্রচলিত অর্থ) "তিনি সোমপানার্থ দেবতাদিগকে আনয়ন করেন (দ্বাদশ ঋকের প্রচলিত অর্থ);"—এ সকল অর্থেই বা কি প্রকারে ভাবসঙ্গতি থাকিতে পারে? ফলতঃ উষাদেবতা বলিতে উষাকালকে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। আমাদিগের মতে—

'উষা জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী; যে দেবভাব আমাদিগের জ্ঞানোন্মেষে সহায়তা করে, তাহাই উষা নামে প্রখ্যাত হয়।' মন্ত্রার্থ আলোচনায় এতদর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে।

এখন এই সূক্তের মধ্যে, প্রত্নতত্ত্বের কি উপাদান প্রাপ্ত হই দেখা যাউক। এই সূক্তের তৃতীয় ঋক্ হইতে ('সমুদ্রেন শ্রবস্যবঃ' বাক্যে) ভারতীয় বণিকগণের ধনোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে সমুদ্র-পথে গতাগতির পরিচয় প্রাপ্ত হই। * পাশ্চাত্যমতাবলম্বী অনেকেরই একটা বিশ্বাস আছে, বেদে ক্রিয়া-কর্ম্মে কেবল ঐহিক সুখেরই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এই সূক্তের নবম ঋকের ব্যাখ্যায় প্রচলিত মতেই পারত্রিক সুখ কামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত, সপ্রমাণ হয়। মহর্ষি কণ্ব-ঋষির নাম এবং তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের নাম উচ্চারণ করিতেন, এই সূক্তের চতুর্থ ঋকে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। অধুনা প্রভাতে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী" প্রভৃতি নারীগণের এবং "পুণ্যশ্লোকো নলরাজা" প্রভৃতি নরগণের নাম যে উচ্চারিত হয়; সে কালেও—বেদের সময়ও—তাহা প্রবর্ত্তিত ছিল; চতুর্থ ঋকের ভাষ্যাভাবে তাহা মনে করিতে পারি। গোরু, ঘোড়া, আর অন্ন পাইলেই যে তখনকার মানুষেরা পরিতৃপ্ত হইতেন,—মন্ত্রের বিভিন্ন স্থানের প্রার্থনায় তাহা প্রতিপন্ন করা যায়। আমাদিগকে গৃহ দান করুন, গাভী দান করুন, বহুবিধ ধন দান করুন, এরূপ প্রার্থনা এই সূক্তের অনেক মন্ত্রেরই (একাদশ, দ্বাদশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ প্রভৃতি) প্রচলিত অর্থে প্রতীত হয়। 'উষাদেবতা প্রাণিগণকে জরাগ্রস্ত করেন, তাহাদিগের বয়োহানি করেন, তিনি পাখীদিগকে উড়াইয়া দেন, তিনি পাদবিশিষ্ট প্রাণীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করেন' (পঞ্চম ঋকের প্রচলিত অর্থ দেখুন);—এইরূপ সব অর্থ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই। কেহ কেহ তাহা হইতে ভাব আনেন,—উষা যে প্রত্যহ উদয় হন, তাহাতে লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, দিন দিন আয়ু কমিয়া যায়, প্রভাতে পাখীরা আহারা-ন্বেষণে গমন করে, মানুষেরা স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, - এই সকল বিষয়ই ঐ সকল বাক্যে প্রখ্যাত আছে। এই সূক্তের একটী ঋকের (চতুর্দ্দশ ঋকের) প্রচলিত অর্থে, ঋষরা যেন মন্ত্র রচনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন ভাব আসে। পূর্ব্বে ঋষিরা যেরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া স্তব করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; আমরাও সেইরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া স্তব করিতেছি; সুফল প্রদান করুন। সেখানে এই ভাব প্রকাশমান। ফলতঃ, নির্দ্দিষ্ট কালের সম্বন্ধ এবং অসভ্য আদিম অবস্থার শৃঙ্খলাশূন্য রচনার আদর্শ মন্ত্রগুলিতে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। এক দৃষ্টিতে এই ভাব—এইরূপ প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমাদিগের দৃষ্টি কিন্তু অন্যরূপ। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর এক ভাবের মধ্য দিয়াই মন্ত্রগুলির অর্থসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। পার্থিব সামগ্রী-সকলের সহিত মন্ত্রগুলির সম্বন্ধের বিষয় সূচনা করা যাইলেও, ঐ সকল মন্ত্রে অপার্থিব বস্তুর সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষে প্রতি ঋকের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া দেখুন; দেখিবেন —সকল প্রকার অর্থের মধ্য হইতেই সত্যতত্ত্ব কেমন আপনিই হৃদ্গত হইয়া আসিবে।

---

* বাণিজ্যোদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে আর্য্যগণের গতাগতির প্রমাণ, ঋগ্বেদে নানাস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একস্থানে ইহার সম্যক্ সম্যক্ আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। উষাদেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ।
বার্হতে ছন্দসি প্রাতরনুবাকে উষস্যে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

প্রথম ঋক্

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দ্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি।
রায়া দেবী দাস্বতী ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সহ। বামেন। নঃ। উষঃ। বি। উচ্ছ। দুহিতঃ। দিবঃ।
সহ। দ্যুম্নেন। বৃহতা। বিভাঽবরি।
রায়া। দেবী। দাস্বতী ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য, সত্ত্বাবস্থাপ্রাপ্তস্য) 'দুহিতঃ' (পুত্রি, উৎপন্নে, শুদ্ধসত্ত্বা-দায়াতে) 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'বামেন সহ' (শ্রেষ্ঠধনেন সহ, পরমার্থরূপেণ ঐশ্বর্য্যেণ সহ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'ব্যুচ্ছ' (বিশেষেণ প্রকাশয়); 'বিভাবরি' (হে প্রভান্বিতে! অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে।) 'বৃহতা' (প্রভূতেন) 'দ্যুম্নেন সহ' (দীপ্তিমতে ধনেন সহ, জ্ঞানকিরণেন সহ) 'ব্যুচ্ছা' (সর্ব্বতোভাবেন বিশেষপ্রকারেণ প্রকাশয়) ইতি শেষঃ; 'দেবি' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতে!) 'রায়া' (ধনেন, পরমার্থরূপধন-বিতরণেন) 'দাস্বতী' (দানযুক্তা সতী) 'ব্যুচ্ছা' (সর্ব্বতোভাবেন বিশেষেণ প্রকাশয়)

ইতি শেষঃ। হে দেবি! শ্রেষ্ঠধনস্য প্রতি অস্মাকং দৃষ্টিঃ সঞ্চালয়, অস্মভ্যং জ্ঞানধনং চ প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম - ৪৮সূ - ১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

স্বর্গের নন্দিনি (শুদ্ধসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন) জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের জন্য পরমার্থ রূপ শ্রেষ্ঠধনের সহিত সর্ব্বতোভাবে বিশেষ-প্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন; প্রজ্ঞান্বিতে (অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে)! প্রভূতপ্রকারে দীপ্তিমান্ ধনের সহিত (জ্ঞানকিরণের সহিত) সর্ব্বতো-ভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন; দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতে (দেবি)! পরমার্থ-রূপ ধন বিতরণের দ্বারা দানযুক্তা হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে আপনি প্রকাশিত হউন। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! শ্রেষ্ঠধনের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালিত করুন, আর আমাদিগকে পরমধন জ্ঞানধন দান করুন।')॥ (১ম—৪৮সূ—১ঋ)॥

সায়ণভাষ্যং।

হে দুহিতর্দ্দিবঃ। দ্যু-দেবতায়াঃ পুত্রি। উষঃ। উষঃকাল-দেবতে মোহস্মদর্থং রায়েন ধনেন সহ ব্যুচ্ছ। প্রভাতং কুরু। হে বিভাবরি। উষোদেবতে বৃহতা প্রভূতেন দ্যুম্নে-নান্নেন সহ ব্যুচ্ছ। হে দেবি ত্বং দানবতী দানযুক্তা সতী রায়া পশুলক্ষণেন ধনেন সহ ব্যুচ্ছ। উচ্ছ। উচ্ছী বিবাসে। দুহিতর্দ্দিবঃ। সুবামন্ত্রিতে পরাঙ্গবৎ স্বরে ইত্যত্র পরমপি ছন্দসীতি বচনাৎ দিব ইত্যস্য পূর্ব্বাঙ্গবদ্ভাবে সত্যামন্ত্রিতস্য চেতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানু-দাত্তত্বং। বৃহতা। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিভাবরি। ভা দীপ্তৌ।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুদেবতাপুত্রি উষাকালদেবতে! আপনি আমাদিগের নিমিত্ত ধনের সহিত প্রভাত করুন বা প্রভাতা হউন (অর্থাৎ প্রভাতকালেই যেন আমরা ধন প্রাপ্ত হই)। হে বিভাবরি উষাকালদেবতে! আপনি প্রভূত অন্নের সহিত প্রভাতা হউন (অর্থাৎ প্রাতঃকালেই যেন আমরা প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারি)। হে দেবি! আপনি দানশীলা হইয়া পশুরূপ ধনের সহিত প্রভাতা হউন (অর্থাৎ আপনার দানশীলতার জন্য যেন প্রাতঃকালে আমরা পশুরূপ ধন লাভে সমর্থ হই)।

উচ্ছ। বিবাসার্থক 'উচ্ছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দুহিতর্দ্দিবঃ। সুবামন্ত্রিত শব্দ পরে থাকিলে স্বরের পরাঙ্গবদ্ভাব হয়। এই স্থলে 'পরমপি ছন্দসি' এই বচনানুসারে 'দিব' এই শব্দের পূর্ব্বাঙ্গবদ্ভাব হইলে 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই সূত্রানুসারে ষষ্ঠী আমন্ত্রিত সমুদায় অষ্টমিকের নিঘাত ও সর্ব্বাংশের অনুদাত্তত্ব হয়। বৃহতা। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বিভাবরী। দীপ্ত্যর্থক 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আতো-

আতো মনিন্ক্বনিব্বনিপশ্চেত্যাদিনা বনিপ্। বনো রচেতি ঙীপ্। তৎসন্নিয়োগেন নকারস্ত রেফাদেশঃ সম্বুদ্ধৌ হ্রস্বত্বং। দাস্বতী। ডুদাঞ্ দানে। ভাবেঽসুনপ্রত্যয়ঃ। দা দানমস্যা অস্তীতি দাস্বতী। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। (১ম-৪৮সূ—১ঋ)।

• • •

প্রথম (৫৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

—— — §:•❀•:§———

সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে ত্রিবিধ সামগ্রীর প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—ধনের (অর্থাদির); দ্বিতীয় প্রার্থনা—অন্নের (খাদ্যাদির); তৃতীয় প্রার্থনা—পশ্বাদির (গবাদির)। উষাদেবতার নিকট ঐ তিন সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ পক্ষে বলা হইতেছে,—'হে উষা! তুমি প্রভাত হও; ধনের সহিত প্রভাত হও; অন্নের সহিত প্রভাত হও; পশ্বাদির সহিত প্রভাত হও।' এই প্রকার অর্থে, এখানে এক অভিনব কবিত্বের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। সে প্রার্থনা,—'উষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথ্বী ধন-ধান্য-পশ্বাদির আনন্দ-অভিষারে অভিষিক্ত হউক! আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় ঐ সকল সামগ্রীতে আমরা সুখ-সম্পৎ লাভ করি।'* এ প্রার্থনা সঙ্গত ও সুষ্ঠু প্রার্থনা বটে; তবে দুঃখের বিষয়, সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এরূপ

মনিন্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'বনিপ্' প্রত্যয়। 'বনো রচেতি' সূত্রানুসারে 'ঙীপ্' ও তাহার সন্নিয়োগ-হেতু 'ন' স্থানে 'র' আদেশ হইয়া সম্বোধনে হ্রস্ব হইয়াছে। দাস্বতী। দানার্থক 'ডুদাঞ্' দা-ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'অসুন' প্রত্যয়। দান আছে ইহার—এই বাক্যে দাস্বতী পদ হইয়াছে। 'মাদুপধায়া' এই সূত্রানুসারে 'মতুপের' ম-কার স্থানে 'ব' হইয়াছে। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ - ১ঋ)।

• এই ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে এই কবিত্বের উচ্ছ্বাস বেশ উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটি; যথা;—

O Usha! Daughter of heaven! dawn upon us with riches. O diffuser of light! dawn upon us with abundance of food. O beautiful goddess! dawn upon us with wealth of cattle.

বলা বাহুল্য, সায়ণ 'রায়া' পদের প্রতিবাক্যে "পশুলক্ষণেন ধনেন সহ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতেই গবাদি পশুর প্রার্থনা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই উষাকে উষাকাল বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বত্র অর্থের সঙ্গতি থাকে নাই। যাহা হউক, মন্ত্রে কি ভাব, কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের একটু পরিচয়ে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করুন, আমরা মন্ত্রটীকে কিরূপ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তার পর বুঝিয়া দেখুন,—কোন্ পদের কোন্ অর্থ আমরা সঙ্গত মনে করি। 'উষা' পদে 'জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সে দেবী যে স্বর্গস্থ (স্বর্গীয়) শুদ্ধসত্ত্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই প্রতীত হইতে পারে। জ্ঞানের উন্মেষ হয় কি প্রকারে? সত্ত্বভাবই জ্ঞানোন্মেষের হেতুভূত। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, তদ্দ্বারা জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। তাই উষার সম্বোধনে "দুহিতর্দ্দিবঃ" পদ প্রযুক্ত দেখি। তার পর, "বামেন সহ" বলিতে সাধারণ অর্থাদি ধন বুঝায় না। 'বাম' শব্দ—শ্রেষ্ঠার্থ-জ্ঞাপক। 'বামেন সহ' বলিতে, 'শ্রেষ্ঠ ধন সহ' অর্থই সঙ্গত হয়। এ পক্ষে "বামেন সহ ব্যুচ্ছ" বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'হে দেবি! পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের সহিত আপনি প্রকাশমানা হউন,—অর্থাৎ সেই ধনের প্রতিই আমাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক।' ফলতঃ, 'আমাদের জ্ঞানোন্মেষ হউক, আর সেই জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমরা যেন পরমার্থ রূপ ধনের প্রতি আকৃষ্ট হই'—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "বিভাবরি বৃহতা দ্যুম্নেন সহ" এই কয়েকটী মাত্র পদ আছে। "ব্যুচ্ছ" ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পাইতেছে। উষাদেবতা বিশেষভাবে কি প্রকাশ করিবেন? অথবা, কোন্ অপার্থিব বস্তুর সহিত তিনি প্রকাশমান্ হইবেন? যেন তাহারই উত্তর—'বৃহতা দ্যুম্নেন সহ'। প্রথমতঃ, এ অংশের 'বিভাবরি' পদের অর্থ অনুধাবন করা আবশ্যক। তাহা হইলেই 'ব্যুচ্ছ' পদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু বোধগম্য হইবে। আধুনা 'বিভাবরি' পদে সাধারণতঃ রাত্রিকে বুঝায়। কিন্তু প্রাচীন ভাষ্যকারগণ সে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অপিচ, প্রকৃতি-প্রত্যয়-অনুসারে ঐ পদে বিপরীত অর্থও দ্যোতিত হয়। এখানে ঐ পদ

উষাদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। সে পক্ষে উহার অর্থ হয়—'প্রভান্বিতে', অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে।' সেই অর্থই আমরা গ্রহণ করিলাম। "দ্যুম্নেন সহ" পদদ্বয়ে কেন "ধনেন সহ" অর্থ আসিতে যাই? 'দ্যুম্নেন' পদে দ্যুতিমান্ ধনের প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। তাহাতে ঐ ধনকে 'জ্ঞান-কিরণ'-রূপ ধন বলিয়াই মনে করা যায়। তদনুসারে ঐ অংশের প্রার্থনার ভাব হয়,—'অজ্ঞানান্ধকারনাশিনি হে দেবি! প্রভূত জ্ঞান-কিরণ-দানে আমার হৃদয়কে আলোকিত করুন। আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হউক।'

উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ভাব পরিগ্রহণ করা যাউক। ঐ অংশের সম্বোধন—'দেবি'। দীপ্তিদানাদি-গুণযুক্তা যিনি, তিনিই দেবী নামে অভিহিতা হন। সেইরূপ তাঁহার নিকট দান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। এখানে প্রার্থনার উপযোগী বিশেষণই প্রযুক্ত হইয়াছে। এতৎ-প্রসঙ্গে মন্ত্রের তিন অংশের ত্রিবিধ সম্বোধনের ও তিন প্রকার প্রার্থনারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। যখন তাঁহাকে 'স্বর্গের দুহিতা উষা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তখন তাঁহার নিকট জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তৎপ্রতি দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে বলা হইয়াছে। তারপর, 'বিভাবরি' বলিয়া যখন সম্বোধন করা হইল, তখন তাঁহার নিকট অজ্ঞানতা-নাশের কামনা প্রকাশ পাইল। পরিশেষে যখন তাঁহাকে 'দেবি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, তখন তাঁহার নিকট দান-প্রাপ্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গত সম্বোধন—সঙ্গত প্রার্থনা। 'রায়' ও 'রয়ি' প্রভৃতি পদে কি ধন বুঝাইয়া থাকে, তাহা পুনঃ পুনঃ খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। ঐ পদে পশ্বাদি ধন বুঝাইবার কোনও হেতুবাদ অন্বেষণ করিয়া পাই না। ফলতঃ, দেবীকে তিন ভাবে সম্বোধন করিয়া, তাঁহার নিকট জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশের, অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের এবং পরমার্থ-রূপ অমূল্য ধন-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'দেবি! আমায় জ্ঞান দেও; আমার অজ্ঞানতা নাশ কর; আমার পরমধন লাভ হউক।' এই মন্ত্র-সম্বন্ধে ইহাই আমাদিগের অভিমত। (১ম—৪৮সূ—১ঋ)॥

—○—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অশ্বাবতীর্গোমতীর্ব্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।

উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ

রাধো মঘোনাং ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্বঽবতীঃ। গোঽমতীঃ। বিশ্বঽসুবিদঃ। ভূরি। চ্যবন্ত। বস্তবে।

উৎ। ঈরয়। প্রতি। মা। সূনৃতাঃ। উষঃ। চোদ।

রাধঃ। মঘোনাং ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বাবতীঃ' (ব্যাপকগুণবিশিষ্টাঃ, প্রেমভক্তিসমন্বিতাঃ) 'গোমতীঃ' (জ্ঞানকিরণ-সংযুতাঃ) 'বিশ্বসুবিদঃ' (কৃৎস্নধনস্য সুষ্ঠুলম্ভয়িত্র্যঃ পরমধনপ্রদায়িত্র্যঃ) উষোদেবতাঃ 'বস্তবে' (তন্নিবাসভূতায়, তদনুগতায় জনায়) 'ভূরি' (প্রভূতং ধনং—জ্ঞান-ভক্তি-রূপং) 'চ্যবন্ত' (প্রাপ্তাঃ, বিতরন্তি ইতি যাবৎ); 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'মা' (মাং) 'প্রতি' (উদ্দিশ্য) 'সূনৃতাঃ' (প্রিয়হিতবাচঃ, সদুপদেশং ইতি যাবৎ) 'উদীরয়' (ব্রূহি); তথা 'মঘোনাং' (ধনবতাং, জ্ঞানিনাং) 'রাধঃ' (ধনং—প্রজ্ঞানরূপং) 'চোদ' (প্রেরয়)। উষাদেবতা জ্ঞানভক্তীনাং আধারস্বরূপা। সা দেবী বহুরূপা সতী অনুগতজনানাং শ্রেয়-সাধনং করোতি। অতঃ প্রার্থনা, হে দেবি! সদুপদেশদানেন মাং সৎপথানুবর্ত্তিনং কুরু, পরমং ধনং চ প্রযচ্ছ। (১ম—৪৮সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপকগুণবিশিষ্টা (প্রেমভক্তিসমন্বিতা) জ্ঞানকিরণসংযুতা পরমধন-প্রদাত্রী (সুষ্ঠুভাবে সমগ্র ধনের প্রাপয়িত্রী) উষাদেবীরা তদনুগত জনকে জ্ঞানভক্তি-রূপ প্রভূতধন বিতরণ করেন; হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমার প্রতি আমার প্রিয়হিতসাধক বাক্য (সদুপদেশ) প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—উষাদেবতা জ্ঞানভক্তির আধার-স্বরূপা। সেই দেবী বহুরূপে অনুগত জনের শ্রেয়ঃসাধন করেন। অতএব প্রার্থনা,—'হে দেবি! আপনি সদুপদেশ-দানে আমাকে সৎপথানুবর্ত্তী করুন এবং পরম ধন প্রদান করুন।') ॥ ১ম—৪৮সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অশ্বাবতীর্বহ্বশ্বোপেতা গোমতীর্বহুভির্গোভির্যুক্তা বিশ্বসুবিদঃ কৃৎস্নস্য ধনস্য সুষ্ঠু লম্ভয়িত্র্য উষোদেবতা বস্তবে প্রজানাং নিবাসায় ভূরি প্রভূতং যথা ভবতি তথা চ্যবন্ত। প্রাপ্তাঃ। হে উষোদেবতে মা প্রতি মামুদ্দিশ্য সূনৃতাঃ প্রিয়হিতবাচঃ উদীরয়। ব্রূহি। মঘোনাং ধনবতাং সম্বন্ধি রাধো ধনং চোদ। অস্মদর্থং প্রেরয়॥

অশ্বাবতীঃ। মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেব্যস্য মতাবিতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘনিষেধস্য পাক্ষিকত্বোক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। চ্যবন্ত। চ্যুঙ্ গতৌ। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। বস্তবে। বস নিবাসে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঈরয়। ঈর গতৌ কম্পনে চ। হেতুমতি ণিচ্। চোদ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বহু অশ্ব ও বহু গোযুক্ত সমগ্রধনের সুপ্রাপয়িত্রী উষাদেবতাগণ প্রজাসমূহের নিবাসার্থ প্রভূত-ধন প্রাপ্ত হইয়া আছেন। হে উষদেবতে! আপনি আমাকে উদ্দেশ করিয়া মনোরম হিতবাক্য সকল বলুন। ধনবানগণের ধনসমূহকে আমাদের জন্য প্রেরণ করুন (অর্থাৎ ধনবানগণের নিকট হইতে যেন আমরা ধন প্রাপ্ত হই)।

অশ্বাবতীঃ। 'মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেব্যস্য মতৌ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'বা ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ নিষেধের বিকল্প-পক্ষে উক্তি থাকায় পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে। চ্যবন্ত। গত্যর্থ 'চ্যুঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লঙ্' বিভক্তি পরে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। বস্তবে। নিবাসার্থ 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তুমর্থে সেসেন্' এই নিয়মানুসারে 'তবেন' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'-কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ঈরয়। গত্যর্থ ও কম্পনার্থ 'ঈর' ধাতুর উত্তর 'হেতুমৎ' বিষয়ে 'ণিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। চোদ। সংবোধন অর্থাৎ

চুদ সংচোদনে। চৌরাদিকঃ। লোটি ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। মঘোনাং। ষষ্ঠী-বহুবচনে শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিত ইতি সম্প্রসারণং॥ (২য়-৪৮সূ-২ঋ)।

দ্বিতীয় (৫৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই তিন প্রকারের অর্থ প্রচলিত আছে। সে অর্থভেদ প্রধানতঃ মন্ত্রের প্রথম পংক্তির উপলক্ষেই সূচিত দেখি। এক প্রকার অর্থে প্রকাশ,—"(উষা) অশ্বযুক্তা গোসম্পন্না এবং সকল ধন প্রদাত্রী; (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে।" অন্য প্রকার অর্থে প্রকাশ,—"অনেকাশ্ববিশিষ্ট, বহুগোযুক্ত, সমুদায় ধনের প্রদাত্রী অন্য উষাদেবতারা প্রজাদিগের নিবাসার্থে বহুবার উদিত হইয়াছেন।" ভাষ্যের ভাব, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, এক প্রকার অর্থে উষাকে ধনদাত্রী মাত্র বলা হইয়াছে; অন্য প্রকার অর্থে তাঁহার উদয়ের বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। ঋকের প্রথমাংশের পদ কয়েকটী বহুবচনান্ত আছে বলিয়াই এক্ষেত্রে বহু উষার বা বহু বার উষার উদয়ের কল্পনা পরিগৃহীত হয়। তবে সকল ব্যাখ্যাকারই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থে উষাকে অশ্বযুক্ত ও গো-বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন; এবং মন্ত্রের শেষাংশের অর্থে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই একমত হইয়া কহিয়াছেন,—'এখানে উষার নিকট মিষ্টবাক্য শুনিবার এবং উষা যেন ধনবানগণের ধন আমাদিগকে প্রদান করেন'—এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ 'অশ্বাবতীঃ' ও 'গোমতীঃ' পদদ্বয়ের বিষয় আলোচনা

প্রেরণার্থ 'চুদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। চুরাদিগণীয়, লোট্ বিভক্তিতে 'ছন্দস্যুভয়থা' এই সূত্রানুসারে 'শপ' আদেশের আর্দ্ধধাতুকত্ব-প্রযুক্ত 'ণেরনিটি' সূত্রানুসারে 'ণি'র লোপ হইয়াছে। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-প্রযুক্ত নিঘাতের অভাব হইয়াছে। মঘোনাং। ষষ্ঠীর বহুবচনে 'শ্ব যুবমঘোনাম্ অতদ্ধিতে' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। (২য়—৪৮সূ ২ঋ)।

করিতেছি। 'অশ্ব'-শব্দ ও 'গো'-শব্দ বেদে যেখানেই ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা দেখিতেছি, ঐ দুই পদ প্রায় সর্ব্বত্রই যথাক্রমে 'প্রেমভক্তি' ও 'জ্ঞান'-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি বুঝাইতে ঐ দুই পদ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। * তদনুসারে 'অশ্বাবতীঃ' পদে 'ব্যাপকগুণ-বিশিষ্টাঃ' 'প্রেমভক্তিসমন্বিতাঃ' প্রভৃতি অর্থ পরিগ্রহণ করিতে পারি; এবং 'গোমতীঃ' পদে 'জ্ঞানকিরণসংবৃতাঃ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়। উষাদেবতা সম্বন্ধে ঐ দুই পদের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণের সার্থকতা অল্প আয়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। মানুষ যখন জ্ঞানোন্মেষণী দেবীর অনুকম্পা লাভ করে, হৃদয়ে যখন জ্ঞানোন্মেষ হয়, তখন ব্যাপক-রূপে প্রেম-ভক্তি হৃদয়ে বিকাশ পায়, তখন স্বতঃই হৃদয়ে জ্ঞান কিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্যই উষাদেবতাকে ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তার পর, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে যাবতীয় ধন—সকল ধনের সার পরমার্থ ধন—আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই সেই দেবতার আর এক বিশেষণ—'বিশ্বসুবিদঃ'।

অতঃপর "বস্তবে ভূরি চাবন্তু" বাক্যাংশে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বুঝিয়া দেখুন। 'বস্তবে' পদে 'তাঁহাতে বাসশীল' অর্থাৎ তাঁহার অনুগত জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জন' ভাব আসে। সেইরূপ লোককে উষাদেবতা 'ভূরি' প্রভূতধন (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি) প্রদান করেন। ঐ বাক্যাংশে এই অর্থই আমরা প্রাপ্ত হই। এখন, এখানে উষাদেবতার সম্বন্ধে বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইল কেন? এ এক সংশয়-প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পারে। তাহার উত্তর—দেবতা এক হইয়াও বহু। যখন বহু জনের—অসংখ্য জনের—হৃদয়ে দেবতার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন তাঁহাতে বহুত্বের আরোপ করা যায়। সেইভাবে, শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপন উদ্দেশে, এখানে তাঁহাকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশের ভাবটুকু উপলব্ধি করা যাউক।

---

* প্রথম মণ্ডলের ঊনত্রিংশৎ সূক্তের সাতটী ঋকে পর্যায়ক্রমে 'গোষশ্বেষু' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থে, এবং নবম সূক্তের সপ্তম ঋকের 'গোমৎ' পদের ও ত্রয়োবিংশ সূক্তের পঞ্চদশ ঋকের 'গোভিঃ' পদের, অপিচ সপ্তবিংশ প্রভৃতি সূক্তের 'অশ্বং' প্রভৃতি পদের আলোচনায়,—এ বিষয় বিশদীকৃত দেখিবেন।

এখানে প্রথম প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনার কৃপায়, আপনার উপদেশ পাইয়া, প্রিয়-হিত বাক্যে আমার মন প্রবুদ্ধ হউক।' দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'জ্ঞানিগণের ভোগ্য যে ধন, জ্ঞানীরা যে ধনে ধনী, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন।' জ্ঞানিগণের সংসর্গে আমার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাউক,—এ ভাবও এখানে গ্রহণ করা যায়। ফলতঃ, সৎপথানুবর্ত্তী হইবার জন্য, পরম ধন পাইবার জন্য, ব্যগ্রতাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের অভিমত। (১ম—৪৮সূ—২ঋ.)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।

যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে

সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥ ৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উবাস। উষাঃ। উচ্ছাৎ। চ। নু। দেবী। জীরা। রথানাং।

যে। অস্যাঃ। আ২চরণেষু। দধ্রিরে।

সমুদ্রে। ন। শ্রবস্যবঃ। ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রথানাং' (সৎকর্ম্মরূপযানানাং) 'জীরা' (প্রেরয়িত্রী) 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তা) 'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'উবাস' (পূর্ব্ববর্ত্তীনাং জনানাং হৃদি নিবাসমকরোৎ) 'চ' (এবং) 'নু' (নিশ্চিতং) 'উচ্ছাৎ' (উষ্যাৎ, বসেৎ—অধুনাজাতানাং সর্ব্বেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী অতীতনাগতবর্ত্তমানত্রিকালং অস্মান্ সৎকর্ম্মণি উদ্বোধয়তি ইতি

ভাবঃ) 'শ্রবস্যবঃ' (ধনকামাঃ, রত্নাভিলাষিণঃ) 'ন' (যথা) 'সমুদ্রে' (অগাধসমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন্তি তদ্বৎ), 'যে' (জনাঃ) 'অস্যা' (উষসঃ) 'আচরণে' (আগমনে) 'দধ্রিরে' (সজ্জীকৃতা ভবন্তি, আত্মানং উদ্বোধয়ন্তি), তে ইষ্টং লভতে ইতি শেষঃ। উষগমনং জ্ঞানোন্মেষং অভিলক্ষ্য যো জনঃ তন্ময়ং ভবতি, স হি পরাং যাতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম-রূপ রথের প্রেরয়িত্রী, দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা, জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবী পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণের হৃদয়ে বসতি করিয়াছিলেন এবং এখনও (অধুনাজাত সকলেরই হৃদয়ে) নিশ্চয়ই বাস করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান তিন কালেই আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন); রত্নাভিলাষিগণ যেমন অগাধ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; সেইরূপ যাহারা উষাদেবতার আগমনে সজ্জীকৃত হয়—আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করে, তাহারা ইষ্টলাভে সমর্থ হয়; (ভাব এই যে,—উষার আগমন—জ্ঞানোন্মেষ লক্ষ্য করিয়া যে জন তন্ময় হয়, সেই পরাগতি লাভ করে)॥ (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষা দেব্যুবাস। পুরা নিবাসমকরোৎ। প্রভাতং কৃতবতীত্যর্থঃ। চ নু অদ্যাপ্যুচ্ছাৎ। ব্যুচ্ছতি। প্রভাতং করোতি। কীদৃশী দেবী? রথানাং জীরা। প্রেরয়িত্রী। উষঃকালে হি রথা প্রের্যন্তে। অস্যা উষস আচরণেষ্বাগমনেষু যে রথা দধ্রিরে। ধৃতা সজ্জীকৃতা ভবন্তি তেষাং রথানামিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। রথপ্রেরণে দৃষ্টান্তঃ। শ্রবস্যবো ধনকামাঃ সমুদ্রে ন। যথা সমুদ্রমধ্যে নাবঃ সজ্জীকৃত্য প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ॥

উবাস। বস নিবাসে। ণলি লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং। পা০ ৬।১।১৭॥ ইত্যভ্যাসস্য

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উষাদেবী নিবাস করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রভাতা হইয়াছিলেন। এবং অদ্যও প্রভাতা হইবেন। উষাদেবী কি প্রকার?—রথসমূহের প্রেরয়িত্রী। যেহেতু উষঃকালে অর্থাৎ প্রভাত-সময়েই রথসকল প্রেরিত হইয়া থাকে। এই উষাদেবীর আগমন-সময়েই যে রথসকল সজ্জীকৃত হয়, সেই সকল রথের প্রেরয়িত্রী; পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। রথ-প্রেরণ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা—সজ্জীকৃত নৌকা-সকল যেমন সমুদ্রমধ্যে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার।

উবাস। নিবাসার্থ 'বস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ণল' প্রত্যয় পরে 'লিট্যভ্যাসস্যোভয়েষাং' (পা০ ৬।১।১৭) এই সূত্রানুসারে অভ্যাসের সম্প্রসারণ হইয়াছে॥ 'লিৎস্বরে' এই নিয়মানু-

সম্প্রসারণং। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। উচ্ছাৎ। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। তুদাদিত্বাচ্ছপ্রত্যয়ঃ। আগমানুদাত্তত্বে প্রত্যয়স্বরঃ। উষা ইত্যস্য বাক্যান্তর-গতত্বাত্তদপেক্ষয়াস্য নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ। জীরা। জু ইতি গত্যর্থঃ। সৌত্রোধাতুঃ। জীরোচ্চেতি রক্প্রত্যয়ঃ। অস্যাঃ। ইদমোঽশ্বাদেশ ইত্যশাদেশোঽনুদাত্তঃ বিভক্তিরপি। সুপ্ত্বাদনুদাত্তেতি সর্ব্বানু-দাত্তত্বং। আচরণেষু। চর গত্যর্থঃ। ল্যুট চেতি ভাবে ল্যুট। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দধ্রির। ধৃঙ্ অবস্থানে। লিটঃ কিত্ত্বাদ্গুণাভাবে যণাদেশঃ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। যচ্ছব্দযোগাদনিঘাতঃ। শ্রবস্যবঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবো ধনং। অসুন্। তদাত্মন ইচ্ছন্তীতি শ্রবস্যবঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ ॥ ৩ ॥

তৃতীয় (৫৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রধানতঃ তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম—"সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ" এই উপমাটী। এই উপমাটীর অর্থে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দ-কয়েকটীর সাধারণ অর্থ—'ধনের বা রত্নের জন্য সমুদ্রে যেমন।' ইহা হইতে 'ধনাভিলাষীরা বা বণিকেরা নৌকা সজ্জীকৃত করিয়া যেমন সমুদ্রে-

---

সারে প্রত্যয়ে পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। উচ্ছাৎ। লেট্ প্রত্যয় পরে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রানুসারে ঈকারের লোপ হইয়াছে। তুদাদি-হেতু 'শ' প্রত্যয় ও আগমের অনুদাত্তত্ব-বিষয়ে প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। উষাঃ। এই শব্দের বাক্যান্তরগতত্ব নিঘাত—যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ বক্তব্য এই বচন-হেতু। জীরা। গত্যর্থক 'জু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহা সৌত্রধাতু। 'জীরাচ্চ' এই সূত্রানুসারে 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। অস্যাঃ। 'ইদমোঽশ্বাদেশঃ' এই নিয়মানুসারে 'অশ্' আদেশ ও অনুদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তিরও সুপত্ব-হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে সর্ব্বাবয়বের অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। আচরণেষু। গত্যর্থ 'চর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ল্যুট্ চ' এই সূত্রানুসারে ভাববাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিৎস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'কৃৎ' প্রত্যয়ের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। দধ্রিরে। অবস্থানার্থক 'ধৃঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লিটের কিত্ত্ব হেতু গুণাভাব-প্রযুক্ত 'যণ্' আদেশ হইয়াছে। চিত্ত্ব হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যৎ' শব্দযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। শ্রবস্যবঃ। শ্রবিত হয়—এই বাক্যে, 'শ্রব' শব্দে 'ধন' বুঝায়। 'অসুন্' প্রত্যয়। আত্ম-সম্বন্ধে শ্রবঃ অর্থাৎ ধনকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে 'শ্রবস্যবঃ' পদটী হইয়াছে 'সুপাত্মনঃ ক্যচ্' এই সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয় ও 'ক্যাচ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ ৩ঋ)॥

পথে গতাগতি করে,—এই ভাব আসিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার আবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'নৌকাসকল প্রতিযোগিতায় দ্রুতগমন জন্য যেমন সজ্জিত হয়।' কিন্তু আমরা এখানে ভাবার্থ গ্রহণ করিলাম—'রত্নানুসন্ধানে ডুবুরীরা যেমন অগাধ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হয়।' * দুই প্রকার অর্থই পরিগ্রহণীয়। তবে শেষোক্ত অর্থে ভাবের প্রগাঢ়তা আসে ও সঙ্গতি থাকে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। অতএব, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—"উবাসোষা উচ্ছাচ্চ।" এই অংশের অর্থ, কেহ করেন, 'আগে উষা উদয় হইয়াছিলেন এবং এখন উষা উদয় হউন, অর্থাৎ পুরকালেও প্রভাত হইয়াছিল এবং এখনও প্রভাত হউক'; কেহ বা বলেন,—'এখানকার ভাব এই যে, আগেও উষা বাস করিতেন এবং এখনও উষা বাস করেন।' † আমরাও এখানকার 'বস্' ধাতু 'বাস করা' 'নিবাস করা' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'বাস করা' অর্থে 'প্রভাত করা' ভাব আনয়ন কষ্টকল্পনা-সাপেক্ষ; পরন্তু তাহাতে পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি-রক্ষাও হয় না। আমরা মনে করি, এখানকার তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী তিন কালেই সর্ব্বদাই আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। পাপের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার সময়ও আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য চেষ্টা করি, হৃদয়ের মধ্যে তজ্জন্য যে দ্বন্দ্ব চলে; জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর (বিবেকের বলিলেও বলা যায়) উদ্বোধনাই তাহার কারণ নহে কি? অতীতে ও বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থিতির ভাব তাহা হইতেই প্রাপ্ত হই। 'উবাস' ও 'উচ্ছাৎ' ক্রিয়াপদ দুইটীর মর্ম্মানুধাবন করিলে, এ পক্ষে এক অভিনব চিন্তা প্রস্ফুট হয়।

---

* প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ ঐ দুই প্রকার অর্থের দুই ভাবে প্রাচীন ভারতে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিষয় এবং সাগর-গর্ভ হইতে রত্ন (মুক্তা প্রভৃতি) উত্তোলনের বিষয় প্রতিপন্ন করিতে পারেন।

† এই অংশের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা, (১) "উষাদেবতা পূর্ব্বেও প্রভাত করিয়াছেন; অদ্যও প্রভাত করুন।" (২) "উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন।" বলা বাহুল্য, এই দুই অর্থেই উষাকালের প্রতি লক্ষ্য দেখা যায়।

'উবাস' পদে 'বাস করিয়াছিলেন' এই অর্থ আসে; 'উচ্ছাৎ' পদের 'উষ্যাৎ' বা 'বসেৎ' প্রতিবাক্যে, বিধিই এই যে, তিনি বাস করেন—এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখানে মানুষের প্রতি ভগবানের বা দেবীর স্বতঃকরুণার বিষয় মনে আসে। তাঁহার এমনই করুণা যে, আমরা তাঁহাকে আহ্বান না করিলেও তিনি আপনা-আপনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, লক্ষ্য করিবার বিষয়,—"যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে।" এখানে "যে" পদে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই রথকে (রথা) টানিয়া আনিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"উষার আগমনার্থ যে রথ সজ্জীকৃত হয়।" আর এই অর্থ অব্যাহত রাখিতে অধ্যাহার করিয়া আনা হইয়াছে—"তাহা তিনি (উষা) প্রেরণ করেন।" তার পর ঐ অংশের সহিত "সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ" উপমাংশ যোগ করিয়া দিয়া অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"যেমন ধনাভিলাষীরা নৌকা সজ্জীকৃত করিয়া সমুদ্রে গমন করেন।" এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'উষা তাঁহার আগমনের জন্য নিজেই রথ প্রেরণ করেন; যেমন ধনাভিলাষীরা নৌকা সজ্জীকৃত করে।' এখানে উপমান ও উপমেয় উভয়ের সৌসাদৃশ্য যে বুঝা যায়, তাহা মনে হয় না। যাহা হউক, আমরা মনে করি, "যে" পদ জনসমূহকে বুঝাইতেছে। 'শ্রবস্যবঃ' পদ বহুবচনান্ত; উহাতে 'ধনাভিলাষিগণ' অর্থ আসে। সেই ভাবটী স্মরণ করিলে, 'যে' পদের সার্থকতা বুঝা যায়। রত্নানুসন্ধানে ডুবুরিরা অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়; পরমার্থ-তত্ত্বানুসন্ধানেও সেইরূপ গভীরভাবে আত্মনিবেশ করার প্রয়োজন হয়। উষার আগমনে সজ্জীকৃত হওয়ায় বা আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করায়, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, জ্ঞানানুসন্ধানে আত্মনিমজ্জিত হওয়া—এতদর্থই সূচনা করে। এইরূপে বুঝা যায়, যাঁহারা জ্ঞানোন্মেষণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এখানে প্রকটিত রহিয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রের দুইটী পংক্তিতে দুই অংশে দুইটী ভাব পরিব্যক্ত; এক অংশে, জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার চির-অনুকম্পার বিষয় প্রখ্যাত; অন্য অংশে, তদনুবর্ত্তী জনের সিদ্ধি-প্রাপ্তির বিষয় সংসূচিত। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—৪৮সূ—৩ঋ)।

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

উষো যে তে প্র যামেষু যুঞ্জতে মনো

দানায় সূরয়ঃ।

অত্রাহ তৎ কণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম

গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। যে। তে। প্র। যামেষু। যুঞ্জতে। মনঃ।

দানায়। সূরয়ঃ।

অত্র। অহ। তৎ। কণ্ব। এষাং। কণ্বহতমঃ। নাম।

গৃণাতি। নৃণাং ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'যে' (লোকপ্রসিদ্ধাঃ) 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'তে' (তব, তৎসম্বন্ধী) 'দানায়' (ত্যাগায়, আত্মত্ব-বিতরণায়) 'যামেষু' (সংযমেষু, পরিত্রাণমার্গগতেষু, ভগবৎসামীপ্যলাভেষু) 'মনঃ' (আত্মানং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'যুঞ্জতে' (সংবধ্নন্তি, প্রেরয়ন্তি), 'এষাং' (তাদৃশানাং) 'নৃণাং' (নরশ্রেষ্ঠানাং) 'নাম' (মহিমানং, যশঃ) 'কণ্বতমঃ' (দীনাতিদীনঃ, যদ্বা—শ্রেষ্ঠধী) 'কণ্বঃ' (অকিঞ্চনঃ, যদ্বা—মেধাবী জনঃ) 'অত্রাহ' (প্রতিদিনং, নিত্যং) 'গৃণাতি' (উচ্চারয়তি, অনুস্মরতি)। যো জনঃ সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞানমার্গানুসারী ভবতি, তস্য মহিমা জ্ঞানিনঃ নিত্যং অনুস্মরন্তি; তদনুসরণেন জ্ঞানোন্মেষো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম - ৪৮সূ - ৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষকারিণি দেবি! লোকপ্রসিদ্ধ যে জ্ঞানিগণ আপনার সম্বন্ধীয় ত্যাগের (আপনার প্রতি আত্মস্ব-বিতরণের) নিমিত্ত সংযমে অর্থাৎ পরিত্রাণমার্গানুসরণে আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে সংবদ্ধ করিয়াছেন, তাদৃশ সেই নরশ্রেষ্ঠগণের মহিমাকে দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ (অথবা—মেধাবিগণ) প্রতিদিন অনুস্মরণ করেন। (ভাব এই যে,—যে জন সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানমার্গানুসারী হইয়াছেন, জ্ঞানিগণ তাঁহাদিগের মহিমা নিত্য স্মরণ করেন; কেন-না, তদনুস্মরণে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৪৮সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষস্তে তব যামেষু গমনেষু সৎসু যে সূরয়ো বিদ্বাংসো দানাভিজ্ঞা দানায় ধনাদিদানার্থং মনঃ স্বকীয়ং প্রযুঞ্জতে। প্রেরয়ন্তি। দানশীলা উদারাঃ প্রভবঃ প্রাতঃকালে দাতুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এষাং দাতুমিচ্ছতাং নৃণং তন্নাম দানবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধং নাম কণ্বতমোঽতিশয়েন মেধাবী কণ্বো মহর্ষিরত্রাহ। অত্রৈবোষঃকালে গৃণাতি। উচ্চারয়তি। যো দাতুমিচ্ছতি যশ্চ নামগ্রহণেন দাতারং প্রশংসতি তাবুভাবপ্যুষঃকালে এব তথা কুরুত ইত্যুষসঃ স্তুতি॥

গৃণাতি। গৄ শব্দে। ক্রৈয্যাদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। নৃণাং। নামি নৃ চ। পা০ ৬।৪।৬। ইতি দীর্ঘপ্রতিষেধঃ। নৃ চান্যতরস্যামিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ৪॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! তোমার গমন হইলে পর দানাভিজ্ঞগণ অর্থাৎ দানশীল দাতাগণ ধনাদি দান করিবার জন্য স্বকীয় মনকে নিযুক্ত করেন। দানশীল উদারপ্রভব ব্যক্তিগণই প্রাতঃকালে দান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এই সকল দানেচ্ছু মনুষ্যগণের মধ্যে দান-বিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধ কণ্ব নামক মহর্ষি এই উষাকাল-বিষয়ে উচ্চারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি দান করিতে ইচ্ছা করে ও যে ব্যক্তি দান গ্রহণের দ্বারা দাতাকে প্রশংসা করে, উভয়েই অর্থাৎ দানগ্রহণকারী ও দাতৃস্তাবক দুই জনেই প্রাতঃকালে তাহা করিবেন (অর্থাৎ দান গ্রহণ ও দাতার স্তব করিবেন) ইহাই উষার স্তুতি।

গৃণাতি। শব্দার্থ 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। 'প্বাদিনাং হ্রস্ব' এই সূত্রানুসারে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নৃণাং। নামি নৃ চ' (পা০ ৬।৪।৬) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'নৃ চান্যতরস্যাং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে॥ ৪॥

চতুর্থ (৫৬৯) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'উষাকাল অতীত হইলে অর্থাৎ প্রভাতে যে সকল বিদ্বানগণ দানকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন, মেধাবিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কণ্ব প্রতিদিন উষাকালে সেই দানাভিলাষী ব্যক্তিগণের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।' এ পক্ষে 'যামেষু' পদে 'গমনেষু,' 'এষাং' পদে 'দাতুমিচ্ছতাং,' 'কণ্বতমঃ' পদে 'অতিশয়েন মেধাবী' এবং 'কণ্ব' পদে 'মহর্ষিঃ কণ্বঃ' প্রভৃতি পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

এখন আমাদিগের অর্থ কি ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা মনে করি, এখানকার ভাব এই যে, যে সকল পরম জ্ঞানী আত্মত্বে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন,—সংযম-সাধনায় অর্থাৎ পরিত্রাণমার্গানুসরণে (যামেষু *) যাঁহাদিগের আত্মা জ্ঞানের সহিত সংন্যস্ত হইতে পারিয়াছে; এখানে, মন্ত্রের প্রথম পাদে, ("উষো যে" হইতে "সূরয়ঃ" অংশে) তাঁহাদিগেরই প্রসঙ্গ প্রখ্যাত হইয়াছে। 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ সে জ্ঞানিগণ কেমন? তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন? মন্ত্রের প্রথম পাদে তাহাই পরিব্যক্ত আছে। দ্বিতীয় পাদও সেই তাঁহাদিগেরই মহিমা-প্রকাশ। "কণ্বতমঃ কণ্বঃ" পদদ্বয়ে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আর, সেই দ্বিবিধ ভাবের মধ্য দিয়া একই তত্ত্ব নিষ্কাশিত হয়। ঐ দুই পদের অর্থে,—এক বলিতে পারি,—দীনাতিদীন অকিঞ্চনগণ—তৃণাদপি-তৃণবৎ সুনীচ ভগবদ্ভক্তগণ বুঝাইতেছে; আর বলিতে পারি, ঐ দুই পদের অর্থ—শ্রেষ্ঠজ্ঞানী মেধাবীগণ। ভাব-পক্ষে উভয় অর্থই অভিন্ন। যাঁহারা 'কণ্বতমঃ কণ্বঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় উপনীত; তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে সমর্থ হন,—সেই 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত জ্ঞানিগণের মহিমাকীর্ত্তনে বা মাহাত্ম্যের অনুধ্যানে কি শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে

---

* এই 'যামেষু' পদের আর এক প্রয়োগ, ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তের ঋকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

পারে। সাধুগণের জ্ঞানিগণের চরিত্র অনুস্মরণে, সাধুগণের জ্ঞানিগণের সঙ্গলাভে, যে পরম হিত সাধিত হয়; পরম জ্ঞানিগণই তাহা বুঝিয়া থাকেন; বুঝিয়া, তাঁহারা তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে এবং তাঁহাদিগের গুণ-স্মৃতি স্মরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন। এ পক্ষে এ মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! ভ্রান্ত জীব! তুমি সাধু-মাহাত্ম্য উপলব্ধি কর; তুমি জ্ঞানিগণের চরিতাদর্শ অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও; তাহাতেই তোমার মঙ্গল সাধিত হইবে, তদ্দ্বারাই তুমি পরমার্থ-ধন লাভ করিতে পারিবে।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে এই শিক্ষার বীজ অন্তর্নিহিত আছে। (১ম—৪৮সূ—৪ঋ)॥

— • —

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী।

জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ॥ ৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। ঘ। যোষাঽইব। সূনরী। উষাঃ। যাতি। প্রঽভুঞ্জতীঃ।

জরয়ন্তী। বৃজনং। পৎঽবৎ। ঈয়তে। উৎ। পাতয়তি। পক্ষিণঃ॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষাঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী) 'সূনরী ইব' (সুষ্ঠু গৃহিণীবৎ, সুমতী গৃহকর্ত্রী যথা তদ্বৎ) 'ঘা' (খলু, নিশ্চিতং) 'প্রভুঞ্জতি' (প্রকর্ষেণ সর্ব্বং পালয়ন্তী) 'আ-যাতি' (আগচ্ছতি, প্রতিষ্ঠিতো ভবতি – হৃদি ইতি শেষঃ), 'বৃজনং' (পাপিনং, পাপপঙ্ক-নিমজ্জিতং চলচ্ছক্তি-বিরহিতং জনং) 'জরয়ন্তী' (উদ্বোধয়ন্তী) 'পদ্বৎ' (চলচ্ছক্তিসম্পন্নবৎ) 'ঈয়তে' (পরিচালয়তে, ভগবৎকার্য্যে নিয়োজয়তি), এবং 'পক্ষিণঃ' (পক্ষিসম্বন্ধী গতিবৎ, পক্ষীবৎ দ্রুতগত্যা ইতি

যাবৎ) 'উৎ পাতয়তি' (উন্নয়তিঃ, উর্দ্ধস্থানং প্রাপয়তি)। সুগৃহিণী যথা সুষ্ঠুভাবেন সংসারস্থ সর্ব্বেষাং পরিপালনং করোতি, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী তদ্বৎ সর্ব্বং পরিরক্ষতি; তদনুগ্রহেণ পাপিনোঽপি পরিত্রাণং লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী, সুমতি গৃহকর্ত্রীর ন্যায়, প্রকৃষ্টরূপে সকলকে পালন করিয়া, আগমন করেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন; পাপীকে (পাপপঙ্কনিমজ্জিত চলচ্ছক্তিবিরহিত জনকে), চলচ্ছক্তিসম্পন্নের ন্যায় পরিচালিত করেন—ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করেন; এবং পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগতিতে উন্নত-স্থান (স্বর্গাদি) পাওয়াইয়া দেন। (ভাব এই যে,—সুগৃহিণী যেমন সুষ্ঠুভাবে সংসারের সকলের পরিপালন করেন, জ্ঞানো-ন্মেষিণী দেবী সেইরূপ সকলকে পরিরক্ষা করেন; তাঁহার অনুগ্রহে পাপী জনও পরিত্রাণ লাভ করে।)॥ (১ম—৪৮সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উষা দেবী প্রভুঞ্জতী সর্ব্বং পালয়ন্ত্যায়াতি ঘ। প্রতিদিনমাগচ্ছতি খলু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সূনরী সুষ্ঠু গৃহকৃত্যস্য নেত্রী যোষেব গৃহিণীব। কীদৃশ্যোষাঃ। বৃজনং গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং জরয়ন্তী জরাং প্রাপয়ন্তী। অসকৃদুষস্যাবৃত্তায়াং বয়োহান্যা প্রাণিনো জীর্ণা ভবন্তি। কিঞ্চ। উষঃকালে পদ্বং পাদযুক্তং প্রাণিজাতমীয়তে। নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্বস্বকৃত্যার্থং গচ্ছতি। কিঞ্চ। ইয়মুষাঃ পক্ষিণ উৎপাতয়তি। পক্ষিণো হ্যুষঃকালে সমুত্থায় তত্র তত্র ব্রজন্তি।

ঘ। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুষ্ঠু নয়তীতি সূনরী। নৃ নয়ে। অচ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উষাদেবী সকলকে অর্থাৎ সর্ব্বজনকে পালন করিবার জন্য প্রতিদিন আগমন করেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা, সুন্দর গৃহকর্ম্মকারিণী গৃহিণীর ন্যায় উষা কি প্রকার? জঙ্গম প্রাণিসমূহকে জরা-প্রাপ্ত-কারিণী। যক্তের দোষ উপস্থিত হইলে বয়োহানিপ্রযুক্ত প্রাণিসকল জীর্ণ অর্থাৎ জরা প্রাপ্ত হয়। আরও প্রাতঃকালে পাদযুক্ত (অর্থাৎ যাহাদের পদ আছে) এরূপ প্রাণিসমূহ নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে গমন করে। আরও এই উষা পক্ষিসকলকে উৎপাতন করে, অর্থাৎ পক্ষিগণ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সেই সেই স্থানে অর্থাৎ ইতস্ততঃ গমন করিয়া থাকে।

ঘ। 'ঋচিতনুঘা' ইত্যাদি নিয়মানুসারে সংহিতা-নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। সুষ্ঠু অর্থাৎ সুন্দরকে প্রাপ্ত করান—এই বাক্যে 'সূনরী' পদটী হইয়াছে। 'নয়ন' অর্থাৎ প্রাপণার্থ 'নৃ' ধাতু

ঈরিতীপ্রত্যয়ঃ। গতিসমাসে কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণমিতি বচনাৎ কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীপ্। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। নিপাতস্য চেতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। প্রভুঞ্জতী। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। লটঃ শতৃ। রুধাদিভ্যশ্নম্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যাকার-লোপঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। বৃজনং। বৃজী বর্জ্জনে বর্জ্জত ইতি বৃজনং প্রাণিজাতং। কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্ভ্যঃ ক্যুঃ। উ০ ২।৭৯। ইতি ক্যুপ্রত্যয়ঃ। কিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। যোরনাদেশে প্রত্যয়স্বরঃ। পদ্বৎ। পৎ পাদঃ। তদস্যাস্তীতি পদ্বৎ। ছয় ইতি মতুপো বত্বং। ব্যত্যয়েন মতুপ উদাত্তত্বং। ন চ স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমান-বদিতি ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানত্বে সতি হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বমিতি বাচ্যং। হ্রস্বাদভ্যেব সিদ্ধে পুনর্নুড্‌গ্রহণসামর্থ্যাদেবা পরিভাষা নাশ্রীয়ত ইতি বৃত্তাবুক্তং ইতরথা হি মরুত্বানিত্যত্রাপি মতুপ উদাত্তত্বং স্যাৎ। (১ম—৪৪সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে তৃতীয়ো বর্গঃ॥ ১।৪।৩॥

• • •

হইতে নিষ্পন্ন। 'অচ ইঃ' এই নিয়মে 'ঈ' প্রত্যয় হইয়াছে। গতিসমাসে 'কৃৎ' গ্রহণ-হেতু 'গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণং' এই বচন-হেতু 'কৃৎ' স্থানে 'ক্তিন' হইয়া পরে ঙীপ্ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভুঞ্জতি। পালন ও অভ্যব-হারার্থক 'ভুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লটের স্থানে শতৃ-প্রত্যয়। রুধাদিপ্রযুক্ত 'শ্নম্' ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইয়া 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ্ হইয়াছে। 'শতুরনুম' এই নিয়মানুসারে নদ্যাদিত্ব-হেতু উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃজনং। বর্জ্জনার্থক বৃজী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্ভ্যঃ ক্যুঃ' (উঃ ২।৭৯) এই সূত্রানুসারে ক্যু-প্রত্যয় হইয়াছে। কিত্ব-হেতু লঘু উপধার গুণ হয় নাই। 'যোরনাদেশে' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। পদ্বৎ। 'পৎ' শব্দের অর্থ পাদ। পদ্ আছে যাহার—এই বাক্যে 'পদ্বৎ' পদটী হইয়াছে। 'ছয়' এই নিয়মানুসারে 'মতুপ্' প্রত্যয়ের 'ম' স্থানে 'ব' হইয়াছে। ব্যত্যয়-হেতু মতুপের উদাত্তত্ব হইয়াছে। স্বরবিধি স্থলে ব্যঞ্জন-বর্ণের অবিদ্যমানতার ন্যায় এই নিয়মানুসারে ব্যঞ্জন বর্ণের অবিদ্যমানত্ব হইলে, 'হ্রস্বনুড্‌ভ্যাম্ মতুপ্' এই নিয়মানুসারে মতুপের উদাত্তত্ব হউক না কেন? ইহাই আশঙ্কা বা পূর্ব্বপক্ষ। উত্তরবাদী বলিতেছেন—একথা বলিতে পার না; কেন-না, 'হ্রস্বাৎ' অর্থাৎ হ্রস্বের পরই যদি মতুপের উদাত্তত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় নুট গ্রহণ সামর্থ্য হেতু যে উদাত্তত্ব স্বীকার—এরূপ পরিভাষার কখনই আশ্রয় করা যাইতে পারে না। এই হেতুই বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে 'মরুত্বান' এই স্থানেও 'মতুপ্' প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। (১ম - ৪৮সূ ৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।৩॥

• • •

পঞ্চম (৫৭০) ঋকের বিশদার্থ।

——।*।——

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষে ঋকটীর ভাব বড়ই জটিলতা-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে;—কি ভাষ্যে, কি ইংরাজী বাঙ্গালা অনুবাদে, সর্ব্বত্রই ঋকের অর্থ সমস্যাপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদই এই সমস্যা সংঘটনের প্রধান কারণ। ঐ পাদের কয়েকটী পদ—সকল সমস্যা আনয়নের মূলীভূত। সুতরাং প্রথমে সেই পদ কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম—'বৃজনং' পদ। ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যাদিতে 'গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি,—ঐ পদের অর্থ—'পাপিনং, পাপপঙ্কনিমজ্জিতং চলচ্ছক্তিবিরহিতং জনং।' ঐ 'বৃজনং' পদ 'বৃজ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ—'ত্যাগ'। (সৎকর্ম্ম বা ধর্ম্ম) ত্যাগ যাহার সহিত সম্বন্ধযুত, তাহাকেই 'বৃজনং' (বৃজিনং) বলিতে পারি। শব্দার্থে তাই পাপকে বা পাপীকে 'বৃজনং' কহে। সৎকর্ম্মকে বা ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যে জন পাপে পূর্ণাসক্ত বা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে; পাপের কবল হইতে যাহার উত্থানশক্তি বা চলচ্ছক্তি নাই; এখানে 'বৃজনং' পদে তাহাকেই বুঝাইতেছে। মন্ত্রাংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ—'জরয়ন্তী' ও 'পদ্বৎ'। 'বৃজনং' পদের পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেই এই পদদ্বয়ের সার্থকতা দেখিতে পাই। যে জন চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, যে জন খঞ্জবৎ অ-চল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; তাহাকে উঠাইতে বা চালাইতে পারিলে, তাহাকে 'পদ্বৎ' করা হইল—বলা যাইতে পারে। যে জঙ্গম বা গতিশীল, তাহাকে 'পদ্বৎ' করার কি সার্থকতা আছে? সে তো আপনিই চলিতে পারে! সে তো আপনিই গতিবিশিষ্ট! তাহার সম্বন্ধে আবার 'পদ্বৎ' পদ কেন প্রযুক্ত হইবে? এই উপলক্ষে 'জরয়ন্তী' পদেরও প্রকৃত অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার 'জরয়ন্তী' পদের প্রতিবাক্যে 'জরাং প্রাপয়ন্তী' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইতে 'তিনি (উষাদেবতা) প্রাণীসমূহকে জরাগ্রস্ত করেন'—এই ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এক একটী উষার উদয় হয়, এক একটী দিন

চলিয়া যায়, আর জীবের আয়ুঃ ক্ষয় পায়,—এ পক্ষে এই ভাব মনে আসে। কিন্তু সে অর্থে পূর্ব্বাপর ভাবের সামঞ্জস্য থাকে না। যাহা হউক, 'জরয়ন্তী' পদে আমরা কিন্তু 'উদ্বোধয়ন্তী' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানোন্মেষ বা জ্ঞানবার্দ্ধক্য অর্থে 'জৃ' ধাতুর প্রয়োগ বিরল নহে। তাহা হইতেই উদ্বোধনা অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * বলা বাহুল্য, ঐরূপ অর্থই এখানে সঙ্গত। ঐরূপ অর্থ পরিগৃহীত না হইলে, ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যক্ত, পাপ-পঙ্কনিমজ্জিত, উত্থানশক্তি-বিরহিত জনকে, সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার চলচ্ছক্তি-প্রদান—ইহাই উষাদেবতার কার্য্য। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবতার অনুকম্পায় সৎকর্ম্মে অনুপ্রেরণা আসে, পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ সৎপথে চলিতে সমর্থ হয়। "জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বৎ ঈয়তে" —এই মন্ত্রাংশ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। "ঈয়তে" পদের অর্থে, ভাষ্যে "নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্ব স্ব কৃত্যার্থং গচ্ছতি" এইরূপ বাক্য লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদের, আমাদিগের পরিগৃহীত প্রতিবাক্য—"পরিচালয়তে, ভগবৎকার্য্যে নিয়োজয়তি"। ধাত্বর্থের অনুসরণেই ঐ অর্থ আসে, এবং উহাতেই পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পাদের অবশিষ্ট—আর দুইটী পদ। "উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ"। এখানকার প্রচলিত অর্থ—'পক্ষিগণকে তিনি উড়াইয়া দেন'। সায়ণের ভাব এই যে—'উষাকালে পক্ষিগণ নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে ধাবমান হয়।' বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবই

---

* বেন্‌ফি (Benfey) বোলেনসন্ (Bollenson) এবং মুইর (Muir) প্রভৃতি পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ উদ্বোধনার ভাবেই ঐ পদের প্রয়োগ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্য দেখিয়াও দূর-পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণের মনে যে এইরূপ অর্থের পরিকল্পনা আসে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। উইলসন (Wilson) এ ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই অংশের অর্থে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"Conducting all transient creatures to decay." কিন্তু বেন্‌ফি প্রভৃতির অনুসরণে মুইর লিখিয়া গিয়াছেন,—"She hastens on arousing footed creatures." যদিও তাঁহারা মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের অনুসরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু 'জরয়ন্তী' পদের যে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই আনন্দের বিষয়।

প্রকাশ পায়,—পূর্ব্বাপর কোনই পারম্পর্য্য থাকে না। বিষয়টী একটু বিশদ করিবার জন্য, সমগ্র মন্ত্রটীর দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে বঙ্গানুবাদ দুইটী এই ; যথা,—

(১) "যে উষাদেবী সর্ব্বপালয়িত্রী, যিনি পাদবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, যিনি গমনশীল প্রাণিসকলকে ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত করেন, এবং পক্ষিসকলকে আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ প্রেরণ করেন, সেই উষাদেবী সুন্দররূপে গৃহকার্য্যনিষ্পাদিকা গৃহিণীর ন্যায় প্রতিদিন এস্থলে আগমন করেন।"

(২) "উষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন ; তিনি জঙ্গম প্রাণীদিগের পরমায়ু হ্রাস করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান, এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।"

উদ্ধৃত মন্ত্রার্থের উপর টীকা-টীপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। সায়ণেও দেখুন,—আর এই দুই বঙ্গানুবাদেও লক্ষ্য করুন,—কিসের পর কি কথা বলা হইয়াছে। একটা মন্ত্রের চারিটী ভাগের কোনও শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য নাই। কি কথা বলিতে গিয়া কি কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় দেখি না। দোষ কাহারও নহে ; বেদ-মন্ত্রের অর্থ যে ভাবে যিনি গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই ভাবেই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। ব্যাখ্যার তারতম্যের ইহাই একমাত্র কারণ।

যাহা হউক, আমরা যাহা বলিতেছিলাম, এখন তাহাই বলিতেছি। প্রথম—'উৎপাতয়তি' ক্রিয়াপদ। আমরা মনে করি, ঐ পদের 'উৎ' উপসর্গে উদ্‌গমনের বা ঊর্দ্ধ-গতির ভাব আসে। 'পক্ষিণঃ' পদকে সম্বন্ধমূলক ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্তক মনে করিতে পারি ; অথবা, ঐ পদে 'পক্ষবৎ' পদের ন্যায় উপমার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করা যায়। ষষ্ঠ্যন্ত পদেও প্রকারান্তরে উপমার ভাব আসিয়া থাকে। ফলতঃ, পক্ষিগণ যেমন ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন, তাহারা যেমন দ্রুতগতিবিশিষ্ট ; জ্ঞানোন্মেষকা দেবীর অনুকম্পায় সৎকর্ম্মে উৎসৃষ্টপ্রাণ হইয়া, পাপীরাও সেইরূপ দ্রুত ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে। এখানে, এ মন্ত্রে, এইরূপ আশা-আশ্বাসের অভয়-বাণীই বিঘোষিত দেখি।

এক্ষণে সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব একবার অনুধ্যান করিয়া দেখুন। প্রথম বলা হইয়াছে—উষা দেবী কেমন? তিনি 'সুনরী'; অর্থাৎ, সুগৃহিণী যেমন সংসারের সকলকে সমভাবে পালন করেন, তিনি যেমন সকলের

রক্ষণাবেক্ষণে সমান যত্নবান্ থাকেন; ঊষা-দেবীও সেইরূপ। তবে এই যে,—যাঁহারই হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইবে, তিনিই রক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারই শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে। 'সূনরী' পদের আর এক সার্থকতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসার-ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, জননীর যে সন্তানটী রুগ্ন ভগ্ন, জননীর স্নেহ তাহারই প্রতি যেন অধিক পতিত হয়। কি প্রকারে সে ছেলেটী সুস্থ হয়, কেমন করিয়া তাহার রোগ-ভগ্ন দেহটী স্বাস্থ্যাবস্থা পায়, জননীর প্রযত্ন সে পক্ষে বড়ই প্রবল দেখিতে পাই। এখানে 'বৃজনং' সম্পর্কে সেই ভাব মনে আসে। যে সন্তান পাপে ডুবে আছে, উঠ্‌তে পার্‌ছে না; তাকে তিনি তুলে লন, তার মধ্যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করেন, তার পাপমুক্তির উপায় করে দেন। জ্ঞানোন্মেষিণী ঊষাদেবতার ইহাই কার্য্য। এখানে এই ভাবই প্রকাশমান্। 'মানুষ! তুমি হৃদয়ে সেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা কর; জ্ঞানোন্মেষ-পক্ষে প্রযত্নপর হও; উদ্ধার পাইবে।' ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ। (১ম—৮সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

বি যা সৃজতি সমনং ব্য১র্থিনঃ পদং

ন বেত্যোদতী।

বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে

ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। যা। সৃজতি। সমনং। বি। অর্থিনঃ। পদং।

ন। বেত্তি। ওদতী।

বয়ঃ। নকিঃ। তে। পপ্তিঽবাংসঃ। আসতে।

বিঽউষ্টৌ। বাজিনীঽবতি ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যা' (দেবতা) 'সমনং' (সমীচীনচেষ্টাবন্তং, জ্ঞানলাভায় প্রযত্নপরং) এবং 'অর্থিনঃ' (জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণঃ, সদ্ভাবকামিনঃ) 'বি সৃজতি' (বিশেষেণ রক্ষতি), সা 'ওদতী' (জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা) 'পদং' (উচ্চাবচং, ধনিদরিদ্রং ইতি ভাবঃ) 'ন' (বিভেদং) 'ন বেত্তি' (ন জানাতি); সর্ব্বেষাং জ্ঞানাভিলাষিণাং প্রতি সা দেবী সমানকরুণাপরায়ণা অস্তি ইতি ভাবঃ। 'বাজিনীবতি' (হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি!) 'তে' (তব) 'ব্যুষ্টৌ' (আগমনে, প্রকাশমানে) 'পপ্তিবাংসঃ' (পতনযুক্তাঃ, পাপপঙ্কনিমজ্জিতাঃ জনাঃ) 'বয়ঃ' (বলং, উত্থানসামর্থ্যং) 'আসতে' (প্রাপ্নুবন্তি); 'নকিঃ' (প্রার্থী কোঽপি ন বিমুখো ভবতি)। দেব্যাঃ কৃপয়া সর্ব্বেষাং ইষ্টসিদ্ধির্ভবতি,—জ্ঞানান্বেষী কোঽপি বিফলমনোরথো ন ভূয়াৎ। ইতি ভাবঃ। (১ম ৪৮সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সে দেবতা জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর জনকে এবং জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জনগণকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন; জ্ঞানদাত্রী সেই উষাদেবতা উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ জানেন না; (ভাব এই যে,—জ্ঞানাভিলাষী সকলের প্রতিই দেবীর সমান করুণা আছে)। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! আপনার আগমনে (আপনার প্রকাশে) পাপপঙ্কনিমজ্জিত পতিত জনও শক্তি (উত্থান-সামর্থ্য) প্রাপ্ত হয়; প্রার্থী কাহাকেও আপনি বিমুখ করেন না। (ভাব এই যে,—দেবীর কৃপায় সকলেরই ইষ্টসিদ্ধি হয়, জ্ঞানান্বেষী কেহই বিফলমনোরথ হন না।) ॥ (১ম—৪৮সূ—৬ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

যা দেবতা সমনং সমীচীনং চেষ্টাবন্তঃ পুরুষং বিসৃজতি। প্রেরয়তি। গৃহারামাদিচেষ্টা-কুশলান্ পুরুষান্ উষঃকালশয়নাদুত্থাপ্য স্বস্বব্যাপারে প্রেরয়তীতি প্রসিদ্ধং। কিঞ্চ। উষা অর্থিনো যাচকান্ বিসৃজতি। তেঽপি হ্যুষঃকালে সমুত্থায় স্বকীয়দাতৃগৃহে গচ্ছন্তি। ওদত্যাখ্যোদেবতা পদং স্থানং ন বেতি। ন কাময়তে। উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ। হে বাজিনীবতি। উষোদেবতে তে ব্যুষ্টৌ ত্বদীয়ে প্রভাতকালে পপ্তিবাংসঃ পতনযুক্তা বয়ঃ পক্ষিণো নকিরাসতে। ন তিষ্ঠন্তি। কিন্তু স্বস্বনীড়াদ্বিনির্গত্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ।

সৃজতি। সৃজ বিসর্গে। তুদাদিভ্যশ্চঃ। তস্য ঙিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ওদতী। উন্দী ক্লেদনে। উনত্তি সর্ব্বং নীহারেণেত্যোদতী্যুষাঃ। শরতি ব্যত্যয়েন শপ্। ব্যত্যয়েনানুনাসিকলোপে লঘূপধগুণঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। শপঃ পিত্বাদনু-দাত্তত্বং। শতুরনুপদেশাৎসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। ন চ শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। অন্তোদাত্তাৎছতুঃ পরস্যাস্তদ্বিধানাৎ। নকিষ্টে। যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃ-পাদমিতি ষত্বং। পপ্তিবাংসঃ। পত্লৃ গতৌ লিটঃ ক্বসুঃ। ক্রাদিনিয়মাৎপ্রাপ্ত ইট্ বস্বেকাজা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা সম্যক চেষ্টাবান্ পুরুষসমূহকে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়া থাকেন; গৃহ ও আরামাদি প্রস্তুত-বিষয়ে নিপুণ পুরুষগণকে উষাকালে শয্যা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন—ইহাই প্রসিদ্ধ। আরও উষাদেবতা যাচকগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, যাচকগণও উষাকালে উত্থিত হইয়া নিজ দাতৃগৃহে গমন করিয়া থাকেন। উষাদেবতা স্থান অর্থাৎ স্বকীয় স্থিতিকে প্রার্থনা করেন না, উষাকাল শীঘ্রই গমন করিয়া থাকেন। হে বাজিনীবতি উষাদেবতে! ভগবৎসম্বন্ধ প্রভাত-সময়ে পতনযুক্ত পক্ষিগণ (নীড়ে) থাকে না, কিন্তু তাহারা স্ব নীড় হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিয়া থাকে।

সৃজতি। বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগার্থক 'সৃজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুদাদিগণীয় হেতু 'শঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। সেই 'শঃ' প্রত্যয়ের ঙিত্ব প্রযুক্ত লঘু উপধার গুণ হইতে পারে নাই। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে বিকরণ স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। ওদতী। ক্লেদনার্থক 'উন্দী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নীহার দ্বারা সকলকে ক্লেদ যুক্ত করেন অর্থাৎ ভিজাইয়া দেন—এই বাক্যে 'ওদতী' শব্দের অর্থ উষা। 'শতৃ' পরে থাকায় ব্যত্যয়-হেতু 'শপ্' হইয়াছে। ব্যত্যয়-হেতু অনুনাসিক বর্ণের লোপ জন্য লঘু উপধার গুণ হইয়াছে। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ হইয়াছে আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-প্রযুক্ত 'নুমের' অভাব হইয়াছে শপের পিত্ত-হেতু অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। যদি বল, —'শতুরনুম্' এই নিয়মানুসারে নদীসংজ্ঞক শব্দের উদাত্তত্ব হয় না কেন? ইহা বলিতে পার না; কেন না, অন্তোদাত্ত শতৃপ্রত্যয়ের পর সেই স্থলে উদাত্তের বিধান হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে অনুদাত্তই হইবে। নাকষ্টে। 'যুষ্মত্তত্তক্ষুঃ ষন্তঃপাদং' এই সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে। পপ্তিবাংসঃ। গত্যর্থক 'পত্লৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিটঃ ক্বসু' এই নিয়মানুসারে ক্বসু

দয়সামিতি নিয়মাৎ প্রাপ্নোতি। তৎক্রিয়তে সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি বিকল্পিতত্বাৎ। তনিপত্যো-শ্ছন্দসীত্যুপধালোপঃ। দ্বিবচনেঽচীতি স্থানিবদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। বাজিনীবতি। বাজোঽন্নমস্যা অস্তীতি বাজিনী ক্রিয়া। মত্বর্থীয় ইনিঃ। ঋন্নেভ্য ইতি ঙীপ্। তাদৃশী ক্রিয়া যস্যাঃ সা। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। সংজ্ঞায়ামিতি মতুপো বত্বং। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৫৭১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে কি প্রকার বিচ্ছিন্ন অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে সেই পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে অর্থ এইরূপ; যথা—

(১) "উষাদেবতা সাধুচেষ্টাশীল পুরুষকে প্রেরণ করেন এবং যাচকদিগকে প্রেরণ করেন. যাচকেরা উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া উত্তমর্ণের গৃহে গমন করে। উষাদেবতা স্থান ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ উষাকাল শীঘ্র গত হয়। হে উষাদেবি প্রাতঃকালে পতনশীল পক্ষিসকল স্বীয় নীড় হইতে প্রস্থান করে।"

(২) "তুমি সমীচীন চেষ্টাবান পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও প্রেরণ কর, তুমি নীহারবর্ষী ও অধিকক্ষণ অবস্থান কর না; হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা! তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ আর (কুলায়ে) বাস করে না।"

এই প্রকার অর্থ প্রায়ঃ ভাষ্যেরই অনুসরণ। এতদ্দ্বারা মাত্র আদিম অসভ্য সমাজের অস্ফুট বাক্যাংশ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর, এই জন্যই বেদকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'চাষার গান' বলিয়া ঘোষণা করেন।

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন,—মন্ত্র

প্রত্যয় হইয়াছে। ক্রাদ-নিয়মাধীন 'চট' প্রাপ্তির সম্ভব থাকিলেও 'বস্বেকাজাদ্দয়সাং' এই নিয়মানুসারে 'চট' প্রাপ্ত হয় নাই। 'তৎ ক্রিয়তে সর্ব্ববিধীনাং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকল্প বিধান হইয়াছে। 'তনিপত্যোশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে। 'দ্বিবচনেঽচীতি' নিয়মানুসারে স্থানিবদ্ভাব-প্রযুক্ত 'দ্বির্ভাব' হইয়াছে। প্রত্যয়ের স্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। বাজিনীবতি। বাজ অর্থাৎ অন্ন আছে ইহার—এই বাক্যে বাজিনী শব্দে ক্রিয়াকে বুঝায়। 'মত্বর্থীয় ইনিঃ' এই নিয়মানুসারে 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে ও 'ঋন্নেভ্য' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ্' হইয়াছে। তাদৃশী ক্রিয়া হইয়াছে যাহার—সেই বাজিনী। সেই বাজিনী আছে ইহার—এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় ও 'সংজ্ঞায়াং' এই সূত্রে 'মতুপের' ম-স্থানে 'ব' হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)॥

বিচ্ছিন্ন বাক্যাংশ নহে, উহার অভ্যন্তরে কি গভীর ভাবই বিদ্যমান্ রহিয়াছে! মন্ত্রের যে পদে আমরা যে অর্থ বা যে ভাব পরিগ্রহ করি, সামান্য আলোচনা করিলেই তাহার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। 'সমনং' এবং 'অর্থিনঃ' পদদ্বয়ে যে ভাব ভাষ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, আমরা তাহাই সুস্পষ্ট করিয়াছি। এক পদে 'প্রযত্নপর', অন্য পদে 'প্রার্থী'—ঐ দুই পদে এই দুই ভাব গ্রহণ করা যায়। জ্ঞানলাভের কামনা (প্রার্থনা) আছে এবং তৎপক্ষে আন্তরিক চেষ্টা আছে। কামনা ও প্রচেষ্টা—এতদ্দ্বারা যে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞানদেবতার কৃপা লাভ করিতে পারি, তাহা বলাই বাহুল্য। 'বি সৃজতি' পদ সেই কৃপালাভের (রক্ষাপ্রাপ্তির) ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এই প্রকারে মন্ত্রের প্রথম পাদের অন্তর্গত "বি যা সৃজতি সমনং অর্থিনঃ" বাক্যাংশের ভাব প্রাপ্ত হই,—'যে দেবতা জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর জনকে এবং জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জনগণকে রক্ষা করেন।' অতঃপর মন্ত্রের প্রথম পাদের দ্বিতীয় অংশ লক্ষ্য করুন। প্রথম 'ওদতী' পদে আমরা 'জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা' প্রভৃতি বাক্য গ্রহণ করিয়াছি। সায়ণও 'উষা' অর্থই পরিগ্রহণ করেন। তবে 'উষাকে' উষাকাল ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায়, ঐ পদের ব্যুৎপত্তি পক্ষে তিনি 'উনত্তি সর্ব্বং নীহারেণোন্দভূমাং' বাক্য ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি—'উনত্তি সর্ব্বং জ্ঞানকিরণেনোন্দভ্যো ভূমাং' বাক্য গ্রহণ করিলেও ব্যুৎপত্তি পক্ষে কোনও বিঘ্ন আনয়ন করে না। তাহা হইতেই 'জ্ঞানদাত্রী উষাদেবতা' ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। * 'পদং' পদে 'উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র', 'নি' পদে 'ভেদভাব' এবং 'ন বেত্তি' পদে 'জানেন না' অর্থ পরিগ্রহণ করা যায়। তদনুসারে "পদং ন বেত্ত্যোদতী" বাক্যাংশের ভাব হয়—'জ্ঞানদাত্রী দেবীর নিকট ধনী নির্ধন বা উচ্চনীচ ভেদভাব নাই; যিনিই জ্ঞানের অনুসরণ করিবেন, জ্ঞানদেবতার দ্বারে প্রার্থী হইবেন—তিনিই শ্রেয়োলাভ করিবেন, তাঁহারই পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।'

---

* সায়ণ 'নীহারেণ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইতে উইলসন "Shedder of dews" লিখিয়া গিয়াছেন; রমেশ বাবু 'নীহারবর্ষী' বলিয়াছেন। তবে মুইর লিখিয়াছেন, —"Lively." এই সঙ্গে "পদং ন বেত্তি" অংশের ভাব সকলেরই এক দাঁড়াইয়াছে; 'উষা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হন না'—ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে দেবতাকে 'বাজিনীবতি' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ঐ পদে 'প্রজ্ঞানময়ি দেবি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। পূর্ব্বে (এই মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূক্তের পঞ্চম ঋকের আলোচনায়) 'বাজিনীবসূ' পদের প্রসঙ্গে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এখানেও সেই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া মনে করি। 'বাজ' শব্দে অন্ন বুঝায়, যজ্ঞ বুঝায়। অন্নে পুষ্টি এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে জ্ঞানোন্মেষ হয়। 'বাজিনী-বতী' পদে, সেইরূপ ভাবেই জ্ঞানোন্মেষকারী দেবীর সম্বন্ধ খ্যাপন করে। 'ব্যুচ্ছৌ' পদের অর্থে, ভাষ্যের অনুসরণেই ভাব প[illegible] হইয়াছে,—'জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর আগমনে বা প্রকাশে।' তাঁহার আগমন বা তাঁহার প্রকাশ হইলে, কি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়? "পপ্তিবাংসঃ বয়ঃ আসতে" বাক্যাংশে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মর্ম্ম এই যে,—'পাপীও তখন পরিত্রাণ পায়, পাপপঙ্ক-নিমজ্জিত জনও তখন উত্থানের শক্তি প্রাপ্ত হয়।' 'বয়ঃ' পদ যে 'শক্তি-বল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ভূয়সী প্রমাণ আছে। * এখন অবশিষ্ট রহিল—'নাকিঃ' এই অব্যয় পদ। এই পদের শব্দগত অর্থ—'কেহই নয়'; ভাব এই যে,—'কেহই বিমুখ হয় না।' এই 'নাকিঃ' পদ ঋগ্বেদে অন্যূন ছয়টী স্থলে প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই এই একই ভাবে অর্থ গ্রহণ করা যায়। একটু প্রশ্নচ্ছলে 'ন'—এই হইতেই ঐ পদে 'হঁ' ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের যে বিচ্ছিন্ন অস্ফুট বিপরীত ভাবসমূহ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা দূরীভূত হয় কি না—বুঝিয়া দেখুন। বুঝিয়া দেখুন—মন্ত্রে কেমনভাবে যথাসম্ভব সেই জ্ঞানোন্মেষণী দেবীর স্বরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে; তার পর, কেমন ভাবে তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবি! আশার্থী কাহাকেও কদাচ আপনার দ্বার হইতে হতাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। এ অভাজন সেই ভরসায় আপনার দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার আকাঙ্ক্ষা

* মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ১ম—৩১৫—৯ম 'সামবেদ-সংহিতার' প্রথম খণ্ড ৮৫—১ম এবং অন্যান্য স্থানে এতদ্বিষয়ক আলোচনা দেখুন।

পূর্ণ করুন। মন্ত্র পরোক্ষে এই প্রকার প্রার্থনার ভাব লইয়াই প্রকাশমান রহিয়াছে। (১ম—৪৮সূ—৬ঋ)।

——— * ———

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্য্যস্যোদয়নাদধি।

শতং রথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি

যাত্যভি মানুষান্ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

এষা। অযুক্ত। পরাবতঃ। সূর্য্যস্য। উৎঅয়নাৎ। অধি।

শতং। রথেভিঃ। সুভগা। উষাঃ। ইয়ং। বি।

যাতি। অভি। মানুষান্ ॥ ৭

* * *

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'এষা' (উষাদেবতা) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য, ভগবতঃ) 'উদয়নাৎ' (প্রকাশস্থানাৎ) 'পরাবতঃ' (অতিদূরাৎ) 'অধিঃ' (নিকটে, অস্মৎ সমীপে—আগত্য ইত্যর্থঃ) 'অযুক্ত' (যোজিতবতী, অস্মাভিঃ সহ মিলিতবতী); 'সুভগা' (সৌভাগ্যযুতা) 'ইয়ং' (পূর্ব্বোক্ত-গুণান্বিতা) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা) 'মানুষান্' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'শতং' (শতসংখ্যাকৈঃ, বিবিধপ্রকারৈঃ) 'রথেভিঃ' (রথৈঃ, তেষামনুষ্ঠিতৈঃ সৎকর্ম্মরূপযানৈঃ) 'বি যাতি' (আগচ্ছতি—বিশেষেণ করুণাবিতরণার্থং ইতি শেষঃ)। জ্ঞানোন্মেষিকা সা দেবী মনুষ্যান্ কৃপাবিতরণার্থং তেষাং বিবিধসৎকর্ম্মমধ্যগতা সতী অতি-দূরাৎ ভগবৎসমীপাৎ হৃদি আয়াতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই উষাদেবতা জ্ঞানাধার ভগবানের প্রকাশ-স্থান অতিদূরদেশ হইতে আমাদিগের নিকটে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন; সৌভাগ্য-যুতা সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতা মনুষ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া, (তাহাদিগের অনুষ্ঠিত) বিবিধ প্রকার সৎকর্ম্ম-রূপ যানে বিশেষ প্রকারে (করুণা বিতরণের জন্য) আগমন করেন। (ভাব এই যে—জ্ঞানোন্মেষিকা সেই দেবী মনুষ্যগণকে কৃপা-বিতরণের জন্য, তাঁহাদিগের বিবিধ প্রকারে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া, অতিদূরস্থিত ভগবানের নিকট হইতে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করেন।)॥ (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষোযোদেবী শতমযুক্ত। স্বকীয়ানাং রথানাং শতং যোজিতবতী। সুভগা সৌভাগ্যযুক্তেয়-মুষাঃ পরাবতো দূরস্থানাৎ সূর্য্যোদয়নাদপি সূর্য্যোদয়স্থানাদধিকাদ্ দ্যুলোকান্মানুষানভি মনুষ্যানুদ্দিশ্য রথেভিঃ শতসংখ্যাকৈর্যুক্তৈ রথৈরভিযাতি। বিশেষেণ গচ্ছতি॥

অযুক্ত। লুঙি ছন্দো ছন্দীতি সিচো লোপঃ। উদয়নাৎ। উদেত্যস্মিন্নিত্যুদয়নং। ইণ্ গতৌ। অধিকরণে লুট্ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুভগা শোভনো ভগো যস্যাঃ সা। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। মানুষান্। মনোঃ পুত্রা মানুষাঃ। মনোর্জ্জাতা-বঞ্জাতো যুক্ চেত্যঞ্ যুগাগমশ্চ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই উষাদেবী স্বকীয় এক শত সংখ্যক রথ যোজনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যযুক্তা এই উষাদেবী সূর্য্যোদয়স্থানাপেক্ষা অধিক দূরস্থান দ্যুলোক হইতে মনুষ্যগণকে উদ্দেশ করিয়া এক শত সংখ্যক রথের দ্বারা বিশেষরূপে গমন করেন।

অযুক্ত। লুঙ বিভক্তি পরে থাকায় 'ছন্দো ছলী' এই নিয়মানুসারে সিচের লোপ হইয়াছে। উদয়নাৎ। উদিত হন এই স্থানে এই বাক্যে 'উদয়নং' হয়। গত্যর্থ 'ইণ' ধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্যে লুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। সুভগা। শোভন অর্থাৎ সুন্দর হইয়াছে ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তিনিই সুভগা। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। মানুষান্ মনুর পুত্র এই অর্থে মানুষ হইয়াছে। 'মনোর্জ্জাতাবঞ্জাতো যুক্ চ' এই নিয়মানুসারে 'অঞ্' এবং 'যুক্' আগম হইয়াছে। 'ঞিত্ব'-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম ৪৮সূ—৭ঋ)।

• • •

সপ্তম (৫৭২) ঋকের বিশদার্থ।

সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানোন্মেষ হয়। মানুষ যতই সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, হৃদয়ে যতই সত্ত্বভাব জাগরূক হইয়া উঠিবে, ততই হৃদয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া আসিবে। 'মানুষ! তুমি সৎকর্ম্মসাধনে ভগবানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; জ্ঞান অবশ্যই তোমার অধিগত হইবে।' এই মন্ত্র, এই ভাব এই উপদেশ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ কিন্তু এ ভাবের উদ্বোধনামূলক নহে। তাহার ভাব বড়ই জটিল। তাহাতে উষাকে উষাকালও বুঝায়; আবার কোনও দেহধারী স্ত্রীদেবতাকেও বুঝাইতে পারে। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মর্ম্ম এই যে,—উষাদেবতার যেন শতসংখ্যক রথ আছে, আর সেই শত-সংখ্যক রথে আরোহণ করিয়া তিনি যেন মনুষ্যের নিকট আগমন করেন। কোথা হইতে আসেন? তাহারই পরিচয়-স্বরূপ বলা হইয়াছে—'সূর্য্যস্যোদয়নাদধি'; অর্থাৎ সূর্য্য যেখান হইতে উদিত হন, সেখান হইতে।

এক শত রথে চড়িয়া আসেন—সে আবার কেমন দেবতা তিনি? এইরূপ চিন্তাচর্চ্চার ও পরিকল্পনার ফলে শেষ অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'শত-সংখ্যক রথ বলিতে এখানে অসংখ্য সূর্য্যকিরণকে বুঝাইয়া থাকে। উষাকাল সূর্য্যরশ্মির মধ্য দিয়া প্রকাশ পান, এই ভাবই এখানে পরি-বর্ণিত। এ প্রকার অর্থ যে হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে বলা বাহুল্য, এ অর্থেও রূপক ভাঙ্গিতে হয়। শতসংখ্যক রথ বলিতে, অসংখ্য সূর্য্যরশ্মি অর্থ টানিয়া আনিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেবতার রথের বাহন ঘোড়া ও হরিণ প্রভৃতি ছিল। এ দেবতার রথের বাহন গাভী বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে।* যাঁহাদের উপলক্ষে যাঁহার যে প্রকার চিন্তার গতি, তাঁহার হৃদয়ে বেদমন্ত্র সেইরূপ ভাবেই অবভাসিত হয়। এ সকল দৃষ্টান্ত তাহারই প্রমাণ মাত্র।

যাহা হউক, এখন আমরা যে অর্থ যে ভাব পরিগ্রহণ করি, তদ্বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমরা মনে করি, 'সূর্য্যস্য' পদে জ্ঞান-

* পরবর্ত্তী সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উষাদেবতার বাহনকে 'অরুণবর্ণ গাভী' বলা হইয়াছে। মূলে আছে—'অরুণপসবঃ'। তাহা হইতেই দাঁড়াইয়াছে—অরুণবর্ণ গাভী।

ধার সেই ভগবানের সম্বন্ধই সূচিত হয়। জ্ঞানকে রশ্মি বা জ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিলে, উপমা-পক্ষে সূর্য্যদেব-রূপেই যে জ্ঞানাধার বিদ্যমান্ প্রকাশমান্ আছেন, তাহা স্বতঃই মনে আসিতে পারে। কিরণের বা জ্যোতির মূলাধার—সূর্য্যদেব; তাই 'সূর্য্যস্য' বলিয়া এখানে জ্ঞানাধার ভগবানের পরিচয় দেওয়া হইল জ্ঞানাধার ভগবানের প্রকাশ-স্থান যে অনেক দূরে, সাধারণ মনুষ্য-মাত্রের অজ্ঞানতার বিষয় স্মরণ করিলেই তাহা উপলব্ধ হয় আমরা অজ্ঞানতা-ঘোরে পরিমগ্ন আছি। আমরা জ্ঞানাধারকে নিকটে দেখিব কি প্রকারে? তাই "সূর্য্যস্য উদয়নাৎ পরাবতঃ" বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখি। সেই যে দূর-স্থান, অজ্ঞ আমাদিগের অপরিজ্ঞাত দৃষ্টির বাহির্ভূত সেই যে দূরদেশ, জ্ঞানোন্মেষিণী উষাদেবী সেই স্থান হইতেই আসিয়া থাকেন এবং আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশের "এষা" হইতে "অযুক্ত" পর্য্যন্ত অংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—"সুভগা" হইতে "বিযাতি" পর্য্যন্ত বাক্যে—সেই দেবী কি প্রকারে আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি কি প্রকারে আসেন? উত্তর—"শতং রথেভিঃ"; অর্থাৎ,—শতসংখ্যক রথের দ্বারা। 'শতং' পদ এখানে 'অশেষ-প্রকার বিবিধপ্রকার' অর্থ পরিজ্ঞাপক। 'রথেভিঃ' পদে 'সৎকর্ম্ম-রূপ যান' বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইলেই প্রশ্নোত্তরে এখানকার ভাব এইরূপ দাঁড়াইতেছে; যথা,—'জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী বা জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উদয় হন কখন—আমাদিগের সহিত তাঁহার মিলন হয় কখন? না—যখন বিবিধপ্রকার সৎকর্ম্মে আমরা অনুপ্রাণিত হই।' ফলতঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে। মন্ত্র এই সকল সুন্দর ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের উদ্বোধনা,—'মন! তুমি সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও; ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান তোমার অধিগত হইবে; জ্ঞানের অধিকারী হইলেই সকল দুঃখের অবসানে পরম নিঃশ্রেয়স্ মোক্ষ তোমার অধিগত হইয়া আসিবে।' (১ম—৪৮সূ—১ম)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী।

অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা

উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বং। অস্যাঃ। নানাম। চক্ষসে। জগৎ। জ্যোতিঃ। কৃণোতি। সূনরী।

অপ। দ্বেষঃ। মঘোনী। দুহিতা। দিবঃ। উষাঃ।

উচ্ছৎ। অপঃ। স্রিধঃ ॥ ৮ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্যা' (উষসঃ, জ্ঞানোন্মেষকায়া দেব্যাঃ) 'চক্ষসে' (প্রকাশায়) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'জগৎ' (প্রাণিজাতং, বিশ্বসংসার ইতি ভাবঃ) 'নানাম' (ননাম, প্রহ্বা ভবতি), যতঃ 'সূনরী' (সুষ্ঠু গৃহকর্ত্রী, সুগৃহিণীরূপা সা দেবী) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানালোকপ্রকাশং) 'কৃণোতি' (করোতি, জ্ঞানালোকং বিতরতি ইতি ভাবঃ); সর্ব্বেষাং পালয়িত্রী গৃহকর্ত্রীস্বরূপা সা দেবী জ্ঞানালোক-প্রকাশাৎ লোকানাং নমস্যা ভবতি ইতি ভাবঃ; 'দিবঃ দুহিতা' (সত্ত্বভাবোৎপন্না) 'মঘোনী' (পরমৈশ্বর্য্যবতী) 'উষা' (জ্ঞানোন্মেষকা দেবী) 'দ্বেষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, হিংসকান্) 'অপ উচ্ছৎ' (অপবর্জ্জয়তি বিনাশয়তি), 'স্রিধঃ' চ (শোষয়িতৄন্ শত্রূন্ চ) 'অপ' (অপবর্জ্জয়তি, বিনাশয়তি)। দেব্যাঃ প্রভাবেন সর্ব্বে শত্রব বিনাশং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ ৮ঋ)॥

• * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানোন্মেষিকা দেবতার প্রকাশে, বিশ্বসংসার প্রণত হয়; কেন-না, সুগৃহিণী-রূপে সেই দেবী জ্ঞানালোক বিতরণ করেন; (ভাব এই যে, সংসারের পালয়িত্রী গৃহকর্ত্রীস্বরূপা সেই দেবী জ্ঞানালোক-প্রকাশ করিয়া সর্ব্বলোকের নমস্যা হয়েন); সত্ত্বভাবোৎপন্না পরমৈশ্বর্য্য-বতী সেই দেবী হিংসকগণকে বিনাশ করেন এবং রক্তশোষণকারী শত্রু-দিগকে বিধ্বস্ত করেন; (ভাব এই যে, সেই দেবীর প্রভাবে সকল প্রকার শত্রুগণ নিধনপ্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৪৮সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বং সর্ব্বং জগৎ জঙ্গমং প্রাণিজাতমস্যা উষসশ্চক্ষসে প্রকাশায় নানাম। প্রহ্বীভবতি। রাত্রৌ তমসি নিমগ্নাঃ সর্ব্বে জনাস্তমোনিবারয়িত্রীমুষসমুপলভ্য নমস্কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। যস্মাদেষা সূনরী। সুষ্ঠু নেত্রী। অভিমতফলস্য প্রাপয়িত্র্যেষা জ্যোতিষ্কৃণোতি। সর্ব্বং প্রকাশয়তি। কিঞ্চ। মঘোনী মঘবতী ধনবতী দিবো দুহিতা দ্যুলোকসকাশাদুৎপন্নোষা দ্বেষো দ্বেষ্টৄন্ অপোচ্ছৎ। অপবর্জ্জয়তি। তথা স্রিধঃ শোষয়িতৄন্ অপোচ্ছৎ। অপবর্জ্জয়তি। তস্মাদিষ্ট-প্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারহেতুভূতামুষোদেবতাং বিশ্বং জগন্নমস্করোতীত্যর্থঃ॥

অস্যাঃ। ইদমোঽন্বাদেশ ইত্যশাদেশোঽনুদাত্ত। বিভক্তিশ্চ সুপ্ত্বাদিনুদাত্তত্বেতি সর্ব্বানু-দাত্তত্বং। নানাম। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। তুজাদিত্বে হি তূতুজান ইত্যাদাবিব পদকালেঽপি দীর্ঘঃ শ্রূয়তে। জ্যোতিঃ। ইণঃ ষ ইত্যনুবৃত্তাবিসুসোঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সমস্ত জঙ্গম প্রাণিসমূহ এই উষাদেবীর প্রকাশার্থ নত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্যার্থ এই—রাত্রিতে অন্ধকারে নিমগ্ন জনসমূহ অন্ধকারবিনাশিনী উষাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া নমস্কার করিয়া থাকেন। কেন নমস্কার করেন? যেহেতু অভীষ্টফলদাত্রী এই উষাদেবী সকলকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আরও, ধনবতী দ্যুলোক হইতে উৎপন্না এই উষাদেবী হিংসকগণকে অপবর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ করেন। সেইরূপ শোষয়িতা-গণকেও ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই হেতু, মঙ্গল-প্রাপ্তি ও অমঙ্গলের পরিহার-হেতুভূতা উষাদেবীকে সমস্ত জগৎ নমস্কার করিয়া থাকে।

অস্যাঃ। 'ইদমোঽন্বাদেশঃ' এই নিয়মানুসারে 'অস্' আদেশ এবং অনুদাত্ত হইয়াছে। 'বিভক্তিশ্চ সুপ্ত্বাদিনুদাত্তত্ব' এই নিয়মে সর্ব্বানুদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। নানাম। 'সংহিতায়াং অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের দীর্ঘ হইয়াছে। তুজাদিত্ব বিষয়ে 'তূতুজান' ইত্যাদি পদের ন্যায় পদ-কালেও দীর্ঘশ্রুতি হয়। জ্যোতিঃ। 'ইণঃ ষঃ' এই নিয়মের

সামর্থ্যে। পা০ ৮।৩।৪৪। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং। দ্বেষঃ। দ্বিষঃ অপ্রীতৌ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। লঘূপধগুণঃ। মঘোনী। মঘং বনতি সম্ভজত ইতি মঘোনী। শ্বন্-ক্ষন্নিত্যাদিনা মঘবন্ শব্দঃ কনিনপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। স্ত্রিয়াম্নন্তেভ্যো ঙীবিতি ঙীপ্। ভসংজ্ঞায়াং শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিত ইতি সম্প্রসারণং। উচ্ছৎ। উছী বিবাসে। বিবাসো বর্জ্জনং। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ ইতি বর্ত্তমানে লঙ্। বহুলং ছন্দস্য মাঙ্যোগেঽপীত্যাডাগমাভাবঃ। স্রিধঃ। স্রিধঃ শোষণে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। (১ম—০৮৭—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (৫৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

উষাকালে প্রাণিসমূহ উষাকে নমস্কার করেন। রাত্রির অন্ধকারে সকলই আচ্ছন্ন ছিল; উষার আগমনে তাহারা প্রকাশ পাইল। তাহাদিগের নমস্কারের ইহাই কারণ। মন্ত্রের প্রথম পাদের এই প্রকার অর্থই প্রচলিত। দ্বিতীয় পাদের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'দ্যুলোকের দুহিতা উষা ধনবতী, তিনি দ্বেষকারিগণকে ও শত্রুগণকে অপসারিত করেন।' এ প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—উষার আলোক প্রকাশ পাইলে, দস্যুতস্করাদি পলায়ন করে, তাহাদিগের ভয় দূরে যায়। 'উষাকাল' সম্বোধনে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার অর্থই এখন প্রচলিত দেখি।

আমাদিগের পরিগৃহীত ভাব, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই

অনুবৃত্তি বিষয়ে 'ইসুসোঃ সামর্থ্যে' (পা০ ৮।৩।৪৪) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। দ্বেষঃ। অপ্রীত্যর্থক 'দ্বিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। লঘু উপধার গুণ হইয়াছে। মঘোনী। মঘ অর্থাৎ ধনকে সম্যক্ ভজনা করেন—এই বাক্যে 'মঘোনী' হয়। 'শ্বন্ক্ষন্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'মঘবন্' শব্দ 'কনিন্' প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনসিদ্ধ হয়। 'স্ত্রিয়াম্নন্তেভ্যো ঙীপ্' এই সূত্রানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। 'ভসংজ্ঞায়াং শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে' এই নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। উচ্ছৎ। বিবাসার্থক 'উছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বিবাস শব্দের অর্থ বর্জ্জন। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' এই নিয়মানুসারে 'লঙ্' হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্য মাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে 'অট' আগমের অভাব হইয়াছে। স্রিধঃ। শোষণার্থক 'স্রিধ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন॥ (১ম—৪৮সূ ৮ঋ)॥

• • •

উপলব্ধ হইবে। তথাপি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে মন্ত্রান্তর্গত "অস্যা চক্ষসে" পদদ্বয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করুন। ঐ দুই পদের অর্থ—'উষার প্রকাশে'। তাহার মর্ম্ম এই যে, 'হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হইলে।' তখন কি হয়? "বিশ্বং জগৎ নানাম"; অর্থাৎ, সমগ্র সংসার তাঁহাকে নমস্কার করে—তচ্চরণে প্রণত হয়। জ্ঞানোদয়ে মানুষ যখন বুঝিতে পারে—জ্ঞানের কি মহীয়সী মহিমা, তখন জ্ঞানের উদ্দেশে সে যে মস্তক নত করিবে, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই ঐ মন্ত্রাংশে পরিবর্ণিত আছে। "সূনরী জ্যোতিঃ কৃণোতি"—এই বাক্যাংশের সার্থকতা ঐ পক্ষেই প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই মানুষ বুঝিতে পারে, জ্ঞানদেবতা কেমন সর্ব্বপালিকা গৃহকর্ত্রীর ন্যায় হৃদয়ে বিদ্যমানা থাকিয়া সকল দিকের শৃঙ্খলা-রক্ষা করেন। 'সূনরী' পদ প্রধানতঃ শৃঙ্খলা-রক্ষার ভাব প্রকাশ করে। জ্ঞানোন্মেষে রিপুকুল উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না; দুর্দ্দমনীয় শত্রুরা পর্য্যন্ত তখন মস্তক আনত করিতে বাধ্য হয়। সুগৃহিণীর শৃঙ্খলা-পরিচর্য্যায়, যুগপৎ স্নেহ-করুণায় ও শাসনশক্তি-প্রভাবে, যেমন সংসারের সকলেই প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকে; এখানে, জ্ঞানোন্মেষে হৃদয় সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়;—হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহ আদর পায়, অসদ্ভাব-সকল দণ্ড পায়। এই ভাব প্রকাশ পক্ষেই 'সূনরী' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ, এ পক্ষে, প্রথম পাদেরই পরিপোষক। জ্ঞানোন্মেষিকা উষাদেবীকে যে কি কারণে "দিবঃ দুহিতা" বলা হইয়াছে, তাহার কারণ-পরম্পরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত সত্ত্বভাব হইতেই তাঁহার উৎপত্তি—এই মর্ম্মই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর বলা হইয়াছে—তিনি "মঘোনী"। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী যে পরমধনবতী, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। জ্ঞানোন্মেষে মানুষ পরমার্থ ধন পর্য্যন্ত লাভ করে। সুতরাং অন্যে পরে কা কথা! 'দ্বেষঃ' অর্থাৎ বিদ্বেষ্টাগণ এবং 'স্রিধঃ' অর্থাৎ শত্রুগণ সেই দেবীর কৃপায় যে নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ও অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। কিবা অন্তঃশত্রু, কিবা বাহ্যশত্রু, সকল প্রকার শত্রুই জ্ঞানোন্মেষকে

দেবীর প্রভাবে বিসর্জ্জিত বিদূরিত অপসারিত হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি।

মন্ত্রে জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। মন্ত্রের উপদেশ,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর শরণাপন্ন হও। তোমার সকল বিপদ দূরে যাইবে। তুমি পরম মঙ্গল লাভ করিবে।' (১ম—৪০সূ—৮ঋ) ॥

—*—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্)

উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দ্দিবঃ।

আবহন্তী ভূর্য্যস্মভ্যং সৌভগং

ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু ॥ ৯ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

উষঃ। আ। ভাহি। ভানুনা। চন্দ্রেণ। দুহিতঃ। দিবঃ।

আঽবহন্তী। ভূরি। অস্মভ্যং। সৌভগং।

বিঽউচ্ছন্তী। দিবিষ্টিষু ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দুহিতর্দ্দিবঃ' (সত্ত্বভাবাৎ সঞ্জাতে হে দেবি!) 'দিবিষ্টিষু' (ঐহিক-পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্মসাধনেষু) 'ভূরি' (প্রভূতং) 'সৌভগং' (সৌভাগ্যং, শ্রেয়ঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'আবহন্তী' (সম্পাদয়ন্তী, প্রদানানন্তরং ইতি যাবৎ); তথা 'ব্যুচ্ছন্তী' (তমাংসি বর্জ্জয়ন্তী,

অজ্ঞানান্ধকারং বিদূরয়ন্তী) ত্বং 'চন্দ্রেণ' (হ্লাদকেন) 'ভানুনা' (জ্ঞানালোকপ্রকাশেন) 'আ' (সমন্তাৎ) 'ভাতি' (প্রকাশস্ব, হৃদি বিরাজয়)। হে দেবি! অস্মাকং কর্ম্মণা সহ সম্মিলিতা সতী অস্মভ্যং হ্লাদকং জ্ঞানদানং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম - ৪৮সূ — ৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাব হইতে সঞ্জাত হে দেবি! ঐহিক পারত্রিক-সকল-সৎকর্ম্ম-সাধনে আমাদিগের জন্য প্রভূত সৌভাগ্য সম্পাদন পূর্ব্বক (প্রদান-পূর্ব্বক) আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিয়া, আনন্দপ্রদ জ্ঞানালোক-প্রকাশের সহিত সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের হৃদয়ে বিরাজ করেন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবি! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদিগকে পরমানন্দ-প্রদ জ্ঞান দান করুন।')॥ (১ম — ২০সূ — ৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দিবো দুহিতঃ। দ্যুলোকস্য পুত্রি। উষঃ। উষোদেবতে চন্দ্রেণ সর্ব্বেষামাহ্লাদকেন ভানুনা প্রকাশেন আ সমন্তাদ্ভাহি। প্রকাশস্ব। কিং কুর্ব্বতী। দিবিষ্টিষু দিবসেষু ভূরি প্রভূতং সৌভগং সৌভাগ্যমস্মভ্যমাবহন্তী। সম্পাদয়ন্তী। তথা ব্যুচ্ছন্তী। তমাংসি বর্জ্জয়ন্তী।

উষঃ। যাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। দুহিতর্দিবঃ। পরমপি ছন্দসীতি দিব ইত্যস্য পরস্য ষষ্ঠ্যন্তস্য পূর্ব্বামন্ত্রিতাদঙ্গবদ্ভাবে সতি ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। আবহন্তী। ভীপ শপৌ পিত্ত্বাদনুদাত্তৌ। শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্বং। অতো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভূরি। প্রভবতি ন বিনশ্যতীতি ভূরি। আদশদ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকপুত্রি উষদেবতে! আপনি সকলের আহ্লাদকর দীপ্তিদ্বারা সমস্ত দিক-সমূহকে প্রকাশিত করুন। কি করিবার জন্য? দিবসে প্রভূত সৌভাগ্য আমাদিগের দিবার জন্য। সেইরূপ অন্ধকারসমূহকে বর্জ্জন অর্থাৎ দূর করিবার জন্য।

উষঃ। যাষ্ঠিক আমন্ত্রিত-হেতু উদাত্ত হইয়াছে। দুহিতর্দিবঃ। 'পরমপি ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠ্যন্ত-পদের পূর্ব্বামন্ত্রিতবদ্ভাব হওয়ায়, ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত সমুদায়ের আষ্টমিক পদে সর্ব্বানুদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। আবহন্তী। 'ভীপ' এবং 'শপ' প্রত্যয় হইয়াছে। পিত্ত্বহেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে শতৃ-প্রত্যয়ের 'অং' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। অতএব ধাতুস্বর অবশিষ্ট আছে। সমাসে কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব হইয়াছে। ভূরি। উৎপন্ন হয় কিন্তু বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না—এই অর্থে ভূরি পদ হয়।

ভুগুভিভ্য ক্রিন্নিতি ক্রিন। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সৌভগং। সুভগস্য ভাবঃ সৌভগং। সুভগান্মন্ত্র ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাদঞ্প্রত্যয়ঃ। হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ। পা০ ৭।৩।১৯। ইত্যুভয়-পদবৃদ্ধৌ প্রাপ্তায়াং সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাদত্রোত্তরপদবৃদ্ধির্ন ভবতীতি বৃত্তা-বুক্তং। ব্যুচ্ছন্তী। উচ্ছী বিবাসে। বিবাসো বর্জ্জনং। তৌদাদিকঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানু-দাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। দিবিষ্টিষু। দিব শব্দেন দিবিষ্ট আদিত্যো লক্ষ্যতে। তস্যেষ্টয় এষণানি গমনানি যেষু দিবসেষু তে দিবিষ্টয়ঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৫৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

——— •ঃ§•§ঃ• ———

উষাকালকে সম্বোধন করিয়াই এ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়া থাকে,—'স্বর্গের নন্দিনি হে উষা! তুমি আনন্দদায়ক আলোকের সহিত প্রকাশিত হও। প্রচুর সৌভাগ্য আনয়ন কর। আর, যজ্ঞ-সময়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেও।' এ পক্ষে উষার আগমন-প্রার্থনাই পরিকল্পিত দেখি।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি একটু দৃষ্টিসঞ্চালন করুন। "দুহিতর্দ্দিবঃ" পদে যে ভাব আসে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী সত্ত্বভাব হইতেই সঞ্জাত হন, সৎকর্ম্ম সমুদ্ভূত সত্ত্বভাবই ঐ দেবীর জনয়িতা,—ঐ পদে এই মর্ম্মার্থই প্রাপ্ত হই। তাই "সত্ত্ব-ভাবোৎপন্না" প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। "দিবিষ্টিষু" পদের অর্থ—কোনও ব্যাখ্যাকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা ঐ পদে "যজ্ঞসময়েষু

'আদিশদিভূশুভিভ্যঃ' 'ক্রিন্' এই নিয়মানুসারে 'কিন' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সৌভগং। সুভগের ভাব এই অর্থে 'সৌভগং' পদ হয়। এখানে 'সুভগাং' প্রভৃতি পদ উদ্গাত্রাদি-বিষয়ে পাঠ-হেতু 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ' (পা০ ৭।৩।১৯) এই সূত্রানুসারে উভয় পদের বৃদ্ধি-প্রাপ্তি বিষয়ে 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই বচন-হেতু এই স্থলে উত্তরপদের বৃদ্ধি হয় নাই এইরূপ বৃত্তিতে উক্ত আছে। 'ব্যুচ্ছন্তী'। বিবাসার্থক 'উচ্ছী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবাস শব্দের অর্থ বর্জ্জন। তুদাদি-গণীয়। 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্ত বিষয়ে বিকরণস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। দিবিষ্টিষু। 'দিব' শব্দের দ্বারা দিবিষ্ট অর্থাৎ আদিত্যকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহার অর্থাৎ আদিত্যের গমন আছে যে দিবসেতে তাহারা - এই বাক্যে 'দিবিষ্টয়ঃ' পদ হয়। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ - ৯ঋ)॥

• • •

প্রাতঃকালেষু" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ "দিবসেষু" মাত্র অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু বলি, ঐ পদে "ঐহিক-পারত্রিক সকল-সৎকর্ম্ম-সাধনেষু" প্রতিবাক্য গ্রহণ করাই সঙ্গত হয়। প্রতিদিন আমরা যে কোনও সৎকর্ম্ম সাধন করি, ঐ পদে সেই সকল সৎকর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছি। 'দিব' পদে 'দিবসে কৃত' এবং 'ইষ্টি' পদে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম;—এই ভাব হইতেই 'দিবিষ্টি' পদ হয়। তাহারই সপ্তমীতে 'দিবিষ্টিষু' পদ প্রাপ্ত হই। ইহাতে কেবলমাত্র 'দিবসে' বা 'প্রাতঃ-কালে' অর্থ কেন পরিগৃহীত হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ, আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্ম-সাধনে সৌভাগ্য শ্রেয়ঃ সম্পাদন করুন;—মন্ত্রের একাংশের ("দুহিতর্দ্দিবঃ" হইতে "আবহন্তী" অংশের) ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। ঐ অংশের প্রথম পদ—"ব্যুচ্ছন্তী।" ঐ "ব্যুচ্ছন্তী" পদে অজ্ঞানতা-নাশে জ্ঞানালোক-প্রদানের প্রার্থনা প্রকাশ পায়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম অংশে কর্ম্মে শ্রেয়ঃ-সাধনের এবং এই দ্বিতীয় পদে অজ্ঞানতা-বিদূরণের এই দুই প্রার্থনা প্রকাশ পাইল। তার পর বলা হইল—"চন্দ্রেণ ভানুনা আ ভাহি।" এ পক্ষে ভাষ্যের ভাবই গ্রহণ করুন। তাহাতেও প্রার্থনার লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে। 'ভানুনা' পদে 'জ্ঞানালোকেন' প্রতিবাক্যই পরিগৃহীত হয়। 'চন্দ্রেণ' পদ, সেই জ্ঞানালোক যে কেমন—তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 'ভানুনা' পদে—রশ্মি জ্যোতিঃ তেজঃ বুঝায়। কিন্তু সে রশ্মি জ্যোতিঃ বা তেজঃ যে জ্বালাকর নহে, 'চন্দ্রেণ' বিশেষণে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। সে রশ্মি, সে জ্যোতিঃ, সে তেজ—আনন্দপ্রদ, সন্তাপ-নিবারক, স্নিগ্ধ। জ্ঞানের আলোক সত্যই এইরূপ প্রাণারাম ভাবাপন্ন। 'চন্দ্রেণ' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

প্রার্থনা—'আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হউক।' প্রার্থনা—'সে আলোকে স্নিগ্ধতা দান করুক।' প্রার্থনা—'সে আলোকে সন্তাপ নিবারিত হউক।' এখানকার "চন্দ্রেণ ভানুনা আ ভাহি"—এই মন্ত্রাংশ এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৪৮সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্)

বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি

যদুচ্ছসি সূনরি।

সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি

চিত্রামঘে হবং ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বস্য। হি। প্রাণনং। জীবনং। ত্বে ইতি। বি।

যৎ। উচ্ছসি। সূনরি।

সা। নঃ। রথেন। বৃহতা। বিভাহবরি। শ্রুধি।

চিত্রহমঘে। হবং ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূনরি' (সুগৃহিণীরূপিণি সুপালয়িত্রি হে দেবি!) 'বিশ্বস' (সর্ব্বলোকস্য, প্রাণিজাতস্য) 'প্রাণনং' (সৎকর্ম্মসাধন-প্রচেষ্টা-সম্পন্নং, আত্মোন্নতিসাধকং) 'জীবনং' (জীবনধারণং) 'ত্বে হি' (ত্বয়ি এব বর্ত্ততে, তব কৃপয়া সম্ভবতি ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'বি উচ্ছসি' (বিশেষেণ তমো বর্জ্জয়সি, সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকরোষি)। 'বিভাবরি' (হে প্রভান্বিতে! অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে হে দেবি!) 'সা' (তাদৃশী ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং, অস্মদনুষ্ঠিতেন ইতি যাবৎ) 'বৃহতা' (মহতা, শ্রেষ্ঠেন) 'রথেন' (সৎকর্ম্মরূপ-

যানেন) অস্মদভিমুখং আয়াতি ইতি শেষঃ। 'চিত্রমঘে' (বিচিত্রৈশ্বর্য্যশালিনি হে দেবি!) 'হবং' (অস্মাকং আহ্বানং) 'শ্রুধি' (শৃণু)। জ্ঞানোন্মেষাৎ সকলসৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিঃ প্রাণশক্তিশ্চ সঞ্জাতা ভবতি। অতঃ প্রার্থনা—জ্ঞানোন্মেষেণ সহ অস্মদনুষ্ঠিতানি সৎকর্ম্মাণি ভগবৎসম্বন্ধযুতানি ভবতু। ইত্যেবং অভিপ্রায় ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সুগুতিনীরূপিণি (সুপালয়িত্রি) হে দেবি! বিশ্ববাসীর (সর্ব্বলোকের) সৎকর্ম্ম সাধন প্রচেষ্টা সম্পন্ন (আত্মোন্নতিসাধক) জীবন-ধারণ আপনার কৃপার উপরই নির্ভর করে; যেহেতু আপনিই সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করেন। অজ্ঞানান্ধকারনাশিকে হে দেবি! তাদৃশী আপনি, আমাদিগের অনুষ্ঠিত মহৎ শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মরূপ-যানে আমাদিগের নিকট আগমন করুন। বিচিত্র ঐশ্বর্য্যশালিনি হে দেবি! আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষেই সকল সৎকর্ম্ম সাধন-প্রবৃত্তি ও প্রাণশক্তি সঞ্জাত হয়; অতএব প্রার্থনা, জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হউক)॥ (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সুনরি। উষোদেবি বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণনং চেষ্টনং জীবনং প্রাণধারণঞ্চ ত্বে হি ত্বয্যেব বর্ত্ততে। যস্মাত্ত্বং ব্যুচ্ছসি। তমো বর্জ্জয়সি। হে বিভাবরি বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তে সা তাদৃশী ত্বং নোঽস্মান প্রতি বৃহতা রথেন যাহীতি শেষঃ। তথা হে চিত্রামঘে বিচিত্রধনযুক্তে উষোদেবি নোঽস্মদীয়ং হবমাহ্বানং শ্রুধি। শৃণু।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষাদেবি! বিশ্বের প্রাণিসমূহের কর্ম্মবিষয়ে চেষ্টা ও প্রাণধারণ আপনাতেই বিদ্যমান্ রহিয়াছে; যেহেতু আপনি অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। হে বিশিষ্টরূপপ্রকাশযুক্তে! উষাদেবি! সেইরূপ যে আপনি, আমাদের প্রতি (আমাদের সমীপে) বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করুন। হে বিচিত্রধনযুক্তে উষাদেবি! আপনি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন।

প্রাণনং। অন চেষ্টায়াং। লুট্ চেতি ভাবে লুট্। যোরনাদেশঃ। সমাসেঽনিতেঃ। পা০ ৮।৪।১৯। ইত্যুপসর্গস্থাৎ রকারান্নিমিত্তাদুত্তরস্য নকারস্য ণত্বং। অনিতেরিতীটা নির্দেশাৎ কথমন চেষ্টায়ামিত্যস্য ণত্বং। তর্হি জীবনস্য পৃথগুপাদানাত্তেনৈব ধাতুনা চেষ্টা লক্ষ্যতে। সমাসে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সংহিতায়ামেকাদেশস্বরেণৈকাদেশস্যোদাত্তত্বং। স্বে। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। উচ্ছসি। উছী বিবাসে। তৌদাদিকঃ। সিপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সূনরি। সুষ্ঠু নয়তীতি সূনরী। নৃ নয় ইত্যস্মাদচ ইরিত্যৌণাদিক ইপ্রত্যয়ঃ। গতিসমাসে কৃদ্গ্রহণে গতিকারকপূর্ব্বস্যাপি গ্রহণাৎ কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। নিপাতস্য চেতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে আমন্ত্রিতস্য চেত্যাষ্টমিকো নিঘাতঃ। বিভাবরি। বিশিষ্টা ভা যস্যাঃ সা। ছন্দসীবনিপৌ। পা০ ৫।২।১০৯।২। ইতি মত্বর্থীয়ো বনিপ। বনো র চেতি ঙীপ্ তৎসন্নিযোগেন নকারস্য রেফাদেশশ্চ শ্রুধ। শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। হেরপিত্ত্বেন প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ মঘমিতি ধননাম। চিত্রং মঘং যস্যাঃ সা চিত্রমঘা। অন্যেষামপি

প্রাণনং। চেষ্টার্থক 'অন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুটি চ' এই নিয়মানুসারে ভাববাচ্যে লুট হইয়াছে। 'যোরনাদেশঃ' এই নিয়মানুসারে 'অন' আদেশ হইয়াছে। 'সমাসেঽনিতেঃ' (পা০ ৮।৪।১৯) এই সূত্রানুসারে উপসর্গস্থ অকার নিমিত্তের পর 'ন'-কারের ণত্ব' হইয়াছে। 'অনিতেঃ' এই নিয়মানুসারে ইট্ নির্দ্দেশ-হেতু কোনপ্রকার চেষ্টার জন্য 'ণত্ব' হইয়া থাকে। এখানে জীবনের পৃথক উপাদান-বিষয়ে ধাতুর চেষ্টাই লক্ষ্য হইতেছে। সমাসে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সংহিতায়ামেকাদেশস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে একাদেশের উদাত্তত্ব হইয়াছে। স্বে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে সপ্তমীস্থানে 'শে' আদেশ হইয়াছে। উচ্ছসি। বিবাসার্থক 'উছি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুদাদিগণীয় বলিয়া 'সিপ্' প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। "নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তেতি" এই নিয়মানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। সূনরি। সুন্দররূপে নয়ন অর্থাৎ প্রাপণ করেন—এই অর্থে 'সূনরী' পদটী হয়। নয়ার্থক 'নৃ' ধাতুর উত্তর 'অচ ইরিতি' সূত্রানুসারে ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয় হইয়াছে। গতিসমাসে কৃৎ-গ্রহণ বিষয়ে গতিকারকের পূর্ব্বেরও গ্রহণ-হেতু 'কৃদিকারাক্তিন্' এই নিয়মানুসারে 'ঙীষ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইলে 'আমন্ত্রিতস্য চ' এই নিয়মানুসারে আষ্টমিক নিঘাত হইয়াছে। বিভাবরি। বিশিষ্ট হইয়াছে 'ভা' অর্থাৎ দীপ্তি যাহার। 'ছন্দসি বনিপৌ' (পা০ ৫।২।১০৯।২) এই সূত্রানুসারে মত্বর্থক 'বনিপ্' প্রত্যয় হইয়া 'বনোরচ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ্' হইয়াছে। তাহার সন্নিযোগ-হেতু 'নকারের স্থানে 'র' আদেশ হইয়াছে। শ্রুধি। 'শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণের লুক্ হইয়াছে। 'হি'র অপিত্ত্ব-হেতু প্রত্যয়স্বরের সহিত অন্তোদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। 'মঘ' ইহা ধনের নাম। চিত্র হইয়াছে মঘ অর্থাৎ ধন যাঁহার—তিনি 'চিত্রমঘা'। অন্যেষামপি

বৃধন্ত ইতি সংহিতায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। হবং। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ভাবে-হনুপসর্গস্যেত্যপ্‌প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিযোগেন সম্প্রসারণঞ্চ। (১ম—৪৮দ—১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে চতুর্থো বর্গঃ ॥ ১৪৪ ॥

দশম (৫৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী সরল প্রার্থনাপূর্ণ। কেবল মন্ত্রের দুইটী অংশের অর্থ উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। প্রথম—"প্রাণনং জীবনং।" দ্বিতীয়—"বৃহতা রথেন।" প্রথমাংশের দুইটী পদই একার্থ-দ্যোতক। 'প্রাণনং' বলিলেও যাহা বুঝায়, 'জীবনং' বলিলেও তাহাই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্যই ভাষ্যকার 'প্রাণনং' পদের প্রতিবাক্যে 'চেষ্টনং' এবং 'জীবনং' পদের প্রতিবাক্যে 'প্রাণধারণং' পদদ্বয় ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল চেষ্টা ও প্রাণধারণ বলিলে, ভাব পরিস্ফুট হয় কি? 'চেষ্টা' বলিলেই, 'কি জন্য চেষ্টা'—এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। আমরা বলি, সে আকাঙ্ক্ষা—সৎকর্ম্ম সাধনের আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা—আত্মোন্নতি-বিধানের আকাঙ্ক্ষা। অজ্ঞানতা যখন দূরে যায়, তখন আত্মোন্নতিসাধনের কামনাই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তখন সৎকর্ম্ম সম্পাদনেই প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। এই ভাবই প্রচ্ছন্ন আছে মন্ত্রের প্রথমাংশে—"সূনরি" হইতে "ব উচ্ছাঃ" পর্য্যন্ত বাক্য, এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'বৃহতা রথেন' পদদ্বয়ে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই 'বৃহৎ রথে উষাদেবীর আগমনের' কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে রথ যে কি প্রকার রথ, কেহই তাহার বিশ্লেষণ করেন নাই। সৎকর্ম্ম-রূপ রথেই যে জ্ঞানজ্যোতিঃ দেবীর আবির্ভাব হয়, সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারাই যে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে; এই ভাবই এখানে প্রকাশমান। এতদ্বিষয়

বৃধন্তে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ হইয়াছে। হবং। শব্দ ও স্পর্দ্ধা অর্থক 'হ্বেঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ভাবেহনুপসর্গস্য' এই নিয়মানুসারে 'অপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার সান্নিধ্যযোগ হেতু সম্প্রসারণ হইয়াছে। (১ম—৪৮দ—১০ঋ)।

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত। ১.৪.৪.

পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে; অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ এ মন্ত্রে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের স্পৃহা প্রকাশ পাইয়াছে; এবং তৎসঙ্কল্প-সাধনের জন্য জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর করুণা প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৪৮সূ—১০ঋ)॥

—*—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশং-সূক্তং একাদশী ঋক্)

উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।
তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে
ত্বা গৃণন্তি বহ্নয়ঃ॥ ১১॥

• • •

পদ বিশ্লেষণং।

উষঃ। বাজং। হি। বংস্ব। যঃ। চিত্রঃ। মানুষে। জনে।
তেন। আ। বহ। সুঽকৃতঃ। অধ্বরান্। উপ। যে।
ত্বা। গৃণন্তি। বহ্নয়ঃ॥ ১১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

"উষঃ" (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'মানুষে' (মনুষ্যত্বসম্পন্নে, সত্ত্বভাবান্বিতে) 'জনে' (লোকে, উপাসকে) 'চিত্রঃ' (অভিনবং, বৈচিত্র্যবিশিষ্টং, অসাধারণং) 'যঃ' (বাজং, অন্নং, ধনং, সৎকর্ম্মসম্বন্ধং—অস্তি ইতি যাবৎ) তৎ 'বাজং' (ধনং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম-সমুৎপন্নং সত্ত্বভাবং) ত্বং 'হি' (নিশ্চিতং) 'বংস্ব' (যাচস্ব, কাময়সে ইতি ভাবঃ); 'তেন' (কারণেন, তদ্ধেতুনা) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'বহ্নয়ঃ' (যাগাদিসৎকর্ম্মসম্পাদকাঃ, জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্টা উপাসকাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) গৃণন্তি' (স্তুবন্তি, অর্চ্চয়ন্তি), 'সুকৃতঃ'

(সুষ্ঠুকৃতবতঃ, সৎকর্ম্মসাধকান্ তান্) এবং 'অধ্বরাঁ' (হিংসারহিতান্ যাগান্ লব্ধভাবান্) 'উপ' (সমীপে) 'আ বহ' (প্রাপয়)। সৎকর্ম্মসমন্বিতঃ সাধবো জ্ঞানদাত্র্যাঃ দেব্যাঃ কৃপয়া পরমং ধনং লভন্তে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষণি দেবি! মনুষ্যত্বসম্পন্ন সত্ত্বভাবান্বিত উপাসকের মধ্যে যে বিচিত্র অসাধারণ ধন আছে, যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মরূপ (সত্ত্বভাব-রূপ) সেই ধন আপনি নিশ্চয়ই কামনা করেন; সেই কারণে, সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট উপাসকগণ আপনার অর্চ্চনা করে, সৎকর্ম্মসাধক তাহাদিগকে আপনি সত্ত্বভাব সমীপে (পরম পদে) লইয়া যান। (ভাব এই যে, সৎকর্ম্মসমন্বিত সাধকগণ জ্ঞানদাত্রী দেবতার কৃপায় পরম পদ প্রাপ্ত হন।)॥ (১ম—৮সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ ভাষ্য।

হে উষঃ বাজং হবির্লক্ষণমন্নং ত্বং এতদস্তি প্রসিদ্ধং বংস্ব। যাচস্ব। স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। যো বাজশ্চিত্রশ্চায়নীয়ো মানুষে মনুষ্যে জনে জাতে যজমানে বর্ত্ততে তং বাজমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তেন কারণেন সুকৃতঃ সুষ্ঠু কৃতবতো যজমানান্ অধ্বরান্ হিংসারহিতান্ যাগানুপাবহ। প্রাপয়। যে যজমানা বহ্নয়ো যজ্ঞনির্ব্বাহকাস্ত্বা ত্বাং গৃণন্তি স্তুবন্তি তান্ সুকৃত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। এতদুক্তং ভবতি। যজমানৈঃ প্রদত্তং হবিঃ স্বীকৃত্য পুনরপি তেষাং যজ্ঞং সম্পাদয়েতি॥

বাজং। বজ্র ব্রজ গতৌ। কর্ম্মণি ঘঞ্। অজিব্রজ্যোশ্চ। পা০ ৭।৩।৬০। ইত্যত্র চশব্দস্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাদ্বাজো বাজমিত্যত্রাপি কুত্বাভাব ইতি বৃত্তাবুক্তত্বাৎ কুত্বাভাবঃ। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বংস্ব। বনু যাচনে। অত্র যাচন-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষ! শ্রুতিতে প্রসিদ্ধি আছে যে, মনুষ্যরূপ যজমানে হবির্লক্ষণ অন্ন (অর্থাৎ অন্নরূপ হবি) বিদ্যমান আছে; সেই অন্নরূপ হবিঃ আপনি কামনা করেন; এবং সেই হবিঃ দ্বারা সুকৃতি যজমানগণকে হিংসারহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে দেন। যে যজ্ঞনির্ব্বাহক যজমানগণ আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন, এই প্রকার যজমানগণকে। পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। এইরূপ উক্ত হয়, যজমান-প্রদত্ত হবিঃ স্বীকার করিয়া পুনরায় তাঁহাদের যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

বাজং। 'বজ্র' ও ব্রজ এই ধাতুদ্বয় গত্যর্থক। 'বজ্র' এই ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অজিব্রজ্যোশ্চ' (পা০ ৭।৩।৬০) এই সূত্রে 'চ' শব্দের অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থ প্রযুক্ত 'বাজো বাজং' এই স্থলেও 'কুত্ব' অভাব হয়। বৃত্তিতে এইরূপ উক্ত আছে বলিয়া কুত্বাভাব হইয়াছে। 'কর্ষাত্বতঃ' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বরের উদাত্তপ্রাপ্তিবিষয়ে বৃষাদিত্বপ্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বংস্ব। যাচনার্থক 'বনু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

যাচিনা ধাতুনা তত্তুত্তরভাবো স্বীকারো লক্ষ্যতে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অনুদাত্তে-
ত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সুকৃতঃ। সুকর্ম্ম-
পাপেত্যাদিনা করোতের্ভূতার্থে ক্বিপ্। তুগাগমঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অধ্বরান্।
ধ্বরো হিংসা নাস্ত্যাস্মিন্নিতি বহুব্রীহৌ নঞসুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অধ্বরামিত্যেতে-
প্সিততমত্বাৎকর্তুরীপ্সিততমং। পা০ ১।৪।৪৯। ইতি কর্ম্মসংজ্ঞা। সুকৃত ইত্যস্য স্বকথিতঞ্চ।
পা০ ১।৪।৫১। ইতি নীবহ্যোর্হরতেশ্চেতি দ্বিকর্ম্মকেষু বহতেঃ পরিগণিতত্বাৎ। অধ্বরানিত্যত্র
নকারস্য সংহিতায়াং দীর্ঘাদটীতি রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি পূর্ব্বস্যাকারস্য সানুনাসিকতা।
গৃণন্তি। গৄ শব্দে। ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকার-
লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ। (১ম—৪৮সূ ১১ঋ)।

• • •

একাদশ (৫৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

——§: • :§——

এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহার পরিচয়-স্বরূপ ঋকের দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ এইরূপ ; যথা,—

(১) "হে উষোদেবতে! যে যজমানগণ আপনাকে স্তব করেন, তাহাদিগকে

এই স্থলে যাচনার্থক ধাতুর দ্বারা তত্তুত্তরভাবী স্বীকারেরও লক্ষ্য হইতেছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে বিকরণেরও লুক্ হইয়াছে। অনুদাত্তেত্ব-হেতু 'লসার্ব্বধাতুক স্বরেণ' এই নিয়মানুসারে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। সুকৃতঃ। 'সুকর্ম্মপাপ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে, 'করোতের্ভূতার্থে ক্বিপ্' এই সূত্রে, কৃ-ধাতুর উত্তর ভূতার্থে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় ও 'তুক্' আগম হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অধ্বরান্। ধ্বরঃ' অর্থাৎ হিংসা নাই ইহাতে—এই অর্থে বহুব্রীহিসমাসে 'নঞ সুভ্যাং' এই নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অধ্বরান' এই পদটীর ঈপ্সিততমত্ব হেতু 'কর্তুরীপ্সিততমং' (পা০ ১।৪।৪৯) এই সূত্রানুসারে কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়াছে। সুকৃত। এই পদটীর 'অকথিতঞ্চ' (পা০ ১।৪।৫১) এই সূত্রানুসারে 'নীবহ্যোর্হরতেশ্চ' এই নিয়মানুসারে দ্বিকর্ম্মক মধ্যে 'বহ' ধাতুর পরিগণিতত্ব-হেতু 'অধ্বরান্' এই স্থলে 'ন'-কারের সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘাদটি' এই নিয়মানুসারে 'রুত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে 'আতোঽটিনিত্যম্' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ব অকারের সানুনাসিকতা হইয়াছে। গৃণন্তি। শব্দার্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না' এই সূত্রানুসারে শ্না' প্রত্যয় হইয়াছে। প্বাদীনাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে হ্রস্ব হইয়াছে। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু এখানে নিঘাত হয় নাই। (১ম—৪৮সূ—১১ঋ)।

আপনি উত্তম অন্নাদিসম্পৎ প্রদান করুন এবং তাহাদিগের যজ্ঞসমূহে দেবগণকে আনয়ন করুন।”

(২) “হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে, তাহা তুমি গ্রহণ কর; এবং যে যজ্ঞনির্ব্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে, সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত-যজ্ঞে আনয়ন কর।”

দুই প্রকার অর্থের বিভিন্নতা স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। এক অর্থে, দেবগণকে যজ্ঞে আনয়ন করার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্য অর্থে, যজমানকে যজ্ঞে লইয়া যাওয়ার প্রার্থনা প্রকটিত রহিয়াছে। সায়ণের ভাব—সম্প্রদায়ানুসারী। মন্ত্রও যেমন সমস্যাপূর্ণ, তাঁহার ব্যাখ্যাও তদ্রূপ সমস্যা-উৎপাদক।

এখন, আমরা যে ভাবে অর্থ নিষ্কাশন করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথমতঃ 'মানুষে জনে' একার্থ বোধক এই দুইটী পদের একের অর্থের একটু বিশিষ্টতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। সে জন কেমন? না—মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন। 'মানুষে জনে' পদদ্বয়ে, এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহার মনুষ্যত্ব আছে, যে জন সত্ত্বভাবসম্পন্ন, ঐ দুই পদে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। তাঁহার কর্ম্ম যে বৈচিত্র্যসম্পন্ন, অভিনব, অসাধারণ; 'চিত্রঃ' পদে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। 'বাজং' পদে 'যজ্ঞ' বুঝায়। তাহা হইতে 'সৎকর্ম্ম' 'সত্ত্বভাব' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অন্ন, ধন প্রভৃতি অর্থও ঐ শব্দ দ্যোতনা করে। কিন্তু তদ্রূপ অর্থে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধনের সামর্থ্য-মূলক অন্ন-ধনাদিই বুঝাইয়া থাকে। শব্দ কয়েকটীর এবম্বিধ অর্থ উপলব্ধ হইলে, ভাব অবশ্যই প্রস্ফুট হইয়া আসে। ঐরূপ ভাবাপন্ন সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানদাত্রী দেবী যে চির সম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন, তাহা স্বতঃই অনুভূত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশ—'উষঃ' হইতে 'বংস্ব' পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ—সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। দেবীর অধিষ্ঠান কোথায় হয়—ঐ অংশে তাহাই প্রখ্যাপিত।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—'তেন' হইতে 'আ বহ' পর্য্যন্ত অংশের—অন্তর্গত তিনটী পদ বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথম—'বহ্নয়ঃ'। ঐ পদে সায়ণ 'যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। এ পক্ষে আমরাও তদনুবর্ত্তী আছি। তবে ঐ পদে 'জ্ঞানবহ্নিবিশিষ্টাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, শব্দের উপযোগী অর্থই নিষ্কর্ষ হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস

করি। দ্বিতীয় পদ—'সুকৃতঃ'। উহার অর্থ—সৎকর্ম্মকারী সাধকগণ। 'অধ্বরান্' পদে হিংসারহিত যজ্ঞ অর্থাৎ সত্ত্বভাব বুঝায়। সত্ত্বভাবের ন্যায় হিংসারহিত যজ্ঞ আর কি হইতে পারে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই অংশের ভাব হয়,—'জ্ঞানী সাধকগণের অর্চ্চনায় প্রীত হইয়া আপনিই তাঁহাদিগকে পরম পদ প্রদান করিয়া থাকেন।' ফলতঃ, জ্ঞানোন্মেষণী দেবী সত্ত্বভাবের কামনা করেন এবং সেই সত্ত্বভাব সঞ্চয়েই মানুষ পরম ধাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেবি! আপনার আকাঙ্ক্ষণীয় সত্ত্বভাবে আমায় অনুপ্রাণিত করুন। আর, তাহার ফলে আমি যেন পরম পদ প্রাপ্ত হই।'' (১ম—৪৮সূ—১২শ)॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

বিশ্বা᳚ন্দেবাঁ᳚ আ ব᳚হ সোমপীতয়ে᳚ঽন্তরিক্ষাদুষস্ত্বং।

সাস্মাসু᳚ ধা গোমদশ্বা᳚বদুক্থ্য᳚মুষো

বাজং᳚ সুবীর্য্যং᳚ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বান্। দেবান্। আ। বহ। সোমঽপীতয়ে। অন্তরিক্ষাৎ। উষঃ। ত্বং।

সা। অস্মাসু। ধাঃ। গোঽমৎ। অশ্বঽবৎ। উক্থ্যং। উষঃ।

বাজং। সুঽবীর্য্যং ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষ' (হে অজ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) ত্বং 'সোমপীতয়ে' (সোমপানার্থং, শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণার্থং, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ সংমিলনার্থং) 'অন্তরিক্ষাৎ' (স্বর্লোকাৎ, সর্ব্বলোকাৎ) 'বিশ্বাং' (বিশ্বান্, সর্ব্বান্) 'দেবাঁ' (দেবান্, দেবভাবান্) 'আ-বহ' (আনয় অস্মান্ প্রাপয়); 'উষঃ' (হে দেবি!) 'সা' (পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা ত্বং) 'গোমৎ' (গোমন্তং, জ্ঞানকিরণসমন্বিতং) 'অশ্বাবৎ' (ব্যাপকগুণবিশিষ্টং, প্রেমভক্তিযুতং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং) 'উক্থ্যং' (প্রশস্তং) 'বাজং' (ধনং, সৎকর্ম্মজাতং সত্ত্বভাবং) 'অস্মাসু' (অস্মাভাং) 'ধা' (নিধেহি, স্থাপয়)। হে দেবি! অস্মাকং যৎকিঞ্চিৎ সত্ত্বভাবোঽস্তি, তদুপলক্ষ্য অস্মান্ পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্নান্ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে অজ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সকল লোক হইতে সকল দেবতাকে (দেবভাবকে) আমাদিগের মধ্যে আনয়ন করুন। হে দেবি! পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা আপনি, জ্ঞানকিরণসমন্বিত প্রেমভক্তিবিশিষ্ট শোভনবীর্য্যোপেত প্রশংসনীয় সেই সত্ত্বভাবরূপ ধনকে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! আমাদিগের মধ্যে যে একটু সত্ত্বভাব আছে, তাহাই মাত্র উপলক্ষ্য করিয়া আপনি আমাদিগকে পূর্ণসত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন।') ॥ (১ম—৪৮সূ—১২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। ত্বং সোমপীতয়ে সোমপানার্থমন্তরিক্ষাদন্তরিক্ষলোকাদ্বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দেবানাবহ। অস্মদীয়ং দেবযজনদেশং প্রাপয়। হে উষঃ! সা তাদৃশী ত্বং গোমৎ গোমন্তং বহুভির্গোভির্যুক্তমশ্বাবদশ্বৈরূপেতমুক্থ্যং প্রশস্তং সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যোপেতং বাজমন্নমস্মাসু ধাঃ। নিধেহি স্থাপয়েত্যর্থঃ॥

ধাঃ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্। গাতিস্থেতি সিচো লুক্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! তুমি অন্তরিক্ষ অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে সমস্ত দেবতাগণকে আমাদিগের দেবযজন প্রদেশে আনয়ন কর। হে উষে! সেই তুমি বহু-গোসমূহযুক্ত এবং বহু-অশ্বযুক্ত প্রশস্ত শোভনবীর্য্যবিশিষ্ট অন্ন আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান অর্থাৎ স্থাপন কর।

ধাঃ। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট' এই নিয়মানুসারে প্রার্থনা-বিষয়ে 'লুঙ্' হইয়াছে।

বহুলং ছন্দস্য মাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। গোমৎ। অশ্বাবৎ। মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়েতি মতুপি দীর্ঘত্বং। উভয়ত্র সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক। উক্থ্যং। উক্থ্যং স্তোত্রং। তত্র ভবমুক্থ্যং। ভবে ছন্দসীতি যৎ সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। উষঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সুবীর্য্যং। শোভনং বীর্য্যং যস্য। বীরবর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৪৮সূ—১২ঋ) ॥

• • •

দ্বাদশ (৫৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

—— ——•ঃ§•§ঃ•————

আবার—'সোমপীতয়ে'! আবার—'গোমৎ'! আবার—'অশ্ববৎ'! আবার—'বাজং'! সুতরাং অর্থও দাঁড়াইয়াছে সেইরূপ। সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য পানের জন্য দেবগণকে আহ্বানের, এবং গোরুর ও ঘোড়ার আর সেই অন্নের প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয়, এখানে বিশেষরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মাত্র। কেন-না, সোমপান বলিতে যে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অশ্ববান্ বা গোমন্ত বলিতেই বা কি ভাব উপলব্ধ হয়, আমরা পুনঃপুনঃ তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। 'বাজং' পদের স্বরূপ-তত্ত্বও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাকেই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং এ মন্ত্রে কি ভাবে কোন্ ধনের প্রার্থনা আছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। 'উক্থ্যং' পদে এখানে সায়ণ 'প্রশস্যং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাহারই অনুসরণ করিলাম। তবে মন্ত্র-মাহাত্ম্যের ভাবও উহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। উহাতে 'বাজং'

'গাতিস্থেতি' নিয়মানুসারে 'সিচের' লুক হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। গোমৎ ও অশ্বাবৎ মন্ত্রে 'সোমাশ্বেন্দ্রিয়' এই নিয়মানুসারে 'মতুপ্' প্রত্যয় পরে দীর্ঘ হইয়াছে। উভয় স্থানেই 'সুপাং সুলুক' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির 'লুক' হইয়াছে। উক্থ্যং। উক্থ শব্দের অর্থ স্তোত্র। 'উক্থে ভব' এই অর্থে 'ভবেশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উক্থ শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। সকল বিধিই ছন্দবিষয়ে বিকল্পে বিহিত হয়—এই হেতু 'যতোঽনাব' এই নিয়মানুসারে আদিস্বরের উদাত্তত্বের অভাব স্থলে 'তিৎস্বরিতম্' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উষঃ। 'আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। সুবীর্য্যং। শোভন অর্থাৎ সুন্দর বীর্য্য যাহার—এই বাক্যে সুবীর্য্য পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বীরবর্য্যৌ চ' এই নিয়মানুসারে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ।)॥

পদের স্বরূপ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। 'বাজং' বা সত্ত্বভাব-রূপ-ধন (অথবা জীবন-কারণভূত অন্ন) কত প্রকারে সঞ্জাত উৎপন্ন হইতে পারে, 'উক্থ্যং' প্রভৃতি তাহা দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রোচ্চারণে, জ্ঞান-ভক্তি-অর্জ্জনে, সুবীর্য্যবত্তায় অর্থাৎ সৎকার্য্য-সম্পাদনে বীরত্ব সামর্থ্য প্রভৃতিই—ঐ 'বাজং' ধনের উৎপাদক। 'অন্তরিক্ষাৎ' পদে 'স্বর্লোকের' বা 'সংসারের সর্ব্বত্রের' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেন-না, অন্তরিক্ষই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। ফলতঃ, সকল দেবভাবে হৃদয় পূর্ণ হউক, পরম ধন লাভ করি,—প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৪৮সূ—১২ঋ)॥

—— • ——

ত্রয়োদশী ঋক্।

('প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

উষস্ত্বা রুশন্তো অর্চ্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।

সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা

দদাতু সুগ্ম্যং॥ ১৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। রুশন্তঃ। অর্চ্চয়ঃ। প্রতি। ভদ্রাঃ। অদৃক্ষত।

সা। নঃ। রয়িং। বিশ্বঽবারং। সুঽপেশসং। উষাঃ।

দদাতু। সুগ্ম্যং॥ ১৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (উষসঃ) 'অর্চ্চয়ঃ' (প্রকাশাঃ) 'রুশন্তঃ' (শত্রূন্ হিংসন্তঃ, ঔজ্জ্বল্যাবিভাবকাঃ অজ্ঞানতাদূরীকারকাঃ) 'ভদ্রাঃ' (কল্যাণাঃ) 'প্রতি অদৃক্ষত' (প্রতিদৃশ্যন্তে); 'সা' (তাদৃশী

উষা) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বিশ্ববারং' (বিশ্বস্য বারকং, বিশ্বৈর্ব্বরণীয়ং) 'সুপেশসং' (শোভনরূপোপেতং, ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপকং) 'সুগ্ম্যং' (সুখহেতুং, সুষ্ঠুগমনশীলং—ভগবৎসমীপে ইতি যাবৎ) 'রয়িং' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'দদাতু' (প্রযচ্ছতু)। দেব্যাঃ কৃপয়া জ্ঞানোন্মেষেণ সহ অস্মাকং শত্রবঃ নাশং প্রাপ্নুবন্তু, কল্যাণং আগচ্ছতু; বয়ং পরমং ধনং লভামহে। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (১ম ৪৮সূ-১৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে উষাদেবতার প্রকাশে শত্রুগণের নাশকারী (অজ্ঞানতা দূরকারী) কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়; সেই উষাদেবতা আমাদিগকে বিশ্বের বরণীয় (সর্ব্ববাধা-নিবারক) শোভনরূপযুত (ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপক) সুখহেতুভূত পরমার্থ-রূপ ধন প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—'দেবীর কৃপায় জ্ঞানোন্মেষ সহ আমাদিগের শত্রুগণ নাশপ্রাপ্ত হউক, কল্যাণ আসুক, এবং আমরা পরমধন লাভ করি।') ॥ (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যস্যা উষসোঽর্চ্চিষঃ প্রকাশা রুশন্তঃ শত্রূন্ হিংসন্তো ভদ্রাঃ কল্যাণাঃ প্রত্যদৃক্ষত। প্রতিদৃশ্যন্তে। সা তথাভূতোষা নোঽস্মভ্যং রয়িং দদাতু। কিদৃশং রয়িং। বিশ্ববারং। বিশ্বস্য বারকং। যদ্বা বিশ্বৈর্ব্বরণীয়ং। সুপেশসং। পেশঃ ইতি রূপনাম। শোভনং রূপোপেতং। সুগ্ম্যং। সুষ্ঠু গন্তব্যং। যদ্বা সুগম্যমিতি সুখনাম। তদ্ধেতুত্বাত্তাচ্ছব্দ্যং॥

রুশন্তঃ। রুশ রিশ হিংসায়াং। শতরি তুদাদিভ্যশ্চঃ। অতুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি শিষ্টত্বাদ্বিকরণস্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। অদৃক্ষত। দৃশেঃ কর্ম্মণি লুঙি চ্ছন্দাদেশঃ। চ্লে সিচ্। ন দৃশঃ। পা০ ৩।১।৪৭। ইতি ক্সপ্রতিষেধঃ। একাচ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে উষাদেবীর অর্চ্চি অর্থাৎ দীপ্তিসকল শত্রুগণকে হিংসা করিয়া কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে, সেই উষাদেবী আমাদিগকে ধন দান করুন। ধন কীদৃশ? বিশ্বের বারক অথবা বিশ্বমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শোভনরূপযুক্ত ও সুগম্য, অথবা সুখহেতুভূত (এবংবিধ ধন)।

রুশন্ত। রুশ এবং রিশ ধাতু হিংসার্থক। 'রুশ' ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় ও তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অ' উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি' এই নিয়মানুসারে শিষ্টত্ব-প্রযুক্ত বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইলেও ব্যত্যয়-হেতু-আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অদৃক্ষত। দৃশ ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে লুঙ্ বিভক্তিতে 'চ্ছন্দ' আদেশ হইয়াছে। 'চ্লে সিচ্' এই সূত্রানুসারে 'সিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন দৃশ' (পা০ ৩,১।৪৭) এই সূত্রানুসারে 'ক্স'

ইত্তৌট্প্রতিষেধঃ। লিঙ্‌সিচাবাত্মনে পদেষু। পা০ ১।২।১০। ইতি সিচঃ। কিত্ত্বাল্লঘূপধ-গুণাভাবঃ। সৃজীদৃশোচ্ছল্যমকিতি। পা০ ৬।১।৫৮। ইত্যমাগমাভাবশ্চ কিত্ত্বাদেব। যত্ব-কত্বষত্বানি। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। বিশ্ববারং। বিশ্বং বৃণোতীতি বিশ্ববারঃ। বৃঞ্ বরণে। কর্ম্মণ্যণ। যদ্বা বিশ্বৈর্ব্রিয়তঃ ইতি বিশ্ববারঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। সুগমাং সুষ্ঠু গন্তব্যং সুগ্মঃ। গমের্ঘঞর্থে কবিধানমিতি কপ্রত্যয়ঃ। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। তত্র ভবং সুগম্যং। ভবেছন্দসীতি যৎ। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (৫৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। এক প্রকার অর্থে, উষাকালকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,—'উষাদেবতার রশ্মিসকল উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হয়; তিনি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট সুখকারী ধন দান করুন।' অন্যপ্রকার অর্থের ভাব এই যে,—'সে উষা শত্রুকে (অর্থাৎ অন্ধকারকে) নাশ করিয়া সুখকর রশ্মি বিস্তৃত করেন, তিনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন।'

আমাদের ব্যাখ্যা, ঐ দুই প্রকার ভাবের দ্বিবিধ অর্থের মধ্য দিয়াই প্রস্ফুট করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়াছি। একদিকে উষার উদয়ে যেমন

প্রত্যয়ের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'একাচ' এই নিয়মানুসারে 'ইটের' প্রতিষেধ হইয়াছে। 'লিঙ্‌সিচাবাত্মনে পদেষু' (পা০ ১।২।১১) এই সূত্রানুসারে 'সিচ্‌' প্রত্যয়ের 'কিত্ত্ব' হেতু-লঘু উপধার গুণ হয় নাই। 'সৃজীদৃশোচ্ছল্যমাকিতি' (পা০ ৬।১।৫৮) এই সূত্রানুসারে 'অম্‌' আগমের অভাব 'কিত্ত্ব' হেতুই হইয়াছে। যত্ব হইয়া 'ষ' স্থানে 'ক' হইয়া পরে 'সিচের' 'স'-কারের ষত্ব হইয়াছে। 'অট্‌' আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। বিশ্ববারং। বিশ্বকে বারণ করেন—এই বাক্যে 'বিশ্ববারং' পদটী হয়। বরণার্থক 'বৃঞ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে 'অণ' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা বিশ্বে বরণীয় এই অর্থে বিশ্ববার পদ কর্ম্মণি-বাচ্যে 'ঘঞ্‌' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। মরুদ্বৃধাদিত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'সুগ্ম্যং'। সুন্দররূপে গমন যোগ্য—এই অর্থে 'সুগ্মঃ' পদ হয়। 'গমের্ঘঞর্থে কবিধানং' এই নিয়মানুসারে 'ক' প্রত্যয় হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে। 'সুগ্মে' ভব—এই অর্থে 'সুগ্ম' শব্দের উত্তর 'ভবেশ্ছন্দাস যৎ' এই নিয়মানুসারে ভবার্থে 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'যতোহনাব' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)॥

অন্ধকার দূর হয়, অন্ধকার-জনিত নানাপ্রকার শত্রুর বিভীষিকা দূরে যায়; অন্যদিকে সেইরূপ জ্ঞানোন্মেষের ফলে, অজ্ঞানতা নাশ প্রাপ্ত হয়,—রিপুশত্রুর উপদ্রব দূরীভূত হইয়া থাকে। "অর্চ্চয়ঃ রুশন্তঃ" পদদ্বয়ে এই দুই ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। "ভদ্রাঃ প্রতি অদৃক্ষত"—বাক্যাংশে, 'কল্যাণ বা সুখ পরিদৃষ্ট হয়'—এই ভাব প্রাপ্ত হই। উষাকালের প্রকাশ-পক্ষে এবং জ্ঞানোন্মেষ পক্ষে, উভয় পক্ষেই ঐ অর্থের সঙ্গতি আছে। তবে প্রথমোক্ত অর্থের সহিত মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের প্রার্থনার সামঞ্জস্য থাকে না। 'বিশ্ববারং সুপেশষং সুগ্ম্যং'—এবংবিধ 'রয়িং' (ধন) উষাকাল যে কি প্রকারে প্রদান করিতে পারেন, তাহা কিন্তু বোধগম্য হয় না। কিন্তু 'উষার প্রকাশ' বাক্যে জ্ঞানোন্মেষ অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, সকল দিকেই সঙ্গতি দেখিতে পাই। জ্ঞানোন্মেষে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পক্ষে সকল বিশেষণই সঙ্গত হইতে পারে। 'রয়িং' পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত তিনটী বিশেষণের বিশ্লেষণ করিলে, বহু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারি। প্রথম—'বিশ্ববারং' পদ। ঐ পদে দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। একভাব—বিশ্বের বরণীয়; অন্যভাব—বিশ্বের বাধা অপসারক। ভগবৎ-পদপ্রান্তে উপনীত হইবার পক্ষে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্ঞানোন্মেষে সে সকলই দূরে যায়। 'বিশ্ববারং' পদে সেই এক ভাব গ্রহণ করিতে পারি। আর এক ভাব—জ্ঞানোন্মেষে শ্রেষ্ঠত্ব অধিগত হয়। এইরূপ, 'সুপেশষং' পদে 'শোভনরূপোপেতং' প্রভৃতিবাক্যে কি বুঝাইয়া থাকে? সে যে রূপ—সে এ সাধারণ রূপ নহে; সে রূপ—অরূপকে পাইবার রূপ। ঐ পদে এই ভাব পাওয়া যায়। 'সুগ্ম্যং' পদের সুষ্ঠুগমনশীলতা অর্থে, কোথায় গমনের সুষ্ঠুতা—তদ্বিষয় চিন্তা করিলে, মন অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিমগ্ন হয়। তাহাতে ভগবৎ-সকাশে গমনের উপযোগী ধনের বিষয়ই ঐ স্থলে প্রখ্যাত হইয়াছে—বুঝিতে পারি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাবার্থ দাঁড়ায়,—'হে দেবি! আমায় দয়া করুন; আমার জ্ঞানোন্মেষ হউক,—ভগবৎ-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার সামর্থ্য আমাতে সঞ্চিত হউক।' ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১ম—৪৮সূ—১৩ঋ)।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব উতয়ে

জুহুরেঽবসে মহি।

সা নঃ। স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ

শুক্রেণ শোচিষা॥ ১৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। চিৎ। হি। ত্বাং। ঋষয়ঃ। পূর্ব্বে। উতয়ে।

জুহুরে। অবসে। মহি।

সা। নঃ। স্তোমান্। অভি। গৃণীহি। রাধসা। উষঃ।

শুক্রেণ। শোচিষা॥ ১৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মহি' (মহতীশক্তিসম্পন্নে হে দেবি!) 'পূর্ব্বে' (চিরন্তনাঃ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'ঋষয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ, ভগবন্মার্গানুসারিণঃ ভগবন্ন্যস্তচিত্তাঃ) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, উর্দ্ধারার্থং) 'অবসে' চ (পরমধনপ্রাপ্তিনিমিত্তং) 'চিৎ হি' (নিরন্তরমেব) 'ত্বাং জুহুরে' (ত্বাং আহুতবন্তঃ), 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি!) 'সা' (তাদৃশী ত্বং) 'শুক্রেণ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন) 'শোচিষা' প্রকাশেন) 'রাধসা' (ধনেন—পরমার্থপ্রাপ্তিহেতুভূতেন) সহ 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্তোমাঁ' (স্তোমান্, স্তুতীঃ, প্রার্থনাঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'গৃণীহি' (অস্মাকং প্রতি প্রীতিভাবঃ

প্রকাশয়, অস্মদুচ্চারিতৈঃ স্তুতিভিঃ সন্তুষ্টা ভবেত্যর্থঃ)। জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! জ্ঞানিনঃ তব স্বরূপং বিদিত্বা চিরকালং ত্বাং আরাধয়ন্তি; অজ্ঞানা বয়ং তব মহিমানং ন জানীমঃ; কৃপয়া এতৎ প্রার্থনাং শ্রুত্বা অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

মহতীশক্তিসম্পন্না হে দেবি! চিরকাল ভগবৎস্তুতিচিত্ত প্রসিদ্ধ জ্ঞানিগণ উদ্ধারের জন্য এবং পরমধন প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর আপনাকে আহ্বান করিয়া আসিতেছেন। হে সেই জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা প্রকাশমান্ পরমার্থপ্রাপ্তি-হেতুভূত ধনের সহিত আমাদিগের প্রার্থনাসমূহ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের প্রতি প্রীতির ভাব প্রকাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবি! জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ অবগত হইয়া চিরকাল আপনাকে আরাধনা করিয়া থাকেন; অজ্ঞান আমরা, আপনার মহিমা অবগত নহি; অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ ১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মহি মহিতে পূজনীয়ে যোষোদেবতে! ত্বাং যে চিদ্ধি যে খলু প্রসিদ্ধাঃ পূর্ব্বে চিরন্তনা ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টার উতয়ে রক্ষণায়। অব ইত্যস্য নাম। অবসেঽন্নায় চ জুহুরে। জুহ্বিরে। আহুতবন্তঃ। সূক্তরূপৈর্মন্ত্রৈঃ স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। হে উষঃ সা তাদৃশী ত্বং রাধসাস্মাভির্দত্তেন হবির্লক্ষণেন ধনেন শুক্রেণ শোভিষা দীপ্তেন তমোনিবারয়িতৃং সমর্থেন তেজসা চোপলক্ষিতা সতী তেষামৃষীণামিব নোঽস্মাকং স্তোমানভি স্তুতীরভিলক্ষ্য গৃণীহি। সম্যক্ স্তুতমিতি শব্দয়। অস্মদীয়াভিঃ স্তুতিভিঃ সন্তুষ্টা ভবেত্যর্থঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পূজনীয়ে উষোদেবতে! যে পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ ঋষিগণ অথবা মন্ত্রদর্শকগণ রক্ষণার্থ ও অন্নার্থ আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ সূক্তরূপ মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন; হে উষঃ! সেইরূপ তুমি আমাদের প্রদত্ত হবিরূপ ধনের দ্বারা দীপ্ত হইয়া তমোরাশি দূর কর, সমর্থবিশিষ্ট তেজোযুক্ত হইয়া সেই পূর্ব্বতন ঋষিগণের ন্যায় আমাদের কৃত স্তবকে লক্ষ্য করিয়া 'সম্যক্‌রূপ স্তব হইয়াছে' এইরূপ শব্দ উচ্চারণ কর; অর্থাৎ, আমাদের স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট হও—ইহাই তাৎপর্য্য।

উচ্ছে। অবতেঃ ক্বিনি অরত্বরেত্যাদিনা বকারস্যোপধায়াশ্চোট্। উক্তিযূতীত্যাদিনা ক্তিন্নুদাত্তো নিপাতিতঃ। জুহুরে। হ্বেঞ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ লিট্যভ্যাসস্য চেতি দ্বির্বচনাৎ পূর্ব্বমেবাভ্যাস্তকারণভূতস্য হ্বয়তেঃ সম্প্রসারণং। অভ্যাস্তস্য যো হ্বয়তিঃ। কশ্চাভ্যাস্তস্য হ্বয়তিঃ। যস্তস্য কারণমিতি ব্যাখ্যাতত্বাৎ। পরপূর্ব্বত্বে চল ইতি দীর্ঘত্বং। দ্বির্বচনাদীনি। ইরয়ো র ইতীরেচো রে আদেশঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। তত্র হি পঞ্চমী নির্দ্দেশেঽপি ব্যবহিতেঽপি কার্য্যং ভবতীত্যুক্তং। মহি। মহ পূজায়াং। ঔণাদিক ই প্রত্যয়ঃ। কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। সম্বুদ্ধাবম্বার্থেতি হ্রস্বত্বং। স্তোমান্। সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বাদ্যুক্তং নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। গৃণীহি। গৃ শব্দে। ক্র্যাদিকঃ। শিতি ঘাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। রাধসা। রাধ্নোত্যনেনেতি রাধঃ। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। উষঃ। পাদাদিত্বাদষ্টমিকনিঘাতাভাবে ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

• • •

চতুর্দ্দশ (৫৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

—————*—————

এই ঋকের অন্তর্গত তিনটী চারিটী পদের অর্থ উপলক্ষে নানা সমস্যা উপস্থিত হয়। প্রথম—'পূর্ব্বে' পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ 'অতীত এক নির্দ্দিষ্টকালে' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়—'অবসে' পদ। এই পদের 'অন্ন' অর্থ প্রায় সকল ভাষ্যকারই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

উচ্ছে। 'অব' ধাতুর উত্তর ক্বিন্ প্রত্যয় করিয়া 'অরত্বর' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ব'-কারের ও উপধার স্থানে 'উট্' হইয়াছে। 'উতিযূতি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ক্তিন প্রত্যয়ান্ত উদাত্ত নিপাতনসিদ্ধ। জুহুরে। শব্দ এবং স্পর্দ্ধার্থক হ্বেঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিট্যভ্যাসস্য চ' এই নিয়মানুসারে দ্বির্বচনের পূর্ব্বেই অভ্যাস্তকারণভূত 'হ্বে' ধাতুর সম্প্রসারণ হইয়াছে। অভ্যাস্তের যাহা, তাহা 'হ্বয়তিঃ' হয়। কাহার অভ্যাস্ত—সে পক্ষেও 'হ্বয়তিঃ' হয়। 'পরপূর্ব্বত্বে চল' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। দ্বির্বচনহেতু 'ঈন্' এবং 'ইরয়ো র' এই নিয়মানুসারে 'রে' আদেশ হইয়াছে। চিৎ এই পদের অন্তস্বর উদাত্ত। 'যদ্বৃত্তযোগাদ-নিঘাতঃ' এই নিয়মানুসারে নিঘাত হয় নাই। সেই স্থলে পঞ্চমী নির্দ্দেশ থাকিলেও, ব্যবধান থাকিলেও কার্য্য হইবে—এইরূপ উক্ত আছে। মহি। পূজার্থক 'মহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঔণাদিক 'ই' প্রত্যয় হইয়াছে। 'কৃদিকারাদক্তিন' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' হইয়াছে। সম্বুদ্ধাবম্বার্থে' এই নিয়মানুসারে হ্রস্ব হইয়াছে। স্তোমান্। সংহিতা-বিষয়ে 'ন'-কারের 'রুত্ব' হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত। গৃণীহি। শব্দার্থক 'গৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। 'শিতি ঘাদীনাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রাধস। 'রাধ্নোতি' অর্থাৎ আরাধনা করা হয় ইহার দ্বারা—এই বাক্যে 'রাধ' পদ হয়। অসুন্ প্রত্যয়ের 'নিত্ব' হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিক নিঘাতের অভাব-বিষয়ে ষাষ্ঠিক আমন্ত্রিতের উক্তরআদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ)॥

তৃতীয়—"শুক্রেণ শোচিষা"। এই দুই পদে 'প্রদীপ্ত তেজঃ দ্বারা' অর্থই গৃহীত হয়। এই প্রকারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'পূর্ব্বে অনেক প্রসিদ্ধ ঋষি তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য ও অন্ন-সংস্থানের জন্য সুক্তরূপ মন্ত্রের দ্বারা আপনার স্তব করিয়াছেন। সেই আপনি এখন আমাদিগকে ধন দান করুন, এবং আপনার তেজঃ দ্বারা আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া 'গ্রহণ করিলাম' এইরূপ ভাব প্রকাশ করুন।' এ পক্ষে ভাব এই যে,—'সেই ঋষিদিগের পূজা যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আমাদিগের পূজাও সেই ভাবে গ্রহণ করুন, এবং বলুন—'গৃণীহি' (সম্যক্ স্তুতং ইতি বদ)।' বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে, একটা নির্দ্দিষ্ট-কালের ও নির্দ্দিষ্ট উপাসকের সম্বন্ধ সূচিত হয়; অধিকন্তু উষাদেবীকে মনুষ্যের ন্যায় অবয়ব-বিশিষ্ট ও প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। আর তাহাতে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এবং দেবতত্ত্বের নিগূঢ় ভাব গ্রহণে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতঃপর আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তদ্বিষয় লক্ষ্য করা যাউক। 'পূর্ব্বে' পদ পূর্ব্বেও নানা স্থানে পাইয়াছি। সে সকল স্থানে ঐ পদে 'চিরকাল' 'নিত্যকাল' অর্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখিতে পাই। অধিকন্তু এখানে দেখিতেছি, সায়ণও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্ষেত্রে তাঁহার অর্থ একরূপ ছিল; আর এখানে আর একরূপ হইল, এবং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহিত তাহা মিলিয়া গেল। সুতরাং 'পূর্ব্বে' পদে নিঃসংশয়ে 'চিরকাল' 'নিত্যকাল' অর্থই পরিগৃহীত হইবে। 'ঊতয়ে' ও 'অবসে' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'উদ্ধার-প্রাপ্তির' এবং 'পরমধন লাভের' আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। "শুক্রেণ শোচিষা রাধসা"—এই বাক্যাংশে শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশে পরমার্থ রূপ ধন প্রাপ্তির ভাব আসে। ঐ অংশের মর্ম্ম এই যে,—হে দেবি! আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ করিয়া দিয়া তদ্দ্বারা আমাদিগকে পরমধনের অধিকারী করুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "গৃণীহি" পদের প্রতিবাক্যে 'সম্যক্ প্রকারে স্তুত হইলাম—এইরূপ বল।' এবম্বিধ বাক্যই প্রয়োগ করা যায় বটে; কিন্তু উহার মর্ম্ম—'আমাদিগের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হউন।' সায়ণও সেই মর্ম্মই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের প্রার্থনায় যাহা ভাব

অধ্যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। ভাব এই যে,—'জ্ঞানিগণ, সংসারত্যাগী ঋষিগণ, ভগবদ্ভক্ত-চিত্ত সাধকগণ নিত্যকাল সেই জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর অর্চনা করিয়া আসিতেছেন। উদ্ধার ও পরমার্থ—লাভই তাঁহাদিগের সে অর্চনার লক্ষ্য। আমরাও সেই আকাঙ্ক্ষাতেই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি। হে দেবি! আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা-পরায়ণা হউন;—আমাদিগের এই পূজা গ্রহণ করুন।' (১ম—৪৮সূ—১৪ঋ.)॥

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।

প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র

দেবি গোমতীরিষঃ ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। যৎ। অদ্য। ভানুনা। বি। দ্বারৌ। ঋণবঃ। দিবঃ।

প্র। নঃ। যচ্ছতাৎ। অবৃকং। পৃথু। ছর্দিঃ। প্র।

দেবি। গোহমতীঃ। ইষঃ। ১৫।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'যৎ' (যস্মাৎ) 'অদ্য' (প্রতিদিনং, নিত্যং) 'ভানুনা' (প্রকাশেন) 'দিবঃ' (স্বর্লোকস্য, ভগবতঃ) 'দ্বারৌ' (দ্বারৌ, মার্গৌ—জ্ঞান-ভক্তি-রূপৌ) 'বি' (বিনির্গত্য, বিশেষেণ প্রকটীভূতা সতী) বা 'ঋণবঃ' (প্রাপ্নোষি—দেবেভ্যঃ

ইতি শেষঃ); তস্মাৎ (প্রার্থনায়াং সাক্ষী ইতি ভাবঃ) স্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'অবৃকং' (হিংসকরহিতং, বিদ্বেষশূন্যং) 'পৃথু' (বিস্তীর্ণং, পৃথ্বীবিস্তৃতং, সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকং) 'ছর্দ্দিঃ' (গৃহং, হৃদয়ং) 'প্র যচ্ছতাৎ' (প্রযচ্ছ, দেহি); অপিচ, 'দেবি' (হে দ্যোতনাত্মিকে!) 'গোমতীঃ' (জ্ঞানকিরণসংযুতানি) 'ইষঃ' (ইষ্টবস্তূনি) 'প্র' (প্রযচ্ছ)। জ্ঞানপ্রদায়িকা দেবী জ্ঞানভক্তিরূপেণ মার্গদ্বয়েন লোকান্ প্রাপ্নোতি। স দেবী অস্মভ্যং হিংসাদ্বেষপরিশূন্যং সর্ব্বলোকপ্রীতিভূতং হৃদয়ং প্রযচ্ছতু ইষ্টং চ প্রাপয়তু। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! যেহেতু আপনার প্রকাশের দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারস্বরূপ জ্ঞান-ভক্তির মধ্য দিয়া বাহির হইয়া (বিশেষপ্রকারে প্রকটিত হইয়া), নিত্যকাল আপনি লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন; তজ্জন্যই (প্রার্থনা করিতে সাক্ষী হইতেছে যে) আপনি আমাদিগকে হিংসকরহিত (বিদ্বেষপরিশূন্য) সকলের প্রীতিসাধক প্রশস্ত হৃদয় প্রদান করুন। আর, হে দ্যোতনাত্মিকে! জ্ঞানকিরণসংযুত ইষ্টবস্তুসমূহ আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—'জ্ঞানপ্রদায়িকা দেবী জ্ঞানভক্তির পথ দিয়াই লোকসমূহকে প্রাপ্ত হন। প্রার্থনা, সেই দেবী আমাদিগকে হিংসাদ্বেষপরিশূন্য সর্ব্বলোকপ্রীতিপদ হৃদয় প্রদান করুন এবং আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি করুন।)॥ (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ! ত্বমদ্যাস্মিন্ প্রভাতসময়ে যত্ত্বমাস্তাম্বুনা প্রকাশেন দিবোঽন্তরিক্ষস্য দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্ব্বাপরদিগ্ভাগাবন্ধকারেণাচ্ছাদিতৌ ব্যর্ণবঃ। বিশ্লিষ্য প্রাপ্নোষি। তস্মাত্ত্বং নোঽস্মভ্যং ছর্দ্দিস্তেজস্বি গৃহং প্রযচ্ছতাৎ। দেহি। কীদৃশং। ছর্দ্দিঃ। অবৃকং। হিংসকরহিতং। পৃথু। বিস্তীর্ণং। অপিচ হে দেবি দেবনশীলে গোমতীর্বহুভির্গোভির্যুক্তা ইষোঽন্নানি। প্রেত্যুপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ। প্রযচ্ছতাৎ। দেহি। তদাগমনস্যাস্মদ্রক্ষণার্থত্বাদস্মদভীষ্টং গৃহাদিকং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষে! আপনি অদ্য এই প্রভাত-সময়ে (নিজ) প্রকাশ অর্থাৎ দীপ্তিদ্বারা অন্ধকারাবৃত অন্তরিক্ষের পূর্ব্বাপর দিক্‌ভাগকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, অর্থাৎ দিক্‌সমূহের অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন। সেই হেতু আপনি আমাদিগকে তেজস্বী অর্থাৎ দৃঢ় হিংসকরহিত গৃহ দান করুন। হে দেবনশীলে! আরও আমাদিগকে বহু গোযুক্ত অন্নসমূহ দান করুন। আপনার আগমনে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনি আমাদিগের অভীষ্ট গৃহাদি প্রদান করুন। ইহাই তাৎপর্য্য।

ছর্দিঃ। ছর্দিঃ রিতিগৃহনাম। ছর্দিশ্ছর্দিরিতি তন্নামসুপাঠাৎ। ঋণবঃ। ঋণু গতৌ। ছান্দসে লঙি সিপ তনাদিত্বদুপ্রত্যয়ঃ। ততো ব্যত্যয়েন শপি গুণাবাদেশৌ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে উপ্রত্যয়স্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তে রুদাত্তত্বং। প্র নঃ। উপসর্গাদ্বহুলমিতি বহুবচনান্নসো ণত্বাভাবঃ। যচ্ছতাৎ। দাণ্ দানে। শপি পাঘ্রেত্যাদিনা যচ্ছাদেশঃ। অবৃকং। নাস্তি বৃকোহস্মিন্নিতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তত্বং। পৃথু। প্রথ প্রখ্যানে। প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চেতি কুপ্রত্যয় সম্প্রসারণঞ্চ। ছর্দিরিতি গৃহনাম। উচ্ছৃদির্ দীপ্তিদেবনয়োঃ। অর্চিশুচি-হুসৃপিছাদিছর্দিভ্য ইসিরিতী সিপ্রত্যয়ঃ। লঘূপধগুণঃ। প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)।

পঞ্চদশ (৫৮০) ঋকের বিশদার্থ।

——§ঃ•ঃ§——

ঋক্‌টিও জটিল; এবং ঋক্‌টির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাও জটিলতা-পূর্ণ। সকল অর্থই সাধারণতঃ ঊষাকাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখি। কিন্তু তাহাতে কোন্ কথার পর যে কোন্ কথা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। অধিকন্তু, ঋকের একটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে অনুবাদটি এইরূপ; যথা,—

"হে ঊষাদেবি! যেহেতু আপনি এই প্রাতঃকালে স্বপ্রকাশ দ্বারা অন্তরিক্ষের দ্বারস্বরূপ অন্ধকারাচ্ছাদিত পূর্ব্বাপর দিক্ বিশ্লিষ্ট এবং আলোকিত করিয়া আগমন

ছর্দিঃ। ইহা গৃহের নাম। গৃহনামসমূহের মধ্যে 'ছর্দিঃ ছাদিঃ' এইরূপ পাঠ আছে। ঋণবঃ। গত্যর্থক 'ঋণু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ছন্দবিষয়ে 'লঙ্' বিভক্তিতে 'সিপ্' প্রত্যয়, পরে তনাদিগণীয় প্রযুক্ত 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। তদুত্তর ব্যত্যয়-হেতু গুণ ও অবাদেশ হইয়াছে। শপের 'পিত্ত্ব' হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে 'উ' প্রত্যয়ের স্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। দিবঃ। উড়িদং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। প্র নঃ। 'উপসর্গাৎ বহুলং' এই নিয়মানুসারে বহুবচন প্রযুক্ত নসের' ণত্ব হয় নাই। যচ্ছতাৎ। দানার্থক 'দাণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শপ্' প্রত্যয় পরে থাকায় 'পাঘ্রা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'যচ্ছ' আদেশ হইয়াছে। 'অবৃকং'। বৃক নাই ইহাতে—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্‌সুভ্যাং' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পৃথু। প্রখ্যানার্থক 'প্রথ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'কু' প্রত্যয় ও সম্প্রসারণ হইয়াছে। ছর্দিঃ—ইহা গৃহের নাম। দীপ্তিদেবন অর্থে 'উচ্ছৃদির্' ব্যবহৃত হয়। 'অর্চিশুচিহুসৃপিছাদিছর্দিভ্যঃ ইসিন' এই নিয়মানুসারে 'ইসি' প্রত্যয় হইয়াছে। লঘু উপধার গুণ হইয়াছে এবং প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ১৫॥

করেন, অতএব আপনি আমাদিগকে তেজস্বী বিস্তৃত ও হিংসকরহিত গৃহ দান করুন। হে দেবি গোধনযুক্ত অন্ন প্রদান করুন।"

'যেহেতু' পদের সহিত পরবর্ত্তী অংশের সম্বন্ধ-সংশ্রব বড়ই বিচ্ছিন্ন বিপরীত ভাব প্রকাশক। 'কি হেতু' কি প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, মন্ত্রার্থে তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া বড়ই কঠিন। ঋকের অন্তর্গত দুই তিনটি পদ এইরূপ সমস্যা আনয়নের হেতুভূত। প্রথম—"অদ্য" পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ 'আজি বা এই প্রাতঃকালে' অর্থ আসে। তাহাতে, নির্দ্দিষ্ট কোনও দিনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; মন্ত্রটী যেন সেই দিন রচিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল—এইরূপ কল্পনা করা যায়। দ্বিতীয় পদ—"দ্বারা"। এজন্য ভাষ্যকারকে এবং ব্যাখ্যাকারগণকে গভীর সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। পদটিকে সকলেই দ্বিবচনান্ত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বদিকে উষার উদয় হয়—ইহা তো কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং 'দ্বারা' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিতে হইয়াছে—"দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্ব্বাপরদিগ্‌ভাগাবন্ধকারেণাচ্ছাদিতো" ইত্যাদি। ইহাতে বড়ই টানিয়া বুনিয়া, পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে উষার উদয় হয়—ইত্যাদি কল্পনা করিতে হইতেছে। তৃতীয় পদ—"দিবঃ"। ঐ পদে 'অন্তরিক্ষের' অর্থই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। তাহাতে অন্তরিক্ষের দুই দ্বারে (পূর্ব্বে ও পশ্চিমে) উষার সম্বন্ধ দ্যোতিত হয়। এইরূপে ভাব দাঁড়াইয়াছে;—'হে উষা! তুমি যখন অদ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিক আলো করিয়া অগ্রসর হইতেছ, তখন আমাদিগকে হিংসকরহিত তেজস্বী ও বিস্তৃত গৃহ দান কর; আর গোযুক্ত অন্ন দেও।' এই তো প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম।

এখন, আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। 'অদ্য' পদে যে 'প্রতিদিন' বা 'নিত্য' অর্থ গৃহীত হয়, নানাস্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই অব্যাহত দেখি। যিনি যেদিন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহার পক্ষেই মন্ত্রের অভিনবত্ব—ঐ 'অদ্য' পদে দ্যোতনা করিতেছে। "দিবঃ" পদে স্বর্গের এবং স্বর্গীয় শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ আছে। এ বিষয়ও পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন, সেই যে 'দিবঃ' বা শুদ্ধসত্ত্ব তাহার দুইটী দ্বার (দ্বারা) বলিতে

কি ভাব উপনিত হয়, বুঝিয়া দেখা যাউক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বার কি? সেখানে যাইবার বা সেই অবস্থায় উপনীত হইবার অথবা সেই ভাবকে আহ্বান করিয়া আনিবার কি উপাদান বিদ্যমান্ আছে? জ্ঞান আর ভক্তি—এই দুই কি শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থার উপনীত হইবার দ্বার নহে? সৎকর্ম্মসহযুত যে জ্ঞান ও ভক্তি, তদ্দ্বারা সত্ত্বভাব অধিগত হয়। এখানে 'দিবঃ দ্বারা' পদদ্বয়ে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবীর প্রকাশেই ঐ দ্বার প্রকাশ পায়। তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞান-সাহায্যেই আমরা শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় উপনীত হইবার দুইটী পথকে দেখিতে পাই। আবার সেই দুই পথ দিয়াই দেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হন। আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোককে দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞান-সাহায্যেই সেইরূপ জ্ঞানাধারকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখানে এক অচ্ছেদ্য পারম্পর্য্য সম্বন্ধ। জ্ঞানোন্মেষিকা দেবী জ্ঞান ভক্তির দুই দ্বার দিয়া আগমন করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। মন্ত্রের "উষঃ" হইতে "স্থপথঃ" অংশের ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর সেই দেবীর নিকট কি সামগ্রীর প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং তাহার সহিত দেবীর পূর্ব্বোক্ত ঐ পরিচয়ের কি সম্বন্ধ প্রখ্যাত আছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রার্থনার সামগ্রী—"ছর্দ্দিঃ" আর "ইষঃ"। ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থ—'গৃহ' এবং 'অন্ন'। কিন্তু ঐ 'ছর্দ্দিঃ' আর 'ইষঃ' কি প্রকার, তাহাদিগের স্বরূপ-তত্ত্ব বিশেষণ-কয়েকটীতে ব্যক্ত হইতেছে। 'ছর্দ্দিঃ' কেমন? না—'অবৃকং' এবং 'পৃথু'। আর 'ইষঃ' কেমন? না—'গোমতীঃ'। প্রার্থী যে স্তরে অবস্থিত, তাঁহার পক্ষে সেই অর্থই ঐ দুই পদে কল্পনা করা যায়। এক অর্থে, শত্রুর ভয়-বিরহিত বিস্তৃত একখানা ঘর চাই; আর চাই—কতকগুলা গাভীযুক্ত অন্ন,—গোটাকতক গাই গরু আর কিছু ধান-চাল। এ অর্থ যে হয় না, তাহা আমরা বলি না। যে প্রার্থীর এই পর্য্যন্ত কামনা, মন্ত্র তাহাদিগকে এই অর্থই প্রদান করিবে। তবে দুঃখের বিষয়, উষাকালের সে শক্তিটুকুও নাই যে, তিনি বড় একখানা ঘর এবং গাভী ও ধান-চাল প্রদান করিতে পারেন। পরন্তু ঐ প্রকার অর্থে পূর্ব্বাপর ভাব নিবন্ধের সামঞ্জস্যও থাকে না।

তবে কি? প্রার্থনাকারী তবে কিসের প্রার্থনা করিতেছেন? তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। দেবী—জ্ঞানদাত্রী। জ্ঞানের প্রভাব কার্য্যকরী হয় কোথায়? সে কি হৃদয়ে নহে? তাই 'ছর্দ্দিঃ' পদে যে গৃহকে বুঝায়, তাহা হৃদয়-রূপ গৃহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে গৃহ কেমন হওয়া চাই? চাই—বিশাল বিস্তৃত। চাই—হিংসাদ্বেষাদি-পরিশূন্য। চাই—প্রেম-ভক্তিতে পরিপ্লুত। চাই—লোকানুরাগে পরিপূর্ণ। চাই—বিশ্বপ্রেমের অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত। আর চাই কি? চাই—'ইষঃ'। ঐ পদে অভীষ্টপূরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। সে অভীষ্টপূরণই বা কেমন ভাবে সাধিত হইবে? তাহারই পরিচয় 'গোমতীঃ' পদে প্রাপ্ত হই। জ্ঞানকিরণ সংযুতা হইয়া আমার যা কিছু অভিলাষ প্রকাশ পায়, সকলই পূর্ণ হউক। অজ্ঞানতার আধিক্যে অনেক আকাঙ্ক্ষা অনেক অভিলাষ প্রকাশ পায়। কুকার্য্য-সম্পাদনেও ইষ্টলাভ হইবে বলিয়া মানুষ মনে করে। কিন্তু এখানে প্রার্থনাকারী সেরূপ "ইষঃ" পূরণের কামনা করিতেছেন না। তাঁহার কামনা—তাঁহার প্রার্থনা,—'জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাকে ইষ্ট বলিয়া অনুভব করিব, সেই ইষ্ট সাধিত হউক।' মন্ত্র এই উদার উচ্চ ভাব বক্ষে ধারণ করিয়াই প্রকটিত আছে।

উপসংহারে মন্ত্রান্তর্গত 'যৎ' পদের সহিত প্রার্থনার কি সম্বন্ধ আছে, একটু সন্ধান করা যাইতে পারে। ঐ 'যৎ' পদের ভাবে বুঝা যায়, জ্ঞান-ভক্তির একটু অবকাশ-পথ পাইলেই দেবী সে পথে আগমন করেন,—হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ সাধিত হয়। প্রার্থীর তাহাই ভরসা। সেই ভরসাতেই বুক বাঁধিয়া তিনি যেন বলিতেছেন,—'জ্ঞান-ভক্তির দুই পথ দিয়া আপনি মনুষ্যদিগের প্রতি স্বতঃকৃপাপরায়ণ হউন; তাই প্রার্থনা,—আমার হৃদয়ে তাহাদের একটু উন্মেষ করিয়া দিয়া, জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী আপনি, আমায় অনুগ্রহ করুন। অথবা, এই হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত যে একটু জ্ঞান-ভক্তির সংস্রব আছে, তাহারই মধ্য দিয়া আমার হৃদয়ে আপনার শুভাগমন হউক। আর, তাহার ফলে আমার অভীষ্ট আমি যেন লাভ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৪৮সূ—১৫ঋ)॥

—— ৩ ——

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা

মিমিক্ষ্বা সামিলাভিরা।

সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং

বাজৈর্ব্বাজিনীবতি॥ ১৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। নঃ। রায়া। বৃহতা। বিশ্বঽপেশসা।

মিমিক্ষ্ব। সং। ইলাভিঃ। আ।

সং। দ্যুম্নেন। বিশ্বঽতুরা। উষঃ। মহি। সং।

বাজৈঃ। বাজিনীঽবতি॥ ১৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'বৃহতা' (প্রভূতেন, শ্রেষ্ঠেন, মহতা) 'বিশ্বপেশসা' (বিশ্বরূপযুক্তেন, সর্ব্বথখ্বিদংব্রহ্মস্বরূপেণ) 'রায়া' (রায়েণ, পরমধনেন) 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সং মিমিক্ষ্ব' (সংসিঞ্চ, অভিসিঞ্চ), তথা 'ইলাভিঃ' (স্তুতিভিঃ, মন্ত্রৈঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সং' (সংমিমিক্ষ্ব, সংসিঞ্চ); 'মহি' (হে মহতি প্রভাবিতে!) 'বিশ্বতুরা' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং বিনাশভূতেন) 'দ্যুম্নেন' (যশসা, জ্যোতিষা)

'সং' (সংমিমিক্ষ্ব, সংসিঞ্চ); 'বাজিনীবতি' (হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি!) 'বাজৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যৈঃ, অস্মৈ, প্রচেষ্টাভির্ব্বা) 'সং' (সংমিমিক্ষ্ব, সংসিঞ্চ)। দেব্যাঃ কৃপয়া ভগবৎপ্রাপ্তিঃ মন্ত্রমাহাত্ম্যানুভূতিঃ শত্রুনাশমূলকো জ্ঞানবিকাশঃ সৎকর্ম্মসাধনপ্রচেষ্টা প্রভৃতয়ঃ সঞ্জাতা ভবন্তু। ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম-৪৮সূ ১৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ পরমধন দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন; আর, মন্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। হে মহতি প্রভাময়ি! সকল শত্রুর বিনাশহেতুভূত জ্যোতির দ্বারা আমাদিগকে অভিসিঞ্চিত করুন। হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের (প্রচেষ্টার) দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অভিসিঞ্চিত করুন। (ভাব এই যে,—'দেবীর কৃপায় ভগবৎ-প্রাপ্তি, মন্ত্রমাহাত্ম্যানুভূতি, শত্রুনাশমূল জ্ঞানবিকাশ, সৎকর্ম্মসাধনপ্রচেষ্টা প্রভৃতি সঞ্জাত হউক।')॥ (১ম—৪৮সূ—১৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ! নোঽস্মান্ রায়া ধনেন সংমিমিক্ষ্ব। সংসিঞ্চ। সংযোজয়েত্যর্থঃ। কীদৃশেন ধনেন। বৃহতা প্রভূতেন। বিশ্বপেশসা। পেশ ইতি রূপনাম। বহুবিধরূপযুক্তেন। তথেলাভিরা। গোভিশ্চাস্মান্ সংমিমিক্ষ্ব। ইলেতি গোনাম। ইলা জগতীতি তন্নামসু পাঠাৎ। আকারঃ সমুচ্চয়ে পাদান্তে বর্ত্তমানত্বাৎ। উক্তঞ্চ। এতস্মিন্নেবার্থে দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ইত্যাকার ইতি। কিঞ্চ হে মহি মহনীয় উষো দেবতে দ্যুম্নেন যশসা সংমিমিক্ষ্ব। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি যাস্কঃ। নিঃ ৫৫। কীদৃশেন দ্যুম্নেন। বিশ্বতুরা। সর্ব্বেষাং

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ! আমাদিগকে ধনদ্বারা সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে ধনদান কর)। কি প্রকার ধন? প্রচুর এবং বহুরূপবিশিষ্ট। সেইরূপ গোসমূহের দ্বারাও আমাদিগকে সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে গোসমূহ দান কর)। ইলা ইহা গোনাম। ইলা জগতি—গো-নামসমূহ মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে। আকারটী সমুচ্চয়ার্থক, পাদান্তে বর্ত্তমান জন্য। উক্ত হইয়াছে 'এতস্মিন্নেব' অর্থে 'দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ইতি আকার'। আরও, হে পূজনীয় উষোদেবতে! আমাদিগকে যশ দ্বারা সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে যশোভাগী কর)। যাস্ক বলিয়াছেন, 'দ্যুম্ন' শব্দে দীপ্তিবিশিষ্ট হয় এই অর্থে যশ অথবা অন্নকে বুঝায়। কি

শত্রূনাং হিংসকেন। তথা হে বাজিনীবতি। অন্নসাধনভূতক্রিয়াযুক্তে। বাজৈরন্নৈরস্মান্ সংমিমিক্ষ্ব। অন্নং বৈ বাজ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।

স্বায়া। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বৃহতা। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিশ্বপেশসা। বিশ্বানি পেশাংসি যস্যাসৌ বিশ্বপেশসাঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি বাহুলয়েনাসংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা মরুদ্বৃধাদিত্র দ্রষ্টব্যং। মিমিক্ষ্ব। মিহ সেচনে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাব-হলাদিশেষৌ। ঢত্বকত্বষত্বানি। প্রত্যয়স্বরস্য সতি শিষ্টত্বাৎ স এব শিষ্যতে। পাদাদিত্বাৎ নিঘাতঃ। পূর্ব্বপদস্থা সমানবাক্যস্থত্বাভাবাৎ তিঙ্ঙতিঙঃ ইতি নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে নিঘাতযুস্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ বিশ্বতুরা। তুর্বতীতি তুঃ। তুর্বী হিংসার্থঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। রাল্লোপ ইতি বকার লোপঃ। বিশ্বেষাং তুঃ বিশ্বতুঃ। সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। বাজিনীবতি। বাজোঽন্নমস্যা অস্তীতি বাজিনী ক্রিয়া। তাদৃশী ক্রিয়া যস্যাঃ সা তথোক্তা। (২য়—৪৮৭—১৮শা)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে পঞ্চমো বর্গঃ। ১৪।৫।

প্রকার ত্যাগের দ্বারা? সমস্ত শত্রুগণের হিংসাকারী ত্যাগ দ্বারা। হে অন্নসাধনভূতক্রিয়াযুক্তে! (উষার সম্বোধন) অন্ন দ্বারা আমাদিগকে সিঞ্চন কর (অর্থাৎ আমাদিগকে অন্নদান কর)। শ্রুত্যন্তরে কথিত আছে অন্নকেই বাজ বলে।

স্বায়া। 'উড়িদং' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃহতা। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বিশ্বপেশসা। বিশ্ব-সকল হইয়াছে পেশাংসি যাহার এই অর্থে বিশ্বপেশসা পদ হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে 'বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে বহুলতা হেতু 'অসংজ্ঞায়ামপি' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'মরুদ্বৃধাদি' সূত্র দ্রষ্টব্য। মিমিক্ষ্ব। সেচনার্থক মিহ ধাতু ব্যত্যয়-হেতু আত্মনেপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোট বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপের' স্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। দ্বির্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ও ব্যঞ্জনবর্ণের (হলের) আদিভাগ অবশিষ্ট আছে। ঢত্ব প্রাপ্ত পরে 'ঢ' স্থানে 'ক' এবং 'ক'কারের পর 'স'কারের ষত্ব হইয়াছে। প্রত্যয়স্বরের অবশিষ্টত্ব-হেতু তাহাই অবশিষ্ট থাকে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। পূর্ব্বপদের অসমান বাক্যস্থত্ব-হেতু 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রানুসারে নিঘাত হয় না। সমানবাক্যস্থলে নিঘাত এবং 'যুস্মদ্' ও 'অস্মদ্' আদেশ বক্তব্য - এই বচন-হেতু। বিশ্বতুরা। 'তুর্বতি' অর্থাৎ হিংসা করে এই বাক্যে তুঃ'। হিংসার্থক 'তুর্বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ চ' এই সূত্রানুসারে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'রাল্লোপঃ' এই সূত্রানুসারে ব-কার লোপ হইয়াছে। 'বিশ্বেষাং তুঃ' এই বাক্যে 'বিশ্বতুঃ' হইয়াছে। 'সমাসস্য' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বাজিনীবতি। বাজ অর্থাৎ অন্ন আছে ইহার—এই বাক্যে 'বাজিনী' অর্থে 'ক্রিয়া' বুঝায়। সেইরূপ ক্রিয়া যাহার, সেই (বাজিনীবতি)। ১৬।

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ। (১.৪.৫)।

ষোড়শ (৪৮-১) ঋকের বিশদার্থ।

——§:•:§——

এই ঋকে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। শব্দার্থানুভূতির তারতম্যানুসারে সে প্রার্থনার ভাব বিভিন্নরূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে, প্রচলিত সাধারণ অর্থে যে চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়।

মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা—"বৃহতা বিশ্বপেশসা রায়া সং মিমিক্ষ্ব।" উহার সাধারণ অর্থ—'প্রচুর বহুবিধ-রূপধনযুক্ত ধন দ্বারা অভিষিক্ত কর।' মন্ত্রের 'বিশ্বপেশসা' পদে ভাষ্যে 'বহুবিধরূপযুক্তেন' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদের ভাব—বিশ্বস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ; ঐ পদে 'ব্রহ্মস্বরূপ ধনের' প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের সহিত যাহা 'পিশ' (অবয়বীভূত) হইয়া আছে, তাহাই 'বিশ্বপেশসা' পদের মূল। তাহা হইতেই সেই 'সর্ব্বংখল্বিদং' ব্রহ্মস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য আসে। সেই দৃষ্টিতেই আমরা ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ নিষ্কর্ষ করিলাম। আমাদের ভাব এই যে, ঐ অংশে ('বৃহতা বিশ্বপেশসা রায়া সং মিমিক্ষ্ব' অংশে) বলা হইয়াছে,—'যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বরূপে বিরাজমান্ রহিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠধন ব্রহ্মের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—"সমিলাভিরা।" এখানে 'ইলা' (ইড়া) পদ আছে। ঐ পদের অর্থ 'গাভী' কল্পনা করিয়া লইয়া, এখানকার প্রার্থনায় বলা হয়,—'আমাকে গরু প্রদান করুন।' সাধে কি আর বেদকে 'কৃষকের গান' বলে? এইরূপ অর্থ-নিষ্পত্তির জন্যই বেদ 'কৃষকের গান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'গো' শব্দের প্রয়োগ মাত্রেই গোরু, আবার অন্য যে কোনও শব্দে গোরু অর্থ আনা যাইতে পারিবে, তাহাতেই দাঁড় করাইতে হইবে—গোরু; কাজেই বেদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই 'ঈলে' (ঈড়ে, ইলে) পদ পাইয়াছি। সেই পদও যে ধাতু যে অর্থে প্রযুক্ত, এই 'ইলা' পদও সেই ধাতুর সেই অর্থই দ্যোতনা করে। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'স্তুতিভিঃ' প্রভৃতি

পদ ব্যবহার করিয়াছি। 'মন্ত্রের দ্বারা আমায় অভিষিক্ত করুন'—এখানকার এতদর্থের মর্ম্ম এই যে,—'মন্ত্রমাহাত্ম্য আমার অনুভূত হউক, মন্ত্রের ক্রিয়া আমাতে কার্য্যকারী হউক, মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আমার জীবন-গতি পরিবর্ত্তিত ও সাফল্য-প্রাপ্ত হউক।' আমরা মনে করি, ঐ অংশে এই ভাবই প্রকাশমান্।

মন্ত্রের তৃতীয় প্রার্থনা—"বিশ্বতুরা দ্যুম্নেন সং।" এখানকার প্রচলিত অর্থ—'শত্রুনাশক যশঃ দ্বারা আমায় বিমণ্ডিত কর।' আমরা মনে করি, এখানে 'দ্যুম্নেন' পদে 'জ্ঞানজ্যোতিঃ' প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। কিবা অন্তঃশত্রু, কিবা বহিঃশত্রু, সকল শত্রুই জ্ঞানের নিকট পর্য্যুদস্ত হয়। হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হইলেই সকল শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'বিশ্বতুরা দ্যুম্নেন' পদ-দ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্রের চতুর্থ প্রার্থনা—"বাজিনীবতি বাজৈঃ সং।" এখানকার প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'হে অন্নদাত্রি দেবি! আমায় অন্ন দেও।' বাজ-শব্দে ঘোটকও বুঝায়। সে অর্থ ধরিয়াও কেহ হয় তো এখানকার ভাব প্রকাশে বলিতে পারিতেন,—'হে ঘোটকদাত্রি দেবি! আমায় ঘোড়া দেও।' কিন্তু যাউক—সে সব জল্পনা-কল্পনা। আমরা যেদিক হইতে যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই আভাষ দিতেছি। আমরা বলি, প্রজ্ঞানময়ী দেবীর নিকট এখানে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' অর্থ গ্রহণ করিলেও যে অন্নে প্রাণশক্তি প্রদান করে—সেই অন্নের প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাপিত দেখি। অন্নেই সামর্থ্য আসে; অন্নই প্রচেষ্টা দেয়। সে পক্ষেও আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সার্থকতা দেখা যায়। ফলতঃ, এই মন্ত্রাংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানময়ি! সৎকর্ম্মসাধনে আমায় শক্তিদান করুন।' এই অর্থই এখানে সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি।

উপসংহারে এই মন্ত্রে প্রার্থনার এক অভিনব ক্রমপর্য্যায় লক্ষ্য করিতে পারি। সে পক্ষে মন্ত্রের শেষে প্রার্থনা হইতে যথাক্রমে প্রথম প্রার্থনায় উপনীত হইবার একটী স্তর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শেষ বলা হইল—'আমায় সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য দেও।' তাহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—'আমার হৃদয়ে সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ সঞ্চিত হউক, যাহার দ্বারা

শত্রুনাশে আমার সামর্থ্য আসে।' এখানে বুঝিয়া দেখুন, সৎকর্ম্মের প্রভাবে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসিল। তাহার পূর্ব্বের প্রার্থনা,—'মন্ত্রশক্তি আমতে কার্য্যকারী হউক।' জ্ঞানই সেই স্তরে লইয়া যায়। জ্ঞানসংযুত মন্ত্রই অভীষ্ট-ফল প্রদান করে। অবশেষে সর্ব্বপ্রথমের প্রার্থনার মর্ম্ম উপলব্ধি করুন। সৎকর্ম্মসহজাত জ্ঞান-সমন্বিত মন্ত্রশক্তির যে ক্রিয়া, এখানে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। সেই মন্ত্রশক্তির ক্রিয়াই—ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ। কি প্রভাবে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হইবে, যথা-পর্য্যায় মন্ত্রাংশে পর-পর তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এ পক্ষে এই এক মন্ত্রই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি তিনের সমন্বয়-সাধনে কি প্রকারে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে, তাহারই প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিতেছে। (১ম—৪৮সূ—৮ঋ)॥

—— • ——

ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

উষো ভদ্রেভিরিতি চতুর্ঋচং ষষ্ঠং সূক্তং। অত্রানুক্রম্যতে। উষশ্চতুষ্কামানুষ্টুভং ত্বিতি। কণ্বপুত্রঃ প্রস্কণ্ব ঋষিঃ। তুহ্যাদি পরিভাষয়েদমুত্তরং চানুষ্টুভং পূর্ব্বত্রোষস্যং ত্বিত্যুক্তত্বাদি-দমপি সূক্তমুষস্যং॥ প্রাতরনুবাকস্যোষস্যে ক্রতাবানুষ্টুভে। ছন্দস্যাৎ সূক্তং। সূত্রতে হি। উষো ভদ্রেভিরিত্যানুষ্টুভং। আ০ ৪.১৪। ইতি আশ্বিনশস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং। প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥ অত্র প্রথমামৃচমাহ॥

• • •

ঊনপঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'উষো ভদ্রেভিঃ' ইত্যাদি চারিটী ঋক্ (নবম অনুবাকের) ষষ্ঠসূক্তে আছে। এই স্থানে তাহাই অনুক্রমিত হইতেছে। 'উষঃ' প্রভৃতি চারিটী ঋকের অনুষ্টুভ্ ছন্দ। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি। 'তুহ্যাদি' পরিভাষা দ্বারা উত্তরভাগেরও অনুষ্টুভ্ ছন্দ। পূর্ব্বে 'উষস্যং ত্বিং' এই উক্তি হেতু এই সূক্তও উষাদেবতাবিষয়ক। প্রাতরনুবাকের উষস্য ক্রতুতে আনুষ্টুভ ছন্দে বিনিয়োগ হয়। সূত্রেও আছে—'উষো ভদ্রেভিঃ' ইত্যাদি আনুষ্টুভ (আ০ ৪.১৪)। 'প্রাতরনুবাকন্যায়েন' এই বাক্যে অতিদিষ্ট হেতু আশ্বিন শস্ত্রেও এই সূক্ত পরিদৃষ্ট হয়।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। ঊনপঞ্চাশং-সূক্তং।
প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠঃ বর্গঃ।

ঊনপঞ্চাশং-সূক্তং।

এই সূক্তে চারিটি মাত্র ঋক্ আছে। সূক্তের ছন্দ—অনুষ্টুপ। ঋষি—প্রস্কণ্ব। সূক্তটী ঊষাদেবতার অর্চ্চনা-বিষয়ক।

এই সূক্তের প্রচলিত অর্থে, এক প্রথম ঋকেই, ঊষার দ্বিবিধ বাহনের বিষয় প্রখ্যাত হয়। তিনি ঘোটকে আরোহণ করিয়াও যজ্ঞস্থলে আগমন করেন; আবার অরুণবর্ণ গাভীসকলও তাঁহার বাহনের কার্য্য করে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, ঊষা শোভনাঙ্গবিশিষ্ট রথে আকাশের উপরে অবস্থিতি করেন। তৃতীয় মন্ত্রের ভাব এই যে, ঊষাই মনুষ্যগণকে ও পশুগণকে কর্ম্মবিশিষ্ট করেন, আর তাঁহারই প্রভাবে পক্ষিগণ আকাশের প্রান্তভাগে গমন করে। এই ঋকে ঊষার একটী বিশেষণ আছে—'অর্জ্জুনি'। তাহা হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ এই ঊষাদেবতার সহিত পাশ্চাত্যদেশের অনেক প্রাচীন দেবদেবীর সম্বন্ধ সূচনা করিয়া থাকেন। *

---

* ঊষার এই 'অর্জ্জুনি' নাম হইতে গ্রীকদিগের আর্গোস (Argos) ও আর্কেডিয়া (Arcadia) দেবী-দ্বয়ের সহিত ঊষার সম্বন্ধ-সূচনা করা হয়। (Cox—Mythology of Aryan Nations - Vol. I.— Ch. X) ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'ইণ্ডো-এরিয়ান্' গ্রন্থে (Rajendra Lal Mittra's 'Indo-Aryans' - Vol. II) ঊষার নাম-সম্বন্ধে গ্রীস্-দেশের কতকগুলি দেবীর সাদৃশ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি ;—"The heroine of the stories must be the Dawn, aptly represented as a charming maiden, and her names in the Rig-Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama, and Saranyu, and all these names reappear among

চতুর্থ ঋকের প্রচলিত অর্থে 'কণ্বপুত্রগণ আপনাকে অর্চ্চনা করেন' এতৎপ্রসঙ্গ উত্থাপিত আছে। তাহাতে এবং "গীর্ভিঃ কণ্বাঃ" পদদ্বয়ে, কণ্ববংশীয়গণ স্তোত্রমন্ত্র রচনা করিয়া উষাদেবীর উপাসনা করিতেন এবং মন্ত্রোচ্চারণকারীও মন্ত্ররচনা করিয়া উপাসনা করিতেছেন,—এই ভাব প্রকাশ পায়; এবং তদনুসারে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সকল ভাবই তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। তদনুসরণে সুধিগণ মন্ত্রার্থের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া দেখিবেন।

প্রথমমণ্ডলস্য নবমেঽনুবাকে ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। উষা দেবতা। প্রস্কণ্ব ঋষিঃ।

উষস্য ক্রতৌ আনুষ্টুভে ছন্দসি বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।

বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহং॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উষঃ। ভদ্রেভিঃ। আ। গহি। দিবঃ। চিৎ। রোচনাৎ। অধি।

বহন্তু। অরুণঽপ্সবঃ। উপঃ। ত্বা। সোমিনঃ। গৃহং॥ ১॥

---

the Greeks as Argyneris, Briseis, Daphne, Eos, Helen, and Erinys." এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে সকলেই উষা বলিতে উষাকালকে লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সহিত এইখানেই পার্থক্য ঘটিয়াছে

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'ভদ্রেভিঃ' (শোভনৈঃ মার্গৈঃ) 'রোচনাৎ' (দীপ্যমানাৎ) 'দিবঃ' (স্বর্লোকাৎ, সত্ত্বলোকাৎ, সত্ত্বভাবাধারসমীপাৎ) 'অধি' (সমীপে, অস্মচ্ছকাশে) 'চিৎ' (নিশ্চিতং, নিরন্তরং) 'আ-গহি' (আগচ্ছ); হে দেবি! 'অরুণপ্সবঃ' (সত্ত্বভাবপায়িনঃ সদ্বৃত্তয়ঃ, জ্ঞানালোকসেবিনঃ সদ্ভাবাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সোমিনঃ' (ভক্তস্য, অর্চ্চকস্য) 'গৃহং' (হৃদয়ং) 'উপ বহন্তু' (প্রাপয়ন্তু। হে দেবি! ভগবৎসকাশাদাগত্য অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতো ভব। ইত্যেবং কামনা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৯সূ ১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আমাদিগের সৎকর্ম্ম-রূপ পথ দিয়া দীপ্যমান স্বর্লোক হইতে (সত্ত্বভাবাধার ভগবান্ হইতে) আমাদিগের নিকটে সর্ব্বদা আগমন করুন। হে দেবি! আমাদিগের সত্ত্বভাবপায়ী সদ্বৃত্তিসমূহ (জ্ঞানালোকসেবী সদ্ভাবনিচয়) আপনাকে এই অর্চ্চনাকারীর হৃদয়ে বহন করিয়া আনুক। (ভাব এই যে,—'হে দেবি! ভগবৎসকাশ হইতে আগমন-পূর্ব্বক আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।')॥ (১ম—৪৯সূ—১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। উষোদেবতে ভদ্রেভির্ভজনীয়ৈঃ শোভনৈর্মার্গৈর্দিবোঽন্তরিক্ষলোকাৎ রোচনাৎ রোচমানাদ্দীপ্যমানাৎ। অধিরুপর্য্যর্থঃ। উপরিবর্ত্তমানাৎ। চিদিতি পূজার্থঃ। পূজিতাদেবম্বিধাদন্তরিক্ষলোকাদাগহি। আগচ্ছ। হে উষঃ। অরুণপ্সবোঽরুণবর্ণা গাবস্ত্বা সোমিনং সোমযুক্তস্য যজমানস্য গৃহং দেবযজনরূপং যজ্ঞগৃহং ত্বা ত্বামুপবহন্তু। প্রাপয়ন্তু॥

গহি। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। হেরপিত্বেন ঙিত্বেঽনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। অতো হেরিতি লুক্ ন ভবতি। অসিদ্ধবদত্রাভাদিত্যনু—

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষদেবতে! আপনি সুন্দরমার্গযুক্ত, দীপ্যমান্ ও ঊর্দ্ধদেশে বিদ্যমান্ এবং পূজিত, এবম্বিধ অন্তরিক্ষলোক হইতে আগমন করুন। হে উষঃ! অরুণবর্ণ গোসমূহ আপনাকে সোমরসযুক্ত যজমানের দেবযজন-রূপ যজ্ঞগৃহে বহন করুক।

গহি। গম ধাতুর 'লোট' বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শপের' লুক্ হইয়াছে। 'হি' প্রত্যয়টী 'প'কার 'ইৎ' নহে বলিয়া 'ঙিৎ' প্রযুক্ত 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে অনুনাসিক বর্ণের লোপ হইয়াছে। এই হেতু 'হি'র লোপ হয় নাই।

নাসিকলোপস্যাসিদ্ধত্বাৎ। রোচনাৎ। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ। যোবনাদেশে চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অরুণপ্সবঃ। প্সা ভক্ষণে। প্সান্তি ভক্ষয়ন্তি স্তনং পিবন্তীতি প্সবো বৎসাঃ। ঔণাদিকঃ কুপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। অরুণাঃ প্সবো যাসাং তাস্তথোক্তাঃ। অত্র বৎসানামারুণ্যপ্রতিপাদনাম্মাতৃণামপি তথাত্বং গম্যতে। পৈতৃকমশ্বা অনুহরন্তে মাতৃকং গাবোঽনুহরন্ত ইতি গোনর্দ্দীয়ঃ। তাসাং চোষোবাহনত্বং নিঘণ্টুকুক্তং। অরুণ্যো গাব উষসামিতি। অরুণশব্দোঽর্ত্তেশ্চেত্যুনন্ প্রত্যয়ান্তঃ। তৃণাখ্যায়াং চিৎ। উ· ৩।৫৯। ইত্যত্রশ্চিদিত্যনুবৃত্তেরন্তোদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন শিষ্যতে॥ (১ম—৪৯সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৫৮২) ঋকের বিশদার্থ।

—— —— •:§·§:• ————

এই ঋকের অন্তর্গত তিনটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্রথম,—"ভদ্রোঃ" পদ। এই পদের অর্থ কেহ 'ঘোটক' করিয়াছেন; কেহ বা 'শোভনমার্গ' অর্থ পরিগ্রহ করেন। আমরা ঐ পদে 'সৎকর্ম্মরূপ-পথ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ভদ্র' শব্দের অর্থ—শুভ, মঙ্গল, সৌভাগ্য। শুভ হয়, মঙ্গল হয়, সৌভাগ্য আসে,—এমন পথ সংসারে কি আছে? সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠানই কি সেই পথ

'আনন্ত-দপ্রাত্যং' এই নিয়মানুসারে অনুনাসিক লোপের 'অসিদ্ধত্ব হইয়াছে। রোচনাৎ। দীপ্ত্যর্থক রুচ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অনুদাত্তেশ্চ হলাদেঃ' এই নিয়মানুসারে যুচ্ হইয়াছে। 'যু'র স্থানে 'অন' আদেশ-বিষয়ে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অরুণপ্সবঃ। ভক্ষণার্থক 'প্সা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'প্সান্তি' অর্থাৎ ভক্ষণ করে স্তন পান করে—এই অর্থে 'প্সব' শব্দে বৎসকে বুঝায়। ঔণাদিক কু' প্রত্যয় হইয়াছে 'আতো লোপঃ ইটি চ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। অরুণবর্ণ হইয়াছে 'প্স' বৎস যাহার—এই বাক্যে 'অরুণপ্সব' পদ হইয়াছে। এই স্থলে বৎসগণের অরুণবর্ণ প্রতিপাদন-হেতু মাতৃগণেরও অরুণবর্ণের অবগতি হইতেছে। অশ্ব পৈতৃক গুণানুসরণ করে এবং গোসমূহ মাতৃগণের অনুসরণ করে। তদনুসারে 'গোনর্দ্দীয়ঃ' পদ সিদ্ধ হয়। গোসমূহের উষাবাহনত্ব নিঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে। অরুণবর্ণ গোসমূহ উষার—এই বাক্যে অরুণ-শব্দের উত্তর 'অর্ত্তেশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'উনন্' প্রত্যয় হয়। 'তৃণাখ্যায়াঞ্চিৎ' (উ· ৩।৫৯) এই সূত্রানুসারে 'চিৎ' এই অনুবৃত্তি-হেতু অন্তোদাত্ত হইয়াছে। তাহাই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব প্রযুক্ত অবশিষ্ট আছে। (১ম ৪৯সূ—১ঋ)।

• • •

নহে? সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ শুভফল মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়াই জ্ঞানোন্মেষ হয়। জ্ঞানোন্মেষণী দেবী সেই পথ দিয়াই মনুষ্যের হৃদয়ে আগমন করেন। এ ভাব পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছি। এ বিষয়ে এখানে আর বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় পদ—"দিবঃ"। ঐ পদে সত্ত্বভাবের আধার-স্থান বুঝাইয়া থাকে। সে বিষয়ও পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। "রোচনাৎ" পদ উহার স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। সত্ত্বভাব যে চিরজ্যোতিষ্মান্, এখানে তাহাই বুঝা যায়। তৃতীয় পদ—"অরুণপ্সবঃ"। সায়ণ ঐ পদের প্রতিবাক্য 'বৎসাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইতেই গাভীর সম্বন্ধ আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি যে 'বৎসাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার কারণ দেখাইয়াছেন, ভক্ষণার্থক 'প্সা' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। বৎসগণ দুগ্ধ পান করে, এই জন্যই "অরুণপ্সবঃ" পদে গোবৎসগণকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইতে গাভীগণের প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এখানে গাভীর দুগ্ধপান সংক্রান্ত কোনও পদই নাই। আছে—"অরুণপ্সবঃ"। অরুণ-পদে সূর্য্যকে বুঝায়, জ্যোতিকে বুঝায়, কিরণকে বুঝায়। সে পক্ষে জ্ঞানাধার সূর্য্যের রশ্মি গ্রহণ—জ্ঞান-রশ্মিপান অর্থই সঙ্গত হয়। যাঁহারা জ্ঞানরশ্মিপায়ী, যাঁহারা সত্ত্বভাবে বিভোর হইয়া আছেন, তাঁহারাই প্রজ্ঞানময়ী দেবীকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারেন। জ্ঞান-সাহায্যেই প্রজ্ঞান আয়ত্ত হয়; আলোক-সাহায্যেই আলোককে দেখিতে পাই। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। "সোমিনঃ" পদ যে ভক্তের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, "সোমিনঃ গৃহং" বলিতে যে 'ভক্তের হৃদয়কেই' বুঝাইয়া থাকে, পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থ আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে প্রজ্ঞানময়ি দেবি! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম, আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করুক। জ্ঞানাধার ভগবান হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া, আমাদিগের সৎকর্ম্ম রূপ পথ দিয়া আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউন।' (১ম—৪৯সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বং।

তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥ ২ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

সুঽপেশসং। সুঽখং। রথং। যং। অধিঽঅস্থাঃ। উষঃ। ত্বং।

তেন। সুঽশ্রবসং। জনং। প্র। অব অদ্য। দুহিতঃ। দিবঃ॥ ২॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দুহিতর্দিবঃ' (সত্ত্বভাবাৎ সঞ্জাতে) 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'যং' (প্রসিদ্ধং, সর্ব্ববিদিতং) 'সুপেশসং' (শোভনরূপোপেতং, ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপকং) 'সুখং' (সুখপ্রদং, শান্তিপ্রদং) 'রথং' (সৎকর্ম্মস্বরূপং যানং) 'ত্বং অধ্যস্থা' (ত্বং অধিতিষ্ঠসি); 'তেন' (সৎকর্ম্মরূপযানেন আগত্য ইতি যাবৎ) 'অদ্য' (নিত্যং, প্রতিদিনং) 'সুশ্রবসং' (যাগাদিসুকর্ম্মযুক্তং) 'জনং' (লোকং, উপাসকং) 'আ' (সমন্তাৎ) 'প্রাব' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষ)। হে দেবি! অস্মাকং সৎকর্ম্মণা সহ মিলিত্বা অস্মান্ রক্ষ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৪৯সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাব হইতে জাত হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! সর্ব্ববিদিত ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্ত শান্তিপ্রদ সৎকর্ম্ম-রূপ যে স্থানে আপনি অবস্থিত করেন; তদ্দ্বারা আগমন-পূর্ব্বক প্রতিদিন যাগাদিসুকর্ম্মযুক্ত অর্চ্চনাকারীকে সর্ব্বদা প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—হে দেবি! আমাদিগের সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন।)॥ (১ম—৪৯সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ! ত্বং যং রথমধাস্থাঃ। আধিতিষ্ঠসি। কীদৃশং রথং। সুপেশসং। শোভনাবয়বং শোভনরূপযুক্তং বা। পেশ ইতি রূপনামেতি যাস্কঃ। যদ্বা শোভনহিরণ্যযুক্তং। পেশঃ কৃশনমিতি তন্নামসু পাঠাৎ। সুখং। শোভনেন খেনাকাশেন যুক্তং। বিস্তৃতমিত্যর্থ। যদ্বা সুখহেতুভূতং। অথবা সুখমিতি ক্রিয়াবিশেষণং। সুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ। হে দিবো দুহিতঃ দ্যুলোকসকাশাদুৎপন্ন উষোদেবতে তেন রথেনাস্মিন্ কালে সুশ্রবসং শোভনহবির্যুক্তং জনং যজমানং প্রাব। প্রকর্ষেণ গচ্ছ।

সুপেশসং। পিশ অবয়বে। অস্মাদসুন প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। পেশসশব্দঃ। শোভনং পেশ যস্যাসৌ সুপেশাঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদ আদ্যুদাত্তত্বং। অধাস্থাঃ। তিষ্ঠতেশ্ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙ্ গাতিস্থেতি সিচো লুক্। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। তিঙ্ চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। তেনা অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুশ্রবসং। শ্রব ইত্যন্ননাম। শ্রূয়ত ইতি সত ইতি যাস্কঃ। সুপেশসমিতিবদুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অব। অবরক্ষণগতিপ্রীতিতৃপ্ত্যাদ্যর্থস্বাদত্রাবতির্গত্যর্থঃ। দুহিতর্দিবঃ। পরমপি ছন্দসীতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পূর্ব্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাবে সতি পদদ্বয়সমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং॥ ২॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ! আপনি যে রথ মধ্যে স্থিত হইয়াছেন, সেই রথ কি প্রকার? সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট। যাস্ক বলিয়াছেন—পেশ ইহা রূপের নাম. অথবা শোভনহিরণ্যযুক্ত (পেশ-কৃশন সুবর্ণ নাম মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে), স্বীয় আকাশযুক্ত অর্থাৎ বিস্তৃত, অথবা সুখহেতুভূত, অথবা (সুখ ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ) সুখে স্থিত হইয়া তাৎপর্য্য। হে দ্যুলোকোৎপন্ন উষাদেবতে! সেই রথে আরোহণ করিয়া শোভনহবির্যুক্ত যজমানের নিকট প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন।

সুপেশসং। অবয়বার্থক 'পিশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পিশ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিত্ত্ব' হেতু পেশস্ শব্দের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শোভন সুন্দর হইয়াছে 'পেশ' যাহার—এই বাক্যে 'সুপেশাঃ' পদ হইয়াছে। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অধাস্থাঃ। 'তিষ্ঠতি' এই 'স্থা' ধাতুর উত্তর 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট্' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমানকালে 'লুঙ্' বিভক্তিতে 'গাতিস্থা' এই নিয়মানুসারে 'সিচে'র 'লুক্' হইয়াছে। অট্ আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'তিঙ্চোদাত্তবতী' এই নিয়মানুসারে গতির অনুদাত্ত হইয়াছে। তেনা। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। সুশ্রবসং। 'শ্রব' ইহা অন্নের নাম। যাস্ক বলিয়াছেন শুনা যায় এই অর্থে 'সতঃ' পদ হয়। 'সুপেশষাং' এক পদের ন্যায় উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অব 'অবরক্ষণগতিপ্রীতিতৃপ্তি' এই সকল অর্থের উক্তি হেতু এস্থলে 'অব' অর্থ 'গতি'। দুহিতর্দিবঃ। 'পরমপি ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠ্যন্তের পূর্ব্বে আমন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় পদদ্বয়-সমুদায়ে আষ্টমিক নিঘাত ও সর্ব্ববিষয়ের অনুদাত্ত হইয়াছে। (১ম ৪৯সূ ২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৫৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

——:§০§:——

এই সূক্তের অন্তর্গত যে কয়েকটি শব্দ সূক্তের ভাববিপর্য্যায় ঘটাইয়া থাকে, সে কয়েকটি শব্দের বিষয় পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'রথং', 'সুপেশসং', 'সুশ্রবসং', 'অস্ম', 'দুহিতর্দ্দিবঃ',—এই কয়েকটি শব্দ উপলক্ষে মন্ত্রের বিভিন্ন ভাব আনয়ন করা যাইতে পারে। ঐ কয়েকটি শব্দের দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট এক দিনের (অস্ম) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়; রথের (রথং) কথা উঠিয়া থাকে, এবং রথখানি যে সু-অলঙ্কারসম্পন্ন (সুপেশসং) তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দুহিতর্দ্দিবঃ' পদে উষাকে স্থানবিশেষের সন্ততি বলিয়া কল্পনা করা যায়; এবং 'সুশ্রবসং' পদে কেবল যজ্ঞকারীদিগকে বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, সমস্যামূলক ঐ সকল পদের বিষয় আমরা যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে মন্ত্রের যাহা ভাব হয়, এখানে মাত্র তাহাই প্রখ্যাপন করিতেছি। সে ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানদাত্রি দেবি! আপনার কৃপায় আমাদের কর্ম্ম সত্ত্বভাবাপন্ন হউক, আর সেই সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া আপনি আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান্ হউন; তাহাতে, আপনার অধিষ্ঠানে, আমরা যেন রক্ষা পাই।' (১ম—৪৯সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনপঞ্চাশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পাদর্জ্জুনি।

উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবোঅন্তেভ্যস্পরি॥ ৩॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়ঃ। চিৎ। তে। পতত্রিণঃ দ্বিপৎ। চতুঃপৎ। অর্জ্জুনি।

উষঃ। প্র। আরন্ ঋতূন্। অনু। দিবঃ। অন্তেভ্যঃ। পরি॥ ৩॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্জ্জুনি' (সংস্কারকারিণি, সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) 'উষঃ' (জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি!) 'তে' (তব) 'ঋতূন্' (ঋতুন, আগমনানি) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'দ্বিপৎ' (মনুষ্যাদিকং) 'চতুষ্পৎ' (পশ্বাদিকং) 'পতত্রিণঃ' (পক্ষিণঃ) 'চিৎ' (চ, প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ) 'বয়ঃ' (বলং) প্রাপ্নুবন্তি ইতি শেষঃ; অপিচ, তে সর্ব্বে "দিবঃ" (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'অন্তেভ্যঃ' (সীমাভ্যঃ সামীপ্যম্ ইতি যাবৎ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রারন্' (প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি)। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং মধ্যে জ্ঞানদেবস্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূতা ভবতি; জ্ঞানপ্রভাবেন প্রাণিনঃ ঊর্দ্ধগতিং লভন্তে। ইতি ভাবঃ॥ (১ম ৪৯সূ ৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সংস্কারকারিণি (সত্ত্বভাবপ্রদায়িনি) জ্ঞানোন্মেষিণি হে দেবি! আপনার আগমন অনুসরণ করিলে, মনুষ্য পশু ও পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ বল প্রাপ্ত হয়; আরও, তাহারা সকলে স্বর্গলোকের সীমান্তভাগে (নিকটে) প্রকৃষ্টরূপে প্রয়াণ করে। (ভাব এই যে,—সকল প্রাণির মধ্যেই জ্ঞানদেবতার ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়; জ্ঞানপ্রভাবে প্রাণিগণ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে)। (১ম—৪৯সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অর্জ্জুনি শুভ্রবর্ণে উষঃ। উষোদেবতে তে তব ঋতূঁরনুগমনান্যনুলক্ষ্য দ্বিপৎ দ্বিপাৎ মনুষ্যাদিকং চতুষ্পৎ গবাদিকং তথা পতত্রিণঃ পতত্রবন্তঃ পক্ষোপেতা বয়শ্চিৎ পক্ষিণশ্চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শুভ্রবর্ণ উষদেবতে! আপনার গমনকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিপদ মনুষ্যাদি চতুষ্পদ গবাদি এবং পক্ষযুক্ত পক্ষীসমূহ আকাশের প্রান্তভাগ হইতে উপর দিকে গমন করে।

দিবোঽন্তেভ্য আকাশস্যান্তেভ্য পর্য্যুপরি আরন্। প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি। রাত্রাবন্ধকারেণাভিভূতাঃ সর্ব্বে প্রাণিনস্তদাগমানন্তরং চেষ্টাবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ।

পতত্রিণঃ। পতৢ গতৌ। পতন্ত্যনেনেতি পতত্রং। অমিনক্ষ্যজিদনা ত্রন্ প্রত্যয়ঃ। ততো মত্বর্থীয় ইনিঃ। দ্বিপৎ। দ্বৌ পাদাবস্যেতি সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য। পা॰ ৫।৪।১৪০। ইতি পাদশব্দস্যান্তলোপঃ সমাসান্তঃ। অয়স্ময়াদিত্বেন ভত্বাৎ। পাদঃ পৎ। পা॰ ৬।৪।১৩০। ইতি পদ্ভাবঃ। দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ। পা॰ ৬।২।১৯৭। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। চতুষ্পৎ। চত্বারঃ পাদা অস্য। স্বরব্যাকরণং পূর্ব্ববৎ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইণঃ ষ ইত্যনুবৃত্তাবিদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য। পা॰ ৮।৩।৪১। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং। ন চ পরত্বেনাস্য সিদ্ধত্বাৎ কুপ্বোঃ ক পৌ চ। পা॰ ৮।৩।৩৭। ইত্যুপধ্মানীয়াদেশঃ শঙ্কনীয়ঃ। যেন নাপ্রাপ্তিন্যায়েন তস্যাপবাদত্বাৎ। অপবাদস্তু পরমপি পূর্ব্বং বাধত এবেতি বৃত্তাবুক্তং। আরন্। ঋ গতৌ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙি সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চেতি চ্লেরঙাদেশঃ। ঋদৃশোঽঙি গুণ ইতি গুণঃ। আডাগমঃ। ঋতূন্। ঋ গতৌ। অর্ত্তেরৌণাদিকো তুপ্রত্যয়ঃ। অনুর্লক্ষণে। পা॰ ১।৪।৮৪। ইত্যনোঃ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং।

রাত্রিকালে অন্ধকারে অভিভূত প্রাণিগণ তাহার আগমনের অনন্তর কায়িক ব্যাপারে অর্থাৎ কার্য্যে লিপ্ত হয়।

পতত্রিণঃ। গত্যর্থক পতৢ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পতিত হয় ইহার দ্বারা - এই বাক্যে 'পতত্রং' পদ হয়। 'অমিনক্ষি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ত্রন্' প্রত্যয় হইয়াছে। তদুত্তর মত্বর্থীয় 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে। দ্বিপৎ। দুই পদ আছে যাহার—এই বাক্যে 'সংখ্যাসু পূর্ব্বস্য' (পা॰ ৫।৪।১৪০) এই সূত্রে পাদশব্দের অন্তলোপ ও সমাসান্ত হইয়াছে। 'অয়স্ময়াদিত্বেন ভত্বাৎ' এই নিয়মে ভত্ব হেতু, 'পাদঃ পৎ' (পা॰ ৬।৪।১৩০) এই সূত্রানুসারে পদ্ আদেশ হইয়াছে। 'দ্বিত্রিভ্যাং পাদ্দন্মূর্দ্ধসু বহুব্রীহৌ' (পা॰ ৬।২।১৯৭) এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। চতুষ্পৎ। চারিটী পাদ যাহার। স্বর ভিন্ন পদসাধন-প্রণালী পূর্ব্ববৎ। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'ইণঃ ষঃ' (পা ৮।৩।৩৯) এই সূত্রের অনুবৃত্তি বিষয়ে 'ইদুদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য' (পা॰ ৮।৩।৪১) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। চতুষ্পৎ এই পদের 'প'কার পরবর্ত্তিত্বহেতু 'কুপ্বোঃ ক পৌ চ' (পা॰ ৮।৩।৩৭) এই সূত্রানুসারে উপধ্মানীয় আদেশের আশঙ্কা করিতে পার না; কেন না 'যেহেতু অপ্রাপ্তি-বিষয়ে যে বিধি উক্ত হয় সে তাহার বাধক হয়'—এই নিয়মানুসারে বিসর্গের স্থানে 'ষ' প্রাপ্তির ইহা অপবাদ-বিষয়। অপবাদ অর্থাৎ বিশেষ বিধির পরবর্ত্তী বিধিকে বাধ করে বৃত্তিতে এইরূপ উক্ত আছে। আরন্। গত্যর্থ 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমান 'লুঙ্' বিভক্তিতে, 'সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ' এই নিয়মানুসারে 'চ্লেরঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'ঋদৃশোঽঙি গুণঃ' এই নিয়মানুসারে গুণ হইয়াছে। 'অট্' আগম হইয়াছে। ঋতূন্। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋ' ধাতুর উত্তর ভাবে 'ঔণাদিক' 'তু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনুর্লক্ষণে' (পা॰ ১।৪।৮৪) এই সূত্রে 'অনু'র কর্ম্ম-

কর্ম্মপ্রবচনীয় যুক্তে পা০ ২।৩।৮। ইতি দ্বিতীয়া। সংহিতায়াং দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি নকারস্য রুত্বং। অত্রানুনাসিক পূর্ব্বস্য তু বেতি রোঃ পূর্ব্বস্য বর্ণস্য সানুনাসিকত্বং। দিবঃ। উড়িদমিতি বিভক্তিরুদাত্তা। অন্তেভ্যঃ। পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (৫৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর পদবিন্যাস একটু জটিলতা-সম্পন্ন। একটি মাত্র ক্রিয়াপদ আছে—'প্রারন্' অর্থাৎ 'গমন করে'। কিন্তু কোথায় গমন করে? তাহার উত্তর 'দিবঃ অন্তেভ্যঃ পরি'। এখানে 'প্রারন্' পদের পূর্ব্বরূপ (গমন করে) অর্থে ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই 'দিবঃ' পদে 'আকাশের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে সকলেরই ঋকের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'দ্বিপদ মনুষ্যগণ, চতুষ্পদ পশুগণ, এবং পক্ষবিশিষ্ট পাখিগণ আকাশের সীমান্তে গমন করে।' কেবলমাত্র পক্ষীর সম্বন্ধে ঐ উক্তি প্রযুক্ত হইলে, আপত্তির বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু দ্বিপদ মনুষ্য এবং চতুষ্পদ পশুরা উষার উদয় মাত্রে কি করিয়া আকাশের প্রান্তভাগে উঠিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতরাং প্রচলিত ঐ প্রকার অর্থ সঙ্গত নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। কেহ কেহ আবার, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সম্বন্ধে একটি 'গচ্ছতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন; এবং 'প্রারন্' ক্রিয়াপদটিকে পক্ষিগণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত করিয়াছেন; আর 'দিবঃ অন্তেভ্যঃ পরি' অংশকে তৎসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ভাব রক্ষা হয় বলিয়া মনে করি না। পক্ষিগণ যে কেবল উষাকালেই আকাশের প্রান্তভাগে গমন করে, দিবাভাগে অন্য সময়ে যে আকাশে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় না, তাহা নহে; সুতরাং ঐ প্রকার অর্থ পরিহার করিতে আমরা বাধ্য হইলাম।

প্রবচনীয়ত্ব হইয়াছে। 'কর্ম্মপ্রবচনীয় যুক্তে' (পা০ ২।৩।৮) এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হইয়াছে। সংহিতা-বিষয়ে 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' এই নিয়মানুসারে 'ন'কারের রুত্ব হইয়াছে। 'অত্র অনুনাসিক পূর্ব্বস্য তু চ' এই হেতু, 'রু'র পূর্ব্ববর্ণের অনুনাসিকত্ব হইয়াছে। দিবঃ। 'উড়িদং' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। অন্তেভ্যঃ। 'পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থে' এই নিয়মানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের 'সত্ব' হইয়াছে। (১ম - ৪৯সূ - ৩ঋ)।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পশুপক্ষী ও মনুষ্য—সকলের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে জ্ঞান বিদ্যমান্ আছে। অদৃষ্ট কর্ম্মফল স্বীকার করিতে হইলে, কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় অস্বীকার না করিলে, প্রাণিমাত্রের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে; আর, তদ্বিষয় অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ সুগম হইয়া আসে।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা মন্ত্রটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। 'বয়ঃ' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে 'বল' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা দেখিতেছি। আমাদের মতে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ('অর্জ্জুনি' হইতে 'বয়ঃ' পর্য্যন্ত অংশে) এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং মন্ত্রের শেষাংশে ('দিবঃ' হইতে 'প্রারন্' পর্য্যন্ত অংশে) আর এক ভাব ব্যক্ত রহিয়াছে। জ্ঞান যাহারই মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হউক, সেই বল ('বয়ঃ') প্রাপ্ত হয়; আর, সেই ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ করে। এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত। পুরাণে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। পুরাণে এ দৃষ্টান্তের অবধি নাই যে, কর্ম্মফলে কত জন কত যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জড়ভরত প্রভৃতির প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা যায়। হিরণ্যকশিপু ও রাবণ প্রভৃতির এবং ভগবানের অবতার-গ্রহণের বিষয়ও এ পক্ষে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—জ্ঞানের উন্মেষই সকলের সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের হেতুভূত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত উষাদেবতার সম্বোধনসূচক 'অর্জ্জুনি' পদটি মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ পদ 'অর্জ্জ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ—সংস্কার বা পরিষ্কার করা। পাপের ক্লেদ যাহার অঙ্গে অঙ্গে সংলিপ্ত হইয়া আছে, তাহার সেই ক্লেদকে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবী অপসারিত করিয়া দেন। তাই তাঁহার নাম—'অর্জ্জুনি' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা। তাঁহাকে শ্বেতবর্ণা বলা হইয়াছে কেন? অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভা বিস্তার করে, তৎসম্বন্ধেই ঐ পদ প্রযুক্ত হয়।

পাপের ক্লেদ-বশেই, অজ্ঞানতার মোহ-পঙ্কে পড়িয়াই, জীব বিভিন্ন গতি লাভ করে। 'অর্জ্জুনি'—সেই গতিরোধকারিণী। এইরূপ মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দই আমাদের পরিগৃহীত ভাবার্থের পোষকতা করে। তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (১ম—৪৯সূ—৩ঋ)॥

—— * ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক)।

ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনং।

তাং ত্বামুষর্বসূয়বো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বিঽউচ্ছন্তী। হি। রশ্মিঽভিঃ। বিশ্বং। আঽভাসি। রোচনং।

তাং। ত্বাং। উষঃ। বসুঽযবঃ। গীঃঽভিঃ। কণ্বাঃ। অহূষত ॥ ৪ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি!) 'ব্যুচ্ছন্তী' (অজ্ঞানান্ধকারং বিদূরয়ন্তী) ত্বং 'হি' (খলু) 'রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং জগৎ, প্রাণিজাতং) 'রোচনং' (প্রকাশযুক্তং জ্ঞানকিরণান্বিতং—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'আভাসি' (সমন্তাৎ প্রকাশসে, প্রজ্ঞানসম্পন্নং করোষি ইতি ভাবঃ); তস্মাৎ 'তাং' (তাদৃশীং) 'ত্বাং' (দেবীং) 'বসূয়বঃ' (পরমধনাকাঙ্ক্ষিণঃ) 'কণ্বাঃ' (মেধাবিনঃ, অকিঞ্চনাঃ, দীনাতিদীনাঃ—বয়মিতি ভাবঃ) 'গীর্ভিঃ' (স্তোত্রৈঃ) 'অহূষত' (স্তুবন্তি)। অজ্ঞাননাশিকে হে দেবি! ত্বং সর্ব্বেষাং অন্তরে স্বপ্রকাশো ভবসি। তাদৃশী ত্বং অকিঞ্চনান্ অস্মান্ কৃপাং কুরু' ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৪৯সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি! আপনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আপনার জ্ঞান-কিরণ-দ্বারা সংসারের সকল প্রাণিকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করেন; সেই জন্যই তাদৃশী গুণান্বিতা আপনাকে পরমধনাকাঙ্ক্ষী

মেধাবিগণ (অথবা, অকিঞ্চন—আমরা) স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তব করেন (স্তব করি)। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশিকা দেবী সকলেরই অন্তরে আপনিই প্রকাশমানা হয়েন; সেই দেবী অকিঞ্চন আমাদিগকে কৃপা করুন)। (৫ম—৪৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। ব্যুচ্ছন্তী তমো বর্জয়ন্তী ত্বং রশ্মিভিঃ স্বকীয়ৈস্তেজোভির্বিশ্বং সর্বং ভূতজাতং রোচনং রোচমানং প্রকাশযুক্তং যথা ভবতি তথাভাসি। আ সমন্তাৎ প্রকাশয়সি। হি যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বাং তাদৃশীং ত্বাং বসূয়বো বসুকামাঃ বপ্রা মেধাবিন ঋত্বিজঃ কণ্বগোত্রোৎপন্না বা মহর্ষয়ো গীর্ভিঃ স্তুতিলক্ষণৈর্বচোভিরহূষত। স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। কণ্ব ইতি মেধাবিনাম। কণ্ব ঋভুরিতি তন্নামসু পাঠাৎ॥

আভাসি। ভা দীপ্তৌ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। সিপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। রোচনং। রুচ দীপ্তৌ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বসূয়বঃ। বসু ধনমাত্মন ইচ্ছন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। অকৃৎ সার্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। গীর্ভিঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। কণ্বাঃ। কণ শব্দার্থঃ। অশিপ্রুষিলটিকণীত্যাদিনা ক্বন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অহূষত। হ্বেঞো লুঙি ত্বঃ সম্প্রসারণমিত্যনুবৃত্তৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষঃ! আপনি তমো বর্জন করিয়া স্বকীয় রশ্মিদ্বারা সমস্ত ভূতসমূহকে প্রকাশযুক্ত করিয়া সম্যক্‌রূপে দীপ্যমান হইয়া থাকেন। যেহেতু আপনি এইরূপ, সেই হেতুই ধনপ্রার্থী মেধাবী ঋত্বিকগণ অথবা কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন। কণ্ব ইহা মেধাবিনাম। তন্নামসমূহ মধ্যে কণ্ব মেধাবী এইরূপ পাঠ আছে।

আভাসি। দীপ্ত্যর্থ 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদিত্ব-হেতু 'শপে'র লুক হইয়াছে। 'সিপে'র 'পিত্ব'-হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'হিচ' এই নিয়মানুসারে 'গতির' অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। রোচনং। দীপ্ত্যর্থক 'রুচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ' এই নিয়মানুসারে 'যুচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'চিত' এই সূত্রানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বসূয়বঃ। আত্মসম্বন্ধে বসু অর্থাৎ ধনকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' এই নিয়মানুসারে ক্যচ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অকৃৎ সার্বধাতুকয়োঃ' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'ক্যাচ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। গীর্ভিঃ। 'সাবেকাচ্' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। কণ্বাঃ। 'কণ' অর্থ শব্দ। 'অশিপ্রুষলটিকণী' এই নিয়মানুসারে 'ক্বন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অহূষত। 'হ্বেঞ' ধাতুর উত্তর 'লুঙ্' বিভক্তিতে 'ত্বঃ' আদেশ এবং 'সম্প্রসারণং' এই নিয়মের অনুবৃত্তিহেতু

বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বে হল ইতি দীর্ঘত্বং। চ্লেঃ সিচ্। একাচ ইতীট্‌প্রতিষেধঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। (১ম - ৪৯সূ ৪ঋ।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে ষষ্ঠী বর্গঃ। ১।৪।৬।

চতুর্থ (৫৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে, ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম যে কি—তাহা উপলব্ধি হয় না। নিম্নে ঋকের দুইটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতে প্রার্থনা-পক্ষে এই ঋকে কি ভাব পাওয়া যাইতে পারে, পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। সে অনুবাদ দুইটি এই;—

(১) "হে উষাদেবতে! আপনি স্বীয় তেজঃ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছেন, অতএব কণ্ববংশীয় মেধাবী ঋত্বিক সকল আপনাকে স্তুতিবাক্য দ্বারা স্তব করেন।"

(২) "হে উষা! তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মি দ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর; কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতিবচন দ্বারা স্তব করিয়াছে।"

উভয় প্রকার ব্যাখ্যাতেই উষাকালের প্রতি লক্ষ্য আছে; সুতরাং প্রার্থনার মর্ম্ম পরিস্ফুট হয় নাই; পরন্তু কি কারণে কি প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, তাহারও ভাব-সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিস্ফুট আছে বলিয়া মনে করি। তথাপি তদ্বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এই মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে হইলে, মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী শব্দের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ প্রথম আবশ্যক হইবে। সেই সূত্রে, মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্যুচ্ছন্তী,' 'রশ্মিভিঃ,' 'রোচনং,' 'আভাসি' 'বসূয়বঃ' ও 'কণ্বাঃ' প্রভৃতি পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হওয়া প্রয়োজন। তাহাতেই মন্ত্রার্থ বিশদ

'বহুলং ছন্দসি' সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'পরপূর্ব্বত্বে হল্‌' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। 'চ্লেঃ সিচ্‌' এই সূত্রানুসারে 'সিচ্‌' প্রত্যয় হইয়া 'একাচ' এই সূত্রে 'ইটে'র প্রতিষেধ হইয়াছে। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু 'গুণ' হয় নাই। (১ম ৪৯সূ—৪ঋ)।

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত। ১।৪।৬॥

* * *

হইয়া আসিবে। ঐ সকল শব্দের, বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি; আবারও কিছু বলিতেছি। 'ব্যুচ্ছন্তী' পদের সাধারণ অর্থ 'তমোনাশ করিয়া।' কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদে অজ্ঞানতা-রূপ তমোনাশের বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। 'রশ্মিভিঃ' পদে 'জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা' অর্থ আসে। 'রোচনং' পদে 'প্রকাশান্বিত করার' ভাব প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে 'জ্ঞান কিরণান্বিত' হওয়ার প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। 'আভাসি' পদে 'সমন্তাৎ প্রকাশ করার অর্থাৎ প্রজ্ঞানসম্পন্ন করার' প্রার্থনাই ব্যক্ত হয়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ("উষঃ ব্যুচ্ছন্তী" হইতে "রোচনং আভাসি" অংশে) ভাব দাঁড়ায়,—'হে দেবি। আপনি জীবের অজ্ঞানতা দূর করিয়া জীবকে জ্ঞানসম্পন্ন করেন।' এ পক্ষে, এই অংশ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ অংশের "বসূয়বঃ" পদে সাধনার ধনের কামনা প্রকাশ পায় নাই। উহাতে পরমধনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশমান্। "কণ্ব" পদে দ্বিবিধ অর্থেই ভাবসঙ্গতি অব্যাহত থাকে। এতদনুসারে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায়,—'জীবের অজ্ঞানতা নাশ করাই যে দেবতার কার্য্য, সেই দেবতা আমাদিগকে কৃপা করুন।'

জ্ঞানদাত্রী দেবীর নিকট কোন্ প্রার্থনা সঙ্গত? যাহা সুসঙ্গত, সেই অজ্ঞানান্ধকার-নাশের এবং জ্ঞানালোক-প্রকাশের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান স্বতঃই মানুষের হৃদয়ে প্রকাশ পাইবার জন্য যত্নশীল হয়—ইহা জ্ঞানের সাধারণ মর্ম্ম। মানুষ হেলায় জ্ঞানের সে উদ্বোধনায় উপেক্ষা করে। এখানে প্রার্থীর প্রাণে সেই ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থী তাই যেন কহিতেছেন,—'দেবি! আপনি স্বতঃপ্রকাশশীলা। আমাদিগের কর্ম্মসামর্থ্য তেমন কিছুই নাই যে, আপনাকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। আমাদিগের একমাত্র ভরসা,—আপনার সেই স্বতঃপ্রকাশশীলা মহিমা। অকিঞ্চন আমাদিগের এই স্তবে তুষ্ট হইয়া, আপনি সেই মহিমা বিস্তার করুন;—আমাদিগের অজ্ঞানতা নাশ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন।' এই ভাব এই প্রার্থনা লইয়াই মন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৪৯সূ—৪ঋ)।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। নবমোঽনুবাকঃ। পঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। সপ্তমাষ্টমৌ দ্বৌ বর্গৌ।

পঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তের ত্রয়োদশ-সংখ্যক ঋক্মন্ত্র, ব্রাহ্মণের নিত্য-কর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় সূক্তের সকল মন্ত্রগুলিই প্রযুক্ত হয়। সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় কেবল প্রথম মন্ত্রটীর ("উদু ত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রের) প্রয়োগ আছে।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই নিত্যব্যবহার্য্য মন্ত্র-কয়েকটীরও অর্থ-বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। কাহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র-কয়েকটী প্রযুক্ত, তাঁহার স্বরূপ কি প্রকারে পরিবর্ণিত হইয়াছে—মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাহা লইয়াই মত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য এই সূক্তের ঋক্ কয়েকটীর যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রহেলিকার উপর প্রহেলিকা আসিয়া উপস্থিত হয়। মন্ত্র কয়েকটী সূর্য্য-দেবতা-বিষয়ক। তাঁহার ব্যাখ্যায়, সেই দেবতা কখনও পরমাত্মারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, কখনও বা সে ব্যাখ্যা হইতে হস্তপদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তিমান পুরুষকে কল্পনা করা যাইতে পারে, কখনও বা সেই দেবতা পরিদৃশ্যমান জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যরূপেই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, মন্ত্রের পর মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, অর্থ-সঙ্গতির পৌর্ব্বাপৌর্য্য-রক্ষায় কোথাও কোনও প্রয়াস নাই। যেন বিচ্ছিন্ন বিপরীত-ভাবাপন্ন মন্ত্র-কয়েকটী অস্ফুট-জ্ঞান অজ্ঞজন কর্ত্তৃক গ্রথিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল,—মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সকল দেখিলে তাহাই মনে আসে।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এই মন্ত্রগুলি যে অস্ফুট-জ্ঞান অজ্ঞজনের উক্তি, তাহা প্রমাণ করিবার পক্ষে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাষ্যের ও প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি। ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—সূর্য্য গতিশীল। মূলে 'তরণি' পদ আছে। তাহা হইতেই ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—সূর্য্য দ্রুত গতিতে গমন করেন; এমন কি, এ পক্ষে স্মৃতির প্রমাণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে,—সূর্য্য অর্দ্ধ নিমিষে ২২০২ যোজন পথ পরিভ্রমণ করেন। সূর্য্য গতিশীল. সূর্য্যের উদয়-অস্তে সূর্য্য ঘুরিতেছেন —এরূপ সিদ্ধান্ত, অজ্ঞ সমাজেরই নিদর্শন। যাঁহারা বেদকে সে দৃষ্টিতে দেখিবেন, এতদ্দ্বারা

তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ঐরূপ নহে। সায়ণের ভাষ্যেও সে ভাব যে না পাওয়া যায়, তাহা নহে। অপিচ, আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের সেই নিগূঢ় লক্ষ্যই প্রকটিত দেখিবেন।

এইরূপ, সূর্যদেব বলিতে যে শরীরধারী কোনও প্রাণীকে বা পুরুষকে বুঝাইতেছে,—প্রচলিত ব্যাখ্যাতে তাহাও লক্ষ্য করুন। সূর্য্যের রথ আছে, হরিত নামক সাতটী অশ্বে তাঁহার সে রথ বহন করে, যযোজিত সেই অশ্বসকল দ্বারা তিনি যজ্ঞগৃহে গমন করেন;—অষ্টম ও নবম ঋকের প্রচলিত অর্থে এইরূপ ভাব প্রকাশমান আছে। সূর্য্য রোগনাশ করেন, শত্রুনাশ করেন, অন্তরিক্ষ লোকে গতাগতি করিয়া থাকেন,—তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ আরও বিবিধ উক্তি ব্যাখ্যাদিতে দেখিতে পাই। একপক্ষে এই ভাব; অন্যপক্ষে সায়ণের ভাষ্যেই আবার দুই একটী মন্ত্রের প্রসঙ্গে তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া প্রখ্যাপিত করা হইয়াছে। ফলতঃ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সূক্তকয়েকটীর অর্থের সামঞ্জস্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিতেছি—সে দৃষ্টিতে দেখিলে, সকল মন্ত্রই এক অভিন্ন সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদমন্ত্রের ইহাই বিশিষ্টতা ইহাই বৈচিত্র্য। আমাদিগের কৃত এক একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশদার্থ আলোচনা করিয়া দেখুন; কি ভাবের মধ্যে কি তত্ত্ব বিকাশমান রহিয়াছে, আপনিই বুঝিতে পারা যাইবে।

— — • ——

পঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চং সপ্তমং সূক্তং প্রস্কণ্বস্যার্ষং সূর্য্যদেবত্যং। আদৌ নব গায়ত্র্যঃ শিষ্টাশ্চতস্রোঽনুষ্টুভ ইত্যুক্তং। তথাচানুক্রান্তং উদু ত্যং সপ্তোনা সৌর্য্যং নবাদ্যা গায়ত্র্য ইতি॥ আশ্বিনশস্ত্রে সৌর্য্যে ক্রতাবুদুত্যমিত্যাদয়ো নবর্চ্চং শংসনীয়াঃ। সংস্থিতেষাশ্বিনায়েতি খণ্ডে সূত্রিতং। সূর্য্যো নো দিবঃ উদু ত্যং জাতবেদসমিতি নব। আং ৬।৫। ইতি॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ।

• • •

পঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

সপ্তমসূক্তে (নবম অনুবাকের) 'উদুত্যং' ইত্যাদি ত্রয়োদশটী ঋক্ আছে। এই সকল ঋকের ঋষি প্রস্কণ্ব দেবতা সূর্য্য। প্রথম নয়টী ঋকের ছন্দ গায়ত্রী, অবশিষ্ট চারিটীর ছন্দ অনুষ্টুভ্। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—"উদু ত্যং সপ্তনা সৌর্য্যং নবাদ্যা গায়ত্র্য ইতি।" আশ্বিনশস্ত্র-বিষয়ে সূর্য্য-সম্বন্ধি ক্রতুতে 'উদু ত্যং' ইত্যাদি নয়টী ঋক্ উচ্চারণীয়। 'সংস্থিতেষাশ্বিনায়' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে; যথা,—'সূর্য্যো নো দিব উদু ত্যং জাতবেদসমিতি নব।" (আং ৬।৫) ইতি। তাহারই এই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য নবমানুবাকে পঞ্চাশং-সূক্তং। প্রস্কণ্ব ঋষি। গায়ত্রং অনুষ্টুভং চ ছন্দঃ।
সূর্য্যো দেবতা। আশ্বিনশস্ত্রে সৌর্য্যে ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশং-সূক্তং। প্রথমা ঋক)।

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। উং ইতি। ত্যং। জাতঽবেদসং। দেবং। বহন্তি। কেতবঃ।
দৃশে। বিশ্বায়। সূর্য্যং ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ জ্ঞানরশ্ময়ঃ) 'বিশ্বায়' (সর্ব্বস্মৈ দেবভাবায়) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং, ধনপতিং) 'দেবং' (দ্যোতমানং, স্বপ্রকাশ-শীলং ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (জ্যোতিঃস্বরূপং পরব্রহ্ম, পরমাত্মানং বা ইতি ভাবঃ) 'উদ্‌বহন্তি' (ঊর্দ্ধং বহন্তি, সাধকস্য সহস্রারে প্রকাশয়ন্তি)। জ্ঞানসাহায্যেন সাধবো ভগবৎ-স্বরূপং অনুভবং কুর্ব্বন্তি ॥ (১ম—৫০সূ—১ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মিসমূহ, সমস্ত দেবভাবের দর্শন নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ (অথবা ধনপতি) দ্যোতমান্ (স্বপ্রকাশ) জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে (পরমাত্মাকে) সাধকের সহস্রার-পদ্মে প্রকাশিত করিয়া থাকে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানসাহায্যেই সাধুগণ ভগবানের স্বরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন) ॥ (১ম—৫০সূ—১ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্য্যাশ্বাঃ। যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রেরকমাদিত্যামু বহন্তি। ঊর্দ্ধং বহন্তি। উং ইতি পাদপূরণঃ। ছান্দসো মকারলোপঃ। উক্তঞ্চ। মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি। কিমর্থং? বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুং। যথা সর্ব্বে জনাঃ সূর্য্যং পশ্যন্তি তথোর্দ্ধং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সূর্য্যং? ত্যং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং। জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা। দেবং। দ্যোতমানং। অত্র নিরুক্তং। উদ্বহন্তি তং জাতবেদসং দেবমশ্বাঃ কেতবো রশ্ময়ো বা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সন্দর্শনায় সূর্য্যং। নি০ ১২।১৫। ইতি।

জাতবেদসং। জাতানি বেত্তীতি জাতবেদাঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যসুন পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। দৃশে। দৃশে বিখ্যে চেতি তুমর্থে নিপাতিতঃ। সূর্য্যং। রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা ষু প্রেরণ ইত্যস্মাৎ ক্যপি রুড়াগমসহিতো নিপাতিতঃ। অতঃ প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম ৫০সূ ১ঋ)॥

প্রথম (৫৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ হয়,—'প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্বগণ অথবা সূর্য্য-কিরণসমূহ সকলের (স্ব স্ব কর্ম্মে) প্রেরক আদিত্যদেবকে ঊর্দ্ধদেশে বহন করিয়া থাকে। কি জন্য বহন করিয়া থাকে? না—সমগ্র ভুবনের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞাপক সূর্য্যের অশ্বসমূহ অথবা সূর্য্যের রশ্মিসমূহ সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া থাকে। ('উং' ইহা পাদপূরণার্থক। ছান্দস-হেতু 'ম'-কারের লোপ হইয়াছে। এ বিষয়ে উক্তি আছে, 'মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি।') কিজন্য বহন করে? বিশ্বস্থ জনসমূহের দর্শনের জন্য। যাহাতে জনসমূহ সূর্য্যকে দেখিতে পায়, সেইভাবে সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া থাকে। সূর্য্য কি প্রকার? প্রসিদ্ধ, সকল প্রাণিবিষয়ে জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন, এবং দীপ্তিমান্। এইস্থলে নিরুক্ত বলিয়াছেন, দেবাশ্বসমূহ অথবা রশ্মিসমূহ সর্ব্বভূতের সন্দর্শনার্থ সেই জাতবেদা সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে বহন করিয়া থাকে।' (নি০ ১২।১৫)।

জাতবেদসং। জাত অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে জানেন—এই বাক্যে 'জাতবেদাঃ' পদ হয়। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বঞ্চ' এই নিয়মানুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় ও পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। দৃশে। 'দৃশে বিখ্যে চ' এই নিয়মানুসারে তুমর্থে নিপাতন সিদ্ধ। সূর্য্যং। 'রাজসূয়সূর্য্য' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রেরণার্থক 'ষূ' ধাতুর উত্তর 'ক্যপ্' প্রত্যয় করিয়া রুড়াগমের সহিত নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে। এই হেতু অনুদাত্ত-বিষয়ে ধাতুস্বরের সহিত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—১ঋ)।

দর্শন নিমিত্ত (অর্থাৎ সকল লোকই যাহাতে সূর্য্যদেবকে দেখিতে পায়, সেই জন্য)। সূর্য্যদেব কিরূপ? না—প্রসিদ্ধ, প্রাণিসমূহের বিজ্ঞাতা বা জাতপ্রজ্ঞ অথবা জাতধন।' ভাষ্যকারের এই অর্থকেও আবার আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। *

আমরা কিন্তু এ মন্ত্রটীর মধ্যে অন্য এক মহান্ উচ্চ ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'কেতবঃ' পদের অর্থ, ভাষ্যকারের মতে প্রজ্ঞাপক সূর্য্যাশ্ব। ভাষ্যকার 'সূর্য্যের ঘোটক' অর্থ (ঋগ্বেদের অনেক স্থানে) গ্রহণ করেন। এখানে অশ্ব অথবা রশ্মি দুই অর্থই আমনন করিয়াছেন আমরা ঐ পদের অর্থ বরাবরই 'প্রজ্ঞাপক জ্ঞানরশ্মিসমূহ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে প্রজ্ঞাপক শব্দ জ্ঞানকিরণেরই পূর্ণ দ্যোতক। 'দৃশে বিশ্বায়' পদে সায়ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—'সমগ্র ভুবনের দর্শন-নিমিত্ত।' কিন্তু ভুবনের কি দর্শন করিবার নিমিত্ত? কোনও বিশিষ্ট ভাব উহার অন্তর্নিহিত নাই কি? আমরা বলি, সে ভাব—সমগ্র দেবভাবের দর্শন জন্য। জ্ঞান-সাহায্যেই দেবভাব পরিদৃষ্ট হয়,—জ্ঞানই মানুষকে দেবত্বের অধিকারী করে। "দৃশে বিশ্বায়" পদদ্বয়ে এই তত্ত্বই প্রকটিত। মন্ত্রস্থিত অন্যান্য পদগুলির ভাষ্যানুসারী অর্থই আমরা গ্রহণ করি। কেবল, 'সূর্য্য' শব্দের অর্থ আমরা 'জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি।

এখানে নানা আপত্তির কথা উঠিতে পারে। ব্যাখ্যাকারগণ বলিতে পারেন,—'সূর্য্য' পদে যে পরমাত্মাকে বুঝায়—এ প্রমাণ কোথাও নাই। সেই ধারণা লইয়াই বেদের ব্যাখ্যাদি চলিয়া থাকে; সুতরাং এ প্রসঙ্গে বিতর্ক অপরিহার্য্য অতএব, এখানে দুই একটী প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম প্রমাণ—সায়ণাচার্য্য। 'সূর্য্য' পদে যে পরব্রহ্মকে বা

---

* ব্যাখ্যাকারগণ, এ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে আমরা নিম্নে দুইটী অর্থ প্রদান করিলাম। যথা,—"অশ্বরূপ রশ্মিসকল জন্মমাত্রের প্রবুদ্ধকারী সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই অগ্নিদেবতাকে নিরন্তর ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন। তাহাতেই এই বিশ্বচরাচর দৃষ্ট হইতেছে।" (২) "যেরূপে ভুবনস্থ সকল লোক দেখিতে সমর্থ হয়, সূর্য্যের রশ্মি বা ঘোটক-সমূহ প্রাণিসকলের বিজ্ঞাতা জ্যোতিমান্ সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যকে সেই প্রকারে ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে অর্থাৎ লইয়া যাইতেছে।"

পরমাত্মাকে বুঝাইতে পারে, তাঁহার ভাষ্যেও, হয় তো বা তাঁহার অলক্ষিত-ভাবেই, সে তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রথম মন্ত্রে যদিও তিনি সে ভাব পরিগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু চতুর্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সে ভাব স্পষ্টতঃ পরিব্যক্ত। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন,—"হে সূর্য্য! অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্" ইত্যাদি। এইরূপ দশম ঋকের ব্যাখ্যাতেও বুঝা যায়,—তিনি সূর্য্যকে পরমাত্মা-রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার বর্ণনায়, সূর্য্য পদে এক পক্ষে যেমন দৃশ্যমান্ তেজঃপুঞ্জ-রূপ সূর্য্যকে বুঝাইয়াছে এবং সে সম্পর্কে নানা ভ্রম-ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্যপক্ষে তেমনই আবার ঐ পদে দৃষ্টির অগোচর ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত বা তাহারও অতীত পরমাত্মাকে বা পরব্রহ্মকেও দ্যোতনা করিয়াছে। সায়ণের দুই রূপ মত বলিয়া এবং তাঁহার শেষোক্ত মতে আমাদিগের আস্থা-হেতু, আমাদিগের ব্যাখ্যায় কেহ বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন। সুতরাং এ পক্ষে সায়ণের অবলম্বন-স্থানীয় নিঘণ্টু-নিরুক্ত হইতে যদি কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তাহা অবশ্যই উপেক্ষণীয় হইতে পারিবে না।

আমরা দেখিতে পাই, 'সূর্য্য' পদের প্রতিবাক্যে 'নিঘণ্টু'-শাস্ত্রে তিনটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা;—

(১) "সূর্য্যঃ সর্তের্ব্বা," (২) "সুবতের্ব্বা," (৩) "স্বীর্য্যতের্ব্বা।"

যাঁহাতে স্থিতি, যাঁহা হইতে উৎপত্তি, যাঁহাতে গতি বা লয়,—তিনিই সূর্য্য।

এ পক্ষে সূর্য্য-পদে সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারণ ভগবানকেই যে বুঝাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অপিচ, এই উপলক্ষে আলোচ্য মন্ত্রটীই ("উদু ত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রই) নিঘণ্টু প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সেখানে সেদেরই এক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। সে প্রমাণ; যথা,—

"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও—সায়ণের লক্ষ্য যদিও দৃশ্যমান্ সূর্য্যের প্রতি

প্রধাবিত বটে; কিন্তু তাঁহার সেই ব্যাখ্যার মুখেই মন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"ঈদৃগ্ ভূমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী সূর্য্যোঽন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরকঃ পরমাত্মা জগতো জঙ্গমস্য তস্থুষঃ স্থাবরস্য আত্মা স্বরূপভূতঃ। স হি সর্ব্বস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য কার্য্যবর্গস্য কারণং।"

ইহাতে কোন্ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য পড়ে, সহজেই বুঝা যায় না কি? যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মারূপে বিদ্যমান, তিনিই সূর্য্য। তিনি সকলেরই উৎপত্তির কারণ, তিনি সকলেরই রক্ষক-স্থানীয়, তিনি সকলেরই লয়-স্থান। ব্রাহ্মণেও এ বিষয় এইরূপ প্রখ্যাত আছে; যথা,—"য এষ সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চেতি এতদিহৈবোপেক্ষং।" এইরূপেই বুঝা যায়, 'সূর্য্য' বলিতে এখানে কোন্ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। অবশ্য বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দৃষ্টিতে সূর্য্য-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রখ্যাত ও প্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থই শাস্ত্র-সম্মত ও ভাব-সঙ্গত এবং উন্নত-স্তরের সাধকের পরিগৃহীত।

এই মন্ত্র সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। "উদু ত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রটী সামবেদের আগ্নেয়-পর্ব্বের মধ্যে আছে। তদনুসারে প্রশ্ন উঠে,—আগ্নেয় পর্ব্বের মধ্যে সূর্য্যাত্মক মন্ত্র কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? উত্তরে সায়ণ বলিয়াছেন,—'ছত্রিণো গচ্ছন্তি' এই নিয়মানুসারে এখানে সূর্য্যাত্মক মন্ত্রও আগ্নেয় বলিয়া গণ্য; অর্থাৎ—'ছাত্রগণ গমন করিতেছে' বলিলে, তন্মধ্যস্থিত কাহারও যদি ছত্র না থাকে, সেও যেমন ছত্রিরূপে গণ্য হয়, তদ্রূপ; এবং 'প্রাণভৃত উপদধাতি' এস্থলে অগ্ন্যাধান-সম্বন্ধীয় ইষ্টকোপাধান-বিধিতে প্রথম মন্ত্রে প্রাণ শব্দের গ্রহণ থাকায়, জৈমিনির 'সমবায়াৎ' সূত্রানুসারে যেমন তন্মন্ত্রযুক্ত অপর মন্ত্রও 'প্রাণভৃৎ' শব্দের লক্ষ্য, ইহাও সেইরূপ। ইহাতে কষ্টকল্পনার দ্বারা এই মন্ত্রের আগ্নেয়ত্ব সমর্থিত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মতে এরূপ কষ্টকল্পনা করিবার আবশ্যক করে না। এ মন্ত্র যজুর্ব্বেদেও একাধিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত দেখি। তাহাতেও দৃশ্যমান 'সূর্য্য' অর্থ গ্রহণ করা যায় না। পরব্রহ্মের সূর্য্যরূপ বিভূতিতেই জ্যোতিঃর পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি পূর্ণব্রহ্ম-রূপে

পরিকল্পিত হন। এ পক্ষে মন্ত্রস্থিত বিশেষণ-পদ-কয়েকটীরও বেশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে আলোচ্য মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে,—'সাধক যখন শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, তখন তিনি সেই জ্ঞান-সাহায্যে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ শিরস্থিত সহস্রার-পদ্মে দেখিতে পান; এবং সেই পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত দেবভাব স্বতঃই অধিগত হইয়া থাকে।' যেদিক দিয়াই বিচার করুন, আমরা মনে করি, মন্ত্র এই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে॥ (১ম—৫০সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।

সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥২॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অপ। ত্যে। তায়বঃ। যথা। নক্ষত্রা। যন্তি। অক্তুঽভিঃ।

সূরায়। বিশ্বঽচক্ষসে॥২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অক্তুভিঃ' (রাত্রিভিঃ সহ, সূর্য্যোদয়ে রাত্র্যপগমে ইতি ভাবঃ) 'নক্ষত্রা' (নক্ষত্রাণি) 'যথা' (যদ্রূপেণ) 'অপ যন্তি' (অপগচ্ছন্তি, অদৃশ্যানি ভবন্তি), 'বিশ্বচক্ষসে' (সর্ব্বদ্রষ্ট্রে) 'সূরায়' (জ্ঞানসূর্য্যস্য উদয়ে ইতি যাবৎ) 'ত্যে' (প্রসিদ্ধাঃ, অজ্ঞানতামধ্যগতা অসদ্বৃত্তি-প্রভৃতিরূপাঃ) 'তায়বঃ' (দস্যবঃ, সদ্ভাবাপহারকাঃ রিপুশত্রবঃ) অপগচ্ছন্তি ইতি শেষঃ। জ্ঞানোদয়েন অজ্ঞানতা দূরী ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সূর্য্যোদয়ে রাত্রি অপগত হইলে নক্ষত্রসকল যেমন অদৃশ্য হয়, সর্ব্বদ্রষ্টা জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অজ্ঞানতা-সম্ভাগত অসদ্বৃত্তি-প্রভৃতিরূপ প্রসিদ্ধ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) তদ্রূপ অপসৃত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়)॥ (১ম—৫০সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যে তায়বো যথা। প্রসিদ্ধাস্তস্করা ইব নক্ষত্রা নক্ষত্রাণি দেবগৃহরূপাণি। দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদ্বা। ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠায় যে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি তে নক্ষত্ররূপেণ দৃশ্যন্তে। তথা চ শ্রূয়তে। যো বা ইহ যজতেঽমুং লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বমিতি। যদ্বা তেষাং সুকৃতিনাং জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণ্যুচ্যন্তে। সুকৃতাং বা এতানি জ্যোতীংষি যন্নক্ষত্রাণীত্যাম্নানৎ। যাস্কস্ত্বাহ। নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণো নেমানি ক্ষত্রাণীতি চ ব্রাহ্মণং। নি০ ৩।২০। ইতি। তথাবিধানি নক্ষত্রাণ্যক্তুভী রাত্রিভিঃ সহাপযন্তি। অপগচ্ছন্তি। বিশ্বচক্ষসে। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রকাশকস্য সূরায় সূর্য্যস্যাগমনং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ। তস্করা নক্ষত্রাণি চ রাত্রিভিঃ সহ সূর্য্য আগমিষ্যতীতি ভীত্যা পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তায়ুরিতি স্তেননাম। তায়ুস্তস্কর ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অক্তুরিতি রাত্রিনাম। শর্ব্বর্য্যক্তুরিতি তত্র পাঠাৎ॥

যথা। যথেতি পাদান্ত ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। নক্ষত্রা। নক্ষ গতৌ। অমিনক্ষিযজিবন্ধিপতিভ্যোঽত্রন্নিত্যত্রন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নভ্রাণ্নপাদিত্যত্রবৃত্তৌ স্বেবমুক্তং। ন

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

"ত্যে তায়বো যথা" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ তস্করের ন্যায় নক্ষত্রসমূহ। নক্ষত্রসমূহ দেবগৃহস্বরূপ; শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে—"দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি"; অথবা, ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাহারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়, তাহারা নক্ষত্ররূপে দৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে আরও আছে "যো বা ইহ যজতেঽমুং লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বং" ইতি; অথবা, সেই সুকৃতীগণের জ্যোতিঃসমূহ নক্ষত্র বলিয়া কথিত হয়। যাহা নক্ষত্র বলিয়া কথিত হয়, তাহা সুকৃতীগণেরই জ্যোতিঃ। যাস্ক বলিয়াছেন,—"নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণো নেমানি ক্ষত্রাণীতি চ ব্রাহ্মণং।" (নি০ ৩।২০)। এবম্বিধ নক্ষত্রসকল সর্ব্বলোক প্রকাশক সূর্য্যের আগমন দেখিয়া রাত্রির সহিত অপগত হয় অর্থাৎ পলায়ন করে। তস্করনক্ষত্রসকল, সূর্য্য আগমন করিবেন—এই ভয়-প্রযুক্ত রাত্রির সহিত অন্তর্হিত হয়। 'তায়ু' ইহা স্তেননাম। তন্নামসমূহ মধ্যে 'তায়ু তস্কর' এইরূপ পাঠ আছে। 'অক্তুভিঃ' ইহা রাত্রির নাম। রাত্রিনামমধ্যে 'শর্ব্বরী অক্তু' এইরূপ পাঠ আছে।

যথা। 'যথেতিপাদান্ত' এই নিয়মানুসারে সর্ব্বাবয়বের উদাত্ত হইয়াছে। নক্ষত্রা। গত্যর্থক 'নক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অমিনক্ষিযজিবন্ধিপতিভ্যোঽত্রন্' এই নিয়মানুসারে 'অত্রন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিত্ব'-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নভ্রাণ্নপাৎ' এইস্থানে বৃত্তিই এরূপই

ক্ষরতি নক্ষীয়ত ইতি বা নক্ষত্রং। ক্ষীয়তেঃ ক্ষরতের্ব্বা নক্ষত্রমিতি নিপাত্যত ইতি। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ; যন্তি ইণ্ গতৌ। ইণো যণিতি যণাদেশঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে। বিশ্বং চষ্টে প্রকাশয়তীতি বিশ্বচক্ষাঃ। চক্ষের্ব্বহুলং। শিচ্চেত্যসুন্ প্রত্যয়ঃ। শিত্বেন সার্ব্বধাতুকত্বাৎ খ্যাঞো দেশাভাবঃ। উভয়ত্র ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বক্তব্যেতি চতুর্থী॥ (১ম ৫০সূ ২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৫৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের শব্দগত অর্থ-সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। তবে প্রচলিত অর্থে উপমাটি যাহার উদ্দেশ্যে যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই, মন্ত্রার্থ অনুশীলনে তাহার বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই আমাদিগের বক্তব্য বোধগম্য হইবে। যথা,—

"যে প্রকার প্রসিদ্ধ চোরসকল সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যদেবের আগমন দেখিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ রাত্রির নক্ষত্রসকল সূর্য্যের আগমনে প্রস্থান করে অর্থাৎ অদৃশ্য হয়।"

আমরা মনে করি, এখানে উদ্দেশ্য-বিধেয় যথাযথ পরিব্যক্ত হয় নাই। 'প্রসিদ্ধ' চোরের পলায়নের সহিত নক্ষত্রের অদৃশ্য হওন—এবম্বিধ উপমার সার্থকতা দেখা যায় না।

এ পক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত 'ত্যে' (তে) পদের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিলেই ভাবার্থ পরিস্ফুট হয়। "ত্যে তায়বঃ" বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে? সেই প্রসিদ্ধ দস্যু কাহারা? পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গেলে, অন্তরস্থ সদ্ভাবাপহারক অজ্ঞানতা ও অসদ্বৃত্তি প্রভৃতিরূপ দস্যুগণের বিষয়ই মনে আসে। উহাদিগের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ

উক্ত হইয়াছে। ক্ষরিত হয় না বা ক্ষীণ হয় না—এই বাক্যে নক্ষত্র পদ হয়। ক্ষীয়তেঃ ক্ষরতের্ব্বা নক্ষত্রম্ এই নিয়মানুসারে নিপাতনে 'ত্র' প্রত্যয় হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। যন্তি। গত্যর্থক 'ইণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ইণো যণ্' আদেশ হইয়াছে। সূরায় বিশ্বচক্ষসে। বিশ্বকে প্রকাশ করেন—এই বাক্যে 'বিশ্বচক্ষাঃ' পদ হয়। 'চক্ষের্ব্বহুলং শিচ্চেতি' নিয়মানুসারে 'অসুন্' প্রত্যয় হইয়াছে। শিত্ব-হেতু সার্ব্বধাতুকত্ব-প্রযুক্ত 'খ্যাঞ' আদেশ হয় নাই। সূরায় ও বিশ্বচক্ষসে এই উভয় স্থানেই 'চতুর্থী বক্তব্যা' এই নিয়মানুসারে চতুর্থী হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—২ঋ)।

* * *

দস্যুই বা আর কে আছে? অতএব, এখানে সদ্ভাবাপহারক দস্যুর বিষয়ই প্রখ্যাত আছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ 'ত্যে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এক্ষণে উপমার সার্থকতা অনুধাবন করিয়া দেখুন। অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্র দীপ্তি পায়। রাত্রি শেষ হইলে, সূর্য্যোদয় হইলে, আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ, হৃদয় যতক্ষণ অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ অসদ্‌বৃত্তি-প্রভৃতি-রূপ দস্যুগণ (রিপুশত্রুগণ) প্রবল হইয়া উঠে। নৈশ অন্ধকারে নক্ষত্র যেমন ঝিকিমিকি করে, আলোক দিতেছে বলিয়া মনে হয়; অজ্ঞান অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রিপুরও সেইরূপ চাকচিক্য অনুভূত হয়,—উপযোগিতার বিষয়ে ভ্রান্তি আসে। কিন্তু যেই জ্ঞানোদয় হয়, যখনই জ্ঞান সূর্য্য হৃদয়ে আলোক বিতরণ করেন, তখনই সে সকল দস্যু অন্তরিত হয়,—পলায়ন করে। এ মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য তত্ত্বই প্রকটিত আছে।

রাত্রির সহিত নক্ষত্রের অপগমনের উপমায় আর একটু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্র সূর্য্যের জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সে আর তখন আপন দীপ্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সেও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। এখানে নক্ষত্রগণ যে একেবারে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের অস্তিত্ব যে আদৌ বিদ্যমান্ থাকে না, তাহা নহে। তাহারা মরে না; কিন্তু নিস্তেজ হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও সেই ভাব গ্রহণ করা যায়। বৃত্তির একেবারে ধ্বংস হয় না,—একেবারে তাহারা মরে না; অবসর পাইলে, আবার তাহারা জাগিয়া উঠিতে পারে। রাত্রির পর আবার রাত্রি আসিলে নক্ষত্রগণ যেমন আবার প্রকাশ পায়; অজ্ঞানতার পুনরভ্যুদয়ে অসদ্‌বৃত্তিসমূহও সেইরূপ আবার জাগিয়া উঠিতে পারে। উপমায় এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'সাবধান। অজ্ঞানতা-রূপ রাত্রি যেন আর না আসে। একেবারে তাহাকে দূর করিয়া দেও। হৃদয়ে জ্ঞান-সূর্য্যকে চিরপ্রতিষ্ঠিত রাখ। পদস্খলন আর যেন না হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৫০সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎসূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৩ ॥

° ° °

পদ-বিশ্লেষণং।

অদৃশ্রং। অস্য। কেতবঃ। বি। রশ্ময়ঃ। জনান্। অনু।
ভ্রাজন্তঃ। অগ্নয়ঃ। যথা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অগ্নয়ঃ' (অগ্নিশিখাদয়ঃ) সর্ব্বান্ প্রকাশয়ন্তি ইতি শেষঃ ; 'অস্য' (জ্ঞানাধারস্য, পরমাত্মনঃ) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ) 'রশ্ময়ঃ' (দীপ্তয়ঃ, বিভূতয়ঃ) 'জনান্' (সর্ব্বান্ লোকান্) 'অনু' (অনুক্রমেণ, উদ্দিশ্য) 'বি-অদৃশ্রং' (বিশেষেণ প্রকাশয়ন্তি, অজ্ঞানান্ধকারাৎ উদ্ধারয়ন্তি)। প্রদীপ্তা অগ্নিশিখা যথা অন্ধকারং নাশয়তি, তদ্বৎ পরমাত্মনো বিভূতয়ো মনুষ্যানাং অজ্ঞানতাং বিদূরয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৫০স্ ৩ঋ)॥

অথবা,

'ভ্রাজন্তঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'অগ্নয়ঃ' (বহ্নয়) 'যথা' তথা 'অস্য' (সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃপরম-পুরুষস্য) 'কেতবঃ' (প্রজ্ঞাপকাঃ) 'রশ্ময়ঃ' (দীপ্তয়ঃ, বিভুতয় ইতি যাবৎ) 'জনান্' (অজ্ঞানেন বদ্ধান জীবান্) 'অনু' (অংশে, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'বি অদৃশ্রং' (বিশেষেণ প্রকাশন্তে) ; যদ্বা 'জনান' (উৎপত্তিশীলান মহদাদীন) 'অনু' (ক্রমেণ) 'বাদৃশ্রং' (প্রকাশয়ন্তি)। অথবা, [illegible]য়ঃ' ([illegible]) 'যথা' (যেন প্রকারেণ উৎপন্ন আশ্রয়স্থিতান্ তৃণদারুনিবহান [illegible] স্বয়ঞ্চ প্রকাশ[illegible] অন্যান চ প্রাকাশয়ন্তি তথা) 'রশ্ময়ঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ তত্ত্বজ্ঞানং বা) 'জনানসু' ([illegible]হৃদয়ে উৎপন্ন ত[illegible] কামক্রোধাদীন নিহত্য স্বয়ং প্রকাশন্তে [illegible]মাত্মানম[illegible] স্তু)। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবানামজ্ঞানাপগমাৎ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎ-কারেণ মুক্তিরিতি [illegible]। (১ম—৫০স্ ৩ঋ

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্যমান্ অগ্নি-শিখাসমূহ যেমন পদার্থসকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ সেই জ্ঞানাধার পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে অনুক্রমে প্রকাশ করে (অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধরণ করে)। (ভাব এই যে—প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা যেমন অন্ধকার নাশ করে, পরমাত্মার বিভূতিসমূহ সেইরূপ মনুষ্যদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া থাকে।)॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

অথবা,

দীপ্তিশীল অগ্নির ন্যায় এই পরমাত্মার প্রজ্ঞাপক বিভূতি-সকল অজ্ঞান-প্রযুক্ত সংসারে বদ্ধ জীবগণের হৃদয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; অথবা উৎপত্তিশীল মহদাদিতত্ত্বসমূহকে ক্রমে প্রকাশ করিয়া থাকে। অথবা, অগ্নি যেরূপ উৎপন্ন হইয়া আশ্রয়স্থিত তৃণকাষ্ঠাদিসমূহ বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় ও অপরাপর বস্তুসকলকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবদ্বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান জীবহৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া তত্রত্য কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে সমূলে ধ্বংস করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং পর-মাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। (ইহার ভাব এই যে,—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীবসকলের অজ্ঞানতা দূরীভূত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্য সূর্য্যস্য কেতবঃ প্রজ্ঞাপকা রশ্ময়ো দীপ্তয়ো জনানন্ ব্যদৃশ্রং। জাতান সর্ব্বানমু-ক্রমেণ প্রেক্ষন্তে। সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ভ্রাজন্তো দীপ্যমানা অগ্নয়ো যথা। অগ্নয় ইব।

অদৃশ্রং। দৃশির প্রেক্ষণে। বর্ত্তমানে লুঙ্। ইরিতোবেতি চেঃ রঙাদেশঃ। রুডিতামুবৃত্তৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ জাতপ্রাণিসমূহকে ক্রমশঃ দর্শন করিয়া থাকে; অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—দীপ্যমান অগ্নি যেমন লোক সমূহকে প্রকাশ করে, সেইরূপ।

অদৃশ্রং। প্রেক্ষণার্থক 'দৃশির' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বর্ত্তমান কালে 'লুঙ' বিভক্তি হইয়াছে। 'ইরিতোবেতি' নিয়মানুসারে 'চেঃ রঙ্ আদেশ হইয়াছে। 'রুট্' এই অনুবৃত্তি-হেতু

বহুলং ছন্দসীতি রুডাগমঃ। অত এব বহুলবচনাদদৃশোঽঙি গুণ ইতি গুণাভাব ইত্যুক্তং। তিঙাং তিঙো ভবন্তীতি প্রথমপুরুষ-বহুবচনস্যোত্তমপুরুষৈকবচনাদেশঃ। প্রথমপুরুষান্ত এব শাখান্তরে শ্রূয়তে। অদৃশ্রমস্য কেতব ইতি। জনানিত্যস্য নকারস্য সংহিতায়াং রুত্বযত্বাদি পূর্ব্ববৎ। ভ্রাজন্তঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে। (১ম—৫০ম—৩ঋ)॥

* . *

তৃতীয় (৫৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচার আছে, সায়ণ-ভাষ্যেই তাহার ভাব অধিগত হইবে। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল; তাহাতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিয়া দেখুন।

মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে।"

(২) "প্রদীপ্ত অগ্নিসমূহের ন্যায় সূর্য্যদেবের রশ্মিসকল অনুক্রমে সমুদায় বস্তু প্রকাশ করে।"

আমরা বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে মর্ম্মার্থ নিষ্কাষণে চেষ্টা পাইয়াছি। আর, তাহার সকল ব্যাখ্যাতেই একই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপর মন্ত্রসমূহের ভাবসঙ্গতি অটুট আছে। আমরা বলি, পূর্ব্ব-সম্বন্ধানুসারে 'অস্য' পদে 'জ্ঞানাধার পরমাত্মাকে' লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহার প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ বা বিভূতিসমূহ বলিতে, দেবভাব-নিবহকে (সত্ত্বভাবাদিকে) বুঝাইতেছে। দেবভাবের বা সত্ত্ব-

---

'বহুলং ছন্দসি' সূত্রানুসারে 'রুট্' আগম হইয়াছে। 'অত এব বহুলবচনাদদৃশোঽঙি গুণঃ' এই নিয়মানুসারে গুণের অভাব হইয়াছে। 'তিঙাং তিঙো ভবন্তি' এই নিয়মানুসারে বহুবচনস্থানে উত্তম পুরুষের একবচনাদেশ হইয়াছে। প্রথম-পুরুষান্তই ব্যাখ্যান্তরে শ্রুত আছে। 'অদৃশ্রমস্য কেতবঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বরূপ। জনান্। এই পদের নকারের সংহিতা-বিষয়ে 'রুত্ব' ও 'যত্ব' প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় সাধ্য। ভ্রাজন্তঃ। 'শপের' পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত হইয়াছে। 'শতৃ' প্রত্যয়ের 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে'—এই নিয়মানুসারে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট থাকে॥ (১ম—৫০সূ—৩ঋ)॥

• . •

ভাগের উদয়ে অজ্ঞানতা দূর হয়, জ্ঞানময়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এক-পক্ষে উপমায় এখানে সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। মন্ত্র ভগবন্মহিমা-প্রকাশক নিত্যসত্য-তত্ত্ব-প্রখ্যাপক।

পক্ষান্তরে আবার অন্যরূপ অর্থের বিষয় বিচার করিয়া দেখুন;—ভাষ্যানুরূপ উপমান উপমেয় ভাব প্রয়োগ না করিয়া অগ্নিকে যদি বহ্নির কিরণসমূহকে উপমান-রূপে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত অর্থে উপমান-উপমেয় ভাবটী সুসঙ্গত হয়। সাধারণতঃ উপমান উপমেয়-ভাবে উপমানের সাধর্ম্ম্য যাহা উপমেয়ে বিদ্যমান, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত উপমান-উপমেয়-ভাব প্রয়োগ করা হয়। এক্ষণে যদি বলা যায়—প্রকাশকত্ব-রূপ ধর্ম্ম উভয়ে আছে বলিয়াই এইরূপ উপমান-উপমেয় ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, তাহা হইলে সূর্য্যের সহিতই বহ্নির উপমান উপমেয়-ভাবটি সঙ্গত হয়। এক্ষণে আমরা কি ভাবে উপমান-উপমেয়-সাধর্ম্ম্য রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহাই দেখাইতেছি। প্রদীপ্ত অগ্নি যেরূপ আশ্রয়স্থিত তৃণদারু প্রভৃতিকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় এবং অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে; তদ্রূপ মন্ত্রস্থিত 'কেতবঃ রশ্ময়ঃ' পদ প্রতিপাদ্য ভগবদ্বিভূতি অথবা তত্ত্বজ্ঞান-রূপ উপমেয় জীব-হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া মুক্তিপথের প্রধান বিঘ্নস্বরূপ কামাদি-রিপুসমূহকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায় ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার জন্মাইয়া দেয়। ইহা দ্বারা উপমানের ধর্ম্ম যে উপমেয়ে বিদ্যমান আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অতএব, জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এবং ভক্ত ভক্তেরগের প্রতিদান-স্বরূপ ভগবদনুগ্রহে ভগবদ্বিভূতি লাভ করিয়া দুর্জ্জয় কামাদি শত্রুগণকে জয় করিয়া অত্যন্ত সংসার-বাসনা ও স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য-লাভে পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যায় 'যন্ত্র' ও 'অথবা' অভিধায় যে যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ দ্বারাই অপরে মন্ত্রস্থিত 'অগ্নি' পদের অন্য অর্থ করিয়া পরিশেষে আমাদিগের প্রদর্শিত অর্থই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু উক্ত স্থলবিশেষে অন্যার্থ গ্রহণ করিয়াও তাহাতেও আমাদিগের প্রতিপাদ্য অর্থকেই বোধ

করিতেছে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'জনান্ অনু ব্যদৃশ্রং' এই অংশে, 'সর্ব্বজগৎকে প্রকাশ করিতেছে',—ভাষ্যকার এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে 'অনু' শব্দের কোনও অর্থ প্রকাশ পায় নাই। এ পক্ষে আমরা বলিতে চাই যে,—সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড় প্রকৃতি-পুরুষের এবং চিচ্ছক্তি-সংসর্গে গুণক্ষোভ-বশতঃ মহত্তত্ত্বের বা বুদ্ধিতত্ত্বের প্রকাশ হয় এবং ক্রমে উক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব ও তাহা হইতে পঞ্চ-তন্মাত্রাদি যে প্রকাশ পায়,—এই ক্রমবিকাশই শাকের 'অনু' পদ দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

'অথবা' কল্পে আমরা যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বার্থই একটু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তন এই;—পূর্ব্বে 'ভ্রাজন্তঃ' পদ 'অগ্নয়ঃ' পদের বিশেষণ ছিল; শেষোক্ত অর্থে—'কেতবঃ' পদটী বিশেষ্য, উহার অর্থ—শত্রু অর্থাৎ কামক্রোধাদি; 'ভ্রাজন্তঃ' পদটী উহার বিশেষণ, অর্থ—দীপ্তিশীল অর্থাৎ প্রবল। এখানে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা প্রয়োগ করা আছে, মনে করিতে হইবে। এ তদনুসারে 'নিহত্য' এই উহ্য ক্রিয়ার ইহা কর্ম্ম। এ পক্ষে অন্বয় করা যায়,—"অগ্নয়ঃ যথা অস্য (পরমাত্মনঃ) রশ্ময়ঃ তথা জনান্ অনু ভ্রাজন্তঃ কেতবঃ 'নিহত্য' ব্যদৃশ্রং।" ভাব পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম পক্ষে, অগ্নি ও জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হইয়া থাকে,—এই অর্থ করা হইয়াছে। আবার, অন্য প্রকাশকত্ব ধর্ম্মও উহাতে আছে বলিয়া, পরিশেষে পরমাত্মার প্রকাশক বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ ভগবদ্বিভূতিরই বিশেষক বলিয়া বোধ হইলেও উহা দ্বারা ভগবানই বিশেষিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী শাকের দ্বারা এই দ্বিতীয় অর্থই স্পষ্টীকৃত হয়। অতএব, সারার্থ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবানের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তি দ্বারা ভগবদ্বিভূতি লাভ করিয়া, জীব অনায়াসে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা দেখা যায়, যদিও আমরা বিভিন্নরূপে অর্থ করিয়াছি, কিন্তু সকল দিকেই আমাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয়কেই যে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। (১ম—৫০সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থসূক্তানুক্রমণিকা।

চাতুর্ম্মাস্যেষু শুনাশীর্ষ্যে পর্ব্বণ্যস্তি সৌর্য্য একপালঃ। তস্য তরণিরিত্যেষানুবাক্যা। তথা চ সূত্রিতং। তরণির্ব্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকমিতি যাজ্যানুবাক্যাঃ। আ০ ২।২০। ইতি। তথাতিমূর্ত্তিনামস্যেকাহে কৃষ্ণপক্ষে সৌরেষ্টিঃ কর্ত্তব্যা। তস্যামপোষানুবাক্যা। অতিমূর্ত্তিনেতি খণ্ডে সূত্রিতং। নবো নবো ভবতি জায়মানস্তরণির্ব্বিশ্বদর্শতঃ। আ০ ৯।৮। ইতি। তামেতাং সূক্তে চতুর্থীমৃচমাহ।

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক)।

তরণির্ব্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য।
বিশ্বমা ভাসি রোচনং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তরণিঃ। বিশ্বঽদর্শতঃ। জ্যোতিঃঽকৃৎ। অসি। সূর্য্য।
বিশ্বং। আ। ভাসি রোচনং ॥ ৪ ॥

সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে শুনাশীর্য্য নামক পর্ব্বে সূর্য্য-সম্বন্ধি এককপাল বিহিত আছে। 'তরণি' প্রভৃতি ঋক্ তাহার অনুবাক্য। সূত্রিত আছে—"তরণির্বিশ্বদর্শতশ্চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম" ইত্যাদি যাজ্যানুবাক্য। (আ০ ২।২০)। সেইরূপ 'অতিমূর্ত্তি' নামক একাহে কৃষ্ণপক্ষে সৌর-সম্বন্ধীয় যাগ কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়েও এইরূপ অনুবাক্য আছে। 'অতিমূর্ত্তিনা' ইত্যাদি খণ্ডে সূত্রিত আছে,—"নবো নবো ভবতি জায়মানস্তরণির্ব্বিশ্বদর্শতঃ।" (আ০ ৯।৮) ইতি। সেই সূক্তের এই চতুর্থী ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাৎ সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্) ত্বং 'তরণিঃ' (ভবসাগরাদুদ্ধারকর্ত্তা) 'বিশ্বদর্শতঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং মুমুক্ষূণাং দর্শনীয়ঃ; 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যশ্চৈতদ্বাবদরে খল্বমৃতত্বং' ইত্যাদি শ্রুতেঃ) 'জ্যোতিষ্কৃৎ' (জ্যোতিষ্কাণাং কর্ত্তা প্রতিষ্ঠাতা বা) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং দৃশ্যজাতং বস্তুং) 'রোচনং' (দীপ্যমানং যথা তথা) 'আ ভাসি' (সম্যক্ প্রকাশয়সি)। হে পরমাত্মন্! ত্বমেব অস্য জগতঃ স্রষ্টা প্রকাশক উদ্ধারকর্ত্তা চেতি ভাব। (১ম—৫সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য (সর্ব্বান্তর্য্যামি-হেতু সকলের প্রেরণকর্ত্তা পরমাত্মা)! তুমি এই ভবসাগরে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা, মুক্তিলিপ্সু জীবগণের দর্শনযোগ্য, জ্যোতিষ্কগণের সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমিই দৃশ্যমান সকল পদার্থকে প্রকাশ করিতেছ। (ভাব এই যে,—'হে পরমাত্মন্! তুমিই এই জগতের স্রষ্টা, প্রকাশক ও উদ্ধারকর্ত্তা')। ১ম—৫সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সূর্য্য ত্বং তরণিস্তরিতা। অন্যেন গন্তুমশক্যাস্য মহতোঽধ্বনো গন্তাসি। তথা চ স্মর্য্যতে। যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোঽস্তু ত ইতি। যদ্বা। উপসকানাং রোগাত্তারয়িতাসি। আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদিতি স্মরণাৎ। তথা বিশ্বদর্শতঃ। বিশ্বৈঃ সর্বৈঃ প্রাণিভির্দ্দর্শনীয়ঃ। আদিত্যদর্শনস্য চণ্ডালাদিদর্শনজনিতপাপনির্হরণহেতুত্বাৎ। তথা চাপস্তম্বঃ। দর্শনে জ্যোতিষাং দর্শনমিতি। যদ্বা বিশ্বং সকলং ভূতজাতং দর্শতং দ্রষ্টব্যং প্রকাশ্যং যেন স তথোক্তঃ। তথা জ্যোতিষ্কৃৎ। জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য কর্ত্তা। সর্ব্বস্য বস্তুনঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! আপনি তরণি, (প্লবনশীল) অর্থাৎ অন্যে গমনে অসমর্থ—এরূপ মহৎ পথে আপনি গন্তা। স্মৃতিতে আছে—'দুই হাজার দুই শত দুই যোজন পরিমিত পথ এক নিমিষার্দ্ধে আপনি অতিক্রম করেন।' অতএব, আপনাকে নমস্কার। পক্ষান্তরে আপনি উপাসকগণের রোগ হইতে ত্রাণকর্ত্তা। 'ভাস্কর হইতে আরোগ্য ইচ্ছা করিবে'—এইরূপ স্মৃতি আছে। আরও, আপনি বিশ্বের প্রাণিসমূহের দর্শনীয়। আদিত্য-দর্শন জন্য চাণ্ডালাদি-দর্শন জনিত পাপ-নাশ-হেতুতা কথিত আছে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন যে, চণ্ডাল দর্শন করিলে জ্যোতিষ্ক সূর্য্যাদির দর্শন করিবে। অথবা, বিশ্বস্থ ভূতসমূহ প্রকাশিত হয় যৎকর্ত্তৃক—এই বাক্যে 'বিশ্বদর্শতঃ' পদ হয়। আপনি সমস্ত বস্তুর প্রকাশক, অথবা রাত্রিকালে চন্দ্রাদির প্রকাশয়িতা। রাত্রিতে

প্রকাশয়িতেত্যর্থঃ। যদ্বা চন্দ্রাদীনাং রাত্রৌ প্রকাশয়িতা। রাত্রৌ হ্যম্ময়েষু চন্দ্রাদিবিম্বেষু সূর্য্যকিরণাঃ প্রতিফলিতাঃ সন্তোঽন্ধকারং নিবারয়ন্তি যথা দ্বারস্থদর্পণোপরিনিপতিতাঃ সূর্য্যরশ্ময়ো গৃহান্তর্গতং তমো নিবারয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদ্বিশ্বং ব্যাপ্তং রোচনং রোচমানমন্তরিক্ষমাসমন্তাদ্ভাসি। প্রকাশয়সি। যদ্বা হে সূর্য্য অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্ তরণিঃ সংসারাব্ধেস্তারকোঽসি। যস্মাত্ত্বং বিশ্বদর্শতঃ। বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্মুমুক্ষুভির্দর্শতো দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারে আরোপিতং নিবর্ত্ততে। জ্যোতিষ্কৃৎ। জ্যোতিষঃ সূর্য্যাদেঃ কর্ত্তা। তথা চাম্নায়তে। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়তেতি। ঈদৃশস্ত্বং চিদ্রূপতয়া বিশ্বং সর্ব্বং দৃশ্যজাতং রোচনং রোচমানং দীপ্যমানং যথা ভবতি তথা ভাসি। প্রকাশয়সি। চৈতন্যস্ফুরণে হি সর্ব্বং জগদ্দৃশ্যতে। তথা চাম্নায়তে। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি।

তরণিঃ। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। অর্ত্তিসৃধৃধম্যম্যশ্যবিতৄভ্যোঽনিরিত্যনিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। জ্যোতিষ্কৃৎ। জ্যোতিঃ করোতীতি জ্যোতিষ্কৃৎ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্যেতি বিসর্জনীয়স্য ষত্বং। ভাসি। ভা দীপ্তৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লটাদাদিত্বাচ্ছপো লুক্ (১ম ৫০সূ ৪ঋ)।

* * *

জলময় চন্দ্রবিম্বে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অন্ধকার নিবারণ করিয়া থাকে; যেমন দ্বারস্থিত দর্পণে নিপতিত সূর্য্যরশ্মি গৃহমধ্যের অন্ধকার নিবারণ করে, সেইরূপ। যেহেতু আপনি এইরূপ, সেই হেতুই বিশ্বে ব্যাপ্ত রোচমান অন্তরিক্ষকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত করেন। অথবা, হে সূর্য্য! আপনার অন্তর্য্যামিত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মস্বরূপ আপনি সকললোককে সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন। যে হেতু আপনি সমস্ত মুমুক্ষুগণের দ্রষ্টব্য অর্থাৎ সাক্ষাৎকার বিষয়ীভূত, আপনার সাক্ষাৎকার লাভেই লোক মুক্তিলাভ করে। জ্যোতিষ্কৃৎ; জ্যোতিষ অর্থাৎ সূর্য্যাদির কর্ত্তা। কথিত আছে যে, চন্দ্রমা মন হইতে উৎপন্ন ও চক্ষু হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি। এইরূপ যে আপনি, চিৎরূপে বিশ্বস্থ সমস্ত দর্শনীয় বস্তুকে নিজে দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত করিয়া থাকেন। চৈতন্য স্ফুরণ হইলে সমস্ত জগৎ দেখিতে পায়। কথিত আছে, আপনিই দীপ্যমান হইয়া সকলকে দীপ্তিযুক্ত করেন, আপনার দীপ্তি দ্বারাই জগৎ দীপ্ত হয়।

তরণিঃ। প্লবন ও তরণার্থ 'তৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তৄ' ধাতুর অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু 'অর্ত্তিসৃধৃধম্যম্যশ্যবিতৄভ্যোঽনিঃ' এই নিয়মানুসারে 'অনিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। জ্যোতিষ্কৃৎ। 'জ্যোতিঃ করোতি' এইবাক্যে 'জ্যোতিষ্কৃৎ' পদ হইয়াছে। 'ক্বিপ্ চ' এই নিয়মানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থ' এই নিয়মানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের 'ষত্ব' হইয়াছে। ভাসি। দীপ্ত্যর্থ 'ভা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু লট্ বিভক্তিতে অদাদিত্ব-হেতু 'শপের' লোপ হইয়াছে॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (৫৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের সকল পদই আত্মজ্ঞানের অনুকূল। কিন্তু রুচি-বৈচিত্র্যে ভিন্নভাবে গৃহীত। ভাষ্যকার অনুকূল পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। তিনি মন্ত্রার্থে লিখিয়াছেন,—'হে সূর্য্য! ত্বং তরণিস্তরিতা'; তুমি খুব বেগশালী; যে পথে অপরে যাইতে পারে না, তুমি সেখানে যাইতে পার।

সূর্য্যের বেগগামিত্ব যে সম্ভব নহে, এখানে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ভৌগোলিক দৃষ্টান্তে—সূর্য্য জড় ও স্থির, পৃথিবী গতিশীল। উপনিষদ্‌চিন্তায় সকল বস্তুই এক চেতনের স্পন্দনে স্পন্দিত। সে পক্ষে তরণি পদের লক্ষ্য—'আত্মা বা চেতন'। কারণ, বেগগামিত্ব আত্মারই সম্ভবপর; তদ্ব্যতীত অপরে ইহা অসম্ভব। উপনিষদ্‌দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

তাঁহার হাত নাই, কিন্তু সকল কর্ম্মই যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেছেন; তাঁহার পা নাই, কিন্তু খুব বেগে অনন্তবিশ্বে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তাহা হইলেও তিনি বিশ্বদ্রষ্টা; তাঁহার কর্ণ নাই, তবু কিন্তু তিনি সর্ব্বশ্রোতা।

সূর্য্য বলিতে এখানে সেই আত্মাকেই বুঝাইতেছে। আত্মা 'চেতন' বা 'অন্তর্য্যামী' এবং 'তরণিঃ' অর্থে বেগগামী—ইহা স্বীকার করিলেই ভাষ্যকারের ভাবের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু ভাষ্যকার তাহা লক্ষ্য করেন নাই; এবং আত্মজ্যোতিঃ ভিন্ন যে জ্যোতিই নাই, তাহাও চিন্তা করেন নাই।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

... সেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, বিদ্যুৎ নাই, অগ্নি নাই; কেবল তাঁহার দীপ্তি। তাঁহার দীপ্তিতেই সকল দীপ্ত। আর তাঁহার বিভায় নিখিল জগৎ বিভাত।

এ ঋক্ সেই ভূমারই লক্ষ্যস্থল। ভাষ্যকার বোধ হয় 'তরণি' শব্দের বেগগামিত্ব অর্থ করিয়া চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই; তাই তিনি 'যদ্বা' বলিয়া পক্ষান্তর অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ, পূর্ব্ব অর্থে সংশয় না আসিলে, কখনও অর্থান্তরের অবকাশ হইতে পারে না। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি সন্দেহহীন হইয়া বলিয়াছেন,—'তরণি রোগনাশকঃ'; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে সমূহরোগ বিনষ্ট হয়। সে পক্ষে প্রার্থনা এই,—'হে সূর্য্য! তোমার উপাসকদের কখনও রোগ থাকে না, তুমি রোগ হইতে তোমার ভক্তদের পরিত্রাণ কর।'

আমরা ভাষ্যকারের এই দ্বিতীয়ার্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে তিনি সাধারণতঃ দৈহিকপীড়াকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; আমরা আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পীড়াকেই লক্ষ্য করিতেছি; যেহেতু, মানব প্রতিনিয়ত ত্রিবিধ সন্তাপে সন্তপ্ত। একদিকে জন্মজরা-মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ, অপর দিকে সর্পভীতি, ব্যাঘ্রের দারুণ শঙ্কা, আবার অন্যত্র বজ্রপাতের তীব্র শিহরণ!

অতএব, তাপত্রয়ক্লিষ্ট ও সংসারযন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্ত্তে দন্দহ্যমান মানব-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তি দ্বারা চিরনির্ব্বেদলাভের জন্যই এ ঋক্ 'আত্মাকে' লক্ষ্য করতঃ ধ্বনিত হইয়াছে। ঋকের সম্বোধ্য,—

সর্ব্বান্তর্যামিন সর্ব্বপ্রেরক পরমাত্মন!

যাঁকে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! তুমি ভবব্যাধিরূপ দুস্তর সংসার-সাগরের নিস্তারক। তুমি পরম জ্যোতিঃ। তুমি সর্ব্ব-প্রতিষ্ঠাতা। তোমা হইতেই দৃশ্যমান্ প্রপঞ্চ পূর্ণদীপ্ত। তোমা হইতেই এ বিশ্ব প্রকাশিত। তুমি হৃদয়-গগনে প্রকাশিত হও। জড় জগতের অন্ধকার যেমন সূর্য্যদীপ্তির ভয়ে কোন্ এক গগনস্পর্শী পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া পড়ে, হে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তে, তোমার পবিত্র প্রভায় আমার হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার চিরদিনের জন্য দূরীভূত হউক। আমি আলোকিত হই,—আমি পবিত্র হই—আমি যেন আমার যথার্থ পথের অনুসরণ করিতে সামর্থ্য পাই। আলোকময়!—আলোক বিতরণ কর।' (১ম—৫০সূ—৪ঋ)।

—— * ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।

প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫ ॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

প্রত্যঙ্। দেবানাং। বিশঃ। প্রত্যঙ্। উৎ। এষি। মানুষান্।

প্রত্যঙ্। বিশ্বং। স্বঃ। দৃশে। ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে পরমাত্মন্! যদি ত্বং 'বিশঃ' (বিশ্বব্যাপকোঽসি), তথাপি 'দেবানাং' (সত্ত্বভাবসম্পন্নান্) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) 'উদেষি' (উদয়ং প্রাপ্নোষি, প্রকাশমানো ভবসি, স্বরূপং প্রকাশয়সি ; তথা 'মানুষান্' (মনুষ্যত্বসম্পন্নান্ জনান্) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) উদেষি ; তথা 'বিশ্বং' (নিখিলং, বিশ্বব্যাপ্তং) 'স্বঃ' (স্বর্লোকং, সত্ত্বভাবনিলয়ং) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গচ্ছন্) 'দৃশে' (দর্শনায়, প্রত্যক্ষভাবেন) উদেষি ইতি শেষঃ। যদ্যপি ভগবান্ বিশ্বব্যাপকস্তথাপি সত্ত্বভাবসান্নিধ্যে স প্রকটিতো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম - ৫০সূ - ৫ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমাত্মন্! যদিও আপনি বিশ্বব্যাপক ; তথাপি সত্ত্বভাবসম্পন্নের প্রতি গমন করিয়াই আপনি স্বরূপ প্রকাশ করেন, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের প্রতি গমন করিয়াই আপনি প্রকাশমান্ হয়েন, এবং বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গলোকের (সত্ত্বভাবনিলয়ের) প্রতি গমন করিয়া সকলের প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়েন। (ভাব এই যে,—যদিও ভগবান্ বিশ্বব্যাপক, তথাপি সত্ত্ব-ভাব-সান্নিধ্যেই তিনি প্রকটিভূত হইয়া থাকেন।) ॥ (১ম—৫০সূ—৫ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্য ত্বং দেবানাং বিশো মরুন্নামকান দেবান। মরুতো বৈ দেবানাং বিশ ইতি শ্রুত্যন্তরং। তান্মরুৎসংজ্ঞকান দেবান প্রত্যঙ্ঙুদেষি। তান্ প্রতিগচ্ছন্নুদয়ং প্রাপ্নোষি। তেষামভিমুখঃ যথা ভবতি তথোদেত্যর্থঃ। তথা মানুষান মনুষ্যান্ প্রত্যঙ্ঙুদেষি। তেঽপি যথাস্মদভিমুখমেব সূর্য্য উদেতীতি মন্যন্তে তথা বিশ্বং ব্যাপ্তং স্বঃ স্বর্লোকং দৃশে দ্রষ্টুং প্রত্যঙ্ঙুদেষি। যথা স্বর্লোকবাসিনো জনাঃ স্বস্বাভিমুখ্যেন পশ্যন্তি তথোদেষীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। লোকত্রয়বর্ত্তিনো জনাঃ সর্ব্বেঽপি স্বস্বাভিমুখ্যেন সূর্য্যং পশ্যন্তীতি। তথা চাম্নায়তে। তস্মাৎ সর্ব্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাদিতি॥

প্রত্যঙ। প্রত্যঞ্চতীতি প্রত্যঙ। অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ। ঋত্বিগাদিনা ক্বিন। অনিদিতামিতি নলোপঃ। উগিদচামিতি নুম। হলঙ্যাদিসংযোগান্তলোপৌ। সংযোগান্তলোপস্যাসিদ্ধত্বাৎ উপধাদীর্ঘনলোপয়োরভাবঃ। ক্বিন প্রত্যয়স্য কুরিতি কুত্বং। অনিগন্তোঽঞ্চতাবিত্যনিগন্ত ইতি পর্য্যুদাসাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাভাবে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। এষি। ইণ গতৌ। সিপাদাবিত্যাচ্ছপো লুক। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। স্বঃ। সুপূর্ব্বাদর্ত্তের্বিচ। গুণে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! আপনি মরুন্নামক দেবতাগণের অভিমুখে উদিত হইয়া থাকেন। সেইরূপ মনুষ্যগণের অভিমুখেও উদিত হইয়া থাকেন। সূর্য্য যাহাতে আমাদের অভিমুখে উদিত হন, মনুষ্যগণও সেইরূপ মনে করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রার্থনা করে। সেইরূপে বিশ্বব্যাপ্ত স্বর্গলোকের দর্শনার্থ আপনি উদিত হন। স্বর্গলোকবাসিগণ স্ব স্ব অভিমুখে যাহাতে আপনাকে দেখিতে পায়, আপনি সেইরূপে উদিত হইয়া থাকেন। ইহা উক্ত আছে যে, লোকত্রয়বর্ত্তী জনসমূহ সকলেই স্বস্ব অভিমুখে সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়া থাকে। শ্রুতি আছে, সেইহেতু সকলেই মনে করিয়া থাকে যে, সূর্য্য আমাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রত্যুদ্গত হইয়াছেন

প্রত্যঙ। 'প্রতি অঞ্চতি' এইবাক্যে 'প্রত্যঙ' পদটী হইয়াছে। গতি ও পূজনার্থ 'অঞ্চু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋত্বিগ্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ক্বিন' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনিদিতাং' এই নিয়মানুসারে 'ন' কারের লোপ হইয়াছে। 'উগিদচাং' এই নিয়মানুসারে 'নুম' হইয়াছে। 'হলঙ্যাদিসংযোগান্তলোপৌ' এই নিয়মানুসারে সংযোগ ও অন্তলোপ হইয়াছে। সংযোগান্তলোপের অসিদ্ধত্বহেতু উপধার দীর্ঘ ও 'ন'-কারের লোপ হয় নাই। 'ক্বিন' প্রত্যয়ের 'কুঃ' এই নিয়মানুসারে কুত্ব হইয়াছে। 'অনিগন্তোঽঞ্চতৌ' এই নিয়মানুসারে 'অনিগন্ত' হেতু পর্য্যুদস্ত পদের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরাভাব হইলে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। এষি। গত্যর্থক 'ইণ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর 'সিপ' প্রত্যয় ও অদাদি প্রযুক্ত 'শপের' লুক হইয়াছে। 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ' এই নিয়মানুসারে 'ষত্ব' হইয়াছে। স্বঃ। সু-পূর্ব্বক অর্ত্তি 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'বিচ' প্রত্যয় হইয়াছে। গুণ-বিষয়ে 'যণ' আদেশ

যথাদেশঃ। অঙ্‌স্বরৌ স্বরিতৌ চেতি স্বরিতত্বং। দৃশে। দৃশির্ প্রেক্ষণে ইত্যস্মাদ্দৃশে বিখ্যে চেতি তুমর্থে নিপাতিতঃ॥ (১ম ৫০সূ ৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে সপ্তমো বর্গঃ॥ ১৪.৭॥

পঞ্চম (৫৯০) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকার এক পথে অগ্রসর হইয়াছেন; আমরা আর এক পথে অগ্রসর হইলাম। তিনি ঐ পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং তাঁহারই সম্বন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যানুসারী অর্থের মর্ম্ম এই যে,—"হে সূর্য্য! আপনি দেবগণের মধ্যে মরুদ্দেবগণের সম্মুখে উদয় হয়েন, আপনি মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন এবং সমস্ত লোকবাসীদিগের গোচর হইবার নিমিত্ত তাহাদিগের সম্মুখে উদয় হয়েন।" এই প্রকার অর্থে পরম পবিত্র বেদ-মন্ত্রে যে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন।

এই মন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—'বিশঃ' এবং 'বিশ্বং স্বঃ'। ঐ পদ-ত্রয়ের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই, আমরা মনে করি, মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। ঐ সকল পদের অর্থ-বিষয়ে সায়ণেরও সংশয় উপস্থিত হয়। সুতরাং তিনি 'শ্রুত্যন্তরাৎ' এইরূপ প্রমাণের অবতারণায় "দেবানাং বিশঃ" পদদ্বয়ের অর্থ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন; এবং ঐ দুইপদে যে মরুদ্দেব-গণকে বুঝাইতেছে, তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 'দেবানাং' এবং 'বিশঃ' পদদ্বয়ের পৃথক-রূপ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করি। 'বিশঃ' পদের 'ব্যাপকঃ' অর্থ সকল অভিধানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এই সূক্তের মন্ত্রগুলিতে 'সূর্য্য' অভিধায়ে পরমাত্মার সম্বোধন সূচিত হইয়াছে। পরমাত্মা (ভগবান্) যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান্

হইয়াছে। 'অঙ্‌স্বরৌ স্বরিতে চ' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দৃশে। প্রেক্ষণার্থক 'দৃশির্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দৃশে বিখ্যে চ' এই নিয়মানুসারে 'তুম্' অর্থে নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে। (১ম-৫০সূ-৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম বর্গ সমাপ্ত। ১৪।৭।

রহিয়াছেন, তিনি যে বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর বিশ্বব্যাপী; আমরা মনে করি, 'বিশঃ' পদে তাঁহার সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। অতঃপর যথাপর্য্যায় মন্ত্রার্থের অনুসরণ করুন প্রকৃত মর্ম্ম স্বতঃই উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! তুমি 'বিশঃ' (বিশ্ব-ব্যাপক) বটে; কিন্তু 'দেবানাং' (দেবগণের অর্থাৎ সত্ত্বভাবাপন্নের) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গমন করিয়া) 'উদেষি' (উদয় হও অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ কর); এবং 'মানুষান্' (মনুষ্যত্বসম্পন্নের) 'প্রত্যঙ্' (প্রতি গমন করিয়া) 'উদেষি' (উদয় হও অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ কর)।

তার পর, এইরূপে তাঁহার উদয়ের দ্বিবিধ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মন্ত্র উপসংহারে কহিলেন,—"বিশ্বং স্বঃ প্রত্যঙ্ দৃশে উদেষি।" এই অংশের "বিশ্বং স্বঃ" পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই সকল কথা অধিগত হইবে। 'স্বঃ' পদ স্বর্গলোক বুঝায়। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে—"বিশ্বং স্বঃ" আবার কি? 'বিশ্বং' পদের প্রতিবাক্যে লিখিয়াছি—'নিখিলং', 'বিশ্বব্যাপ্তং'। এ বড় সমস্যার কথা নহে কি? 'স্বর্গ' আবার 'বিশ্বব্যাপ্ত' কি? এই প্রশ্ন মনে উদিত হইলেই স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে। সেই উপলক্ষেই 'স্বঃ' পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'সত্ত্বভাবনিলয়ং' পদ প্রয়োগ করিয়াছি। সেই কি স্বর্গ নহে,—যাহা সত্ত্বভাবের নিবাস-স্থান? যেখানেই সত্ত্বভাব আছে, যেখানেই সত্যের জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে, যেখানেই সৎ ভিন্ন অসতের অস্তিত্ব নাই,—সেই কি স্বর্গ নহে? সেই স্বর্গই বিশ্বব্যাপ্ত; সে স্বর্গ কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। তোমার হৃদয়কেও সেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে পারি, আবার আমার হৃদয়কেও সেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে পার,—যদি অসতের সংশ্রব-পরিশূন্য হইয়া তাহারা সত্ত্বভাবের আশ্রয়স্থান হইতে পারে। স্বর্গ আর কোথায়? ভগবান্ আর কোথায় থাকেন? তিনি আর কোথায় স্বপ্রকাশ হন? সেই স্থান—সেই হৃদয়—সেই কি তাঁহার স্বর্গ নহে? সেই স্বর্গেই কি তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া চিরজ্যোতিষ্মান্ নহেন?

এই মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্র—ভগবম্মহিমা-জ্ঞাপক। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে পরমাত্মন্! শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্ন দেবগণের হৃদয়ে তুমি পূর্ণ-বিকশিত;—নির্ম্মল দেব-হৃদয়েই তোমার

পবিত্র বিকাশ। শুধু তাহাই নহে; যে সকল মানব মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়াছে, যাহারা শম-দম প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তির দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল করতঃ যথার্থ মানবের লক্ষ্যস্থলে উপনীত, যাহাদের হৃদয় দর্পণ কলুষিত-সংসার-আবর্জ্জনা-পরিশূন্য হইয়া বিবেক-বারিতে প্রক্ষালিত হইয়াছে; তুমি তাদৃশ মনুষ্য-হৃদয়েই উদ্দীপ্ত হও, তোমার পবিত্র প্রভা তাহাদেরই হৃদয়গগণকে আলোকিত করে। তুমি যে জীবপুঞ্জের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত শক্তিতে দ্রষ্টৃরূপে বিরাজমান, তাহা সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। যেমন তিলে তৈল বিদ্যমান, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা অবোধ্য, অথচ পেষণে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়; তদ্রূপ, হে বিশ্বমূর্ত্তি! তুমি যে কোথায় আছ, তাহাও জানি না; আবার কোথায় যে তুমি না আছ, তাহাও জানি না। প্রশান্ত হৃদয়ে আন্তরদৃষ্টিতে দেখিলে দেখ,—কেবল তুমি! বিশ্বমূর্ত্তি!—তোমা ছাড়া তো আর স্থান নাই। তুমি আছ অনলে, আছ অনিলে, আছ ভূধরে, আছ সলিলে, আছ তরুলতায়, আছ গুল্মে, আছ বিহগ-গীতিতে, আছ ময়ূর-কেকায়, আছ শ্যামল প্রান্তরে, আছ উর্ব্বর ক্ষেত্রে, আছ সাগর-তরঙ্গে, আছ নীলনভস্তলে।

সর্ব্বত্র সকলের সম্মুখেই তুমি আছ বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র সকলে তো তোমায় দেখিতে পায় না। এই ঋক্ তাই অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তোমাকে দেখাইয়া দিতেছে। তুমি বিশ্বাধার, তুমি বিশ্ববিভূতি, তুমি বিশ্বশক্তি। তাই এই ঋকের ধ্বনি—তোমাতে! তোমাকে ঋক্ তাহার নিজত্ব দিয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছে! কেবল তুমি! 'তুমি!' সর্ব্বত্র তোমারই ঝঙ্কৃতি! ভগবন্! তুমি আছ সর্ব্বত্র। তোমার বিশ্বমূর্ত্তি প্রকট সর্ব্বত্র! কিন্তু কোথাও পূর্ণপ্রকাশ, আর কোথাও অপ্রকাশ। কিন্তু তোমার যে অপ্রকাশ, সে তো তোমার দোষ নহে। সে দোষ যে বস্তুর! বস্তু মলিন হইলে, তাহাতে তোমার প্রতিফলন সম্ভবপর নহে। অতএব, বস্তুর সদোষত্ব নির্দ্দোষত্বই তাহার কারণ। এইজন্য, যাঁহাদের হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়েই তুমি বিকশিত। এই জন্য, বিশুদ্ধসত্ত্বভাব-সম্পন্ন দেবহৃদয়েই তোমার পূর্ণবিকাশ। আর যে সকল মানুষ উপাসনা প্রভৃতি নৈষ্ঠিক কর্ম্মের অনুশীলনে মলিন হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়েও তুমি আলোক-মূর্ত্তিতে প্রকট হও। এই

জন্যই এ ঋকে বলা হইয়াছে,—স্বর্গ বিশ্বব্যাপ্ত ; আর এই জন্যই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সত্ত্বভাবের আধার ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যত্র তোমার পূর্ণবিকাশ থাকিলেও তাহা সাধারণ দৃষ্টির অগোচর। (১ম—১০সূ—৫ঋ)

—— * ——

ষষ্ঠী ঋক্

(প্রথমংমণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।

ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যেন। পাবক। চক্ষসা। ভুরণ্যন্তং। জনান্। অনু।

ত্বং। বরুণ। পশ্যসি ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (হে পবিত্রকারক) 'জনান' (প্রাণিনঃ) 'ভুরণ্যন্তং' (ধারয়ন্তং, পোষয়ন্তং — ইমং লোকং ইতি যাবং) 'যেন' (যাদৃশেন) 'চক্ষসা' (প্রকাশশক্তিপ্রভাবেন) 'অনু পশ্যসি' (অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি), 'বরুণ' (করুণাবারিবর্ষক হে পরমাত্মন্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) তাং প্রকাশশক্তিং আরাধয়ামি ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! তব দিব্যজ্যোতিঃ হৃদি উদ্ভাসিতং ভবতু। (১ম-৫০সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পবিত্রকারক! প্রাণিগণের ধারণ-পোষণকারী এই সংসারকে যে প্রকার প্রকাশ-শক্তি-প্রভাবে যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া আছেন, করুণা-বারিবর্ষক হে পরমাত্মন্, আপনার সেই প্রকাশ-শক্তিকে আরাধনা

করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার দিব্য-জ্যোতিঃ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হউক।)॥ (১ম—৫০সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পাবক সর্ব্বস্য শোধক বরুণ! অনিষ্টনিবারক সূর্য্য ত্বং জনান্ জাতান্ প্রাণিনো ভুরণ্যন্তং ধারয়ন্তং পোষয়ন্তং বৈমং লোকং যেন চক্ষসা প্রকাশেনানুপশ্যসি। অনুক্রমেণ প্রকাশয়সি তং স্তুম ইতি শেষঃ। যদ্বা। উত্তরস্যামৃচি সম্বন্ধঃ। তেন চক্ষসা ব্যেষীতি। ত । যাস্কেনোক্তং। তা স্তে বয়ং ইতি বাক্যশেষোহপি বোত্তরস্যামন্বয়স্তেন ব্যেষি। নি০ ১২২২। ইতি॥

ভুরণ্যন্তং। ভুরণ ধারণ-পোষণয়োঃ। কণ্ড্বাদিত্বাদ্‌যক্। ততঃ শতরি কর্ত্তরি শপ্। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে যক এব স্বরঃ শিষ্যতে। বরুণ। বৃঞ্‌ বরণে। অস্মাদসুর্ভাবিতস্বর্থাৎ কৃবৃদারিভ্য উনন্নিত্যুনন্‌প্রত্যয়ঃ। অত্র বরুণশব্দেনাদিত্য এবোচ্যতে। তথা চাম্নায়াতং। তস্যৈ মিত্রশ্চ বরুণশ্চাজায়েতামিতি। মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চার্য্যমা চেতি চ। (১ম—৫০সূ—৬ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পাবক অর্থাৎ সর্ব্বজনের শোধক! বরুণ অর্থাৎ অনিষ্টনিবারক সূর্য্য! আপনারা জন-সমূহকে পোষণ করিবার জন্য অথবা এই লোককে পোষণ করিবার জন্য যে দীপ্তিদ্বারা দর্শন করিতেছেন অথবা অনুক্রমে প্রকাশিত করিতেছেন, আমরা সেই প্রকাশ অর্থাৎ দীপ্তিকে স্তব করিতেছি। ইহাই তাৎপর্য্য। অথবা উত্তরবর্ত্তী ঋকের সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে অর্থ এইরূপ হইবে যে,—'সেই দীপ্তি দ্বারা আপনারা বিশেষরূপে গমন করিয়া থাকেন।' যাস্ক বলিয়াছেন,—'এই হেতু আমরা আপনার স্তব করি'—এই বাক্য-শেষটাও উত্তরবর্ত্তী ঋকের সহিত ("তেন ব্যেষি' অর্থাৎ সেই দীপ্তির দ্বারা বিশেষরূপে গমন করিয়া থাকেন—এই বাক্যের সহিত) অন্বিত (নি০ ১২২২)।

ভুরণ্যন্তং। ধারণ ও পোষণার্থক 'ভুরণ' (যঙন্ত) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কণ্ড্বাদিত্ব' প্রযুক্ত 'যক' প্রত্যয় হইয়াছে। তদুত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় পরে থাকায় 'শপ্' হইয়াছে। 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' এই নিয়মানুসারে 'যকের' স্বর-মাত্র অবশিষ্ট আছে। বরুণ। বরণার্থ 'বৃঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অস্মাদসুর্ভাবিতণার্থাৎ কৃবৃদারিভ্য উনন্' এই নিয়মানুসারে 'উনন্' প্রত্যয় হইয়াছে। এই স্থলে বরুণ শব্দে আদিত্যকেই বুঝাইতেছে। অন্য স্থানে কথিত আছে;—'সূর্য্য হইতেই মিত্র ও বরুণ জাত হইয়াছিলেন। যথা—"মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চার্য্যমা চেতি চ।" ধাতা মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা ইত্যাদি। (১ম—৫০সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষষ্ঠ (৫৯১) ঋকের বিশদার্থ।

— * —

যাঁহার সম্বোধনে মন্ত্রটি প্রযুক্ত, এই ঋকে তাঁহাকে 'পাবক' ও 'বরুণ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। যদি ঐ দৃশ্যমান সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি 'পাবকই' বা কি প্রকারে হইবেন, আর 'বরুণ' বলিয়াই বা তাঁহাকে কি প্রকারে আহ্বান করা যাইবে? কাজেই এক্ষেত্রে ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইতে হইয়াছে। 'পাবক' পদের অর্থ 'সর্ব্বস্ব শোধক' (শোধনকারী পবিত্র-কারক) দাঁড়াইয়া গিয়াছে; আর 'বরুণ' পদের অর্থ 'অনিষ্টনিবারক' হইয়াছে। কিন্তু, বলা বাহুল্য, এতাদৃশ কল্পিত অর্থেও মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হয় নাই। দৃশ্যমান সূর্য্য-সম্পর্কে ঐ দ্বিবিধ সম্বোধনই যথা-প্রযুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না। পরন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে, পরমাত্মা-সম্বন্ধে, ঐ দুই সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে, ভাবসঙ্গতি অব্যাহত থাকে। তাঁহাকে সকল প্রকার সম্বোধনেই সম্বোধন করা যায়। তিনি পাবক, তিনি বরুণ, তিনি সূর্য্য, তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি আকাশ, তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিনি বিশ্বরূপ। তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতে দেখিলেই মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে আর কোনই সংশয় আসিতে পারে না। তিনি পাবক—পাপনাশক পবিত্রকারক; তিনি বরুণ—করুণাবারিবর্ষক। ঐ দুই সম্বোধনে তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবই আমরা পরিগ্রহণ করিলাম।

মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য অনুধাবন-পক্ষে কর্ম্মপদ ও ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করার আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছি। "তাং প্রকাশশক্তিং আরাধয়ামি"—এতাদৃশ বাক্যাংশের সংযোজনা ভিন্ন এই মন্ত্রের ভাব অস্ফুট অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। * সায়ণ

---

* এই অসম্পূর্ণতা একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদেই লক্ষ্য করুন; যথা,—'হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক! তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণিগণের পোষণকারীরূপে জগৎকে দৃষ্টি কর।" বলা বাহুল্য, ইহার সহিত কিছু সংযোজন না করিলে অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। ঐ গ্রন্থে

তাই "তৎ প্রকাশং স্তুম" বাক্যাংশ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরাও "সেই প্রকাশশক্তিকে আরাধনা করি"—এই ভাবের বাক্যাংশ গ্রহণ করিলাম। এখানে এবম্বিধ প্রার্থনার একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে করি। এখানে ভগবানের সাকার ও নিরাকার দুই ভাবের প্রতি লক্ষ্য আছে বুঝিতে পারি। তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশ—দৃশ্যমান ও অদৃশ্য—ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সকল ভাবেই তাঁহার অবস্থিতি। কিন্তু স্থূলশরীরী স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন আমরা, সহসা তাঁহার সেই অপ্রকাশ অদৃশ্য নিরাকার অব্যক্ত অবস্থার ধারণা করিতে পারি না। সাকারের মধ্য দিয়াই তাঁহার নিরাকার ভাবের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। এখানে তাই যেন বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনার প্রকাশ-শক্তি ব্যক্তরূপ আমাদিগকে প্রদর্শন কর। সেই রূপের ধারণা করিতে করিতে আমরা যেন তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। একবার তোমার দিব্যজ্যোতিঃতে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া দেও;—প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিয়া লই।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৫০সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।

পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য ॥ ৭ ॥

পরবর্ত্তী মন্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। 'যথা' অভিধানে সায়ণও তদ্রূপ এক ভাব পরিগ্রহণ করেন। কিন্তু নিরুক্তকার সেখানেও "তত্বং বয়ং স্তুম" প্রভৃতি বাক্যাংশ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। দ্যাং। এষি। রজঃ। পৃথু। অহা। মিমানঃ। অক্তুঽভিঃ।

পশ্যন্। জন্মানি। সূর্য্য। ৭।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্য' (সর্ব্বান্তর্য্যামিন্!) ত্বং 'পৃথু' (বিস্তৃতং) 'রজঃ' (লোকং, মর্ত্ত্যলোকমিতি যাবৎ) 'দ্যাং' (অন্তরিক্ষলোকঞ্চ) 'অক্তুভিঃ' (রাত্রিভিঃ) সহ 'অহা' (দিনানি) 'মিমানঃ' (উৎপাদয়ন, নিয়চ্ছন্) তথা 'জন্মানি' (ভূতজাতানি) 'পশ্যন' (প্রকাশয়ন, লক্ষীকুর্ব্বন। 'বি' (বিশেষেণ) 'এষি' (গচ্ছসি, দ্রষ্টৃরূপেণ অবস্থিতো ভবসি)। হে ভগবন! ত্বমেব জগতো দ্রষ্টা নিয়ন্তা চ ইতি ভাবঃ॥ (১ম ৫০সূ-৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! তুমি এই বিস্তৃত রজোগুণাত্মক মর্ত্ত্যভূমিকে, অন্তরিক্ষ-লোককে, এবং রাত্রির সহিত দিবাকে নিয়মিত করিয়া এবং সকল প্রাণীকে লক্ষ্য করতঃ দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিত রহিয়াছ। (ভাব এই,—'হে ভগবন্! তুমিই সর্ব্বজগতের দ্রষ্টা ও নিয়ন্তা।)॥ (১ম—৫০সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্য ত্বং পৃথু বিস্তীর্ণং রজো লোকং। লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে ইতি যাস্কঃ। কং লোকং। দ্যাং। অন্তরিক্ষলোকং। ব্যেষি। বিশেষেণ গচ্ছসি। কিং কুর্ব্বন্। অহানি অক্তুভী রাত্রিভিঃ সহ মিমানঃ। উৎপাদয়ন্। আদিত্যগত্যধীনত্বাদহোরাত্র-বিভাগস্য। তথা জন্মানি জননবন্তি ভূতজাতানি পশ্যন্। প্রকাশয়ন্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! আপনি দিবা ও রাত্রিকে উৎপাদন-পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকে বিশেষরূপে গমন করিয়া থাকেন। সূর্য্যের গমনাধীনেই অহোরাত্র বিভাগ হইয়া থাকে। সেইরূপ উৎপত্তিমৎ (যাহাদের জন্ম আছে) প্রাণিসকলকে প্রকাশপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন।

রজস্পৃথু। রজস্পৃথ্বিত্যত্র ছন্দসি ব্যাম্রেড়িতয়োঃ। পা০ ৮।৩।৪৯। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। অহা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। মিমানঃ। মাঙ্ মানে। জৌহোত্যাদিকঃ। শানচি শ্লৌ দ্বির্ভাবে ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। জন্মানি। জনী প্রাদুর্ভাবে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম -৫০সূ ৭ঋ) ॥

* * *

সপ্তম (৫৯২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যকার এ ঋকেও সূর্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; আর, তাহারই অনুকূলে যাস্ক-প্রণীত নিরুক্ত-গ্রন্থের মতানুবর্ত্তী হইয়া 'রজঃ' শব্দের 'লোক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর, সেই লোক কেমন—এই আশঙ্কা দূরীকরণের নিমিত্ত 'রজঃ' পদকে 'দ্যাং' এই পদের বিশেষ্য করিয়া ঐ দুই পদে 'অন্তরিক্ষ লোক' বুঝাইয়াছেন। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'সূর্য্য প্রকাশক' আর তাঁহার 'প্রকাশ্যস্থান রজোগুণবিশিষ্ট অন্তরিক্ষ লোক।' কিন্তু এ পক্ষে স্বতঃই সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে,—সূর্য্য কি কেবল অন্তরিক্ষ-লোকেরই প্রকাশক—মর্ত্ত্যের নহেন? যদি মর্ত্ত্যেরও প্রকাশক হন, তাহা হইলে 'দ্যাং' এই পদের সহিত 'রজঃ' পদের বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ কেন? ইহাতে মনে হয়, যেন ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য—রজোগুণাত্মক স্বর্গলোক। নতুবা বিশেষণের সার্থকতা কি? তারপর,

---

রজস্পৃথু। এই পদটীতে 'ছন্দসি ব্যাম্রেড়িতয়োঃ' (পা০ ৮।৩।৪৯) এই সূত্রানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের 'সত্ব' হইয়াছে। অহা। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। মিমানঃ। মানার্থক 'মাঙ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জুহোত্যাদিগণীয় 'শানচ' প্রত্যয় পরে থাকায় 'শ্লি' পরে দ্বিভাব প্রাপ্ত হইলে 'ভৃঞামিৎ' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ' এই নিয়মানুসারে আকারের লোপ হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই নিয়মানুসারে অভ্যস্তের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। জন্মানি। প্রাদুর্ভাবার্থক 'জনী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'মনিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—৭ঋ)।

'স্থাং' পদে 'অন্তরিক্ষলোক বা স্বর্গলোক' বুঝায়। আবার 'রজঃ' মানেও 'লোক'। অতএব, অর্থ দাঁড়ায়—লোক কেমন? না—স্বর্গলোক! যেমন, 'বৃক্ষ কেমন—না বৃক্ষ' ঠিক এইরূপ। ইহা অসমীচীন বলিয়াই মনে হয়। আবার 'রজঃ' শব্দের লোকার্থ পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল রজোগুণার্থই পরিগ্রহণ করি, তাহা হইলে রজোগুণাত্মক 'স্বর্গ' ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তাহাও সর্ব্বথা অসমীচীন। কারণ, স্বর্গ সত্ত্বভাবাত্মক। ইহা সর্ব্বজনবেদ্য। আমরাও বহুধা ইহার সমালোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, ভাষ্যার্থের অনুবর্ত্তী না হইয়া, যদি ঐ দুইটী পদের স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ্য নির্ব্বাচনের দ্বারা অর্থ পরিগৃহীত হয়, তাহাতেই প্রকৃত ভাবার্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

সাধারণতঃ ত্রিগুণ ও ত্রিলোক। সত্ত্বগুণে স্বর্গ, রজোগুণে মর্ত্ত্য, তমোগুণে পাতাল। যেখানে নিয়ত সুখশান্তি বিরাজিত, তাহাই সত্ত্বভূমি বা স্বর্গলোক। যেখানে রাগদ্বেষ, অভাব ও লালসা, সেইখানেই রজঃ বা তাহাই মর্ত্ত্যলোক। আর যেখানে বিষয়-স্পৃহা নাই, কার্য্য অকার্য্য নাই, কেবল জড়তা; তাহাই—পাতাল বা অধোলোক অথবা নিম্ন অধম বা জড় অবস্থা। অতএব, 'রজঃ' পদে রজোগুণাত্মক মর্ত্ত্যলোক, আর 'স্থাং' পদে স্বর্গলোক—এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে দুইটী অর্থ পরিগৃহীত হওয়াই উচিত।

মন্ত্রের অন্য আলোচ্য অংশ—"অক্তুভিঃ অহা মিমানঃ জন্মানি পশ্যন্ বি এষি।" এই অংশের ভাব এই যে, নিখিল প্রাণিগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে, তাহাদের জন্ম-কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, এই প্রাণিজগতে তিনি উদ্গত। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ, তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ, প্রকাশিত। সেই বিশ্বপ্রকাশক অন্তর্য্যামী সূর্য্যনারায়ণকে প্রার্থনা করাই এই ঋকের উদ্দেশ্য।

এ পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই,—'হে ভগবন্! তুমি অনন্তমূর্ত্তি। তুমি অনন্তপরিগ্রহ। তুমি এক মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যভূমিকে প্রকাশিত করিয়াছ, আবার অন্যমূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকের প্রভাপ্রতিভা বিকশিত করিতেছ। শুধু তাহাই নহে—সকল প্রাণী-জগতের উপর তোমার লক্ষ্য। তুমি অন্তরালে থাকিয়া 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ',—বিশ্বজগতের রহস্য অবলোকন করিতেছ। তোমার

বিকাশেই তাঁহাদের বিকাশ, তোমার প্রভাপ্রতিভাই সর্ব্বব্যাপ্ত।' এখানে এই অভিলক্ষ্য রহিয়াছে। * (১ম—৫০সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য।

শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সপ্ত। ত্বা। হরিতঃ। রথে। বহন্তি। দেব। সূর্য্য।

শোচিঃহকেশং। বিহচক্ষণ ॥ ৮ ॥

• * •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণ' (জ্ঞানময়, সর্ব্বপ্রকাশক) 'দেব' (দ্যোতমান, স্বপ্রকাশ) 'সূর্য্য' (হে পরমাত্মন!) 'শোচিষ্কেশং' (দীপ্তিমন্তং, তেজোরূপং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সপ্ত হরিতঃ' (সপ্তকিরণাঃ, ভগবৎসম্বন্ধকারকা দেহাদিসপ্তউপাদানাঃ) 'রথে' (হৃদি, কর্ম্মণি) 'বহন্তি' (প্রাপয়ন্তি)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—সূর্য্যরশ্ময়র্যথা সপ্তকিরণেন জগতি সূর্য্যসম্বন্ধং দদতি, সদ্ভাবাদয়স্তথা দেহেন্দ্রিয়প্রভৃতয়া হৃদি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। (১ম—৫০সূ—৮ঋ)।

---

* কিন্তু এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে সূর্য্যের গতি প্রভৃতির বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাবই প্রকাশ পায়। সে অর্থ,—"হে সূর্য্যদেব আপনি দিন এবং রাত্রিসকল উৎপন্ন করিয়া এবং জন্মবিশিষ্ট প্রাণিসমূহকে প্রকাশ করিয়া বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ লোকে বিশেষরূপে গমন করেন।" যাহা হউক, এ সকল মন্ত্র পরমাত্মার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত; অর্থ তদনুসারী হওয়াই সঙ্গত। ইহাই আমাদিগের অভিমত।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানময় (সর্ব্বপ্রকাশক) দ্যোতমান্ (স্বপ্রকাশ) হে পরমাত্মন্! তেজঃস্বরূপ (দীপ্তিমান্) আপনাকে, ভগবৎসম্বন্ধকারক দেহাদি সপ্ত-উপাদান, হৃদয়ে (কর্ম্মমধ্যে) বহন করিয়া আনে। (ভাব এই যে—সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেমন সপ্তকিরণের দ্বারা জগৎকে সূর্য্যসম্বন্ধ প্রদান করে, সত্ত্বভাবসমূহ সেইরূপ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করে।) ॥ (১ম—৫০সূ—৮ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্যদেব দ্যোতমান বিচক্ষণ সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতঃ। সপ্ত সপ্তসংখ্যাকা হরিতোঽশ্বা রসহরণশীলা রশ্ময়ো বা ত্বা ত্বাং বহন্তি প্রাপয়ন্তি। কীদৃশং। রথেঽবস্থিতমিতি শেষঃ। তথা শোচিষ্কেশং শোচীংষি তেজাংস্যেব যস্মিন্ কেশা ইব দৃশ্যন্তে স তথোক্তঃ। তং। হরিত ইত্যাদিত্যাশ্বানাং সংজ্ঞা হরিত আদিত্যস্যেতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ।

শোচিষ্কেশং! শুচ দীপ্তৌ। অর্চি শুচি হুসৃপী ত্যাদিনেসি প্রত্যয়ান্তোঽন্তোদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপ্রকৃতিস্বরত্বেন শিষ্যতে। নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্যেতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং ॥ (১ম—৫০সূ—৮ঋ) ॥

* * *

অষ্টম (৫৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মর্ম্মার্থ-পরিগ্রহণে বড়ই সমস্যায় পড়িতে হয়। ঋকের যাহা প্রচলিত অর্থ আছে, তাহার ভাব এই যে, 'সাতটি ঘোড়ার রথে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সূর্য্য! দ্যোতমান সর্ব্বলোকপ্রকাশক আপনাকে সপ্তসংখ্যক হরিদ্বর্ণ অশ্ব অথবা রসহরণশীল রশ্মিসমূহ বহন করিয়া থাকে। আপনি কিরূপ? রথে অবস্থিত তদ্রূপ, তেজোরূপ কেশবিশিষ্ট (শোচীংষি অর্থাৎ তেজসমূহ কেশের ন্যায় হইয়াছে যাহাতে) এবম্বিধ আপনাকে।

হরিত। ইত্যাদি অশ্বের সংজ্ঞা। 'হরিত আদিত্যস্য' নিঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে। শোচিষ্কেশং। দীপ্ত্যর্থক 'শুচ্' ধাতু। 'অর্চিশুচিহুসৃপী' ইত্যাদি 'এসি' প্রত্যয়ান্ত হইয়া অন্তোদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে তাহাই পূর্ব্বপ্রকৃতিস্বরত্বপ্রযুক্ত অবশিষ্ট আছে। 'নিত্যং সমাসেঽনুত্তরপদস্থস্য' এই নিয়মানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের 'ষত্ব' হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—৮ঋ) ॥

* * *
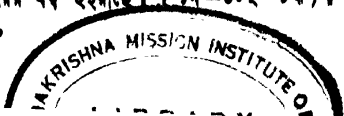
সূর্য্যকে বহন করে।' প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন—কি ভাব প্রাপ্ত হন! প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "হে সর্ব্বপ্রেরক, দীপ্তিমান্, সকলের প্রকাশক সূর্য্য, কেশসদৃশতেজো-বিশিষ্ট আপনাকে সপ্তসংখ্যক অশ্বসকল রথে বহন করে।"

(২) "হে দীপ্তিমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য! হরিৎনামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিঃই তোমার কেশ।"

'সাতটা ঘোড়ায় রথে সূর্য্যকে বহন করে'—এ প্রকার অর্থে বেদ-মন্ত্রের যে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা সেই বেদপুরুষই বলিতে পারেন! আমরা তো ইহার মর্ম্ম কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না!

যাহা হউক, এখন কি হইতে কি অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সেই আলোচনার ফলেই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। তৎপক্ষে মন্ত্রের পদ-কয়েকটীর প্রতি একবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—"সপ্ত হরিতঃ।" কিন্তু ঐ দুই পদের ভাব-পরিগ্রহণের পূর্ব্বে বুঝা উচিত, মন্ত্রের দেবতা বা লক্ষ্য-স্থান কোথায়? 'সূর্য্য' বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে অনুসন্ধান করিবেই বুঝা যায়, ঐ পদে পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য আছে, রূপকে তাঁহারই মাহাত্ম্য-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। সায়ণও দুই এক স্থলে (পূর্ব্বা-পর মন্ত্রের ভাষ্য দেখুন) সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ফলতঃ, যে পথেই অগ্রসর হউন, রূপক স্বীকার না করিলে, কোনও প্রকারেই মন্ত্রার্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে না। যদি বলেন—'পরমাত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে মন্ত্র প্রযুক্ত হয় নাই; ঐ দৃশ্যমান্ সূর্য্যের উদয়াস্ত লক্ষ্য করিয়াই উহার প্রবর্ত্তনা হইয়াছে; কিন্তু সে পক্ষেও রূপক-স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কেন-না, ঐ সূর্য্যের আবার রথ কি? আর, সাতটা ঘোড়ায়ই বা আবার সে রথ টানিবে কি? সুতরাং সে পক্ষে 'সপ্ত হরিতঃ' পদে সপ্ত বর্ণের বা সপ্ত কিরণের দ্বারা যে সূর্য্য-রশ্মি প্রকাশ পায়, সেই ভাব এখানে রূপকে পরিবর্ণিত আছে—স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ, 'সাতটা ঘোড়ায় তাঁহার রথ টানে'—এ ভাব কোনক্রমেই অটুট রাখা যায়

না। অথচ, দৃশ্যমান্ সূর্য্য-সম্বন্ধে যে ঐ মন্ত্রটী প্রযুক্ত—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বাপর মন্ত্রার্থের সামঞ্জস্য থাকে না এবং মন্ত্রার্থে কোনও সদ্ভাবই পাওয়া যায় না। অতএব, যাহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয় এবং বেদ-মন্ত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা বলি, রূপকালঙ্কারে, এক সুষ্ঠু উপমার দ্বারা, এখানে পরমার্থ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। 'সপ্ত' পদে আর 'হরিতঃ' পদে যে ভাব ব্যক্ত হয়, আমরা একাধিক স্থানে তাহার আলোচনা করিয়াছি। * উপমায় সূর্য্য-পক্ষে ঐ দুই পদে সূর্য্যরশ্মির সপ্তবর্ণকেই বুঝাইতেছে। পরন্তু সেই রশ্মির দ্বারা যেমন জগতের সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, পরমাত্মার বা ভগবানের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাত হইয়াছে। এক দিকে সূর্য্য; অন্য দিকে সত্ত্বভাব বা ভগবদ্বিভূতি। এক দিকে সপ্তরশ্মি; অন্যদিকে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই সপ্ত উপাদান। একদিকে জগৎ, অন্য দিকে হৃদয় বা কর্ম্মসমূহ। ভাব এই যে,—সূর্য্য যেমন সপ্ত-রশ্মি দ্বারা জগৎকে প্রাপ্ত হন; সত্ত্বভাবসমূহ সেইরূপ দেহাদি প্রেক্ত সপ্ত উপাদানের মধ্য দিয়া হৃদয়কে বা আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! তুমি সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। তাহা দ্বারাই তোমার দেহাদি বিশুদ্ধ হইয়া ভগবানের আশ্রয়-স্থান হইবে।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ। † (১ম—৫০সূ—৮ঋ)।

— — • — —

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ২৩৫৩ হইতে ২৩৫৭ পৃষ্ঠায় (প্রথম মণ্ডল, সপ্তচত্বারিংশৎ সূক্ত, অষ্টম ঋকের আলোচনায়) 'সপ্ত' পদ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য পাঠ করুন। 'হরিতঃ' (হরিৎ) পদ সম্বন্ধেও প্রথম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তের দ্বাদশ ঋকের আলোচনা দেখুন।

† মন্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেক পদই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সহায়ক বলিয়া মনে করা যায়। প্রথম—সূর্য্যের বিশেষণ 'বিচক্ষণ' ও 'দেব' পদদ্বয়। ভগবান যে জ্ঞানময় ও স্বপ্রকাশ, ঐ দুই পদে এই ভাব পরিব্যক্ত। দৃশ্যমান্ সূর্য্য-সম্বন্ধে ঐ পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে,

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। নবমী ঋক্)।

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।

তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অযুক্ত। সপ্ত। শুন্ধ্যুবঃ। সূরঃ। রথস্য। নপ্ত্যঃ।

তাভিঃ। যাতি। স্বযুক্তিভিঃ। ৯

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরঃ' (জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা) 'রথস্য' (অস্মাকং কর্ম্মরূপযানস্য হৃদয়স্য বা) 'নপ্ত্যঃ' (ন পাতয়িত্রীঃ, সন্তান-রক্ষয়িত্রীঃ ইতি ভাবঃ) 'সপ্ত' (বহ্বীঃ, দেহাদিসপ্তসংজ্ঞকাঃ, সৎকর্ম্মোপাদানাঃ—পূর্ব্বব্যাখ্যানুসারিণ্যঃ) 'শুন্ধ্যুবঃ' (বিশুদ্ধ-স্বভাবসমুদ্ভূতা বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তীঃ কর্ম্মশক্তীর্ব্বা) 'অযুক্ত' (যোজিতবান—হৃদি ইতি শেষঃ); 'তাভিঃ' (কর্ম্মশক্তিভিঃ, ইচ্ছাশক্তিভিঃ) 'স্বযুক্তিভিঃ' (আত্মজ্ঞানোন্মেষণাভিঃ সহ) 'যাতি' (ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—নরঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—ভগবদনুকম্পয়া বয়ং যাং বিশুদ্ধাং কর্ম্মশক্তিং ইচ্ছাশক্তিং বা লভামহে, সা শক্তিঃ এব অস্মান্ ভগবন্তং প্রাপয়তি। (১ম—৫০সূ—৯ঋ)।

* * *

অর্থান্তর আগমন করার আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে কেবল কল্পনার আড়ম্বর মাত্র। দ্বিতীয়—'শোচিষ্কেশং' পদ। ঐ পদের চলিত অর্থ—'জ্যোতিঃ হইয়াছে কেশ যাঁহার।' তাহা হইতে ঐ পদে অগ্নিকে বুঝায়। আমাদিগের অর্থ -'দীপ্তিমন্তং তেজোরূপং।" এ বিশেষণ ভগবৎ-সম্বন্ধেই যথাপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। তিনি জ্যোতির্ম্ময়। কি কেশ, কি পদ, কি নখ,—তাঁহার সকলই জ্যোতিঃ। এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। 'রথে' পদে হৃদয়কে বা কর্ম্মকে বুঝায়। এ অর্থে মতান্তর থাকিতে পারে না।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা, আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানের অথবা হৃদয়ের সন্তাপ-রক্ষয়িত্রী বহু বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তিকে অথবা কর্ম্মশক্তিকে হৃদয়ে সংযুক্ত রাখিয়াছেন; সেই সকল কর্ম্মশক্তির অথবা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আত্মোজ্ঞানম্বেষণের সহিত মানুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুকম্পায় আমরা যে বিশুদ্ধ কর্ম্মশক্তিকে বা ইচ্ছাশক্তিকে লাভ করি, সেই শক্তিই আমাদিগকে ভগবানকে পাওয়াইয়া দেয়।)॥ (১ম—৫০সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সূরঃ সর্ব্বস্য প্রেরকঃ সূর্য্যঃ শুন্ধ্যুবঃ শোধিকা অশ্বস্ত্রিয়ঃ। তাদৃশী সপ্তসংখ্যাকা অযুক্ত। স্বরথে যোজিতবান্। কীদৃশঃ। রথস্য নপ্ত্যঃ। ন পাতয়িত্র্যঃ। যাভির্যুক্তাভিঃ রথো যাতি। ন পততি তাদৃশীভিরিত্যর্থঃ। এবম্ভূতাভিস্তাভিরশ্বস্ত্রীভিঃ স্বযুক্তিভিঃ স্বকীয় যোজনেন রথে সম্বদ্ধাভির্যাতি। যজ্ঞগৃহং প্রত্যাগচ্ছতি। অতস্তস্মৈ হবির্দ্দাতব্যমিতি বাক্যশেষঃ॥

অযুক্ত। যুজির্ যোগে। স্বরিতেত্বাৎ কর্ত্রভিপ্রায় আত্মনেপদং। লুঙি চ্লেঃ সিচ্। একাচ। ইতীট্ প্রতিষেধঃ। লিঙ্সিচাবাত্মনেপদেষু। পা০ ১।২।১১। ইতি সিচঃ কিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। ছলো ছলীতি সিচঃ সকারলোপঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং। শুন্ধ্যুবঃ। শুন্ধ বিশুদ্ধৌ। যজিমনিশুং ধিদ দিজ নিভ্যো যুরিতি যু প্রত্যয়ঃ। শসি তস্যাদীনাং ছন্দসি

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বলোকপ্রেরক সূর্য্য বিশুদ্ধ সপ্তসংখ্যক অশ্বস্ত্রীকে স্বকীয় রথে যোজনা করিয়াছিলেন। অশ্বস্ত্রীগণ কি প্রকার? রথের পাতনকারিণী নহে—এরূপ। যে অশ্বস্ত্রীগণকে রথে যুক্ত করিলে রথ গমন করে, পতিত হয় না, এরূপ অশ্বস্ত্রীযুক্ত। স্বকীয় রথে সম্বদ্ধ এবম্বিধ অশ্বস্ত্রীসমূহ দ্বারা যজ্ঞগৃহ গমন করিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁহাকে হবিঃ দান করা কর্ত্তব্য।

অযুক্ত। যোগার্থক 'যুজির' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। স্বরিতত্ব-হেতু কর্তৃ অভিপ্রায়ে আত্মনেপদ হইয়াছে। লুঙ্ বিভক্তি পরে থাকায় 'চ্লে সিচ্' (৩।১ ৪৪) এই সূত্রানুসারে 'সিচ্' হইয়াছে। 'একাচ্' হেতু ইটের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'লিঙ্সিচাবাত্মনেপদেষু' (পা০ ১।২।১১) এই সূত্রানুসারে সিচের 'কিত্ব' হেতু লঘু উপধার গুণ হয় নাই। 'ছলোছলী' এই নিয়মানুসারে 'সিচের' সকারের লোপ হইয়াছে। 'চোঃ কুঃ' এই নিয়মানুসারে 'কুত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। শুন্ধ্যুবঃ। বিশুদ্ধ অর্থক 'শুন্ধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'যজিমানশুং বিদসিজনিভ্যোযুঃ' এই নিয়মানুসারে 'যুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'শস্' পরে

বহুলমুপসংখ্যানমিত্যুবঙাদেশঃ। সুরঃ। ষু-প্রেরণে। সুসূধাগৃধিভ্যঃ ক্রন্নিতি ক্রন-প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নপ্ত্যঃ। ন পাতয়তীত্যর্থে নপ্তৃনেষ্টৃ ইত্যাদি সোনাদিষু। নপ্তৃ-শব্দ-তৃজন্তোঃ নিপাতিতঃ। ঋন্নেভ্যো ঙীবিতি ঙীপ্। যণাদেশ উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি ঙীপ্ উদাত্তত্বং সুপাং সুপো ভবন্তীতি শসো উসাদেশঃ। ততো যুনাদেশঃ উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। রেফলোপশ্ছান্দসঃ। উক্তঞ্চ যো চাপরৌ বর্ণবিকারনাশবিতি শাখান্তরে তু নপ্ত্যা ইত্যেব পঠ্যতে। স্বযুক্তিভিঃ। স্বকীয়াঃ সূর্য্য-সম্বন্ধিন্যো যুক্তয়ো যোজনানি যাসাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম ৫০সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (১৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটীর পদবিন্যাস জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদাদিতে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। সায়ণের অর্থ, ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদেই লক্ষ্য করিবেন। এখানে দুই জন প্রসিদ্ধ বেদ-ব্যাখ্যাতার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সে অনুবাদ; যথা,—

(১) "সর্ব্বপ্রেরক সূর্য্য সপ্তসংখ্যক, দোষরহিত অশ্বীদিগকে স্বীয় রথে যোজিত করিয়াছেন, যে অশ্বী সকল রথে যোজিত হইলে রথের আর পতনভীতি থাকে না। স্বযোজিত সেই অশ্বীসকল দ্বারা তিনি যজ্ঞগৃহে গমন করেন।"

(২) "সূর্য্য রথবাহক সাতটী অশ্বীকে যোজিত করিলেন, সেই স্বয়ং যুক্ত অশ্বীদিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন।"

থাকায় 'তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উবঙ আদেশ হইয়াছে। সূরঃ। প্রেরণার্থক 'ষু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সুসূধাগৃধিভ্যঃক্রন' এই নিয়মানুসারে ক্রন প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। নপ্ত্যঃ। 'ন পাতয়তি' এই অর্থে 'নপ্তৃনেষ্টৃ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে উণাদিবিষয়ে নপ্তৃ শব্দ 'তৃচ্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'ঋন্নেভ্যোঙীপ্' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপ' প্রত্যয় হইয়াছে 'যণ' আদেশ ও 'উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাৎ' এই নিয়মানুসারে 'ঙীপের' উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'সুপাং সুপো ভবন্তি' এই নিয়মানুসারে 'শসের' স্থানে 'উস্' আদেশ হইয়াছে। তৎপরে 'যণাদেশঃ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ্' এই নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব হইয়াছে। ছান্দস-হেতু 'রেফের' লোপ হইয়াছে। উক্ত আছে 'যোচাপরৌবর্ণবিকারনাশৌ' ইত্যাদি। শাখান্তরে 'নপ্ত্যা' এইরূপই পঠিত হয়। স্বযুক্তিভিঃ। স্বকীয় সূর্য্যসম্বন্ধি যোজনসমূহ যাহাদের—এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—৯ঋ।)॥

* * *

পূর্ব্বে ছিল—সাতটা অশ্ব! এবার হইল—সাতটা অশ্বী! তাহাতে অর্থ যে কি দাঁড়াইল, উপরি উদ্ধৃত দুইটী বঙ্গানুবাদেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধিক বলা বাহুল্য-মাত্র।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, সে অর্থে আর প্রচলিত অর্থে আকাশ-পাতাল পার্থক্যই বা কেন প্রখ্যাত হইল, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক। এক এক শব্দ-কয়েকটীর অনুসরণ করুন। তাহাতেই মর্ম্মার্থ বিশদীকৃত হইবে।

প্রথম—'সূরঃ' পদ। পূর্ব্বাপর যেমন পরমাত্মা-বিষয়ে মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে, এখানেও ঐ পদে সেই লক্ষ্য অব্যাহত আছে মনে করি। সুতরাং ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'জ্ঞানপ্রদাতা পরমাত্মা' পদ গ্রহণ করিয়াছি। রথ-শব্দের যে অর্থ পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহারই সঙ্গতি দেখি। সুতরাং "রথস্য নপ্ত্যঃ" পদদ্বয়ে 'কর্ম্ম-রূপ যানের বা হৃদয়ের রক্ষয়িত্রী' অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভগবানের নিকট হইতে যে "শুন্ধ্যুবঃ" প্রাপ্ত হই, তিনি যে বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমুদ্ভূত অগ্নি-সংস্কারে সংস্কৃত কর্ম্মশক্তিকে বা ইচ্ছাশক্তিকে প্রেরণ করেন, তদ্দ্বারা কর্ম্মরূপ-যান বা হৃদয় নিশ্চয়ই রক্ষা প্রাপ্ত হয়; "রথস্য নপ্ত্যঃ" পদদ্বয়ের তাহাই সার্থকতা। অতঃপর 'শুন্ধ্যুব' পদটীর তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করুন। 'শুন্ধ্যু' পদ বিশুদ্ধতার ভাবমূলক। উহার অর্থ—'অগ্নি'। অগ্নি দ্বারা যাহা বিশুদ্ধ হয়, পরীক্ষার অনলে যাহার মলা-মাটী কাটিয়া যায়, "শুন্ধ্যুবঃ" পদে সেই বস্তুকে বুঝায়। আমরা তাই উহার প্রতিবাক্যে 'বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমুদ্ভূত' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়াছি। তদ্রূপ বিশুদ্ধা ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মশক্তি, হৃদয়কে বা কর্ম্মকে যে পতনের পথ হইতে রক্ষা করে, ইহা সুনিশ্চিত। সেই নিত্য-সত্য তত্ত্বই "শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ" বাক্যাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। এখন প্রথম পাদের আর দুইটী পদ অবশিষ্ট রহিল; একটী 'সপ্ত,' অপরটি 'অযুক্ত।' ক্রিয়াপদ 'অযুক্ত' সম্বন্ধে বিতর্কের কোনই কারণ নাই। উহার 'যোজিত-বান্' প্রতিবাক্যই আমরাও গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাহাতে অর্থের কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। কিন্তু 'সপ্ত' পদ-সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। যদিও ঐ পদে 'বহ্বীঃ' প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি এবং তাহাতে কোনও

আপত্তির কথা উঠিতে পারে না; তথাপি, ঐ পদে পূর্ব্বমন্ত্রকথিত সেই দেহাদি সপ্ত উপাদানের প্রতিও লক্ষ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। ভাব এই যে, দেহাদি সেই যে সাতটী "শুন্ধ্যুবঃ" অর্থাৎ পরীক্ষায় বিশুদ্ধীকৃত সেই যে সাতটী মনুষ্যত্বের উপাদান—সে সাতটীকে ভগবানই প্রদান করেন। ভগবদনুকম্পার প্রভাবেই আমাদিগের পঞ্চভূতাত্মক দেহ বিশুদ্ধ হয়, ভগবদনুকম্পাতেই আমাদিগের পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় বিশুদ্ধতা লাভ করে, ভগবদনুকম্পাতেই আমাদিগের মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার অনুকম্পা ভিন্ন শুদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব, "অযুক্ত" হইতে "নপ্তঃ" পর্য্যন্ত অংশের ভাব এই যে,—'ভগবান আমাদিগের দেহাদিকে যে বিশুদ্ধ অবস্থা প্রদান করেন, তদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ম্ম বা হৃদয় অব্যাহত থাকে—পতনের পথ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।' মন্ত্রের শেষ পাদের—"তাভির্য্যাতি স্বযুক্তিভিঃ" অংশের ভাব এই যে,—'ভগবদনু-কম্পাপ্রাপ্ত সেই ইচ্ছাশক্তিই বা কর্ম্মশক্তিই আমাদিগকে ভগবৎ-সান্নিধ্যে লইয়া যায়।' আমরা মনে করি, এ মন্ত্র এইরূপ উচ্চভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ঘোটকীর দ্বারা রথ টানানর কল্পনা—এখানে বিড়ম্বনা-মাত্র। (১ম—৫০সূ—৯ঋ)

—‡—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

অবভৃথেষ্টৌ হোত্রকা জলান্নিষ্ক্রম্যোদ্বয়ং তমসস্পরীতি মন্ত্রং ব্রূয়ুঃ। তথা চ পত্নীসংযাজৈশ্চরিত্বোতি খণ্ডে সূত্রিতং। উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যুদেত্য। আ০ ৬।১৩। ইতি।

* * *

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'অবভৃত' প্রভৃতি আটটী হোত্রক জল হইতে নিষ্ক্রমিত হইয়া 'উদ্বয়ং তমসস্পরি' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়াছিল। 'পত্নীসংযাজৈশ্চরিত্ব' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে;—'উদ্বয়ং তমসস্পরী ত্যুদেত্য' (আ০ ৬।১৩)।

* * *

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। দশমী ঋক্)।

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং।

দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥ ১০ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। বয়ং। তমসঃ। পরি। জ্যোতিঃ। পশ্যন্তঃ। উৎ৺তরং।

দেবং। দেব৺ত্রা। সূর্য্যং। অগন্ম। জ্যোতিঃ। উৎ৺তমং ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) 'তমসঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং) 'উৎ পরি' (উপরিস্থিতং, অতীতাবস্থাগতং) 'উত্তরং' (উৎকৃষ্টতরং) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানরূপং) 'পশ্যন্তঃ' (অবলোকয়ন্তঃ, হৃদি ধারয়ন্তঃ ক্রমশঃ ইতি যাবৎ) 'দেবত্রা' (দেবেষু মধ্যে) 'দেবং' (দ্যোতমানং) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপং, দীপ্যমানং; 'সূর্য্যং' (পরমাত্মানং) 'অগন্ম' (প্রাপ্নুবাম)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন সজ্জ্ঞানোন্মেষেণ সহ পরমাত্মনঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম-৫০সূ-১০ঋ)।

অথবা,

'বয়ং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ) যদি 'তমসস্পরি' (অন্ধকারস্যোপরি, অন্ধকারনাশকং) 'উত্তরং' (উৎকৃষ্টতরং জ্যোতিরাধারং) 'সূর্য্যং' (সূর্য্যংদেবং) 'পশ্যন্তঃ' (পূজয়ন্তঃ, হৃদি অনুধ্যায়ন্তঃ) তদা 'দেবত্রা দেবং' (দেবেষু মধ্যে দ্যোতমানং) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানময়ং পরমাত্মানং) 'অগন্ম' (প্রাপ্নুবাম)। সূর্য্যদেবস্য অনুধ্যানেন সহ ক্রমশঃ পরমাত্মদর্শনং সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম-৫০-১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রার্থনাকারী সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত-অবস্থা-গত উৎকৃষ্টতর জ্ঞানজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, দেবগণের মধ্যে

দ্যোতমান, শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মপ্রভাবে সৎ জ্ঞানোন্মেষের সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে।')॥ (১ম—৫০সূ—১০শ)॥

অথবা,

সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা যদি অন্ধকারনাশক উৎকৃষ্টতর জ্যোতির আধার সূর্য্যদেবকে অনুধ্যান করি, তাহা হইলে দেবগণের মধ্যে জ্যোতিষ্মান্ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। (ভাব এই যে,—'সূর্য্যদেবের অনুধ্যানের সহিতই ক্রমশঃ পরমাত্মদর্শন সম্ভবপর হয়।')॥ (১ম—৫০সূ—১০খ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বয়মনুষ্ঠাতারস্তমসস্পরি তমস উপরি রাত্রেরূর্দ্ধং বর্ত্তমানং তমসঃ পাপাৎ পর্য্যুপরি বর্ত্তমানং বা। পাপরহিতমিত্যর্থঃ। তথা চাম্নায়তে। উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যাহ। পাপ্মা বৈ তমঃ পাপ্মানমেবাস্মাদপহন্তীতি। জ্যোতিস্তেজস্বিনমুত্তরমুদ্গততরমুৎকৃষ্টতরং বা দেবত্রা দেবেষু মধ্যে দেবং দানাদিগুণযুক্তং সূর্য্যং পশ্যন্তঃ স্তুতিভির্হবির্ভিশ্চোপাসীনাঃ সন্ত উত্তমমুৎকৃষ্টতমং জ্যোতিঃ সূর্য্যরূপমগন্ম। প্রাপ্নুবাম। তথাচ শ্রূয়তে। অগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিত্যাহাসৌ বা আদিত্যো জ্যোতিরুত্তমমাদিত্যস্যৈব সাযুজ্যং গচ্ছতীতি। যুক্তং চৈতৎ। তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ॥

তমসস্পরি। পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থ ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। জ্যোতিষ্পশ্যন্তঃ। ইসুসোঃ সামর্থ্যে। পা০ ৮৩৪৪। ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং। ব্যপেক্ষালক্ষণং সামর্থ্যং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমরা অনুষ্ঠাতৃগণ রাত্রির ঊর্দ্ধে বিদ্যমান, অথবা পাপের উপরি বিদ্যমান অর্থাৎ পাপ রহিত (কথিত আছে—তমঃই পাপস্বরূপ এই হেতু পাপকে নাশ করা কর্ত্তব্য) তেজস্বি উদ্গততর অথবা উৎকৃষ্টতর এবং দেবগণ মধ্যে দানাদিগুণযুক্ত সূর্য্যকে দর্শন করিয়া স্তুতিদ্বারা ও হবি দ্বারা উপাসনা পূর্ব্বক উৎকৃষ্টতম জ্যোতিকে অর্থাৎ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইব। শ্রুতিতে আছে,—আমরা উত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইব, আদিত্যই উত্তম জ্যোতি, আদিত্যেরই সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। কারণ, শ্রুত্যন্তরে উক্ত হইয়াছে যে, 'আদিত্যকে যে ব্যক্তি যেরূপভাবে উপাসনা করে, সে সেই রূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

তমসস্পরি। পঞ্চমীর পরাবধ্যর্থহেতু বিসর্জ্জনীয়ের 'সত্ব' হইয়াছে। জ্যোতিষ্পশ্যন্তঃ। 'ইসুসোঃ সামর্থ্যে' (পা০ ৮।৩।৪৪) এই সূত্রানুসারে বিসর্গের 'ষত্ব' হইয়াছে। সেই স্থানে

ছত্রাদীক্রিয়তে। দেবত্রা। দেবমনুষ্যপুরুষমর্ত্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়া সপ্তম্যোর্বহুলমিতি সপ্তম্যর্থে ত্রাপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অগন্ম। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লঙি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ম্বোশ্চ। পা০ ৮।২৬৫। ইতি ধাতোর্ম্মকারস্য নকারঃ। অডাগম উদাত্তঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। উত্তমং। তমপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাপ্ত উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্রেত্যুঞ্ছাদিষু পাঠাদন্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—৫০সূ—১০ঋ)॥

* . *

দশম (৫৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

আমরা দুই প্রকার অন্বয়ে মন্ত্রটীর দ্বিবিধ অর্থ প্রকাশ করিলাম। পরন্তু সেই দুই অর্থেই আবার এক অভিন্ন ভাব ব্যক্ত হইল।

প্রথম প্রকার অর্থে প্রকাশ পাইতেছে,—অজ্ঞানতা যেমন একটু একটু দূর হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃ যেমন অল্পে অল্পে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তেমনই শ্রেষ্ঠ ভগবদ্বিভূতি অধিগত হয়, তেমনই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটে। সৎকর্ম্মের ফলে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তদ্দ্বারা ক্রমশঃ অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়—ক্রমশঃ জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য সুগম হইয়া আসে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—রূপ দেখিতে দেখিতেই গুণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে; রূপ গুণের অনুধ্যানেই রূপ-গুণ যাঁহার অংশ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অজ্ঞানতার আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে; আবশ্যক—জ্ঞানালোক-লাভ। পার্থিব অন্ধকার দূরীকরণে যেমন সূর্য্যালোকের সহায়তা আবশ্যক হয়, অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে সেইরূপ জ্ঞানালোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সে আলোক তাঁহারই—যিনি আলোকময়। সে আলোক তাঁহা হইতেই বিনির্গত হইতেছে—যিনি

বাপেক্ষা-লক্ষণ রূপ সামর্থ্যের অঙ্গীকার করা হয়। দেবত্রা। 'দেবমনুষ্যপুরুষপুরুমর্ত্ত্যেভ্যো দ্বিতীয়া সপ্তম্যোর্বহুলং' এই নিয়মানুসারে সপ্তম্যর্থে 'ত্রা' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। অগন্ম। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট' এই নিয়মানুসারে প্রার্থনা অর্থে 'লঙ' বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'শপে'র লুক্ হইয়াছে। 'ম্বোশ্চ' (পা০ ৮২৬৫) এই সূত্রানুসারে ধাতুর 'ম' স্থানে 'ন' হইয়াছে। 'অট্' আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। উত্তমং। তমপঃ পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত-প্রাপ্তি-বিষয়ে 'উত্তমশশ্বত্তমৌ সর্ব্বত্র' উঞ্ছাদিতে এইরূপ পাঠ-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫০সূ ১০ঋ)।

সকল আলোকের কেন্দ্রস্থানীয়। ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহাতে পৌঁছান যায়;—যেমন রশ্মির অনুসরণে আলোক-স্তম্ভে পৌঁছিতে পারি। এই সূর্য্যের অনুধ্যানেই সেই সূর্য্যকে পাওয়া যাইতে পারে,—এই আলোকের মধ্য দিয়াই সেই পরম আলোকে উপনীত হইতে পার। এক পক্ষে এই মন্ত্র এই উপদেশই প্রদান করিতেছে।

বলিয়াছি তো—দুই অর্থেরই ভাব অভিন্ন। আত্মজ্ঞানের অনুসরণে অগ্রসর হইতে হইতেই সেই জ্ঞানময়কে প্রাপ্ত হওয়া যায়; দৃশ্যমান সূর্য্যরূপে তাঁহার অর্চনা করিতে করিতেই পরমাত্মা প্রকাশমান হন। বৃথা বিতর্কে কোনও ফল নাই। জড় হউক, অজড় হউক, চেতন হউক, অচেতন হউক,—অবলম্বন একটা কিছু কর। বিশ্বনাথ—বিশ্বরূপ, বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। যে পথেই হউক, ভগবানের অনুসরণে অগ্রসর হও;—অগ্রসর হইতে হইতেই তাঁহাকে পৌঁছিতে পারিবে। ইহাই এই মন্ত্রের সর্ম্মার্থ। * (১ম—৫০সূ—১০ম)॥

— — • — —

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

উদ্বয়িত্যাদ্যাঃ তৃচো রোগশান্ত্যর্থঃ। তথা চানুক্রমণ্যামুক্তং। অন্ত্যস্তৃচো রোগঘ্ন উপনিষদিতি। যুক্তং চৈতৎ। যস্মাদনেন তৃচেন ঋগ্বেদ্যমাপ্যঃ প্রস্কণ্বঃ সূর্য্যমস্তৌৎ। তেন তৃচেন স্তুতঃ

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'উদ্বয়ন্' প্রভৃতি তিনটী ঋক রোগশান্ত্যর্থ পঠিত হইয়া থাকে। অনুক্রমণিকাতে উক্ত হইয়াছে যে, শেষ তিনটী ঋক্ রোগঘ্ন। ইহা যুক্তিযুক্ত; কারণ, এই জন্যই এই তিনটী ঋকের দ্বারা ঋক-দোষ-শান্তির নিমিত্ত প্রস্কণ্ব ঋষি সূর্য্যকে স্তব করিয়াছিলেন। সেই ঋকত্রয় দ্বারা

* মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। দুই অনুবাদ দুই পথ দিয়া গমন করিয়াছে। যথা,—

(১) "আমরা অন্ধকারাতীত, তেজস্বী, উৎকৃষ্টতর, দেবতাদিগের মধ্যে দানাদিগুণ-বিশিষ্ট সূর্য্যকে উপাসনা করিয়া সেই সূর্য্যরূপ উত্তম জ্যোতি প্রাপ্ত হই।"

এ অর্থে সূর্য্যোপাসনার মধ্য দিয়াই যে পরমাত্মার সম্মিলন সম্ভবপর, তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

অন্য অর্থ,—(২) "অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতি দৃষ্টি করিয়া আমরা সমস্ত দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্য্যের নিকট গমন করি; তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ।"

এখানে ভাবপরিগ্রহ সুকঠিন। কষ্টকল্পনায় আমাদিগের পরিগৃহীত প্রথমোক্ত অর্থের সহিত ইহার একটু সাদৃশ্য অনুভব করা যাইতে পারে।

সূর্য্যস্তমৃষিং রোগান্নিরগময়ৎ। তস্মাদিদানীমপি রোগশান্ত্যৈ এতেন তৃচেন সূর্য্য উপাসনীয়ঃ। তদুক্তং শৌনকেন। উদ্যন্নদ্যেতি মন্ত্রোঽয়ং সৌরঃ পাপপ্রণাশনঃ। রোগঘ্নশ্চ বিষঘ্নশ্চ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ ইতি। তৃচস্যাস্য সূক্তে একাদশীমৃচমাহ।

* * *

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং।

হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয় ॥ ১১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ-যন্। অদ্য। মিত্র-মহঃ। আ-রোহন্। উৎ-তরাং। দিবং।

হৃৎ-রোগং। মম। সূর্য্য। হরিমাণং। চ। নাশয় ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মিত্রমহঃ' (সর্ব্বেষাং অনুকূলদীপ্তিযুক্ত মিত্রবৎকৃপাপর বা) 'সূর্য্য' (হে পরমাত্মন্! হে ভগবন্!) ত্বং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, অবিলম্বেন ইতি ভাবঃ) 'উদ্যন্' (উদয়ং গচ্ছন্, আত্মস্বরূপং প্রকাশয়ন্) 'উত্তরাং' (শ্রেষ্ঠং) 'দিবং' (স্বর্গরূপং, সত্ত্বভাবনিলয়ং হৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'আরোহন্' (প্রাপ্নুবন্) 'মম' (মদীয়ং) 'হৃদ্রোগং' (অন্তর্ব্ব্যাধিং, হৃদয়কৌটিল্যং) 'হরিমাণং চ' (বহির্ব্ব্যাধিং চ, সত্ত্বাবহরণশীলং কর্ম্মপ্রভাবং চ) 'নাশয়' (বিদূরয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! ময়ি আত্মপ্রকাশেন মম হৃদয়ং সত্ত্বভাবান্বিতং কৃত্বা তত্র অধিষ্ঠিতো ভব, সর্ব্বদুঃখং বিনাশয় চ। (১ম ৫০ সূ ১১ঋ)।

* * *

ভূত হইয়া সূর্য্যদেব ঋষিকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই হেতু এই তিনটী ঋকের দ্বারা সূর্য্যদেব অদ্যাপি উপাস্য হইয়া থাকেন। শৌনক বলিয়াছেন—'উদ্যন্নদ্য' এই মন্ত্রটী সূর্য্য-সম্বন্ধি ও পাপনাশক, রোগঘ্ন, বিষঘ্ন এবং ভোগ ও মোক্ষদায়ক।

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রতি মিত্রবৎ কৃপাপরায়ণ হে ভগবন্! আপনি অবিলম্বে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া, শ্রেষ্ঠস্বর্গরূপ সত্ত্বভাবনিলয় হৃদয়কে প্রাপ্ত হইয়া, আমার অন্তর্ব্ব্যাধিকে অথবা হৃদয়ের কৌটিল্যকে এবং বহির্ব্ব্যাধিকে অথবা সম্ভাবনাশক কর্ম্মপ্রভাবকে বিনাশ করুন। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাতে আত্মপ্রকাশের দ্বারা আমার হৃদয়কে সত্ত্বভাবাপন্ন করিয়া, সেখানে অধিষ্ঠিত হউন এবং আমার সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করুন।')॥ (১ম—৫০সূ—১১ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সূর্য্য সর্ব্বস্য প্রেরক মিত্রমহঃ সর্ব্বেষামনুকূলদীপ্তিযুক্ত। অদ্যাস্মিন্‌কালে উদ্যন্। উদয়ং গচ্ছন্ উত্তরামুন্নততরাং দিবমন্তরিক্ষমারোহন্। আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুবন্। যদ্বা দিবমন্তরিক্ষমুত্তরমারোহন্ উৎকর্ষেণ প্রাপ্নুবন। এবম্বিধস্ত্বং মম হৃদ্রোগং হৃদয়গতমান্তরং রোগং হরিমাণং শরীরগতকান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং। যদ্বা শরীরগতং হরিদ্বর্ণং রোগপ্রাপ্তং বৈবর্ণ্যমিত্যর্থঃ। তদুভয়মপি নাশয়। মাং স্তোতারমুভয়বিধাদ্রোগান্মোচয়েত্যর্থঃ॥

মিত্রমহঃ। মিত্রমনুকূলং মহস্তেজো যস্যাসৌ। আমন্ত্রিত-নিঘাতঃ। উত্তরাং। উদিত্যনেনোপসর্গেণ স্বসংসৃষ্টধাত্বর্থো লক্ষ্যতে। তস্মাদাতিশায়নিকস্তরপ্ প্রত্যয়। প্রথমপক্ষেঽন্তরিক্ষবিশেষণত্বেন দ্রব্যপ্রকর্ষপ্রতীতেরাম্ ন ভবতি। দ্বিতীয়ে ত্বারোহণক্রিয়ায়াঃ প্রকর্ষো গম্যত ইতি কিমেত্তিঙব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্যপ্রকর্ষে ইতি আমুঃ। প্রথমপক্ষে টাপ্তরপোঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্ব উপসর্গস্বর এব শিষ্যতে। দ্বিতীয়ে ত্বাম্-প্রত্যয়স্য সতি শিষ্টত্বাত্তস্যৈব স্বরে প্রাপ্তে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সর্ব্বপ্রেরক অনুকূলদীপ্তিযুক্ত সূর্য্য! অদ্য এই সময়ে উদিত ও অন্তরিক্ষকে অভিমুখে প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্তরিক্ষকে উৎকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনি আমার হৃদয়গত রোগকে ও শরীরগত কান্তিহরণশীল বাহ্য রোগকে অথবা শরীরগত হরিদ্বর্ণরোগজনিত বিবর্ণতাকে নাশ করুন।

মিত্রমহঃ। 'মিত্র' শব্দের অর্থ অনুকূল, 'মহঃ' শব্দের, অর্থ তেজ; অনুকূল তেজ যাহার —এই ব্যাসবাক্যে 'মিত্রমহঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। আমন্ত্রিত-হেতু নিঘাত হইয়াছে। উত্তরাং। 'উৎ' এই উপসর্গের দ্বারা স্বসংসৃষ্ট ধাত্বর্থের বোধ হইতেছে। তদুত্তর অতিশয়ার্থক 'তরপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রথম পক্ষে অন্তরিক্ষের বিশেষণ-হেতু দ্রব্য-প্রকর্ষ প্রতীতি জন্য 'আম্' হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষে আরোহণক্রিয়ার প্রকর্ষ বুঝাইয়াছে। 'কিমেত্তিঙব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্য-প্রকর্ষে' (পা. ৫।৪।১১) এই সূত্রানুসারে 'আমুঃ।' প্রত্যয় হয়। প্রথমপক্ষে 'তরপ্' প্রত্যয়ের 'পিত্ত্ব' হেতু অনুদাত্তত্ব পক্ষে উপসর্গস্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় পক্ষে 'আম্' প্রত্যয়ের

ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। বৃষাদির্ব্বা দ্রষ্টব্যঃ। স হ্যাকৃতিগণঃ। হৃদ্রোগং। বা শোকষ্যঞ্‌রোগেষু। পা০ ৬৷৩৷৫১। ইতি হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। মম। যুষ্মদস্মদোঙসীত্যাদ্যুদাত্তত্বং। হরিমাণং। হৃঞ্‌ হরণে। অনিহৃভ্যামিমনিন। উ০ ৪৷২৫০। ইত্যৌনাদিক ইমনিন প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা হরিচ্ছব্দস্য বর্ণবাচিত্বাদ্বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্‌ চ। পা০ ৫৷১৷১২৩। ইতি চকারাদিমনিন্ প্রত্যয়ঃ। ইষ্টেমেয়ঃস্বিত্যনুবৃত্তৌ টেরিতি টিলোপঃ। (১ম ৫০সূ—১১ঋ)॥

* * *

একাদশ (৫৯৬) ঋকের বিশদার্থ।

——•:§:•——

এক পক্ষে মন্ত্রের প্রার্থনা সূর্য্যসান্নিধ্যে সূর্য্যোপাসকগণের রোগনাশ-কামনামূলক। রোগী যেন সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে সূর্য্য! আজ তুমি উদয় হও এবং উচ্চ অন্তরিক্ষলোকে আরোহণ কর; আর আমার হৃদ্গত রোগ এবং বাহ্য হরিদ্বর্ণ রোগ নাশ কর।' সূর্য্যের উপাসনায় বিবিধ প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত। এ মন্ত্র তদুদ্দেশ্যসাধনে বিনিযুক্ত। ইহাই প্রচলিত অর্থ। এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্র হরিদ্বর্ণ রোগ (ন্যাবা) নাশ-পক্ষে উচ্চারিত হইয়া থাকে। চর্ম্মরোগ নাশ-পক্ষে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রস্কণ্ব ঋষি সুফল লাভ করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রখ্যাত আছে।

'শিষ্টত্ব' থাকিলেও উক্তস্বর প্রাপ্তি-বিষয়ে ব্যতিক্রমতাপ্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বৃষাদির্ব্বা' এই নিয়মটী দ্রষ্টব্য। যেহেতু তাহা আকৃতিগণীয়। হৃদ্রোগং। 'বা শোকষ্যঞ্‌রোগেষু' (পা০ ৬৷৩৷৫১) এই সূত্রানুসারে 'হৃদয়' শব্দের স্থানে 'হৃৎ' আদেশ হইয়াছে। 'যুষ্মদস্মদোঙসীতি' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। হরিমাণং। হরণার্থক হৃঞ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অনিহৃভ্যামিমনিন' (উ০ ৪৷১৫০) এই সূত্রানুসারে ঔণাদিক ইমনিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যতিক্রমহেতু অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'হরিৎ' শব্দের বর্ণবাচিত্ব-প্রযুক্ত 'বর্ণদৃঢ়াদিভ্য ষ্যঞ্‌ চ' (পা০ ৫৷১৷১২৩) এই সূত্রস্থ 'চ'কার হেতু 'ইমনিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ইষ্ঠেমেয়ঃ স্বিতি' এই নিয়মের অনুবৃত্তিহেতু 'টেঃ' এই নিয়মানুসারে টির লোপ হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—১১ঋ)।

* * *

অন্য পক্ষে মন্ত্রটী যে ভাব ও যে অর্থ প্রকাশ করে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা যে পথ দিয়া অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই সূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ন্যায়, আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটীও পরমাত্মায় সম্বোধনমূলক। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর অর্থের বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। প্রথম 'মিত্রমহঃ' পদ। ঐ পদে, সকলেরই প্রতি সমান কৃপাপর—মিত্রের ন্যায় মমতাসম্পন্ন—এই ভাব পাওয়া যায়। 'অদ্য' পদে 'অবিশেষে' ভাব আনয়ন করে। 'উদ্যন্' পদে 'উদয় হইয়া' অর্থাৎ 'আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'উত্তরাং দিবং' পদদ্বয়ে সাদাসিধা-ভাবে 'শ্রেষ্ঠ স্বর্গকে' বুঝায়। কিন্তু স্বর্গ—সে কোথায়? তাহার স্বরূপই বা কি প্রকার? স্বর্গ বলিতে, আমরা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি, সত্ত্বভাবের আবাস-স্থান বুঝায়। হৃদয়ই সেই প্রকৃষ্ট আবাস-স্থান 'উত্তরাং দিব' পদদ্বয়ে তাই এখানে সত্ত্বভাবনিলয় স্বর্গস্বরূপ হৃদয় অর্থ গ্রহণ করি। ভগবান্ যাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ হন, তাঁহার হৃদয় যে স্বর্গতুল্য সত্ত্বভাবস্থান হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই হৃদয়েই তিনি অবস্থান করেন। যেখানেই ভগবানের প্রকাশ, তাহাই স্বর্গ, সেখানেই তাঁহার অবস্থিতি। "উদ্যন্ উত্তরাং দিবং আরোহন্"—এই বাক্যাংশে ভগবানের ঐ মহিমার বিষয়ই পরিব্যক্ত আছে। তেমন যে মহিমান্বিত তিনি, তিনি আমার অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি নাশ করুন; অথবা, তাঁহার কৃপায় আমার হৃদয়ের কৌটিল্য দূরীভূত হউক এবং আমার সদ্ভাবনাশক কর্ম্মসমূহ লয়প্রাপ্ত হউক। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য।

প্রার্থনার সূক্ষ্মভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আসিয়া আমার হৃদয়ে উদয় হউন। তাহার ফলে হৃদয় সত্ত্বভাব পরিপূর্ণ হউক। আর, সে হৃদয়ে আপনি অবস্থিত রহিয়া, আমার সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল উৎপাটিত করিয়া ফেলুন।' (১ম—৫০সূ—১১ঋ)।

—:০:—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।

অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

শুকেষু। মে। হরিমাণং। রোপণাকাসু। দধ্মসি।

অথো ইতি। হারিদ্রবেষু। মে। হরিমাণং। নি। দধ্মসি ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মে' (মম) 'হরিমাণং' (বহির্ব্যাধিং, সম্ভাবনাশকং পাপকর্ম্ম) 'শুকেষু' (দীপ্তিমৎসু) 'রোপণাকাসু' (সম্ভাবজনকেষু, দীপ্তপ্রদেষু জ্ঞানকিরণেষু ইতি ভাবঃ) 'দধ্মসি' (নিযচ্ছ); 'অথঃ' (অপিচ) 'মে' (মম) 'হরিমাণং' (সম্ভাবনাশকং কর্ম্মপ্রভাবং) 'হারিদ্রবেষু' (পাপহারকেষু দেবেষু) 'নি দধ্মসি' (সংস্থাপয়)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন! মম সদসৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্বয়ি নিযচ্ছ; যেনাহং ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিতঃ সন্ তব কর্ম্ম সাধয়ামি, তৎ বিধেহি। (১ম-৫০সূ-১২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমার সম্ভাবনাশক পাপকর্ম্মকে দীপ্তিমান সম্ভাবজনক জ্ঞানকিরণসমূহে সংন্যস্ত কর; আর, আমার সম্ভাবনাশক কর্ম্মপ্রভাবকে পাপহারী দেবতাসমূহে সংস্থাপিত কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার সদসৎ সকল কর্ম্ম আপনাতে নিয়ন্ত্রিত করুন; যাহাতে আমি ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিত হইয়া আপনার কর্ম্ম করি, তাহার উপায় করিয়া দেন।) ॥ (১ম—৫০সূ—১২ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মে মদীয়ং হরিমাণং শরীরগতং হরিদ্বর্ণত্বভাবং শুকেষু তাদৃশং বর্ণং কাময়মানেষু পক্ষিষু তথা রোপণাকাসু শারিকাসু পক্ষিবিশেষেষু দধ্মসি। স্থাপয়ামঃ। অথো অপি চ হারিদ্রবেষু হরিতালদ্রুমেষু তদ্রূপবর্ণবৎসু মে মদীয়ং হরিমাণং নি দধ্মসি। নিদধীমহি। স চ হরিমা তত্রৈব সুখেনাস্তাং। অস্মান্মা বাধিষ্টেত্যর্থঃ।

দধ্মসি ইদন্তোমসিরিতি মস ইকারাগমঃ। (১ম—৫০সূ—১২ঋ)।

* * *

দ্বাদশ (৫৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রটী সামান্য পরিবর্ত্তিত ভাবে অথর্ব্ববেদের মধ্যেও দেখিতে পাই। মন্ত্রস্থ দুইটী "মে" পদের পরিবর্ত্তে সেখানে দুইটী "তে" পদ ব্যবহৃত দেখি। অপিচ, 'শুকেষু' পদের পাঠান্তরে 'সুকেষু' পদ প্রচলিত আছে। সেখানে সায়ণ-ভাষ্যে প্রকাশ, এই মন্ত্রটী এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্র ("পরি ত্বা রোহিতৈঃ" প্রভৃতি এবং "যা রোহিণীর্দেবত্যা" প্রভৃতি-মন্ত্রদ্বয়) দ্বারা হরিদ্বর্ণপ্রাপ্ত রুগ্নশরীরে গবাদিপশুসম্বন্ধ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণে প্রবেশ করান হয়। সে পক্ষে, রক্তমোক্ষণ দ্বারা দূষিত রক্তকে শোধিত-করণ-ক্রিয়া-মূলক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা এই মন্ত্রে নিবদ্ধ আছে, ইহাই মনে আসে। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে সে সকল প্রক্রিয়া-পদ্ধতি লোপপ্রাপ্ত হওয়ায়, এখন মাত্র মন্ত্রার্থ লইয়াই আমাদিগের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতেছে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

আমাদিগের শরীরগত হরিদ্বর্ণ ভাবকে (অর্থাৎ হরিৎবর্ণ রোগবিশেষকে) হরিদ্বর্ণ-কামী শুক-নামক পক্ষিবিশেষে এবং শারিকা পক্ষিবিশেষে স্থাপন করিতেছি। আরও হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট হরিতাল বৃক্ষবিশেষেও আমাদিগের শরীরগত হরিদ্বর্ণ ভাবকে (অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ রোগবিশেষকে) স্থাপন করিতেছি। সেই হরিমা (হরিদ্বর্ণ ভাব অথবা হরিদ্বর্ণ রোগ) সেইস্থানে সুখে অবস্থিত হউক। আমাদিগকে যেন বাধা প্রদান না করে।

দধ্মসি। 'ইদন্তোমসিঃ' এই নিয়মানুসারে এই পদে 'মস্' ও 'ই'কারাগম হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—১২ঋ)।

* * *

অথর্ব্ববেদের ভাষ্যানুসারে বুঝা যায়, মন্ত্রটী যেন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে ব্যাধিত! তোমার শরীরগত রোগজনিত হরিদ্বর্ণ, শুক এবং কাষ্ঠশুক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিসমূহে সংস্থাপিত করি। অনন্তর, তোমার শরীরগত সেই হরিদ্বর্ণ গোপীতনক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিবিশেষে স্থাপন করিতেছি।' মন্ত্রের এই অর্থে, চিকিৎসক যেন রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া, এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন,—এইরূপ ভাব পাওয়া যায়।

লৌকিক হিসাবে মন্ত্রের প্রয়োগ-প্রণালী যাহাই হউক, মন্ত্রের অর্থ সাধারণ্যে যাহাই প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রে যে এক উচ্চ আদর্শ পরিব্যক্ত হইয়াছে, মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহাই উপলব্ধ হয়। আমাদের মতে, মন্ত্র নিষ্কাম-কর্ম্মের শিক্ষা প্রদান করিতেছে। নিষ্কাম-কর্ম্মের মূল-সূত্র গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে সুন্দর পরিস্ফুট দেখিতে পাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া, কর্ম্ম করিতে পারিলেই নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। এখানে এ মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ব্যাধি-প্রশমনের দৃষ্টান্তে সেই নিষ্কামকর্ম্ম সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

কি সূত্রে কি অর্থে আমরা এ ভাব উপলব্ধি করি, এ স্থলে তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত জটিলতাপূর্ণ দুর্ব্বোধ্য পদ-সমূহ,—হরিমাণং, শুকেষু, রোপণাকাসু, হারিদ্রবেষু। ভাষ্যের মতে ঐ সকল পদের যে অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে, ভাষ্যপাঠে তাহা অবগত হইবেন। এক্ষণে আমরা ঐ সকল পদের কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিতেছি। 'হরিমাণং' পদের অর্থ আমাদের ব্যাখ্যাতেই পরিব্যক্ত দেখিবেন। তদনুসারে আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'সদ্ভাবনাশকং পাপকর্ম্ম, সদ্ভাবহরণশীলং কর্ম্মপ্রভাবং।' তার পর, 'শুকেষু' 'রোপণাকাসু' এবং 'হারিদ্রবেষু' পদত্রয়ে, ভাষ্যকার হরিদ্বর্ণবিশিষ্ট শুক, কাষ্ঠশুক এবং গোপীতনক শুক অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদত্রয়ে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহা

প্রকটিত দেখিবেন। 'শুভ্' ধাতু হইতে 'শুক' পদ নিষ্পন্ন। 'শুভ্' ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। তাহা হইতে আমরা ঐ পদে 'দীপ্তিমৎসু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'রোপণাকাসু' পদ 'রপ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। পিঞ্জ 'রপ্' ধাতুর অর্থ জনন—উৎপন্ন করা। তাহা হইতে 'সদ্ভাব-জনকেষু' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। জ্ঞানপ্রভাবে হৃদয় প্রদীপ্ত হয়,—জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়। উহাতে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'হারিদ্রবেষু' পদের অর্থ আমরা করিয়াছি—'পাপহারকেষু দেবভাবেষু'। হৃ ধাতু হরণার্থক। দ্রু-ধাতু দ্রবণার্থক। তাহা হইতে আমরা 'হারিদ্রবেষু' পদে 'পাপনাশক করুণাময় দেবসমূহে' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। দেবগণের বা দেবভাবসমূহের দ্বারাই পাপ বিনষ্ট হয়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। দেবগণ স্বতঃ করুণাপরায়ণ। তাঁহাদিগের করুণায় পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 'হারিদ্রবেষু' পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে যে ভাব সূচিত হয়, তাহা প্রদর্শন করিতেছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—'তোমার সদ্ভাব-নাশক পাপ-প্রবৃত্তি-সমূহকে দীপ্তিমান্ সদ্ভাবজনক জ্ঞানকিরণে নিবেশিত কর।' ভাব এই যে,—'জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে সদ্ভাবনাশক পাপপ্রবৃত্তি-সমূহকে বিদূরিত কর; হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হউক।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে;—'সদ্ভাবহরণশীল কর্ম্মপ্রভাব পাপহরণকারী দেবগণে সংন্যস্ত কর।' ভাব এই যে,—'কিবা সৎকর্ম্মে কিবা অসৎকর্ম্মে সর্ব্বথা ভগবদনুসারী হও; তোমার সকল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ কর। তাহা হইলে, অসৎকর্ম্মে পাপানুষ্ঠানে আর তোমার প্রবৃত্তিই আসিবে না। তখন তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মই, তাঁহার কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই জানিয়া, তাঁহার শরণ লও;—ভগবৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যাহাতে তাঁহার প্রীতি, তাহাতে তোমারও প্রীতি—এই মনে করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হও। তাহা হইলেই তুমি ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে। তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবসান হইবে।' (১ম—৫০সূ—১২ঋ)।

—:*:—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাশৎ সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।

দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধং ॥ ১৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। অগাৎ। অয়ং। আদিত্যঃ বিশ্বেন। সহসা। সহ।

দ্বিষন্তং। মহ্যং। রন্ধয়ন্। মো ইতি অহং। দ্বিষতে। রধং ॥ ১৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যস্মিন্ 'দ্বিষতে' (হিংসাকারিণে শত্রৌ) 'অহং' (ভগবদর্চ্চনাপরো জনঃ) 'মো রধং' (বিনাশয়িতুং সমর্থো ন ভবামি), 'অয়ং' (পুরোবর্ত্তী, সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ) 'আদিত্যঃ' (অনন্তান্তর্ভূতো দেবঃ) 'বিশ্বেন' (সর্ব্বেণ) 'সহসা' (বলেন) 'মহ্যং' (মম) তং 'দ্বিষন্তং' (হিংসাকারিণং শত্রুং) 'রন্ধয়ন্' (হিংসন্, নাশয়ন্) 'উদগাৎ' (উদয়ং প্রাপ্তবান্, হৃদি প্রতিষ্ঠিতো ভবতি)। অতিদুর্দ্ধর্ষঃ শত্রুরপি দেবশক্তিপ্রভাবেন প্রতিহতো বা বিনাশপ্রাপ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম-৫০সূ—১৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে হিংসাকারী শত্রুকে ভগবদর্চ্চনাপরায়ণ আমি বিনাশ করিতে সমর্থ হই না, সর্ব্বত্র অবস্থিত অনন্তের অঙ্গীভূত আদিত্যদেব, সকল প্রকার শক্তির দ্বারা আমার সেই হিংসাকারী শত্রুকে নাশ করিয়া সমুদিত (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত) হয়েন। (ভাব এই যে,—অতিদুর্দ্ধর্ষ শত্রুও দেবশক্তিপ্রভাবে প্রতিহত বা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৫০সূ—১৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং পুরোবর্ত্যাদিত্যোঽদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যো বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহোদগাৎ। উদয়ং প্রাপ্তবান্। কিং কুর্ব্বন্। মহ্যং দ্বিষন্তং রন্ধয়ন্। মমোপদ্রবকারিণং হিংসন্। অপিচ। অহং দ্বিষতেঽনিষ্টকারিণে রোগায় মো রধং। নৈব হিংসাং করোমি। সূর্য্য এব অস্মদনিষ্ট-কারিণং রোগং বিনাশয়ত্বিত্যর্থঃ॥

অগাৎ। এতের্লুঙীনো গা লুঙীতি গাদেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। আদিত্যঃ। দিত্যদিত্যাদিত্যোত্যপত্যার্থে প্রাগ্‌দিব্যতীয়ো ণ্য প্রত্যয়ঃ। রন্ধয়ন্। রধ হিংসাসং-রাদ্ধ্যোঃ। ণ্যন্তাল্লটঃ শতৃ। রধিজভোরচি। পা০ ৭.১.৬১। ইতি ণৌ ধাতোর্নুমাগমঃ। মো। মা উ নিপাতদ্বয়সমুদায়ো নৈবেত্যস্যার্থে। ওদিতি প্রগৃহ্যত্বে প্লুত প্রগৃহ্যা অচীতি প্রকৃতিভাবঃ। দ্বিষতে। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রধং। রধের্লুঙি পুষাদিত্বাৎ চ্লেরঙাদেশঃ। রধিজভোরচি। পা০ ৭।১।৬১। ইতি। ধাতোর্নুম। অনিদিতামিত্যনুষঙ্গ-লোপঃ। ন মাঙ্‌যোগ ইত্যডভাবঃ॥ (১ম—৫০সূ—১৩ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে অষ্টমো বর্গঃ॥ ১।৪।৮।

ইতি প্রথমমণ্ডলে নবমোঽনুবাকঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই পুরোবর্ত্তী অদিতির পুত্র সূর্য্য সমস্ত বলের সহিত উদয় প্রাপ্ত হইয়াছেন (উদিত হইয়াছেন)। কি করিবার জন্য? আমার প্রতি উপদ্রবকারী (অনিষ্টকারী) শত্রুকে হিংসা করিবার জন্য। আমি যেন অনিষ্টকারী রোগকে প্রতিহিংসা না করি। সূর্য্যই আমাদিগের অনিষ্টকারী রোগকে বিনাশ করুন।

অগাৎ। এতি 'ইন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুঙ' বিভক্তিতে 'ইনো গা লুঙি' এই নিয়মানুসারে 'গা' আদেশ হইয়াছে। 'গাতিস্থ' এই নিয়মানুসারে সিচের লুক হইয়াছে। আদিত্যঃ। 'দিত্যদিত্যাদিত্য' (পা০ ৪।১।৮৫) এই সূত্রানুসারে অপত্যার্থে প্রাগ্‌দীব্যতীয় 'ণ্য' প্রত্যয় হইয়াছে। রন্ধয়ন্। হিংসার্থ রধ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নিচ্‌প্রত্যয়ান্ত রাধ ধাতুর উত্তর লটের স্থানে 'শতৃ' প্রত্যয় হইয়াছে। "রধিজভোরচি" (পা০ ৭.১.৬১) সূত্রানুসারে 'অচ্' পরে থাকায় 'নুম্' আগম হইয়াছে। মা। নৈব এই নিষেধার্থ 'মা' ও 'উ' এই পদদ্বয় নিপাতন-সিদ্ধ। 'ওদিতি প্রগৃহ্যত্বে প্লুত প্রগৃহ্যা অচি'—এই নিয়মে প্রকৃতিভাব হইয়াছে। দ্বিষতে। 'শতুরনুম' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। রধং। রধি-ধাতুর লুঙ-বিভক্তিতে পুষাদিত্ব-প্রযুক্ত চ্লেরঙ আদেশ হইয়াছে। 'রধিজভোরচি' (পা০ ৭।১।৬১) এই সূত্রানুসারে নুম আগম হইয়াছে। 'অনিদিতাম্' এই সূত্রানুসারে অনুষঙ্গলোপ ঘটিয়াছে। 'ন মাঙ্‌যোগে' এই নিয়মানুসারে অট্ অভাব হইয়াছে। (১ম - ৫০সূ—১৩ঋ)।

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত। ১।৪।৮॥

প্রথম মণ্ডলের নবম অনুবাক সম্পূর্ণ॥ ১ম, ৯অ।

ত্রয়োদশ (৫৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

———•:§:§:•———

এই ঋকের অন্তর্গত 'আদিত্যঃ', 'দ্বিষন্তং' ও 'অয়ং' পদত্রয়ের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রার্থ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। 'আদিত্যঃ' পদে 'অদিতির পুত্র' অর্থ করিয়া, কেহ বা কহিয়াছেন,—"অদিতির পুত্র সূর্য্যদেব আমার শত্রুকে বিনাশ করিয়া সম্পূর্ণ বলের সহিত উদয় হয়েন।" আর, 'দ্বিষন্তং' পদে রোগকে বুঝাইতেছে মনে করিয়া, কেহ বা অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন,—"এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উত্থিত হইয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ) বিনাশ করিয়াছেন।" 'অয়ং' পদে দৃশ্যমান্ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে, ইহাই সাধারণতঃ পরিকল্পিত হয়। উপসংহারে মন্ত্রান্তর্গত "মো অহং দ্বিষতে রধং" অংশের অর্থে প্রায় সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি আমার শত্রুকে বিনাশ করি না।"

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত অর্থে পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি থাকে না। এমন কি, মন্ত্রের দুইটী ভাগের মধ্যেও অসঙ্গতি-দোষ আসিয়া পড়ে। 'আমি আমার শত্রুকে বধ করি না; অদিতির পুত্র তাহাকে বধ করিয়া উদয় হয়েন।'—এই প্রকার অর্থে, কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সহসা মনে করিতে পারি না। অতএব, আমরা ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না।

'আদিত্যঃ' পদে আমরা 'অনন্তের অঙ্গীভূত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহার 'দিতি' বা সীমা নাই, তিনিই 'অদিতি'। ঐ পদে অনন্তস্বরূপ সেই ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে। * সে পক্ষে, 'আদিত্য' পদে তাঁহার অঙ্গীভূত অংশ অর্থ-ই সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে বহুস্থলে বুঝাইয়াছি,—'অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ সত্ত্বভাবের আধার; সমষ্টিগত সত্ত্বভাবকে বা দেবভাবকে ভগবান বলিয়া অভিহিত করা যায়; ব্যষ্টিগত সত্ত্বভাবই দেবপর্য্যায়ে

* আমার ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত "যজুর্ব্বেদ-সংহিতার" তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকায় (২৯৬-৭ পৃষ্ঠায়) "অদিতেঃ পুত্রাসঃ" পদ-দ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-উপলক্ষে এবং অন্যান্য স্থানেও (মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশেও) 'আদিত্য' ও 'অদিতি' পদের অর্থ-বিষয়ক আলোচনা দেখুন। তাহাতে নিশ্চয়ই প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পরিগণিত হয়।' অতএব, এখানে সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের অঙ্গীভূত অংশ বলিতে, সত্ত্বভাবাধার ভগবানের অংশ সত্ত্বভাবকে (জ্ঞানাদিকে) বুঝাইতেছে। প্রচলিত এক প্রকার অর্থের ভাব এই যে,—'আমি যে রোগের উপশম করিতে পারি না, সূর্য্য উদিত হইয়া সেই রোগ নাশ করেন।' এই দৃষ্টিতে, জ্যোতির আধার সূর্য্যরশ্মির উপমায়, জ্ঞানাধার ভগবানের বিভূতিবিশেষকে বা দেবতাবিশেষকেই লক্ষ্য করে। সেই দেবতার বা দেবভাবের প্রভাবে সকল প্রকার শত্রু বিমর্দ্দিত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। কেবল শারীরিক ব্যাধি বলিয়া নহে;—তাহাতে অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়;—অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু সর্ব্ববিধ শত্রুরই সংহার-সাধন ঘটিয়া থাকে। 'অয়ং' পদে সর্ব্বতোব্যাপ্ত ভাব প্রাপ্ত হই। বিশ্বেশ্বর বিশ্বনাথ বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান্ আছেন। 'অয়ং' পদ তাঁহার সেই সর্ব্বত্র বিদ্যমানতাকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'দ্বিষন্তং' পদের অর্থ শত্রু।

এখন একবার মন্ত্রের মর্ম্মার্থের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন। প্রথম—শত্রু। দেখুন—তাহার স্বরূপ কিরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সংসারে যে কোন্ শত্রু আছে—যাহাকে আমি দমন করিতে পারি না (মো অহং দ্বিষতে রধং), কিন্তু আমার আদিত্য (দেবতা বা সত্ত্বভাব) দমন করিতে পারেন? এখানে কি সেই কামাদি-রিপুশত্রুগণের প্রতি লক্ষ্য আসে না? আমরা আর কোনপ্রকারে তাহাদিগকে দমন করিতে পারি না বটে; কিন্তু হৃদয়ে যেই সত্ত্বভাবের উদয় হয়, অমনই তাহারা বিমর্দ্দিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। "উদগাৎ" পদেরও সার্থকতা তখনই উপলব্ধ হইতে পারে। রিপুশত্রুগণ বিনাশ-প্রাপ্ত হইলে, অন্ধকারের কুহেলিকা অপসৃত হওয়ায় চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে, সেই দেবতা (আদিত্যদেব) হৃদয়ে আবির্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তখনই অজ্ঞানতা দূরে যায়; জ্ঞানের আলোক বিস্তারিত হইয়া পড়ে। আমরা মনে করি, এখানে এই ঋঙ্মন্ত্রে এই নিত্যসত্য তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। (১ম—৫০সূ—১৩ঋ)।

——•——

ঔ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—‡ ০ ‡—

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। নবমাদারভ্যএকাদশপর্য্যন্তং ত্রয়ঃবর্গাঃ।

* . *

একপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

—: * :—

পঞ্চদশ-মন্ত্রাত্মক এই একপঞ্চাশৎ সূক্তটী বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ। কত উপাখ্যান, কত পুরাতত্ব, কত ইতিহাস—এই সূক্তের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু আশ্চর্য্য অদ্ভুত কিম্বদন্তী এই সূক্তের অঙ্কগত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রথম—এই সূক্তের ঋষি। তাঁহার সম্বন্ধেই কত অলৌকিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়—দেখুন। তিনি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। তাঁহার নাম—সব্য ঋষি। কথিত আছে, অঙ্গিরা ঋষি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যায় প্রীত হইয়া, ইন্দ্রদেব তাঁহার পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সব্য ঋষি। কেহ কহেন,—এই সূক্তের মন্ত্রগুলি সেই সব্য ঋষি রচনা করিয়াছিলেন। কেহ বা কহেন,—সব্য ঋষি মন্ত্রের একজন দ্রষ্টা বা প্রচারক ছিলেন।

এই সূক্তের 'মেষং' (প্রথম ঋকের) ও 'মেনা' (ত্রয়োদশ ঋকের) পদদ্বয় উপলক্ষে প্রবাদ আছে,—মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে ইন্দ্র মেষের আকার ধারণ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহাকে 'মেষং' বলা হইয়াছে। আর বৃষণশ্ব রাজার সন্তোষের জন্য তিনি তাঁহার স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল—'মেনা'। 'অঙ্গিরাভ্যঃ' ও 'বিমদায়' (তৃতীয় ঋকের), 'পিপ্রোঃ' ও 'ঋজিশ্বান্' (পঞ্চম ঋকের), 'কুৎসং', 'শুষ্ণ', 'শম্বরং', 'অর্ব্বুদং' (ষষ্ঠ ঋকের), 'বম্রঃ' (নবম ঋকের), 'শার্য্যাতস্য' (দ্বাদশ ঋকের) এবং 'বৃচয়া' ও 'মেনা' (ত্রয়োদশ ঋকের) প্রভৃতি পদ উপলক্ষে বিভিন্ন নৃপতির, বিভিন্ন অসুরের এবং নারীগণের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। আর, তাহাতে বেদের মধ্যে যে অনিত্য মনুষ্যাদির প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। "আর্য্যান্ যে চ দস্যবো"—অষ্টম ঋকের এই অংশ হইতে আর্য্য ও অনার্য্যের দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গের যুক্তি আসিয়া থাকে। তদনুসারে, দস্যুগণকে

ভারতের আদিম অধিবাসী অসভ্যজাতি এবং আর্য্যগণকে মধ্য-এসিয়া হইতে আগত সভ্য-জাতি বলিয়া প্রমাণ করার সুযোগ উপস্থিত হয়। ফলতঃ, সূক্তান্তর্গত বিভিন্ন পদের সহিত বিভিন্ন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সমাবেশ করিয়া লইয়া (অথবা কল্পনা করিয়া লইয়া) নানাপ্রকারে বেদ-মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিবার নানা উপাদান এই সূক্তে পাওয়া যাইতে পারে। বেদের প্রতি যাঁহাদিগের যে প্রকার শ্রদ্ধা আছে, আপন-আপন প্রকৃতি অনুসারে তাঁহারা সেইরূপ সামগ্রীই এই সূক্তে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এখানে আর তত্তৎ বিষয়ের বিশদ আলোচনা না করিয়া, প্রতি ঋকের ব্যাখ্যার সময়েই সেই ঋকের মধ্যে যত প্রকার মত প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা প্রদর্শনের পক্ষে চেষ্টা করা যাইবে।

তবে আমাদিগের বক্তব্য এই যে,—ঋকের অর্থ যত দিক হইতেই যত ভাবে পরিগৃহীত হউক, সকল ঋকের অভ্যন্তরেই এক সত্য সনাতন জ্যোতিঃ অব্যাহত রহিয়াছে। যে দৃষ্টিতেই দেখুন, সে জ্যোতিঃ কোনক্রমেই আচ্ছন্ন বা বিমলিন হইবার নহে।

একপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতং)।

দশমেঽনুবাকে সপ্তসূক্তানি। তত্রাভিত্যমিতি পঞ্চদশর্চ্চং প্রথমং সূক্তং। অত্রেতিহাস-মাচক্ষতে। অঙ্গিরা ইন্দ্রসদৃশ পুত্রমাত্মনঃ কাময়মানো দেবতা উপাসাং চক্রে। তস্য সব্যাখ্যেন পুত্ররূপেণেন্দ্র এব স্বয়ং জজ্ঞে জগতি মত্তুল্যঃ কশ্চিন্মাভূদিতি। স সব্য আঙ্গি-রসোঽস্যসূক্তস্য ঋষিঃ॥ চতুর্দ্দশীপঞ্চদশ্যৌ ত্রিষ্টুভৌ। ত্রিষ্টুবন্তস্য সূক্তস্য শিষ্টা জগত্য ইতি পরিভাষয়াবশিষ্টাস্ত্রয়োদশর্চ্চো জগত্যঃ। ইন্দ্রো দেবতা। তদেৎসর্ব্বমনুক্রমণ্যামুক্তং। অভি ত্যং পঞ্চোনা সব্যো দ্বিত্রিষ্টুবন্তমঙ্গিরা ইন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্নভ্যধ্যায়ৎসব্য ইতীন্দ্র এবাস্য

একপঞ্চাশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

দশম অনুবাকে সাতটী সূক্ত। তাহার প্রথম সূক্তে 'অভি ত্যং' প্রভৃতি পঞ্চদশটী ঋক্ আছে। ইহার ইতিহাস এইরূপ কথিত আছে। অঙ্গিরা ঋষি ইন্দ্রসদৃশ আপনার পুত্র-কামনাপরায়ণ হইয়া দেবতাগণের উপাসনা করিয়াছিলেন। জগতে আমার তুল্য কেহ না হয়—এইরূপ ইচ্ছা করিয়া, অঙ্গিরার সব্যাখ্য পুত্ররূপে ইন্দ্রদেবই স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন। সেই সব্য অঙ্গিরা এই সূক্তের ঋষি॥ এই সূক্তের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ঋকের ত্রিষ্টুভ ছন্দ। অবশিষ্ট ত্রয়োদশটী ঋকের যে জগতীছন্দ, তাহা পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে। এই সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। সর্ব্বানুক্রমণীতে এইরূপই উক্ত আছে;—যথা,—"অভি ত্যং পঞ্চোনা পুত্রোঽ

পুত্রোঽজায়থেতি॥ অতিরাত্রে প্রথমে রাত্রিপর্য্যায়ে হোতুঃ শস্ত্র ইদং সূক্তং শংসনীয়ং। অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। অভি ত্যং মেষমধ্বর্য্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমমিতি যাজ্যাঃ। আ০ ৬.৪। ইতি॥ গবাময়নস্য মধ্যভূতে বিষুবৎসঞ্জকেঽহন্যপি নিষ্কেবল্য ইদং সূক্তং শংসনীয়ং। তথা চ সূত্রিতং। যস্তিগ্মশৃঙ্গোঽভি ত্যং মেষমিন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীত্যে-তস্মিন্নৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্বা। আ০ ৮।৬ ইতি॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। আঙ্গিরসঃ সব্যঃ ঋষিঃ। জগতী ত্রিষ্টুপ চ ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। অতিরাত্রে প্রথমে রাত্রিপর্য্যায়ে হোতুঃ শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং

গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবং।

যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষা ভুজে

মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চ্চত॥ ১॥

* * *

জায়তেতি"॥ অতিরাত্রযাগে প্রথম রাত্রিপর্য্যায়ে হোম-শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। 'অতিরাত্রে পর্য্যায়াণামিতি খণ্ডে' এইরূপ সূত্রিত আছে; যথা,—"অভি ত্যং মেষ-মধ্বর্য্যবো ভরতেন্দ্রায় সোমমিতি যাজ্যা।" আ০ ৬'৪। ইতি॥ গবাময়নের মধ্যভূত বিষুবৎসংজ্ঞক দিবসে নিষ্কেবল্যযাগে এই সূক্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। সে বিষয়ে সূত্র আছে; যথা,— "যস্তিগ্মশৃঙ্গোঽভিঃ ত্যং মেষমিন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণীত্যেতস্মিন্নৈন্দ্রীং নিবিদং শস্ত্বা।" আ০ ৮.৬ ইতি।

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। ত্যং। মেষং। পুরুহূতং। ঋগ্মিয়ং। ইন্দ্রং।

গীঃভিঃ। মদত। বস্বঃ। অর্ণবং।

যস্য। দ্যাবঃ। ন। বিচরন্তি। মানুষা। ভুজে।

মংহিষ্ঠং। অভি। বিপ্রং। অর্চত॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনোবৃত্তয়ঃ! 'মেষং' (স্পর্দ্ধমানং, তেজস্বিনং, শত্রুস্তম্ভনকারকং) 'পুরুহূতং' (সর্ব্বপূজ্যং) 'ঋগ্মিয়ং' (স্তুতিভিঃ স্তূয়মানং) 'বস্বঃ অর্ণবং' (ধনানাং আধারস্থানং) 'ত্যং' (তং, প্রসিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিভিঃ স্তোত্রমন্ত্রৈঃ) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'মদত' (মদত, হর্ষং প্রাপয়ত); 'যস্য' (ভগবতঃ—অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'মানুষা' (মনুষ্যাণাং হিতসাধকানি কর্ম্মাণি) 'দ্যাবো ন' (হিতকরাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ ইব) 'বিচরন্তি' (সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তন্তে); 'ভুজে' (ভোগায়, সুখনিমিত্তায়—আত্মানং অপরেষাং চ ইতি যাবৎ) 'মংহিষ্ঠং' (অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং, সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) 'বিপ্রং' (জ্ঞানিনং, জ্ঞানাধারং) 'অভি অর্চত' (সর্ব্বতঃ পূজয়ত, আরাধয়ত)। ভগবদারাধনা সর্ব্বেষাং সুখদায়িকা। অতঃ, হে জীব! ত্বং সদৈব ভগবদারাধনাপরো ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৫১সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! তেজস্বী (শত্রুস্তম্ভনকারী), সকলের পূজনীয়, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা স্তূয়মান, সকল ধনের আধারস্থান, সেই ভগবানকে তোমরা স্তোত্র-মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আনন্দ-দান কর। যে ভগবানের অনুকম্পায় মনুষ্যগণের হিতসাধক কর্ম্মসমূহ, হিতকর সূর্য্যরশ্মির ন্যায়, সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে; আপনার এবং অপর সকলের সুখের নিমিত্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই জ্ঞানাধারকে তোমরা সর্ব্বতোভাবে আরাধনা

কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—'ভগবানের আরাধনা সকলের সুখদায়ক। অতএব, হে জীব। তুমি সদাকাল ভগবদারাধনায় তৎপর হও।')॥ (১ম—৫১সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যং প্রসিদ্ধং মেষং শত্রুভিঃ স্পর্দ্ধমানং। যদ্বা কণ্বপুত্রং মেধাতিথিং যজমানমিন্দ্রো মেষরূপেণাগত্য তদীয়ং সোমং পপৌ। স ঋষিস্তং মেষ ইত্যবোচৎ। অত ইদানীমপি মেষ ইতীন্দ্রোঽভিধীয়তে। মেধাতিথের্মেষেতি সুব্রহ্মণ্যমন্ত্রৈকদেশস্য ব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। মেধাতিথিং হি কণ্বায়নিং মেষো ভূত্বা জহারেতি। আগত্য সোমমপহৃতবানিত্যর্থঃ। পুরুহূতং। পুরুভির্যজমানৈরাহূতং। ঋগ্মিয়ং। ঋগ্‌ভির্বিক্রীয়মাণং। স্তূয়মানমিত্যর্থঃ। স্তুত্যা হি দেবতা বিক্রিয়তে। যদ্বা। ঋগ্‌ভির্মীয়তে শব্দ্যত ইতি ঋগ্মীঃ। তং। বস্বো অর্ণবং। ধনানামাবাসভূমিং। এবং গুণবিশিষ্টমিন্দ্রং হে স্তোতারো গীর্ভিঃ স্তুতিভিরভিমদত। আভিমুখ্যেন হর্ষং প্রাপয়ত। যস্যেন্দ্রস্য কর্ম্মাণি মানুষা মনুষ্যাণাং হিতানি বিচরন্তি। বিশেষেণ বর্ত্তন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দ্যাবো ন। যথা সূর্য্যরশ্ময়ঃ সর্ব্বেষাং হিতকারাঃ। ভুজে ভোগায় মংহিষ্ঠমতিশয়েন প্রবৃদ্ধং বিপ্রং মেধাবিনং। তথাবিধমিন্দ্রমভ্যর্চত। অভিপূজয়ত॥

মেষং। মিষ স্পর্দ্ধায়াং। ইগুপধলক্ষণে কে প্রাপ্তে দেবসেনমেষাদয়ঃ পচাদিষু দ্রষ্টব্যা ইতি বচনাদচ্ প্রত্যয়ঃ। ঋগ্মিয়ং। তস্য বিকার ইত্যর্থে একাচো নিত্যং ময়টমিচ্ছন্তি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ শত্রুকর্ত্তৃক স্পর্দ্ধমান্ অথবা অর্চ্চনাপরায়ণ কণ্বপুত্র মেধাতিথির নিকট ইন্দ্র মেষরূপে আগমন করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সোমরস পান করিয়াছিলেন। সেই ঋষি ইন্দ্রকে 'মেষ' এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই হেতু বর্ত্তমান সময়েও ইন্দ্র 'মেষ' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'মেধাতিথির মেষ' ইত্যাদি সুব্রহ্মণ্য-মন্ত্রৈকদেশ ব্যাখ্যানরূপ ব্রাহ্মণ-ভাগে এই প্রকার কথিত হইয়াছে। 'কণ্বপুত্র মেধাতিথির নিকট (ইন্দ্র) মেষরূপে আগমন করিয়া সোমরস অপহরণ করিয়াছিলেন। যজমান কর্ত্তৃক আহুত, ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা বিক্রীয়মান্, অর্থাৎ স্তূয়মান্, (যেহেতু দেবতাগণ স্তুতি দ্বারাই বিক্রীত হইয়া থাকেন)। অথবা, ঋক্‌সমূহের দ্বারা শব্দিত, এবং ধনসমূহের আবাসভূমি—এইরূপ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রকে, হে স্তোতৃবর্গ! স্তুতিদ্বারা অভিমুখে আনয়ন জন্য সন্তুষ্ট কর। যে ইন্দ্রের কর্ম্মসমূহ মনুষ্যগণের হিতের জন্যই বিশেষরূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যেরূপ সূর্য্যের রশ্মি সকলের হিতকারী, সেইরূপ। ভোগার্থ অতিশয় প্রবৃদ্ধ বিপ্র (মেধাবী) এরূপ ইন্দ্রকে সম্যকরূপে পূজা কর।

মেষং। স্পর্দ্ধার্থক 'মিষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ইগুপধ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'কঃ' প্রত্যয় প্রাপ্তি হইলে 'দেবসেনমেষাদয় পচাদিষু দ্রষ্টব্যাঃ' এই বচন দ্বারা 'অচ' প্রত্যয় হইয়াছে। ঋগ্মিয়ং। ঋকের বিকার এই অর্থে 'একাচো নিত্যং ময়ট্' (পা০ ১.৩।১৪৪।১) এই

পা০ ৪.৩।১৪৪।১। ইতি ময়ট্‌প্রত্যয়ঃ। অকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বা মাঙ্ মানে শব্দে চ। শগ্‌ভির্মীয়ত ইতি শগ্মীঃ। ক্বিপি বলি লোপাৎ পূর্ব্বমেব স্বরত্বাৎ ঘুমাস্থেতীত্বং। অচি শ্নুধাত্বিত্যাদিনেয়ঙাদেশঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মদতা। মদী হর্ষে। হেতুমতি ণিচ্। মদী হর্ষগ্লেপনয়োরিতি ঘটাদিষু পাঠাৎ হর্ষার্থে বর্ত্তমানস্য ঘটাদয়ো মিতঃ। পা০ ৬৪।৮২। ইতি মিত্ত্বে সতি মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। লোণ্মধ্যম-পুরুষবহুবচনে শপি ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। ত শব্দস্য সার্ব্ব-ধাতুকমপিদিতি ঙিত্ত্বে ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কুত্রোরুষ্যণামিতি দীর্ঘং। বসঃ। ঙস্যাগমানু-শাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। জসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি বচনাৎ ঘেঙিতি। পা০ ৭৩।১১১। ইতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। অর্ণবং। অর্ণ উদকমস্মিন্নস্তীত্যর্ণবং সমুদ্রঃ। অর্ণসো লোপশ্চ। পা০ ৫।২।১০৯।২। ইতি মত্বর্থীয়ো ব-প্রত্যয় স-লোপশ্চ। তেন শব্দেন জলাশ্রয়বাচিনা-শ্রয়মাত্রং লক্ষ্যতে। প্রত্যয়স্বরঃ বিচরন্তি। চর গত্যর্থঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানু-দাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তিঙিচোদাত্তবতীতি গতিরনুদাত্তা। যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। মানুষাঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। ভুজে। ভুজ পালনাভ্যবহারয়োঃ। সম্পদাদিলক্ষণো

সূত্রানুসারে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দস-হেতু অকারের স্থানে 'ই'কার হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। অথবা, মান এবং শব্দার্থক 'মাঙ্' ধাতু। 'শগ্‌ভির্মীয়তে' এই বাক্যে 'শগ্মীঃ' পদ হয়। 'ক্বিপি বলিলোপাৎ পূর্ব্বমেব পরত্বাৎ ঘুমাস্থ' ইত্যাদি হেতু ইত্ব হইয়াছে। 'অচি শ্নুধাত্বিত্যাদি নেয়ঙাদেশঃ'—এই নিয়মে 'ইয়ঙ্' আদেশ এবং কৃদুত্তরপদ হেতু প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। মদতা। হর্ষার্থক 'মদী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। প্রযোজক ব্যাপার বিষয়ে 'নিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মদী' হর্ষ ও গ্লেপনার্থ বুঝায়। ঘটাদি মধ্যে পঠিত হওয়ায় হর্ষার্থে বর্ত্তমান 'মদী' ধাতুর 'ঘটাদয়োমিতঃ' (পা০ ৬৭ ৯২) সূত্রানুসারে 'মিত্ব' প্রাপ্ত হইয়া পরে 'মিতাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে 'হ্রস্বত্ব' প্রাপ্তি হইয়াছে। লোট-বিভক্তির মধ্যম পুরুষের বহুবচনে 'শপি ছন্দস্যুভয়থা' এই নিয়মানুসারে আর্দ্ধধাতুকতা-প্রযুক্ত 'নেরনিটি' এই নিয়মানুসারে 'নি'র লোপ হইয়াছে। 'ত' শব্দের 'সার্ব্বধাতুকমপিৎ' এই নিয়মানুসারে 'ঙিত্ব' হইলে 'ঋচি তুনু ক্ষম ক্ষুতঙ্ কুত্রোরুষ্যাণাং' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। বসঃ। 'ঙসি' বিভক্তিতে আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু 'নুম্' হয় নাই। জসাদি বিভক্তিতে 'ছন্দসি বা বচনং' এই নিয়মানুসারে 'ঘেঙিতি' (পা০ ৭।৩।১১১) এই নিয়মানুসারে গুণাভাবপ্রযুক্ত 'যণ' আদেশ হইয়াছে। অর্ণবং। অর্ণ অর্থাৎ উদক আছে ইহাতে, এই বাক্যে 'অর্ণব' শব্দে সমুদ্রকে বুঝায়। 'অর্ণসো লোপশ্চ' (পা০ ৫।৩ ১০৯।২) এই সূত্রানুসারে মত্বর্থে 'ব' প্রত্যয় ও উদার লোপ পাইয়াছে। জলাশ্রয়বাচী সেই শব্দ দ্বারা আশ্রয়মাত্রকে লক্ষ্য করিতেছে। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। বিচরন্তি। গত্যর্থ চর ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অৎ' উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুক' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্তত্ব হইলে ধাতুস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। 'তিঙি চোদাত্তবতি' এই নিয়মানুসারে গতির অনুদাত্তত্ব হইয়াছে। যদ্‌বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। মানুষা 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে 'শি' লোপ হইয়াছে। ভুজে। পালন ও অভ্যবহারার্থক 'ভুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সম্পদাদি-

ভাবে ক্বিপ্। সাবেকা চ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মংহিষ্ঠ। মহি বৃদ্ধৌ। অতিশয়েন মংহিতা। মংহিষ্ঠঃ। তুশ্ছন্দসীতীষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃ স্বিতি তৃলোপঃ। পিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অর্চ্চত। অর্চ্চ পূজায়াং। ভৌবাদিকঃ॥ (১ম—৫১সূ—১খ)॥

* * *

প্রথম (৫১১) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

ভাষ্যে এবং প্রচলিত অর্থসমূহে প্রকাশ, এই মন্ত্রটী ঋত্বিক্-গণকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। যজমান অথবা পুরোহিত যেন তাঁহাদিগকে বলিতেছেন,—'তোমরা স্তবাদির দ্বারা ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট কর। যদি বিষয়-ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও। মনুষ্যদিগের হিতের জন্য তাঁহার কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিস্তৃত আছে।'

এই মন্ত্রের 'মেষং' পদ দৃষ্টে, পুরাণের একটা উপাখ্যানের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ-তত্ত্ব খ্যাপন করা হয়। মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে মেষের আকার ধারণ করিয়া ইন্দ্র সোমপান করিয়াছিলেন—এবংবিধ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। অপিচ, এই মন্ত্রের 'ভুজে' পদ হইতে 'আমাদিগের ভোগের জন্য' অর্থ গৃহীত হইয়া, তদুপযোগী দ্রব্যাদি পাইবার কামনা প্রকাশ পায়। 'মদত' (মদতা) আর 'অর্চ্চত' ক্রিয়াপদ মধ্যমপুরুষের বহুবচনের হওয়ায়, মন্ত্রে ঋত্বিক্-গণের সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

আমরা মন্ত্রান্তর্গত প্রোক্ত পদ-কয়েকটীকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করি। স্পর্দ্ধার্থক 'মিষ্' ধাতু হইতে 'মেষং' পদের ব্যুৎপত্তি। ঐ পদে 'শত্রু-স্তম্ভনকারী' অর্থ প্রাপ্ত হই। ভগবানের বা ভগবদ্বিভূতি দেবভাবসমূহের নিকট কামাদি রিপুশত্রুগণ যে স্তম্ভিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। 'মেষং' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'ভুজে' পদ ভোগার্থক বলিয়াই

লক্ষণাভাবে ক্বিপ্' এই নিয়মানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'সাবেকা চ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। মংহিষ্ঠ বদ্ধার্থ 'মহি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অতিশয়েন মংহিতা' এই বাক্যে 'মংহিষ্ঠঃ' পদ হইয়াছে। 'তুশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃ সু' এই সূত্রানুসারে 'তৃ' লোপ হইয়াছে। 'প' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অর্চ্চত ভ্বাদিগণীয় পূজার্থ 'অর্চ্চ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (১ম—৫১সূ—১ঋ)।

স্বীকার করিতেছি ; তবে ওখানকার প্রতিবাক্যে 'ভোগায় সুখনিমিত্তায় — আত্মানং অপরেষাঞ্চ' যে পদ ব্যবহার করিয়াছি, তদ্দারাই ভাবসঙ্গতি ও অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হইয়া থাকে। তার পর, 'মদত' ও 'অর্চ্চত' ক্রিয়া-পদদ্বয় দেখিয়া, কেনই বা ঋত্বিকাদিকে আহ্বান করিয়া আনিব ? প্রার্থী আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া আত্মদ্বোধন করিতেছেন — ইহাই ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ।

আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, বেদমন্ত্র ত্রিবিধ লক্ষ্য লইয়া প্রকটিত। সে তিন লক্ষ্য—(১) প্রার্থনা, (২) ভগবন্মহিমা-(নিত্যসত্যতত্ত্ব) প্রকাশ, (৩) আত্মোদ্বোধন। সকল মন্ত্রগুলিকেই এই তিনের অন্তর্গত একের মধ্যে সন্নিবিস্ট করা যায়। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এই দৃষ্টিই সুষ্ঠু সদর্থ আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। এ পক্ষে, এ মন্ত্রে ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত আছে ; এবং তাঁহার আরাধনায় আত্মনিয়োগের দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রার্থ-বিষয়ে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৫১সূ—১ঋ)।

— ০ —

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

অভীমবন্বনৎস্বভিষ্টিমূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং
তবিষীভিরাবৃতং।
ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবো মদচ্যুতং শতক্রতুং
জবনী সূনৃতারুহৎ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। ঈং। অবন্বন্। সুঽঅভিষ্টিং। উতয়ঃ। অন্তরিক্ষঽপ্রাং।

তবিষীভিঃ। আঽবৃতং।

ইন্দ্রং। দক্ষাসঃ। ঋভবঃ। মদঽচ্যুতং। শতঽক্রতুং।

জবনী। সূনৃতা। আ। অরুহৎ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উতয়ঃ' (রক্ষিতারঃ) 'দক্ষাসঃ' (প্রবর্দ্ধয়িতারঃ, শ্রীবৃদ্ধিসাধকাঃ) 'ঋভবঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ, সংসারসাগরোত্তীর্ণাঃ নরদেবাঃ) 'স্বভিষ্টিং' (অভিমতফলপ্রদং) 'অন্তরিক্ষপ্রাং' স্বর্লোকবিস্তৃতং, সত্ত্বভাবপূরয়িতারং) 'তবিষীভিঃ আবৃতং' (বলৈঃ সংযুক্তং, অতিবলিনং, শত্রুদমনসামর্থ্যশীলং) 'মদচ্যুতং' (গর্ব্বনাশকং) 'শতক্রতুং' (অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্নং) 'ইন্দ্রং' ভগবন্তং) 'অভিমবন্বন্' (সর্ব্বতোঽভজত, সম্পূজয়ন্তি ইতি ভাবঃ); তেষাং ঋভূণাং জবনী' (শত্রুসংহারার্থং উচ্চারিতা) 'সূনৃতা' (প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্, স্তোত্রমন্ত্র ইতি ভাবঃ) আরুহৎ' (তং ভগবন্তং এব প্রাপ্তা)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—জ্ঞানিনঃ সদৈব ভগবন্তং অর্চ্চয়ন্তি ; তেষাং পূজা সর্ব্বথা তং প্রাপ্নোতি। (১ম—৫১সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষাকর্ত্তা, শ্রীবৃদ্ধিসাধক, মেধাবী নরদেবগণ (ঋভুগণ), সেই অভিমতফলদাতা, সত্ত্বভাববর্দ্ধয়িতা, শত্রুদমন-সামর্থ্যশীল, গর্ব্বনাশকারী, অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া থাকেন ; সেই ঋভুদেবগণের (শত্রুসংহারার্থ) উচ্চারিত প্রিয়সত্যাত্মক স্তোত্রমন্ত্র সেই ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ সদাকাল ভগবানকে অর্চ্চনা করেন ; তাঁহাদিগের পূজা সর্ব্বপ্রকারেই সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৫১সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উতয়োঽবিতারো রক্ষিতারো দক্ষাসো দক্ষয়িতারঃ প্রবর্দ্ধয়িতারঃ ঋভবঃ উরু ভান্তীতি নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা ঋভবোঽত্র মরুত উচ্যন্তে। এবম্ভূতা মরুত ইন্দ্রমভীমবয়ন্। আভিমুখ্যেন অভজত। বৃত্রেণ সহ যুদ্ধমানমিন্দ্রং সর্ব্বে দেবাঃ পর্য্যত্যজন্। মরুতস্তু তথা ন পর্য্যত্যাক্ষুঃ। তথা চাম্নায়তে। বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ। মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্ত্বিতি। ব্রাহ্মণেঽপ্যাম্নাতং। মরুতো হৈনং নাজহুরিতি। কীদৃশমিন্দ্রং। স্বভিষ্টিং। শোভনাভ্যেষণবন্তং। শোভনাভিগমনমিত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষপ্রাং। অন্তরিক্ষং দ্যুলোকং স্বতেজসা প্রাতি পূরয়ন্তীত্যন্তরিক্ষপ্রাঃ। দ্বাদশস্বাদিত্যেষ্বিন্দ্রস্য বিদ্যমানত্বাৎ। শাস্ত্রান্তরেঽপি শ্রূয়তে। তস্মা ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চাজায়েতামিতি। ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চেত্যেত ইতি চ। তবিষীভিরাবৃতং। তবিষীতি বলনাম। তবিষী শুষ্মমিতি তন্নামসু পাঠাৎ। বলৈরাবৃতং। অতিবলিনমিত্যর্থঃ। অতএব মদচ্যুতং। শত্রূণাং মদস্য গর্ব্বস্য চ্যাবয়িতারং। কিঞ্চ শতক্রতুং। শতসংখ্যানাং ক্রতুনামাহর্ত্তারং বহুবিধকর্ম্মাণং বা। পূর্ব্বোক্তং তমিন্দ্রং জবনী বৃত্রবধ প্রতি প্রেরয়িত্রী সূনৃতা তৈর্ম্মরুদ্ভিঃ প্রযুক্তা প্রহর ভগবো জহি বীর যস্বেতি ব্রাহ্মণোক্তরূপা প্রিয়সত্যাত্মিকা বাগপ্যারুহৎ। আরূঢ়বতী। বৃত্রবধং প্রতি সাপি বাগিন্দ্রস্যোৎসাহকারিণ্যভূদিত্যর্থঃ॥

অবয়ন্। বন ষণ সম্ভক্তৌ। লঙি শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনোপ্রত্যয়ঃ। স্বভিষ্টিং। ইষ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

রক্ষক প্রবর্দ্ধনকারী মরুত ('উরু ভান্তি' নিরুক্তমতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা ঋভব শব্দের অর্থ 'মরুত' হয়) ইন্দ্রকে অভিমুখে ভজনা করিয়াছিলেন। (বৃত্রের সহিত যুদ্ধমান্ ইন্দ্রকে সমস্ত দেবতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মরুদ্গণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই)। কথিত আছে যে, সখা বিশ্বদেব যাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ-ভাগে এইরূপই উক্তি আছে,—'মরুদ্গণ ইঁহাকে (ইন্দ্রকে) ত্যাগ করেন নাই' ইন্দ্র কিরূপ? সুন্দরগামী, দ্যুলোককে নিজ-তেজ দ্বারা পূরণকারী (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্রের বিদ্যমানত্ব-হেতু)। শাস্ত্রান্তরেও শ্রুত আছে,—তাহা হইতে ইন্দ্র ও বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা,—'ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চেত্যেতং ইতি চ।' তবিষীরাবৃতং পদ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তবিষী পদটী বলের নাম। বলনামসমূহের মধ্যে তবিষী শুষ্ম এইরূপ পাঠ আছে। বলের দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ অতিবলী। এই হেতু 'মদচ্যুত' অর্থাৎ শত্রুগণের গর্ব্বনাশক। আর কিরূপ? শতক্রতু অর্থাৎ শতসংখ্যক ক্রতুর (যজ্ঞের) আহর্ত্তা অথবা বহুকর্ম্মা। পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রের প্রতি বৃত্রবধার্থ প্রেরয়িত্রী মরুদ্গণ প্রযুক্ত—'প্রহর ভগবো জহি বীর। অর্থাৎ, হে ভগবান্! বৃত্রকে প্রহার কর, হে বীর! বৃত্রকে জয় কর'—এবম্বিধ ব্রাহ্মণোক্ত সত্যরূপ বাক্ আরোপিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, বৃত্রবধার্থ উক্ত বাক্য ইন্দ্রের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিয়াছিল।

অবয়ন্। বন ও ষণ ধাতু সম্ভক্তি অর্থকে বুঝায়। উক্ত পদটী 'বন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লঙ্ বিভক্তিতে শপ্ প্রত্যয় পরে ব্যতিক্রম-হেতু 'উ' প্রত্যয় হইয়াছে। স্বভিষ্টিং। গত্যর্থক

তৌ। ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়ঃ। তিতুত্রেত্যাদিনেট্প্রতিষেধঃ। এমন্নাদিত্বাৎ পররূপত্বং। শোভনা অভিষ্টয়ো যস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। উতয়ঃ। অবতেঃ ক্তল্যুটো বহুলমিতি কর্ত্তরি ক্তিন্-প্রত্যয়ঃ। যদ্বা ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। জ্বরত্বরেত্যাদিনোট্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অন্তরিক্ষপ্রাং। প্রা পূরণে। অন্তরিক্ষং প্রাতি পূরয়তীত্যন্তরিক্ষপ্রাঃ। আতো মনিন্নিত্যত্র চশব্দাদ্বিচ। আবৃতং। বৃঞ্ বরণে। গ্রাবিয়ত ঈত্যাবৃতঃ। কর্ম্মণি নিষ্ঠা গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। দক্ষাসঃ। দক্ষ বৃদ্ধৌ। দক্ষস্ত এভিরিতি দক্ষাঃ। করণে ঘঞ্। ঞ্নিত্যাদিন্যনিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। আজ্জসেরসুক্। মদচ্যুতং। চ্যুঙ্ গতৌ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ চেতি ক্বিপ্। হ্রস্বস্য পিতি কৃতীতি তুক্। শতক্রতুং। শতং ক্রতবো যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। জবনী। জু ইতি সৌত্রো ধাতুঃ। করণে ল্যুট্। টিড্ঢাণঞিত্যাদিনা ঙীপ্। লিৎস্বরেণ জকারাৎ পরস্যোদাত্তত্বং। অরুহৎ। রুহের্লুঙি কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসীতি চ্লেরঙাদেশঃ॥ (১ম-৫১সূ-২ঋ)॥

'ইম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'উটের' প্রতিষেধ হইয়াছে। এমন্নাদিত্ব-হেতু পররূপত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। সুন্দর হইয়াছে অভিষ্টি যাহার—এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্‌সুভ্যাম্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অবতি' অব ধাতুর উত্তর 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' এই নিয়মানুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'ক্তিচ্ক্তৌচ সজ্ঞায়াং' এই নিয়মানুসারে ক্তিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'উট' হইয়াছে। 'চিত' এই নিয়মানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অন্তরিক্ষপ্রাং। পূরণার্থক 'প্রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অন্তরিক্ষকে পূরণ করেন—এই বাক্যে অন্তরিক্ষপ্রাঃ পদ হইয়াছে। 'আতো মনিন্' এই নিয়মমধ্যে 'চ' শব্দ হেতু 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। আবৃতং। বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অব্রিয়তে'—এই বাক্যে কর্ম্মণি বাচ্য 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'আবৃতঃ' পদটী নিষ্পন্ন হয়। 'গতিরনন্তর' এই নিয়মানুসারে গতির প্রকৃতি-স্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। দক্ষাসঃ। বৃদ্ধ্যর্থক 'দক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দক্ষন্ত এভিঃ' এই বাক্যে 'দক্ষাঃ' পদ হইয়াছে। করণে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়া 'ঞ্নিত্ব' হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'আজ্জসেরসুক্' এই নিয়মানুসারে 'অসুক্' প্রত্যয় হইয়াছে। মদচ্যুতং। গত্যর্থক 'চ্যুঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অন্তর্ভাবিত 'ণিচ্' অর্থ প্রযুক্ত 'ক্বিপ চেতি' সূত্রানুসারে ক্বিপ প্রত্যয় হইয়াছে। 'হ্রস্বস্য পিতি কৃতি'—এই নিয়মানুসারে তুক্ হইয়াছে। শতক্রতুং। 'শতং ক্রতবো যস্য'—এই বাক্যে উক্ত পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। জবনী। 'জু' এই সৌত্রধাতু হইতে নিষ্পন্ন। করণ-বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়, টিড্ঢাণঞ্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ঙীপ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিৎস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে জকারের পরবর্ণের উদাত্তত্ব হইয়াছে। অরুহৎ। রুহি অর্থাৎ 'রুহ্' ধাতুর উত্তর 'লুঙ্' বিভক্তিতে 'কৃমৃদৃরুহিভ্য-শ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'চ্লেরঙ্' আদেশ হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬০০) ঋকের বিশদার্থ।

—•—

এই ঋকের অন্তর্গত 'ঋভবঃ' পদের অর্থ উপলক্ষেই মর্ম্মার্থ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরুক্তে 'ঋভু' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে। তাহার একটী অর্থে ঐ শব্দে মরুদ্গণকে বুঝায়। ভাষ্যকার সেই অর্থই এখানে টানিয়া আনিয়াছেন। ফলে নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণে একটী উপাখ্যান আছে—বৃত্রাসুর-বধের সময় অন্যান্য সকল দেবগণ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন; তখন, একমাত্র মরুদ্দেবগণই ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া ছিলেন, এবং যুদ্ধার্থ ইন্দ্রকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভাষ্যকারের এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণের মত এই যে, এখানে এ ঋকে সেই প্রসঙ্গের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা কিন্তু সে অর্থের যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। ইতিপূর্ব্বে বিংশতি সূক্তে ঋভু-দেবগণের প্রসঙ্গ প্রখ্যাত আছে। মানুষ হইয়াও, এই জন্মজরামরণশীল দেহ ধারণ করিয়াও, কর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই ঋভু-দেবগণ নামে প্রসিদ্ধ। আমরা মনে করি, এখানে এই "ঋভবঃ" পদে তাঁহাদিগেরই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। আর, সেই মনে করিয়া মন্ত্রার্থ অনুসন্ধান করিলে, কালগত বা অনিত্যবস্তুগত কোনও বিচ্ছেদই এই মন্ত্রের নিত্যত্বে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। পরন্তু যদি বৃত্রাসুর বধের কল্পিত কাহিনীর সহিত দূর অন্বয়ে উহার সম্বন্ধ খ্যাপন করি, তাহা হইলে বেদ-মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত অনিত্যাদি দোষ অলঙ্ঘনীয় হইয়া পড়ে। বেদমন্ত্রকে খর্ব্ব করিবার জন্য অকারণ কেন উহার সহিত সে উপাখ্যান সংযোজন করিতে যাই?

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে ভগবন্মহিমাদ্যোতক এক নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রখ্যাত হইয়াছে। সে পক্ষে মন্ত্রের সরল ভাব এই যে,—'ঋভুগণ অর্থাৎ সংসারসাগরোত্তীর্ণ নরদেব সর্ব্বথা বা সদাকাল ভগবানের আরাধনা করেন; আর, তাঁহাদিগের স্তোত্রমন্ত্র সর্ব্বথা বা সদাকাল সেই ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়।'

অতঃপর, সেই ঋভু-দেবগণই বা কি প্রকার শক্তিসম্পন্ন, আর তাঁহাদিগের আরাধ্য সেই ভগবানই বা কিরূপ মহিমান্বিত,—বিশেষণ-সমূহে তাহা লক্ষ্য করুন। ঋভুদেবগণের বিশেষণ আছে—'উতয়ঃ' আর 'দক্ষাসঃ'। মেধাবী, জ্ঞানী, সংসারের বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ, সেই ঋভুদেবগণ নিশ্চয়ই সংসারের বা জীবের রক্ষক। তাঁহাদিগের আদর্শে ও উপদেশে মানুষ যে রক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? তাই তাঁহাদিগকে "উতয়ঃ" অভিধায়ে অভিহিত করা হইয়াছে। "দক্ষাসঃ" পদের ভাব (ভাষ্যানুসারেই) 'বৃদ্ধিকারক'—শ্রীবৃদ্ধি-সাধক। সেই ঋভুদেবগণের আদর্শে অগ্রসর হইতে পারিলে যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। পরন্তু 'ঋভবঃ' পদে যদি 'মরুদ্গণ' (ঝড়ঝঞ্ঝাবাত—যে অর্থে সাধারণতঃ ঐ পদ পরিগৃহীত হয়) বুঝাইত, তাহা হইলে ঐ দুই বিশেষণের সঙ্গতি থাকে কি? এইরূপ, 'ইন্দ্রং' পদের বিশেষণগুলিও একে একে বিচার করিয়া দেখুন। তাহাতেও, ঐ পদে কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে, বুঝা যাইবে। ঐ সকল বিশেষণ কখনই মানুষের বা পার্থিব কোনও সম্রাটের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। একমাত্র 'অন্তরিক্ষপ্রাং' পদের বিষয় আলোচনা করিলেই মর্ম্ম অধিগত হইবে। সায়ণের ভাষ্যই এ পক্ষের পোষক বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি 'স্বতেজ দ্যুলোককে পরিপূর্ণ করিবেন'—মানুষের-সম্বন্ধে এরূপ উক্তির সঙ্গতি আছে কি? সে পক্ষে রূপক স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেই ভাবেই, সত্ত্বাংশের পরিপূরক ভগবানের প্রতি ঐ পদের নির্দ্দেশ আছে—বুঝিতে পারি। 'শতক্রতুং' প্রভৃতি পদের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। প্রজ্ঞানময় তিনি, শত্রুর 'মদ' (গর্ব্ব) খর্ব্ব করেন তিনি;—'শতক্রতুং' ও 'মদচ্যুতং' পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশ-মান্। এই দুই পদে শত্রুর স্বরূপ-বিষয়েও লক্ষ্য আসে। প্রজ্ঞানের নিকট অজ্ঞানতার গর্ব্ব খর্ব্ব হয়—ইহাই এখানকার ভাবার্থ।

উপসংহারে "জবনী সূনৃতারুহৎ" বাক্যাংশের বিষয় অনুধান করিয়া দেখুন। 'জু' ধাতু হইতে 'জবনী' পদের উৎপত্তি। ঐ ধাতুর অর্থ 'বেগ-গতি' বুঝায়। তাহা হইতে, "জবনী" পদের অর্থে ভাষ্যকার "বৃত্রবধ প্রতি প্রেরয়িত্রী" প্রতিবাক্যে আমনন করিয়াছেন। কোথায়ই বা বৃত্র? আর

কোথায়ই বা তার সম্বন্ধ? কত দূর কল্পনায় ঐ অর্থ আনা হইয়াছে, ভাবিয়া দেখুন! কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদের ভাবার্থ—'উচ্চারিত'। উচ্চারণই বাক্যের গতি। তাঁহাদিগের (সেই ঋভুদেবগণের) উচ্চারিত সূনৃত যে বাক্য অর্থাৎ স্তোত্রমন্ত্র, তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই ঐ অংশের তাৎপর্য্য 'সূনৃতা' পদে প্রকৃত-পক্ষে স্তোত্রমন্ত্রকেই লক্ষ্য করে। এ সংসারে হিতকর ও সত্য বাক্য দুর্ল্লভ; একমাত্র বেদমন্ত্রই সত্য ও হিতকর। ঐ পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। * (১ম—৫১সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপোতাত্রয়ে

শতদুরেষু গাতুবিৎ।

সসেন চিদ্বিমদায়াবহো বস্বাজাবদ্রিং

বাবসানস্য নর্ত্তয়ন্ ॥ ৩ ॥

* * *

---

* আমরা এই মন্ত্রে এই ভাব ও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিলাম বটে; কিন্তু প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। সুতরাং পাঠকগণের আলোচনার জন্য সে অর্থেরও একটী নমুনা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। যথা,—"ইন্দ্রের আগমন শোভাবিশিষ্ট; তিনি অন্তরীক্ষ (স্বতেজ দ্বারা) পূরণ করেন; তিনি বলসম্পন্ন, দর্পহারী ও শতক্রতু। ঋভুগণ রক্ষণে ও বর্দ্ধনে তৎপর হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং উৎসাহ-বাক্যের দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।" ফলতঃ ঋভুগণের (মরুদ্গণের) উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুর-বধে প্রবৃত্ত হন,—ইহাই এ মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ।

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। গোত্রং। অঙ্গিরঃহভ্যঃ। আবৃণোঃ। অপ। উত। অত্রয়ে।

শতহদুরেষু। গাতুহবিৎ।

সসেন। চিৎ। বিহমদায়। অবহঃ। বসুঃ। আজৌ। অদ্রিং।

ববসানস্য। নর্তয়ন্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং' 'অঙ্গিরোভ্যঃ' (পরমজ্ঞানসম্পন্নেভ্যঃ সাধকেভ্যঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানেভ্যঃ অঙ্গিরাদিভ্যঃ ঋষিভ্যঃ, তেষাং হিতসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'গোত্রং' (জ্ঞানাবরকং, অজ্ঞানং ইতি যাবৎ) 'অপ.বৃণোঃ' (অপবারণং কৃতবানসি।; 'উত' (অপি চ) 'শতদুরেষু' (অশেষপ্রকারেষু পীড়াদায়কেষু প্রলোভনরূপায়ুধেষু প্রক্ষিপ্তায় ইতি যাবৎ) 'অত্রয়ে' (ধর্ম্মমার্গানুসারিণে সাধকায়, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানায় মহর্ষয়ে) 'গাতুবিৎ' (সন্মার্গস্য লম্ভয়িতাভূঃ, সৎপথং প্রদর্শয়সি ইতি ভাবঃ); 'চিৎ' (এবং) 'বিমদায়' (মদরহিতায়, নিরহঙ্কারায় জনায়, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানায় মহর্ষয়ে) 'সসেন' (অন্নেন যুক্তং, কল্যাণসাধকং) 'বসু' (ধনং—পরমার্থরূপং) 'অবহঃ' (প্রাপিতবান্); তথা 'আজৌ' (সংসারসংগ্রামে জয়ার্থং) 'বাবসানস্য' (বর্ত্তমানস্য স্তোতুঃ, স্থবিরস্য কর্ম্মসামর্থ্যহীনস্য, যদ্বা—বাবসাননামঃ ঋষেঃ) 'অদ্রিং' (বজ্রং, অদ্রিবৎ) 'নর্তয়ন' (চালয়ন রক্ষণং কর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রদানং বা কৃতবান্)। ভগবন্মহিমাদ্যোতকোহয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—জ্ঞানিনঃ অজ্ঞানতাং দূরীকরণায়, ধর্ম্মমার্গানুসারিণঃ সৎপথ-প্রদর্শনায়, মদরহিতানাং জনানাং পরমধনং বিতরণায়, তথা কর্ম্মসামর্থ্যহীনস্য জনস্য পরিচালনায়, ভগবান্ সদৈব করুণাপরোহস্তি॥ (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি পরমজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণের নিমিত্ত (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান অঙ্গিরাদি ঋষিগণের নিমিত্ত) তাঁহাদিগের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানাবরক অজ্ঞানকে দূর করেন; আরও, অশেষপ্রকার পীড়াদায়ক প্রলোভন-রূপ আয়ুধসকলে প্রক্ষিপ্ত ধর্ম্মমার্গানুসারী সাধককে

(অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ মহর্ষি অত্রিকে) সৎপথ প্রদর্শন করেন ; এবং মদরহিত নিরঙ্কার জনকে (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ মহর্ষি বিমদকে) কল্যাণসাধক পরমার্থরূপ-ধন প্রদান করেন ; এবং সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করাইবার জন্য অদ্রিবৎ (কর্ম্মসামর্থ্যহীন) স্থবিরকে (অথবা—বাবসান ঋষিকে) কর্ম্মপ্রবৃত্তিপ্রদানে পরিচালিত করেন। (মন্ত্রটি ভগবানের মহিমাপ্রকাশক। মন্ত্রের ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা দূরীকরণে জ্ঞানিগণকে, সৎপথপ্রদর্শনে ধর্ম্মমার্গানুসারিগণকে, পরমধন-বিতরণার্থ নিরহঙ্কার জনগণকে এবং কর্ম্মসামর্থ্যহীন জনের পরিচালন-পক্ষে, ভগবান সদাই কৃপাপরায়ণ আছেন।) ॥ (১ম—৫১সূ—৩ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং গোত্রমব্যক্তশব্দবন্তং বৃষ্ট্যুদকস্যাবরকং মেঘমঙ্গিরোভ্যোঽঙ্গিরসামৃষীণামর্থায়াপাবৃণোঃ। অপবারণ কৃতবানসি। বৃষ্টেরাবরকং মেঘং বজ্রেনোদ্ঘাট্য বর্ষণং কৃতবানসীত্যর্থঃ। যদ্বা গোত্রং গোসমূহং পণিভিরপহৃতং গুহাসু নিহিতমঙ্গিরোভ্য ঋষিভ্যোঽপাবৃণোঃ। গুহা-দ্বারোদ্ঘাটনেনাপ্রকাশয়ঃ। উত অপি চাত্রয়ে মহর্ষয়ে। কীদৃশায়। শতদুরেষু শতদ্বারেষু যন্ত্রেষ্বসুরৈঃ পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তায়। গাতুবিৎ। মার্গস্য লম্ভয়িতাভুঃ। তথা বিমদায় চিৎ। বিমদনাম্নে মহর্ষয়েঽপি সসেনান্নেন যুক্তং বসু ধনমবহঃ। প্রাপিতবান্। তথাজৌ সংগ্রামে জয়ার্থং বাবসানস্য নিবসতো বর্ত্তমানস্যান্যস্যাপি স্তোতুরদ্রিং বজ্রং নর্ত্তয়ন্ রক্ষণং কৃতবানসীতি শেষঃ। অতস্তব মহিমা কেন বর্ণয়িতুং শক্যত ইতি ভাবঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র। আপনি অব্যক্তশব্দকারী বৃষ্টিজলের আবরক মেঘকে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের জন্য অপবারণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, বৃষ্টির আবরক মেঘকে বজ্রের দ্বারা উদ্ঘাটন করিয়া বর্ষণ করিয়াছিলেন। অথবা, পাণগণ কর্ত্তৃক অপহৃত, গুহাতে নিবদ্ধ, গোসমূহকে অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণের নিমিত্ত গুহাদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আরও, অসুরকর্ত্তৃক পীড়ার্থ প্রাক্ষিপ্ত শতদ্বার নামক যন্ত্র-সম্বন্ধে মহর্ষি অত্রির প্রতি আপনি পথপ্রাপয়িতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, অসুরগণ মহর্ষি অত্রিকে উদ্দেশ করিয়া শতদ্বার নামক যন্ত্র নিক্ষেপ করিলে, আপনি পলায়ন জন্য তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেইরূপ অন্নসংযুক্ত ধনকে বিমদনামক ঋষির নিমিত্ত বহন করিয়াছিলেন। সেইরূপ সংগ্রামে জয়ার্থ বিদ্যমান অন্য স্তোতৃগণকে বজ্র নর্ত্তন করাইয়া অর্থাৎ বজ্র ঘুরাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব আপনার মহিমা কেহই বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে।

গোত্রং। গুঙ্ অব্যক্তে শব্দে। ঔণাদিকস্ত্রন্প্রত্যয়ঃ। যদ্বা। খলগোরথাদিত্যনুবৃত্তাবিনিত্রকট্যচশ্চ। পা০ ৪।২।৫১। ইতি সমূহার্থে ত্রপ্রত্যয়ঃ। শতদুরেষু। শতং দুরা দ্বারাণ্যেষাং। দৃ ইত্যেকে। দ্বঃর্যাস্তে সংব্রিয়ন্ত ইতি দুরাঃ। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কপ্রত্যয়ঃ। ছান্দসং সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। তচ্চ যো হ্যুভয়োঃ স্থানে ভবতি স লভতেঽন্যতরেণাপি ব্যপদেশমিত্যুরণ্ রপরঃ। পা০ ১।১৫১। ইতি রপরং ভবতি। যদ্বা দ্বারশব্দস্যৈব ছান্দসং সম্প্রসারণং দ্রষ্টব্যং। গাতুবিৎ। গাঙ্ গতৌ। অস্মাৎ কমিমনিজনিভাপাপাযাহিভ্যশ্চ। উ০ ১।৭২। ইতি তুপ্রত্যয়ঃ। তং বেদয়তি লম্ভয়তীতি গাতুবিৎ। বিদ১ লাভে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সসেন। সসমিত্যন্ননাম। সসং নম আয়ুরিতি তন্নামসু পাঠাৎ। আজিরিতি সংগ্রামনাম। আহব আজাবিতি তত্র পাঠাৎ। অদ্রিং। অত্তি ভক্ষয়তি বৈরিণমিত্যদ্রির্বজ্রঃ। অদিশদিভূশুভিভ্যঃ ক্রিন্নিতি ক্রিন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যাস্কস্ত্বেবমদ্রিশব্দং ব্যাচখ্যৌ। অদ্রিরাদৃণাত্যনেনাপি বাত্তেঃ স্যাৎ। নি০ ৪৪ ইতি। বাবসানঃ। বস নিবাসে। কর্ত্তরি তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাবহলাদিশেষৌ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

গোত্রং। অব্যক্তশব্দার্থক 'গুঙ্' ধাতুর ঔণাদিক 'ত্রন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'খলগোরথাৎ' এই নিয়মের অনুবৃত্তি-বিষয়ে 'ইনিত্রকট্যচশ্চ' (পা০ ৪।২।৫১) সূত্রানুসারে সমূহার্থে 'ত্র' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। শতদুরেষু 'শতং দুরা দ্বারাণি এষাং'—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'দৃ' ইতি একে এই অর্থে 'দ্বঃর্য্যাস্তু' অর্থাৎ সংবৃত হয়—এই অর্থে 'দুরা' এই পদটী হয়। 'ঘঞর্থে কবিধানং' এই নিয়মানুসারে ক-প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দস-হেতু সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। অথবা 'যো হ্যুভয়োঃ স্থানে ভবতি স লভতেঽন্যতরেণাপি' এই অর্থে, "ব্যপদেশমিত্যুরণ্ রপরঃ" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে (পা০ ১।১।৫১) 'রপরঃ' হইয়াছে। অথবা দ্বার-শব্দেরই ছান্দস-হেতু সম্প্রসারণ দ্রষ্টব্য। গাতুবিৎ। গত্যর্থক 'গাঙ' ধাতুর উত্তর 'কমিমনিজনিভাপাপাযাহিভ্যশ্চ' (উ০ ১।৭২) সূত্রানুসারে 'তু'প্রত্যয় হইয়াছে। 'তং বেদয়তি লম্ভয়তি' এই বাক্যে গাতুবিৎ পদ হইয়াছে। লাভার্থক 'বিদ' ধাতুর উত্তর অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ হেতু 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। সসেন। 'সসং'—ইহা অন্নের নাম। অন্ননাম-সমূহের মধ্যে 'সসং নম আয়ুঃ' এইরূপ পাঠ আছে। আজিঃ—ইহা সংগ্রামের নাম। সংগ্রাম-নামসমূহের মধ্যে 'আহব আজি' এইরূপ পাঠ আছে। অদ্রিং। 'অত্তি' অর্থাৎ শত্রুগণকে ভক্ষণ করে—এই অর্থে 'অদ্রিঃ' পদে বজ্রকে বুঝায়। 'অদিশদি' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা ক্রিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যাস্ক এই প্রকারে অদ্রি-শব্দকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা,—'অদ্রিরাদৃণাত্যনেনাপি বাত্তেঃ স্যাৎ।' (নি০ ৩৪)। বাবসানঃ। নিবাসার্থক 'বস' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'তাচ্ছীলিকশ্চানশ্' 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে শপের স্থানে 'শ্লুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। দ্বির্ভাব হইয়াছে ও হলের আদিবর্ণ অবশিষ্ট আছে। 'চ' ইৎ-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৬০১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবপূর্ণ। মন্ত্রটী সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে; আর সেই চারি অংশে যেন চারি প্রকারের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই, প্রথম বলা হইয়াছে,—'হে ইন্দ্র! অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদিগের জন্য তুমি মেঘকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলে;' দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'অসুর কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত শতদ্বার যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া অত্রি ঋষিকে তুমি পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে;' তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'বিমদ ঋষিকে তুমি অন্নের সহিত ধনযুক্ত করিয়াছিলে;' চতুর্থতঃ বলা হইয়াছে,—'এই স্তোতার অথবা বাবসান ঋষির জয়ের জন্য তুমি বজ্র-চালনে তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।' ইহা হইতে এবম্প্রকার অর্থে যে কত প্রকার উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। পণিগণ কর্তৃক ঋষির গোধন অপহৃত ও পর্ব্বতের গুহামধ্যে লুক্কায়িত ছিল। সেই গুহাদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ইন্দ্র তাহা উদ্ধার করিয়া দেন। প্রথমাংশে এ প্রকার অর্থও আমনন করা হইয়া থাকে। এইরূপ, দ্বিতীয় অংশের 'শতদুরেষু' পদ হইতে নির্দ্দেশ করা হয়, শতদ্বার-বিশিষ্ট গোলক-ধাঁধায় ঋষিকে আবদ্ধ করা হইয়াছিল; কেহ বা আবার ঐ 'শতদুরেষু' পদ হইতে শতমুখে বা অশেষ প্রকারের অগ্নিস্রাবী মারক-যন্ত্রের (কামান-বন্দুকের) ভাব গ্রহণ করেন। কেহ বা ঐ পদে শতদ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকার প্রসঙ্গ আনিয়া থাকেন। তদনুসারে অর্থ হইয়া থাকে, অস্ত্রের মুখ হইতে বা আবদ্ধ-স্থান হইতে ইন্দ্র পথ দেখাইয়া ঋষির পলায়নের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। * মন্ত্রের

---

* 'শতদুরেষু' পদের ইংরাজী অনুবাদে দেখিতে পাই, "Labyrinth of one hundred doors" লিখিত হইয়াছে। শতমুখে অগ্নিস্রাবী মারক যন্ত্রের ভাব হইতে, প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ প্রাচীন আর্য্যগণের আগ্নেয়াস্ত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, সেকালে শতদ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকাসমূহ বিদ্যমান্ ছিল—ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

'বাবসানস্য' পদে কেহ বা ঐ নামের ঋষিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং কেহ বা স্তোতার প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। 'অদ্রিং' পদে কেহ বা পর্ব্বত অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা 'বজ্র' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। ফলতঃ, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নানাভাবে যে ঋক্ পরিপূর্ণ—ব্যাখ্যাদিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ভগবন্মহিমাদ্যোতক এক নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত আছে দেখিতে পাই। যাহা কিছু মনুষ্যের শ্রেয়ঃসাধক, ভগবদনুকম্পাই সকলের মূলীভূত। সংক্ষেপতঃ এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রকটিত রহিয়াছে। এ পক্ষে, প্রথমতঃ 'অঙ্গিরোভ্যঃ' 'অত্রয়ে' 'বিমদায়' 'বাবসানস্য'—এই পদ-চতুষ্টয়ের অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই ঋগ্বেদেরই (প্রধানতঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋকের ব্যাখ্যার *) বিভিন্ন অংশে 'অত্রি' 'অঙ্গিরা' প্রভৃতি পদ কি প্রকার অর্থে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানেও পূর্ব্বোক্ত। পদ-চতুষ্টয়ে সেই ভাবেরই অর্থ পরিগ্রহণ করিতে পারি। সে অর্থ, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রতীত হইবে। অপিচ, তৎপক্ষে একত্রিংশৎ সূক্তের সপ্তদশ সংখ্যক ঋকের এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের তৃতীয় ঋকের ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া দেখুন। এখানে আর তদ্বিষয়ের পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র মনে করি।

ঐ কয়েকটী পদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ভগবান্ পরম করুণাময়। সাধক যে পরমজ্ঞান-সম্পন্ন হন—সে সেই তাঁহারই করুণায়। সাধকের হিতসাধনের জন্য সাধকের অজ্ঞানতা দূর করেন,—সে সেই তিনি ভিন্ন আর অন্য কে? মন্ত্রের "ত্বং গোত্রং অঙ্গিরোভ্যঃ অপাবৃণোঃ" অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তার পর, "উত শতদ্রুরেষু অত্রয়ে গাতুবিৎ" অংশের ভাব উপলব্ধি করুন। সাধনার পথে শত বাধা—সহস্র প্রলোভন। ধর্ম্মমার্গানুসারী সাধককে সে বাধা হইতে কে অতিক্রান্ত করেন?—কে তাঁহাকে সৎপথ পরিদর্শন করাইতে সমর্থ হন? সেও সেই করুণাময় ভগবান নহেন

* মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ২২৪০—২২৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

কি ? মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তৃতীয়তঃ—"চিৎ বিমদায় সদেন বস্থু অবহ।" নিরহঙ্কার গর্ব্বহীন জনকেই তিনি পরমার্থ ধন প্রদান করেন। যাঁহার অহং-জ্ঞান দূর হইয়াছে, যে জন সর্ব্বতো-ভাবে তাঁহাতে ন্যস্তজীবন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার অভারপূরণ—তাঁহাকে আবশ্যক-বস্তু দান, ভগবানই করিয়া থাকেন। এ অংশে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। চতুর্থতঃ—'আজৌ ব্যবসানস্য অদ্রিং নর্তয়ন।" এই অংশের প্রতি পদ নিগূঢ়ভাবদ্যোতক। 'আজৌ' পদে 'জয়ের জন্য' ভাব আসে। কিন্তু সে কি জয় ? কোথাকার জয় ? পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, আপনিই উত্তর পাই,—সংসার-সমরে রিপুশত্রু প্রভৃতির সহিত দ্বন্দ্বে জয়-লাভের বিষয়ই এখানে কথিত হইয়াছে। তার পর 'ব্যবসানস্য' পদে কর্ম্মসামর্থ্যহীন স্থবিরের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'অদ্রিং' পদে সেই স্থবিরের অবস্থাকেই বিশেষভাবে বুঝাইতেছে। যে জন অটল অচল স্থির ধীর হইয়া কর্ম্মশূন্য অবস্থায় বসিয়া আছে, সেই দয়াল ভগবান্ তাহাকে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করেন। এখানকার তাৎপর্য্য এই যে, বরং নিষ্কর্ম্ম হও—সেও ভাল কিন্তু অপকর্ম্ম করিও না। পর্ব্বতের ন্যায় অটল অচল নিষ্কর্ম্ম জনকে ভগবান করুনা করেন; কিন্তু পাপ কর্ম্মকারীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই। এখানে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি,—এ মন্ত্রে ভগবানকেই সকল সৎকর্ম্মের নিয়ন্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তিনিই মূককে বাচাল করেন; তিনি পঙ্গুর দ্বারা গিরিলঙ্ঘন করান; তিনিই এই জন্মজরা মরণমধ্যগত জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

'অঙ্গিরোভ্যঃ' প্রভৃতি পদকে সংজ্ঞাবাচক স্বীকার করিলে, অনন্তের সম্বন্ধ মানিতে হইবে।* তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ভাব আসিবে—অঙ্গিরাদি ঋষিরূপে চিরকাল যাঁহারা সংসারচক্রে গতাগতি করিতেছেন, সেই ভগবান তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। (১ম—৫১সূ—৩ঋ)॥

---

* পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র প্রভৃতির অনুসরণে সে ভাব গ্রহণ করিবেন। অলমতিবিস্তারেণ।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাধারয়

পর্ব্বতে দানুমদ্বসু।

বৃত্রং যদিন্দ্র শবসাবধীরহিমাদিৎ সূর্য্যং

দিব্যারোহয়ো দৃশে ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অপাং। অপিঽধানা। অবৃণোঃ। অপ। অধারয়।

পর্ব্বতে। দানুঽমৎ। বসু।

বৃত্রং। যৎ। ইন্দ্র। শবসা অবধীঃ। অহিং। আৎ। ইৎ। সূর্য্যং।

দিবি। আ। আরোহয়ঃ। দৃশে ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্)। 'ত্বং' 'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'অপিধানা' (আবরকান্ অজ্ঞানান্ ইতি যাবৎ) 'অপাবৃণোঃ' (উদ্ঘাটিতবানসি, দূরীকরোষি); 'পর্ব্বতে' (পর্ব্বতসদৃশে দৃঢ়চিত্তে ভগবৎপরায়ণে জনে) 'দানুমৎ' (দানোপযোগিনং প্রচুরং ইতি যাবৎ) 'বসু' (ধনং—জ্ঞানরূপং পরমার্থরূপং বা) 'অধারয়ঃ' প্রক্ষিপ্তবানসি, দদাসি ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যদা) ত্বং 'শবসা' (বলেন) 'অহিং' (ক্রূরপ্রকৃতিং) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানরূপং অসুরং,

অজ্ঞানতাং ইতি যাবৎ) 'অবধীঃ' (হতবান, বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ), 'আদিৎ' (তদানীং) 'দৃশে' (আত্মদর্শনায়) 'দিবি' (সাধকানাং হৃদাকাশে হৃৎস্বর্গে বা) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানাধারং, পরমজ্ঞানং) 'আরোহয়' (স্থাপিতবান, স্থাপয়তি ইতি ভাবঃ)। সাধবো ভগবৎকৃপয়া পরাজ্ঞানং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সত্ত্বভাবসমূহের আবরক অজ্ঞানকে দূর করেন; পর্ব্বতসদৃশ দৃঢ়চিত্ত ভগবৎপরায়ণ জনে, দানের উপযোগী প্রচুর ধন (জ্ঞানাদি-রূপ ধন) প্রদান করেন; যখন আপনি বলের দ্বারা ক্রূর-প্রকৃতি অজ্ঞানতাকে বধ করেন, তখন আত্মদর্শনের জন্য সাধকগণের হৃদাকাশে অথবা হৃদয়-রূপ স্বর্গে জ্ঞানাধার সূর্য্যদেবকে (পরম জ্ঞানকে) স্থাপিত করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—সাধুগণ ভগবৎকৃপায় পরাজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বমপামুদকানামপিধানাপিধানান্যাচ্ছাদকান্মেঘানপাবৃণোঃ। আপাবরীষ্ঠাঃ। তথা পর্ব্বতে পর্ব্ববতি পূরয়িতব্য প্রদেশযুক্তে স্বকীয়নিবাসস্থানে দানুমৎ দানুমতো হিংসা-যুক্তস্য। যদ্বা দনুরসুরমাতা সৈব দানুঃ। তদ্বতঃ। তাদৃশস্য বৃত্রাদের্ব্বসু ধনমধারয়ঃ। শত্রূঞ্জিত্বা তদীয়ং ধনমপহৃত্য স্বগৃহে ন্যচিক্ষিপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা দানুমদিতি বসুবিশেষণং। শোভনদানযুক্তমিত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র ত্বং যৎ যদা শবসা বলেন বৃত্রং ত্রয়াণাং লোকানামাবরী-তারং। তথা চ শাখান্তরে সমাম্নাতং। যদিমান্ লোকান্ বৃণোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি। অহিং। আ সমন্তাদ্ধন্তারং। তথা চ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি। সোঽগ্নিষোমাবভিসম্বভূব সর্ব্বাং বিদ্যাং সর্ব্বং যশঃ সর্ব্বমন্নাদ্যং সর্ব্বাং শ্রিয়াংস যৎ সর্ব্বমেতৎ সমভবত্তস্মাদহিরিতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি উদকের আচ্ছাদক মেঘসমূহকে অপাবৃত করিয়াছেন। সেই প্রকার স্বকীয় নিবাস-স্থানে পর্ব্বতে হিংসাকারী (অথবা দনু শব্দে 'অসুরমাতা' তিনিই 'দানুঃ' তদ্বিশিষ্ট, তাদৃশ)' বৃত্র প্রভৃতির ধন আপনি ধারণ করিয়াছেন; অর্থাৎ, শত্রুজয় করিয়া তাহাদিগের ধন অপহরণ পূর্ব্বক স্বগৃহে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অথবা, দানুমৎ পদটী বসুর বিশেষণ; শোভনদানযুক্ত ইহাই অর্থ। হে ইন্দ্র! আপনি যখন ত্রিলোকের আবরীতা (শাখান্তরে কথিত হইয়াছে—'যেহেতু এই লোকসমূহকে বরীত বা আবৃত করেন, ইহাই বৃত্রের বৃত্রত্ব। সম্যক প্রকারে হননকারী'—বাজসনেয়ীগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

এবন্তু তমসুরমবধীঃ। বধং প্রাপিতঃ। আদিৎ অনন্তরমেব দিবি দ্যুলোকে দৃশে দ্রষ্টুং সূর্য্যমারোহয়ঃ। বৃত্রেণাবৃতং সূর্য্যং তস্মাদ্ বৃত্রাদমুমোচ ইত্যর্থঃ॥

অপাং। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অপিধানা। অপিধীয়ন্ত আচ্ছাদ্যন্ত এভিরিত্যপিধানানি। করণে ল্যুট। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্য ধাত্বাকারস্যোদাত্তত্বং। তত একাদেশস্বরঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। অধারয়ঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। পর্ব্বতে। পর্ব্ববান্ পর্ব্বতঃ। পর্ব্ব পুনঃ পৃণাতেঃ প্রীণাতের্ব্বেতি যাস্কঃ। দানুমৎ। দো অবখণ্ডন ইত্যস্মাদ্বা দাণ্ দান ইত্যস্মাদ্বা দাভাভ্যাং নুরিত্যৌণাদিকো নুপ্রত্যয়ঃ। অসুরবিশেষণত্বে সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক॥ (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৬০২) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

প্রচলিত কি অর্থের স্থলে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি অর্থ পরিগৃহীত হইল, ঋকের একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই তাহা প্রতীত হইবে। সেই বঙ্গানুবাদটী এই ঃ—

"তুমি জলধারী মেঘ খুলিয়া দিয়াছ, তুমি পর্ব্বতে বৃত্রাদি দানবদিগের ধন (অপহরণ করিয়া) রাখিয়াছ। হে ইন্দ্র! তুমি হত্যাকারী বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, এবং তৎপর সূর্য্যকে লোকের দর্শনার্থ আকাশে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলে।"

এই প্রকার অর্থে কি ভাব পরিগ্রহ হয়, পাঠকগণই বুঝিয়া দেখুন। ইহাতে একবার মনে হয়,—অসুরের কথা বলা হইতেছে; আবার মনে হয়,—মেঘের ও বৃষ্টির বিষয় রূপকে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশে প্রতিক্ষেত্রেই ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ সমস্যা-

---

"সোহগ্নিয়েমাবভিসম্বভূব" ইত্যাদি) এবম্বিধ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর দ্যুলোকে দর্শনার্থ বৃত্রকর্তৃক আবৃত সূর্য্যকে মোচন করিয়াছিলেন।

অপাং। 'উড়িদম্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। অপিধানা। অপিধীয়তে অর্থাৎ আচ্ছাদিত হয় ইহার দ্বারা—এই বাক্যে অপিধানানি পদ হয়। করণবাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয়। 'লিতি' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বের ধাতুর আকারের উদাত্তত্ব হইয়াছে। তৎপরে একাদেশ-স্বর হইয়াছে। কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে। অধারয়ঃ। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। পর্ব্বতে। পর্ব্ববান্—এই বাক্যে পর্ব্বতঃ পদ হইয়াছে। যাস্ক বলেন— "পর্ব্ব পুন পৃণাতে প্রীণাতে" ইত্যাদি। দানুমৎ। অবখণ্ডনার্থক 'দো' ধাতুর উত্তর 'দাভাভ্যাং নুঃ' এই সূত্রানুসারে ঔণাদিক 'নুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। অসুরের বিশেষণ বিষয়ে 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়মানুসারে ষষ্ঠীর লুক হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৪ঋ)॥

বর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। একবার ভাবিয়াছেন—'বৃত্র একজন অসুর, ভারতীয় আদিম অসভ্য জাতিগণের নায়ক। মধ্য এসিয়া হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।' কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে ভাব উল্টাইয়া যাইতেছে। তখন আবার অর্থ দাঁড়াইতেছে—'ইন্দ্র ও বৃত্রের সংগ্রাম—এ এক রূপক। এখানে মেঘ বিদারণে বৃষ্টিপাতের বিষয়ই প্রখ্যাত আছে।' এ পর্য্যন্ত বেদের যত প্রকার ব্যাখ্যা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই এই সমস্যা-সঙ্কট দেখিতে পাই।

কিন্তু আমরা যে পথ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে সংশয়ের কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই বহিঃসংগ্রামের বা প্রাকৃতিক বিপ্লবের বিষয় যে মন্ত্রার্থে অধ্যাহৃত হয় না, তাহা আমরা বলিতে চাহি না। তবে অন্তরের যে সংগ্রাম অহর্নিশ চলিয়াছে, তৎপক্ষেই এই সকল মন্ত্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি দেখিতে পাই। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ইহাই আমাদিগের প্রধান বক্তব্য। 'অপাং' পদে স্নেহভাব (সত্ত্বভাব) বুঝায়, 'বৃত্র' পদের প্রধান লক্ষ্য যে অজ্ঞানতা, 'সূর্য্যং' পদে যে জ্ঞানাধারকে (পরম জ্ঞানকে) নির্দ্দেশ করে; এ সকল বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সেই অর্থের অনুসরণ করিলেই এখানকার মন্ত্রার্থ সুগম হইয়া আসে. 'বৃত্রং' পদের সহিত 'অহিং' পদের সংযোগে, অজ্ঞানতাই যে ক্রূর কর্ম্মের জনয়িতা—এই ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞানোদয়ে কেহ কখনও অপকর্ম্ম (ক্রূর কর্ম্ম) অনুষ্ঠান করে না। 'বৃত্র' বা অজ্ঞানতা তাই অহি' নামে অভিহিত হয়। বৃত্রের তাই এক নাম দাঁড়াইয়াছে—'অহি'। এই মন্ত্রের 'দিবি' পদে হৃদাকাশ বা হৃৎস্বর্গ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বের সঙ্গতিতে সেই অর্থই সিদ্ধ হয়। যে হৃদয়ের ক্রূর প্রকৃতি অজ্ঞানতা নাশ হয়, সে হৃদয় স্বর্গ নহে তো আর কি? সেই হৃদয়েই পরমজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই—"আদিৎ দিবি সূর্য্য আরোহয়" বাক্যাংশের সার্থকতা। মনস্তত্ত্ববিষয়ক এই মন্ত্র অনুধ্যানের ও অনুভাবনার সামগ্রী। সেই দৃষ্টিতেই এই মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণে আমরা বেদ-পাঠককে অনুরোধ করি। (১ম—৫, পৃ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ স্বধাভির্যে

অধি শুপ্তাবজুহ্বত।

ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র

ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ ॥ ৫ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। মায়াভিঃ। অপ। মায়িনঃ। অধমঃ। স্বধাভিঃ। যে।

অধি। সুপ্তৌ। অজুহ্বত।

ত্বং। পিপ্রোঃ। নৃঽমনঃ। প্র। অরুজঃ। পুরঃ। প্র।

ঋজিশ্বানং। দস্যুঽহত্যেষু। আবিথ ॥ ৫ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (অজ্ঞানরূপা যে অসুরাঃ, যদ্বা—অজ্ঞানাদুৎপন্না যে রিপুশত্রবঃ) 'স্বধা[ভিঃ]' (সদ্ভাবাদিভিঃ, সদ্ভাবসমূহং ইতি যাবৎ) 'অধি' (হৃদয়াৎ বিচ্ছিন্নং কৃত্বা) 'শুপ্তৌ' (স্বকীয়ে মুখে) 'অজুহ্বত' (অহৌষুঃ, প্রক্ষিপ্তবন্তঃ, গ্রাসং কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ); সদ্ভাবনাশকা যে অজ্ঞানাঃ সন্তীতি শেষঃ; তান্ 'মায়িনঃ' (কপটিনঃ), হে ভগবন্, ত্বং 'মায়াভিঃ' (জয়োপায়জ্ঞানৈঃ, কৌশলৈঃ) 'অপাধমঃ' (অপাজীগমঃ, জয়ং করোষি); 'নৃমণঃ'

(হে লোকানুগ্রহপর, করুণাময়)। 'ত্বং' 'পিপ্রোঃ' (পালনপূরণসাধনক্ষেত্রে, সাধূনাং পরিপালনায়, যদ্বা - কালচক্রে চিরবিদ্যমানস্য অসুরস্য) 'পুরঃ' (শত্রূণাং পুরাণি, আবাসস্থানানি) 'প্রারুজ' (প্রাভাঙ্ক্ষীঃ, ভগ্নং করোষি); এবং 'ঋজিশ্বানং' (ঋজুপথাবলম্বিনং, অকপটশুদ্ধহৃদয়সম্পন্নং, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানং ঋজিশ্বান্‌নামকং মহর্ষিং) 'দস্যুহত্যেষু' (রিপুশত্রুরূপ দস্যুহননার্থেষু সংগ্রামেষু) 'প্র আবিথ' প্রকর্ষেণ ররক্ষিথ, বর্ত্তথা রক্ষয়সি)। হে ভগবন্! সাধূনাং পরিরক্ষণায় কপটানাং সংহারসাধনায় চ তব অশেষমাহাত্ম্যং পশ্যামঃ ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—৫১সূ—৫ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞানরূপ যে দস্যুগণ (অথবা অজ্ঞানোৎপন্ন যে রিপুশত্রুগণ), সত্ত্বভাবসমূহকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রাস করে, সেই মায়াবী কপটিগণকে (অর্থাৎ সত্ত্বভাবনাশক অজ্ঞানতাসমূহকে), হে ভগবন্, আপনি মায়ার দ্বারা (কৌশলে) জয় করিয়া থাকেন; হে লোকানুগ্রহপর (করুণাময়)! আপনি সাধুগণের পরিপালনের জন্য শত্রুর আবাসস্থানসমূহ (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ অসুরের পুরী) ভগ্ন করিয়া দেন; এবং অকপট শুদ্ধহৃদয়সম্পন্নজনকে (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ ঋজিশ্বান্ নামক মহর্ষিকে) রিপুশত্রু-রূপ দস্যুর হননার্থক সংগ্রামসমূহে প্রকৃষ্টভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! সাধুদিগের পরিরক্ষণে এবং কপটিগণের সংহার-সাধনে আপনার অশেষ মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করি।) ॥ (১ম—৫১সূ—৫ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং মায়াভির্জ্জয়োপায়জ্ঞানৈঃ। মায়েতি জ্ঞান নাম। শচী মায়েতি তন্নামসু পাঠাৎ। যদ্বা মায়াভির্লোকপ্রসিদ্ধৈঃ কপটৈর্মায়িন উক্তলক্ষণমায়োপেতান্ বৃত্রাদিনসুরা—পাধমঃ। অপাজীগমঃ। ধমতির্গতিকর্ম্মেতি যাস্ক। যেঽসুরাঃ স্বধাভির্হবির্লক্ষণৈরন্নৈঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রদেব। আপনি জয়োপায়-রূপ জ্ঞান দ্বারা ('মায়া' ইহা জ্ঞানের নাম; তন্নাম মধ্যে 'শচী মায়া' এইরূপ পাঠ আছে) অথবা লোক প্রসিদ্ধ কপটতা দ্বারা, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণরূপ মায়া-বিশিষ্ট বৃত্র প্রভৃতি অসুরগণকে অপগত অর্থাৎ নাশ করেন। যাস্ক বলিয়াছেন—'ধমতি' পদটীর অর্থ গতি-কর্ম্ম। যে অসুরগণ হবীরূপ অন্ন শোভমান স্বকীয় মুখে হবন অর্থাৎ নিক্ষেপ

শুপ্তাবধি শোভমানে স্বকীয়ে মুখ এবাজুহবত। অহেয়ুঃ। নাগ্নৌ। হানসুরানিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তথা চ কৌশিতকীভিরাম্নায়তে। অসুরা বা আত্মন্ জুহবুবন্ধাতেঽগ্নী তে পরাভবন্নিতি। বাজসনেয়িভিরপ্যাম্নাতং। দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চাস্পর্দ্ধন্ত। ততো হাসুরা অভিমানেন্ কস্মৈ চ ন জুহুম ইতি স্বেষেবাস্তেষু জুহ্বতশ্চেরুস্তে পরাবভূবুরিতি। তথা হে নৃমণঃ। নৃষু যজমানেষু রক্ষিতব্যেষনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত ত্বং পিপ্রোঃ পুরয়িতুঃবেতন্নাম্নোঽসুরস্য পুরঃ পুরাণি নিবাসস্থানানি প্রারুজঃ। প্রাভাঙ্ক্ষীঃ। এবং কৃত্বা তেনাসুরেণোপক্রুত-মৃজিশ্বানমৃজুগমনমৈতৎসংজ্ঞকং স্তোতারং দস্যুহত্যেষু দস্যূনামুপক্ষপয়িতৃণাং হননেন যুক্তেষু সংগ্রামেষু। যদ্বা দস্যূনাং হননে নিমিত্তভূতেষু প্রাবিথ। প্রকর্ষেণ ররক্ষিথ॥

মায়িনঃ। মায়াশব্দস্য ব্রীহ্যাদিষু পাঠাৎ ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতি মত্বর্থীয় ইনিঃ। শুপ্তৌ। শুভ-দীপ্তৌ। কর্ম্মণি ক্তিন্। তিতুত্রেত্যাদিনেট্ প্রতিষেধঃ। ছষস্তথোরিতি ধত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। খরি চ। পা০ ৮।৪।৫৫। ইতি চর্ত্বং। অজুহবত। জুহোতের্ণিচি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। অদভ্যস্তাদিতি ঝস্যাদাদেশঃ হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুক ইতি যণাদেশঃ। পিপ্রোঃ। পৄ পালনপূরণয়োঃ। পৄভিদিব্যধীত্যাদিনা কুপ্রত্যয়ঃ। উদোষ্ঠ্য-পূর্ব্বস্যেত্যত্র বহুলং ছন্দসীত্যুক্তত্বা-দুত্বাভাবঃ। ছান্দসং দ্বির্ব্বচনং। অভ্যাসস্যোরদত্বহলাদিশেষাঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসী-

---

করিয়া থাকে; কিন্তু অগ্নিতে হবন অর্থাৎ নিক্ষেপ করে না। 'তাদৃশ অসুরগণকে' পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ। কৌশিতকীগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াছে; যথা,—"অসুরা বা আত্মন্ জুহবুরন্ধাতেঽগ্নী তে পরাভবন্নিতি।" বাজসনেয়িগণ কর্তৃকও এইরূপ কথিত হইয়াছে; যথা,—"দেবাশ্চ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, 'দেবগণ অসুরগণকে পরাভব করিয়াছিলেন; অসুরগণ অভিমান করিয়া, 'আমরা কাহারও হবন (হোম) করিব না' বলিয়া, নিজ নিজ মুখে হবন করিয়াছিল; এইরূপ করায়, দেবগণ পরাভূত হইয়াছিলেন। আরও, হে রক্ষিতব্য অর্থাৎ যজমানবিষয়ে অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত! আপনি পিপ্রু-নামক অসুরের নিবাস-স্থানকে প্রকৃষ্টরূপে ভগ্ন করিয়াছেন। এইরূপ করিয়া, আপনি সেই অসুর কর্তৃক উপদ্রুত ঋজিশ্বান বা ঋজুগমন-সংজ্ঞক স্তাবককে, দস্যুগণের ক্ষয়কারিগণে হনন-হেতুভূত সংগ্রামে অথবা দস্যুদিগের হনন-বিষয়ক নিমিত্তভূত কর্ম্মে, প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছেন।

মায়িনঃ। ব্রীহ্যাদি মধ্যে মায়া শব্দের পাঠ থাকায় 'ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ' এই নিয়মানুসারে মত্বর্থে 'ইনিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। শুপ্তৌ। দীপ্ত্যর্থক 'শুভ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কর্ম্মণিবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তিতুত্র' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ইট্' প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ছষস্তথোঃ' এই নিয়মানুসারে ছান্দস-হেতু ধত্বাভাব হইয়াছে। 'খরি চ' (পা০ ৮।৪।৫৫) এই সূত্রানুসারে 'চর্ত্ব' হইয়াছে। অজুহবত। জুহোতি 'হু' ধাতু ব্যতিক্রম-হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। 'অদভ্যস্তাৎ' এই নিয়মানুসারে 'ঝ' স্থানে 'অৎ' আদেশ হইয়াছে। পিপ্রোঃ। পালন ও পূরণার্থক 'পৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পৄভিদিব্যধি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'কু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'উদোষ্ঠ্য পূর্ব্বস্য' এই স্থানে 'বহুলং ছন্দসি' এই উক্তি হেতু 'উ' হয় নাই। ছন্দহেতু দ্বিরুক্ত হইয়াছে। অভ্যাসের উদাত্ত ও হলাদি শেষ হইয়াছে। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে।

তত্ত্যাসম্ভেদং ষণাদেশঃ। নৃমণঃ। নৃষু মনো যস্ত। ছন্দস্যুদবগ্রহাৎ। পা০ ৮।৪।২৬। ইতি ণত্বং। অরুজঃ। রুজো ভঙ্গে। শস্ত ভিত্বাদ্ গুণাভাবঃ। ঋজিশ্বানং। ঋজ্বশ্নুতে প্রাপ্নোতীত্যৃজিশ্বা। পৃষোদরাদিঃ। দস্যুহত্যেষু। হন্ হিংসাগত্যোঃ। হনস্ত চেতি ভাবে ক্যপ্ প্রত্যয়স্তকারশ্চান্তাদেশঃ। দস্যূনাং হত্যা যেষু সংগ্রামেষু পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং তৎপুরুষপক্ষেতু কৃদুত্তরপ্রকৃতিস্বরত্বং। আবিথ। অব রক্ষণে॥ (১ম—৫১সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্ত চতুর্থে নবমো বর্গঃ॥ ৯॥ ১।৪।৯॥

পঞ্চম (৬০৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত নানাবিধ উপাখ্যানের সমাবেশ দেখিতে পাই। কৌতুকী শাখাধ্যায়ীরা বলেন,—'অসুরেরা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানে বিদ্রূপ প্রকাশ করিত; অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ না করিয়া তাহারা আহুতির জন্য সংগৃহীত ঘৃত আপনাপন মুখে প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া ফেলিত।' এই আখ্যান অবলম্বন করিয়া মন্ত্রের অন্তর্গত "স্বধাভিঃ শুপ্রৌ অধি অজুহ্বত"—এই অংশের অর্থ করা হয়,—"অসুরগণ হবীরূপ অন্নের দ্বারা নিজমুখে হোম করিত।" সেই সকল অসুরগণকে ইন্দ্র জয়-কৌশল দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম পদের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এইরূপ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের সহিত একটী অসুরের এবং একজন ঋষির সম্বন্ধ সংস্রব কল্পনা করা হইয়া থাকে। মূলে 'পিপ্রোঃ' ও 'পুরঃ' এই দুইটী পদ আছে।

'ষণ' আদেশ হইয়াছে। নৃমণঃ। নর-বিষয়ে মন যাহার—এই বাক্যে উক্ত পদটী হয়। 'ছন্দস্যুদবগ্রহাৎ' (পা০ ৮।৪।২৬) এই সূত্রানুসারে 'ণত্ব' হইয়াছে। অরুজঃ। ভঙ্গার্থক 'রুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শ'প্রত্যয়ের ভিত্ব-হেতু গুণ হয় নাই। ঋজিশ্বানং. ঋজু অর্থাৎ সরল ভাবকে প্রাপ্ত হয়—এই বাক্যে 'ঋজিশ্বা' পদ হইয়াছে। 'পৃষোদরাদিঃ' এই নিয়মে হইয়াছে। দস্যুহত্যেষু হিংসা ও গত্যর্থক 'হন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হনস্ত চ' এই নিয়মানুসারে ভাবে 'ক্যপ্' প্রত্যয়, 'ত'-কার ও অন্ত আদেশ হইয়াছে। 'দস্যুদিগের হত্যা আছে যে সংগ্রামে'—এই বাক্যে পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মানুসারে উত্তর-পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তৎপুরুষসমাস পক্ষে কৃতের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হয়। আবিথ রক্ষণার্থক 'অব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ের নবম বর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥ ১।৪।৯।

তাহা হইতে সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে,—'ইন্দ্র পিপ্রু নামক অসুরের নগর ভগ্ন করিয়াছিলেন।' অপিচ, "ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষু আবিথ" অংশ হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—'ইন্দ্র ঋজিশ্বান-ঋষিকে দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলেন।' এইরূপে পুরাবৃত্তের নানা ঘটনার সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ-সংশ্রব সূত্রিত হইয়া থাকে। মন্ত্রে যে ঐ প্রকার অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে যে অর্থে যে ভাবে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে এবং যাহা বেদবাক্যের অপৌরুষেয়ত্বে ও নিত্যত্বে বিঘ্ন আনয়ন না করে, আমরা সেই পথই অবলম্বন করিয়াছি।

অজ্ঞানতাই মানুষের প্রধান শত্রু। তদ্দারাই মানুষ মায়ামোহে আচ্ছন্ন হয়। অজ্ঞানতা সত্ত্বভাবকে গ্রাস করে; অজ্ঞানতার দ্বারাই মানুষের সত্ত্বভাব ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া থাকে "শ্বধার্ভিঃ শুপ্তৌ অধি অজুহ্বত"—এই মন্ত্রাংশ, আমরা মনে করি, ঐ ভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রতি পদের মর্ম্মার্থ-বিশ্লেষণেও ঐ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের কৃপা হইলে, অজ্ঞানতা কর্ত্তৃক সত্ত্বভাব-গ্রাসের কোনই কারণ থাকে না। অজ্ঞানতা বা তৎসহচর শত্রুগণ যেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া মানুষকে অভিভূত করে, ভগবানও সেইরূপ সুকৌশলে সেই শত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকেন। ভগবন্মহিমা-প্রকাশক এই নিত্যসত্যতত্ত্বই মন্ত্রের প্রথমাংশে প্রকটিত আছে। দ্বিতীয়াংশের 'পিপ্রোঃ' ও 'ঋজিশ্বানং' পদ-দ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। পালন-পুরণার্থক 'পৃ' ধাতু হইতে 'পিপ্রোঃ পদের উৎপত্তি। উহার দ্বারা শোষণ পরিপালনের ভাবই প্রাপ্ত হই। সেই ভগবান শত্রুর পুর বা অবাসস্থান ভঙ্গ করেন কেন? সাধুগণের—ভগবদনুসারী জনের পালন-পোষণের জন্য। "পিপ্রোঃ পুরঃ প্রারুজ" বাক্যাংশে এই ভাব আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। অথবা, চিরবিক্রমান্ যে 'পিপ্রু' বা অসুর, ভগবানের অনুকম্পায় তাঁহার মূলোচ্ছেদ হয়;—মন্ত্রার্থে এ ভাবও আসিতে পারে। 'ঋজিশ্বানং' পদেরও দ্বিবিধ অর্থে দ্বিবিধ ব্যাখ্যায় একই ভাব প্রাপ্ত হই। ধাত্বর্থানুসারে ঐ পদে সরলস্বভাব সাধুকে বুঝায়; অন্য অর্থে কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ ঋজিশ্বান্-রূপ ঋষিকে বুঝাইতে পারে। দস্যুর বা রিপুশত্রু

প্রভৃতির সহিত সরলস্বভাব সাধুগণের দ্বন্দ্ব অহরহ চলিয়াছে। ভগবান্ সহায় হইয়া সে দ্বন্দ্বে সাধুদিগকে জয়যুক্ত করিয়া থাকেন। "ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষু প্র আবিথ" মন্ত্রাংশে এই ভাবই দেদীপ্যমান্।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেই স্থির করা যায়,—এই মন্ত্রে ভগবানের মহিমার বিষয়ই প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি অজ্ঞানতাকে জয় করিয়া, তাঁহার আবাসস্থান উদ্ভিন্ন করিয়া, সাধুগণকে রক্ষা করেন। এই কথাই এখানে পরিব্যক্ত আছে। (১ম—৫১সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরং।
মহান্তং চিদর্ব্বুদং নি ক্রমীঃ পদা সনাদেব
দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। কুৎসং। শুষ্ণহত্যেষু। আবিথ। অরন্ধয়। অতিথিগ্বায়। শম্বরং।
মহান্তং। চিৎ। অর্ব্বুদং। নি। ক্রমীঃ। পদা। সনাৎ। এব।
দস্যুহত্যায়। জজ্ঞিষে ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'শুষ্ণহত্যেষু' (কঠোরতানাশকেষু পাপাপহারকেষু বা সংগ্রামেষু) 'কুৎসং' (নিন্দাতীতং জনং, সাধকং ইতি ভাবঃ) আবিথ (ররক্ষিথ, রক্ষসি), 'অতিথিগ্বায়' (অতিথিসৎকারপরায়ণায়, সেবাব্রতাবলম্বিনে 'শম্বরং' (অশনিরূপং গতিশীলং পাপং) 'অরন্ধয়ঃ' (হিংসিতবান্ হিংসসি); 'মহান্তং' (অতিভয়ঙ্করং) 'অর্ব্বুদং' (হিংসকং, অসংখ্যং রিপুশত্রুং) 'চিৎ' (নিশ্চিতমেব) 'পদা' (পাদেন) 'নি ক্রমীঃ' (নিতরাং ধর্ষিতবান, সদৈব পদদলিতং করোষি ইতি ভাবঃ); 'সনাৎ এব' (চিরকালাৎ এব) 'দস্যুহত্যায়' (শত্রুহননায়) 'জজ্ঞিষে' (ত্বং জাতোঽসি, সদৈব ত্বং দস্যুহননশীল ইতি ভাবঃ)। সাধকানাং রক্ষাকর্ত্তা দস্যূনাং দমনকারী স ভগবান্ সদাকালৈব অসতানাং দমনায় সতানাং রক্ষণায় চ ব্রতী অস্তি। ইতি ভাবঃ। * (১ম—৫১সূ—৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি কঠোরতানাশক (পাপহারক) সংগ্রামে নিন্দাতীত জনকে (সাধুকে) রক্ষা করেন; অতিথি-সৎকার-পরায়ণ জনের জন্য (সেবাব্রতাবলম্বনকারীর জন্য) আপনি অশনিবৎগতিশীল পাপকে হনন করেন; অতি-ভয়ঙ্কর হিংসককে (অথবা—অসংখ্য রিপু-শত্রুকে) নিশ্চয়ই আপনি পদদলিত করেন; চিরকাল হইতেই শত্রুসংহারার্থ আপনার উদ্ভব অর্থাৎ সদাকালই আপনি দস্যুহননশীল। (ভাব এই যে,—সাধুগণের রক্ষাকর্ত্তা দস্যুদিগের দমনকারী সেই ভগবান্ সদাকালই অসৎগণের দমনে এবং সজ্জনগণের রক্ষণে ব্রতী আছেন।)॥ † (১ম—৫১সূ—৬ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং কুৎসং কুৎসসংজ্ঞকমৃষিং শুষ্ণহত্যেষু। শুষ্ণঃ শোষয়িতা এতন্নামোঽসুরস্তু হননযুক্তেষু সংগ্রামেষ্বাবিথ। ররক্ষিথ। তথাতিথিগ্বায়াতিথিভির্গন্তব্যায় দিবোদাসায়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি কুৎস নাম ঋষিকে শুষ্ণ-নামক অসুরের হননযুক্ত সংগ্রামে রক্ষা করিয়াছিলেন। আরও আপনি অতিথিগণের গন্তব্য অর্থাৎ আশ্রয়প্রাপ্তব্য দিবোদাস নামক

---

* কুৎস-শুষ্ণ-শম্বর-অর্ব্বুদঃ প্রভৃতি পদের তত্তৎসংজ্ঞকঋষ্যাদিপরিকল্পনায়াং অনন্তকালচক্রে তেষাং বিদ্যমানতাং স্বীকার্য্যাং। বাহুল্যপরিহারায় তদর্থং ন লিখিতং।

† কুৎস, শুষ্ণ, শম্বর, অর্ব্বুদ প্রভৃতি পদের দ্বারা সেই সেই সংজ্ঞাধারী ঋষি প্রভৃতির কল্পনাতে অনন্ত কালচক্রে তাঁহাদিগের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। বাহুল্য-পরিহারের জন্য সে অর্থ আর লিখিত হইল না।

শম্বরমেতন্নামানমসুরমরন্ধয়। হিংসা প্রাপিতঃ। তথা মহান্তং চিৎ। অতিপ্রবৃদ্ধমপ্যর্ব্বুদমেতৎ সংজ্ঞকমসুরং পদা পাদেন নিক্রমীঃ। নিতরামাক্রমিতাভূঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ সনাদেব চিরকালাদেবারভ্য দস্যুহত্যায়ৈ উপক্ষপয়িতৄণাং হননায় জজ্ঞিষে। সর্ব্বদা ত্বং দস্যুহননশীলো ভবসীত্যর্থঃ॥

অরন্ধয়ঃ। রন্ধ হিংসাসংরাদ্ধ্যোঃ। রধিজভোরচীতি ধাতো নুম্। অতিথিগ্বায়। গমেরৌণাদিকো ড্-প্রত্যয়ঃ। ক্রমীঃ। ক্রমু পাদবিক্ষেপে। হ্ম্যন্তক্ষণ। পা০ ৭.২.৫। ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। পদা। সাবেকাচ ইতি বোড়িদম্পদাদীতি বা বিভক্তেরুদাত্তং। জজ্ঞিষে। জনী প্রাদুর্ভাবে। লিটি গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৬০৪) ঋকের বিশদার্থ।

'কুৎসং', 'শুষ্ণ', 'শম্বরং', 'অর্ব্বুদং', 'অতিথিগ্বায়' প্রভৃতি পদে, ঋষি-বিশেষকে ও অসুর-বিশেষকে লক্ষ্য আছে;—এই ভাব, কি ভাষ্যকর্ত্তার, কি ব্যাখ্যাকারিগণের, সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিতে পাই। সুতরাং মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, অপরে তাহার বিপরীত পথই পরিগ্রহণ করিয়াছেন। ঋকের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে অন্যের পরিগৃহীত পথ উপলব্ধ হইবে,—ভাব-পরিগ্রহেও সহায়তা আসিবে। সে বঙ্গানুবাদ; যথা,—

> "হে ইন্দ্র আপনি শুষ্ণ অসুরের সংগ্রামে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অতিথিসৎকারক দিবোদাসের পুত্রের নিমিত্ত শম্বর অসুরকে হিংসা করিয়াছিলেন; আর অতি প্রবৃদ্ধ অর্ব্বুদ অসুরকে পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছেন। অতএব আপনি চিরকালই দস্যুহত্যাতে নিপুণ।"

রাজার নিমিত্ত শম্বর নামক অসুরকে হনন করিয়াছিলেন। আরও অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ অর্ব্বুদ নামক অসুরকে পাদ দ্বারা নিকৃষ্টরূপে আক্রমণ করিয়াছেন। যে হেতু আপনি এইরূপ করিয়াছেন, সেই হেতু সর্ব্বদা দস্যুগণের হননশীল হইয়াছেন।

অরন্ধয়ঃ। হিংসা এবং সংরাধনার্থক 'রন্ধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রধিজভোরচি' এই নিয়মানুসারে ধাতুর 'নুম্' হইয়াছে। অতিথিগ্বায়। 'গম' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ড্' প্রত্যয় হইয়াছে। ক্রমীঃ। পাদবিক্ষেপণার্থক 'ক্রমু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হ্ম্যন্তক্ষণ' ইত্যাদি (পা০ ৭.২.৫) সূত্রানুসারে বৃদ্ধি হয় নাই। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' এই নিয়মানুসারে 'অড়ভাব' হইয়াছে। পদা। 'সাবেকা চ' এই নিয়মানুসারে অথবা 'বোড়িদম্পদাৎ' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। জজ্ঞিষে। প্রাদুর্ভাবার্থক 'জনী' ধাতু লিট বিভক্তিতে 'গমহন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উপধার লোপ হইয়াছে॥ ৬॥

বিভিন্ন মনুষ্য সম্পর্কে (কেহ দস্যু বা অসুর, কে দেব বা ঋষি—তাঁহাদেরই প্রসঙ্গে) এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, এই সকল ব্যাখ্যা দিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তদ্দ্বারা পুরাবৃত্তের নানা তত্ত্ব প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সন্ধান করিয়া পাইতে পারেন। এমন কি, এই ঋগ্বেদেরই বিভিন্ন অংশে ঐ সকল পদের ব্যবহার উপলক্ষে, নানা কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত করিয়া, উঁহাদিগকে ঋষি ও অসুর মধ্যে পরিগণিত করা যায়। বিভিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা যে তৎপথে অগ্রসর হয় নাই, তাহা নহে। এই উপলক্ষে আভাষে সে পরিচয়ও একটু প্রদান করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক নহে। সে পরিচয় এই ঃ—

শুষ্ণাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে শুষ্ণাসুরের নিধন লাভ—এ প্রকার আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র ঐ অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। তার পর শম্বর নামক অসুরের কাহিনীও প্রসিদ্ধ। শম্বরাসুরের পিতা কুলিতাসুর নামে প্রখ্যাত। শম্বরাসুরের রাজ্য জয় করিয়া, রাজা দিবোদাসের পুত্র অতিথিগ্বকে ইন্দ্র তাহা দান করেন। শম্বরাসুর ৯৯ সংখ্যক নগরের অধিপতি ছিলেন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্ব্বতোপরি তাঁহার প্রাণ-বিনাশ হয়। এই শম্বরাসুরের সহিত (কেবল শম্বরাসুর কেন—অসুর নাম মাত্র দেখিয়াই তাঁহাদিগের সহিত) আসীরীয় দেশের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়া থাকে। শম্বরাসুরের পিতা 'কুলিতাসুর' ও আসীরীয় দেশের অধিপতি 'কিলিতরু' যে একই ব্যক্তি, ইহাই অনেকের সিদ্ধান্ত। * অর্ব্বুদও একজন প্রসিদ্ধ অসুর ছিলেন।

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আমরা পুরাণ-প্রসিদ্ধ বা ইতিহাস-প্রখ্যাত ঘটনাবলির অপলাপ করিতে চাহি না। তবে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে,—বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সম্বন্ধ পরবর্ত্তী কালে বেদ-মন্ত্রের সহিত আরোপিত হইয়াছে, অথবা অনন্ত-কালবক্ষে ঐ সকল ঘটনা যথা পর্য্যায় সংঘটিত হইতেছে, আর তাহারই নিদর্শন উহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। এই দুই ভাবের এক ভাব পরিগ্রহণ ভিন্ন, অন্য কোনপ্রকারেই অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। এই দুই দিক দিয়া দুই ভাবেই বেদমন্ত্রের অভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুঝা যায়—মন্ত্রার্থ এক—তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বথা একই আছে।

---

* ডাক্তার রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ এখনও তাহাই মানিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রের মুখ্যার্থ—ভগবানের মহিমা-প্রকাশ। পুণ্যের সহিত পাপের, স্নেহভাবের সহিত রৌদ্রভাবের, কোমলে কঠোরে, ইহসংসারে চিরসংগ্রাম চলিয়াছে। যাঁহারা 'কুৎস' অর্থাৎ নিন্দার অতীত অবস্থা-প্রাপ্ত সাধুজন, ভগবান তাঁহাদিগকে সেই সংগ্রামে রক্ষা করেন। 'শুষ্ণহত্যেষু কুৎসং আবিথ''—এই বাক্যের, আমরা মনে করি, ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য তার পর, ''অতিথিগ্বায় শম্বরং অরন্ধয়'' অংশের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। যাঁহারা ভগবৎসেবাপরায়ণ, যাঁহারা ভগবানের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনে কত বিপদ, তাঁহাদিগের মস্তকের উপর কত শাণিত খড়্গ দোদুল্যমান্, কত অশনিসম্পাত-আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে যে সতত বিব্রত করিয়া তুলে, কে না তাহা অবগত আছেন? কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি অশনি-রূপ গতিশীল পাপকে ভগবানই প্রতিহত করেন। এখানে, ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে ভীষণ পরীক্ষা-পারাবার উত্তীর্ণ হওনের আখ্যায়িকা-সমূহ অনুস্মরণ করা যাইতে পারে পাপ-পুরুষ কত প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া পুণ্য-পথাবলম্বিগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করে! তৎসমস্তই অশনি-সম্পাত-আশঙ্কা। ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি মহাজনগণের জীবনে এবংবিধ অশনি-সম্পাতের আশঙ্কা কি প্রকার বিভীষণ মূর্ত্তি-পরম্পরা গ্রহণ করিয়াছিল, শাস্ত্রানুধ্যায়ী সকলেই তাহা অবগত আছেন। এখানে উপমায় সেই তত্ত্বই পরিব্যক্ত। ধাত্বর্থানুসরণেই 'শম্বরং' পদে 'অশনি-রূপং গতিশীলং পাপং' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর দেখুন—মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—'মহান্তং অর্ব্বুদং চিৎ পদা নি ক্রমীঃ''। হিংসক অসংখ্য—রিপুশত্রু অতি-ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহ হইলে, তাহাদিগকে পদদলিত বিমর্দ্দিত করা যায়। কেন না, তিনি (মন্ত্রের চতুর্থ অংশ লক্ষ্য করুন)—''সনাৎ এব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে''—চিরকালই দস্যুদমনশীল। সেই তাঁহার কার্য্য। সেই জন্যই তাঁহার প্রসিদ্ধি। এইরূপ বুঝা যায়, মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,—'হে জীব! তোমরা ভগবৎপরায়ণ হও। শত্রু সহস্রপরাক্রমশীল হইলেও তোমার নখাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।'. (১ম—৫১সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ত্বে বিশ্বা তবিষী সধ্র্যগ্ঘিতা তব রাধঃ

সোমপীথায় হর্ষতে।

তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতো বৃশ্চা

শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা॥ ৭॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বে ইতি। বিশ্বা। তবিষী। সধ্র্যক্। হিতা। তব। রাধঃ।

সোমঽপীথায়। হর্ষতে।

তব। বজ্রঃ। চিকিতে। বাহ্বোঃ। হিতঃ। বৃশ্চ।

শত্রোঃ। অব। বিশ্বানি। বৃষ্ণ্যা॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'বিশ্বা' (সর্ব্বং) 'তবিষী' (বলং) 'সধ্র্যক্' (অপরাঙ্মুখং, সম্যক্) 'হিতা' (নিহিতং); ত্বং হি সর্ব্বতোভাবেন সকলশক্তীনাং অধিকারী ইতি ভাবঃ; 'তব রাধঃ' (তবাধিকৃতং পরমার্থরূপং ধনং) 'সোমপীথায়' (শুদ্ধসত্ত্বধারণশীলায় সাধকায়) 'হর্ষতে' (পরমানন্দং দদাতি); 'তব বাহ্বোঃ' (তব হস্তয়োঃ) 'হিতঃ' (স্থিতঃ) 'বজ্রঃ' (শত্রুনাশকঃ আয়ুধঃ) 'চিকিতে' (বিভাতি, শত্রূণ, পাপিনঃ বা ত্রাসয়তি); হে ভগবন্। 'শত্রোঃ' (রিপোঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'বৃষ্ণ্যা' (বৃষ্ণ্যানি,

বীর্য্যাণি) 'অব বৃশ্চ' (সর্বতোভাবেন অবচ্ছিন্ধি, নাশয়)। মন্ত্রস্য ভাবঃ—'সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সজ্জনানাং আনন্দপ্রদঃ অসতানাঞ্চ ভীতিসাধকঃ; স ভগবান্ অস্মাকং শত্রূন্ সর্ব্বতোভাবেন নাশয়তু—ইতি প্রার্থনা।' (১ম—৫১সূ—৭ঋ)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনাকে সকল বল সম্যক্‌ভাবে আছে, অর্থাৎ আপনিই সর্ব্বতোভাবে সকল শক্তির অধিকারী; আপনার অধিকৃত পরমার্থ-রূপ ধন, শুদ্ধসত্ত্বধারণশীল সাধকগণকে পরমানন্দ দান করে; আপনার হস্তস্থিত শত্রুনাশক আয়ুধ (বজ্র) শত্রুদিগকে অথবা পাপিগণকে ভীতিপ্রদর্শন করে; হে ভগবন্! শত্রুর সকল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিনাশ করুন। (মন্ত্রের ভাব,—'সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সজ্জনগণের আনন্দপ্রদায়ক এবং অসৎগণের ভীতিসাধক। সেই ভগবান্ আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন—এই প্রার্থনা।')॥ (১ম—৫১সূ—৭ঋ)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বে ত্বয়ি বিশ্বা তবিষী সর্ব্বং বলং সধ্র্যক্ সধ্রীচীনং। অপরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা হিতা নিহিতং। তথা তব রাধো মনঃ সোমপীথায় সোমপানায় হর্ষতে হৃষ্যতি। কিঞ্চ তব বাহ্বোর্হস্তয়োর্হিতোঽবস্থিতো বজ্রশ্চিকিতে অস্মাভির্জ্ঞায়তে। অতঃ শত্রোঃ শাত্রবস্য শত্রুবিরিণো বিশ্বানি সর্ব্বানি বৃষ্ণ্যা বীর্য্যাণ্যববৃশ্চ। ছেদনং কুরু।

সধ্র্যক্। সংহাঞ্চতীতি সধ্র্যক্। অঞ্চের্ঋগিত্যাদিনা কিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। সমাসে সহস্য সধ্রিরিতি সহশব্দস্য সধ্র্যাদেশঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তেঽদ্রিসধ্র্যোরন্তোদাত্তত্বনিপাতনং কৃৎস্বরনিবৃত্ত্যর্থঃ পা০ ৬।৩।৯৫।১। ইতি বচনাৎ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! তোমাতে সমস্ত বল অব্যাহতরূপে নিহিত আছে। সেইরূপ তোমার মন, সোমপানের নিমিত্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও তোমার হস্তদ্বয়ে অবস্থিত বজ্র আমাদিগের জ্ঞাত আছে। এই হেতু তুমি বৈরিগণের সমস্ত বীর্য্য ছেদন কর, অর্থাৎ শত্রুর শক্তি নাশ কর।

সধ্র্যক্। 'সহ অঞ্চতি' এই বাক্যে 'সধ্র্যক্' পদটী হইয়াছে। 'অঞ্চতি' এই 'অঞ্চু' ধাতুর উত্তর 'ঋগ্' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ক্বিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনিদিতাম্' এই নিয়মানুসারে 'ন' লোপ হইয়াছে। 'সমাসে সহস্য সধ্রিঃ' এই নিয়মানুসারে সহ শব্দের স্থানে 'সধ্রি' আদেশ হইয়াছে। 'চোঃ কুঃ' এই নিয়মানুসারে 'কুত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে 'অদ্রিসধ্র্যোরন্তোদাত্তত্বনিপাতনং কৃৎস্বরনিবৃত্ত্যর্থং' (পা০ ৬।৩।৯৫।৫)

সগ্ধ্রাদেশোঽন্তোদাত্তোঃ। তস্য যণাদেশ উদাত্তস্বরিতযোর্যণ। ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। রাধঃ। রাধ্নোতি সমৃদ্ধো ভবত্যনেন। রাধোঽত্র মন উচ্যতে। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সোমপীথায়। পা পানে। পাতৃতুদিবচীত্যাদিনা থকপ্রত্যয়ঃ ঘুমাস্থেতীত্বং। হর্যতে। হৃষ তুষ্টৌ। শ্রুনি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শপ। আত্মনেপদঞ্চ। চিকিতে। কিত জ্ঞানে। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি বর্ত্তমানে কর্ম্মণি লিট্। বাহ্বোঃ। উদাত্ত যণ ইতি বিভক্তে-রুদাত্তত্বং। বৃশ্চা। ওব্রশ্চূ ছেদনে। তৌদাদিকঃ। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। বিকরণস্বরঃ। সংহিতায়াং দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘত্বং। বৃষ্ণ্যা বৃষ সেচনে। ঔণাদিকো নকপ্রত্যয়ঃ। তত্র ভবানি বৃষ্ণ্যানি। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ॥ (১ম—৫১সূ—৭॥)॥

* *

সপ্তম (৬০৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী অংশের অর্থ-বিষয়ে মতান্তর ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ—"তব রাধঃ সোমপীথায় হর্যতে।" ঐ অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'ইন্দ্রদেবের মন সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য-পানে বড়ই হর্ষান্বিত হয়।' পূর্ব্বাপর 'রাধঃ' পদে 'ধন' অর্থই দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে,

---

এই বচন হেতুক 'সগ্ধ্র' আদেশ ও অন্তোদাত্ত হইয়াছে। 'ত' স্থানে 'যণ' আদেশ ও 'উদাত্তস্বরিতযোর্যণ' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্ত পরভাগের স্বরিতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। রাধঃ। সমৃদ্ধ হয় ইহার দ্বারা—এই অর্থে 'অসুন' প্রত্যয় করিয়া পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে রাধঃ শব্দের অর্থ মন। অসুন্ প্রত্যয়ের নকার ইৎ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সোম-পীথয়ে পানার্থক 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পাতৃতুদিবচি' ইত্যাদি নিয়মানু-সারে 'থক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঘুমাস্থ' এই নিয়মানুসারে 'ঈত্ব' হইয়াছে। হর্যতে। তুষ্টার্থক 'হর্ষ' ধাতু শ্নুন্ প্রাপ্তি বিষয়ে ব্যত্যয়-হেতু শপ্ এবং আত্মনে পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। চিকিতে। জ্ঞানার্থক 'কিত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমান কালে কর্ম্মণি বাচ্যে লিট্ হইয়াছে। বাহ্বোঃ। 'উদাত্ত যণ্' এই নিয়মানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্বং হইয়াছে। বৃশ্চা। 'ওব্রশ্চূ' ধাতু ছেদন অর্থ বুঝায়। তুদাদিগণীয়। 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি নিয়মানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। বিকরণ-স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। সংহিতা-বিষয়ে 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙ্' এই নিয়মানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। বৃষ্ণ্যা। সেচনার্থক 'বৃষ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'নক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তত্র ভবানি' এই অর্থে 'বৃষ্ণ্যানি' পদ হয়। 'ভবেশ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ভবার্থে যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। 'যতোঽনাব' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি' এই নিয়মানুসারে 'শি'র লোপ হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৭ঋ)॥

'ধন' স্থলে 'মন' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখিলাম। বোধ হয়, ইন্দ্রদেবের সহিত 'সোমপীথায়' পদের সম্বন্ধ পরিকল্পনার জন্যই ঐ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ পক্ষে ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) হেয় করা হয় মাত্র; পরন্তু প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায় না। মতান্তরঘটিত দ্বিতীয় অংশ—"তব বাহ্বোঃ হিতঃ বজ্রঃ চিকিতে।" এই অংশের অর্থ করা হয়,—'আমাদিগের অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর প্রতি তাঁহার অর্থাৎ ইন্দ্রের হস্তের বজ্র বিভা প্রকাশ করে।' কিন্তু ইহাতে যে কি ভাব প্রকাশ পায় এবং কিরূপ অর্থ-সঙ্গতি থাকে, তাহা বোধগম্য হয় না। আশ্রয়াভিলাষী প্রার্থনাকারী আমরা;—আমাদিগের প্রতি ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার অস্ত্র কেন বিভা বিস্তার করিবে? পরন্তু আমাদিগকে অভয়-প্রদানে আমাদিগের শত্রুদিগকে ভীতিপ্রদর্শনে তাঁহার অস্ত্র সদা প্রকাশমান্ রহিয়াছে—এখানে এইরূপ ভাবার্থ হওয়াই সঙ্গত।

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'রাধঃ' পদে পরমার্থ-রূপ ধন অর্থই যে সঙ্গত হয়, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সমীচীন। 'সোমপীথায়' পদে, আমরা মনে করি, এখানে শুদ্ধসত্ত্বধারণ-শীল সাধকগণকে বুঝাইতেছে। ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর হইয়া (সোমপানে —সহস্রারে ক্ষরিত সোমসুধারসাস্বাদে) তাঁহারা যে পরমানন্দ লাভ করেন, এখানে সেই প্রসঙ্গ প্রখ্যাত আছে মাত্র। পরমানন্দলাভ-রূপ ধন যে ভগবানের সম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর সংশয় কি আছে? তাই "তব রাধঃ" পদদ্বয় প্রযুক্ত দেখি। ফলতঃ, পরমানন্দ-রূপ ধন যে এক মাত্র ভগবানেরই অধিগত, সাধকগণ সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া যে পরম শান্তি লাভ করেন,—ইহাই ভাবার্থ। ভগবানের যে বজ্র, তাহা শত্রুদিগকে অর্থাৎ ভগবদ্বিরোধী জনকে অথবা পাপীতে ভীতিপ্রদর্শন করে। 'তব বাহ্বোঃ হিতঃ বজ্রঃ চিকেতি"—অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ। সাধুকে অভয়দান এবং অসাধুকে ভীতিপ্রদর্শন—ইহাই তো তাঁহার কার্য্য! মন্ত্রের পূর্ব্বকথিত অংশদ্বয় সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা লক্ষ্য করুন)। প্রথমে তাঁহাকে (ভগবানকে), সকল শক্তির আধার

বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তার পর দুই অংশে বলা হইয়াছে,—তিনি সাধককে সন্মার্গাবলম্বীকে আনন্দ-দান করেন; এবং পাপীদিগকে অথবা সাধনা-ক্ষেত্রের অন্তরায়-মূলক শত্রুগণকে ভয় দেখান—বিধ্বস্ত করেন। শেষাংশ প্রার্থনামূলক। এখানে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন! আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনার পথে যে সকল অন্তরায় বিদ্যমান্, তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন;—সে পথে যাহারা শত্রু, তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করুন।' এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম তিন অংশ ভগবন্মহিমা-খ্যাপক, শেষাংশ তাঁহার করুণা-প্রার্থনামূলক। (১ম—৫১সূ—৭ঋ)॥

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বি জানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে

রন্ধয়া শাসদব্রতান্।

শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা

তে সধমাদেষু চাকন॥ ৮॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। জানীহি। আর্য্যান্। যে। চ। দস্যবঃ। বর্হিষ্মতে।

রন্ধয়ঃ। শাসৎ। অব্রতান্।

শাকী। ভব। যজমানস্য। চোদিতা। বিশ্বা। ইৎ। তা।

তে। সধমাদেষু। চাকন্॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। ত্বং 'আর্য্যান্' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৄন্, সন্মার্গানুসারিণঃ) 'বি জানীহি' (বিশেষেণ বুধ্যস্ব, জ্ঞাতোঽসি ইতি ভাবঃ) 'যে দস্যবঃ' (যে পাপচারসম্পন্নাঃ, যে পাপিনঃ) তান্ 'চ' (অপি) বি জানীহি ; 'বর্হিষ্মতে' (যজ্ঞেন যুক্তায়, সৎকর্ম্মপরায়ণায়) 'অব্রতান্' (সৎকর্ম্ম-বিরোধিনঃ শত্রূণ ইতি যাবৎ) 'শাসৎ' (অনুশাসনং কুর্ব্বন্) 'রন্ধয়া' (রন্ধয়, নাশয়) ; 'শাকী' (হে শক্তিমতে) 'ত্বং 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপরস্য) 'চোদিতা' (নায়কঃ, পরিচালকঃ) 'ভব' (অসি) ; 'তে' (তব) 'তা' (তানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, বিশ্ববিদিতানি জ্যোতীংষি) 'সধমাদেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মসু) 'ইৎ' (এব) 'চাকন' (প্রদীপ্তানি পশ্যামি)। ভাবো হিঃ—'ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ। তস্য বিদ্যমানতা সৎকর্ম্মণি উদ্ভাসিতা। প্রার্থনা—স ভগবান্ অস্মাকং পরিচালকো ভবতু, শত্রূন্ নাশয়তু চ॥ (১ম ৫১সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা সন্মার্গানুসারিগণকে আপনি বিশেষ-রূপে জানুন বা জ্ঞাত আছেন; যাহারা পাপাচারসম্পন্ন (পাপী) তাহাদিগকেও আপনি বিশেষরূপে জানুন বা জ্ঞাত আছেন; সৎকর্ম্ম-পরায়ণ জনের সৎকর্ম্মে বিঘ্নপ্রদানকারী শত্রুদিগকে শাসন করিয়া আপনি বিনাশ করুন; হে শক্তিমন্! আপনি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপর জনের নায়ক (পরিচালক) হউন; আপনার সেই বিশ্ববিদিত জ্যোতিঃসমূহ সৎকর্ম্মনিবহের মধ্যেই উজ্জ্বল দেখিতে পাই। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—'ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ, সৎকর্ম্মের মধ্যে তাঁহার বিদ্যমানতা উদ্ভাসিত। প্রার্থনা—সেই ভগবান আমাদিগের পরিচালক হউন এবং আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করুন।')॥ (১ম—৫১সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বমার্য্যান্ বিদুষোঽনুষ্ঠাতৄন্ বিজানীহি। বিশেষেণ বুধ্যস্ব। যে চ দস্যবস্তেষা-মনুষ্ঠাতৄণামুপক্ষপয়িতারঃ শত্রবস্তানপি বিজানীহীতি শেষঃ। জ্ঞাত্বা চ বর্হিষ্মতে বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায় যজমানায়ব্রতান। ব্রতমিতি কর্ম্মনাম। কর্ম্মবিরোধিনস্তান্ দস্যূন্রন্ধয়। হিংসাং প্রাপয়।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি বিদ্বান অনুষ্ঠাতৃগণকে বিশেষরূপে অবগত হউন, এবং সেই অনুষ্ঠাতৃগণের উপক্ষয়িতা শত্রুগণকেও বিশেষরূপে অবগত হউন। অবগত হইয়া যজ্ঞে নিযুক্ত যজমানের প্রতি কর্ম্মবিরোধী দস্যুগণকে হনন করুন। অথবা তাহাদিগকে যজমানের

বশা যজমানস্য বশং গময়। বশ কান্তিগমনে। নি° ৬৩২ ইত যাস্ক। কিং কুর্ব্বন্। শাসৎ। দুষ্টানামনুশাসনং নিগ্রহং কুর্ব্বন্। অতঃ শাকী শক্তিযুক্তস্ত্বং যজমানস্য চোদিতা প্রেরকো ভব। যজ্ঞবিঘাতকানসুরাংস্তিরস্কৃত্য যজ্ঞান্ যজমানৈঃ সম্যগনুষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ। অহমপি স্তোতা তে তব তা তানি পূর্ব্বোক্তানি কর্ম্মাণি বিশ্বেৎ সর্ব্বাণ্যেব সধমাদেষু। সহমদনযুক্তেষু যজ্ঞেষু স্তোতুংচাকন। কাময়ে॥

জানীহি জ্ঞা অববোধনে। ক্রৈয়াদিকঃ। জ্ঞাজনোর্জ্জেতি জাদেশঃ। অত্রপ্রী গতৌ বৃদিতি বৃৎকরণং বাদি পরিসমাপ্ত্যর্থমেব ন প্বাদিপরিসমাপ্ত্যর্থমিতি যেষাং দর্শনং তেষাং প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বেন ভবিতব্যং। নৈবং। জ্ঞাজনোর্জ্জেতি দীর্ঘোচ্চারণসামর্থ্যাৎ। জনী প্রাদুর্ভাব ইত্যস্য তু দীর্ঘোচ্চারণমন্তরেণাপ্যতো দীর্ঘো যঞীত্যনেনৈব দীর্ঘঃ সিধ্যতি। তস্মাদ্দীর্ঘোচ্চারণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদত্র হ্রস্বো ন ভবতীতি সিদ্ধং॥ বহিষ্মতে। তসৌ মত্বর্থ ইতি ভত্বাৎ নুত্বজশ্ত্বয়োরভাবঃ। রন্ধয়। রন্ধ হিংসাসংরাদ্ধ্যোঃ। শাসৎ। শাসু অনুশিষ্টৌ। শতর্যদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। অভ্যস্তাদয়ঃ যডিত্যভ্যস্তসংজ্ঞায়াং নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমপ্রতিষেধং। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। শাকী। শক্ল শক্তৌ। ভাবে ঘঞ্। ততো মত্বর্থীয় ইনিঃ। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা বৃষাদির্দ্রষ্টব্য। বিশ্বা তা।

বশীভূত করুন। বশ গমনার্থে 'রধ' ধাতু প্রয়োগ হয় (নি° ৬,৩২) যাস্ক এই কথা বলিয়াছেন। কি করিবার নিমিত্ত? দুষ্টদিগকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত। অনন্তর শক্তিযুক্ত হইয়া যজমানগণের আপনি প্রেরক হউন। যজ্ঞবিঘাতক অসুরগণকে তিরস্কার-পূর্ব্বক যজমান কর্তৃক যজ্ঞসমূহের সম্যক্ অনুষ্ঠান করান—ইহাই ভাবার্থ। আমিও একজন স্তাবক; আপনার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মসমূহকে যজ্ঞে স্তব করিবার নিমিত্ত কামনা করিতেছি।

জানীহি। অববোধনার্থক জ্ঞা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ক্র্যাদিগণীয়। 'জ্ঞাজনোর্জ্জা' এই নিয়মানুসারে 'জা' আদেশ হইয়াছে। (এখানে স্বর-সম্বন্ধে বিতর্ক আছে) গত্যর্থক 'প্রী' বৃৎকরণার্থক 'বৃৎ' ইত্যাদি এবং 'ল্' প্রভৃতি পরিসমাপ্তি অর্থসূচকই হইয়া থাকে; কিন্তু 'পূ' প্রভৃতিতে পরিসমাপ্তি অর্থ আসে না। এ পক্ষে "যেষাং দর্শনং তেষাং প্বাদীনাং হ্রস্বঃ" এই নিয়মানুসারে হ্রস্বত্বেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কেন না 'জ্ঞাজনোর্জ্জা' ইত্যাদি দীর্ঘোচ্চারণসামর্থ্য-হেতুই প্রযুক্ত হয়। 'জনী' ধাতুর অর্থ প্রাদুর্ভাব; ইহার অন্তরে দীর্ঘোচ্চারণই আছে; এই জন্য দীর্ঘ 'যঞীর' দীর্ঘত্বই সিদ্ধ। এই কারণে দীর্ঘোচ্চারণের বিপরীত প্রসঙ্গ খ্যাপিত হইলেও এখানে কদাপি হ্রস্বত্ব সিদ্ধ হইবে না। বর্হিষ্মতে। 'তসৌ' মত্বর্থে' এই সূত্রানুসারে 'ভ' সংজ্ঞা হেতু রুত্ব ও জশত্বের অভাব হইয়াছে। রন্ধয়। হিংসা ও সংরাধনার্থ 'রন্ধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শাসৎ। অনুশাসনার্থ 'শাস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শতোর্যদাদিত্বাৎ' এই নিয়মানুসারে শপের লুক্ হইয়াছে। 'অভিত্যাদয় ষড়' এই নিয়মানুসারে অভ্যস্ত-সংজ্ঞা প্রাপ্তি-বিষয়ে 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' এই সূত্র-ক্রমে নুমের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই নিয়মানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শাকী। শক্ত্যর্থক 'শক' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাববাচ্যে 'ঘঞ্' প্রত্যয় এবং তদুত্তর মত্বর্থে 'ইন্' প্রত্যয় হইয়াছে। অথবা 'বৃষাদি' দ্রষ্টব্য। বিশ্ব তা।

উভয়ত্র শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ সধমাদেষু। সহ মাদ্যন্ত্যেষ্বিতি সধমাদা যজ্ঞাঃ। অধিকরণ ঘঞ্ প্রত্যয়ঃ। নন্বু মদোঽনুপসর্গ ইত্যপ্ প্রত্যয়েন ভবিতব্যং। নৈবং ব্যধজপোরনুপসর্গে। পা০ ৩।৩।৬১। ইত্যত্রৈব মদ ইতি বক্তব্যে যন্মদোঽনুপসর্গে ইতি পৃথগুপাদানং তদ্‌ঘঞপি পক্ষে যথা স্যাদিতি ন্যাসকারেণ প্রত্যপাদীত্যম্যাভির্ধ্যতিবৃত্তাবুক্তং। সধ মাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সহশব্দস্য সধাদেশঃ। চাকন্। কনী দীপ্তিকান্তিগতিষু। অত্র কান্ত্যর্থঃ। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্ ইতি বর্ত্তমানে লিট। ণলুত্তমো বা। পা০ ৭।১।৯১। ইতি ণিত্বস্য বিকল্পনাদ্‌বৃদ্ধ্যভাবঃ। তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং॥ (১ম—৫১সূ—৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (৬০৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

এই মন্ত্রে প্রত্নতত্ত্বের সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়া থাকে। এতদন্তর্গত 'আর্য্যান্' এবং 'দস্যবঃ' পদদ্বয় হইতে আর্য্যগণের ও অনার্য্যদিগের দ্বন্দ্বের সম্বন্ধ সূচিত হয়। তবে আর্য্যগণকে যাঁহারা ভারতের বহির্দ্দেশের অধিবাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, এই মন্ত্রে আবার তাঁহাদিগের মত খণ্ডিত হইয়া যায়। পরন্তু আমরা যে বলি—আর্য্যগণ এই ভারতেরই অধিবাসী, এই ভারতবর্ষ (আর্য্যাবর্ত্ত) হইতেই সভ্যতাস্রোত দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়াছে,—এ মন্ত্রে তদুক্তিরই পোষকতা দেখা যায়। মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতেও সেই ভাব প্রাপ্ত হই;

উভয় স্থানেই 'শেশ্ছন্দসি' এই নিয়মে 'শি' লোপ হইয়াছে। সধমাদেষু। 'সহমাদ্যন্ত্যেষু' এই বাক্যে 'সধমাদা' শব্দে যজ্ঞকে বুঝায়। অধিকরণ-বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য যে, 'মদোঽনুপসর্গে' এই নিয়মে 'অপ্' প্রত্যয় হয় না কেন? এ কথা বলিতে পার না; কেন না, 'ব্যধজপোরনুপসর্গে' (পা০ ৩।৩।৬১) এই সূত্রে 'মদ' ইহার বক্তব্য হইলেও 'মদোঽনুপসর্গে' ইহার পৃথক উপাদান। সেই ঘঞেরও সম্বন্ধে সেইরূপ হয় না। এ বিষয়ে 'প্রত্যপাদীত্যম্যাভির্ধ্যতিবৃত্তৌ' ন্যাসকার কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। 'সধ মাদস্থয়োশ্ছন্দসি' এই নিয়মে 'সহ' স্থানে 'সধ' আদেশ হইয়াছে। চাকন। দীপ্তি, কান্তি ও গত্যর্থক 'কণ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই স্থলে ইহা কান্ত্যর্থক। 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্' এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমানে লিট্ হইয়াছে। 'ণলুত্তমো বা' (পা০ ৭।১।৯১) এই সূত্রানুসারে ণিত্বের বিকল্প বিধান-হেতু বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। 'তুজাদিত্ব' হেতু অভ্যাসের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—৮ঋ)॥

এবং আমাদিগের ব্যাখ্যাতে যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেও প্রকারান্তরে সেই ভাবই ব্যক্ত হয়।

মন্ত্রটিকে আমরা পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের—"বি জানীহ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" অংশের—প্রচলিত অর্থ এই যে,—"হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য ও কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও।" এই উক্তিতে দুইটী দলের মাত্র পরিচয় পাওয়া গেল। বুঝা গেল—একদল সৎ, অপর দল অসৎ। আমরা সেই মর্ম্মেরই অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তবে বলা বাহুল্য, এ অংশে আর্য্যগণ যে কোন্ দেশের অধিবাসী, এবং দস্যুগণ (অনার্য্যগণ) যে কোন্ দেশের অধিবাসী, তাহা বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। কিন্তু ইহার পরের অংশেই তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পরের অংশের—"বর্হিষ্মতে অব্রতান্ শাসৎ রন্ধয়া" পদ-চতুষ্টয়ে, বুঝিয়া দেখুন দেখি, কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে? উহার প্রচলিত অর্থ,—"কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া যজমান-দিগের বশীভূত কর।" এখানে 'রন্ধয়া' পদে 'বশীভূত কর' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'তাহাদিগকে হিংসা কর বা নাশ কর' অর্থও এ পক্ষে সঙ্গত হয়। যাহা হউক, ঐ দুই প্রকার অর্থেই, ঐ অংশের ব্যাখ্যাদিতে বুঝা যাইতেছে যে,—'আর্য্যগণ কুশাদি লইয়া যজ্ঞ করেন, অনার্য্যগণ সেরূপ যজ্ঞের বিরোধী।' ইহাতে কি মনে হয়? বুঝা যায় না কি,—আর্য্যগণ কোন্ দেশের অধিবাসী? ভারতের অন্য কোন্ দেশে যাগযজ্ঞ প্রচলিত আছে? যদি পূর্ব্বে কোনকালে কোথাও প্রচলিত থাকিত, এখন তাহার লোপাবশিষ্ট চিহ্নও দেখিতে পাইতাম তো! কিন্তু সে নিদর্শন এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র কোথাও নাই। অতএব, মন্ত্রের এই অংশেই, আর্য্যগণ যে ভারতেরই আদিভূত—তাহা সপ্রমাণ হয়। এতদ্দ্বারা আরও বুঝা যায়,—সৎকর্ম্মপরায়ণ জনই আর্য্য, আর সৎকর্ম্মের পরিপন্থী অসজ্জনই দস্যু বা অনার্য্য। 'শাসৎ রন্ধয়া' পদদ্বয় এ পক্ষে সু-প্রযুক্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। ঐ দুই পদে দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত দেখি। এক প্রকার অর্থে—'সেই দস্যুগণকে বা অনার্য্যদিগকে শাসন করিয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের অনুগামী করিয়া দিউন' এই ভাব আসে; অন্য প্রকার অর্থ—'তাহাদিগকে দমন ও হিংসা

(নাশ) করুন।' ভাব এই যে,—'অনার্য্যদিগকে (অসৎপথাবলম্বী জনগণকে) শাসন করিয়া যদি সৎ-পথানুবর্ত্তী করিতে পারেন, তাহাই করুন। নচেৎ, তাহাদিগের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হউন।'

এ পক্ষে মনুষ্য-সম্বন্ধেও মন্ত্রাংশ যেরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে, মনোবৃত্তি-সম্বন্ধেও উহার সেইরূপ প্রয়োগ করা যায়। সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বে অসদ্বৃত্তিকে দমন করিয়া যদি সৎপথানুসারী করিতে পার, তাহাই কর; অথবা, একেবারে অসদ্বৃত্তির উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হও। অসদ্বৃত্তিকে কি প্রকারে সদ্বৃত্তির অনুসারী অর্থাৎ সন্মার্গাবলম্বী করা যায়, তৎপক্ষে দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। মনে করুন—'ক্রোধ রিপুর প্রয়োগে কত অনিষ্ট ও কত অপকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে।' কিন্তু সেই ক্রোধই আবার, দস্যুর কবল হইতে সাধুকে রক্ষা করা প্রভৃতি কার্য্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া থাকে. এ পক্ষে, অনার্য্য বা দস্যুকেই বলুন বা হৃদয়ের সদসদ্বৃত্তিসমূহকেই বলুন, উহাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবার জন্যই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—মনে করিতে পারি।

মন্ত্রের চতুর্থ অংশ—'শাকী যজমানস্য চোদিতা ভব।" ইহাতে ভগবান্‌কে সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতার পরিবচালক হইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভগবৎ-পরিচালনে, মস্তকের উপরে ভগবান আছেন—তিনি আমার কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন-এই বিশ্বাসে, কার্য্য করিয়া যাইতে পারিলে, তাহার শুভফল অবশ্যম্ভাবী; তাই এখানে সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের এ অংশকে, ভগবানের নায়কত্বে ভগবৎ-কর্ম্মে জীবনকে পরিচালন করিবার প্রতিজ্ঞামূলক প্রার্থনা বলিয়া মনে করিতে পারি।

মন্ত্রের পঞ্চমাংশ—"বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন।" এই অংশের যে অর্থ প্রচলিত আছে, সে অর্থ হইতে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক পথ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"আমি তোমার হর্ষজনক যজ্ঞে তোমার সেই সমস্ত (কর্ম্ম) প্রশংসা করিতে চাহি।" এখানে 'চাকন' পদে 'কাময়ে' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যে 'কন' ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার প্রধান অর্থ—'দীপ্তি'। দীপ্তি, কান্তি ও গতি

বুঝাইতে ঐ ধাতু প্রযুক্ত হয়। মন্ত্রস্থ 'তা' পদে 'কর্ম্মকে' বুঝাইতেছে ধরিয়া লইয়া, 'চাকন' পদে 'প্রসংসা করিতে বাসনা করি' অর্থ অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু 'তা' পদে যদি 'কর্ম্ম' অর্থই গ্রহণ করি, দেখুন দেখি, তাহাতেই বা অন্য কি ভাব প্রাপ্ত হই? ভগবানের কর্ম্ম আর কি? তাঁহার কোন্ প্রধান কর্ম্মের দ্বারা আমরা কোন্ প্রধান ধন প্রাপ্ত হই? তিনি জ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার প্রধান কর্ম্ম—জ্ঞানালোক বিতরণ। তাঁহার করুণায় প্রধানতঃ আমরা জ্ঞান-জ্যোতিঃই প্রাপ্ত হই। তিনি সত্ত্ব-রূপে, জ্ঞান জ্যোতিরূপে, সংসারে চির-উজ্জ্বল হইয়া আছেন। সাধক যিনি তাঁহাকে দেখিতে পান, যিনি তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দেখিয়া থাকেন। এখানে এক পক্ষে সাধক ভক্তের সেই অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে; অন্য পক্ষে প্রার্থী যেন প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার সেই দিব্য দ্যুতি আমার সকল সৎকর্ম্মমধ্যে সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই।'

মন্ত্র এইরূপ সদ্ভাবসমষ্টি লইয়াই প্রকটিত। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ইহাই বুঝিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। (১ম—৫১সূ—৮ঋ)॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্রঃ

শ্নথয়ন্ননাভুবঃ।

বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতো দ্যামিনক্ষতঃ স্তবানো বম্রো

বি জঘান সন্দিহঃ॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অনু৺ব্রতায়। রন্ধয়ন্ অপ৺ব্রতান্। আ৺ভূভিঃ। ইন্দ্রঃ।

শ্নথয়ন্। অনাভুবঃ।

বৃদ্ধস্য। চিৎ। বর্দ্ধতঃ। দ্যাং। ইনক্ষত। স্তবানঃ। বম্রঃ।

বি। জঘান। সং৺দিহঃ॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অনুব্রতায়' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারিণে—তস্য রক্ষার্থং ইতি যাবৎ) 'অপব্রতান্' (অপকর্ম্মপরায়ণান্) 'রন্ধয়ন্' (হিংসয়ন্), তথা চ 'আভূভিঃ' (ভগবদভিমুখিভিঃ সাধুভিঃ) 'অনাভুবঃ' (ভগবদ্বিমুখান্ অধার্ম্মিকান্) 'শ্নথয়ন' (বশীকুর্ব্বন্, হিংসয়ন বা) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ; 'বৃদ্ধস্য' (মহতঃ) 'চিৎ' (অতীতস্য) 'বর্দ্ধতঃ' (অতিমহত্ত্বসম্পন্নস্য) 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, সত্ত্বভাবনিলয়ং) 'ইনক্ষতঃ' (ব্যাপ্নুবতঃ, ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিতস্য) তস্য ভগবতঃ 'স্তবানঃ' স্তুতিপরায়ণঃ) 'বম্রঃ' (বল্মীকবৎ-সত্ত্বসঞ্চয়শীলঃ সাধকঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান বম্রঃ ঋষিঃ) 'সন্দিহঃ' (লোকানাং সংশয়ং—ভগবদ্বিষয়কং ইতি যাবৎ) 'বি জঘান' (বিশেষেণ হতবান্ দূরী করোতি ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যার্থঃ—সাধুনাং সংরক্ষণায় ভগবান অসাধূন্ হিংসয়তি; পরন্তু সাধবঃ তান্ সদুপদেশদানাদিনা পরিরক্ষন্তি। (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবন্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারীর রক্ষার জন্য, অসৎকর্ম্মপরায়ণকে হিংসা করিতে এবং ভগবদভীমুখী সাধুগণের দ্বারা তদ্বিরোধী অধার্ম্মিকগণকে বশীভূত করিতে (অথবা—হিংসা করিতে) বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। মহতের অতীত অতিমহত্ত্বসম্পন্ন, দ্যুলোকে (সত্ত্বভাবনিবাসস্থানে) ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্, সেই ভগবানের পূজাপরায়ণ বল্মীকবৎসত্ত্বভাবসঞ্চয়শীল সাধক (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান বম্র ঋষি)

জনগণের সংশয় (ভগবদ্বিষয়ক) বিশেষ প্রকারে দূর করিয়া থাকেন। (মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—সাধুগণের সংরক্ষণ জন্য অসাধুদিগকে ভগবান্ নির্য্যাতিত করেন; কিন্তু সাধুগণ সদুপদেশাদি-দানে তাঁহাদিগকে পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন)॥ (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

য ইন্দ্রোঽনুব্রতায়ানুকূলকর্ম্মণে যজমানায়াপব্রতানপগতকর্ম্মণো অযজমানান্ রন্ধয়ন্ হিংসয়ন্ বশীকুর্ব্বন্ বা। তথাভুভিঃ। আভিমুখ্যেন ভবন্তীত্যাভুবঃ স্তোতারঃ। তৈরনাভুবস্তদ্বিপরীতান্ শ্নথয়ন্ হিংসয়ন্ বর্ত্ততে। বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতঃ পূর্ব্বং বৃদ্ধস্যাপি পুনর্ব্বর্দ্ধমানস্য দ্যামিনক্ষতঃ স্বর্গং ব্যাপ্নুবতস্তস্যেন্দ্রস্য স্তবানঃ স্তুতিং কুর্ব্বাণো বম্রঃ স্তুত্যাদিগিরণশীল এতৎসংজ্ঞক ঋষিঃ সন্দিহঃ সম্যগুপচিতা বল্মীকবপা নিজঘান। ইন্দ্রেণ পরিগ্রহীতান্তরায়ঃ সন্ পৃথিব্যাঃ সারভূতং বল্মীকবপালক্ষণং যজ্ঞসম্ভারমাহর্ষীদিত্যর্থঃ। তথা চ শাখান্তরে সমাম্নাতং। যদ্বল্মীকবপাসম্ভারো ভবতি ঊর্জ্জমেব পৃথিব্যা অবরুন্ধ ইতি।

অনুব্রতায়। অনুকূলং ব্রতং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শ্নথয়ন্। শ্নথ হিংসায়াং। ণিচি ঘটাদিত্বান্মিত্বে মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। বর্দ্ধতঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। ইনক্ষতঃ। নক্ষ গতৌ। ইকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা ইনক্ষতির্গত্যর্থঃ। প্রকৃত্যন্তরমন্বেষ্টব্যং। স্তবানঃ। সম্যানচ্ স্তুব ইতি স্তৌতের্ব্বহুলবচনান্নিরূপ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রদেব অনুকূলকর্ম্মা যজমানের নিমিত্ত অপগতকর্ম্মা যজমানগণকে হিংসা করিয়া অথবা বশীভূত করিয়া এবং স্তোতৃগণ দ্বারা অস্তোতৃগণকে হিংসা করাইয়া থাকেন, সেই পূর্ব্বের বর্দ্ধমান এবং পুনরায় বর্দ্ধনশীল স্বর্গে ব্যাপক ইন্দ্রদেবের স্তবকারী বম্র অর্থাৎ স্তুতির দ্বারণশীল বম্র সংজ্ঞক ঋষি, সম্যগুপচিতা বল্মীকবপা অপসারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের পরিগ্রহণান্তরায় হইয়া অবস্থিত পৃথিবীর সারভূত বল্মীকবপালক্ষণ যজ্ঞসম্ভারকে আহরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শাখান্তরে এইরূপ উক্ত আছে; যথা,—যদ্বল্মীকবপাসম্ভারো ভবতি ঊর্জ্জমেব পৃথিব্যা অবরুন্ধ ইতি।'

অনুব্রতায়। অনুকূল ব্রত যাহার—এই বাক্যে, বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। শ্নথয়ন্। হিংসার্থক শ্নথ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ণিচ' প্রত্যয় পরে 'ঘটাদিত্ব'-প্রযুক্ত 'মিত্ব' হইলে 'মিতাং হ্রস্ব' এই নিয়মানুসারে হ্রস্বত্ব হইয়াছে। বর্দ্ধতঃ। ব্যতিক্রমতা-প্রযুক্ত আত্মনেপদ হইয়াছে। ইনক্ষতঃ। গত্যর্থক 'নক্ষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ছান্দস হেতু ই-কার আগম হইয়াছে। অথবা 'ইনক্ষতি' ইহা গত্যর্থক। প্রকৃত্যন্তর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। স্তবানঃ। 'সম্যানচ্ স্তুবঃ' এই নিয়মানুসারে স্তৌতি এই ধাতুর বহুলবচন হেতুক

পদাদপ্যানচ্ প্রত্যয়ঃ ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। জঘান। অভ্যাসাচ্চেত্যভ্যাসাদুত্তরস্য কুত্বং। সন্দিহঃ। দিহ উপচয়ে। কৃত্যলুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ম্মণি কিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বঃ॥ (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

* • *

নবম (৬০৭) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশের যে অর্থ প্রচলিত আছে এক রকমে তাহার সঙ্গতি রক্ষা করা যায় বটে; কিন্তু মন্ত্রের দ্বিতীয় বা শেষ অংশটী বড় কঠিন সমস্যায় পরিপূর্ণ।

প্রথম অংশের প্রচলিত অর্থে (ভাষ্যাভাষেও) প্রকাশ,—'ইন্দ্র অনুকূলকর্ম্মকারী যজমানের নিমিত্ত প্রতিকূলকর্ম্মকারী দস্যুসকলকে হিংসা করত এবং স্তোতৃগণ দ্বারা তাঁহাদিগের বিরোধিদিগকে হিংসা করত স্থিতি করিতেছেন।" এ পক্ষে, ইন্দ্রদেবকে একজন সাধারণ শক্তিশালী মানুষমাত্র মনে করা যায়। তাঁহার যাহারা সম্মান বা পূজা করে না, তাহাদিগকে তিনি হিংসা করেন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী জনের দ্বারা তাহাদিগের বিরুদ্ধ জনগণকে নির্য্যাতিত করেন। এ অতি সাধারণ মানুষের সাধারণ প্রকৃতিগত কর্ম্ম নহে কি? কিন্তু পূর্ব্বাপর ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে যে সকল উক্তি দেখিয়া আসিতেছি; বিশেষতঃ এই মন্ত্রেরই দ্বিতীয় অংশে তাঁহার স্তবকারীর যে বিশেষণ ('বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতঃ' প্রভৃতি পদ) দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাকে কখনই সাধারণ মনুষ্যপর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পরন্তু এখানে ইন্দ্র নামে ভগবানকে বা শ্রেষ্ঠ ভগবদ্বিভূতিকেই বুঝাইতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আবার, সেই দৃষ্টিতে দেখিলে, মন্ত্রের অর্থও সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রান্তর্গত 'রন্ধয়ন্' ও 'শ্নথয়ন' পদ-দ্বয় তুল্যার্থ-বোধক। অতএব, 'রন্ধয়ন' পদ যথা

উপপদ না থাকিলেও 'আনচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। ব্যতিক্রমতা-প্রযুক্ত আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সন্দিহঃ। উপচয়ার্থক 'দিহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'কৃত্যলুটোবহুলং' এই নিয়মমধ্যে 'বহুল' এই প্রয়োগ-হেতু কর্ম্মণি বাচ্যে কিপ। প্রত্যয় হইয়াছে। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম ৫১সূ—৯ঋ)।

অভিধায়ে যে 'বশীকুর্ব্বন্' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইতে দেখি, 'শ্নথয়ন' পদের পক্ষেও ঐ প্রতিবাক্য পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই তাহাই সঙ্গত এবং দেব-সম্বন্ধে যথাপ্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারীর রক্ষার জন্য এবং অপকর্ম্মকারীর বিনাশের জন্য ভগবান যে সদাই উদ্যুক্ত, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বাণী। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ংই তো বলিয়া গিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

এখানে, মন্ত্রের প্রথমাংশে—"ইন্দ্রঃ অনুব্রতায় অপব্রতান্ রন্ধয়ন্" এই পদচতুষ্টয়ে, সেই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। উহার পরবর্ত্তী "আভুভিঃ অনাভবঃ শ্নথয়ন" পদ-ত্রয়ে, সেই ভগবানের অশেষ মহিমার ও করুণার বিষয় প্রখ্যাত দেখি। একদিকে সাধুদিগের রক্ষার জন্য তিনি যেমন দুষ্কৃতদিগকে দমন করিতেছেন; অন্যদিকে তেমনই আবার সাধুদিগের দ্বারা অসাধুদিগকে সৎপথাবলম্বী করাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এ সংসারে সাধুগণ যদি না থাকিতেন, সাধুগণের হৃদয়ে শ্রীভগবানের বিদ্যমানতা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি আর এই পতিত জীবের উদ্ধারের উপায় ছিল? করুণাময় ভগবান্ স্বয়ং সে উপায় স্বতঃই নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। জীব! যদি বুঝিয়া থাক, অনুবর্ত্তী হও। মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবন্মহিমা-কীর্ত্তন-ব্যপদেশে, এইরূপ উদ্বোধনার ভাবই লক্ষ্য করি।

এক্ষণে গভীরসমস্যামূলক মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথমে এই অংশের প্রচলিত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। সে অর্থ,—"সর্ব্বকালে বর্দ্ধমান, স্বর্গব্যাপী সেই ইন্দ্রের স্তুতিপাঠক বম্র ঋষি ইন্দ্রপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া বল্মীকবপাসম্বন্ধীয় যজ্ঞসম্ভার বহন করিয়াছিলেন।" এই অর্থ উপলক্ষে একটা উপাখ্যানেরও প্রচার আছে। একটী যজ্ঞে ইন্দ্রদেব উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সেখানে বল্মীকস্তূপের ন্যায় যজ্ঞসম্ভার (নৈবেদ্যাদি) প্রস্তুত ছিল। বম্র ঋষি ইন্দ্রের জন্য তাহা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি মনে করেন, সেই প্রসঙ্গই এখানে প্রখ্যাত আছে। বলা বাহুল্য, এই

অর্থ সঙ্গত হইলে, বেদের বেদত্ব এইখানেই লোপ পায়! কোন্ কালের কোন্ উপাখ্যান বেদার্থে এই ভাবে সংযোজিত হইয়া পড়িয়াছে! যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের অনুসরণ করিয়া দেখুন! সে অর্থ সঙ্গত কি না, স্বতঃই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রথমে যথাপর্য্যায় পদ-কয়েকটীর পরিচয় দিতেছি। প্রথম—"বৃদ্ধস্য চিদ্বর্দ্ধতঃ।" এতদ্দ্বারা ভগবানের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত। তিনি যে মহতেরও মহৎ—'মহতো মহীয়ান্'—এই শ্রুতিবাক্যই এখানে বিঘোষিত। তার পর দেখুন—"দ্যামিনক্ষতঃ।" তিনি স্বর্গে পরিব্যাপ্ত —তিনি সত্ত্বভাবের মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত,—এই ভাবই উহাতে প্রাপ্ত হই। তেমন যে ভগবান, "স্তবানঃ" পদে তাঁহারই স্তবকারী বা পূজাপরায়ণ জনকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি কে? না—"বম্রঃ"। এখন বম্র-পদের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করুন। উদ্গিরণার্থক 'বম' ধাতু ঐ পদ নিষ্পন্ন তদনুসারে ঐ পদে পিপীলিকা-বিশেষকে (উইকে) অথবা উইয়ের ঢিপিকে (বল্মীককে) বুঝায়। আহরিত খাদ্য উদ্গিরণের দ্বারা তাহারা ধীরে ধীরে যেমন আপনাদিগের বাসগৃহ রচনা করিয়া থাকে—স্তূপ-সংগঠন করে; সাধুগণ সেইরূপ আপন-আপন কর্ম্ম দ্বারা ধীরে ধীরে আপনাদিগের মোক্ষ-রূপ আবাস-স্থান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। তাই 'বম্রঃ' পদে 'বল্মীকবৎ সত্ত্বসঞ্চয়শীলঃ সাধকঃ' প্রতিবাক্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদে যদি সাধক-বিশেষকে (ঋষি বম্রকে) বুঝায়—মনে করেন, তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। কেন-না, তাহাতে কালচক্রে চিরবিদ্যমান ঐরূপ ঋষির প্রতিই লক্ষ্য পতিত হয় মাত্র। এখন অবশিষ্ট রহিল, আর একটী কঠিন সমস্যামূলক পদ—'সন্দিহঃ।' ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থে লিখিলেন—"সম্যগুপচিতা বল্মীকবপাঃ।" কারণ নির্দ্দেশ করিলেন—'দিহ' ধাতুর অর্থ 'উপচয়' (বৃদ্ধি)। বৃদ্ধি পায় বা উপচিত হয়—এই হইতে দাঁড়াইল—বল্মীকস্তূপ। কত দূর টানিয়া যে এই অর্থ আনয়ন করা হইল, ভাবিয়াও স্থির করা যায় না। যাহা হউক, আমরা বলি, 'দিহ' ধাতু এখানে লেপনার্থক (দিহ—লেপনং)। তাহা হইতেই সন্দেহ (সন্দিহ) পদের ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে।—অর্থ,—'সংশয়, দ্বিধাজ্ঞান।' ইহাতে বুঝিতে পারি, জনসাধারণের মনে সহসা

ভগবদ্বিষয়ে যে সংশয়-সন্দেহ আসে, ঐ পদে তাহাই অভিব্যক্ত হইতেছে। ভগবৎপরায়ণ সাধুগণ লোকের সংশয় দূর করিয়া থাকেন;—সাধুগণের কৃপায় অবিশ্বাসীর প্রাণে সদ্বিশ্বাসের দিব্যজ্যোতিঃ বিকাশ পায়। "স্তবানঃ সন্দিহঃ বি জঘান"—এই বাক্যাংশে সেই ভাবই প্রকাশমান্। *

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে,—'সেই মহতেরও মহৎ সত্ত্বভাবাশ্রয়ভূত ভগবানের সেবকগণের দ্বারাই সংসারের সংশয়-কুহেলিকা অজ্ঞান আঁধার দূরীভূত হয়।' (১ম—৫১সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

তক্ষদ্যত্ত উশনা সহসা সহো বি রোদসী
মজ্মনা বাধতে শবঃ।
আ ত্বা বাতস্য নৃমণো মনোযুজ আ
পূর্যমাণমবহন্নভি শ্রবঃ॥ ১০॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তক্ষৎ। যৎ। তে। উশনা। সহসা। সহঃ। বি। রোদসী ইতি।
মজ্মনা। বাধতে। শবঃ।
আ। ত্বা। বাতস্য। নৃঽমনঃ। মনঃঽযুজঃ। আ।
পূর্যমাণং। অবহন্। অভি। শ্রবঃ॥ ১০॥

---

* এখানে "সন্দিহঃ" পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় (প্রথমা স্থলে দ্বিতীয়া) স্বীকার করিতে হয়। ভাষ্যকারকেও তাহাই করিতে হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'যৎ' (যদা) 'উশনা' (পরীক্ষানলোত্তীর্ণা, ভগবৎকামনাপরো বা সাধকঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান ঋষি উশনা) 'তে' (তব) 'সহসা' (বলেন) 'সহঃ' (আত্মবলং) 'তক্ষৎ' (সম্যক্ তীক্ষ্ণমকার্ষীৎ, প্রবর্দ্ধয়তি ইতি ভাবঃ), তদা 'শবঃ' (মৃতকল্পং শবোপমং তদীয়ং বলং) 'মজ্মনা' (স্বমহত্বেন) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'বিঃ বাধতে' (বিশেষেণ আবৃণুতে); 'নৃমণঃ' (হে লোকানুগ্রহপর, করুণাময়) 'মনোযুজঃ' (মনঃসম্বন্ধযুতঃ—অস্মাকমিতি যাবৎ) 'শ্রবঃ' (অন্নং, সত্ত্বভাবঃ) 'বাতস্য' (বায়ুগতিবিশিষ্টস্য, বায়ুবেগেন ইতি যাবৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পূর্যামাণং' (পূর্ণশক্তিসম্পন্নং, সর্ব্বশক্তিমানং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন) 'আ-অবহন' (প্রাপয়ন্তু, আবহন্তু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'ভগবচ্ছক্ত্যা সহ সম্মিলিতা মানুষী শক্তিঃ অসাধ্যসাধনসমর্থা ভবতি। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং মানসক্ষেত্রে ভগবচ্ছক্তিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতু।' (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! যখন পরীক্ষানল-উত্তীর্ণ (ভগবৎকামনাপর) সাধক (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ ঋষি উশনা) ভবদীয় বলের দ্বারা আত্মবলকে তীক্ষ্ণতা-সম্পন্ন (প্রবর্দ্ধিত) করে, তখন মৃতকল্প (শবপ্রায়) তাহার শক্তি স্বমহত্ত্বে দ্যুলোককে ও ভূলোককে বিশেষভাবে আবৃত করিয়া ফেলে। হে লোকানুগ্রহপর করুণাময়! আমাদিগের মনঃসম্বন্ধযুত সত্ত্বভাব সর্ব্বতোভাবে বায়ুবেগে সর্ব্বশক্তিমান্ সেই আপনাকে আমাদিগের নিকটে বহন করিয়া আনুক। (মন্ত্রের ভাব এই যে,—ভগবচ্ছক্তির সহিত সম্মিলিত হইলেই মানুষের শক্তি অসাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। প্রার্থনা—আমাদিগের মানসক্ষেত্রে সেই ভগবচ্ছক্তির প্রতিষ্ঠা হউক।)॥ (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যত্তদোশনা কাব্যঃ সহসাত্মীয়েন বলেন তে সহস্ত্বদীয়ং বলং তক্ষৎ। তনূকৃতবান্। সম্যক্ তীক্ষ্ণমকার্ষীদিত্যর্থঃ। তদা শবস্ত্বদীয়ং বলং মজ্মনা সর্ব্বস্য শোধকেন স্বতৈক্ষ্ণ্যেন রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিবাধতে। তে বিভীত ইত্যর্থঃ। তথা চান্যত্রাম্নাত্রং। যস্য শুষ্মাদ্রো-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! যখন উষনা আত্মীয়ের বলের দ্বারা আপনার শক্তিকে তীক্ষ্ণভাবে সম্যক্‌রূপ আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তখন আপনার বল বা শক্তি সর্ব্বশোধকত্ব হেতু অথবা তীক্ষ্ণত্ব হেতু পৃথিবীতে এবং অন্তরিক্ষ লোকে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্বিষয় অন্যত্র কথিত

দসী অভ্যসেতামিতি। যদ্বা রোদসী যস্মাদ্বৃত্রা দেবিভীতস্তং বাধত ইত্যর্থঃ। হে নৃমণঃ নৃষু রক্ষিতব্যেষু যজমানেষনুগ্রহবুদ্ধিযুক্তেন্দ্র। আপূর্য্যমাণং পূর্ব্বোক্তেন বলেন সমস্তাৎ পূর্য্যমাণং ত্বা ত্বাং মনোযুজো মনোর্ব্যাপারমাত্রেণ যুক্তা বাতস্য বায়োঃ সম্বন্ধিনঃ। তদ্বদ্বেগেন গচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতা অশ্বাঃ প্রবোহভি হবির্লক্ষণমন্নমভিলক্ষ্যাবহন্। আভিমুখ্যেন প্রাপয়ন্ত॥

তক্ষৎ। তক্ষ্, ত্বক্ষ্, তনূকরণে। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেহপীত্যড়ভাবঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। উশনা বশ কান্তৌ। বশেঃ কনসিঃ। উ০ ৪,২৩৮। ইতি কনস্। গ্রহিজ্যেত্যাদিনা সম্প্রসারণং। ঋদুশনস্পুরুদংসোঽনেহসাঞ্চ। পা০ ৭।১।৯৪। ইত্যনঙাদেশঃ। সর্ব্বনামস্থানে চ। পা০ ৬।৪।৮। ইত্যুপধা-দীর্ঘত্বং। হল্ঙ্যাদিনলোপো। মন্মনা। তুমসজো শুদ্ধৌ। ঔণাদিকো মনিপ্রত্যয়ঃ। নৃমণঃ। ছন্দস্যদবগ্রহাদিতি ণত্বং। অবহন্। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট্ ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্॥ (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে দশমো বর্গঃ॥ ১।৪।১০॥

দশম (৬০৮) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, দুই অর্থে সম্পূর্ণ প্রভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব, প্রথমে মন্ত্রের দুইটী বঙ্গানুবাদ (যাহা প্রচলিত আছে) উদ্ধৃত করিতেছি; তার পর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি-বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

হইয়াছে; যথ,—"যস্য শুষ্মাদ্রোদসী" ইত্যাদি; অথবা—"যদ্বা রোদসী" ইত্যাদি। যে দ্যাবাপৃথিবীকে আপনি শুষ্ণ নামক অসুর হইতে রক্ষা করেন; অথবা যেহেতু বৃত্রাদি অসুরগণের ভীতি-উৎপাদন-কারী আপনাকেও ভয়যুক্ত করিয়াছিল। হে নরগণের রক্ষক, অথবা যজমানগণের প্রতি অনুগ্রহ-বুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র। পূর্ব্বোক্ত শক্তির দ্বারা সম্যক্রূপে বলশালী আপনি মনোব্যাপারমাত্রে যুক্ত হইয়া বায়ুবৎ গমন করেন। এবম্ভূত হবির্লক্ষণ অন্নকে আমাদিগের অভিমুখে প্রাপ্ত করান।

তক্ষাৎ। তক্ষ্ ও ত্বক্ষ্ শব্দ তনূকরণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেহপি' এই নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। শপের পিত্ব (প-ইৎ) হেতু অনুদাত্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। উশনা। কান্ত্যর্থবোধক বশ্ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'বশে কনসিঃ' (উ০ ৪।২৩৮) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কনস্ প্রত্যয়। 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি নিয়মে সম্প্রসারণ। 'ঋদুশনস্পুরুদংসোঽনেহসাঞ্চ' (পা০ ৭।১।৯৪) সূত্রানুসারে অনঙ্ আদেশ হইয়াছে। 'সর্ব্বনামস্থানে চ' (৬।৪।৮) এই সূত্রানুসারে উপধার দীর্ঘ এবং হল্ঙ্যাদি নিয়মে ন-এর লোপ হইয়াছে। মন্মনা। শুদ্ধার্থক তুমসজো হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর ঔণাদিক মনি প্রত্যয়। নৃমণঃ। 'ছন্দস্যদবগ্রহাৎ' ইত্যাদি নিয়মে ণত্ব বিহিত। অবহন্। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট' ইত্যাদি নিয়মে প্রার্থনা-পক্ষে লুঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে দশম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১০।

মন্ত্রের সেই প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ এইরূপ; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! যখন উশনার বল দ্বারা তোমার বল তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, তখন তোমার বল বিশুদ্ধ তীক্ষ্ণতা দ্বারা দ্যু ও পৃথিবীকে ভীত করিয়াছিল। হে ইন্দ্র! তোমার মন মনুষ্যের প্রতি প্রসন্ন, তুমি এইরূপ বলপূর্ণ হইলে তোমার ইচ্ছামাত্রে সংযোজিত ও বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে আমাদিগের যজ্ঞের অন্নের অভিমুখে লইয়া আইসুক।"

(২) "হে ইন্দ্র যে সময়ে ভার্গব ঋষি স্বীয় বলের দ্বারা আপনার বলকে অতিশয় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনার বল স্বকীয় মহত্ত্ব দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে ভয় প্রদান করিয়াছিল। হে যজমানের অনুগ্রহকারি ইন্দ্র আপনার ইচ্ছাতে রথেতে যুক্ত, বায়ুসদৃশ বেগবিশিষ্ট অশ্বসকল সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আপনাকে হবিঃস্বরূপ অন্নের উদ্দেশ্যে লইয়া চলুক।"

প্রোক্ত দুই ব্যাখ্যাতেই উশনাকে ঋষির নাম (শুক্রাচার্য্য বা ভার্গব) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সায়ণও "উশনা কাব্যঃ" বাক্যে কবি উশনার প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তার পর, সকলের অর্থেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে,—উশনার শক্তিতে ইন্দ্রদেব শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন;—উশনার বল পাওয়াতেই তাঁহার ক্ষমতার বিষয় সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হইয়াছিল। ইহাতে, ইন্দ্রদেবের আত্মশক্তি যেন কম ছিল, উশনার শক্তি পাইয়াই তিনি যেন শক্তিমন্ত হন, এই ভাব মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বাপর ভগবান্ ইন্দ্রদেবের যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি, তাহাতে অপরের শক্তি পাইয়া যে তিনি শক্তিমান্ হইয়াছিলেন—তাহা স্বীকার করা যায় না। তাঁহার (ভগবানের) শক্তিতেই অপরে শক্তিমান্ হয়েন, ইহাই প্রসিদ্ধ ও স্বতঃসিদ্ধ। তার পর, 'উশনা' পদে কাময়মান্ (ভগবৎপ্রাপ্তীচ্ছু) অথবা পরীক্ষানলোত্তীর্ণ অর্থ স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। * সায়ণও পরবর্ত্তী মন্ত্রের (একাদশ ঋকের) ভাষ্যে 'উশনে' পদে 'কাময়মানে' প্রতিবাক্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেও ঐ পদের মর্ম্ম-পরিগ্রহণ-পক্ষে আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর, মন্ত্রান্তর্গত কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়াপদ অনুসন্ধান করুন। তাহা হইলেই প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশিত হইবে। "উশনা সহঃ তক্ষৎ"—এবংবিধ কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়ায় উশনাই শক্তি আকর্ষণ (আত্মশক্তিকে তীক্ষ্ণ) করিয়াছিলেন,—

---

* এই 'বশ' ধাতু হইতে উৎপন্ন 'উশিক' (উশিজ) ও 'ঔশিজ' পদের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে যে অর্থ (১ম—১৮সূ—১ঋকে) গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাব পরিগ্রহণীয়।

এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'তে' সর্ব্বনাম-পদ 'সহঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মনে না করিয়া, 'সহসা' পদের সহিত উহার সম্বন্ধের বিষয় অনুসরণ করিলেই, প্রকৃত ভাব নিষ্কর্ষ হয়। তাহাতেই, প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়া, মন্ত্রার্থে আমাদিগের অর্থেই সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। সাধুগণ—ভগবানের প্রাপ্তিকামী জন—ভগবানের বলেই বলসম্পন্ন হন। "তক্ষত্তত উশনা সহসা সহঃ"—অংশ, সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। তাহাতে, পরবর্ত্তী অংশে—"বি রোদসী মজ্মনা বাধতে শবঃ" প্রভৃতি পদে—কি ভাব প্রকাশ করে, আপনিই উপলব্ধ হয়। 'শবঃ' পদে এখানে আমরা 'মৃতপ্রায় বল বা শবতুল্য শক্তি' অর্থ গ্রহণ করি। পূর্ব্বেও (১ম—৩৭সূ—৯ঋ) শবঃ' পদ এই প্রকার অর্থেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা শবতুল্য অর্থাৎ যাঁহাদিগের কোনও কর্ম্মশক্তি নাই, ভগবানের অনুকম্পা পাইলে, ভগবচ্ছক্তির প্রভাবে তাঁহারা অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হন, তাঁহাদিগের মহত্ত্বে যখন পৃথিবী ও স্বর্গ পরিপূর্ণ হয়। ইহাই ঐ অংশের অর্থ। এই অর্থেই ভাবসঙ্গতি লক্ষিত হইয়া থাকে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। অশ্বজ্ঞাপক কোনও পদই উহার মধ্যে নাই। অথচ, ঘোটকের প্রসঙ্গ যে উত্থাপিত হয়, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! আছে মাত্র—"মনোযুজঃ" পদ। * 'যুজঃ' আছে বলিয়াই রথ আনিতে হইবে, আর ঘোড়া আনিয়া তাহাতে যুড়িতে হইবে! মনে ঘোড়া যোতা থাকে না—যে ঘোড়া ভগবানকে বায়ুগতিতে বহন করিয়া আনে! মনে যদি সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়, চিত্ত যদি শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণ থাকে; তাহা হইলে তদ্দ্বারাই ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া আনে। 'মনের ঘোড়া' বলিয়া মনে করিলে, শুদ্ধসত্ত্বভাবকেই ঘোড়া বলিয়া মনে করিতে হইবে। "শ্রবঃ" পদে

* এইরূপ "মনোযুজঃ" পদ পূর্ব্বেও আমরা পাইয়াছি (১ম—১৪সূ—৬ঋ)। সেখানে 'বহ্নয়ঃ' পদের বিশেষণ-রূপে 'মনোযুজঃ' পদ ব্যবহৃত আছে তাহাতে 'বহ্নয়ঃ' পদে ঘোটক দাঁড়াইয়া গিয়াছে; এবং 'মনোযুজঃ' পদে 'ইঙ্গিত মাত্র রথে যুক্ত হয়—এমন ঘোড়ার' প্রসঙ্গ আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত যে কি মর্ম্মে কি পদ ব্যবহৃত, সেখানেই তাহা লক্ষ্য করুন। (মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ৭৭০ - ৭৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এখানে শ্রেয়ঃ-সাধক সেই সত্ত্বভাবকেই বুঝাইতেছে। "পূর্য্যমাণঃ ত্বা অভি আবহন্"—অংশের ভাব এই যে, -'সেই সত্ত্বভাব, পূর্ণস্বরূপ সর্ব্ব-শক্তিমান্ আপনাকে (ভগবানকে) আমাদিগের নিকটে আনয়ন করে।' মন্ত্রের এই অভি' পদে 'অস্মাকং আভিমুখ্যেন' অর্থই সঙ্গত হয়। অশ্বের (শ্রবঃ পদে অন্ন অর্থ ধরিয়া) অভিমুখে, ঘোটকের বাহিত রথে, তাঁহাকে টানিয়া লওয়ার কল্পনা—রূপক মাত্র। রথেও রূপকতা—অশ্বেও রূপকতা। বর্ণনা মনস্তত্ত্ব-মূলক। মন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইলে, ভগবানকে বায়ুগতিতে তথায় আকর্ষণ করিয়া আনে। সেই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত আছে। এ পক্ষে মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা এই যে,—'হে করুণাময়। আমার হৃদয়কে সত্ত্বভাবের আশ্রয়-স্থান করিয়া দেন; আর সেই হৃদয়ে ত্বরিতগতিতে আপনি আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। মন্ত্রটীর প্রথম পাদে ভগবন্মহিমা এবং দ্বিতীয় পাদে তাঁহাকে প্রাপ্তির আকুল প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রো বঙ্কূ বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি।

উগ্রো যযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজদ্বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎ পুরঃ॥ ১১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মন্দিষ্ট। যৎ। উশনে। কাব্যে। সচা। ইন্দ্রঃ। বঙ্ক ইতি।

বঙ্কুহতরা। অধি। তিষ্ঠতি।

উগ্রঃ। যযিং। নিঃ। অপঃ। স্রোতসা। অসৃজৎ। বি। শুষ্ণস্য।

দৃংহিতাঃ। ঐরয়ৎ। পুরঃ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'কাব্যে' (কাব্যেন, স্তোত্রমন্ত্রেণ) 'মন্দিষ্ট' (স্তুতোঽভূৎ), তদা 'উশনে' (ভগবদ্‌কামনাপরায়ণায় স্তোত্রমন্ত্রোচ্চারণকারিণে সাধকায়, সত্ত্বাশ্রিতেন সাধকেন ইতি যাবৎ) 'সচা' (সহ, সম্মিলিতো ভূত্বা) 'অধি তিষ্ঠতি' (অবস্থিতো ভবতি); 'বঙ্কূ' (কুটিলমার্গাবলম্বিনৌ, রজস্তমাশ্রয়ভূতৌ) 'বঙ্কুতরা' (বক্রতরৌ গতিশীলৌ, রজস্তমোপাসকৌ) ভবতঃ—স্বভাবতঃ ইতি শেষঃ; কিন্তু 'উগ্রঃ' (তয়োঃ বিমর্দ্দকঃ অতঃ উগ্রঃ স ভগবান্) 'যযিং' (অসন্মার্গগমনশীলং, রজস্তমসাভিভূতং জনং—অভিলক্ষ্য ইতি যাবৎ) 'স্রোতসা' (প্রবাহরূপেণ, করুণয়া ইতি ভাবঃ) 'অপঃ' (স্নেহার্দ্রভাবানি, শুদ্ধসত্ত্বানি) 'নিঃ অসৃজৎ' (নিরন্তরং প্রবাহয়তি); তথা 'শুষ্ণস্য' (সদ্ভাবশোষকস্য অসদ্ভাবপোষকস্য শত্রোঃ) 'দৃংহিতাঃ' (সুদৃঢ়াণি) 'পুরঃ' (আবাসস্থানানি, কুকর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'বি ঐরয়ৎ' (বিশেষেণ বিদারিতবান্, বিচ্ছিন্নং করোতি)। 'ভগবান্ যদ্যপি সদা সত্ত্বসহযুতো ভবতি, তথাপি রজস্তমাভিভূতস্য জনস্য উদ্ধারায় নিরন্তরং করুণাধারাং বর্ষয়তি'—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫১সূ—১১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন ভগবান্ ইন্দ্রদেব স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা সম্পূজিত হয়েন, তখন তিনি স্তোত্রমন্ত্রোচ্চারণকারী ভগবৎকামনাপরায়ণ সাধকের সহিত সম্মিলিত হইয়া অবস্থিত থাকেন; রজস্তমসাশ্রয়ভূত কুটিলমার্গাবলম্বিগণ স্বভাবতঃ রজস্তমের উপাসক সুতরাং বক্রতর-গতিশীল থাকে; কিন্তু তাহাদিগের বিমর্দ্দক (সুতরাং উগ্র) সেই ভগবান্, অসন্মার্গগমনশীল

(রজস্তমে অভিভূত) জনকে লক্ষ্য করিয়া, প্রবাহরূপে (করুণায়) শুদ্ধ-সত্ত্বাদি স্নেহার্দ্রভাবসমূহকে নিরন্তর প্রবাহিত করেন, আর সদ্ভাবশোষক অসদ্ভাবপোষক শত্রুর সুদৃঢ় আবাসস্থানকে (কুকর্ম্মাদিকে) বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। (ভাব এই যে, 'ভগবান্ যদিও সদা সত্ত্বসংযুত হয়েন, তথাপি রজস্তমাভিভূত জনের উদ্ধারার্থ নিরন্তর তিনি করুণাধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন) ॥ (১ম—৫১সূ—১১ঋ।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যৎ যদেন্দ্র উশনে কাময়মানে কাব্যে সচা সহ মন্দিষ্ট। স্তুতোঽভূৎ। তদানীং বঙ্কু বঙ্কুতরাতিশয়েন কুটিলং গচ্ছন্তাবশ্বাবধিতিষ্ঠতি রথে সংযোজ্য তমারোহতীত্যর্থঃ। যদ্বা বঙ্কুতরাতিশয়েন বক্রং গচ্ছতি রথে বঙ্কু বক্রগমনশীলাবশ্বৌ সংযোজয়তি যোজনীয়ং। উগ্র উদ্গূর্ণস্তাদৃশ ইন্দ্রো যযিং গমনযুক্তান্মেঘাৎ স্রোতসা প্রবাহরূপেণাপো নিঃসৃজৎ। জলানি নিরগময়ৎ। তথা শুষ্ণস্য সর্বস্য শোষয়িতুরসুরস্য দৃংহিতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ পুরো নগরাণি নিবাসস্থানানি বৈরয়ৎ। বিবিধং প্রেরিতবান্ ॥

মন্দিষ্ট। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। লুঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। উশনে। বশেঃ পরৌণাদিকঃ কুপ্রত্যয়ঃ গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। যোরণাদেশঃ। সচা। ষচ সমবায়ে। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্। আঙ্যাজয়ারাং চোপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরাঙাদেশঃ। সংহিতায়াং আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসীতি তস্য সানুনাসিকত্বং। বঙ্কু। বঙ্কু গতৌ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যখন ইন্দ্র উশনার অর্থাৎ কাময়মান সেই কবির সহিত (দ্বারা) স্তুতিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি অতিশয় কুটিলগতি অশ্বদ্বয়ে অবস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ রথে সংযোজন করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছিলেন। অথবা, অতিশয় বক্রগামী রথে বক্রগমনশীল অশ্বদ্বয়কে সংযোজিত করিয়াছিলেন। উগ্র ইন্দ্র গমনশীল মেঘ হইতে প্রবাহরূপে বারি-নিঃসারণ করিয়াছিলেন। অপিচ, শুষ্ণের অর্থাৎ শোষক অসুরের নিবাসস্থানসমূহকে বিবিধরূপে উত্তন্ন করিয়াছিলেন; অথবা অসুরদিগকে তাহাদের আবাসস্থান হইতে বিভিন্ন দিকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

মন্দিষ্ট। স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি ও গতি অর্থ-বোধক মদি (মদ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপি' নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। উশনে। ঔণাদিক বশ ধাতুর উত্তর কু-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। গ্রহিজ্যাদি নিয়মে সম্প্রসারণ। 'যোরনাদেশঃ' নিয়মে অস্ আদেশ হইয়াছে। সচা। সমবায়ার্থক ষচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সম্পদাদি-লক্ষণ-হেতু ভাবে কিপ্ প্রত্যয়। 'আঙ্যাজয়ারাং চোপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উত্তর আঙ আদেশ হইয়াছে। সংহিতাতে ছান্দস হেতু আঙের অনুনাসিকত্ব হয় সেই হেতু ঐ নিয়মে আনুনাসিক প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্কু। গত্যর্থ বঙ্কু ঐ পদ হইতে নিষ্পন্ন। ঔণাদিক

উণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। বহুলবচনাৎ কুত্বং। বঙ্কুতরা। অতিশয়েন বঙ্কু বঙ্কুতরা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অত্র গতিসামান্যবাচিনা গতিবিশেষো লক্ষ্যতে। যষিং। যা প্রাপণে। আদৃগমহনজন ইতি কিপ্রত্যয়ঃ॥ লিড্‌বণ্ডাবাৎ দ্বির্ব্বচনহ্রস্বত্বে। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সুপাং সুপো ভবন্তীতি পঞ্চম্যা অমাদেশঃ। দুংহিতা। দুহি বৃদ্ধৌ। ইদিত্বান্নুম্। ঐরয়ৎ। ঈর প্রেরণে। চৌরাদিকঃ। লঙ্যাড়াগমঃ। আটশ্চেতি বৃদ্ধি॥১১॥

* * *

একাদশ (৬০৯) ঋকের বিশদার্থ।

বড়ই সমস্যামূলক এই মন্ত্র। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সে সমস্যা যেন অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমে প্রচলিত অর্থের আভাষ লউন; তার পর, আমরা কি সূত্রে কি অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন।

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন একের সহিত অন্যের সংশ্রবশূন্য, চারিটি বিষয় প্রখ্যাত দেখি। আমরা যেমন (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি; অপরাপর ব্যাখ্যাতেও সেই তিন ভাগেই মন্ত্রটি বিভক্ত বটে, কিন্তু চতুর্ব্বিধ বিপরীত ভাব তাহাতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, মন্ত্রের প্রথম অংশের—"মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্র" পর্য্যন্ত অংশের—অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"যে কালে ইন্দ্র ভার্গব ঋষির দ্বারা স্তুত হইয়াছিলেন।" তার পর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"বঙ্কু, বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি" অংশের—অর্থ নিষ্কাশন করা হইয়াছে,—"সেই

উ প্রত্যয় হইয়াছে। বহুবচন-হেতু কুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্কুতরা। অতিশয় বঙ্কু বা বক্র—এতদর্থে বঙ্কুতরা পদ নিষ্পন্ন। 'সুপাং সুলুক' এই নিয়মে 'বভক্তি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এস্থলে সামান্য গতিবাচক পদে বিশেষ গতি লক্ষিত হইয়াছে। যষিং। প্রাপণার্থক যা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আদৃগমহনজন' ইত্যাদি নিয়মে কি-প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিড্‌বণ্ডাবাৎ' নিয়মে হ্রস্বতাপ্রাপ্ত হওয়ার দ্বিবচন হইয়াছে। 'আতো লোপ ইটি চ' নিয়মে আকারের লোপ হইয়া প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'সুপাং সুপো ভবন্তি'—এই নিয়মে পঞ্চমী বিভক্তিতে অমাদেশ লক্ষিত হয়। 'দৃংহিতা', বৃদ্ধ্যর্থক 'দৃহি' হইতে নিষ্পন্ন। 'ইদিত্বান্নুম'—এই নিয়মে 'নুম্' হইয়াছে। ঐরয়ৎ। ঈর ধাতু প্রেরণার্থক। চুরাদিগণীয়-হেতু কঃ প্রত্যয়; এবং লঙ্‌-হেতু আটের আগম হইয়াছে। 'আটশ্চ' নিয়মে তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১১ঋ)॥

* * *

কালে অতিশয় কুটিলগামী অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিয়া তিনি রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।" মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"উগ্রো যযিং নিরপঃ স্রোতসাসৃজৎ"। ইহার অর্থে প্রকাশ,—"উগ্রস্বভাব ইন্দ্র গমনশীল মেঘ হইতে প্রবাহ-রূপে জল নিঃসারণ করিয়াছিলেন।" মন্ত্রের শেষ অংশ,—"বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎ পুরঃ।" উহার অর্থ,—"এবং শুষ্ণ অসুরের বৃহৎ নগরসকল বিদারিত করিয়াছিলেন।"

এই তো মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ! বেশ লক্ষ্য করিবেন,—কোনও কথার সহিত কোনও কথার সংশ্রব নাই! একবার ঋষি, একবার কুটিলগতি অশ্বদ্বয়, একবার মেঘ হইতে জল-নিঃসারণ, একবার শুষ্ণ অসুরের নগর ধ্বংসীকরণ! তার পর, আরও লক্ষ্য করিবেন,—পূর্ব্ব ঋকে (প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেই) বলা হইয়াছিল,—উশনার বলে ইন্দ্র বলসম্পন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আবার বলা হইল,—উশনা (ভার্গব) ইন্দ্রের স্তুতি করেন। পূর্ব্বাপর কোনটীর সহিত কোনটীর ঐক্য নাই! এই কি বেদের অর্থ? এ প্রকার অসঙ্গত বিচ্ছিন্ন অর্থ আমরা কদাচ গ্রহণ করিতে পারি না।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, যথাপর্য্যায় তাহার সঙ্গতি-রক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। স্তোত্রমন্ত্রের সহিত যে ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তিনি যে মন্ত্রের মধ্যে ওতঃপ্রোত বিদ্যমান্ আছেন, শাস্ত্রানুসারী সাধুগণ তাহা বুঝিয়া থাকেন। সাধু মহাজনগণের উপদেশে এবং শ্রুতিবাক্যে তাহা সপ্রমাণ হয়। "যৎ" হইতে "অধি তিষ্ঠতি" পর্য্যন্ত অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) ঐ নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকটিত। ব্যাখ্যার অনুসরণেই ভাবসঙ্গতি উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রের মধ্যে কঠিন সমস্যামূলক পদদ্বয়—"বঙ্ক্ বঙ্কুতরা।" সহসা ঐ দুই পদের কোনও অর্থ পরিগ্রহণ করা যায় না। পদদ্বয় দ্বিবচনান্ত স্বীকার করিয়া, ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ দুইটী ঘোটকের সংশ্রব টানিয়া আনিয়াছেন। পূর্ব্বাপর মনোমধ্যে একটা রথের কল্পনা আছে। সুতরাং রথকে টানিবার জন্য দুইটী ঘোটকেরও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে (পূর্ব্ব ঋকেই) সে ঘোড়া ছিল—"মনোযুজঃ"; এখন হইয়া পড়িল—'বঙ্ক্ বঙ্কুতরা!' ঘোটক অর্থ আনিতে হইবে

বলিয়াই যেন ঘোটকেরও প্রকৃতি বদল হইয়া গেল! যাউক—রহস্যের কথা! এখন, আমরা ঐ পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই কথা কহিতেছি। আমরা বলি, সত্ত্বরজস্তমঃ তিন ভাবের কার্য্যাকার্য্য বা ফলাফল প্রাপ্তির বিষয় এই মন্ত্রে নিগূঢ় ভাবে নিবিষ্ট আছে। মন্ত্রে প্রথমে সত্ত্বভাবের—সত্ত্বভাবাপন্ন সাধকের বিষয় বলা হইল। তার পর এখন, রজঃ ও তমঃ এই দুই ভাবের বা অবস্থার বিষয় বলা হইতেছে। যত কিছু বক্রভাব—অপকর্ম্ম বা কৌটিল্য, ঐ দুইয়ের (রজস্তমের) মধ্যেই বিদ্যমান্ আছে। বক্র ঐ দুই ভাব, বক্রতর পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকে। এখানে সেই তত্ত্বই প্রখ্যাত। পদ দুইটীকে দ্বিবচনান্ত ধরিয়া ব্যাখ্যা করার তাৎপর্য্যও এই যে, ঐ দুই ভাবের (রজস্তমের) বিষয়ই মন্ত্রের অংশে বিবৃত হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের শেষাংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় "উগ্রঃ" হইতে "নিঃ অসৃজৎ" এবং "শুষ্ণস্য" হইতে "বি ঐরয়ৎ" অংশের) প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, মন্ত্রের পূর্ব্বাপর সকল অংশই কিরূপ এক সূত্রে সংগ্রথিত—কিরূপ এক স্বরে বিগঠিত—কিরূপ অভিন্ন সুরতানলয়ে বিধ্বনিত। ঐ অংশের ভাব এই যে,—'ভগবান এমনই করুণাময় যে, সেই রজস্তমসাভিভূত কুটিলমার্গগামী জনের প্রতিও তাঁহার করুণার বিরাম নাই। শুদ্ধসত্ত্বভাবের ধারা, তাঁহার করুণা-প্রভাবে সকলেরই প্রতি প্রবাহিত হইয়াছে। অতি বড় পাপীর হৃদয়েও অনুতাপের যে তপ্তশ্বাস উত্থিত হয়, সে হৃদয়ও যে সময় অনুশোচনার আবেগে আর্দ্র হইয়া পড়ে, সকলই তাঁহার করুণা। অতি পাপকর্ম্মকারীর কঠোর হৃদয়েও তিনি স্নেহসত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দেন। তাহাতে, কত পাপী যে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে, কে নির্দ্ধারণ করিতে পারে? ফলতঃ, সকলই সেই ভগবানেরই করুণা! তিনি সাধুর হৃদয়েই সতত বিরাজমান্ বটেন; কুটিল-পন্থীরা কুটিল পথের সন্ধানেই ফিরিতেছে সত্য; কিন্তু করুণাময় তিনি, সকলকেই সুপথে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বকথা। (১ম—৫১সূ—১১ঋ)॥

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্য্যাতস্য

প্রভৃতা যেষু মন্দসে।

ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনোঽনর্ব্বাণং।

শ্লোকমা রোহসে দিবি ॥ ১২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। স্ম। রথং। বৃষঽপানেষু। তিষ্ঠসি। শার্য্যাতস্য।

প্রঽভৃতাঃ। যেষু। মন্দসে।

ইন্দ্র। যথা। সুতঽসোমেষু। চাকনঃ। অনর্ব্বাণং।

শ্লোকং। আ রোহসে। দিবি ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব)। 'যেষু' (অলৌকিকেষু পবিত্রকর্ম্মসু, শুদ্ধসত্ত্বেষু) ত্বং 'প্রভৃতা' (মহত্ত্বা, অতিশয়েন) 'মন্দসে' (হর্ষং প্রাপ্নোষি), 'শার্য্যাতস্য' (অহিংসাপরায়ণস্য সর্ব্বেষাং মঙ্গলাভিলাষিণঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানস্য শার্য্যাতনাম্নো রাজর্ষেঃ) 'বৃষ-পাণেষু' শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণেষু, তদীয়যজ্ঞাদিকর্ম্মনিমিত্তেষু) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'রথং' (হৃদয়রূপং, হৃদয়ং ইতি যাবৎ) 'স্মা' (আনন্দেন সহ, যদ্বা—পাদপূরণে) 'তিষ্ঠসি' (বর্ত্তসে); ত্বং 'যথা', যাদৃশেন) 'সুতসোমেষু' (শুদ্ধসত্ত্বেষু) 'চাকন') কাময়সে, প্রকাশমানো ভবসি)

'দিবি' (দ্যুলোকে, সত্ত্বভাবানিলয়ে হৃদয়ে—অবস্থিতিপূর্ব্বকমিতি যাবৎ) 'অনর্ব্বাণং' (অচঞ্চলং, নিত্যং) 'শ্লোকং' (স্তোত্রমন্ত্রং) তথা 'আ রোহসে' (প্রাপ্নোষি, হৃদি বিরাজিতঃ সন্ নিত্য-স্বরূপং স্তোত্রমন্ত্রং লভসি ইতি ভাবঃ)॥ 'যত্র সত্ত্বভাবো বিদ্যতে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি, তত্রৈব ভগবান্ তিষ্ঠতি'—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৫১সূ—১২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে অলৌকিক পবিত্র-কর্ম্মে (শুদ্ধসত্ত্বভাবে) আপনি অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন; অহিংসাপরায়ণ সংসারের মঙ্গল-কামী জনের (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ শার্য্যাত মহর্ষির) তাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণে, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার হৃদয়-রূপ রথে আপনি আনন্দ-সহ অবস্থিতি করেন; আপনি যে প্রকারে শুদ্ধসত্ত্বভাবের কামনা করিয়া থাকেন (অথবা সত্ত্বভাবের মধ্যে প্রকাশমান হয়েন) স্বর্গে বা সত্ত্বভাব-নিলয় সাধকের হৃদয়ে (অবস্থিতি-পূর্ব্বক) অচঞ্চল নিত্য স্তোত্রমন্ত্রকে সেই প্রকারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'যেখানেই সত্ত্বভাব, যেখানেই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান, ভগবান্ সেখানেই বিদ্যমান্ আছেন।')॥ (১ম—৫১সূ—১২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র কৌশিতকিন ইতিহাসমাচক্ষতে। শার্যাতনাম্নো রাজর্ষের্যজ্ঞে ভৃগুগোত্রোৎপন্নশ্চ্যবনো মহর্ষিরাশ্বিনং গ্রহমগৃহ্লাৎ। ইন্দ্রস্তং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধোঽভূৎ। তমিন্দ্রমনুনীয় পুনঃ সোমং তস্মৈ প্রাদাদিতি। অয়মর্থোঽস্যাঃ প্রতিপাদ্যতে॥ হে ইন্দ্র ত্বং বৃষপানেষু। বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য সোমস্যপানানি বৃষপাণানি। তেষু নিমিত্তভূতেষু রথমতিষ্ঠসি স্ম। স্বয়মেব রথমারুহ্য গচ্ছসি। ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তয়িতেতি ভাবঃ। এবঞ্চ সতি যেষু সোমেষু ত্বং মন্দসে। হর্ষং প্রাপ্নোসি। তাদৃশাঃ সোমাঃ শর্য্যাতস্যৈতন্নাম্নো রাজর্ষেঃ সম্বন্ধিনঃ প্রভৃতাঃ। প্রকর্ষেণ সম্পাদিতাঃ। অভিষবাদি সংস্কারৈঃ সংস্কৃতা ইত্যর্থঃ। অতঃ সুতসোমেষ্বভিষুতসোমযুক্তে-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

কৌশিতকি-শাখাধ্যায়িগণ বলেন, এ মন্ত্রের সহিত একটী ইতিহাস বা উপাখ্যান বিজড়িত আছে। সে উপাখ্যান; যথা,—শর্য্যাত নামক রাজর্ষির যজ্ঞে ভৃগু-গোত্রোৎপন্ন মহর্ষি চ্যবন আশ্বিন-গ্রহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। তখন ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে পুনরায় সোম প্রদান করা হয়। ইহাতে এই মন্ত্রের অর্থ প্রতিপাদিত হয়,—হে ইন্দ্র! আপনি সেচন-সমর্থ সোমপানের নিমিত্ত তন্নিমিত্তভূত তিনি রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন। এইরূপ হওয়ায়, যে সকল সোমে আপনি হর্ষ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সোম শার্য্যাত নামক রাজর্ষি কর্ত্তৃক প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত অর্থাৎ

যন্তদীয়েষু যজ্ঞেষু যথা চাকন। যথা কাময়সে। এবমত্রাপি শার্যাতস্য সোমান্ কাময়স্ব। তথা সতি দিবি দ্যুলোকেঽনর্বাণং গমনরহিতং স্থিরং শ্লোকং স্তোত্রলক্ষণং বচো যশো বারোহসে। প্রাপ্নোষি। যদ্বা। ইমং যজমানং দিবি দ্যুলোক উক্তলক্ষণং যশঃ প্রাপয়সি ॥

স্ব। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। বৃষপাণেষু। পা পানে। ভাবে ল্যুট্। বা ভাবকরণয়োঃ। পাং ৮।৪।১০ ইতি পূর্ব্বপদস্থান্নিমিত্তাদুত্তরস্য পানশব্দনকরস্য ণত্বং। প্রভৃতাঃ। ভৃঞ্ ভরণে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তরং ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। মন্দসে। মদি স্তুতি-মোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। চাকনঃ। কনী দীপ্তি-কান্তিগতিষু। অত্র কান্ত্যর্থঃ। কান্তিশ্চাভিলাষঃ। লেটি সিপ্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। তুজাদিত্বাদভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তইত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে ধাতোরিতি ধাত্বন্তস্যোদাত্তত্বং। অনর্ব্বাণং। অর্ত্তেরন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি দৃশিগ্রহণাত্তাবে বনিপ্। নঞো বহুব্রীহাবম্যর্ব্বণস্তদাবনঞ ইতি পর্য্যুদাসাত্তৃ আদেশাভাবে সর্ব্বনামস্থানে চেত্যুপধাদীর্ঘত্বং। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তর দান্তোদাত্তত্বং। শ্লোকং। শ্লোক্ সংঘাতে। শ্লোক্যত ইতি শ্লোকঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। রোহসে। রুহের্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং ॥ ১২ ॥

অভিষবাদি সংস্কার দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়াছিল। অতএব, অভিযুক্ত সোমযুক্ত তদ্দীয় যজ্ঞে আপনি যেমন সোম কামনা করিয়া থাকেন, শার্য্যাত রাজর্ষির সোমও আপনি সেইরূপে কামনা করুন। তাহা হইলে, দ্যুলোকে গমনরহিত স্থির স্তোত্রলক্ষণযুক্ত যশঃ প্রাপ্ত হয়েন; অথবা এই যজমানকে দ্যুলোকের উক্ত লক্ষণযুক্ত যশঃ আপনি প্রাপ্ত করান।

স্ব। নিপাত-হেতু দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃষপাণেষু। পা-ধাতু পানার্থজ্ঞাপক। ভাবে ল্যুট। 'বা ভাব করণয়োঃ' (৮ ৪ ১০) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদ-হেতু নিমিত্ত জন্য উত্তর পদের পান-শব্দের ন-কার ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রভৃতাঃ। ভরণার্থক ভৃঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্যে তদুত্তর নিষ্ঠা-প্রত্যয়। 'গতিরনন্তরঃ'—এই নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। মন্দসে। স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি-গতি প্রভৃতি অর্থও জ্ঞাপক মদি (মদ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদুপদেশ হেতু লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্বপ্রাপ্তিতে ধাতুস্বর হইয়াছে। চাকনঃ। দীপ্ত কান্তি ও গতি অর্থমূলক কনী (কন্) হইতে নিষ্পন্ন। এখানে উহা কান্তি অর্থে প্রযুক্ত। কান্তি শব্দে অভিলাষও বুঝায়। লেট বিভক্তি-হেতু সিপের অট আগম হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়ম-প্রযুক্ত শপ স্থানে শ্লু আদেশ। তুজাদিত্ব-হেতু বলিয়া অভ্যাসের দীর্ঘ হইয়াছে। 'সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' এই নিয়ম অভ্যস্তের উদাত্তত্বের অভাব-হেতু 'ধাতোঃ' ইত্যাদি বিধানানুসারে ধাতুর অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অনর্ব্বাণং। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' সূত্রানুসারে 'দৃশিগ্রহণাৎ' নিয়মে অর্ত্তি পদের উত্তর ভাবে বণিপ্ প্রত্যয় হয়। 'নঞো বহুব্রীহাবম্যর্ব্বণস্তাসাবনঞ' ইত্যাদি নিয়মে পর্য্যুদাসের উত্তর তৃ আদেশ হয় নাই; সেই হেতু 'সর্ব্বনামস্থানে চ' নিয়মে উপধার দীর্ঘ হইয়াছে। 'নঞ্সুভ্যাং' নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। শ্লোকং। সংঘাতার্থক শ্লোক্ হইতে নিষ্পন্ন। 'শ্লোক্যতে' এই অর্থে শ্লোক পদ নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ প্রত্যয় এবং ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। রোহসে। রুহ্ ধাতু ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ (৬১০) ঋকের বিশদার্থ।

—*—

এই ঋকের অন্তর্গত 'শার্য্যাতস্য' পদ উপলক্ষে, নানা উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়া থাকে,—নানা গবেষণা প্রকাশ পায়। বহু পৌরাণিক বিবরণের সহিত উহার সম্বন্ধ সূত্রিত দেখি।

ঋকে 'শার্য্যাতস্য' পদ আছে। পুরাণে দেখিতে পাই, বৈবস্বত মনুর চতুর্থ পুত্র 'শর্য্যাতি' নামে প্রখ্যাত। ব্রাহ্মণে মনুবংশীয় রাজাবিশেষ বলিয়া 'শার্য্যাত' নামের উল্লেখ আছে। সায়ণ-ভাষ্যে শার্য্যাতকে ভৃগুবংশীয় ঋষি বলা হইয়াছে। প্রকাশ এই যে,—মহর্ষি চ্যবন এই শার্য্যাত রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহের যজ্ঞে, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞে দেবগণকে যে হবিঃ (সোমরস) প্রদান করা হয়, তাহা হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশ চ্যবন ঋষি স্বয়ং গ্রহণ (পলাধঃ) করেন। তাহাতে, অশ্বিদ্বয় হবিঃ (সোমরস) প্রাপ্ত না হওয়ায়, ইন্দ্র বড়ই ক্রুদ্ধ হন; যজ্ঞ পণ্ড হইবার উপক্রম হয়। তখন চ্যবন ঋষি পুনরায় হবিঃ (সোমরস) প্রস্তুত করেন; এবং অনেক মিনতি করিয়া ইন্দ্রের কোপ নিবারণে সমর্থ হন। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে এবং পদ্মপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে একটু বিস্তৃতভাবে এই উপাখ্যান পরিবর্ণিত আছে।

এখানে এই মন্ত্রের সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে,—এই মন্ত্রটী যেন সেই সময়ের প্রার্থনামূলক, ঋষি যেন সেই সময়ে এই মন্ত্রটি গ্রথিত করিয়া ইন্দ্রের তুষ্টি সম্পাদন করেন। এতদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটী অর্থ (মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করিয়া গমন কর। যে সোমে তুমি হৃষ্ট হও, শার্য্যাত সেই সোম প্রস্তুত করিয়াছেন; অতএব অন্য যজ্ঞে তুমি যেরূপ অভিষুত সোম কামনা কর, (সেইরূপ শার্য্যাতের সোমও কামনা কর), তাহা হইলে দিব্য লোকে অবিচল যশঃ প্রাপ্ত হইবে।"

(২) "হে ইন্দ্র! আপনি সোমপানের নিমিত্ত রথে আরোহণ করিয়া থাকেন; শার্য্যাত রাজর্ষির সংস্কৃত সোমপান করিয়া আপনি হর্ষযুক্ত হউন। যদ্রূপ আপনি সুতসোম যজ্ঞকে কামনা করেন, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের দ্যুলোকের উত্থিত-স্থির স্তুতিফল চিরকাল প্রাপ্ত হয়েন।"

কেবল এই অর্থ কেন, এক শ্রেণীর বিধর্ম্মী প্রত্নতাত্ত্বিক যে প্রমাণ করিবার প্রয়াস পান—আর্য্যগণ গো-খাদক ছিলেন, এই মন্ত্রের 'বৃষপাণেষু' পদ হইতে তাঁহারা সে প্রমাণও 'কুরিয়া' বাহির করিতে পারেন। যাহা হউক; সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন মন্ত্রার্থ আমরা যেভাবে গ্রহণ করিলাম, এক একটী পদের তাৎপর্য্যানুধাবনে তাহার উপযোগিতার বিষয় বিচার করিয়া দেখুন।

প্রথম—'যেষু' পদ। ঐ পদে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিতেছে এবং তাহাতে নির্দ্দিষ্টরূপে নির্দ্দেশের ভাব আসিতেছে। অর্থাৎ, লোকাতীত পরম পবিত্র যে সত্ত্বভাব, 'যেষু' পদের তাহাই লক্ষ্য। দেবতার বা ভগবানের হর্ষ কি প্রকারে সঞ্জাত হয়? আনন্দময়ের আনন্দ-নিলয়—সে কোথায়? সে সেই পরম পবিত্র শুদ্ধসত্ত্বভাব নহে কি? "ইন্দ্র যেষু প্রভৃতা মন্দসে"—এই পদ চতুষ্টয় ঐ অর্থই প্রকাশ করিতেছে। তার পর লক্ষ্য করুন—"শার্য্যাতস্য বৃষপাণেষু বা রথং স্মা তিষ্ঠসি" অংশের সহিত উহার কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। যাঁহারা অহিংসা-পরায়ণ, যাঁহারা সংসারের সকলের মঙ্গলকামী যাঁহারা 'বসুধৈব কুটুম্বকং' জ্ঞানে সর্ব্বজীবে সমভাবে সেবা-নিরত, সংক্ষেপতঃ যাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবানের বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করিয়া সমদর্শিতা-সম্পন্ন; তাঁহাদিগের যে হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহার মধ্যে ভগবান্ নিত্য বিরাজমান্ আছেন;—সে আনন্দের সাগরে আনন্দময় চিরকাল মিশিয়া রহিয়াছেন। যে অলৌকিক চিরপবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহার আশ্রয়স্থান, সমদর্শী সাধকের হৃদয়ও তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবেই পরিপূর্ণ; সুতরাং সেখানে ভগবানের নিত্য বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধ। "শার্য্যাতস্য" হইতে "তিষ্ঠসি" পর্য্যন্ত অংশে এই স্বতঃসিদ্ধ নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকটিত দেখি। 'শার্য্যাতস্য' পদে মহর্ষি অর্থ পরিগ্রহণ করিলেও, সে পক্ষেও এইরূপ ভাবই অধিগত হয়। কেন-না, আত্মদর্শী জনই ঋষিপদবাচ্য। আত্মদর্শী শার্য্যাত কালচক্রে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য অফুরন্ত।

অতঃপর মন্ত্রের প্রথম অংশের সহিত শেষাংশের ("যথা" হইতে "আ রোহসে" পর্য্যন্ত অংশের) সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। প্রথমাংশের অর্থ হৃদ্গম্য হইলে, এ অংশের মর্ম্ম স্বতঃই উপলব্ধ হইতে পারে।

এ অংশের "দিবি" পদটির মর্ম্ম অনুভূত হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। 'দিবি' পদে স্বর্গ বুঝায়। তাহা হইতে স্বর্গোপম হৃদয় অর্থ আসে। বহুত্র আমরা এই অর্থের সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। ফলতঃ, ঐ পদে সত্ত্বভাবের আধার হৃদয়কেই বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলেই, অর্থ যে কেমন সুগম হইয়া আসে, সহজেই বুঝা যাইবে। যে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, যাহার মধ্যে তিনি ওতঃ-প্রোত বিদ্যমান্ থাকেন; সাধুজনের যে বিমল অন্তর—স্বর্গতুল্য যে সত্ত্বভাবের আশ্রয়-স্থল, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই চিরবিরাজমান্ থাকিবেন। এই স্বতঃসিদ্ধ বাণীই এখানে বিঘোষিত রহিয়াছে। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রের ভাব হয়,—'সত্ত্বের মধ্যে ভগবান্ নিত্য বিরাজমান্ আছেন। মানুষ! তোমরা সত্ত্বভাবাপন্ন হও। ভগবান্ তোমাদিগের হৃদয় আলো করিয়া উদ্ভাসিত হইবেন।' (১ম—১১সূ—১২শ)॥

——*——

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যবে কক্ষীবতে

বৃচয়ামিন্দ্র সুন্বতে।

মেনাভবো বৃষণশ্বস্য সুক্রতো বিশ্বেত্তা

তে সবনেষু প্রবাচ্যা ॥ ১৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অদদাঃ। অর্ভাং। মহতে। বচস্যবে। কক্ষীবতে।

বৃচয়াং। ইন্দ্র। সুন্বতে।

মেনা। অভবঃ। বৃষণশ্বস্য। সুক্রতো ইতি সুঽক্রতো। বিশ্বা। ইৎ। তা।

তে। সবনেষু। প্রঽবাচ্যা॥ ১৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'মহতে' (প্রকৃষ্টায়) 'বচস্যবে' (স্তুতিপরায়ণায়) 'সুন্বতে' (সুকর্ম্মকারিণে) 'কক্ষীবতে' (পাপাত্মনে) 'অর্ভাং' (ক্রমোন্নতিসাধিকাং) 'বৃচয়াং' (প্রার্থনাং, স্তোত্রমন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'অদদাঃ' (দদাসি) ত্বমিতি শেষঃ; পাপাত্মা যদি সুকর্ম্মকারী প্রার্থনাপরায়ণশ্চ ভবতি, তদা সোঽপি সুফলং লভত ইতি ভাবঃ; 'সুক্রতোঃ' (শোভনকর্ম্মপরস্য, সৎকর্ম্মকারিণঃ) 'বৃষণশ্বস্য' (পরমদানশীলস্য জনস্য ইতি যাবৎ) 'মেনা' (একান্তানুরাগিণী সহধর্ম্মিণী ইব) 'অভবঃ' (অভূঃ, সহায়কো, ভবসীতি ভাবঃ); সাধ্বী সহধর্ম্মিণী যথা একান্তেন পতিসেবাপরায়ণা ভবতি, ভগবান তথা সর্ব্বথা সৎকর্ম্মকারিণঃ শ্রেয়ো বিধায়তি ইতি ভাবঃ; 'তে' (ত্বদীয়ানি, ভগবৎসম্বন্ধযুতানি এবম্ভূতানি) 'তা' (তানি) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'সবনেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানমাত্রেষু) 'প্রবাচ্যা' (প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি, সদৈব স্মর্ত্তব্যানি ইতি ভাবঃ); ভগবৎকর্ম্মানুধ্যানেন হৃদি সত্ত্বভাবাবেশো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম - ৫১সূ - ১৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব। প্রকৃষ্ট-স্তুতিপরায়ণ সুকর্ম্মকারী পাপাত্মাকে আপনি তাহার ক্রমোন্নতিসাধক স্তোত্রমন্ত্র দান করেন; (ভাব এই যে,—পাপাত্মা যদি সুকর্ম্মকারী ও প্রার্থনাপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সেও সুফল লাভ করে); আপনি, সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, সৎকর্ম্মকারী পরমদানশীল জনের সহায় হয়েন; (ভাব এই যে,—সাধ্বী সহধর্ম্মিণী যেমন একান্তে পতিসেবা-পরায়ণ হয়েন, ভগবান্ সেইরূপ সর্ব্বথা সৎকর্ম্মকারীর শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন); ভগবানের সম্বন্ধবিশিষ্ট এবম্ভূত কর্ম্মসকলকে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান

মাত্রেই নিশ্চয়ই সদা স্মরণীয়; (ভাব এই যে,—ভগবৎকর্ম্মের অনুধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাবাবেশ হইয়া থাকে।)। (১ম—৫১সূ—১৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা। অঙ্গরাজঃ কস্মিংশ্চিদ্দিবসে স্বকীয়াভির্যোষিদ্ভিঃ সহ গঙ্গায়াং জলক্রীড়াং চক্রে। তস্মিন্ সময়ে দীর্ঘতমা নাম ঋষিঃ স্বভার্য্যয়া পুত্রভৃত্যাদিভিশ্চ দুর্ব্বলত্বাৎ কিমপি কুর্ব্বন্ন শক্নোতীতি দ্বেষেণ গঙ্গামধ্যে প্রচিক্ষিপে। স চ ঋষিঃ কেনচিৎ প্লবেনাঙ্গরাজস্য ক্রীড়াদেশং প্রতি সমাজগাম। স চ রাজা সর্ব্বজ্ঞং তমৃষিমবগত্য প্লবাদবতার্য্যৈবমবোচৎ। হে ভগবন্ মম পুত্রো নাস্তি। এষা মহিষী। অস্যাং কঞ্চিৎ পুত্রমুৎপাদয়েতি। স চ তথেত্যব্রবীৎ। সা মহিষী তু রাজানং প্রতি তথেত্যুক্ত্বায়ং বৃদ্ধতরো জুগুপ্সিতো মম যোগ্যো ন ভবতীতি বুদ্ধ্যা স্বকীয়ামুশিকসংজ্ঞাং দাসীং প্রাহৈষীৎ। তেন চ সর্ব্বজ্ঞেন ঋষিণা মন্ত্রপূতেন বারিণ্যাভ্যুক্ষিতা সতী সৈব ঋষিপত্নী বভূব। তস্যামুৎপন্নঃ কক্ষীবান্নাম ঋষিঃ। স এব রাজ্ঞঃ পুত্রোঽভূৎ। স চ বহুবিধেন রাজসূয়াদিনেজে। তস্মৈ রাজ্ঞে তৎক্রতুভির্যজ্ঞৈঃ পরিতুষ্ট ইন্দ্রো বৃচয়াখ্যাং তরুণীং যোষিতং প্রাদাৎ। অয়মর্থঃ পূর্ব্বার্দ্ধে প্রতিপাদ্যতে। হে ইন্দ্র ত্বং মহতে প্রবৃদ্ধায় বচস্যবে ত্বদীয় স্তোত্রলক্ষণং বচ আত্মন ইচ্ছতে সুন্বতে ত্বদ্দেবতাকেষু যজ্ঞেষু সোমাভিষবং কুর্ব্বতে কক্ষীবতে এতন্নাম্নে রাজ্ঞে বৃচয়াং বৃচয়াখ্যাং নির্ম্মাময়াং। যুবতিমিত্যর্থঃ। এবস্তুতাং স্ত্রিয়মদদাঃ। তথা সুক্রতো শোভনকর্ম্মন্ শোভনপ্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মন্ত্র-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহা এই;—একদিন অঙ্গরাজ আপনার পত্নীগণ সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময়, দীর্ঘতমা নামক ঋষি, দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন কর্ম্মাদি করিতে সমর্থ না হওয়ায়, আপন ভার্য্যা ও পুত্র-ভৃত্যাদি কর্তৃক হিংসায় গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। অঙ্গরাজ যেখানে জলক্রীড়া করিতেছিলেন, একখানি ভেলার সাহায্যে ঋষি সেইদিকে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা তখন, সেই ঋষিকে সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া, তাঁহাকে ভেলা হইতে অবতরণ করান এবং বলেন,—'হে ভগবন্! আমি পুত্রহীন। ইনি আমার মহিষী। ইঁহাতে আপনি পুত্র উৎপাদন করুন।' মহর্ষি দীর্ঘতমা 'তথাস্তু' বলিয়া রাজাকে আশ্বাস দিলেন। রাজমহিষীও রাজাকে 'তাহাই হউক' বলিয়া, মনে মনে কিন্তু ভাবিলেন,—'এই বৃদ্ধ ঋষি আমার যোগ্য হইবে না।' এই মনে করিয়া, তিনি তাঁহার উশিক নাম্নী দাসীকে ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ঋষি মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তাহাকে অভ্যুক্ষিত করায়, সেই দাসী ঋষিপত্নী মধ্যে গণ্য হইল। তাহার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাঁহার নাম কক্ষীবান্ ঋষি। তিনিই আবার রাজার পুত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি বহুবিধ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচয়া নাম্নী তরুণী ভার্য্যা প্রদান করেন। এতদনুসারে মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে নিম্নরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। হে ইন্দ্র! সেই প্রবৃদ্ধ, আপনার স্তোত্রমন্ত্র আপনাতে কামনা করে—এমন, এবং দেবতাত্মক যজ্ঞে সোমাভিষবকারী, কক্ষীবান্ রাজাকে আপনি বৃচয়া নাম্নী যুবতী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। হে শোভনকর্ম্মা বা শোভনপ্রজ্ঞ ইন্দ্র! আপনি বৃষণশ্ব নামক রাজার

স্বং বৃষণশ্বস্যৈতদাখ্যস্য রাজ্ঞো মেনাভবঃ। মেনা নাম কন্যকাভূঃ। তথা চ শাট্যায়নিভিঃ সুব্রহ্মণ্যামন্ত্রৈকদেশব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে। বৃষণশ্বস্য মেন ইতি বৃষণশ্বস্য মেনা ভূত্বা মঘবা কুল উপাসেতি। তাঞ্চ প্রাপ্তযৌবনাং স্বয়মেবেন্দ্রশ্চকমে। তথা চ তাণ্ডিভিরাম্নাতং। বৃষণশ্বস্য মেনা নাম দুহিতাস। তামিন্দ্রশ্চকম ইতি। অত উক্তরূপাণি যানি কর্ম্মাণি ত্বয়া কৃতানি তে ত্বদীয়ানি তা তানি বিশ্বেৎ সর্ব্বাণ্যেব সবনেষু যজ্ঞেষু প্রবাচ্যা। প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি। স্তুতিভিঃ স্তোতব্যানীত্যর্থঃ।

মহতে। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বচশুবে। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যপ্রত্যয়ঃ। কক্ষীবতে। অশ্ববন্ধনহেতবো রজ্জবঃ কক্ষ্যাঃ। কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবানিতি যাস্কঃ। আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ কক্ষীবদিতি সম্প্রসারণং মতুপো বত্বং সংজ্ঞায়াং নিপাত্যতে। মেনেতি স্ত্রীনাম। মেনা গ্না ইতি পাঠাৎ। মন্ জ্ঞানে। মন্যতে গৃহকৃত্যং জানাতীতি মেনা। পচাদ্যচ্। নশিমন্যোরলিট্যেত্বং বক্তব্যং। পা০ ৬।৪।১২০।৫। ইত্যেৎ্বং। বৃষাদির্দ্রষ্টব্যঃ। মেনা মানয়ন্ত্যেনা ইতি যাস্কঃ। নি০ ৩।২১। সবনেষু। সবনমিতি যজ্ঞনাম। স্বয়তেঽভিষূয়ত এষ্বিত্যধিকরণে লুট। প্রবাচ্যা। বচ পরিভাষণে। ণ্যতি যজয়াচরুচ-প্রবচর্চশ্চ। পা০ ৭।৩।৬৬। ইতি কুত্বাভাবঃ। তিৎস্বরিতে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম ৫১সূ—১৩ঋ)।

মেনা নাম্নী কন্যা হইয়াছিলেন। শাট্যায়ন-গণের সুব্রহ্মণ্য মন্ত্রের একাংশের ব্যাখ্যান-রূপ ব্রাহ্মণে এইরূপ কথিত আছে 'বৃষণশ্বস্য মেন' ইত্যাদি; বৃষণশ্বের মেনা হইয়া মঘবান্ ইন্দ্র সেই কুল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাপ্তযৌবনা মেনাকে ইন্দ্র প্রাপ্ত হয়েন;—তাণ্ডাগণও এইরূপই বলিয়া থাকেন। বৃষণশ্বের মেনা নামক কন্যা হয়; ইন্দ্র তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব উক্তবিধ যে সকল কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন, হে ইন্দ্র! সেই সকল কার্য্য আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞকার্য্যে প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য এবং স্তুতিমন্ত্রে স্তব করাও বিধেয়।

মহতে। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। বচস্যবে। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' নিয়মে অচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'ক্যাচ্ছন্দসি' বিধানানুসারে অ-প্রত্যয়। কক্ষীবতে। অশ্ববন্ধনহেতু রজ্জুসমূহকে 'কক্ষ্যাঃ' কহে। যাস্কের মতে কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবান্—এই দ্বিবিধ পর্য্যায়। 'আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ'—এই নিয়মে সম্প্রসারণ, এবং 'মতুপো বত্বং'- এই সংজ্ঞানুসারে নিপাতনে সিদ্ধ। মেনাগ্না এইরূপ পাঠ-হেতু মেনা-পদ স্ত্রীবাচক। জ্ঞানার্থক 'মন্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। মন্যতে অর্থাৎ গৃহকৃত্য জানে—এই অর্থে মেনা পদ সিদ্ধ। পচাদিগণীয় মধ্যে পঠিত হওয়ায় 'নশিমন্যোরলিট্যেত্বং বক্তব্যং' (পা০ ৬।৪।১২০।৫) এই সূত্রানুসারে 'মন্' ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়। বৃষাদি দ্রষ্টব্য। যাস্ক বলেন,—'মেনা মানয়ন্ত্যেনা' (নি০ ৩।২১)। সবনেষু। যজ্ঞনামের মধ্যে সবন শব্দ পঠিত হয়। অভিষুত করে ইহাদিগকে - এই বাক্যে অধিকরণে লুট। প্রবাচ্যা। বচ্ ধাতু পরিভাষণার্থজ্ঞাপক। 'ণ্যতি যজয়াচরুচপ্রবচর্চশ্চ' (পা০ ৭।৩।৬৬) এই সূত্রানুসারে কুত্বের অভাব। তিৎস্বরিতত্ব-প্রাপ্তি হেতু ব্যত্যয়ে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়-হেতু উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। (১ম—৫১সূ—১৩ঋ)।

ত্রয়োদশ (৬১১) ঋকের বিশদার্থ।

সমুদ্র-মন্থনে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল; আবার সমুদ্র-মন্থনে অমৃতও উঠিয়াছিল। বেদমন্ত্র-রূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া, কেহ বা হলাহল প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা অমৃতলাভ করিয়াছেন। অদৃষ্টক্রমে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে,—আমরাই অমৃত লাভ করিতেছি—বেদের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করিতে সমর্থ হইতেছি; আর অপরে বিভ্রান্ত হইয়া, হলাহলের অধিকারী হইয়াছেন। ভ্রম-প্রমাদ মানুষে অপরিহার্য্য। সুতরাং পদে পদেই ত্রুটির আশঙ্কা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। তবে জ্ঞানবিশ্বাস-মতে একটা নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া আমরা যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি; এবং আনন্দের বিষয়, তাহারই মধ্যে সর্ব্বত্র এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি।

এই যে একপঞ্চাশৎ সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্, এতৎসম্বন্ধে কতই উপাখ্যানের প্রচার দেখিতে পাই. সায়ণের ভাষ্য উপাখ্যানে মণ্ডিত হইয়া আছে। সে সকল উপাখ্যানের আবার রকমই বা কি? গোলযোগই বা কত! ঋকের প্রথম পাদে 'অর্ভাং' 'কক্ষীবতে' আর 'বৃচয়াং' এই তিনটী সমস্যামূলক পদ আছে। ঐ তিন পদ হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছে— ইন্দ্র কক্ষীবানকে বৃচয়া নাম্নী একটী যুবতী স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। কক্ষীবানের কাহিনী পূর্ব্বে আমরা একবার বিবৃত করিয়াছি। * এখানে আবার তাঁহার সহিত 'বৃচয়া' আসিয়া যোগ দিলেন। অধিকন্তু সেই বৃচয়া' আবার 'অর্ভাং' বলিয়া পরিচিত হইলেন। কিন্তু বৃচয়া নাম্নী কোনও যুবতীর সহিত কক্ষীবানের যে পরিণয় হইয়াছিল, সে পরিচয় পুরাণে কোথাও পাওয়া যায় নাই,—অন্ততঃ আমাদিগের দৃষ্টিতে তাহা পড়ে নাই। সায়ণও ঐ বৃচয়ার আখ্যায়িকা যে কোথায় পাইয়াছেন, তাহাও

---

* এই মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকের "কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ" বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় কক্ষীবান্ পদের অর্থ লক্ষ্য করুন। (মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত এই ঋগ্বেদ-সংহিতার ৯০৬ হইতে ৯১১ পৃষ্ঠা দেখুন)।

কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই। মহাভারতে, বায়ুপুরাণে এবং মৎস্যপুরাণে কক্ষীবানের যে গল্প আছে, তাহাতে কলিঙ্গদেশের রাজার দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে কক্ষীবানের জন্ম হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এখানে সায়ণ-ভাষ্যে প্রকাশ,—'অঙ্গরাজ (কলিঙ্গ-রাজ নহেন) দীর্ঘতমা ঋষিকে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট আপন মহিষীকে পাঠাইতে চাহেন।' যাহা হউক, এ সকল বিসদৃশ ব্যাপার বেদের অঙ্গে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে এবং বেদার্থেও এ ভাব অধ্যাহৃত হয় না। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কেন যে আমাদিগের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ হইল, তাহার কারণ-পরম্পরা উল্লেখ করিতেছি। প্রথম 'অর্ভাং' পদ। ঐ পদে যুবতী স্ত্রী দানের প্রসঙ্গ কষ্টকল্পনা মাত্র। ধাত্বর্থানুসারে ঐ পদে ক্ষুদ্র হইতে ক্রমবৃদ্ধির ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রমোন্নতি-সাধনের দ্বারা, পরিতাপী পাপী যে ক্রমে ক্রমে ভগবৎপাদাঙ্কে উপনীত হইতে পারে, ঐ পদে সেই লক্ষ্য দেখিতে পাই। তাই উহার প্রতিবাক্যে 'ক্রমোন্নতিসাধিকাং' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর, 'বৃচয়াং' পদ। 'বৃচ' ধাতুর অর্থ প্রার্থনা। ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন 'বৃচয়াং' পদে প্রার্থনা বা স্তুতি বুঝায়। শ্রেয়সাধিকা প্রার্থনা-পদ্ধতি (স্তোত্রমন্ত্র) ভগবান্ হইতে পাওয়া যায়। "অর্ভাং বৃচয়াং" পদ-দ্বয়ে এই ভাব পরিব্যক্ত। 'কক্ষীবান্' পদে যে পাপাত্মাকে বুঝায়, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 'কক্ষীবৎ' শব্দের চতুর্থীতে 'কক্ষীবতে' পদ নিষ্পন্ন। এক্ষণে, 'অর্ভাং' 'বৃচয়াং' ও 'কক্ষীবতে' এই পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। কক্ষীবানকে বা পাপাত্মাকে ভগবান্ কি প্রদান করেন ? প্রদান করেন—'অর্ভাং বৃচয়াং' অর্থাৎ ক্রমোন্নতি-সাধিকা প্রার্থনা-পদ্ধতি। কখন ?—সে যখন ভগবানের দ্বারে করুণার প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়। প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করেন না; কেন-না, তিনি 'অপ্রতিস্কুতঃ' অর্থাৎ না-প্রতিশব্দরহিত। এই মণ্ডলেরই সপ্তম সূক্তের অষ্টম ঋকে তাঁহার এই বিশেষণ দেখিয়াছি। প্রার্থী হইলে, তিনি সে প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করেন। "অর্ভাং বৃচয়াং অদদাঃ" পদত্রয়ে ভগবানের সেই মহত্ত্বের বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে তার পর দেখুন—সেই কক্ষীবান্ কেমন ? "কক্ষীবতে মহতে বচস্যবে

সুন্বতে।” সেই কক্ষীবান্ (পাপাত্মা) এখন প্রকৃষ্টস্তুতিপরায়ণ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী হইয়াছে। সুতরাং পাপাত্মা হইয়াও সে যে এখন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর সংশয় আছে কি? ফলতঃ, ভগবদারাধনার ফলে, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা, পাপীও যে পরাগতি লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে, মন্ত্রাংশের (এই ঋকের প্রথম পাদে) তাহাই প্রখ্যাত দেখিতেছি।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ('সুক্রতোঃ বৃষণশ্বস্য মেনা অভবঃ' পদ-চতুষ্টয়ের) ভাব পরিগ্রহ করুন। 'সুক্রতো' পদকে দুই ভাবে গ্রহণ করা যায়। উহাকে ইন্দ্রদেবের সম্বোধন বলিয়াও মনে করিতে পারি; আবার সন্ধিসূত্রে উহার বিসর্গ লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ উহার আদি-রূপ 'সুক্রতোঃ' ধরিয়া উহাকে 'বৃষণশ্বস্য' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টও বলা যাইতে পারে। আমরা সেই পথই পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাবার্থ পরিস্ফুটই হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী, যাঁহারা পরমদানশীল, যাঁহাদিগের সকল কর্ম্মই পরার্থে ভগবৎ প্রয়োজন-সিদ্ধিক র নিয়োজিত হয়; ভগবান তাঁহাদিগের প্রধান সহায় হইয়া থাকেন এখানে 'মেনা' পদে উপমায় ভাব পরিব্যক্ত। সাধ্বী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী যেমন একান্তে পতির সহায়তা করেন, উপমায় যাহার অধিক সহায়তার বিষয় আর ব্যক্ত হইবার নহে; ভগবান্ তেমনই ভাবে সৎকর্ম্মকারী পরার্থে উৎসৃষ্টপ্রাণ জনের সহায় হইয়া থাকেন। 'মানুষ! তুমি সৎকর্ম্মপর পরসেবাব্রত হও; ভগবান্ তোমাকে অশেষ প্রকারে সহায়তা করিবেন।' গূঢ়ভাবে এবম্প্রকার উদ্বোধনার ভাব-সহ মন্ত্রে ভগবম্মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই এই মন্ত্রাংশ হইতে অধ্যাহৃত হয়।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশ ('তে তা বিশ্বা ইৎ সবনেষু প্রবাচ্যা' পদ কয়েকটী) সর্ব্বথা অনুস্মরণীয়। কীর্ত্তনে অনুধ্যানে যে তদ্ভাবে ভাবান্বিত হওয়া যায়, ইহাই এখানকার মুখ্য লক্ষ্য। তোমার প্রতি সবনে—প্রত্যেক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, ভগবানের করুণার বিষয় স্মরণ কর। তাহাতে প্রাণে শক্তি ও সাহস প্রাপ্ত হইবে। ফলে, সুকর্ম্মও সুসম্পাদিত হইয়া আসিবে। সেই অনুস্মরণেই হৃদয়ে সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠে। সত্ত্বভাবা-বেশেই পরাগতি প্রাপ্তি ঘটে। এ পক্ষে এ অংশের উপদেশ এই যে,—

'মানুষ! তুমি সদাকাল তোমার সকল কর্ম্মে ভগবন্মহিমা অনুধ্যান কর; আশাতীত শুভফল প্রাপ্ত হইবে।'

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের তিনটী অংশে উপদেশ আছে,—'জীব! পাপী বলিয়া তুমি হতাশ হইও না। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর হও। ভগবান্ তোমার সদিচ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার অনুধ্যান অনুসরণই তোমার শ্রেয়ঃসাধক।' (১ম—৫১সূ—১৩ঋ) ॥

— * —

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে পজ্রেষু

স্তোমো দুর্যো ন যূপঃ।

অশ্বযুর্গব্যু রথযুর্ব্বসূয়ুরিন্দ্র ইদ্রায়ঃ

ক্ষয়তি প্রযন্তা ॥ ১৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রঃ। অশ্রায়ি। সুধ্যঃ। নিরেকে। পজ্রেষু।

স্তোমঃ। দুর্যঃ। ন। যূপঃ।

অশ্বযুঃ। গব্যুঃ। রথযুঃ। বসুয়ুঃ। ইন্দ্রঃ। ইৎ। রায়ঃ।

ক্ষয়তি। প্রযন্তা ॥ ১৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'সুধ্বঃ' (সুধিয়ঃ, সৎকর্ম্মকারিণঃ) 'নিরেকে' (নৈর্দ্ধন্যে, আশ্রয়শূন্যে, নিরাশ্রয়াবস্থায়াং) 'অশ্রায়ি' (সেবতে, আশ্রয়ং দদাতি); 'পজ্রেষু' (ভগবৎ-পাদানুগতেষু জনেষু, সাধকেষু, তেষাং হৃদ ইতি ভাবঃ) 'দুর্য্যো ন যূপঃ' (দ্বারস্থিতঃ স্থূণা ইব, সুরক্ষিতো জয়স্তম্ভ ইব, যথা যজ্ঞদ্বারে যূপকাষ্ঠ ইব) 'স্তোমঃ' (স্তুতিমন্ত্রঃ) নিশ্চলং তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ; 'রায় প্রযন্তা' (পরমধনস্য প্রকৃষ্টদাতা) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) প্রার্থনাপরায়ণেভ্যো জনেভ্যঃ 'অশ্বযুঃ' (ব্যাপ্তিরিচ্ছন্) গব্যুঃ' (জ্ঞানানীচ্ছন্) 'রথযুঃ' (পরিত্রাণোপায়ানিচ্ছন্) 'বসূযুঃ' (বসূনীচ্ছন্, সর্ব্বাণি ধনানি প্রদাতুং ইচ্ছন্) 'ইৎ' (নিরন্তরং, অবিচলিতং) 'ক্ষয়তি' (বর্ত্ততে, চিরবিদ্যমানো ভবতি)। নিরাশ্রয়স্য আশ্রয়ভূতঃ সাধকস্য পরমধনপ্রদাতা সঃ ভগবান্ প্রার্থিনঃ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বিধাস্যতি—ইতি ভাবঃ। (১ম ৫১সূ—১৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সৎকর্ম্মকারী সুধিগণকে নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দান করেন। ভগবৎপদাঙ্কানুসারী সাধকগণের হৃদয়ে তাঁহার স্তুত-মন্ত্র, দ্বারস্থিত স্থূণার ন্যায় (সিংহদ্বারে বিজয়-স্তম্ভের ন্যায়, অথবা যজ্ঞদ্বারে যূপকাষ্ঠের ন্যায়) অবিচলিত-ভাবে অবস্থিত করে। পরমধন-প্রদাতা ভগবান্ ইন্দ্রদেব, প্রার্থনাপরায়ণ জনগণকে ব্যাপ্তিদানে (অনিমাদি ঐশ্বর্য্যদানে) ইচ্ছুক হইয়া, জ্ঞানদানে ইচ্ছুক হইয়া, পরিত্রাণোপায়দানে ইচ্ছুক হইয়া, এবং সকল প্রকার ধন-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া, অবিচলিত-ভাবে চিরবিদ্যমান আছেন। (ভাব এই যে,—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-স্থান, সাধকের পরমধনপ্রদাতা সেই ভগবান্, প্রার্থিগণের সকল প্রকার শ্রেয়ো-বিধান করিয়া থাকেন।) (১ম—৫১সূ—১৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রো দেবঃ সুধ্বঃ শোভনকর্ম্মণো যজমানান্ শোভনপ্রজ্ঞান্ বা নিরেকে নৈর্দ্ধন্যে নিমিত্তভূতে সতি তান্ রক্ষিতুমশ্রায়ি। অসেবিষ্ট। পজ্রেষু। পজ্রা ইত্যাঙ্গিরসামাখ্যা। তথা চ শাট্যায়নিভিরাম্নাতং। পজ্রা বা আঙ্গিরসঃ পশুকামাস্তপোঽতপ্যন্তেতি। যেষু যজমানেষ্বাঙ্গিরঃসু

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রদেব শোভনকর্ম্মা বা শোভনপ্রাজ্ঞবিশিষ্ট যজমানগণের ধননিমিত্তভূত হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অঙ্গিরস-পজ্রা অভিধায়ে আখ্যাত হন। শাট্যায়নগণও তাহাই বলিয়া থাকেন। পজ্রা অথবা আঙ্গিরস পশুকামী হইয়া তপ করিয়াছিলেন। যে অঙ্গিরসের

স্তোমঃ স্তোত্রেং নিশ্চলং তিষ্ঠতি। দুর্য্যো ন যূপঃ। দ্বারি নিখাতা স্থূণেব। তান সুধা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তস্মাদিদানীমপি রায়ঃ প্রযন্তা ধনস্য দাতেন্দ্র ইৎ। ইন্দ্র এব যজমানানাং দাতুমশ্বযুরশ্বানিচ্ছন্ তথা গব্যুর্গোইচ্ছন রথযুরথানিচ্ছন বসূযুরেবমন্যদপি ধনমস্তি তদপীচ্ছন ক্ষয়ন্তি। বর্ত্ততে।

অশ্রায়ি। শ্রিঞ্ সেবায়াং। কর্ম্মণি লুঙি বাহুলকেন চ্লেশ্চিণাদেশঃ। সুধা। ধীরিতি কর্ম্মনাম। শোভনা ধীর্যেষাং। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং শসি ছন্দস্যুভয়থা। পা ৬।৪।৮৬। ইতি যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। নিরেকে। নিতরাং রেচনং নিরেকঃ। রিচির্ বিরেচনে। ভাবে ঘঞ্। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। দুর্য্যঃ। দুরে ভব দুর্য্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যূপঃ। যু মিশ্রণে। যুবতে যুজ্যতেঽস্মিন্নিতি যূপঃ। কুযুভ্যাঞ্চ। উ০ ৩।২৭। ইতি পপ্রত্যয়ঃ। দীর্ঘ ইত্যনুবৃত্তে দীর্ঘত্বং। সুশুভ্যাং নিচ্চেত্যনুবৃত্তাবাদ্যুদাত্তত্বং। অশ্বযুঃ। যজমানেভ্যোঽশ্বানিচ্ছন্। ছন্দসি পরেচ্ছায়া-মিতি ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বদীর্ঘয়োর্নিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিত্যাত্বং তু ছান্দসত্বান্ন ভবতি। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। এবমুত্তরত্রাপি। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। গব্যুরিত্যত্র বান্তো যি প্রত্যয়ে

উচ্চারিত স্তোত্র যজমানগণের সম্বন্ধে নিশ্চল থাকে (অব্যর্থ হয়)। 'দুর্য্যো ন যূপঃ' অর্থাৎ, দ্বারে প্রোথিত স্থূণার ন্যায়। তাহাদিগকে 'সুধাঃ' প্রভৃতি পূর্ব্বের সহিত অন্বিত। অতএব, ইদানীং ধনপ্রদাতা ইন্দ্রদেব অশ্বলাভেচ্ছু যজমানকে অশ্ব, গো-লাভেচ্ছু যজমানকে গো, এবং রথলাভেচ্ছু যজমানকে রথ এবং অন্যান্য ধনাকাঙ্ক্ষীদিগকে অন্যবিধ ধনসমূহ প্রদানের অভিলাষী হইয়া বিদ্যমান আছেন।

অশ্রায়ি। 'শ্রিঞ্' ধাতু সেবার্থবোধক। কর্ম্মবাচ্য লুঙ্ বিভক্তির বাহুলো চ্লি স্থানে চিণ আদেশ হইয়াছে। সুধা। ধী প্রভৃতি কর্ম্মনামের অন্তর্গত। শোভনা ধী যাহাদের—এই ব্যাসবাক্যে 'নঞ্‌সুভ্যাং' নিয়মানুসারে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শসি ছন্দস্যুভয়থা' (পা০ ৬।৪।৮৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে যণাদেশ এবং 'উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণ' নিয়মানুসারে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নিরেকে। সর্ব্বদা রেচন হয়—এই অর্থে নিরেকে পদ সিদ্ধ। বিরেচনার্থে 'রিচির্' শব্দের উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়। থাথাদিত্ব-হেতু উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। দুর্য্যঃ। দুরে হও এই অর্থে প্রযুক্ত। 'ভবে ছন্দসি' নিয়মে যৎ এবং 'যতোঽনাব' নিয়মে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। যূপঃ। মিশ্রণার্থক যু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে যোজনা করে এই অর্থে যূপঃ পদ সিদ্ধ। 'কুযুভ্যাঞ্চ' (উ০ ৩।২৭) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে প-প্রত্যয়। 'দীর্ঘ ইতি' অনুবৃত্ত-হেতু দীর্ঘত্ব এবং 'সুশুভ্যাং নিচ্চ'—এই অনুবৃত্তিবশতঃ আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। অশ্বযুঃ। যজমান হইতে অশ্ব ইচ্ছা করেন, এই অর্থে অশ্বযুঃ পদ প্রযুক্ত। 'ছন্দসি পরেচ্ছায়াং'—এই নিয়মে ক্যচ্। 'ন ছন্দস্যপুত্রস্য'—এই নিয়মে ইত্বের দীর্ঘ প্রতিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিত্য-হেতু আত্ব হইলেও ছান্দস-প্রযুক্ত তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'ক্যাচ্ছন্দসি' নিয়মে উ প্রত্যয় হইয়াছে। পরবর্ত্তী পদসমূহেও এই নিয়ম অব্যাহত। এই সকল স্থলে বিশেষ বোধ। গব্যুঃ। এস্থলে 'বান্তো যি প্রত্যয়ে' এই

ইত্যাবাদেশঃ। যাস্কস্থেবং ব্যাচষ্টে। ইদং যুরিদং কাময়মানোহপাপি তদ্বদর্থে ভাষ্যতে। বস্বয়ুরিন্দ্রো বসুমানিত্যর্থঃ। অশ্বয়ুর্গব্যু রথযুর্বস্বযুরিত্যাপ নিগমো ভবতি। নি. ৬৩১। ইতি। ক্ষিতি। ক্ষি ক্ষয়ে। ভৌবাদিকঃ। প্রযন্তা। যম উপরমে। তৃচোকাচ ইতীট্ প্রতিষেধঃ। চিত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম - ৫১সূ - ১৪ঋ)।

• • •

চতুর্দ্দশ (৬১২) ঋকের বিশদার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটিকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণও সেই ভাবেই বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বিভিন্ন-রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে—'ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে' পদচতুষ্টয়ে, যে ভাব ব্যক্ত হয়, তৎসম্বন্ধে প্রায়ই মতাবরোধ দেখিতে পাই না। 'নিরাশ্রয় সুধিগণকে ইন্দ্রদেব আশ্রয় দান করেন'—সকল ব্যাখ্যাতেই প্রায় এই ভাব পরিব্যক্ত। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—"পজ্রেষু স্তোমো দুর্য্যো ন যূপঃ" বাক্যাংশ লইয়া। 'পজ্রেষু' পদে, অবশ্য সায়ণেরই অনুসরণে, সকলেই 'অঙ্গিরঃসু' অর্থাৎ অঙ্গিরা ঋষি প্রভৃতিতে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"অঙ্গিরা প্রভৃতি যজমান সকলের ইন্দ্রস্তব, দ্বারস্থিত যূপের ন্যায় স্থির।" কেহ বা 'পজ্রেষু' পদে 'পজ্রদিগের' প্রতিবাক্য গ্রহণ করেন; তাঁহারা অঙ্গিরাদির সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। তার পর, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে ("অশ্বয়ুর্গব্যু" হইতে "প্রযন্তা" পর্য্যন্ত অংশে) প্রায় সকলেই নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন যে,—"ধনদাতা ইন্দ্র (যজমানদিগের জন্য) অশ্ব ইচ্ছা করেন, গো ইচ্ছা করেন, রথ ইচ্ছা করেন, এবং অন্য ধন ইচ্ছা করিয়া অবস্থিতি করেন।" এই প্রকার

নিয়মে অব আদেশ। যাস্কও এতদ্বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কাময়মান, অতএব তদ্বৎ অর্থে প্রযুক্ত। 'বস্যু' পদে বসুমান ইন্দ্র অর্থ প্রতিপাদিত হয়। এতদ্বিষয়ে নিরুক্ত হয়; যথা 'অশ্বয়ুর্গব্যু রথযুর্বস্বয়ুরিত্যাপ নিগমো ভবতি' (নি০ ৬৩০)। ক্ষয়তি। ক্ষি ধাতু ক্ষয়ার্থ-বোধক। ভৌবাদিক হেতু শঃ-প্রত্যয়। প্রযন্তা। উপরমার্থক যম ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তৃচোকাচ'-এই নিয়মে ইট প্রতিষেধ। 'চিতঃ' এই বিধানানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত। কৃৎ প্রত্যয় হেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১৪ঋ)।

• • •

অর্থ যে অন্য হুত হয় না, তাহা আমরা বলি না। যাঁহারা ঘোড়া, গোরু, গাড়ী ও অর্থাদিকেই সার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা তো সেই ভাবই দ্যোতনা করিবে। বেদবাণী সকলের সকল প্রকার কামনাই পূরণ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এখন আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্পর্কে দুই এক কথা আলোচনা করিতেছি। যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা কখনই নিরাশ্রয় নহেন। সাধারণ সংসারীর দৃষ্টিতে তাঁহারা যদি কখনও নিরাশ্রয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা নিরর্থক। কেন না, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদিগের আশ্রয়-স্থানীয় হইয়া আছেন। ভগবান্ যাঁহাদিগের আশ্রয়, তাঁহারা কি কখনও নিরাশ্রয় হন? মন্ত্রের প্রথমাংশ এই ভাব প্রকাশ করিতেছে; উপদেশ দিতেছে,—'মানুষ! সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; সুবুদ্ধিসম্পন্ন হও; নিরাশ্রয় হইলেও, ভগবান্ তোমার আশ্রয় হইবেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ, আমরা মনে করি, পূর্ব্ব-মন্ত্রের (ত্রয়োদশ খাকের) অনুবৃত্তি বা বিশ্লেষণ। পূর্ব্ব-মন্ত্রে ভগবৎপরায়ণ সাধুজনের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সুকর্ম্মকারী প্রার্থনাপরায়ণ জনের প্রতি ভগবান্ কেমন ভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, সেখানে তাহা পরিব্যক্ত আছে। ভগবানের স্তুতি-মন্ত্র উচ্চারণ বা ভগবানের প্রার্থনা, তাঁহাদিগের সকল বিপদ পরিত্রাণের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ। এখানে বলা হইতেছে,—সেই অস্ত্রের বা সেই মহামন্ত্রের অধিকারী হন কাহারা? যাঁহারা 'পজ্র' অর্থাৎ ভগবৎ-পাদানুগত, তাঁহারাই প্রকৃষ্ট স্তোত্রমন্ত্রের অধিকারী হইয়া থাকেন। 'পজ্রেষু' পদে আমরা পজ্রগণ বা অঙ্গিরস প্রভৃতি ঋষিগণ অর্থ গ্রহণ করিলাম না। সে অর্থ স্বীকার করিলেও, ভগবৎপদাঙ্কানুসারী এবং কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ সেই ঋষিগণকে মনে করার আবশ্যক হইত। আমরা 'পজ্জ' এই প্রাকৃত শব্দের মূল বলিয়া 'পজ্র' পদকে নির্দ্দেশ করি। তদনুসারে ঐ পদে পাদোৎপন্ন, পাদানুগত বা সেবাপরায়ণ ভাব প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের প্রথমাংশে যে নিরাশ্রয়কে ভগবান্ আশ্রয় দেন বলা হইয়াছে, এখানে 'পজ্রেষু' পদে সেইরূপ আশ্রয়-প্রাপ্ত জনেরই প্রতি লক্ষ্য আসে। ভগবৎপদাশ্রিত ভগবৎ-সেবাপরায়ণ তদ্রূপ জনের

(পজ্রেষু) নিকটই প্রকৃত-স্তোত্রমন্ত্র দৃঢ় অবিচলিত-ভাবে বিদ্যমান থাকে। ভগবৎপরায়ণ সাধুগণই ভগবানের উপাসনার উপযোগী স্তোত্রাদি প্রাপ্ত হন এবং তদ্দ্বারা ইষ্টফল লাভ করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি, এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত।

মন্ত্রের শেষাংশ-সম্বন্ধে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই সে ভাব পরিব্যক্ত। মানুষের চরম ও পরম আকাঙ্ক্ষা কি? সে চায়—অবিনশ্বর অফুরন্ত পরমধন। সে চায়—অজ্ঞানান্ধকারনাশক জ্ঞানরূপ ধন। সে চায়—ব্যাপ্তিরূপে সর্ব্বময়ে মিশিয়া থাকিতে। সে চায়—পরিত্রাণোপযোগী রথ। সে চায়—সকল ধনের সার ধন সর্ব্বেশ্বরের সংহতি-লাভ। সে চায়—'অশ্বযুঃ', 'গব্যুঃ', 'রথযুঃ', 'বসূযঃ'। এ ধন (বসু)—টাকাকড়ি নয়; এ রথ—গোরু-ঘোড়ার গাড়ী নয়; এ গো—গোরু নয়; এ অশ্ব—ঘোড়া নয়। ধন—এখানে সৎকর্ম্ম; রথ—এখানে নির্ম্মল অন্তঃকরণ; গো—এখানে জ্ঞানকিরণ; অশ্ব—এখানে ব্যাপ্তিরূপে সম্মিলন। শেষের দিক হইতে ঐ পদচতুষ্টয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে,—কি ধন পাইয়া, কি উপায়ে, জ্ঞানকিরণলাভে, ব্যাপ্তিময়ের সহিত মিশিতে পারিবে, তাহাই উপলব্ধ হয়। পরমজ্ঞানী সাধকের ইহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যই এখানে প্রখ্যাত দেখি। (১ম—৫১সূ—১৪ঋ)।

—•—

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একপঞ্চাশৎ সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।

অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ স্মৎ সূরিভিস্তব

শর্ম্মন্ৎস্যাম ॥ ১৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ইদং। নমঃ। বৃষভায়। স্বহরাজে। সত্যহশুষ্মায়। তবসে। অবাচি।

অস্মিন্। ইন্দ্র। বৃজনে। সর্ব্বহবীরাঃ। স্মৎ। সূরিহভিঃ। তব।

শর্ম্মন্ স্যাম॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' (অস্মদুচ্চারিতং) 'নমঃ' (স্তোত্রং) 'বৃষভায়' (অভীষ্টসাধকায়) 'স্বরাজে' (স্বতেজসা দীপ্যমানায়, স্বপ্রকাশশীলায়) 'সত্যশুষ্মায়' (অবিতথবলযুক্তায়, অমিতশক্তিসম্পন্নায়) 'তবসে' (প্রবৃদ্ধায়, শ্রেষ্ঠায় - দেবায় ভগবতে ইতি যাবৎ) 'অবাচি' (অস্মাভিঃ প্রাযোজি, প্রযুক্তং মিলিতং বা ভবতু ইতি ভাবঃ); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব)! 'অস্মিন্' (নিত্যসজ্যটিতে) 'বৃজনে' (সংসার-সংগ্রামে, রিপুশত্রুণা সহ দ্বন্দ্বে) বয়ং 'সর্ব্ববীরাঃ' (সকলশত্রুদমনসমর্থাঃ - ভূত্বা ইতি যাবৎ) 'তব' (ত্বয়া নির্দ্দিষ্টে) 'শর্ম্মন্' (শর্ম্মণি, শরণে, আশ্রয়ে) 'সূরিভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ সহ) 'স্মৎ' (সুষ্ঠু, সুখেন) 'স্যাম' (নিবসেম)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং স্তুতিমন্ত্রঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু, অপিচ বয়ং সকলশত্রুনাশসমর্থাঃ জ্ঞানিভিঃ সহ বাসযোগ্যা ভবেম॥ (১ম ৫১সূ - ১৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের উচ্চারিত এই স্তোত্র, সেই অভীষ্টপূরক, স্বপ্রকাশশীল, অমিতশক্তিসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ ভগবানে মিলিত হউক; হে ভগবান্ ইন্দ্রদেব! নিত্যসজ্যটিত এই সংসার-সমরে (রিপুশত্রুগণের সহিত দ্বন্দ্বে) আমরা সকল প্রকার শত্রুদমনে সমর্থ হইয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ে জ্ঞানিগণের সহিত যেন সুখে বাস করিতে পারি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের স্তুতিমন্ত্র আপনাকে প্রাপ্ত হউক, আর আমরা যেন সকল শত্রুনাশে সমর্থ হইয়া জ্ঞানিগণের সহিত বাসের যোগ্য হইতে পারি।)। (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইদং পুরোবর্ত্তি নমঃ স্তুতিলক্ষণং বচো হে ইন্দ্র তুভ্যমবাচি। অস্মাভিঃ প্রযোজি। কীদৃশায়। বৃষভায়। বর্ষণশীলায়। স্বরাজে। স্বকীয়েন তেজসা রাজমানায়। সত্যশুষ্মায়। শুষ্মমিতি বলনাম। শত্রূণাং শোষকত্বাৎ। অবিতথবলযুক্তায়। তবসে। অত্যন্তং প্রবৃদ্ধায়। যস্মাদেবং তস্মাদস্মিন্ বৃজনে বর্জ্জনবতি সংগ্রামে সর্ব্ববীরাঃ। বিশেষেণেরয়-ত্যমিত্রানিতি বীরা ভটাঃ। তাদৃশৈঃ সর্ব্বৈর্ভটৈরুপেতা বয়ং। স্মদিতি নিপাতঃ সুশব্দার্থঃ। তব স্মৎ শর্ম্মন্ স্বশা সন্তে শোভনে গৃহে সূরিভির্ব্বিদ্বদ্ভিঃ পুত্রাদিভিঃ সহ স্যাম। ভবেম। নিবসেমেত্যর্থঃ। যদ্বা স্মৎসদ্ধিনি শোভনে যজ্ঞগৃহে সূরিভির্ব্বিদ্বদ্ভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ স্যাম। শর্ম্মেতি গৃহনাম। শর্ম্মবর্ম্মেতি পঠিতত্বাৎ।

স্বরাজে। রাজৃ দীপ্তৌ। সৎসূদ্বিষেতি ক্বিপ্। সত্যশুষ্মায়। সত্যং শুষ্মং বলং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তবসে। তবতিঃ সৌত্রো ধাতুঃ অস্মাদৌণাদিকোঽসি-প্রত্যয়ঃ। বৃজনে। বৃজী বর্জনে। কৄপৃবৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ। উ০ ২।৭৯। ইতি ক্যুঃ প্রত্যয়ঃ। শর্ম্মন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোরিতি নলোপপ্রতিষেধঃ। স্যাম। নশ্ছব্যতি সংহিতায়াং সকারস্য ধুড়াগমঃ। খরি চেতি চর্ত্বং। চয়ো দ্বিতীয়াঃ শরি পৌষ্করসাদেরিতি সকারস্য থকারঃ॥ (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে একাদশো বর্গঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুরোবর্ত্তী স্তুতিলক্ষণযুক্ত বাক্য, হে ইন্দ্র আমরা আপনার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতেছি। কিরূপ ইন্দ্র? বর্ষণশীল, স্বকীয় তেজ দ্বারা দীপ্তিমান্, সত্যশুষ্ম। শুষ্মপদ বল নামের মধ্যে পঠিত হয়। শত্রুগণের শোষকত্ব-হেতু অপ্রতিহত বলযুক্ত। অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ। যেহেতু ইন্দ্রদেব এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, সেই হেতু এই সংগ্রামে বিশেষরূপে অমিত্রস্থানীয় শত্রুকর্ত্তৃক ভীতিযুক্ত আমরা আপনার শোভনগৃহে পুত্রাদি সহ বাস করিব, অথবা আপনার সম্বন্ধি শোভন যজ্ঞগৃহে বিদ্বান্ ঋত্বিক্-গণের সহিত অবস্থান করিব। শর্ম্ম বর্ম্ম প্রভৃতি রূপ পঠিত হয় বলিয়া শর্ম্মন্ পদ গৃহনাম-বাচক।

স্বরাজে। দীপ্ত্যর্থক রাজ্-ধাতুর উত্তর 'সৎস্, দ্বিষ' ইত্যাদি বাক্যে ক্বিপ্ প্রত্যয়। সত্য-শুষ্মায়। সত্য শুষ্ম বল যাহার—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। তবসে। 'তবতিঃ সৌত্রো ধাতুঃ' এই হেতু ঔণাদিক অসি (অস্) প্রত্যয়। বৃজনে। বর্জ্জনার্থক বৃজী হইতে নিষ্পন্ন। 'কৄপৃবৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ' (উ০ ২।৭৯)—ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রানুসারে ক্যু-প্রত্যয়। শর্ম্মন্। 'সুপাং সুলুক্' এই নিয়ম সপ্তমী বিভক্তি লুক্ বা লোপ। 'ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোঃ' এই নিয়ম ন-এর লোপ হয় নাই। স্যাম। 'নশ্ছ' ইত্যাদি নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে সকারের স্থানে ধুড়্ আগম হইয়াছে। 'খরি চ' নিয়মে চত্ব। 'চয়ো দ্বিতীয়াঃ' ইত্যাদি নিয়মে স-কারের স্থলে থ-কার আদেশ হইয়াছে। (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৪।১১।

* * *

পঞ্চদশ (৬১৩) ঋকের বিশদার্থ।

—— — * — ——

সূক্তের এই শেষ মন্ত্রটীতে সকল প্রার্থনার উপসংহার করা হইয়াছে। এখানে প্রার্থীর সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ কি চায়? কি তার প্রথম প্রার্থনা? মানুষের আকাঙ্ক্ষা যাহাই থাকুক, প্রথমে সে এই চায়,—'যেন তাহার প্রার্থনাটা, যাঁহার উদ্দেশে প্রার্থনা, তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে। এই মন্ত্রের প্রথম পাদে—সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে। ভক্ত সাধক যিনি যখনই ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার প্রথম প্রার্থনাই এই হইবে—'হে ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা যেন আপনার চরণে উপস্থিত হয়।' আমরাও যেন পূজায় বসিয়া প্রথমেই বলিতে পারি,—

"ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।" *

এই প্রার্থনায়, যাঁহার উদ্দেশে প্রার্থনা, তাঁহার স্বরূপ একটু পরিবর্ণিত দেখি। আমাদিগের নমস্কার কাহার নিকট পৌঁছাইবার কামনা করিতেছি? 'বৃষভায়'।—তিনি অভীষ্টবর্ষণশীল; যে কামনায় যে প্রার্থনা করিব, সে কামনা তিনি পূরণ করিয়া থাকেন। আর তিনি কেমন?

---

* কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, মন্ত্রাংশের কি বিসদৃশ অর্থই অধুনা প্রচলিত রহিয়াছে। প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন—কি ভাবে কি অর্থ পরিগৃহীত!

(১) "হে ইন্দ্র! তুমি বৃষ্টিদান কর, তুমি নিজ তেজে বিরাজ করিতেছ, তুমি প্রকৃত বলসম্পন্ন ও অতিশয় মহৎ, আমরা তোমাকে এই স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি।"

(২) "হে ইন্দ্র, বর্ষণশীল, স্বীয় তেজ দ্বারা দীপ্ত, সত্যবলসম্পন্ন, অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ আপনার প্রতি আমাদিগের এই স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে।"

অতীত-কাল জ্ঞাপক ('লুঙ্' বিভক্তি-বিশিষ্ট) 'অবাচি' ক্রিয়াপদ উপলক্ষেই প্রধানতঃ ঐরূপ অর্থের সঙ্গতির বিষয় মনে আসে। কিন্তু "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ ইতি বর্ত্তমানে" এই নিয়মে আমরা 'অবাচি' ক্রিয়াপদে বর্ত্তমানকালের অর্থ গ্রহণ করি। সায়ণ বহুত্র এই নিয়মে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তারপর, 'বৃষভায়' প্রভৃতি পদের নিগূঢ় অর্থ ঐ সকল ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়াই আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত ঐ সকল ব্যাখ্যার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধ হইতেছে।

'স্বরাজে';—স্বয়ং দীপ্যমান্; অপরের জ্যোতিতে তিনি জ্যোতিষ্মান্ নহেন, পরন্তু তাঁহার জ্যোতিতেই বিশ্ব জ্যোতির্ম্ময়। যিনি যে সম্পদের অধিকারী, তিনি তাহাই দান করিতে পারেন। যাঁহার স্বরাজ আছে, তিনিই স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সামর্থ্যবান্। তাই তাঁহার পরিচয় পাই—'স্বরাজে'। আর তিনি কেমন? তিনি 'সত্যশুষ্মায়'। ব্যাস-বাক্যে সায়ণ সুন্দর অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন—'সত্যং শুষ্মং বলং যস্য'; অর্থাৎ, সত্যই যাঁহার বল। সত্যের অধিক বল সংসারে আর কি আছে? তাই তাঁহাকে পরমশক্তিশালী বলা হয়। সত্য-রূপ বল, একমাত্র তিনিই আমাদিগকে দিতে পারেন। তাই প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'সত্যই যাঁহার বল, তাঁহার নিকট আমাদিগের এই নমস্কার উপস্থিত হউক। শেষে বলা হইয়াছে—তিনি 'তবসে।' তিনি যে শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ, ঐ পদে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, শ্রেষ্ঠের ও গরিষ্ঠের শরণাপন্ন হওয়াই বিধেয়। সেই মতে, মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই সর্ব্বশক্তিমানের শরণাপন্ন হওয়ার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, হে দিব্য-জ্ঞানের আধার, হে সত্যবলাশ্রয়, হে শ্রেষ্ঠ-গরিষ্ঠ! আমার এই প্রার্থনা যেন আপনার চরণে গিয়া উপস্থিত হয়।'

তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ। এ পাদটিও—সংসারীর পক্ষে নিত্য অনুস্মরণীয়। সংসার-সমরাঙ্গনে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু প্রভৃতি বিবিধ শত্রুর সংগ্রামে (বৃজনে) মানুষ অহর্নিশ বিব্রত হইয়া আছে। সে সংগ্রামে শত্রু-সকলকে দমন করিতে না পারিলে, উদ্ধারের আর উপায় নাই। সে ক্ষেত্রে তাই সর্ব্বদমন-সামর্থ্য আবশ্যক। প্রার্থনায় তাই 'সর্ব্ববীরাঃ' পদ প্রযুক্ত। তাহাতে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সকল প্রকার শত্রুদমনের সামর্থ্য প্রদান কর।' আর বলা হইয়াছে কি?—"সূরিভিস্তব শর্ম্মন্ স্যাম" অর্থাৎ, 'আমরা যাহাতে জ্ঞানিগণের মধ্যে বাস করিতে পারি, তাহার উপায়-বিধান করিয়া দেন।' সংসারীর পক্ষে এই প্রার্থনাই প্রকৃষ্ট প্রার্থনা। জ্ঞানিগণের, সাধুগণের সংসর্গে থাকিয়াই পাপী পরিত্রাণ লাভ করে,—জীব তরিয়া যায়। সাধুসংসর্গ-মাহাত্ম্য তাই শাস্ত্রের অঙ্কে অঙ্কে প্রকটিত। মূর্খ অজ্ঞানী অসাধুর

সঙ্গে স্বর্গে যাইয়াও সুখ নাই। কিন্তু সুধী জ্ঞানী সাধকের যদি সঙ্গলাভ হয়, তাহাতে নরক-যন্ত্রণাও নিবৃত্তি পায়।

জানি না—কতদিনে মানুষের মত মানুষ হইয়া আমরা এই প্রার্থনায় সমর্থ হইব? জানি না—কতদিনে আমরা সমস্বরে এই বেদ-বাণী উচ্চারণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিব? এই ঋক্ কি আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে না,—"এস—পাপীতাপী নরনারী কে কোথায় আছ—এস! যুক্তকরে যুক্তকণ্ঠে একবার প্রার্থনা করিয়া দেখ দেখি—তোমার প্রার্থনা ভগবৎপাদপদ্মে উপস্থিত হয় কিনা? তোমরা বল—বল, একবার তারস্বরে বল—"অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ব্ববীরাঃ স্মৎ সূরিভিস্তব শর্ম্মন্ স্যাম।" আর, সঙ্গে সঙ্গে সন্ধান করিয়া লও—কোথায় সে সাধুসজ্জন—কোথায় সে পুণ্যপূত আশ্রয়—কোথায় সে শান্তিনিকেতন। শুভফল অবশ্যই লাভ করিবে। (১ম—৫১সূ—১৫ঋ)॥

—•—

দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

'ত্যং সু মেষমিতি পঞ্চদশর্চ্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং সব্যস্যার্ষমৈন্দ্রং। ত্রয়োদশী পঞ্চদশী ত্রিষ্টুভৌ শিষ্টা জগত্যঃ। তথা চানুক্রান্তং। ত্যং সু ত্রয়োদশ্যন্ত্যে ত্রিষ্টুভাবিতি॥ গবাময়নস্য মধ্যমেঽহনি বিষুবৎসংজ্ঞকে মরুত্বতীয়শস্ত্র ইদং সূক্তং। বিষুবান্দিবা কীর্ত্যং ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ত্যং সুমেষং কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ং। আ॰ ৮।৬। ইতি॥

দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ত্যং সু মেষং' ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্‌যুক্ত দ্বিতীয় সূক্তের ঋষি সব্য এবং দেবতা ইন্দ্র। ইহার ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ ঋকের ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ এবং অবশিষ্ট ঋক্‌সমূহের ছন্দ জগতী। তৎসম্বন্ধে এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—'ত্যং সু' প্রভৃতি ত্রয়োদশ ঋকের পর ত্রিষ্টুভাদি ছন্দ। গবাময়নেষ্টির মধ্যম দিনে বিষুবৎসংজ্ঞক মরুত্বতীয় শস্ত্রে এই সূক্তের প্রয়োগ আছে। 'বিষু বান্দিবা কীর্ত্যং' ইত্যাদি খণ্ডে এতদ্বিষয় সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'ত্যং সুমেষং কয়া শুভেতি চ মরুত্বতীয়ং' ইত্যাদি। (আ॰ ৮।৬)॥

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। দ্বাদশাদারভ্য চতুর্দ্দশপর্য্যন্তং ত্রিবর্গাঃ।

দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটীও পঞ্চদশমন্ত্রাত্মক এবং বিচিত্র বিবিধ উপাখ্যানাদির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া প্রখ্যাত। ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য কথা এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা প্রভৃতিই এই সূক্তের প্রতিপাদ্য। সুতরাং এই সূক্তটি ঐন্দ্রসূক্তেরই অন্তর্ভুক্ত।

এই সূক্তের ঋক-কয়েকটীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিপরীত ভাবসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোথাও তাঁহাকে 'মেষ' বলা হইয়াছে; কোথাও আবার তিনি 'সকলের পূজনীয়' বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। (প্রথম ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেই এই দুই ভাব পাওয়া যায়)। একবার বলা হইয়াছে—তিনি মাদক সোমরস দ্বারা প্রবর্দ্ধিত; আবার বলা হইয়াছে—তিনি স্বতঃসিদ্ধবলোপেত। (তৃতীয় ও দ্বাদশ ঋকের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত, তাহাতে ঐ দুই ভাব লক্ষ্য করা যায়)। এক এক অংশের ব্যাখ্যা দৃষ্টে তাঁহাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে হয়; আবার অপরাপর অংশের ব্যাখ্যায়, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বলিয়া মনে আসে। বৃত্রাসুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধে ত্বষ্টা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন (সপ্তম ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখুন), মরুদ্গণ ও ত্রিত তাঁহার সহায় হইয়াছেন (পঞ্চম ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখুন),—এ সকল প্রসঙ্গে তাঁহাকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। পক্ষান্তরে আবার দেখুন,—তাঁহাকে 'অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত' (ত্রয়োদশ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখুন) এবং 'দ্যুলোকের ও ভূলোকের অধিপতি' বলা হইয়াছে; এবং পৃথিবী দশগুণ হইলেও তাঁহার যশোধারণে সমর্থ হয় না এরূপও লিখিত আছে (একাদশ ও চতুর্দ্দশ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখুন)। এইরূপে বুঝা যায়, সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধ-মত ও অসামঞ্জস্য লইয়া বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে। এই সূক্তে তাহা প্রকৃষ্টভাবেই উপলব্ধ হয়।

কত বিসদৃশ উপাখ্যানের সহিত যে মন্ত্রগুলির সম্বন্ধ সূচনা করা হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথম, বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের প্রসঙ্গ এই সূক্তে পুনরুত্থাপিত দেখি।

তাহাতে, বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদের কথাও আছে ; আবার রূপকে মেঘ বিদারণে বারি-বর্ষণের ভাবও অধ্যাহৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই। এইরূপ, পঞ্চম সূক্তের 'ত্রিত' পদটীর উপলক্ষে কত দেশের কত কথা আসিয়াই মন্ত্রার্থকে পল্লবিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে দুইটী ঋকের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আমরা দীর্ঘতমা ঋষির আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছি। এখানে এই সূক্তের ত্রিতের প্রসঙ্গে তাঁহার কথা আরও কৌতুকপ্রদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল এক দীর্ঘতমার কথাই বা কহি কেন, ঐ 'ত্রিত' প্রসঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পারসিকগণের 'জেন্দ আবেস্তার' সঙ্গে বেদাংশের একটা সম্বন্ধ-সূত্র পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। *

নানা দেশের নানা পণ্ডিতের গবেষণায় নানা মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি যে পথের পথিক, তিনি তদনুসারেই অগ্রসর হইতে পারিবেন। তবে এই 'ত্রিত' প্রভৃতির বিষয় যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যায় আমরা বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছি। এই সূক্তেও মন্ত্রার্থ-বিশ্লেষণে তদ্বিষয় লক্ষ্য করিবার অবসর আসিবে।

যাহা হউক, আমাদিগের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর অটুট আছে। এই সূক্তের ব্যাখ্যাতেও আমাদিগের ব্যাখ্যা-প্রণালীর যৌক্তিকতা দৃঢ়মূল হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। সুধিগণ একে একে মন্ত্রার্থের অনুসরণ করুন। সত্যতত্ত্ব আপনিই অধিগত হইবে।

---

* পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িগণের গবেষণার কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে—এই উদ্দেশে, 'ত্রিত'-সম্বন্ধে রমানাথ সরস্বতী মহাশয়ের একটী মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

সায়ণাচার্য্য এস্থলে তৈত্তিরীয়দিগের একটি আখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। অগ্নি দেব-কার্য্যের নিমিত্ত জলেতে তিন জন পুরুষ উৎপাদন করেন। এই তিন জনের নাম একত, দ্বিত এবং ত্রিত। ১০৫ সূক্তের ৯ ঋকে ত্রিতকে আপ্ত্য (জলের পুত্র) বলা হইয়াছে। অপ্-শব্দ হইতে নিপাতনে আপ্ত্য পদ সিদ্ধ হয়। ত্রিত এক সময়ে কূপ হইতে জল তুলিতে গিয়া কূপ মধ্যে পতিত হয়েন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অসুরেরা কূপের মুখভাগে নানাবিধ আচ্ছাদন স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহার বহির্গত হইবার পথ রোধ করিয়াছিল। কিন্তু ত্রিত স্বীয় বলে সেই আচ্ছাদন সকল ভেদ করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ত্রিত যদ্রূপ এই কার্য্য করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রদেবও তদ্রূপ বলাসুরের প্রতিরোধ-সকল নাশপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। নীতিমঞ্জরীগ্রন্থে এই আখ্যানের রূপান্তর দৃষ্ট হয়। একত, দ্বিত এবং ত্রিত ভ্রাতৃত্রয় কোনও মরুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে, অত্যন্ত তৃষ্ণাপীড়িত হইয়া একটী কূপের নিকট আসিল। তখন কনিষ্ঠ ত্রিত কূপ হইতে জল তুলিয়া সকলের তৃষ্ণাশান্তি করিল। কিন্তু একত এবং দ্বিত কনিষ্ঠের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার পরামর্শ করিয়া ত্রিতকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং একখানা অক্ষচক্রের দ্বারা কূপের মুখ বদ্ধ করিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। এইরূপ আশাতীত বিপদে পতিত হইয়া ত্রিত দেবগণের স্তুতি করিতে লাগিল এবং দেবানুগ্রহেই তথা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিল। পরিধি-শব্দে গোলাকার আবরণ-বিশেষ। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অনুসারে ঋগ্বেদের অভিনব পাশ্চাত্য-ব্যাখ্যার পথ-প্রদর্শক রোথ সাহেব অনুমান করেন যে, এস্থলের ত্রিতশব্দ এবং অন্যত্র উল্লিখিত ত্রৈতনশব্দ এক এবং উভয়ই জেন্দভাষায় ত্রেটোনা শব্দের

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। আঙ্গিরসঃ সব্য ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্‌ জগতী ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গবাময়নস্য মধ্যমেঽহনি বিষুবৎ-সংজ্ঞকে মরুত্বতীয়শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

* *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য

সুভ্বঃ সাকমীরতে।

অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমেন্দ্রং

ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥ ১ ॥

রূপান্তর। পারস্যগ্রন্থ সানামার বিখ্যাত নায়ক ফে'রিডনের নাম জেন্দভাষায় থ্রেটোনা। অতএব ত্রিত এবং ফেরিডন এক ব্যক্তি। এই মতের সমর্থন করিতে রোথসাহেব যে প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মত সমর্থিত না হইয়া বরং বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। রোথ-সাহেব যাহা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নীতিমঞ্জরীতে ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। দীর্ঘতমা ঋষি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হইলে তাঁহার ভৃত্যগণ অবাধ্য হইয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করে। প্রথমতঃ দীর্ঘতমাকে তাহারা অগ্নিতে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু অশ্বিনী-কুমারদিগের প্রসাদে তিনি তথা হইতে রক্ষা পান। তৎপরে দীর্ঘতমাকে তাহারা জলে নিক্ষেপ করে এবং তিনি পুনর্ব্বার অশ্বিনীকুমারদিগের কৃপায় রক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ত্রৈতন নামে ভৃত্যদিগের অন্যতম দীর্ঘতমাকে মস্তকে, বক্ষস্থলে এবং বাহুযুগলে আহত করে; কিন্তু পরিশেষে ত্রৈতন নিজ শরীরে তদ্রূপ আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ ঘটিলে দীর্ঘতমা অশ্বিনীকুমারদিগকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"মাতৃভূত জল-সকল যেন আমাকে গ্রাস করে না, যেহেতু দাসেরা এই বৃদ্ধ মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়াছিল। যেরূপে ত্রৈতন তাঁহার শিরোদেশে আঘাত করে, সেই রূপেই সে নিজের শিরোদেশে, উরোদেশে এবং অংসদেশে আঘাত করিয়াছিল।" এ ব্যাখ্যার অন্তরে যদি কোনও সত্য

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্যং। সু। মেষং। মহয়। স্বঃ৽বিদং। শতং। যস্য।

সুঽভ্বঃ। সাকং। ঈরতে।

অত্যং। ন। বাজং। হবনঽস্যদং। রথং। আ। ইন্দ্রং।

ববৃত্যাং। অবসে। সুবৃক্তিঽভিঃ। ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'যস্য' (ভগবতঃ, তমুদ্দিশ্য ইতি যাবৎ) 'শতং' (শতসংখ্যাকাঃ, অসংখ্যা ইতি শেষঃ) 'সুভ্বঃ' (স্তোতারঃ) 'সাকং' (সহৈব, যুগপদেব) 'ঈরতে' (স্তোত্রং প্রবর্ত্তয়ন্তে, স্তুবন্তি), 'ত্যং' (তং, শ্রেষ্ঠং) 'মেষং' (মহৎপ্রভাবসম্পন্নং) 'স্বর্বিদং' (স্বর্গস্য লম্ভয়িতারং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'সু মহয়' (সম্যক্ পূজয়, সর্ব্বতঃ আরাধয়) ইমিতি শেষঃ; 'অবসে' (আত্মরক্ষায়, পরিত্রাণলাভায়) 'অত্যং' (ক্ষিপ্রগতিশীলং, যথা—অতিত্বরয়া ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপকং) 'ন' (ইব, যথা) 'বাজং' (অশ্বং, যথা সৎকর্ম্মজাতং শুদ্ধসত্বং) 'সুবৃক্তিভিঃ (সুস্তোত্রৈঃ, সাত্ত্বিকীভিঃ পূজাভিঃ) 'হবনস্যদং' (সদ্ভাবপ্রাপকং, শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীলং) 'রথং' (হৃদয়ং, কর্ম্মরূপং যানং—প্রতি ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন, ত্বরয়া) 'ববৃত্যাং' (আনয়ত্যাং)। মন্ত্রঃ আত্মোদ্বোধনমূলকো মনঃসম্বোধনসূচকঃ। ভাবঃ,—'হে মনঃ! আলস্যং পরিত্যজ। ত্বরয়া সৎকর্ম্মনিরতো ভব। তব সৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান্ ক্ষিপ্রং উদ্ধরেৎ।' (১ম—৫২সূ—১ঋ)।

নিহিত থাকে, তবে ত্রিত এবং ত্রৈতন কখনও এক ব্যক্তি হইতে পারে না। ফেরিডন এবং ত্রৈতন যে এক ব্যক্তি, তাহা আরও অসম্ভব। ত্রিতশব্দ জেন্দগ্রন্থে তিন অর্থে এবং ত্রিত নাম পুরুষ অর্থেও দেখা যায়। অধ্যাপক লাসেন সাহেব রোথ সাহেবের এই ভ্রান্তমত গ্রহণ করিয়াছেন। রোথ সাহেব টুবিঙ্গেন নগরে বসিয়া বেদ প্রকৃতরূপে ব্যাখ্যা করিবার ঐশ আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তাহারই এই ফল! এরূপ উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইবার অপেক্ষা রোথ সাহেবের বেদ স্পর্শ না করাই ভাল ছিল। পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যের ফল এইরূপ।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! যে ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য স্তোতা সর্ব্বদা স্তব করিতেছে; শ্রেষ্ঠ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন, স্বর্গ-প্রদাতা, সেই ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা কর; আত্মরক্ষার জন্য—পরিত্রাণ-লাভের জন্য, ক্ষিপ্রগতিশীল শব্দের ন্যায় (অথবা, সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যেমন অতি-ত্বরায় ভগবৎসান্নিধ্য প্রদান করে, সেইরূপ-ভাবে) সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা, শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীল কর্ম্মরূপ যানের প্রতি অথবা হৃদয়ে সেই ভগবানকে (ইন্দ্রদেবকে) ত্বরায় আনয়ন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক; মনঃ-সম্বোধন-সূচক। ভাব এই যে,—হে মন! তুমি আলস্য পরিত্যাগ কর। শীঘ্র সৎকর্ম্মপরায়ণ হও। তোমার সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবান ত্বরায় তোমায় উদ্ধার করিবেন।)' (১ম—৫২সূ—১ঋ)॥

• . •

সায়ণ ভাষ্যং।

ত্যং তং প্রসিদ্ধং মেষং শত্রুভিঃ সহ স্পর্দ্ধমানং স্বর্ব্বিদং। স্বরাদিত্যো দ্যৌর্ব্বা। তস্য বেদিতারং লম্ভারং বা। যদ্বা স্ব সুষ্ঠু বরণীয়ং ধনং। তস্য লম্ভয়িতারং। এবংগুণবিশিষ্ট-মিন্দ্রং হে অধ্বর্য্যো সু মহয়। সম্যক্ পূজয়। যস্যেন্দ্রস্য শতং শতসংখ্যাকাঃ সুভ্বঃ স্তোতারঃ সাকং সহৈব যুগপদেবেরতে। স্ততৌ প্রবর্ত্তন্তে। যদ্বা যস্যেন্দ্রস্য রথং শতং সুভ্বঃ শতসংখ্যাকা অশ্বাঃ সাকং সহেরতে। গময়ন্তি। তমিন্দ্রমবসেঽস্মদ্রক্ষণায় সুবৃক্তিভিঃ সুষ্ঠ্বাবর্জ্জকৈঃ স্তোত্রৈঃ রথমাববৃত্যাং। রথং প্রত্যাবর্ত্তয়ামি। কীদৃশং রথং। হবনস্যদং। হবনমাহ্বানং যাগং বা প্রতি বেগেন গচ্ছন্তং। বেগগমনে দৃষ্টান্তঃ। অত্যং ন বাজং। গমনসাধনমশ্বমিব।

মহয়। মহ পূজায়াং। চুরাদিরদন্তঃ। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বং। সুভ্বঃ। সুষ্ঠু ভবন্তীতি সুভ্বঃ স্তোতারঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

যিনি স্বর্গকে জানাইয়া দেন (প্রাপ্ত করান) অথবা সুষ্ঠু বরণীয় ধনকে যিনি লাভ করাইয়া দেন—এইরূপ গুণবিশিষ্ট সেই 'মেষকে' অর্থাৎ শত্রুগণের সহিত স্পর্দ্ধমান ইন্দ্রকে, হে অধ্বর্য্যু, সম্যক্‌রূপে পূজা কর। যে ইন্দ্রের শতসংখ্যক স্তোতা একযোগে বা সদাকাল স্তুতিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; অথবা, যে ইন্দ্রের রথ শতসংখ্যক অশ্বের সহিত বেগে গমন করে; আমাদিগের নিমিত্ত সেই রথে উঠিবার জন্য সুষ্ঠু উচ্চারিত স্তোত্রসমূহের দ্বারা ইন্দ্রকে (যেন) স্তব করি। কিরূপ রথ? 'হবনস্যদং'; অর্থাৎ যে রথ আহ্বান বা যাগের প্রতি বেগে গমনশীল। বেগে গমনের দৃষ্টান্ত;—'অত্যং ন বাজং' অর্থাৎ গমনসাধন বা গমনশীল অশ্বের ন্যায়।

মহয়। মহ ধাতু পূজার্থক। চুরাদিগণীয় বলিয়া অদন্ত। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সংহিতাতে দীর্ঘ হইয়াছে। সুভ্বঃ। সুষ্ঠুভাবে হয়—এতদর্থে সুভ্বঃ পদ সিদ্ধ। ঐ পদে স্তোতা বুঝায়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়। কৃৎ-হেতু উত্তরপদে

জস্যোঃ সুপীতি যণাদেশস্য ন ভূসুধিয়োরিতি প্রতিষেধে প্রাপ্তে ছন্দস্যুভয়থেত্যুভয়থা-ভাবাদ্‌যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্য জসোঽনুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। 'ঈরতে। ঈর গতৌ কম্পনে চ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্‌। ছস্যাদাদেশঃ। টেরেত্বং। অনুদাত্তেত্ত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। তত্র হি পঞ্চমী-নির্দ্দেশেঽপি ব্যবহিতেঽপি কার্য্যমিষ্যত ইত্যুক্তং। অত্যাং। অত্য ইত্যশ্বনাম। অত্যো হয় ইতি পাঠাৎ। বাজং। বাজ্যতে গম্যতেঽনেনেতি বাজঃ। বজ ব্রজ গতৌ। করণে ঘঞ্‌। অজিব্রজ্যোশ্চ। পা০ ৭.৩।৬০। ইত্যত্র যশব্দস্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাদ্বাজো বাজ্যমিত্য-ত্রাপি কুত্বাভাবঃ ইত্যুক্তং। রঘুস্যদং। স্যন্দূ প্রস্রবণেঃ। স্যদো জবে। পা০ ৬।৪।২৮। ইতি বেগে গম্যমানে ঘঞন্তো নিপাতিতঃ। অত এব ন লোপো বৃদ্ধ্যভাবশ্চ। ন চ ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে। পা০ ১।১।৪। ইতি বৃদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ। ইগ্লক্ষণা হি বৃদ্ধিস্তত্র প্রতিষিধ্যতে ন চেয়মিগ্লক্ষণা। ঘঞো ঞিত্বাদুত্তরপদস্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। ববৃত্যাং। বৃতু বর্ত্তনে। লিঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ব্বচনাদি। যাসুটো ঙিত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। (১ম-৫২সূ—১ঋ)।

প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। 'জস্যোঃ সুপ' ইত্যাদি নিয়মে, যণাদেশের ন, 'ভূসুধিয়োঃ' বিধানে প্রতিষেধ হয়; কিন্তু 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি নিয়মে 'যণ' আদেশ হইয়াছে। 'উদাত্ত স্বরিতয়োর্যণঃ' এই সূত্রানুসারে পরপদের জসের অনুদাত্ত হইলেও স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈরতে গতি ও কম্পনার্থ-বোধক ঈর ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ হইয়াছে। 'ছসি' আদেশ ঘটিয়াছে। 'টঃ' নিয়মে এত্ব হইয়াছে। অনুদাত্তত্বে 'এত্ব'-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' নিয়মে ধাতুস্বরই শিষ্ট হয়। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। সেস্থলে পঞ্চমী বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকিলেও ব্যবহিতের কার্য্যই প্রবল হয়—এইরূপ নিয়ম আছে। অত্যাং। অত্য—ইহা অশ্বের নাম। 'অত্যো হয়ঃ' ইত্যাদি পাঠ হেতু ঐ পদে অশ্ব বুঝায়। বাজং। এতদ্দ্বারা গমন করে—এই অর্থে বাজঃ পদ নিষ্পন্ন। ব্রজ ও বজ উভয়ই গত্যর্থমূলক। করণে তদুত্তর ঘঞ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অজিব্রজ্যোশ্চ' (পা০ ৭.৩।৬০) এই নিয়মে এখানে য শব্দের অনুক্তসমুচ্চয়ার্থ-হেতু বাজ্যঃ বাজাং প্রভৃতি পদে কুত্বের অভাবের বিষয় কথিত হইয়া থাকে। রঘুস্যদং। স্যন্দূ (স্যন্দ) ধাতু প্রস্রবণার্থ-জ্ঞাপক। 'স্যদো জবে' (পা০ ৬।৪।২৮) এই সূত্রানুসারে, বেগে গমনশীল অর্থে ঘঞন্ত এবং নিপাতনে সিদ্ধ। এই কারণে ন লোপ এবং বৃদ্ধির অভাব হইয়াছে। 'ন চ ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' (পা০ ১।১।৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ইগ্‌-লক্ষণ' হইলেও সেখানে বৃদ্ধির প্রতিষেধ হয়। 'ন চেয়মিগ্লক্ষণা' নিয়মেও উহা হয় না। ঘঞের ঞিত্ব-হেতু উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে; কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু তাহাই (সেই উদাত্ত-স্বরই) শিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। ববৃত্যাং। বৃতু (বৃৎ) ধাতু বর্ত্তনার্থক। লিঙ বিভক্তিতে ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপঃ স্থানে শ্লু আদেশ; দ্বির্ব্বচন এবং যাসুট প্রত্যয়ের ঙিত্ত্ব-হেতু লঘু উপধার গুণাভাব হইয়াছে। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' নিয়মে নিঘাত হয় নাই। (১ম—৫২সূ—১ঋ)।

প্রথম (৬১৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে তিনটী গ্রন্থি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম—মন্ত্রের সম্বোধ্য। দ্বিতীয়—'মেষং' পদ। তৃতীয়—'অত্যং ন বাজং' উপমা। মন্ত্রের প্রথম পাদে 'মহয়া' (মহয়) এই যে ক্রিয়াপদ আছে, উহা লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনান্ত। সুতরাং ভাষ্যকার এবং তদনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—এই মন্ত্রে 'অধ্বর্য্যু' নামক ঋত্বিক্‌কে সম্বোধন করিয়া (পুরোহিতই হউন আর যজমানই হউন) ইন্দ্রদেবের পূজার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। আমরা বলি,—প্রার্থনাকারী সাধক আপনার মনকে বা আত্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের পূজায় নিবিষ্ট হইতে বলিতেছেন। বলিতেছেন,—'হে আমার মন! হে আমার আত্মা! ঐ দেখ, অসংখ্য নরনারী ভগবানের পূজায় নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কেন এখনও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ? যদি শ্রেয়ঃ চাও, যদি স্বর্গাদির অভিলাষী থাক, এখনও ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। কেন-না, তিনিই মহাপ্রভাবসম্পন্ন; তিনিই স্বর্গাদি সুখের প্রদাতা।' মন্ত্রের প্রথম পাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত বলা বাহুল্য, এই অংশের 'মেষং' পদে দেবতাকে মেষ (ভেড়া) বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। তিনি যে শত্রুর অভিভবকারী, তিনি যে পরমশক্তিশালী, ঐ পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচনা করা গিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের 'অত্যং ন বাজং' বাক্যাংশ বড়ই সমস্যাপূর্ণ। 'অত্যং' পদে, সায়ণ বলেন, অশ্ব বুঝায়। কিন্তু 'বাজং' পদেও তো অশ্ব বুঝায়। যাহা হউক, ব্যাখ্যাদিতে 'অত্যং' পদটী অশ্বার্থে এবং 'বাজং' পদটী গতিশীল ভাব বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় তাঁহার রথকে যেন আনিতে পারি। মন্ত্রের ঐ দ্বিতীয় পদের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে কি ভাব অধ্যাহৃত হয়, পাঠকগণই কল্পনা করিয়া লইবেন।

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

"সেই ইন্দ্রকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত শোভন স্তব দ্বারা, অতি বেগে যজ্ঞগামী যে রথ তাহার নিকটে অশ্বের ন্যায়, যেন আনয়ন করিতে পারি।"

এ অনুবাদে কোনও ভাব উপলব্ধ হয় কি? যাহা হউক, এ প্রসঙ্গে আরও একবিধ অনুবাদ উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। তাহা এই;—

"তাঁহার রথ গমনশীল অশ্বের ন্যায় বেগে যজ্ঞের দিকে গমন করে, আমি রক্ষার হেতু ইন্দ্রকে সেই রথে উঠিবার জন্য অনেক স্তুতি দ্বারা অনুরোধ করিতেছি।"

'অত্যং ন বাজং' উপমায় এবং মন্ত্রাংশে কি ভাব প্রকাশ পাইল, উদ্ধৃত অনুবাদে ও সায়ণ ভাষ্যেই তাহা প্রতীত হইবে।

আমরা কিন্তু ঐ ভাবে সঙ্গতি দেখি না। গমনশীল অশ্বের ন্যায় রথের আগমন—এতদ্বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। আমরা 'অত্যং' পদে এবং 'বাজং পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহার যৌক্তিকতার বিষয় কহিতেছি। 'অৎ' ধাতু হইতে 'অত্যং' পদ নিষ্পন্ন। 'অৎ' ধাতু অতিগমনশীলতার ভাব প্রকাশ করে। আমরা তাই ঐ পদে 'ক্ষিপ্রগতিশীলং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দেবতার প্রসঙ্গে, দেবদ্বারে উপস্থিতি-সঙ্ঘটন-উপলক্ষে, ঐ পদ প্রযুক্ত বলিয়া উহাতে 'অতিত্বরয়া ভগবৎসম্বন্ধপ্রাপকং' ভাব আসে। যদ্বা-অভিপ্রায়ে তাহাই আমরা খ্যাপন করিয়াছি। এইরূপে 'বাজং' পদে আমরা দুই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। ঐ পদে সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে যে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। পরন্তু ঐ পদের এক প্রসিদ্ধ অর্থ—'শব্দ'। সে অর্থও এখানে গ্রহণ করিলে উপমায় সুসঙ্গত ভাব অধ্যাহৃত হয়। শব্দের গতি যে অতি-দ্রুত, তাহা বিজ্ঞানসম্মত ও সুবিদিত। সে পক্ষে "অত্যং ন বাজং" বাক্যাংশে, 'শব্দের ন্যায় ত্বরিত-গতি-বিশিষ্ট' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে আবার, 'বাজং' পদে 'সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিলে, সৎকর্ম্মজাত শুদ্ধসত্ত্ব যে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎপ্রাপক হয়— "অত্যং ন বাজং" পদত্রয়ে, এই নিত্যসত্য তত্ত্ব প্রকাশ পায়। বেদমন্ত্র এবম্বিধ ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রাংশ ঐ ভাবেরই দ্যোতক।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, অবশ্যই তাহার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রার্থে আমরা বুঝিতে পারি, সকল ব্যাখ্যাকারের

ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ, মন্ত্রাংশের লক্ষ্য—ইন্দ্রদেবকে ত্বরিতগতিতে আনয়ন। কি উপায়ে বা কি প্রকারে তিনি সংবাহিত বা আনীত হইবেন, 'সুবৃক্তিভিঃ' পদে তাহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঐ পদের অর্থ—সুস্তুতির দ্বারা বা সাত্ত্বিক পূজার দ্বারা। তার পর লক্ষ্য করুন—তিনি আনীত বা সংবাহিত হইবেন কোথায়? উত্তর—'হবনস্যদং রথং' (প্রতি)। 'হবন' এবং (ক্ষরণার্থক বা প্রস্রবণার্থক) 'স্যন্দু' ধাতু হইতে 'হবনস্যদং' পদ ব্যুৎপন্ন। যাহা ভগবানে অর্পণ করা যায়, তাহাই 'হবন'। সে পক্ষে প্রকৃষ্ট 'হবন'—সে কোন্ সামগ্রী? শুদ্ধসত্ত্বই (বিশুদ্ধা ভক্তি প্রভৃতিই) কি প্রকৃষ্ট হবন নহে? এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই 'হবনস্যদং' পদের প্রতিবাক্যে 'শুদ্ধসত্ত্বক্ষরণশীলং' বা 'শুদ্ধসত্ত্বপ্রস্রবণং' প্রভৃতি পদ পাওয়া যাইতে পারে। এখন 'রথং পদের মর্ম্মটী অনুধাবন করুন দেখি? বলা হইয়াছে—রথখানি 'হবনস্যদং'। ঐ বিশেষণেই বুঝা যায়, 'রথং' পদ এখানে রূপকে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে রথ শুদ্ধসত্ত্ব-ক্ষরণশীল, যে রথ সত্ত্বভাবের প্রস্রবণ-স্বরূপ, যে রথ ভগবানের আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহাই 'হবনস্যদং রথং'। বিচার করিয়া দেখুন দেখি—চিন্তা-চর্চ্চা করিয়া নির্দ্ধারণ করুন দেখি, সে রথখানির স্বরূপ কি? 'হবন' অর্থাৎ ভগবানের গ্রহণীয় শুদ্ধসত্ত্ব ক্ষরিত হয় কোথা হইতে? সত্ত্বভাব সংরক্ষিত হইবার স্থানই বা কোথায়? বলা হইল—সে 'রথং'। এখানে এক হৃদয়কে বুঝাইতে পারে, আর এক কর্ম্মকে লক্ষ্য করে। হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হয়—হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের প্রস্রবণ-স্বরূপ। আবার, কর্ম্ম দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বের ক্ষরণ হয়; কর্ম্মকেও শুদ্ধসত্ত্বের প্রস্রবণ বলা যাইতে পারে। অতএব এখানে 'রথং' পদে কর্ম্ম বা হৃদয় দুই লক্ষ্যই প্রাপ্ত হই।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই মন্ত্রে একটা প্রকৃষ্ট প্রার্থনার ভাব এই দাঁড়ায় যে,—'আমরা যেন এমন ভাবের সাত্ত্বিকপূজায় ব্রতী হইতে পারি, যে পূজার ফলে আমাদিগের হৃদয় বা কর্ম্ম-সকল যেন শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং সেই হৃদয় বা কর্ম্ম মধ্যে যেন ভগবান আসিয়া বিরাজ করেন।' মন্ত্রাংশে এমনই উচ্চ-কামনা প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৫২সূ—১ঋ)॥

—:*:—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।

স পর্ব্বতো ন ধরুণেষ্বচ্যুতঃ সহস্রমূতি-

স্তবিষীষু বাবৃধে।

ইন্দ্রো যদ্বৃত্রমবধীন্নদীবৃতমুব্জন্নর্ণাংসি

জর্হৃষাণো অন্ধসা॥ ২॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। পর্ব্বতঃ। ন। ধরুণেষু। অচ্যুতঃ। সহস্রং২ঊতিঃ।

তবিষীষু। ববৃধে।

ইন্দ্রঃ। যৎ। বৃত্রং। অবধীৎ নদীহবৃতং। উব্জন্। অর্ণাংসি।

জর্হৃষাণঃ। অন্ধসা। ২।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অন্ধসা' (সত্ত্বভাবেন—ভগবৎপাদাকাঙ্ক্ষানুসারিণাং ইতি যাবৎ) 'জর্হৃষাণঃ' (অত্যর্থং হৃষ্যন্) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'যৎ' (যদা) 'নদীবৃতং' (সত্ত্বপ্রবাহাবরোধকং) 'বৃত্রং' (অজ্ঞান-রূপমসুরং) 'অর্ণাংসি' (সত্ত্বানি, সত্ত্বসম্বন্ধবাধকাৎ) 'উব্জন' (অধঃপাতয়ন) 'অবধীৎ' (হতবান্, হিনস্তি), তদানীং স 'পর্ব্বতঃ ন' (পর্ব্বত ইব দৃঢ়ো ভূত্বা) 'ধরুণেষু' (ধারকেষু, সত্ত্বসংরক্ষকেষু সাধকেষু, তেষাং মধ্যে ইতি যাবৎ) 'অচ্যুতঃ' (অবিচলিতেন স্থিতঃ, অবিচলিত-

ভাবেন অবস্থিত্বা ইতি ভাবঃ) 'সহস্রমূতিঃ' (সহস্রপ্রকারেণ রক্ষকঃ সন্) 'তবিষীষু' (বলেষু, লোকেষু) 'বাবৃধে' (বৃদ্ধিপ্রাপ্তো বভূব, স্বমাহাত্ম্যং প্রতিষ্ঠাপয়তি)। সত্বানুসারিণাং অজ্ঞানতাং নাশয়িত্বা ভগবান্ তেষাং রক্ষকো ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫২সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপদাঙ্ক-অনুসারিগণের সত্ত্বভাবের দ্বারা অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যখন সত্ত্বভাবপ্রবাহরোধকারী অজ্ঞান-রূপ অসুরকে সত্ত্ব-সম্বন্ধ হইতে অধঃপাতিত করিয়া নিহত করেন; তখন তিনি পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হইয়া, সত্ত্বসংরক্ষক সাধকের মধ্যে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি-পূর্ব্বক, সহস্রপ্রকারে রক্ষক হইয়া, লোক-সমূহ-মধ্যে স্ব-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেন। (ভাব এই যে,—সত্ত্বানুসারিগণের অজ্ঞানতা নাশ-পূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন)॥ (১ম—৫২সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অন্ধসা সোমলক্ষণেনান্নেন জর্হ্ষাণোঽত্যর্থং হৃষ্যমিন্দ্রো যদ্ যদা বৃত্রং ত্রয়াণাং লোকানামাবরীতারমসুরমবধীৎ। হতবান্। কীদৃশং বৃত্রং। নদীবৃতং। নদনাদ্যস্ত আপঃ। তাসামাবরীতারং। কিং কুর্ব্বন্নিন্দ্রঃ। অর্ণাংসি জলান্যুব্জন্। অধঃপাতয়ন্। তদানীং স ইন্দ্রঃ পর্ব্বতো ন। পর্ব্ববান্ শিলোচ্চয় ইব ধরুণেষু সর্ব্বস্য ধারকেষূদকেষু মধ্যেঽচ্যুতশ্চলনরাহিত্যেন স্থিতঃ সহস্রমূতির্বহুবিধরক্ষণবান্ তবিষীষু বলেষু বাবৃধে। প্রবৃদ্ধো বভূব।

ধরুণেষু। ধারয়তের্ণিলুক্ চৈত্যুনপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সহস্রমূতিঃ। সহস্রমূতয়ো যস্যাসৌ। সুপতাবশ্ছান্দসঃ। বাবৃধে। সংহিতায়ামভ্যাসস্যান্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘত্বং। নদীবৃতং। নদীং বৃণোতীতি নদীবৃৎ। ক্বিপ্। তুগাগমঃ। উব্জন্। উব্জ আর্জবে। বিকরণ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সোম-লক্ষণরূপ অন্নের দ্বারা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ইন্দ্র যখন ত্রিলোকের আবরণকারী বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। কিরূপ বৃত্র?—'নদীবৃত' অর্থাৎ জলসমূহের অবরোধকারী। নদন বা নর্ত্তন হইতে নদী পদে জল বুঝায়। তখন ইন্দ্র কি করিয়াছিলেন? জলরাশিকে অধঃপাতিত করিয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় চাঞ্চল্যরাহিত্য বা নিশ্চল হইয়া অবস্থিতি করেন এবং সহস্র প্রকারে রক্ষাকারী বলের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

ধরুণেষু। ধারণ করায়—এই অর্থে ণি-র লোপ এবং 'উন' প্রত্যয়। প্রত্যয়স্বর। সহস্রমূতিঃ। সহস্র প্রকার রক্ষা আছে যাহার—এই ব্যাসবাক্যে নিষ্পন্ন। ছান্দস-হেতু লুক হয় নাই। বাবৃধে। সংহিতা-বিষয়ে 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' নিয়মে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। নদীবৃতং। নদীকে বরণ অর্থাৎ আবরণ করে—এইরূপ ব্যাসবাক্যে 'নদীবৃৎ' পদ নিষ্পন্ন হয়। ক্বিপ প্রত্যয় হেতু তুগাগম। উব্জ। আর্জবার্থক উব্জ পদ হইতে নিষ্পন্ন। উহাতে

স্বরঃ। অর্ণাংসি। উদকে নুট্ চেত্যর্থেঽসুন্ প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন নুডাগমশ্চ। নিত্ত্বাদাদ্যু-দাত্তত্বং। জর্হৃষাণঃ। হৃষ তুষ্টৌ। যঙ্লুগন্তাদ্বাত্যয়েন শানচ্। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা। যঙন্তাদেব শানচি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ছন্দস্যুভয়থেতি শানচ্। আর্দ্ধ-ধাতুকত্বাদতোলোপযলোপৌ। সার্ব্বধাতুকত্বাচ্চাভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। অন্ধসা। অদ্যত ইত্যন্ধঃ। অদের্নুম্ ধশ্চেত্যসুন্ ধাতোর্নুমাগমো ধকারান্তাদেশশ্চ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আমরা পূর্ব্বমন্ত্রের অনুস্মৃতি বলিয়া মনে করিতে পারি। পূর্ব্ব-মন্ত্রে ভগবদারাধনায় সত্ত্বভাবাপন্ন হইবার জন্য মনকে (আত্মাকে) উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে তাহার সুফল প্রখ্যাপিত হইতেছে।

মূঢ় জীব! তোমরা যদি একটু একটু করিয়াও সৎ হইতে পার, তোমাদিগের হৃদয়ে যদি অল্প অল্প করিয়াও সত্ত্বের সঞ্চার হয়, তাহাতেই তোমাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। ভগবান্ প্রীত হন কিসে? তাঁহার পরম প্রীতি সাধিত হয়—কোন্ সামগ্রীতে? এ মন্ত্রে তোমাকে প্রথমেই সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে;—'অন্ধসা জর্হৃষাণঃ' অর্থাৎ সত্ত্বের দ্বারাই তিনি অত্যধিক প্রীত হয়েন। কেবল প্রীত হইলেই তো হইল না! প্রীত হইয়া তিনি কি করেন? 'নদীবৃতং বৃত্রং অর্ণাংসি উব্জন্ অবধীৎ';—সত্ত্বভাবপ্রবাহের বাধাকারী অজ্ঞানতাকে তৎসম্বন্ধ বিচ্যুত করিয়া বধ করেন। অর্থাৎ, তোমার সত্ত্বভাবে প্রীত হইয়া, ভগবান্ তোমার অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করিয়া থাকেন। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই

বিকরণ-স্বর প্রাপ্ত। অর্ণাংসি। 'উদকে নুট্ চ' নিয়মে অসুন প্রত্যয়। তৎসন্নিয়োগ-হেতু নুট আগম হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। জর্হৃষাণঃ। তুষ্ট্যর্থক হৃষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যঙ্লুগন্ত হইলেও ব্যত্যয়ে শানচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামাদি' সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত। অথবা, যঙন্ত হইলেও 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শানচ প্রত্যয়ে শপের লোপ হইয়াছে। 'ছন্দস্যুভয়থা' নিয়মে শানচ্ প্রত্যয়। আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অতো লোপযলোপৌ' নিয়মে য-এর লোপ। সার্ব্বধাতুকত্ব-হেতু অভ্যস্তের আদিস্বর উদাত্ত। অন্ধসা। 'অদ্যতে' হইতে অন্ধ পদ নিষ্পন্ন। 'অদের্নুম্ ধশ্চ'—এই নিয়মে অসুন্-প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর নুমের আগম এবং অন্তে ধকারের আদেশ হইয়াছে। নিত্ত্ব-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। (১ম—৫২সূ—২ঋ)।

সে,—'মানুষ! যদি তোমার অন্তরের অজ্ঞান-আঁধার দূর করিতে চাও, একটু করিয়াও হৃদয়ে সত্ত্বভাবের পোষণ কর। তাহাতে ভগবান্ তোমার অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া জ্ঞানালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত করিবেন।' মন্ত্রের "অন্ধসা" হইতে "অবধীং" পর্য্যন্ত অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণ) এইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশে ("পর্ব্বতঃ ন" হইতে "বাবৃধে" পর্য্যন্তে) সত্ত্বসংরক্ষণকারী সাধকগণের মধ্যে ভগবান্ কেমন অবিচলিত ভাবে অবস্থিত থাকেন এবং কেমন অশেষ-প্রকারে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, তাহাই প্রখ্যাত দেখি। সত্ত্বাশ্রয়ী সাধুগণের রক্ষাই ভগবানের মাহাত্ম্য; তাহাই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। কেমন করিয়া কি ভাবে অগ্রসর হইয়া মানুষ ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়,—শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিতে পারে, এ মন্ত্র তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে।

এখন, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, সে অর্থের সহিত ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যখ্যার যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তাহার কারণ একটু প্রদর্শন করা আবশ্যক মনে করি। প্রথমতঃ, মূলে আছে—'অন্ধসা' পদ। তাহা হইতে সোমরসকে টানিয়া আনা হইয়াছে। অর্থ দাঁড়াইয়াছে— 'সোমরস-রূপ অন্নের দ্বারা ইন্দ্র হৃষ্ট হন।' ভোজনার্থ-মূলক 'অদ'-ধাতু হইতে 'অন্ধস্' শব্দ উৎপন্ন হয়। তাই ঐ পদে অন্নকে বুঝায়। ইন্দ্রদেব সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের বড়ই ভক্ত—এই বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল থাকায়, লক্ষণা ধরিয়া, ঐ পদে সোমরস অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভগবান্ কি কখনও মাদক-দ্রব্যে (তথা কথিত সোমরসে) তৃপ্ত হন? ভ্রান্তি আমাদিগকে এতটাই মুহ্যমান্ করিয়াছে! জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম —এই তিনের সমবায়ে নিঃসৃত শুদ্ধসত্ত্বই যে ভগবানের পক্ষে অন্নস্বরূপ, ইহা কি আর বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে হয়? সুতরাং আমরা 'অন্ধসা' পদে 'সত্ত্বভাবেন' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—'নদীবৃতং' পদ। চলিতার্থ—নদীপ্রবাহকে বাধা দিয়া রাখে। সে পক্ষে, 'বৃত্রং' পদে যাঁহারা 'মেঘ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—'ইন্দ্র কর্তৃক মেঘ বিদীর্ণ হইয়া বৃষ্টিপাত না হইলে নদী প্রবাহ রুদ্ধ হয়; এই ভাবই এখানে ব্যক্ত আছে।' কিন্তু যাঁহারা আবার বৃত্র-পদে 'অসুর' অর্থ গ্রহণ করেন,

তাঁহাদিগের মত এই যে,—'বৃত্রাসুর নদীর মোহানাকে বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; 'নদীবৃতং' পদে সেই সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে।' এ পক্ষে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মুখ বন্ধ করা বিষয়ে পুরাবৃত্তের যে কাহিনী আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখানে সেই কথারই পুনরুল্লেখ করা হয়। কিন্তু আমাদের মত এই যে,—অজ্ঞানতা সত্ত্বভাবের অবরোধক। সত্ত্বভাবের প্রস্রবণ অজ্ঞানতার জন্যই অবরুদ্ধ হয়। সত্ত্বভাবের নদী বা প্রবাহ হৃদয়ে স্বতঃ-প্রবাহিত থাকে; অজ্ঞানতা আসিয়া তাহাকে রুদ্ধ করে। 'নদীবৃতং' সেই ভাব প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ—'অর্ণাংসি উব্জন্'। এই দুই পদের প্রচলিত অর্থের ভাব এই যে, জলকে নিম্নাভিমুখীকরণ (জলপ্রবাহ-মোচন)। এখানেও দুই পক্ষ দুই ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বৃত্রপদে মেঘ-অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা ঐ দুই পদে মেঘের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বৃষ্টি-বর্ষণের ভাব আনিয়া থাকেন। যাঁহারা আবার বৃত্র-পদের অসুর অর্থ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে, ঐ দুই পদে নদীর বাঁধ কাটিয়া দেওয়ায় জলের অধঃপতন বা স্রোতোবেগের ভাব অধ্যাহৃত হয়। কিন্তু এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে,—'অজ্ঞানতাকে একেবারে অধঃপাতিত করণ, দূরীকরণ বা সাধুসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্নীকরণ—এই অর্থ বুঝাইতেই ঐ পদ-দ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানতা যখন সদ্ভাবের অবরোধক বা বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহার সহিত সত্ত্বভাবের একটু সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু ভগবান শেষে সে সম্বন্ধ হইতেও তাহাকে বিচ্যুত করেন। ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত সাধকের হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা একেবারে বিদূরিত হয়। 'অর্ণাংসি উব্জন্' পদদ্বয় এই ভাব প্রকাশ করিতেছে। আলোচনার উপযোগী আর দুইটী পদে এক্ষণে অবশিষ্ট। একটী—'ধরুণেষু'; অপরটি —'তবিষীষু' প্রথম পদে 'উদকের আধারভূত জলমধ্যে' অর্থ পরিগৃহীত হয়; দ্বিতীয় পদে 'বলের মধ্যে' বা 'বলের দ্বারা' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে,—'ধরুণেষু' পদে 'সত্ত্ব-ভাবের সংরক্ষক সাধকের হৃদয়-মধ্যে' ভাব আসে, এবং তবিষীষু' পদে 'লোক-সমূহের মধ্যে' অর্থ প্রাপ্ত হই। বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ধাতুগত ও অভিধান-গত

অর্থের সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ঐরূপ অর্থেরই সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে এবং মন্ত্রের নিগূঢ় ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিলে, মন্ত্র যে মনস্তত্ত্ববিষয়ক, তাহাতে আর কোনই সংশয় থাকে না। তদনুসারে, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সমীচীনতা প্রতিপন্ন হয়। (২ম—৫২সূ—২ঋ)।

——:•:——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। তৃতীয়া ঋক।)

স হি দ্বরো দ্বরিষু বব্র ঊধনি চন্দ্রবুধ্নো

মদবৃদ্ধো মনীষিভিঃ।

ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া মংহিষ্ঠরাতিং

স হি পপ্রিরন্ধসঃ ॥ ৩ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। হি। দ্বরঃ। দ্বরিষু। বব্রঃ। ঊধনি। চন্দ্রঽবুধ্নঃ।

মদঽবৃদ্ধঃ। মনীষিঽভিঃ।

ইন্দ্রং। তং। অহ্বে। সুঽঅপস্যয়া। ধিয়া। মংহিষ্ঠঽরাতিং।

সঃ। হি। পপ্রিঃ। অন্ধসঃ ॥ ৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'চন্দ্রবুধ্নঃ' (সর্ব্বেষামাহ্লাদকমূলঃ) 'মদবৃদ্ধঃ' (আনন্দনিকেতনঃ, পরমানন্দময়ঃ) 'সঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বব্রিষু' (আবরীতৃষু শত্রুষু, জ্ঞানাবরকেষু অজ্ঞানতারূপেষু অরিষু) 'ববঃ' (অতিশয়েন আবরিতা, শত্রুনাশক ইতি ভাবঃ) সন্ 'হি' (খলু) 'ঊধনি' (স্বর্গে, সত্ত্বভাবনিলয়ে হৃদয়ে) 'বব্রঃ' (সংভক্তঃ, ব্যাপ্য বর্ত্ততে); 'সঃ' (ভগবান্) 'শুদ্ধস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য —পরমসুখপ্রদস্য ইতি যাবৎ) 'পপ্রিঃ' (পূরয়িতা, প্রদাতা) ভবতীতি শেষঃ ; 'মংহিষ্ঠরাতিং' (পরমদানশীলং, প্রকৃষ্টধনাধিকারিণং) 'তং' (শ্রেষ্ঠং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'মনীষিভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ সহ, সাধুজনৈঃ সহ মিলিত্বা, যদ্বা—তেষামুপদেশানুসারেণ) 'স্বপস্যয়া' (শোভনকর্ম্মযোগ্যয়া, সুকর্ম্মান্বিতয়া) 'ধিয়া' (স্তুত্যা, বুদ্ধ্যা) 'অহ্বে' (আহ্বয়ামি) অহমিতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'ভগবান্ সর্ব্বাভীষ্টসাধকঃ পরমানন্দদায়কঃ ; অতঃ জ্ঞানিনাং পদাঙ্কানুসরণেন পরমধনলাভাকাঙ্ক্ষয়াং শুদ্ধসত্ত্বেন সৎকর্ম্মণা চ সহ তং আরাধয়ামি। স হি সর্ব্বেষাং আরাধ্যঃ ॥' (১ম—৫২সূ—৩ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সকলের আনন্দের মূল, পরমানন্দময়, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুদিগের নাশক হইয়াই, সত্ত্বভাব-নিলয় হৃদয় (স্বর্গ) ব্যাপিয়া বিদ্যমান্ আছেন ; সেই ভগবান্ পরমসুখপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বের প্রদাতা হয়েন ; পরমদানশীল (প্রকৃষ্টধনাধিকারী) সেই ভগবান ইন্দ্রদেবকে, সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া অথবা তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে, সুকর্ম্মযুত স্তুতির দ্বারা আহ্বান করি। (ভাব এই যে,—'ভগবান্ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পরমধনপ্রদাতা ; এই হেতু জ্ঞানিগণের পদাঙ্কানুসরণে পরমধনলাভাকাঙ্ক্ষায় শুদ্ধচিত্তে সৎকর্ম্মের সহিত আমি তাঁহার আরাধনা করি। তিনি সকলেরই আরাধ্য।') ॥ (১ম—৫২সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সঃ পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রো বব্রিষ্বাবরীতৃষু শত্রুষু ববো হি। অতিশয়েনাবরিতা খলু। শত্রুজয়শীল ইত্যর্থঃ। যস্মাদূধন্যূধস্থজলবত্যন্তরিক্ষে বব্রঃ সম্ভক্তো ব্যাপ্য বর্ত্ততে। অত এব চন্দ্রবুধ্নঃ। সর্ব্বাসাং প্রজানামাহ্লাদকমূলঃ। অন্তরিক্ষস্য সর্ব্বাহ্লাদকত্বাৎ। মদ বৃদ্ধঃ। মাদয়তেতি-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্ট সেই ইন্দ্রদেব আবরণকারী শত্রুদিগকে অতিশয়রূপে আবরণ করেন অর্থাৎ তিনি শত্রুজয়শীল। যেহেতু তিনি উদ্ধস্থ জলবৎ অন্তরিক্ষে ব্যাপিয়া আছেন, অতএব তিনি চন্দ্রবুধ্ন অর্থাৎ নিখিল প্রজাগণের আনন্দের মূলীভূত। অন্তরিক্ষের সর্ব্বাহ্লাদকত্ব হেতু। তিনি 'মদবৃদ্ধঃ' অর্থাৎ সোমদ্বারা বর্দ্ধিত। উন্মাদনা আনয়ন করে—এতদ্দ্বারা মদ-পদে সোম

ন্নিতি মদাঃ সোমাঃ। ঊর্দ্ধবর্হিতঃ। এবম্ভূতো য ইন্দ্রো মংহিষ্ঠরাতিং প্রবৃদ্ধধনং প্রবৃদ্ধদানং বা হবিষ্মন্তং মরুদ্ভির্বিতিভির্ধনস ঈষিতৃভিঃ প্রাজ্ঞৈঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ সপস্যয়া ধিয়া শোভনকর্ম্মযোগ্যয়া বুদ্ধ্যাহ্বয়ে। আহ্বয়ামি। হি যস্মাৎ স ইন্দ্রোঽস্মাকমপেক্ষিতস্য পপ্রিঃ পূরয়িতা॥

বরঃ। বৃ ইত্যেক। বৃণোত্যাবৃণোতীতি বরঃ। পচাদ্যচ্। চিৎস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। বজ্রিম্। অচ ইরিতি কর্ত্তরী প্রত্যয়ঃ। বব্রঃ। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ব্রিয়তে সম্ভজ্যত ইতি বব্রঃ। ষঞর্থে কবিধানং স্থাস্নাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থং। পা০ ৩।৩৫৮।৪। ইতি পরিগণনস্যোপলক্ষণার্থত্বাৎ কর্ম্মণি ক প্রত্যয়ঃ। দ্বির্ভাবশ্ছান্দসঃ। উধনি। উৎ উর্দ্ধং ধ্রিয়তেঽস্মিন্ জলমিত্যুধঃ। সপ্তম্যেকবচনে ঽস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙ্ উদাত্তশ্ছান্দস্যপি দৃশ্যতে। পা০ ৭।১।৭৬। ইতি দৃশিগ্রহণাদুধস্‌শব্দস্যা-প্যনঙাদেশঃ। যদ্বা। উধসোঽনঙ্। পা০ ৫।৪।১৩১। ইতি সমাসে বিধীয়মানোঽনঙাদেশ-শ্ছান্দসত্বাৎ কেবলাদপি ভবতি। চন্দ্রবুধ্নঃ। চদি আহ্লাদনে দীপ্তৌ চ। ইদিত্বান্নুম্। স্ফায়িত ঞ্চীত্যাদিনা রক্‌প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। মদবৃদ্ধঃ। মদী হর্ষে। মদোঽনুপসর্গ ইতি করণেঽপ্। তস্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তৃতীয়াকর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অহ্বে। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙাত্মনেপদেষ্বনতঃ স্থানিতি ঝে রুডাদেশঃ। আতো লোপ ইটি

বুঝায়। এবম্ভূত যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধধনসম্পন্ন বা প্রবৃদ্ধদানশীল, সেই ইন্দ্রকে মারুত দ্বারা প্রাপ্তেচ্ছু প্রাজ্ঞ ঋত্বিক্-গণের সহিত, শোভনকর্ম্মযোগ্য বুদ্ধির দ্বারা, আহ্বান করিতেছি। যেহেতু সেই ইন্দ্র আমাদের অপেক্ষিত (আমাদের অভিলষিত) অন্নের পূরয়িতা।

বরঃ। একার্থবোধক বৃ হইতে নিষ্পন্ন। 'বরতি' অর্থাৎ আবরণ করে—এতদর্থে বর পদ সিদ্ধ। পচাদিগণীয়-হেতু অচ্ প্রত্যয়। চিৎস্বর-প্রযুক্ত অন্তোদাত্ত। বজ্রিম্। 'অচ ইরিতি' নিয়মে কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়। বব্রঃ। সংভক্ত্যর্থক বৃঙ্ হইতে নিষ্পন্ন। সম্ভজন করে—এই অর্থে বব্রঃ পদ সিদ্ধ। ঘঞর্থে ক-প্রত্যয় বিহিত। 'স্থাস্নাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থং (পা০ ৩।৩।৫৮।৪)' এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে উপলক্ষণার্থে কর্ম্মণিবাচ্য ক-প্রত্যয়। ছান্দস-হেতু দ্বির্ভাব। উধনি। ঊর্দ্ধে ধারণ করে ইহাতে জল—এই বাক্যে উধঃ পদ সিদ্ধ। 'অস্থিদধি-সক্থ্যক্ষ্ণামনঙ্ উদাত্তশ্ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' (পা০ ৭।১।৭৬) এই সূত্রানুসারে সপ্তমীর একবচনে দৃশি গ্রহণ-হেতু উধস শব্দের উত্তর অনঙ্ আদেশ। অথবা 'উধসোঽনঙ্' (৫।৪।১৩১) ইত্যাদি সূত্রানুসারে সমাসে বিহিত অনঙাদেশই কেবল ছান্দস-হেতু হয়। চন্দ্রবুধ্নঃ। আহ্লাদনার্থক চদি (চন্দ্) হইতে নিষ্পন্ন। 'দীপ্তৌ চ' ইত্যাদি নিয়মে ইদিত্ব-হেতু নুম আদেশ। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে রক্ প্রত্যয় বিহিত। প্রত্যয়স্বর-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতস্বরত্ব-হেতু তাহাই শিষ্ট হইয়াছে। মদবৃদ্ধঃ। হর্ষার্থক মদী (মদ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মদোঽনুপসর্গঃ' ইত্যাদি নিয়মে করণবাচ্যে অপ্ প্রত্যয়। তাহা পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত প্রাপ্তি হইলেও ধাতুস্বর হইয়াছে। কর্ম্মণি-বাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তি-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অহ্বে। স্পর্দ্ধা এবং শব্দ অর্থবাচক হ্বেঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ' এই নিয়মে বর্ত্তমানকালে লুঙ্ বিভক্তির আত্মনেপদে অতরূপ হয় বলিয়া ঝেঃ স্থানে রুড্ আদেশ। 'আতো লোপ ইটি চ' এই নিয়মে অকারের লোপ

চেত্তাকারলোপঃ। গুণঃ। স্বপস্যয়া। অপ ইতি কর্ম্মনাম। শোভনমপঃ স্বপঃ। তদর্হতীতি স্বপস্যুঃ। ছন্দসিচেতি য-প্রত্যয়ঃ। মংহিষ্ঠরাতিং। মহি বৃদ্ধৌ। অতিশয়েন মংহিত্রী মংহিষ্ঠা। তুশ্ছন্দসীতীষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ। তুরিষ্ঠে ময়ঃস্বিতি তৃলোপঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। মংহিষ্ঠা রাতির্যস্য। স্ত্রিয়াঃ পুম্বৎ। পা০ ৬।৩।৩৪। ইতি পুম্বদ্ভাবাদ্‌হ্রস্বত্বং। বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যেতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। পপ্রিঃ। পৃ পালনপূরণয়োঃ আদৃগমহনজন ইতি কিৎপ্রত্যয়ঃ। উ দোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যে-ত্যুত্বস্য বহুলং ছন্দসীতি বচনাদভাবে যণাদেশঃ। লিড্বদ্ভাবাদ্বির্ব্বচনেঽচীতি স্থানিবদ্ভাবে সতি দ্বির্ভাবোরদত্বহলাদিশেষাঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম—৫২সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (৬১৬) ঋকের বিশদার্থ।

———— : ০ : ————

এই ঋকের অন্তর্গত 'মদবৃদ্ধঃ' পদ উপলক্ষে সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য-পানে ইন্দ্রদেব পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ বলসম্পন্ন ও উৎসাহশীল হন—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদের অর্থ—'মদে' (আনন্দে) তিনি 'বৃদ্ধ' (শ্রেষ্ঠ)। তিনি আনন্দময়; তিনি আনন্দ-স্বরূপ; তিনি আনন্দ-নিকেতন; পরম শ্রেষ্ঠ আনন্দ তাঁহারই অধিগত। তিনি যেমন আনন্দময়, তেমনই আবার সংসারের সকল আনন্দের মূলাধার। 'চন্দ্রবুধ্নঃ' পদ তাহাই খ্যাপন করিতেছে। 'মদবৃদ্ধঃ' পদে 'মদ্যপানে উন্মত্ত' প্রভৃতি ভাব গ্রহণ করিলে, তিনি

হইয়া পরে গুণ হইয়াছে। স্বপস্যয়া। কর্ম্মনামের মধ্যে অপ শব্দ পঠিত হয়। শোভন যে অপ, তাহাই স্বপঃ। তাহা পাইবার যোগ্য অর্থে স্বপস্যুঃ পদ সিদ্ধ। 'ছন্দসি চ' নিয়মে য প্রত্যয়। মংহিষ্ঠরাতিং। মহি (মহ) ধাতু বৃদ্ধ্যর্থমূলক। অতিশয়রূপে মংহিত্রী বা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত—এই অর্থে মংহিষ্ঠা পদ নিষ্পন্ন। 'তুশ্ছন্দসী' ইত্যাদি নিয়মে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠে-ময়ঃস্বিতি' প্রভৃতি বচন-হেতু তৃ-লোপ। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। মংহিষ্ঠ অরাতি যাহার। 'স্ত্রিয়া পুম্বৎ' (পা০ ৬।৩ ৩৪)—এই পাণিনীয় সূত্র মতে পুম্বদ্ভাব হেতু হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত। 'বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যেতি' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। পপ্রিঃ। পালন ও পূরণ অর্থবোধক পৃ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'আদৃগমহনজন' ইত্যাদি নিয়মে কিৎ প্রত্যয়। 'উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বস্য বহুলং ছন্দসি'—এই বচন-হেতু অভাবে যণাদেশ হইয়াছে। 'লিড্বদ্ভাবোর্দ্বির্ব্বচনেঽচি' ইত্যাদি নিয়মে স্থানিবদ্ভাব হইলেও দ্বির্ভাব হেতু অদত্ব ও হলাদি-শেষ। নিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫২সূ—৩ঋ)॥

• • •

কি আর সকলের আহ্লাদমূল (প্রজানামাহ্লাদকঃ) হইতে পারিতেন? ভাষ্যাভাষ্যেই এই বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়।

তার পর, "বরিষু বরঃ" পদ-দ্বয়ের প্রচলিত অর্থে বলা হইয়াছে—তিনি আবরকের আবরক। তাহা হইতে কেহ কহিয়াছেন—মেঘসমূহের আবরক বা অপসারক (বিদারক) তিনি; কেহ কহিয়াছেন—বৃত্র প্রভৃতির আবরক (বিনাশক) তিনি। এইরূপেই দাঁড়াইয়াছে—শত্রুদিগের শত্রু তিনি। আমরা কিন্তু বলি, এখানে জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা প্রভৃতির প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। অজ্ঞানতা প্রভৃতিকে—তৎসহচর রিপু-শত্রুদিগকে—আবরণ (দমন করেন) তিনি; এই জন্যই তাঁহাকে 'বরিষু বরঃ' বলা হইয়াছে। 'বৃ' ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন ও অনাদর বুঝায়। জ্ঞানময়ের নিকট অজ্ঞানতা প্রভৃতি অনাদৃত অবহেলিত বিমর্দ্দিত হইয়া থাকে। ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'উধনি' পদে 'উদ্ধৃতজলবিশিষ্ট অন্তরিক্ষ, অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 'উৎ ঊর্দ্ধং ধ্রিয়তেহস্মিন্'—এইরূপ ব্যাস-বাক্যে ঐ পদে নিষ্পন্ন। ইহা হইতে জলবিশিষ্ট অন্তরিক্ষে বা মেঘের মধ্যে অবস্থিত হওয়ার ভাব অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু অসুর-নাশ পক্ষেও এ অর্থের সঙ্গতি সপ্রমাণ হয় না; আবার মেঘাপ-সারকের পক্ষেও ইহার অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। দুই পক্ষেই রূপক স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা কিন্তু বলি, ঐ 'উধনি' পদে স্বর্গে বা সত্ত্বভাবনিলয়ে অর্থই সঙ্গত হয়। দেবতার বিষয়, ভগবানের প্রসঙ্গ, যখন উত্থাপিত হইয়াছে; তখন, তাঁহার অবস্থিতি যে কোথায়, সেই সন্ধানই আবশ্যক। তিনি যে শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যেই চির বিদ্যমান্, আমরা পুঙ্খানু-পুঙ্খ তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। 'অন্ধস' পদে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ব্ব মন্ত্রেই তাহা প্রখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা কেবল অন্নের কাঙ্গাল, তাঁহারা ঐ পদে 'অন্ন' অর্থই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যেখানে "মনীষিভিঃ সহ স্বপস্যয়া ধিয়া অহ্বে" বাক্য দেখিতে পাইতেছি, মনীষি জ্ঞানী সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া সুকর্ম্মযুত স্তুতির দ্বারা ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে, সেখানে সামান্য অন্নের প্রার্থনা যে প্রকাশ পাই নাই, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ফলতঃ, এখানকার

প্রার্থনা—'শুদ্ধসত্ত্বলাভ,—যাহার সহিত পরমানন্দময় অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া জীবকে পরমানন্দ প্রদান করুন।' শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারাই তাঁহার পরিশুদ্ধি, তাহাতেই তাঁহার অবস্থিতি. ভক্ত সাধক তাঁহার নিকট তাহাই পাইবার কামনা করিয়া থাকেন। (১ম—৫২সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

আ যং পৃণন্তি দিবি সদ্মবর্হিষঃ সমুদ্রং ন

সুভ্বঃ ১ স্বা অভিষ্টয়ঃ।

তং বৃত্রহত্যে অনু তস্থুরূতয়ঃ শুষ্মা

ইন্দ্রমবাতা অহ্রুতপ্সব ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। যং। পৃণন্তি। দিবি। সদ্মঽবর্হিষঃ। সমুদ্রং। ন।

সুঽভ্বঃ। স্বাঃ। অভিষ্টয়ঃ।

তং। বৃত্রঽহত্যে। অনু। তস্থুঃ। ঊতয়ঃ। শুষ্মাঃ।

ইন্দ্রং। অবাতাঃ। অহ্রুতঽপ্সবঃ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (সমুদ্রস্য স্বভূতাঃ, তেন সহ একাত্মিকা ইতি ভাবঃ, যদ্বা—পরমাত্মনোঽঙ্গীভূতাঃ) 'অভিষ্টয়ঃ' (সমুদ্রাভিমুখোন গমনবত্যঃ, যদ্বা—পরমাত্মনি মিলনাভিলাষিণাঃ) 'স্রবতঃ' (নদ্যঃ, সাধবো বা) 'ন' (যথা, ইব) 'সমুদ্রং' (সাগরং, যদ্বা—ব্রহ্মরূপার্ণবং) প্রতি প্রধাবন্তি ইতি শেষঃ; তদ্বৎ 'সদ্মবর্হিষঃ' (যজ্ঞকুশানি, ভগবতি উৎসৃষ্টানি জীবনানি, সর্ব্বত্যাগিনো জনা ইতি ভাবঃ) 'দিবি' (স্বর্গলোকে অবস্থিতং, সত্ত্বনিলয়াধিষ্ঠিতং) 'যং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'আ' (সমন্তাৎ) 'পৃণন্তি' (প্রাপ্নুবন্তি, পূরয়ন্তি); 'শুষ্মাঃ' (শত্রূণাং শোষয়িতারঃ) 'অবাতাঃ' (শত্রূণাং প্রতিবন্ধকরহিতাঃ, তেষাং বাধাবিদূরণসমর্থাঃ) 'ঋজুতপ্সবঃ' (অকুটিলরূপাঃ, সারল্যমণ্ডিতাঃ) 'উতয়ঃ' (অস্মাকং রক্ষণশীলাঃ, শুদ্ধসত্ত্বাদয় ইতি ভাবঃ) 'বৃত্রহত্যে' (অজ্ঞাননাশনিমিত্তভূতে সংগ্রামে) 'তং' (প্রখ্যাতং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অনু তস্থুঃ' (অনুলক্ষ্য স্থিতা বভূবুঃ, তেন সহ সম্মিলিতাস্তিষ্ঠন্তি ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—'নদ্যো যথা মহাসাগরং লভন্তে, সাধবো যথা ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি, অস্মাকং পরিত্রাণকারী সত্ত্বভাবস্তদ্বৎ ভগবতি সম্মিলিতো ভবতি। অতঃ, সত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবৃত্তো ভব। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনভাবমূলকং ইদং স্তোত্রং।' (১ম—৫২সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সমুদ্রের অঙ্গীভূত (অথবা—পরমাত্মার অঙ্গীভূক), সমুদ্রাভিমুখে গতিশীল (অথবা—পরমাত্মায় মিলনাভিলাষী), নদীসকল (অথবা—সত্ত্বপ্রবাহসম্পন্ন সাধকগণ) যেমন সমুদ্রের প্রতি (অথবা—ব্রহ্মরূপ মহার্ণবের প্রতি) প্রধাবিত হয়; সেইরূপ, যজ্ঞকুশের ন্যায় ভগবানে উৎসৃষ্টজীবন সর্ব্বত্যাগী জনগণ, স্বর্গলোকে বা সত্ত্বভাবনিলয়ে অধিষ্ঠিত যে (সেই) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সমন্তাৎ প্রাপ্ত হয়েন; শত্রুর শোষণকারী, শত্রুকৃত প্রতিবন্ধক বিদূরণ-সমর্থ, অকুটিল-রূপ, আমাদিগের রক্ষক, শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ, সেই প্রখ্যাত ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়াই অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ তাঁহারই সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—নদী যেমন মহাসাগরকে প্রাপ্ত হয়, সাধুগণ যেমন ভগবানকে লাভ করেন, আমাদিগের পরিত্রাণকারী সত্ত্বভাব সেইরূপ ভগবানে সম্মিলিত হইয়া থাকে। অতএব, সত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও। এই প্রকার আত্মোদ্বোধনের ভাবই এই মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।)॥ (১ম—৫২সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সদ্ম সদনং স্থানং বর্হিঃশব্দোপলক্ষিতো যজ্ঞো যেষাং সোমানাং তে সোমা দিবি স্বর্গ-লোকেঽবস্থিতং যমিন্দ্রমাপৃণন্তি। আ সমন্তাৎ। পূরয়ন্তি তত্র দৃষ্টান্ত। স্রষ্ঠু ভবন্তীতি স্বভ্বো নদ্যঃ সমুদ্রং পূরয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। কীদৃশা নদ্যঃ। স্বাঃ। সমুদ্রস্য স্বভূতাঃ। তথা চাম্নায়তে। সমুদ্রায় বয়ুনায় সিন্ধুনাং পতয়ে নম ইতি। অভিষ্টয়ঃ। আভিমুখ্যেন গমনবত্য উভয়োঃবিস্তারো মরুতো বৃত্রহত্যে বৃত্রহননে নিমিত্তভূতে সতি তমিন্দ্রমনু ঽস্থুঃ। অনুলক্ষ্য স্থিতা বভূবুঃ। কীদৃশা মরুতঃ। শুষ্মাঃ। শত্রূণাং শোষয়িতারঃ। অবাতাঃ। বান্তি প্রাতিকূল্যেন গচ্ছন্তীতি বাত্যঃ শত্রবঃ। তদ্রহিতাঃ। অহ্রুতপ্সবঃ। অকুটিলরূপাঃ। শোভনাবয়বা ইত্যর্থঃ॥

পৃণন্তি। পৄ পালনপূরণয়োঃ। ক্রৈয়াদিকঃ। পৄাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। সদ্মবর্হিষঃ। ষদ৯ বিশরণ-গত্যবসাদনেষু। সীদন্ত্যস্মিন্নিতি সদ্ম। ঔণাদিকেঽধিকরণে মনিন্-প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। স্বভ্বঃ। ভবতেঃ কিপ্ চেতি কিপ্। কৃদুত্তরপ্রকৃতিস্বরত্বং। অস্তোঃ সুপীতি যণাদেশস্য ন ভূসুধিয়োরিতি প্রতিষেধে প্রাপ্তে ছন্দস্যুভয়থেতি যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইত্যনুদাত্তস্য অসঃ স্বরিতত্বং। অভিষ্টয়ঃ।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বর্হি বা কুশরূপ সদনে বা স্থানে অবস্থিত যে সোম (বর্হি শব্দে যে সোমযজ্ঞ উপলক্ষিত হয়, সেই সোম) স্বর্গলোকে অবস্থিত যে ইন্দ্রকে পৃণন করে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে, সেইরূপ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'স্রষ্ঠু ভবন্তি'—এই বাক্যে 'স্বভ্বঃ' পদে নদীসমূহকে বুঝায়। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রকে পূর্ণ করে, সেইরূপ ;—এই ভাব। সেই নদীসকল আবার কেমন ? না—'স্বাঃ' অর্থাৎ সমুদ্রের আত্মীয়ভূত। এতদ্বিষয়ে উক্ত আছে—'সমুদ্রায় বয়ুনায় সিন্ধুনাং পতয়ে নম ইতি।' অভিষ্টয়ঃ। অভিমুখে গমনশীল। বৃত্রহননকার্য্যের নিমিত্তভূত হইয়া সহায়করূপে মরুদ্গণ সেই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তৎপশ্চাৎ অবস্থিত ছিলেন। কিরূপ মরুত ? 'শুষ্মাঃ' অর্থাৎ শত্রুগণের শোষণকারী, প্রতিকূলে গমনকারী শত্রুগণের নিরস্তকারী অর্থাৎ অপ্রতিহত এবং অকুটিলরূপ অর্থাৎ শোভনাবয়বযুক্ত।

পৃণন্তি। পালন ও পূরণার্থক পৄ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। 'প্বাদিনাং হ্রস্বঃ'—এই বিধানে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত এবং 'শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে আকারের লোপ হইয়া প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ হেতু নিঘাত হয় নাই। 'সদ্মবর্হিষঃ'। বিশরণ, গতি, অবসাদন প্রভৃতি অর্থজ্ঞাপক ষদ৯ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ইহাতে বর্ত্তমান' এই অর্থে সদ্ম পদ নিষ্পন্ন। উণাদিগণীয়-হেতু অধিকরণ-বাচ্যে মনিন্ প্রত্যয়। নিত্ত্ব হেতু আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি-সমাস হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত উদাত্ত-স্বরই শিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। স্বভ্বঃ। কিপ্ চ—এই সূত্রানুসারে ভূ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর-পদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। 'অস্তোঃ সুপি' এই নিয়মে যণাদেশ। কিন্তু 'ন ভূসুধিয়োঃ'—এই নিয়মে উক্ত যণাদেশের প্রতিষেধ হওয়ায় 'ছন্দস্যুভয়থা' বিধানানুসারে যণাদেশ সিদ্ধ হইয়াছে। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ এই সূত্রানুসারে অনুদাত্তে

ইষ্টয় এষণানি। উপসর্গাশ্চাভিবর্জমিতি বচনাদভিরন্তোদাত্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। এমন্নাদিত্বাৎ। পররূপত্বং। বৃত্রহত্যে। হনস্ত চেতি হন্তের্ভাবে ক্যপ তকারান্তাদেশশ্চ। প্রত্যয়স্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। অহ্রুতপ্সবঃ। হ্বৃ কৌটিল্যে। অপ্যা'ন্নষ্ঠায়াং হ্রু হ্বরেশ্ছন্দসি। পা ৭।২।৩১। ইতি হ্রু আদেশ। প্সা। ভক্ষণ ইত্যস্মাদৌনাদিকো ডু-প্রত্যয়ঃ। ন হ্রুতপ্সবোঽহ্রুতপ্সবঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (৬১৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'সদ্মবর্হিষঃ' এবং উতয়ঃ' পদদ্বয়ের মর্ম্ম বোধগম্য হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। ঐ দুই পদের অর্থ উপলক্ষেই মন্ত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'সদ্ম-বর্হিষঃ' পদে কত দুর কষ্ট-কল্পনায় যে সোম অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, ভাষ্যাভাষেই তাহা বোধগম্য হইবে। এইরূপ 'উতয়ঃ' পদ হইতে যে কি প্রকারে মরুদ্গণকে টানিয়া আনা হয়, তাহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন।

পূর্ব্বে আমরা 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদ পাইয়াছি। * সেই পদে যে ভাব প্রকাশমান্, আমরা মনে করি, এখানেও সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। 'সদ্ম' শব্দে 'জল' ও 'যজ্ঞ' বুঝায়। জলে ভাসমান যে ছিন্নমূল কুশ,

জসঃ আদেশ হওয়ায় স্বরিত-স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। অভিষ্টয়ঃ। ইষ্ট পদে এষণাদি বুঝায়। 'উপসর্গশ্চাভিবর্জ্জং' ইত্যাদি বচন-হেতু অভি উপসর্গের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয় বলিয়া উক্ত উদাত্তস্বরই শিষ্ট হইয়াছে। এমন্নাদিত্ব-হেতু পররূপত্ব প্রাপ্ত। 'বৃত্রহত্যে'। 'হনস্ত চ' ইত্যাদি নিয়মে ভাববাচ্যে হন্ ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় এবং অন্তে ত-কারের আদেশ হইয়াছে। প্রত্যয়ের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত-স্থলে ধাতুস্বরই বিহিত হইয়াছে। অহ্রুতপ্সবঃ। কৌটিল্যার্থজ্ঞাপক হ্বৃ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। তদুত্তর নিষ্ঠা প্রত্যয়-হেতু 'হ্রু হ্বরেশ্ছন্দসি' (পা০ ৭।২।৩১) এই পাণিনীর সূত্রানুসারে হ্রু আদেশ হইয়াছে। ভক্ষণার্থক 'প্সা' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ডু প্রত্যয় হইয়াছে। হ্রুতপ্সব নহে—এতদ্বাক্যে অহ্রুতপ্সবঃ পদ সিদ্ধ। অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর বিহিত॥ ৪॥

* এই প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋকের এবং অষ্টাত্রিংশ সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যায় ঐ পদের মর্ম্ম পরিগ্রহণ করুন।

অথবা যজ্ঞার্থ বিচ্ছিন্ন যে কুশ (যজ্ঞের কুশ), তাহাকেই 'সদ্মবর্হিষঃ' বলা যায়। তাহা হইতে বন্ধনশূন্য অবস্থার ভাব আসে। ভগবানে যাঁহাদিগের জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, সেই সর্ব্বত্যাগী (যজ্ঞের কুশের ন্যায় অথবা জলমধ্যে ভাসমান্ ছিন্নমূল কুশের ন্যায়) জনই ঐ পদের বাচ্য। ঐ পদে এই অর্থই আমরা পরিগ্রহণ করি। তার পর, "ঊতয়ঃ" পদ। এ পর্য্যন্ত এই বেদের মধ্যে 'ঊতয়ে' পদের বহু প্রয়োগ দেখিয়াছি। তাহার সর্ব্বত্রই রক্ষণার্থে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। "ঊতিযূতিজূতিসাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ (পা০ ৩।৩।৯।) অবতেঃ।"—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারেও ঐ পদে রক্ষণার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ, হঠাৎ এখানে অর্থ পরিবর্ত্তিত দেখি। ফলতঃ, "ঊতয়ঃ" পদে রক্ষক বা পরিত্রাণ-কারক অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। সত্ত্বভাবই মানুষের প্রকৃষ্ট রক্ষক; সুতরাং ঐ পদে সত্ত্বভাবনিবহ ভাব আমনন করা যায়। 'সুভ্বঃ' পদে (এই সূক্তেরই প্রথম মন্ত্রে) ভাষ্যকারই স্তোতৃগণ অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আবার তিনিই নদীসমূহ অর্থ গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, ঐ দুই অর্থেই অভিন্ন ভাব রক্ষা করিয়া আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

উপসংহারে, মন্ত্রে কি অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে এবং আমরা কি অর্থ গ্রহণ করিলাম; তাহার একটু আভাষ দিতেছি। মন্ত্রের একটী প্রচলিত অর্থ এই যে,—"যজ্ঞে কুশোপরিস্থিত সোম-সকল চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া স্বর্গস্থ ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করে, যে প্রকার সমুদ্রের অন্তর্গত এবং সমুদ্রের অনুকূলগামি নদীসকল সমুদ্রকে পূরণ করে। সকলের রক্ষক, শত্রুশোষক, শত্রুবিহীন, শোভনরূপবিশিষ্ট মরুদ্দেবসকল বৃত্রাসুর-বধের নিমিত্ত ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন।" এই ব্যাখ্যাতেই বুঝা যাইবে, কি হইতে কি ভাব দাঁড়াইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ তুলনায় আলোচনা করিলেই প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। বৃত্রের সহিত যুদ্ধে অন্যদেবগণ পলায়ন করিলে, মরুদ্গণ সহায়তা করেন—এই বিশ্বাসেই মন্ত্রার্থ বিপরীত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। (১ম—৫২সূ—৪ঋ)॥

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

অভি স্বরৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতো রঘ্বীরিব

প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ।

ইন্দ্রো যদ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্বলস্য

পরিধীঁরিব ত্রিতঃ॥ ৫॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অভি। স্বঽবৃষ্টিং। মদে। অস্য। যুধ্যতঃ। রঘ্বীঃঽইব।

প্রবণে। সস্রুঃ। ঊতয়ঃ।

ইন্দ্রঃ। যৎ। বজ্রী। ধৃষমাণঃ। অন্ধসা। ভিনৎ। বলস্য।

পরিধীন্ঽইব। ত্রিতঃ॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রঘ্বীঃ' (গমনস্বভাবাঃ আপঃ, নদ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'ইব' (যথা) 'স্বর্বৃষ্টিং' (শক্তি-বৃদ্ধিকারণং স্বভাবভূতং জলং প্রাপ্তে সত্যঃ) 'মদে' (আনন্দেন, ত্বরিতবেগেন, উচ্ছ্বাসেন সহ) 'প্রবণে' (নিম্নদেশে) প্রবহন্তি, তদ্বৎ 'ঊতয়ঃ' (সর্ব্বেষাং রক্ষকাঃ, অন্তরস্থাঃ সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্য' (সর্ব্বত্র পরিদৃষ্টস্য, সংসারে ক্রিয়াপরস্য) 'যুধ্যতঃ' (সর্ব্বেষামভ্যন্তরে যুধ্যমানস্য শত্রোঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, পুরতঃ ইতি যাবৎ) 'সস্রুঃ' (জগ্মুঃ, গচ্ছন্তি); বর্ষাসমাগমে নদ্যো যথা আত্মস্বভাবভূতং স্বশক্তিবৃদ্ধিকারণং প্রভূতজলং প্রাপ্তে সত্যঃ ত্বরিতবেগেন

উচ্ছাসেন সহ বা নিম্নদেশং প্রবহন্তে, সত্ত্বভাবাঃ তথা আত্মসম্বন্ধিনঃ শত্রূণাং বিমর্দয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। 'ত্রিতঃ' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তো জনঃ) 'যৎ ইব' (নিশ্চিতং যথা) 'পরিধীন্' (পরিধীন্, সংসারবন্ধনানি) 'ভিনৎ' (ছিনত্তি), তদ্বৎ 'অন্ধসা' (সত্ত্বভাবেন) 'ধৃষমাণঃ' (প্রবৃদ্ধঃ, আনন্দিতঃ) 'বজ্রী' (শত্রূণাং নাশায় বজ্রবৎ কঠোরঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বলস্য' (শক্তিসম্পন্নস্য শত্রোঃ পুরং দুর্গং বা ইতি যাবৎ) 'ভিনৎ' (বিচ্ছিন্নং করোতি); যদ্বা,—'ত্রিতঃ' (ত্রিলোকব্যাপকঃ) 'বজ্রী' (অসম্ভাবনানাশায় অতিকঠোরঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অন্ধসাঃ 'ধৃষমাণ' (সাধকানাং সত্ত্বভাবেন প্রহৃষ্টঃ সন্) 'বলস্য' (অতিবলশালিনঃ শত্রোঃ) 'পরিধীন্' (পরীধীন্, দুর্গাণি) 'ইব' (যথা) 'ভিনৎ' (বিধ্বংসতে), তদ্বৎ উত্তমঃ শত্রূণাং বিমৃদনাস্তি ইতি শেষঃ। 'বর্ষাপ্রাপ্তা নদ্যঃ ইব অথবা গুণসাম্যবস্থাপন্নাঃ সাধবঃ ইব, সত্ত্বাধিকারিণঃ জনাঃ ভগবদনুকম্পাপ্রভাবেন শত্রুসম্বন্ধং ছিনত্তি'—ইতি ভাবঃ। (১ম – ৫২সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

গমনস্বভাব জল (নদী) যেমন স্বশক্তিবৃদ্ধির হেতুভূত বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে ত্বরিতবেগে উচ্ছ্বাসের সহিত নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়; সেইরূপ, মানুষের রক্ষাকারী সত্ত্বভাবসমূহ,—সর্ব্বত্রক্রিয়াপর, সকলের অভ্যন্তরে যুদ্ধপরায়ণ, শত্রুর সমীপে গমন করেন। (ভাব এই যে, বর্ষাসমাগমে নদীসমূহ যেমন আত্মস্বভাবভূত স্বশক্তিবৃদ্ধির কারণস্বরূপ প্রভূত জল প্রাপ্ত হইয়া ত্বরিতবেগে উচ্ছ্বাসের সহিত নিম্নদেশকে ভাসাইয়া দেয়; সত্ত্বভাবসমূহ সেইরূপ, সৎকর্ম্মনিবহের সহায়তালাভে শত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকেন)। ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত জন, নিশ্চিত যেমন সংসার-বন্ধনকে ছিন্ন করেন, সেইরূপ সত্ত্বভাবের দ্বারা আনন্দিত (প্রবৃদ্ধ), শত্রুনাশে বজ্রবৎ কঠোর, ভগবান্ ইন্দ্রদেব, শক্তিসম্পন্ন শত্রুর পুরীকে বা দুর্গকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। অথবা, ত্রিলোকব্যাপক, অসম্ভাবনাশ-পক্ষে অতি কঠোর, ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সাধকগণের সত্ত্বভাবে প্রহৃষ্ট হইয়া, অতি-বলশালী শত্রুর দুর্গসমূহ নিশ্চিত যেমন বিধ্বস্ত করেন; সেই প্রকারে মানুষের অন্তরস্থিত সত্ত্বভাবনিবহ, শত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—বর্ষাবারিপ্রাপ্ত নদীসকলের ন্যায় অথবা গুণসাম্যাবস্থাপন্ন সাধকের ন্যায়, সত্ত্বভাবের অধিকারী জনগণ ভগবদনুকম্পাপ্রভাবে শত্রু-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন।)॥ (১ম – ৫২সূ—৫ঋ)॥

* *

সায়ণ ভাষ্যং।

উভয়ো মরুতো মদে সোমপানেন হর্ষে সত্যস্যেন্দ্রস্য যুধ্যতো বৃত্রেণ সহ যুদ্ধমানস্য পুরতঃ স্ববৃষ্টিং স্বভূতবৃষ্টিমন্তং বৃত্রমভি। আভিমুখ্যেন সক্রঃ। জগ্মুঃ। রঘ্বীরিব প্রবণে। যথা গমনস্বভাবা আপো নিম্নদেশে গচ্ছন্তি। যৎ যদান্ধসা সোমলক্ষণেনান্নেন পীতেন ধৃষমাণঃ প্রগল্ভঃ সন্ বজ্রী বজ্রবানিন্দ্রো বলস্য সংবৃণ্বত এতৎসংজ্ঞকমসুরং ভিনৎ। ব্যদারয়ৎ। অবধীদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ত্রিতঃ পরিধীনিব। দেবানাং হবির্লেপনিমার্জনায়াগ্নেঃ সকাশোদপ্স্বেকতো দ্বিতস্ত্রিত ইতি ত্রয়ঃ পুরুষা জজ্ঞিরে তথা চ তৈত্তিরীয়ৈঃ সমাম্নাতং। সোঽঙ্গারাণ্যভ্যপাতয়ৎ। তত একতোঽজায়ত। স দ্বিতীয়মভ্যপাতয়ৎ। ততো দ্বিতোঽজায়ত। স তৃতীয়মভ্যপাতয়ৎ। ততস্ত্রিতোঽজায়তেতি। তত্রোদকপানার্থং প্রবৃত্তস্য কূপে পতিতস্য প্রতিরোধায়াসুরৈঃ পরিধয়ঃ পরিধায়কাঃ কূপস্যাচ্ছাদকা স্থাপিতাঃ। তান্ যথা স অভিনৎ তদ্বৎ॥

স্ববৃষ্টিং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যুধ্যতঃ। যুধ সম্প্রহারে। দৈবাদিকঃ। শ্যন্তায়েন শতৃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শ্যনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। রঘ্বী। রঘি গত্যর্থঃ। রঘিবংহ্যোর্নলোপশ্চ। উ০ ১।২৯। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। বোতো গুণবচনাদিতি ঙীষ্। জসি বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। ঙীষ্স্বরঃ শিষ্যতে। ধৃষমাণঃ। ঞিধৃষা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণ সোমপানে হৃষ্ট হইয়া, বৃত্রের সহিত যুদ্ধমান্ এই ইন্দ্রের পুরোভাগে বৃষ্টির স্বভূত অর্থাৎ বৃষ্টিযুক্ত বৃত্রের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। গমনস্বভাব জল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, সেইরূপ ভাবে। সোমলক্ষণ যে অন্ন পান করিয়া প্রগল্ভ ও বজ্রবান ইন্দ্র বলনামক অসুরকে উদ্ভিন্ন (ভেদ) বা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন (তাহাকে বধ করিয়াছিলেন—ইহাই তাৎপর্য্য)। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'ত্রিতঃ পরিধীনিব' অর্থাৎ ত্রিত যেমন পরিধিসমূহ ভেদ করিয়াছিলেন। দেবগণের হবির্লোপ আশঙ্কা করিয়া অগ্নিদেব জল হইতে একত দ্বিত ও ত্রিত নামক পুরুষ ত্রয় সৃষ্টি করেন। এতদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয়গণ বলিয়া থাকেন,—সেই অগ্নিদেব অঙ্গারসমূহ নিক্ষেপ করেন। তাহাতে প্রথমে একত উৎপন্ন হয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করিলে দ্বিত উৎপন্ন হইল; এবং তার পর তৃতীয়বার নিক্ষেপ করিলে ত্রিত জন্মগ্রহণ করিল। তার পর উদক-পানে প্রবৃত্ত কূপমধ্যে নিপতিত ত্রিতের প্রতিরোধের জন্য অসুরগণ কূপাচ্ছাদনের জন্য পরিধি সৃষ্টি করিয়া কূপের মুখে স্থাপন করে। ত্রিত যেরূপে সেই পরিধি উদ্ভিন্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে (ইন্দ্র বলকে নিহত করেন)।

স্ববৃষ্টিং। বহুব্রীহি-সমাস-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। যুধ্যতঃ। সম্প্রহারার্থ যুধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দৈবাদিক-প্রযুক্ত শ্যন্-প্রত্যয় ব্যত্যয়ে শতৃপ্রত্যয়। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকত্ব-প্রযুক্ত অনুদাত্ত হওয়ায় শ্যনের নিত্ত্ব হইয়াছে বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত। রঘ্বী। রঘি-ধাতু গত্যর্থমূলক। 'রঘিবংহ্যোর্নলোপশ্চ' (উ০ ১।২৯)—এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে উ-প্রত্যয়। 'বোতো গুণবচনাৎ' ইত্যাদি নিয়মে ঙীপ্ প্রত্যয়। 'জসি বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে। ঙীষ্ হেতু প্রকৃতিস্বরই সিদ্ধ। ধৃষমাণঃ। ঞিধৃষা

প্রাগল্‌ভ্যে। শ্নু প্রত্যয়ে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শ আত্মনেপদঞ্চ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ শিষ্যতে। ভিনৎ। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ। বিকরণস্বরঃ। যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। বলস্য। বল সম্বরণে। বলতি সংবৃণোতি সর্ব্বমিতি বলঃ। পচাদ্যচ্‌। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। পরিধীন্‌। পরিধীয়স্ত ইতি পরিধয়ঃ। উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা০ ৩৩।৯২। ইতি দধাতেঃ কর্ম্মণি কিপ্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫২সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে দ্বাদশী বর্গঃ॥ ১।৪।১২॥

* * *

পঞ্চম (৬১৮) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটি জটিল। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে সে জটিলতা যেন অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে।'

এই মন্ত্রের 'উতয়ঃ' পদে 'মরুদ্গণ' অর্থ প্রায় সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। 'মদে' পদে মদ্যপানে উন্মত্ততার অথবা মদ্যপানজনিত হর্ষের ভাবই প্রায় সকল ব্যাখ্যাতে পরিগৃহীত হইয়াছে। 'স্ববৃষ্টিং' পদ হইতে বৃত্রাসুরকে টানিয়া আনা হয়। 'বলস্য' পদে 'বল'-নামক অসুর, 'অন্ধসা ধৃষমাণঃ' পদদ্বয়ে 'মদ্যপানে প্রগল্‌ভ' অর্থ দেখিতে পাই; এবং 'ত্রিতঃ' পদে ঐ নামের একজন পুরুষের সম্বন্ধ খ্যাপিত হইয়া

(নিজস্ব ধৃষ) প্রাগল্‌ভ্য অর্থ দ্যোতনা কার। শ্নু প্রত্যয় প্রাপ্ত হইলেও শ আদেশ এবং আত্মনেপদ হইয়াছে। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকে অনুদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলেও এস্থলে বিকরণস্বরই শিষ্ট হইয়াছে। ভিনৎ। 'লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি'—এই নিয়মে অটের অভাব ও বিকরণ-স্বর হইয়াছে। যদ্‌বৃত্তযোগ হেতু নিঘাত হয় নাই। বলস্য। বল সম্বরণার্থ বুঝায়। 'বলতি' অর্থাৎ সংবরণ করে সকলকে—এই বাক্যে বল-পদ নিষ্পন্ন। পচাদিগণীয়-হেতু অচ প্রত্যয়। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং'—এই নিয়মে কর্ম্মের সম্প্রদানত্ব-হেতু চতুর্থার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। পরিধীন্‌। পরিধীয়ন্ত অর্থাৎ পরিধি আছে—এই অর্থ 'পরিধয়' পদ। 'উপসর্গে ঘোঃ কিঃ' (পা০ ৩।৩।৯২)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ধা ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে কি-প্রত্যয় হইয়াছে। 'আতো লোপ ইটি চ'—এই নিয়মে আকারের লোপ এবং কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তর-পদ প্রকৃতি-স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৫২সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১২॥

* * *

থাকে। 'পরিধীঁ' পদটী সেই ত্রিতেরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কূপমুখাবরক 'অক্ষচক্র' বলিয়া পরিগণিত হয়। * এইরূপে মন্ত্রের যাহা অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার একটী নমুনা প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

"মরুদ্দেবগণ সোমপান করিয়া (সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পানে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া) বৃত্রসহ যুদ্ধমান্ ইন্দ্রের পুরোবর্ত্তী হইয়া নিম্নদেশগামী জলের ন্যায় বৃত্রাসুরের অভিমুখের গমন করিয়াছিলেন; তৎকালে বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপান দ্বারা উৎসাহযুক্ত হইয়া বলনামক অসুরকে নষ্ট করিয়াছিলেন; যেমন ত্রিত-নামক পুরুষ কূপাচ্ছাদক পরিধিকে নষ্ট করিয়াছিলেন।"

বলা বাহুল্য, এ ব্যাখ্যা সায়ণাদিরই ভাষ্য-সম্মত। এই প্রকার ব্যাখ্যার ফলেই বহুবিধ উপাখ্যান আসিয়া এই মন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইন্দ্র যখন বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন, তাঁহার পক্ষে জয়ের আশা অল্প বুঝিয়া, অন্যান্য দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। এখন, একমাত্র মরুদ্গণ আসিয়া তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহারা মদ্যাদি-পানে উৎসাহিত হইয়াই ইন্দ্রের পক্ষে যোগ দান করেন। এ সম্বন্ধে এমনই সকল উপাখ্যান প্রচলিত আছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে শব্দই একটু দ্ব্যর্থভাব প্রকাশক বলিয়া মনে হইয়াছে, সেই শব্দ সম্বন্ধেই সোম আর মাদকদ্রব্য প্রতিপন্ন করার পক্ষেই ভাষ্যকারের এবং প্রধানতঃ ব্যাখ্যাকারগণের প্রয়াস প্রকাশ পাইয়াছে। পদ পাওয়া গেল—'মদে'; অমনি তাহার সহিত মাদকদ্রব্যের সম্বন্ধ প্রখ্যাত হইল। পদ পাওয়া গেল—'অন্ধস'; ধাতুগত অর্থ হইল—অন্ন, অমনি ভাব দাঁড়াইল—উহা নিশ্চয়ই সোমরস মাদক দ্রব্য। এইরূপ, বৃষ্টির সহিত সম্বন্ধযুত 'স্ববৃষ্টিং' পদ দেখিয়াই তাহা হইতে বৃত্রাসুরকে টানিয়া আনা হইল। 'বৃষ্টিং' দেখিয়া মেঘকে আনিলেও বরং চলিত; কিন্তু আসিল—বৃত্রাসুর। মূলে আছে—'ত্রিতঃ'। ব্যাখ্যায় দাঁড়াইল—তাঁহারা তিন ভাই—একত, দ্বিত ও ত্রিত—জল হইতে উৎপন্ন হন। উপাখ্যান দাঁড়াইল ত্রিতের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার জন্য, অপর দুই ভাই তাহাকে কূপে ফেলিয়া দেয়; আর, অশ্বিদেবদ্বয়ের সাহায্যে তিনি

---

* এই 'ত্রিত' ও কূপাবরণ প্রভৃতির উপাখ্যান এই সূক্তের সূচনা-প্রসঙ্গে (২৫৯৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠার টীকায়) বিস্তৃতভাবেই দেখিতে পাইবেন; উপসংহারেও দেখুন।

উদ্ধার পান। এই তো ব্যাপার! এ কুহেলিকা-জাল ভেদ করিয়া সত্যের জ্যোতিঃ কি প্রকারে বিনির্গত হইতে পারে? বড়ই সমস্যা-সঙ্কট।

যাহা হউক, সহৃদয় সুধিগণ আমাদিগের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়া দেখুন। সঙ্গতি-অসঙ্গতি স্বতঃই বোধগম্য হইবে আশা করি। 'উভয়ঃ' পদে যে মানুষের রক্ষাকারী সত্ত্বভাবনিবহকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্ব-মন্ত্রে খ্যাপন করিয়াছি। 'অস্য যুধ্যতঃ' পদদ্বয়ে 'বৃত্রসহ যুদ্ধমান্ ইন্দ্র' অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। 'অস্য' পদে নিত্যক্রিয়মান্ সকত্র প্রভাব-সম্পন্ন রিপুশত্রু প্রভৃতিকেই লক্ষ্য করে। তাহারা যে নিয়ত যুদ্ধমান্ রহিয়া হৃদয়-রাজ্যকে অধিকার করিবার চেষ্টা পাইতেছে, এ পক্ষে সেই ভাবই পাওয়া যায়। অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু আধিব্যাপি রূপ সকল শত্রুকেই ঐ দুই পদে বুঝাইতে পারে। সত্ত্বভাবের প্রাবল্যে সেই শত্রুর অবস্থা কি রূপ হইয়া থাকে, "রঘ্বীঃ ইব প্রবণে" পদত্রয়ে তাহাই খ্যাপন করিতেছে। 'বৃষ্টিং মদে' পদ-দ্বয়ে তৎকর্ম্মেরই সার্থকতা প্রকাশ পাইতেছে। 'স্ববৃষ্টিং' অর্থাৎ আপনার অঙ্গীভূত বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে, নদীর বা জলের যেমন প্রফুল্লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ভাদ্রের ভরাযৌবন নদনদী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সে আনন্দের ভাব অনুভব করিতে পারেন। 'মদে' পদে সেই আনন্দের ভাবই প্রকাশ করিতেছে। সে আনন্দের ফল কি? না—তাহাতে 'প্রবণ' (নিম্নদেশ) প্লাবিত হয়। নদনদী বর্ষার জল পাইয়া দুকুল ভাসাইয়া পরমানন্দে নাচিতে নাচিতে সাগর-সখায় সঙ্গত হইতে যায়। উপমায় সেই ভাব পরিস্ফুট। প্রকৃতিবক্ষে নদ-নদীর পক্ষে বর্ষার বর্ষণ যেমন আনন্দ-প্রকাশক, অপিচ বর্ষণের সেই জল যেমন নদ-নদীর স্বজাতীয়, সত্ত্বভাবনিবহের পক্ষেও সেইরূপ আনন্দের মূল কিছু নাই কি? দেখুন দেখি,—সে আনন্দের মূল কি? এখানেও বলি, 'স্ববৃষ্টিং'; অর্থাৎ, তাহাদিগেরই আত্মস্বরূপভূত শুদ্ধসত্ত্বের স্নেহধারা। শুদ্ধসত্ত্বে শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হইলেই প্রবল বেগে নিম্নভূমিকে (নীচকর্ম্মা রিপুগণকে) প্লাবিত করে। শত্রু আচ্ছন্ন ও বিমর্দ্দিত হয়। সত্ত্বভাবই জাগিয়া উঠে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে বুঝিয়া দেখুন—"রঘ্বী" হইতে 'সত্রুঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ মনস্তত্ত্বের এই নিগূঢ় ভাবেই উদ্ভাসিত।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের বিষয় ("ত্রিতঃ" হইতে "ভিনৎ" পর্য্যন্ত অংশের) মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। এ পক্ষে প্রথমে পদ কয়েকটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুসরণীয়। প্রথম—'ত্রিতঃ' পদ। ঐ পদে 'ত্রিগুণসাম্যাবস্থা প্রাপ্ত জন' অথবা 'ত্রিলোকব্যাপক' অর্থ উপলব্ধ হয়। এ বিষয় যজুর্ব্বেদের একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। বিশেষতঃ 'ত্রি'-শব্দবিশিষ্ট যে পদই বেদে আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বত্রই প্রায় ত্রিগুণসাম্য ত্রিধাতুসাম্য ত্রিলোকব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। * 'ত্রিতঃ' পদে যদি দেবভক্ত দেবানুগৃহীত দেবভাবসম্পন্ন মনুষ্য অর্থও গ্রহণ করা যায়, তাহাতেও ঐ একই ভাব

---

* অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যার সময় এবং ঋগ্বেদের বহু স্থানে এ বিষয়ের আলোচনা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এই 'ত্রিত' সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণের মত অন্যরূপ। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের একটী টীকাও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে পাশ্চাত্যের মত একটু বিশেষ ভাবেই উপলব্ধ হইবে। এ বিষয়ে রমেশ বাবুর টীকা; যথা,—

"সায়ণ তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে ত্রিত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। ত্রিত উদক পানে প্রবৃত্ত হইয়া কূপে পড়িয়াছিলেন; অসুরেরা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য পরিধি অর্থাৎ কূপের আচ্ছাদন সৃষ্টি করিল, ত্রিত তাহা ভেদ করিয়াছিলেন। ত্রিত যে অসুরদিগের শত্রু তাহার পরিচয় এই স্থানে পাওয়া যায়। ইন্দ্র যেরূপ অহি বা বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ত্রৈতন বা ত্রিতও সেইরূপ করিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিত বা ত্রৈতন যে আর্য্যদিগের অতি পুরাতন দেব তাহা 'ইরাণীয় 'অবস্থায়' দেখা যায়। ঋগ্বেদের অহিহন্তা ইন্দ্র যেরূপ উপাস্য, 'অবস্থায়' 'অজি'-হন্তা 'থ্রেতন' সেইরূপ উপাস্য। ঋগ্বেদের 'ত্রিত' 'আপ্ত'-বংশীয় (১০৫ সূক্তের ৯ ঋক দেখ)। অবস্থার 'থ্রেতন'ও 'আথ্য'-বংশীয়। 'অবস্থা' হইতে থ্রেতনের উপাসনা-সূচক যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দেখ। আবার ইরাণীদিগের ইতিহাসে জেন্দ অবস্থা রচনার দুই সহস্র বৎসর পর এই ত্রৈতনের গল্প ইরাণীদিগের ইতিহাসে প্রবেশ করিল। পারস্যদিগের প্রধান কবি ফেদৌসী নিজ শাহনামা নামক কাব্যে লিখিয়াছেন যে জোহক নামে পারস্য দেশের ত্রিমস্তক সম্পন্ন রাজা ছিলেন, এবং ফেরুদীন তাঁহাকে বিজয় করেন। এই 'জোহক জেন্দ অবস্থার 'অজিদহক' এবং বেদের ত্রিমস্তক 'অহি' এবং এই 'ফেরুদীন' জেন্দ অবস্থার 'থ্রেতন' এবং বেদের 'ত্রৈতন'। Max Muller বলেন যে, ইতালীয় ও জর্ম্মানদিগের প্রাচীন ধর্ম্মোপাখ্যানেও এই ত্রৈতনের গল্পের রূপান্তর পাওয়া যায়। (Chips form a German Workshop, vol I. 1867. p. 100.) গ্রীকদিগের ধর্ম্মোপাখ্যানেও প্রাচীন আর্য্য

পাইতে পারি। তাহাতে সংসার-চক্রে চিরবিদ্যমান্ তদ্রূপ 'ত্রিত' নামক জনের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। যে ভাবে আধুনিক সংজ্ঞাবাচক অন্যান্য পদকে বেদের ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, এখানেও সেই ভাব পরিগ্রহণীয়। ফলতঃ এখানে 'ত্রিতঃ' পদে গুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত জনকে অথবা সেই তিনলোকব্যাপী ভগবানকে বুঝাইতে পারে।

'পরিধি' (পরিধীঁ) পদে পরিবেষ্টন (বেড়) সুতরাং বন্ধনের ভাব আসে। সংসার-বন্ধন—মায়ামোহের ডোর—এখানকার প্রধান লক্ষ্য। যাঁহাদিগের মধ্যে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা যে সংসারবন্ধন মায়ামোহের ডোর ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা আর বলাই বাহুল্য। তাঁহাদিগের সহিত ভগবানের অভিন্ন সন্বন্ধ। জীব ও ব্রহ্মের যখন অভেদ-ভাব উপস্থিত হয়, তখন আর দুই থাকে না,—সকলই এক হইয়া যায়। উপমার ভাষায় এখানে সেই ভাবই প্রস্ফুট দেখিতে পাই। সাধক যেমন সংসারবন্ধন ছিন্ন করেন, ভগবান ইন্দ্রদেবও সেইরূপ শত্রুর আবাস-স্থান বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। এখানে সাধক ও ভগবান্ যেন সমান শক্তিসম্পন্ন। সংসার-বন্ধন ছিন্ন করাও যাহা কামক্রোধাদি রিপুর আবাস ভেদ করাও তাহাই। দুই এক। ভাবে উভয়ত্র অভিন্নত্ব। মন্ত্র-অভিধায়েও আমরা যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে অর্থান্তরে সেই একই তত্ত্ব অধিগত হয়। বঙ্গানুবাদে ও মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা বোধগম্য হইবে। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মাত্র। (১ম—৫২—৫ঋ)॥

ত্রিত দেবের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের প্রধান দেব Zeus কে কখন ত্রিত বলিয়া কিনা এক্ষণে জানা যায় না, কিন্তু Zeus কন্যা Athene (সংস্কৃত "অহনা") কখন কখন ত্রিত-কন্যা (Tritogencia) নামে বর্ণিত হইতেন। আবার Triton নামে গ্রীকদিগের একজন সমুদ্র বা জলদেব ছিলেন। তিনি কি 'আপ্ত্য ত্রিতের' প্রতিরূপ ? সায়ণ বলেন জল বা অপ্ হইতে জন্ম এই জন্য ত্রিত 'আপ্ত্য'। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে আপ্ত্যবংশীয় অহি-হন্তা ত্রিত বা ত্রৈতন আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন উপাস্য দেব ছিলেন ; পরে হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহি-হন্তা বলিয়া অধিক উপাসনা করিতে [illegible] [illegible] একটা মনুষ্য মাত্র হইয়া গেলেন, এবং 'ত্রিত' [illegible] নাম [illegible] হইয়া একটী আখ্যান রচিত হইল।"

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

পরী ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপো

বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ।

বৃত্রস্য যৎ প্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজঘন্থ

হন্বোরিন্দ্র তন্যতুং ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

পরি। ঈং। ঘৃণা। চরতি। তিত্বিষে। শবঃ। অপঃ।

বৃত্বী। রজসঃ। বুধ্নং। আ। অশয়ৎ।

বৃত্রস্য। যৎ। প্রবণে। দুঃহগৃভিশ্বনঃ। নিঃজঘন্থ।

হন্বোঃ। ইন্দ্র। তন্যতুং ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (পাপসম্বন্ধভূতঃ, প্রসিদ্ধঃ) 'বৃত্রঃ' (অজ্ঞানরূপোঽসুরঃ) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'বৃত্বী' (আবৃত্য) 'রজসো বুধ্নং' (সত্ত্বস্য অধোদেশং, স্বর্লোকস্য অন্তিকং, পাপনিলয়ং মর্ত্ত্যং ইতি ভাবঃ) 'আশয়ৎ' (আশ্রিত্য আশেত বর্ত্ততে বা), 'প্রবণে' (নিম্নস্থানে, অসদ্ভাবপোষিতে হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'দুর্গৃভিশ্বনঃ' (দুর্গহব্যাপনস্য, প্রভূতপরাক্রমসম্পন্নস্য) তস্য 'বৃত্রস্য'

(অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ) 'হন্বোঃ' (মুখপার্শ্বয়োঃ, চতুর্দ্দিক্ষু, সর্ব্বপ্রভাবং ইতি যাবৎ) 'তক্তুং' (প্রহারং বিস্তারয়তুং, বিচ্ছিন্নীকরণায়), 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব), ত্বং 'যৎ' (যদা) 'নিজঘন্থ' (তং প্রহৃতবানসি, প্রহৃতবসি ইতি ভাবঃ), 'ঈং' (তদানীং) তব 'ত্বিষা' (শত্রুজয়লক্ষণা দীপ্তিঃ) 'পরিচরতি' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি), অপিচ 'শবঃ' (শববৎ অবসন্নো জীবঃ—শত্রুণাক্রান্ত ইতি যাবৎ) 'তিত্বিষে' (প্রদিদীপে, দীপ্তিসম্পন্নো ভবতি, শক্তিঞ্চ প্রাপ্নোতি)। অয়ং ভাবঃ—'অজ্ঞানরূপঃ শত্রুঃ সত্ত্বপরিশূন্যে হৃদয়ে অবস্থিতঃ প্রভূতপরাক্রমং প্রকাশয়তে; লোকানাং পরিত্রাণায় ভগবান্ বিবিধপ্রকারেণ তং শত্রুং বিমর্দ্দয়তি; তেন ভগবন্মহিমা বিভাতি, শবোপমোঽবসন্নো জীবোঽপি সত্ত্বসঞ্চয়শক্তিং প্রাপ্নোতি।' (১ম—৫২সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপসম্বন্ধজাত প্রসিদ্ধ যে অজ্ঞান-রূপ অসুর, শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে আবৃত করিয়া, সত্ত্বের অধোদেশ অথবা স্বর্গের সীমান্ত (পাপনিলয় মর্ত্ত) আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে;—নিম্নস্থানে (অসদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ে) প্রভূতপরাক্রম-সম্পন্ন, সে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের মুখ পার্শ্ব চতুর্দ্দিক্ অর্থাৎ সকল প্রভাব বিচ্ছিন্ন করণার্থ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, আপনি যখন তাহাকে হনন করেন; তখন আপনার শত্রুজয়-লক্ষণ-দীপ্তি সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং (শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত) শববৎ অবসন্ন জীব দীপ্তিসম্পন্ন হয়,—শক্তিলাভ করে। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানরূপ শত্রু সত্ত্বপরিশূন্য হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রভূত পরাক্রম প্রকাশ করে; কিন্তু জীবের পরিত্রাণের জন্য ভগবান্ বিবিধ-প্রকারে সেই শত্রুকে বিমর্দ্দিত করেন; তদ্দ্বারা ভগবন্মহিমা বিভাত হয়, এবং শবোপম অবসন্ন জীবও সত্ত্বসঞ্চয়শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৫২সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যো বৃত্রোঽপো বৃত্বী। উদকানাবৃত্য রজসো বুধ্নমন্তরিক্ষস্যোপরিপ্রদেশমাশয়ং। আশ্রিত্যাশেত। তস্য বৃত্রস্য প্রবণে প্রকর্ষেণ বননীয়েঽন্তরিক্ষে বর্ত্তমানস্য দুর্গৃভিশ্বনো দুর্গ্রহব্যাপনস্য। তস্য হি ব্যাপনং ন কেনাপি গ্রহীতুং শক্যতে। স ইমান্ লোকানাবৃণো-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে বৃত্র জলসমূহকে আবৃত করিয়া অন্তরিক্ষের উপরিভাগস্থিত প্রদেশ আশ্রয় করিয়া শয়ন করিয়াছিল, প্রকৃষ্টরূপে বননীয় অন্তরিক্ষে বর্ত্তমান্ দুর্গ্রহ (নিবিড়) ব্যাপক সেই বৃত্রের ব্যাপকতা কেহই রোধ করিতে সমর্থ নহে। সে লোকসমূহকে আবরণ করে—প্রভৃতে

দিতি শ্রুতেঃ। এবম্ভূতস্য বৃত্রস্য হন্বোর্মুখপার্শ্বয়োঃ হে ইন্দ্র যদ্‌যদা তন্যতুং প্রহারং বিস্তারয়ন্তং যদ্বা শব্দকারিণং বজ্রং। তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়া। তন্যতুনা বজ্রেণ নিজঘন্থ। নিতরাং প্রজহর্থ। তদানীমেনং ত্বামিন্দ্রং ত্বৎ শত্রুজয়লক্ষণা দীপ্তিঃ পরিচরতি। পরিতো ব্যাপ্নোতি। তদীয়ং শবো বলঞ্চ তিত্বিষে। প্রদিদীপে॥

তিত্বিষে। ত্বিষ দীপ্তৌ। লিটি প্রত্যয়স্বরঃ। তিঙ্‌পরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। বৃত্বী। বৃঞ্‌ বরণে। স্নাত্ব্যাদয়শ্চ। পা০ ৭।১।৪৯। ইত্যাদিগ্রহণাৎ ক্ত্বা প্রত্যয়স্যেকারঃ। রজসঃ। রঞ্জ রাগে। রজন্ত্যস্মিন্ গন্ধর্ব্বাদয় ইতি রজোঽন্তরিক্ষং। অসুনি রজকরজনরজঃসূপসংখ্যানং। পা০ ৬।৪।২৬।১ ইতি নলোপঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অশয়ৎ। শীঙো ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। দুর্গৃভিশ্বনঃ। গ্রহ উপাদানেঽশূ ব্যাপ্তাবিত্যনয়োর্দুঃশব্দ উপপদে পৃষোদরাদিত্বাদেতিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। নিজঘন্থ। হন হিংসাগত্যোঃ। লিটি থলি ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্তস্যেট উপদেশেঽত্বতঃ। পা০ ৭।২।৬২। ইতি নিষেধঃ। অভ্যাসাচ্চেত্যভ্যাসাদুত্তরস্য হকারস্য ঘত্বং। লিতীতি। প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। তিঙিচোদাত্তবতীতি গতের্নিঘাতঃ॥ যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতাভাবঃ। তন্যতুং। তনু বিস্তারে। অম্নাদৃতন্যঞ্চীত্যাদিনা যতুচ্। যদ্বা স্তনশব্দ ইত্যস্মাদ্বহুলবচনাদ্যতুচ্ প্রত্যয়ে সকারলোপঃ॥ ৬॥

* * *

এইরূপ উক্ত হয়। এবম্বিধ বৃত্রের হনুদ্বয় অর্থাৎ মুখপার্শ্বদ্বয়, হে ইন্দ্র, যখন তুমি বিস্তৃত ও শব্দকারী বজ্রদ্বারা প্রহার করিয়াছিলে (বজ্র-পদে তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি), সেই সময়, হে ইন্দ্র, তোমার শত্রুজয়লক্ষণযুক্ত দীপ্তি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল; তোমার স্বকীয় বলও তখন প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

তিত্বিষে। দীপ্ত্যর্থক ত্বিষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লট হেতু প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। তিঙ্-পরত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। বৃত্বী। বৃঞ্ ধাতু বরণার্থক। 'স্নাত্ব্যাদয়শ্চ' (পা০ ৭ ১ ৪৯) ইত্যাদি গ্রহণ-হেতু ক্ত্বা প্রত্যয়ের একার হইয়াছে। রজসঃ। রাগার্থক রঞ্জ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। গন্ধর্ব্বাদি ইহাতে বিরাজ করে—এই অর্থে রজঃ পদে অন্তরিক্ষ বুঝায়। 'অসুনি রজকরজনরজঃসূপসংখ্যানং' (পা০ ৬।৪।২৬।১)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ন-এর লোপ এবং নিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। অশয়ৎ। শীঙ বিভক্তির ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের লোপ হয় নাই। দুর্গৃভিশ্বনঃ। গ্রহ ধাতু উপাদানার্থক এবং অশূ (অশ্) ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থমূলক। তদুত্তর উপপদে দু-শব্দের আগম। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু অভিমতরূপ স্বরসিদ্ধি। নিজঘন্থ। হন্ ধাতু হিংসা এবং গতি অর্থমূলক। 'লিটি থলি ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্তিস্যেট উপদেশেঽত্বত' (পা০ ৭।২।৬২) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইটের নিষেধ। 'অভ্যাসাচ্চ' নিয়মে অভ্যাসের উত্তরস্থ হকারের স্থানে ঘত্ব বিহিত। 'লিতি'—এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়-হেতু পূর্ব্বপদে উদাত্তস্বর হইয়াছে। 'তিঙি চোদাত্তবতী' বিধানে গতির নিঘাত হয়। কিন্তু যদ্বৃত্ত-যোগ হেতু নিঘাত হইল না। তন্যতুং। তনু-পদ বিস্তারার্থকমূলক। 'অম্নাদৃতন্যঞ্চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে যতুচ্-প্রত্যয় অথবা স্তন-শব্দের উত্তর 'বহুলবচনাৎ' নিয়মে যতুচ্-প্রত্যয়ে সকারের লোপ হইয়াছে। ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৬১৯) ঋকের বিশদার্থ।

কি উদ্দেশ্যে কাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত, ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সেই সকল ব্যাখ্যায়, কখনও মনে হয়,—'যেন বৃত্র-নামক কোনও অসুরের বা দস্যু-রাজের সহিত ইন্দ্রের বা দেবরাজের দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, এবং ইন্দ্র তাহার মুখের দুই পার্শ্বে প্রহার করিয়াছিলেন'; কিন্তু পক্ষান্তরে আবার মনে হয়,—'না, এ তো সে বর্ণনা নয়! ইহাতে মেঘের ও বৃষ্টির প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত আছে।

প্রচলিত দুইটী প্রসিদ্ধ বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ঐ সংশয়ই বৃদ্ধি পাইবে। সেই দুই বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "যে বৃত্রাসুর উদক অবরোধ করিয়া জলের তলভাগ আশ্রয়পূর্ব্বক শায়িত ছিল, এবং জলমধ্যস্থিত যে বৃত্রাসুরের শরীর কেহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই; হে ইন্দ্র আপনি যৎকালে প্রহারক বজ্র দ্বারা সেই বৃত্রাসুরের মুখের উভয় পার্শ্বে প্রহার করিয়াছিলেন, তখন শত্রুজয়প্রকাশিকা দীপ্তি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া ছিল এবং আপনার বলও প্রদীপ্ত হইয়াছিল।"

(২) "জল রুদ্ধ করিয়া যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরিপ্রদেশে শয়ান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র! যখন তুমি সেই বৃত্রের হনুদ্বয় শব্দায়মান্ বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়াছিলে তখন তোমার শত্রুবিজয়িনী দীপ্তি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তোমার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল।"

সায়ণের ভাষ্যও এইরূপ সংশয়-সমাকুল। প্রাকৃতিক ব্যাপারের (বৃষ্টি-পাতের) অথবা দুই পক্ষের সংগ্রাম-সংঘর্ষের বর্ণনা।—কোন্ বিষয় এ মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত? অথচ, ঐ দুই ভাবের কোনও ভাবেরই সঙ্গতি-রক্ষার উপাদান পূর্ব্বাপর কোনও মন্ত্রেই পাওয়া যাইবে না। সুতরাং আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহার সঙ্গতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য নহে কি? আমাদিগের মর্ম্মানু-সারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণে মন্ত্রান্তর্গত এক একটী পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইয়া আসিবে।

প্রথম—'যঃ' পদ। ঐ পদে পূর্ব্বসম্বন্ধ বা প্রসিদ্ধ অর্থ জ্ঞাপন করে। পাপ হইতেই অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানতার সহিত পাপের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ঐ পদ তাহাই দ্যোতনা করে। 'বৃত্রঃ' পদে যে অজ্ঞানতা বুঝায়, তাহা পুনঃপুনঃ প্রখ্যাত হইয়াছে। 'যঃ' পদে সেই অজ্ঞানতাকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। অজ্ঞানতা দুই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। পাপ হইতে উদ্ভূত পাপকর্ম্মজ অজ্ঞানতা একবিধ; আর, জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির অভাব রূপ অজ্ঞানতা একবিধ। অনল দাহিকা-শক্তি-সম্পন্ন। অনলের সে গুণধর্ম্মের বিষয়, পাপকর্ম্মকারী দস্যুর অজানিত নাই; কিন্তু সে এক জনের গৃহে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। সে হয় তো শুনিয়াছে, তাহা পাপ; কিন্তু বিশ্বাস করে না যে, তাহা পাপ। তাহার পাপ-প্রবৃত্তিই সেখানে তাহার জ্ঞানকে উন্মুখ হইতে দেয় নাই; পক্ষান্তরে তাহার পাপই অজ্ঞানতার প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যে এক প্রকারের অজ্ঞানতা, ইহাকেই—পাপসম্বন্ধযুত অজ্ঞানতা বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের অজ্ঞানতা, বলিয়াছি তো, জ্ঞানস্ফূর্ত্তির অভাববশতঃ উৎপন্ন হয়। সেখানে পাপ-প্রবৃত্তির কোনই সংশ্রব নাই। না-জানাই তাহার কর্ম্মের উন্মেষক মাত্র। দৃষ্টান্ত,—শিশুর সম্মুখস্থিত অনল-শিখা। জ্ঞান-স্ফূর্ত্তির অভাব-বশতঃ শিশু সে অনলে ঝম্প প্রদান করিতে পারে। আবার, শিশুর হস্ত-স্পর্শ দ্বারা সে অনলে গৃহাদি ভস্মীভূত হওয়া অসম্ভব নহে। প্রধানতঃ এই দুই প্রকার অজ্ঞানতার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। এখন, বুঝুন, এখানে কোন্ অজ্ঞানতার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে? শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহকে আবৃত করে (অপঃ বৃত্বী), মনে করুন দেখি—সে কোন্ অজ্ঞানতা? দস্যু জানে—অগ্নি-সংযোগে গৃহ ভস্মীভূত হয়; সে জানে—তদ্দ্বারা গৃহস্থের কতদূর পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে; সে জানে—সেইরূপে তাহার নিজের গৃহে কেহ অগ্নিসংযোগ করিলে সে কি পর্য্যন্ত সন্তপ্ত হইত ও কতদূর অভিসম্পাত করিত! কিন্তু তাহার পাপ-প্রবৃত্তি তাহার সে জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিল। ইহা স্বাভাবিক—ইহা নিত্য-সত্য। 'যঃ' পদ তৎতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছি।

দ্বিতীয়— রজসো বুধ্নং' ও 'আশয়ৎ' পদত্রয়। "রজসো বুধ্ন" পদ-

দ্বয়ের কে অর্থ করিয়াছেন—'জলের তলভাগ'; কেহ অর্থ করিয়াছেন, —'অন্তরিক্ষের উপরি প্রদেশ।' কিন্তু বৃত্রকে যদি অসুর (মনুষ্যজাতি) বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে জলের তলে অথবা অন্তরিক্ষের উপরিভাগে সে কেমন করিয়া বিরাজমান্ থাকিবে? জলের তলে বা অন্তরিক্ষের উপরিভাগে থাকিবার ক্ষমতা বৃত্রের ছিল—এ যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণকে ইহাও মানিতে হইবে যে, সে সময়ে 'এরোপ্লেন' (বায়ুযান) এবং 'ক্রুরজার' (ডুবো জাহাজ) প্রস্তুত হইত। তাহা কেহ স্বীকার করিব না. অথচ জলে ও আকাশে যথেচ্ছভাবে অসুরের বিচরণের বিষয় স্বীকার করিব.—এবম্বিধ যুক্তি গৃহীত হইতে পারে না। যাঁহারা আকাশে ও জলে বৃত্রাসুরের অবস্থিতির বিষয় অর্থ করেন, তাঁহারা কিন্তু ঐ সকল স্বীকার করেন না। সুতরাং ঐ প্রকার অর্থে অসঙ্গতি ঘটে। এইরূপ, মেঘ ও বৃষ্টি পক্ষে রূপকে যদি ঐ অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহাতেও একটু দোষ আসে। কেন-না, মেঘ কখনই জলকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে না; সে নিজেই বারি-রূপে বিগলিত হয়; অধিক কি, মেঘ না থাকিলে, বৃষ্টিপতনই সম্ভবপর হয় না। "বিনা মেঘে বজ্রপাত"—উপমার ভাবায়ও বরং বলা যায় বটে; "বিনা মেঘে বারিপাত"—উপমার ভাষায়ও এমন কথা কখনও শুনি নাই। সুতরাং মেঘকে কখনই বৃষ্টির অবরোধকারী বলা যাইতে পারে না। আর, তাহা আশ্রয় করিয়া (আশয়ৎ) শত্রুর অবস্থানও সম্ভবপর নহে। অতএব, বুঝা উচিত—এখানে অন্য ভাব আছে। সে ভাব কি প্রকারে অধিগত হইবে? বুঝিয়া দেখুন—এখানে বলা হইতেছে, বৃত্র বা অজ্ঞান রূপ অসুর কোথায় অবস্থিতি করে (আশয়ৎ)। উত্তর— 'রজসো বুধ্নং'। অজ্ঞানতা—সে কখনও মেঘে গিয়াও থাকে না, সে কখনও অন্তরিক্ষে (আকাশে) গিয়াও বিচরণ করে না। সে অবস্থিতি করে কোথায়? তাহার উৎপত্তি-স্থানই বা কোথায়? এখানে একটু অনুসন্ধান করিলেই "রজসো বুধ্নং" পদদ্বয়ে 'সত্ত্বভাবের অধোদেশে অর্থাৎ পাপনিলয় মর্ত্ত্যে' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাপ হইতে উদ্ভূত যে অজ্ঞানতা, পাপ-ভূমিই তাহার অবস্থান-স্থান;—ইহা কি আর অধিক বিশ্লেষণ করিয়া বলার প্রয়োজন হয়? কৃমি-কীট আবর্জ্জনার মধ্যে

বিষ্ঠাদির অভ্যন্তরেই বৃদ্ধি পায় ও অবস্থান করে। পাপসম্ভূত অজ্ঞানতা— সে কি আর স্বর্গে আশ্রয় পাইবে। সে যেমন প্রকৃতিজ, তাহার আবাস-স্থানও তদ্রূপ। এখানে সেই ভাবই প্রকটিত।

পরবর্ত্তী মন্ত্রাংশেও এই অর্থের সহিত লক্ষ্য করুন। সে বৃত্র কেমন? না—"প্রবণে দুর্গৃভিস্বনঃ"। অজ্ঞানতার প্রভাব কোথায়? সে কোথায় প্রভূত পরাক্রমসম্পন্ন? ঐ দুই পদে তাহাই পরিব্যক্ত নহে কি? অসদ্ভাব পোষিত নীচ অন্তঃকরণেই অজ্ঞানতার পরিবৃদ্ধি। পূর্ব্বে 'যঃ' পদের বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, এখানেও সেই সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন। তার পর 'রজসো বুধ্নং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি, নরকের কৃমিকীট নরকেই অবস্থিতি করে এবং নরকেই পরিবর্দ্ধিত হয়। সেখানে তাহার অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আর এখানে তাহার পরিবৃদ্ধির প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। সে অবস্থান করে—"রজসো বুধ্নং"; তাহার পরাক্রম-প্রভুত্ব—"প্রবণে।" তাৎপর্য্য পক্ষে উভয় একই ভাব। নীচ, নীচ হইতে নীচতর ও নীচতম স্থানে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু অবস্থান করে ও পরিবৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। এ পক্ষে এই মন্ত্রাংশের উপদেশ এই যে,— 'জীব! যদি পরিত্রাণ চাও, অজ্ঞানতার আশ্রয় নীচ-সংসর্গ পরিত্যাগ কর।'

চতুর্থতঃ—'হন্বোঃ তন্যতুং।' হনু-শব্দে মুখপার্শ্ব বুঝায়। মুখ বা মুণ্ড অঙ্গের প্রধান। তাহা হইতে 'সর্ব্বপ্রভাব' ভাব আসে। যে শত্রুর মুখপার্শ্বে আঘাত করিয়া তাহাকে আহত করা যায়, তাহার সর্ব্বপ্রভাব সর্ব্বশক্তিই প্রতিহত হইয়া থাকে। "দুই গালে চড় দিব" এরূপ বাক্যে সকল প্রভাব খর্ব্ব করার ভাবই প্রকাশ পায়। ফলতঃ, মুখপার্শ্বে প্রহারেই শত্রু যে নিহত হয়, তাহার তাৎপর্য্য,—শত্রুর প্রধান প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসে। এইরূপে শত্রু যখন নিহত হয়, তাহার সকল প্রভাব নষ্ট হয়; তখন ভগবন্মহিমা বিস্তৃত হইয়া পড়ে,—তাহার দীপ্তি প্রকাশ পায়। 'ঘৃণা পরিচরতি' পদদ্বয় সেই ভাব ব্যক্ত করে। রিপুশত্রুগণের তাড়না অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইলে, শত্রুগণ বিমর্দ্দিত হইলে, তাহা যে ভগবদনুকম্পায় সাধিত হইয়াছে,—বেশ বুঝা যায়। অবসন্ন দেহে মৃতকল্প জীবশরীরে তখনই শক্তিসঞ্চয় হইয়া থাকে। মানুষ যখন কামক্রোধাদির মোহ ছিন্ন-ভিন্ন করে, ভগবৎকৃপায় তাহার পাপ-সম্বন্ধ যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখনই

তাহার নিজেরও দীপ্তি প্রকাশ পায়। পাপ-পরিশূন্য রিপুগণের উপদ্রব-বিহীন অবস্থায় জীব নিশ্চয়ই জ্যোতিষ্মান্ হইয়া থাকে। "শবতিত্বিষে" পদদ্বয় সেই ভাব ব্যক্ত করে।

এইরূপে মন্ত্রাংশের মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—'মানুষ যখন ভগবৎকৃপায় পাপ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, তখন ভগবানেরও মহিমা প্রকাশ পায়,—আর জীবও মহিমান্বিত হইয়া পড়ে।' (১ম—৫২সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূর্ময়ো ব্রহ্মাণীন্দ্র

তব যানি বর্দ্ধনা।

ত্বষ্টা চিত্তে যুজ্যং বাবৃধে শবস্ততক্ষ

বজ্রমভি ভূত্যোজসং॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হ্রদং। ন। হি। ত্বা। নিঽঋষন্তি। ঊর্ময়ঃ। ব্রহ্মাণি। ইন্দ্র।

তব। যানি। বর্দ্ধনা।

ত্বষ্টা। চিৎ। তে। যুজ্যং। ববৃধে। শবঃ। ততক্ষ।

বজ্রং। অভিভূতিঽওজসং॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊর্ম্ময়ঃ' (জলপ্রবাহাঃ) 'ন' (যথা) 'হ্রদং' (জলাশয়ং) স্বতঃ প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ, হে ভগবন্, 'তব' (ভবদীয়) 'যানি' (প্রসিদ্ধানি, বেদবেদ্যানি) 'ব্রহ্মাণী' (স্তোত্ররূপাণি মন্ত্রজাতানি) 'তে' (তব) 'বর্দ্ধনা' (বর্দ্ধয়িতৄণি, আনন্দপ্রদানি) তানি 'ত্বা' (ত্বাং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'নৃযন্তি' (নিতরাং প্রাপ্নুবন্তি); তদা 'ত্বষ্টা' (সংসারবন্ধনচ্ছেদনকারী দেবঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান ত্বষ্টৃদেবঃ) 'যুজ্যং' (যোগ্যং) 'শবঃ' (বলং, মায়ামোহেনাবদ্ধ-শববৎ-অবসন্নে দেহে তদ্বন্ধনচ্ছেদনসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'বাবৃধে' (বর্দ্ধয়তি); 'চিৎ' (অপি চ) 'অভিভূত্যোজসং' (শত্রূণাং অভিভবিতৄণাং ওজসা বা বলেন সংযুক্তং) 'বজ্রং' (শত্রুনাশকং অস্ত্রং) 'ততক্ষ' (নির্ম্মিতবান্, মনুষ্যাণাং হিতসাধনোদ্দেশেন নির্ম্মায়তে ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—'বেদমন্ত্রাণি ভগবৎপ্রাপকানি। তেষাং সাহায্যেন দেবকৃপয়া সংসারবন্ধনং বিচ্ছিন্নং ভবতি। পাপরূপ-শত্রূণাং বধোপায়ং দেবতা বিদধাতি॥' (১ম—৫২সূ—৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জলপ্রবাহ যেমন স্বতঃই জলাশয়কে প্রাপ্ত হয়; তদ্বৎ, হে ভগবন্ প্রসিদ্ধ বেদবেদ্য আপনার স্তোত্ররূপ যে মন্ত্রসমূহ আপনার আনন্দবর্দ্ধন-কারী, তৎসমুদায় আপনাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তাহাতে সংসার-বন্ধনছেদনকারী দেবতা (অথবা, কালচক্রে চির-বিদ্যমান্ ত্বষ্টৃদেব) যোগ্য-বল পরিবর্দ্ধন করেন অর্থাৎ মায়ামোহে আবদ্ধ শববৎ অবসন্ন দেহে সেই বন্ধনছেদনের সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আরও, শত্রুগণের অভিভবকারী বলের সহিত সংযুক্ত শত্রুনাশক আয়ুধ মনুষ্য-গণের হিতসাধনোদ্দেশে তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। (ভাব এই যে,—'বেদমন্ত্রসমূহ ভগবৎপ্রাপক। তাঁহাদিগের সাহায্যে দেবতার কৃপায় সংসারবন্ধন ছেদন হয়। পাপ-রূপ শত্রুগণের নাশের উপায় দেবতাই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।)॥ (১ম—৫২সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যানি ব্রহ্মাণি স্তোত্রশস্ত্ররূপাণি মন্ত্রজাতানি তব বর্দ্ধনা বর্দ্ধয়িতৄণি তানি ত্বা ত্বাং ন্যৃষন্তি হি। নিতরাং প্রাপ্নুবন্ত্যেব। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ঊর্ম্ময়ো জলপ্রবাহা হ্রদং ন যথা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! যে সকল স্তোত্রশস্ত্ররূপ মন্ত্রসমূহ আপনাকে বর্দ্ধিত করে, সেই সকল মন্ত্র আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা—ঊর্ম্মিসমূহ অর্থাৎ জলপ্রবাহ-

জলাশয়ং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ। ত্বষ্টা চিৎ স ত্বষ্টা দেব এব তে তব যুজ্যং যোগ্যং শবো বলং বাবৃধে। প্রাবর্দ্ধয়ত। অপি চ অভিভূত্যোজসং শত্রূণামভিভবিতৃণামোজসা বলেন যুক্তং বজ্রং ততক্ষ। তীক্ষ্ণো চকার॥

ন্যৃষন্তি। ঋষী গতৌ। ভৌদাদিকঃ। অদুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। উর্ম্ময়ঃ। ঋ গতৌ। ঋচ্ছন্তি গচ্ছন্তীত্যূর্ম্ময়ঃ। অর্ত্তেরুচ্চেতি। মি প্রত্যয়ঃ। গুণে সত্যাকারস্যোকারাদেশশ্চ। প্রত্যয়স্বরঃ। বর্দ্ধনা। বৃধু বৃদ্ধৌ। বর্দ্ধতে এভিরিতি বর্দ্ধনা। করণে ল্যুট্। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ। ততক্ষ। ত্বক্ষূ তক্ষূ তনূকরণে। লিটি ণলি লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্বস্যোদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। অভিভূত্যোজসং। অভিভূয়তেঽনেনেত্যভিভূতি। করণে ক্তিণ। তাদৌ চ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অভিভূত্যোজো যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫২সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৬২০) ঋকের বিশদার্থ।

—————:•:—————

এই ঋকে মন্ত্রশক্তির অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। ঊর্ম্মির সহিত যেমন জলাশয়ের সম্বন্ধ, অথবা জলপ্রবাহ যেমন নদ-নদী-তড়াগ প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হয়; ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত, তাঁহার আনন্দ-প্রবর্দ্ধক, প্রকারান্তরে তাঁহারই অঙ্গীভূত, স্তোত্রমন্ত্র সেইরূপ তাঁহাতেই

সমূহ যেরূপ হ্রদকে অর্থাৎ জলাশয়কে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ। সেই ত্বষ্টা দেবও তোমার যোগ্য বল প্রবর্দ্ধিত করেন। অপিচ, শত্রুগণের অভিভবকারী বলের দ্বারা যুক্ত বজ্রকে তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অধিকতর বলসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

নৃষন্তি। ঋষ্ গত্যর্থমূলক। তুদাদিগণীয় বলিয়া কঃ-প্রত্যয়। অদুপদেশ-হেতু লসার্বধাতুক অনুদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলেও বিকরণ স্বরই হইয়াছে। 'হি চ' ইত্যাদি নিয়মে নিঘাত হয় নাই। উর্ম্ময়ঃ। গত্যর্থমূলক ঋ-ধাতু নিষ্পন্ন। ঋচ্ছন্তি অর্থাৎ গমন করে—এই বাক্যে উর্ম্ময়ঃ পদ নিষ্পন্ন। 'অর্ত্তেরুচ্চ' ইত্যাদি নিয়মে মি প্রত্যয়। গুণ হওয়ায় অকারের স্থানে ও-কারের আদেশ ও প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। বর্দ্ধনা। বৃদ্ধ্যর্থক বৃধু (বৃধ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বর্দ্ধিত হয় ইহার দ্বারা—এইরূপ সমাসবাক্যে বর্দ্ধনা পদ সিদ্ধ। করণবাচ্যে লুট্ প্রত্যয়। 'শেশ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শি-এর লোপ পাইয়াছে। ততক্ষ। তক্ষ্ ও ত্বক্ষ্ তনুকরণার্থবোধক। 'লিটি ণলি লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ' ইত্যাদি বিধানে পূর্বপদের উদাত্তস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'অভিভূত্যোজসং'। এতদ্দ্বারা অভিভূত হয়—এই সমাস-বাক্যে করণে ক্তিন্ প্রত্যয়। 'তাদৌ চ নিতি' ইত্যাদি নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অভিভূত্য ওজঃ যাহার আছে—এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম—৫২সূ—৭ঋ)॥

* * *

গিয়া মিলিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রথমাংশে ("উর্ম্ময়" হইতে "ন্যষন্তি" পর্য্যন্ত অংশে) এই ভাব পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় অংশে ("ত্বষ্টা" হইতে "বাবৃধে" অংশে) মন্ত্রমাহাত্ম্য আরও একটু বিশদভাবে পরিবর্ণিত দেখি। মন্ত্র তো ভগবা·কে পাইল! মন্ত্রে তো ভগবানের আনন্দ বৃদ্ধি হইল! কিন্তু তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণকারীর কি ফল আছে? মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে।

জীব! তুমি যে এই সংসারের মায়ামোহে আবদ্ধ বিজড়িত হইয়া রহিয়াছ; তোমার অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন,—আর সেই বন্ধনের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তুমি যে নিয়ত পরিত্রাহি ডাকিতেছ—মরণের কামনা করিতেছ; তোমার সে বন্ধন-ছেদনের উপায় কি আছে জান কি? মন্ত্র তোমায় সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে। এই মন্ত্রসাহায্যেই তুমি তাহা প্রাপ্ত হইবে। এই মন্ত্র সাহায্যেই, সকল বন্ধন-ছেদনকারী সেই ত্বষ্টৃদেব তোমার সহায় হইবেন; অধিক কি, তোমার বন্ধনছেদনের উপযুক্ত সুদৃঢ় অস্ত্র পর্য্যন্ত, ঐ দেখ, তোমার জন্য তিনি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন—"চিৎ অভিভুত্যোজসং বজ্রং ততক্ষ"। মন্ত্রের অনুসরণ কর,—মন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে,—তোমার শ্রেয়ঃ তোমার পুরোভাগে বিদ্যমান্ রহিয়াছে।

বাসনা-ত্যাগ, কামনা-পরিবর্জ্জন, অহঙ্কার পরিহার, 'আমার আমার' ভাব বিসর্জ্জন—ইহাই হইল বন্ধন-ছেদনের অস্ত্র। সে অস্ত্র পাইবে—কোথায়? সেই বন্ধন-ছেদনকারী দেবতার নিকট! তিনি ত্বষ্টা—তিনি ছেদনকারী। তিনি মায়ামোহের ডোর ছিন্ন করিবার সামর্থ্য প্রদান করেন। আবার, বন্ধন-ছেদনের অস্ত্রও তাঁহার অধিগত। সে দেবতার অনুকম্পা—বন্ধন-ছেদনের অস্ত্রলাভ, মন্ত্রের সাহায্যে ভগবানের অনুধ্যানেই পাওয়া যায়। বিবেক-রূপেই আসুন, আর বৈরাগ্য-রূপেই আসুন, মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই তিনি আসিয়া মানুষের সহায় হয়েন। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এই ত্বষ্টৃদেবের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানেও সেই ভাবই অব্যাহত দেখিতেছি। *

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলেরই বিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকের এবং দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের ব্যাখ্যায় 'ত্বষ্টা' পদের অর্থ প্রকাশ করিয়াছি।

কিন্তু ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের 'ত্বষ্টা' ও 'ততক্ষ' পদ লইয়া এই নিত্য-সত্য মন্ত্রের সহিত কতই উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সংশ্রব সূত্রিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যান এই যে,—বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের সময় ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য অস্ত্র (বজ্র) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ বিষয়ে এইরূপ আরও নানা গল্প ও কাব্য-কথা প্রচারিত আছে। পুরাণেও এ উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেও সে পরিচয় আমরা দিয়াছি। * কিন্তু আমাদিগের অর্থ সম্পূর্ণ অন্য পথ গ্রহণ করিয়াছে। আমরা বলি, ঐ উপাখ্যান-সমূহ পরবর্ত্তী কালের সংযোজনা; অথবা, কালচক্রের আবর্ত্তনে চিরকালই ঐরূপ উপাখ্যান আসিতেছে ও যাইতেছে। পরন্তু মন্ত্রের অর্থ—নিত্যসত্যমূলক। (১ম—৫২সূ—৭ঋ) ॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। অষ্টমী ঋক্)।

জঘন্বাঁ উ হরিভিঃ সম্ভৃতক্রতবিন্দ্র

বৃত্রং মনুষে গাতুয়ন্নপঃ।

অযচ্ছথা বাহ্বোর্বজ্রমায়সমধারয়ো দিব্যা

সূর্য্যং দৃশে ॥ ৮ ॥

* * *

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ৯০৯ পৃষ্ঠায় প্রাচীন গ্রীস প্রভৃতির সহিত ত্বষ্টৃদেবের সম্বন্ধ-কল্পনা প্রভৃতি দৃষ্টি করুন।

পদ-বিশ্লেষণং।

জঘন্বা‌ন্। উ ইতি। হরিঽভিঃ। সংভৃতঽক্রতো ইতি সংভৃতঽক্রতো।

ইন্দ্র। বৃত্রং। মনুষে। গাতুঽয়ন্। অপঃ।

অযচ্ছথাঃ। বাহ্বোঃ। বজ্রং। আয়সং। অধারয়ঃ। দিবি।

আ। সূর্য্যং। দৃশে॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সংভৃতক্রতো' (সম্পাদিতকর্ম্মন, বিচ্ছিন্নকর্ম্মবন্ধনং, স্থিতপ্রজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'মনুষে' (জনায়, মনুষ্যাণাং হিতসাধনায়) 'গাতুয়ন্' (মার্গমিচ্ছন্, তং পরিত্রাণমার্গং প্রদর্শয়িতুমিচ্ছন্) 'হরিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ—ত্বদীয়বাহনস্বরূপৈরিতি যাবৎ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানং) 'জঘন্বা' (জঘন্বান্, বিনাশয়সি ইতি ভাবঃ) 'উ' (এবং) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি) প্রাবর্ত্তয়সে ইহজগতি ইতি শেষঃ, 'বাহ্বোঃ' (ত্বদীয়য়োর্হস্তয়োঃ) 'আয়সং' (লৌহময়ং, অতিকঠোরং) 'বজ্রং' (পাপনাশকং আয়ুধং) 'অযচ্ছথাঃ' (অগ্রহীঃ, ধারয়সি ত্বমিতি শেষঃ), 'দিবি' (দ্যুলোকে, সত্ত্বভাবনিলয়ে হৃদয়ে) 'দৃশে' (দর্শনায়, সাধূনাং প্রত্যক্ষীকরণায়, অনুধ্যানায়) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানজ্যোতিঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অধারয়' (স্থাপয়াং চকৃষে, স্থাপয়সি—ত্বমেব ইতি শেষঃ)। 'ভগবদনুকম্পয়া ইহজগতি শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবর্ত্তনা ভবতি; ভগবানেব পাপনাশকঃ, স হি সাধূনাং হৃদয়ে প্রদীপ্যতে'—ইতি ভাবঃ।' (১ম - ৫২সূ ৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মবন্ধনচ্ছিন্ন (স্থিতপ্রজ্ঞ) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মনুষ্যের হিত-সাধনের জন্য, তাহাকে পরিত্রাণ-মার্গ প্রদর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া, আপনার বাহনস্বরূপ জ্ঞান-কিরণের দ্বারা, অজ্ঞানতাকে আপনি বিনাশ করিয়া থাকেন এবং ইহসংসারে শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহের প্রবর্ত্তনা করেন; আপনি আপনার বাহুদ্বয়ে পাপনাশক আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন; এবং আপনিই স্বর্গে অথবা সত্ত্বভাবনিলয় সাধুগণের হৃদয়ে সাধুগণের প্রত্যক্ষী-করণের জন্য (অনুধ্যানের নিমিত্ত) জ্ঞানজ্যোতিকে স্থাপন করেন।

(ভাব এই যে,—'ভগবদনুকম্পায় ইহসংসারে শুদ্ধসত্ত্বের প্রবর্ত্তনা হয়; ভগবানই মানুষের পাপনাশ করেন, সাধুগণের হৃদয়ে তিনিই প্রকৃষ্টরূপে দীপ্যমান হয়েন।') ॥ (১ম—৫২সূ—৮ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সন্তুতক্রতো সম্পাদিতকর্ম্মণ্ সম্পাদিতপ্রজ্ঞ বেন্দ্র মনুষে জনায় গাতুয়ন্ গাতুং মার্গমিচ্ছন্ বৃত্রং লোকানামাবরকমসুরং হরিভিরশ্বৈর্যুক্তস্ত্বং অবধান উ। হতবান্ খলু। তদনন্তরমপো বৃষ্ট্যুদকানি প্রাবর্ত্তয় ইত্যধ্যাহারঃ। বাহ্বোস্ত্বদীয়য়োর্হস্তয়োরায়সময়োময়ং বজ্রমবচ্ছথাঃ। অগ্রহীঃ। আকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। সূর্য্যং চ দিবি দ্যুলোকে দৃশে দ্রষ্টুং সর্ব্বেষামস্মাকং দর্শনায়াধারয়। স্থাপয়াঃ চকৃষে॥

অবধান। হন্তের্লিটঃ কসুঃ। বিভাষা গমহনবিদবিশামিতীডাগমস্য বিকল্পোক্তেরভাবঃ। গাতুয়ন। গাতুমিচ্ছতি। ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপীতি ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতি দীর্ঘপ্রতিষেধঃ। ক্যজন্তাচ্ছতর্যদুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ক্যচ এব স্বরঃ শিষ্যতে। বাহ্বো। উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম ৫২সূ ৮ঋ)।

অষ্টম (৬২১) ঋকের বিশদার্থ।

——:§০§:——

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব-প্রকাশক। মূলে "হরিভিঃ" পদ আছে; সুতরাং অশ্বসকলের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। একটী "বৃত্রং" পদ দৃষ্ট হয়; সুতরাং কল্পনা করা হইয়াছে,—এখানে বৃত্রাসুর কর্তৃক অবরুদ্ধ জলস্রোত মুক্ত করার প্রসঙ্গ আছে। তারপর

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'সন্তুতক্রতো' অর্থাৎ সম্পাদিত-কর্ম্ম (সিদ্ধকর্ম্ম) অথবা সম্পাদিতপ্রজ্ঞ (স্থিতপ্রজ্ঞ) ইন্দ্র! নিখিল জনগণের নিকট গমনের ইচ্ছা করিয়া, অশ্বসমূহে যুক্ত তুমি লোকাবরক বৃত্র নামক অসুরকে নিহত করিয়াছিলে। তদনন্তর তুমি বৃষ্টির দ্বারা জলসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলে—এইরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে। তোমার হস্তদ্বয়ে মায়াময় বজ্র ধারণ করিয়াছ এবং অন্তরীক্ষে আমাদিগের সকলের দর্শন জন্য সূর্য্যকে ধারণ অর্থাৎ স্থাপন করিয়াছ।

অবধান। হন ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে কসু-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'বিভাষা গমহনবিদবিশাং' ইত্যাদি নিয়মে অট আগম হইলেও, বিকল্প-হেতু তাহার অভাব হইয়াছে। গাতুয়ন্। 'গাতুং' অর্থাৎ মার্গকে ইচ্ছা করে। 'ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি' ইত্যাদি নিয়মে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য' ইত্যাদি বিধানে দীর্ঘ-প্রতিষেধ। ক্যজন্ত হেতু শতৃ প্রত্যয়ে অদুপদেশ হেতু লসার্বধাতুক অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ক্যচের স্বরই শিষ্ট হইয়াছে। বাহ্বো। 'উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উদাত্তস্বর হইয়াছে। (১ম—৫২সূ - ৮ঋ) ॥

"বাহ্বোর্ব্বজ্রমায়সমধারয়ঃ" এই বাক্যাংশ হইতে স্থির করা হইয়াছে,—"আপনি দুই হস্তে লৌহময় বজ্র ধারণ করিয়াছিলেন।" সে পক্ষে "মনুষে গাতুয়ন্" পদদ্বয়ে "মনুষ্যের নিমিত্ত পথ ইচ্ছা করিয়া" অর্থ দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—

"হে বজ্রনির্ব্বাহক ইন্দ্র মনুষ্যের নিমিত্ত পথ ইচ্ছা করিয়া অশ্বসকলের সহিত যুক্ত হইয়া আপনি বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন এবং তৎপর বৃত্র কর্তৃক নিরুদ্ধ জলপ্রবাহ মুক্ত করিয়াছিলেন। আপনি দুই হস্তে লৌহময় বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আমাদিগের সকলের দর্শনের নিমিত্ত দ্যুলোকে সূর্য্য স্থাপন করিয়াছিলেন।"

পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, একের সহিত অন্যের সম্বন্ধহীন, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য-বিরহিত এই প্রকার অর্থই এখন প্রচলিত। ইহাতে সেই অসুর-রাজ্য আসিরীয়ার ভাব, সেই টাইগ্রিস্ প্রভৃতি নদীতে বাঁধ বাঁধার উপাখ্যান প্রভৃতি কত প্রকার কাহিনীই প্রত্নতাত্ত্বিক ইহার মধ্যগত বলিয়া মনে করিতে পারেন।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে মন্ত্রান্তর্গত এক একটী পদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। তদ্দ্বারা মন্ত্রার্থ স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম—ইন্দ্রদেবের একটী বিশেষণ আছে—'সংভৃতক্রতো'। উহার প্রতিবাক্যে সায়ণই লিখিয়াছেন—'সম্পাদিতকর্ম্মন্'। অর্থাৎ, যাঁহার কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, যিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, অথবা যিনি 'স্থিতপ্রজ্ঞ'। ইন্দ্র বা পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতা অথবা যাঁহাকে ভগবান্ রূপে কল্পনা করা যায়, তিনি কেমন? বলা হইয়াছে—তিনি সম্পাদিত-কর্ম্মন্। এই বিশেষণে মানুষের পক্ষে বড় একটা আশা-আশ্বাসের অভয়-বাণী শুনিতে পাই না কি? কর্ম্ম শেষ হইলে, কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পারিলে, এই মানুষই যে সেই স্তরে উপনীত হইতে পারে,—ইহাই এখানকার উপদেশ বলিয়া মনে হয়। এই ভাবেরই বিশ্লেষণ পুরাণে নানা স্থানে দেখিতে পাই। শ্রেষ্ঠকর্ম্মকারিগণ যুগে যুগে তাই ইন্দ্র উপেন্দ্র প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তার পর দেখুন—"মনুষে গাতুয়ন্" পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ পায়? কেবল মাত্র "মানুষের নিমিত্ত পথ ইচ্ছা করিয়া" বলিলে কি কোনও ভাব পরিগ্রহ হয়? কি পথ? —কেন ইচ্ছা করা?—প্রভৃতি কতই প্রশ্ন এতৎপ্রসঙ্গে নিরুত্তর থাকিয়া

যায়। একটু চিন্তা করিলে, এখানে স্বতঃই মনে আসে,—সে পথ পরিত্রাণের উপযোগী পথ; মানুষ যাহাতে আপনার গতি-মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে, করুণাময় তিনি, করুণা করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। কিন্তু কিরূপে তিনি সে পথ প্রদর্শন করেন? তাহারই উত্তর— "হরিভিঃ"। ঐ পদের অর্থ—'অশ্বগণের দ্বারা' নহে। কয়টা অশ্বে, তাহা যখন নির্দ্দেশ নাই, তখনই সে অর্থে সংশয় আসা স্বাভাবিক। 'নানা দিকের নানা প্রকার সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত নানা প্রকার জ্ঞানের দ্বারা'—এখানে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। "হরিভিঃ" পদে যে 'ইন্দ্রদেবের অশ্ব-সমূহের দ্বারা' অর্থ কল্পনা করা হয়, তাহা রূপক মাত্র। জ্ঞানই ভগবানের বাহন, জ্ঞান-কিরণ-সমূহের মধ্য দিয়াই তিনি মানুষের হৃদয়ে উপস্থিত হন। 'হরিঃ' 'হরিতঃ' প্রভৃতি পদের বিষয় পূর্ব্বে আমরা বহু স্থলে আলোচনা করিয়াছি। * এখানেও সেই মতই সমাহৃত।

বৃত্র হনন ও অপ্-প্রদান—এ বিষয়েও পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি। অজ্ঞানতা-নাশ-পূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্বের প্রবর্ত্তনা করাই ঐ অংশের ('বৃত্রং জঘন্বা উ অপঃ' অংশের) মর্ম্মার্থ।

এখন অবশিষ্ট রহিল—আর দুইটী অংশ; (১) "বাহ্বোঃ আয়সং বজ্রং অধচ্ছথাঃ", (২) "দিবি আ দৃশে সূর্য্যং অধারয়।" তিনি দুই বাহুতে লৌহময় অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, আর দ্যুলোকে লোকের দর্শনার্থ সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছিলেন;—সাধারণ দৃষ্টিতে এইরূপ অর্থই আসে বটে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য-বিধায়ক নিগূঢ় তাৎপর্য্য স্বতঃই প্রকাশ পায়। দেবতা বা ভগবান্ অস্ত্রধারণ করেন কেন? দুষ্টের নাশ ও পাপের দণ্ডবিধানই তাঁহার সে অস্ত্রধারণের উদ্দেশ্য নহে কি? "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং"—এ যে ভগবানেরই উক্তি। অতএব দুই হস্তে লৌহময় আয়ুধ-ধারণ—এই বাক্যাংশের অর্থ স্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর, তাহা হইতেই "দিবি আ দৃশে সূর্য্যং অধারয়" বাক্যাংশেরও ভাব অধিগত হইয়া থাকে। "পরিত্রাণায় সাধূনাং"—এই

---

* এই প্রথম মণ্ডলেরই পঞ্চম সূক্তের চতুর্থ ঋকে (৩০২-৫ পৃষ্ঠায়) 'হরিঃ' পদের এবং চতুর্দ্দশ সূক্তের দ্বাদশ ঋকে (৭৮৯–৭৯৪ পৃষ্ঠায়) 'হরিতঃ' পদের আলোচনা দেখুন। পরেও পঞ্চাশৎ-সূক্তের অষ্টম ঋক্ প্রভৃতিতেও ঐরূপ আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

যে ভগবদ্বাক্য, এতদ্দ্বারা সাধুগণের হৃদয়ে পূর্ণজ্ঞানের সঞ্চারই (দৃশে সূর্য্যং) দ্যোতনা করে। সেই ভাবই এখানে প্রকটিত রহিয়াছে। ফলতঃ, সৎকর্ম্ম দ্বারা ভগবদনুকম্পা-লাভে মানুষ যে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। (.ম—৫.সূ—.৩.শ)।

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্)।

বৃহৎ স্বশ্চন্দ্রমমবদ্যদুকথ্যম্ ১ মকৃণ্বত

ভিয়সা রোহণং দিবঃ।

যন্মানুষপ্রধনা ইন্দ্রমূতয়ঃ স্বর্নৃষাচো

মরুতোঽমদন্ননু ॥ ৯ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

বৃহৎ। স্বঃচন্দ্রং। অমঽবৎ। যৎ। উকথ্যং। অকৃণ্বত।

ভিয়সা। রোহণং। দিবঃ।

যৎ। মানুষঽপ্রধনাঃ। ইন্দ্রং। উতয়ঃ। স্বঃ। নৃঽসাচঃ।

মরুতঃ। অমদন্। অনু ॥ ৯ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) মনুষ্যাঃ প্রার্থনাকারিণঃ 'ভিয়সা' (অজ্ঞানতাজনিতেন ভয়েন, অজ্ঞানতা-পরিহারায়) 'স্বশ্চন্দ্রং' (স্বকীয়েন তেজসা যুক্তং, রমণীয়ং, আনন্দপ্রদং 'অমবৎ' (শত্রু-নাশকং শক্তিসমন্বিতং) 'দিবঃ রোহণং' (স্বর্গস্য আরোহণহেতুভূতং, স্বর্গপ্রাপকং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'উকৃথ্যং' (স্তোত্রমন্ত্রং) 'অকৃণ্বত' (উচুঃ, অনুধ্যায়ন্তি ইতি ভাবঃ); 'যৎ' (যদা, যদা—তদা) 'মানুষপ্রধনা' (মনুষ্যহিতসাধকে সংগ্রামে নিত্যপ্রবৃত্তাঃ) 'স্বঃ' (দ্যুলোকস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'উত্তয়ঃ' (রক্ষিতারঃ) 'মরুতঃ' (মরুৎসংজ্ঞকাঃ বিবেকরূপা দেবাঃ) নৃষাচঃ' (প্রাণরূপেণ সেব্যমানা ভূত্বা, নরহিতসাধনয়া অনুপ্রাণিতাঃ সন্তঃ) 'অনু' (আনুপূর্ব্বেণ, প্রার্থনাকারিণাং হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চারেণ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং) 'অমদন্' (হর্ষং প্রাপয়ন্, ভগবন্তং সন্তোষয়ন্তি); তদা প্রার্থনাকারিণাং অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'যদা মনুষ্যাঃ অজ্ঞানরূপস্য পাপস্য ভয়েন স্তোত্রমন্ত্রং অনুধ্যায়ন্তি, তদা বিবেকোদয়েন ভগবদনুকম্পালাভায় সমর্থা ভবন্তি' (১ম—৫২সূ—৯ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

যখন মনুষ্যগণ (প্রার্থনাকারিগণ) অজ্ঞানতাজনিত ভয়ে (অজ্ঞানতা পরিহার কামনায়) আনন্দপ্রদ, শত্রুনাশক-শক্তিসমন্বিত, স্বর্গপ্রাপক স্তোত্রমন্ত্রকে অনুধ্যান (উচ্চারণ) করেন; যখন মনুষ্যের হিতসাধক সংগ্রামে নিত্যপ্রবৃত্ত, সত্ত্বভাবের রক্ষক, বিবেক-রূপী মরুৎসংজ্ঞক দেব-গণ, নরহিতসাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চারের দ্বারা, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে হর্ষপ্রযুক্ত পরিতুষ্ট করেন; তখন প্রার্থনাকারিগণের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। (ভাব এই যে,—যখন মানুষের মনে অজ্ঞানতারূপ পাপের বিষয়ে ভীতিসঞ্চার হয়, এবং তাহার জন্য তাহারা স্তোত্র-মন্ত্রের অনুধ্যান করে; তখন বিবেকোদয়ে তাহারা ভগবদনুকম্পালাভে সমর্থ হইয়া থাকে)॥ (১ম—৫২সূ—৯ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃহৎ বৃহৎসাম স্তোতারো যজমানা ভিয়সা বৃত্রভয়েন যদ্যদোকৃথ্যমুকথার্হং স্তোত্রযোগ্য-মকৃণ্বত। অকুর্ব্বন। কীদৃশং বৃহৎসাম। স্বশ্চন্দ্রং। স্বকীয়েন চন্দ্রেণাহ্লাদকেন তেজসা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৃত্রভয়ে ভীত হইয়া স্তোতা যজমানগণ বৃহৎসামরূপ যে সকল উকৃথ্য অর্থাৎ স্তুতিযোগ্য মন্ত্রসমূহ করিয়াছিলেন। কীদৃশ বৃহৎসাম? 'স্বশ্চন্দ্রং' অর্থাৎ স্বকীয় চন্দ্রের দ্বারা আহ্লাদজনক এবং তেজের দ্বারা যুক্ত। 'অমবৎ'—অমিতবলযুক্ত। শত্রুগণকে এতদ্দ্বারা ভয় করা যায়—

যুক্তং। অস্মবৎ। অমতি শত্রূণ্ ক্ষতানেনেত্যমো বলং। তদ্যুক্তং। দিবঃ স্বর্গস্য রোহণং। আরোহণহেতুভূতং। এবংবিধেন স্তোত্রেণ বৃত্রাদ্ভীতা ইন্দ্রমতোষয়ন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা মানুষপ্রধনাঃ। প্রকীর্ণান্যস্মিন্ ধনানি ভবন্তীতি নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা প্রধনমিতি সংগ্রাম-নাম। মনুষ্যহিতসংগ্রামা উভয়ঃ স্বর্দ্যুলোকস্য রক্ষিতারো মরুতো নৃষাচঃ প্রাণরূপেণ নৄন্ সেবমানা ভূমেন্দ্রমপি তেনৈব রূপেণান্বমদন্। আনুপূর্ব্যেণ হর্ষং প্রাপয়ন্। তদানীং স ইন্দ্রো বৃত্রবধং প্রত্যুদ্যুক্তো বভূবেতি শেষঃ।

স্বশ্চন্দ্রং। স্বকীয়ং চন্দ্রং যস্য। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্র ইতি সুট্। শ্চুত্বেন শকারঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভিয়সা। ভীশব্দস্য তৃতীয়ৈকবচনে ছান্দসোঽসুগাগমঃ। তস্যোদাত্তত্বং চ। নৃষাচঃ। ষচ সমবায়ে। অয়ং সেবনার্থ ইতি যাস্কঃ। বহুলংছন্দসীত্যত্র চশব্দ-স্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাদস্মাদপি ণ্বিপ্রত্যয়ঃ। অমদন্। মদী হর্ষে ণিচ মদী হর্ষগ্লেপনয়োরিতি ঘটাদিষু পাঠান্মিত্ত্বে সতি মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। লাঙ ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ॥ (১ম - ৫২সূ - ৯ঋ)।

• • •

নবম (৬২২) ঋকের বিশদার্থ।

—•:‡:‡:•—

এই ঋকের একটী প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়,—ইহার মধ্যে দুইটী 'যৎ'-পদ আছে; কিন্তু তাহার সম্পূর্ণতা-জ্ঞাপক 'তৎ'-ভাববোধক কোনও পদই নাই। সুতরাং ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ সকলকেই পরি-

---

এই অর্থে অমঃ পদে বল অর্থ প্রখ্যাপিত হয়। তাহাই যুক্তযুক্ত। 'দিবঃ' অর্থাৎ স্বর্গের রোহণং' অর্থাৎ আরোহণ-হেতুভূত। এবংবিধ স্তোত্রের দ্বারা বৃত্র হইতে ভীত (যজমানগণ) ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। 'মানুষপ্রধনাঃ'। এই ধনসমূহ প্র[illegible] হয়—এই নিরুক্তব্যুৎপত্তি হইতে প্রধন-পদ সংগ্রাম-নামবাচী। অর্থাৎ মনুষ্যগণের হিতের জন্য স্বর্গলোকে রক্ষয়িতা মরুদ্গণ প্রাণরূপে নরগণের সেবমান বা রক্ষক হইয়া ইন্দ্রকেও সেইরূপে আনুপূর্ব্ব-সহকারে হর্ষ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। তখন সেই ইন্দ্র বৃত্রের বধের প্রতি উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বশ্চন্দ্রং। স্বকীয় চন্দ্র হয় যাহার—এই ব্যাসবাক্যে ঐ পদ সিদ্ধ। 'হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্রঃ' এই নিয়মে চন্দ্রের উত্তর পদে 'সুট্' হইয়াছে। শ্চুত্ব-হেতু শকারের আদেশ। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। ভিয়সা। তৃতীয়ার একবচনেও ছান্দসপ্রযুক্ত ভী শব্দের উত্তর অসুক আগম ও উদাত্তত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। নৃষাচঃ। সমবায়ার্থক ষচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যাস্কের মতে ইহা সেবনার্থ জ্ঞাপন করে। 'বহুলংছন্দসি' নিয়মে এখানে চ-শব্দের অনুক্তসমুচ্চয়ার্থত্ব-হেতু ণ্বি প্রত্যয়। অমদন। মদী (মদ্) ধাতু হর্ষবোধজ্ঞাপক। ণিচ মদী হর্ষগ্লেপনয়োঃ ইত্যাদি নিয়মে ঘটাদি মধ্যে পাঠ নিমিত্ত 'মিতাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'লাঙ ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি নিয়মে লঙ্ বিভক্তিতে শপের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিট' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ণি-এর লোপ হইয়াছে। (১ম—৫২সূ—৯ঋ)।

সমাপ্তিসূচক অংশ অধ্যাহার করিয়া আনিতে হইয়াছে। ভাষ্যে সায়ণ আনিয়াছেন,—"তদানীং স ইন্দ্রো বৃত্রবধং প্রত্যুদ্যুক্তো বভূবেতি শেষঃ।" ব্যাখ্যাকারগণ ভাবে লিখিয়াছেন,—"তখন ইন্দ্র বৃত্রবধে উৎসাহী হইয়াছিলেন।" অগত্যা আমরাও ঐরূপ পরিসমাপ্তিসূচক একটী বাক্যাংশ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছি,—'তদা প্রার্থনাকারিণাং অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতি ইতি শেষঃ।' কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রে আত সঙ্গত সমীচীন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইত, পরন্তু কোনও ব্যাক্যাংশ অধ্যাহার করারও আবশ্যক হইত না,—যদি শেষের 'যৎ' পদটীর পরিবর্ত্তে (প্রতিবাক্যে) একটী 'তৎ' পদ পরিগ্রহণ করিতে পারিতাম। তাহা হইলে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণ করিয়া বুঝিয়া দেখুন,—"অনু ইন্দ্রং অমদন্" অর্থাৎ 'সদ্ভাব-সঙ্কারের দ্বারা ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে হর্ষপ্রাপ্ত পরিতুষ্ট করেন' অংশেই মন্ত্রার্থের পরিসমাপ্তির ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইত। যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেরূপ অন্বয়েও অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। সে প্রকার অর্থে এবং আমরা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে যে অর্থ লিখিয়াছি, তাহাতে কোনই পার্থক্য উপলব্ধ হইবে না।

যাউক। এখন প্রচলিত অর্থে এবং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মূলে কোনও কর্ত্তৃপদ নাই; আছে—কল্পিত এক কর্ত্তৃপদের সম্বন্ধ-সূচক "অকৃণ্বত" এই ক্রিয়া-পদটি মাত্র; আর সেই কর্ত্তৃপদের একটু আভাষ পাওয়া যায় "ভিয়সা" পদে। যাঁহাদের মনে বৃত্রাসুরের কল্পনা জাগিয়া আছে, তাঁহারা 'স্তোতৃগণ যজমানগণ' (স্তোতারঃ যজমানাঃ) ইত্যাদি পদ অধ্যাহার করিয়া কর্ত্তা দাঁড় করিয়াছেন। সায়ণ এখানে 'বৃহৎ' পদ হইতেই কর্ত্তার সন্ধান করিয়া লইয়াছেন; তাহার মত এই যে, ঐ পদে 'বৃহৎসাম' বুঝায়; আর, তাহা হইতেই স্তোতা বা যজমান পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের ব্যাখ্যা অন্যপথানুবর্ত্তী; সুতরাং আমরা 'প্রার্থনাকারিগণ বা মনুষ্যগণ' পদ কর্ত্তৃ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমরা তাহাতেই মন্ত্রার্থের সার্থকতা উপলব্ধি করি। 'অকৃণ্বত' ক্রিয়া-পদ হইতে কেহ বা উক্থ্য-মন্ত্র রচনা করার প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়াছেন। বেদমন্ত্র

যে ঋষিরা রচনা করিতেন,—বেদমন্ত্রের অনিত্যত্ব ও পৌরুষত্ব খ্যাপন-পক্ষে ঐ 'অক্রুধ্বত' পদটীকে তাঁহারা একটী প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। ভয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করাই স্বাভাবিক,—ভয়ে মন্ত্র অনুধ্যান করাই ইষ্টসাধক। আমরা তাই ঐ পদের অর্থে মন্ত্রের উচ্চারণের ও অনুধ্যানের ভাবই গ্রহণ করিয়াছি।

মানুষ যখন অজ্ঞানতা রূপ পাপের প্রভাবের বা তাহার অত্যাচারের বিষয় বুঝিতে পারে, তখন 'আর উপায়ান্তর নাই' বুঝিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়,—তাঁহার পূজা-আরাধনায় ও তাঁহার স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণে তখনই তাহার প্রবৃত্তি আসে। মন্ত্রের প্রথম পাদে, "বৃহৎ" হইতে "দিবঃ" পদ-সমূহে, মানুষের সেই প্রবৃত্তি উন্মেষের বিষয় প্রখ্যাত আছে; আর, সেই প্রবৃত্তি উন্মেষের ফলে সে যে মন্ত্র আবৃত্তি করিবে, কয়েকটী বিশেষণে সেই মন্ত্রের স্বরূপ একটু পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ, এখানে বৃত্রের কথাও নাই,—স্তোত্র-রচনার প্রসঙ্গও দেখি না। এখানে মানুষের (অবশ্য একটু ধর্ম্মভাবাপন্ন মানুষের) স্বাভাবিক প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। মন্ত্র যে স্বর্গের সোপান, মন্ত্রে যে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সমাবেশ করে, মন্ত্র যে আনন্দের জনয়িতা, মন্ত্রোচ্চারণে ভগবানের অনুধ্যানে যে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, মন্ত্র যে বলদাতা, মন্ত্রের অনুসরণে হৃদয়ে যে অনুপম শক্তিসঞ্চার হইয়া থাকে, 'স্বশ্চন্দ্রং' প্রভৃতি বিশেষণ-কয়েকটী তাহাই প্রকাশ করিতেছে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এই পাদের প্রচলিত অর্থ একটু কৌতুকপ্রদ। ঐ অংশের দুই প্রকার দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"...এবং যখন মানুষের হিতার্থে সংগ্রামকারী, দ্যুলোকের রক্ষাকর্ত্তা, মনুষ্যের প্রাণস্বরূপ মরুদ্গণ ইন্দ্রকে হৃষ্ট করিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র বৃত্রবধে উৎসাহী হইয়াছিলেন।"

"...তখন স্বর্গরক্ষক মরুৎগণ মনুষ্যদিগের জন্য যুদ্ধ করিয়া এবং মনুষ্যগণকে পালন করিয়া ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।"

দুই প্রকার অর্থই প্রায় সায়ণের অনুসারী। তবে শেষোক্ত অর্থে "যৎ" পদে "তখন" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে দেখিতেছি; অধিকন্তু শেষের পদত্তি-সংস্কার সময়, একটী "এবং" পদ সংযোজিত করা হইয়াছে।

সেই যে একটা উপাখ্যান,—বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র যখন প্রমাদ-গণনা করেন এবং দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, সেই সময় মরুদ্গণ ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন—যুদ্ধে উৎসাহ দিয়াছিলেন,—সেই উপাখ্যানের প্রভাবেই, মন্ত্রের এইরূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোথাকার কোন গল্প-রূপ সাথাকে এখানে এই কাণ্ডে আনিয়া সংযোজনা করার কোনই আবশ্যক দেখি না। পরন্তু এখানে সাদাসিধাভাবে মনস্তত্ত্বের এক নিত্যপরিদৃশ্যমান্ প্রতিজনের অনুভূয়মান বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে মাত্র।

মরুদ্দেবগণ বলিতে, কোন্ ভগবদ্বিভূতির বিষয় মনে আসে? কোন্ দেবতাগণ বা কোন্ দেবভাবসমূহ মরুদ্গণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন? বহুত্র আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। বিবেক-রূপী দেবগণ বিবেক-বাণীর দ্বারা আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিবার চেষ্টা করেন। সে সময় পাপের সহিত অজ্ঞানতার ঘোর সমর উপস্থিত হয়। সদসদ্বৃত্তির সেই সংগ্রাম—বড়ই ভীষণ সংগ্রাম। মানুষের হিতার্থ, বিবেকরূপী দেবগণের দ্বারাই সে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মানুষ যদি তখন বিবেকের অনুসরণ করে, প্রথমে একটু কষ্ট বোধ হইলেও, শেষে সে সংগ্রামে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারে বিবেক-রূপী দেবতাগণই সে সংগ্রামে মানুষের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া মানুষের প্রাণরক্ষা করেন। মন্ত্রের অন্তর্গত "মানুষপ্রধনা" এবং "নৃষাচঃ" পদদ্বয়, সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। মানুষের প্রাণরক্ষা বা মনুষ্যগণকে প্রতিপালন করাই সে সংগ্রামে দেবতাদিগের প্রধান লক্ষ্য। "ইন্দ্রং অনু অমদন্" বাক্যাংশের মর্ম্ম এই যে, সেই সংগ্রামে মানুষের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধির সঞ্চার হইলে অর্থাৎ মানুষ যদি বিবেকের অনুসারী হয় তাহা হইলে, তদ্দ্বারা ভগবান পরিতুষ্ট হন। এইখানের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শেষ করিলেও চলে। আর যদি শেষাংশ একটু সংযোজন করা হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি,—ভগবানের সন্তোষের ফলস্বরূপ অভীষ্টসিদ্ধির বিষয়ই সেখানে প্রখ্যাত আছে। তাহাই সঙ্গত। নচেৎ, মানুষের হিতসাধনে মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য মরুদ্গণ যুদ্ধ করিলে, তদ্দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের উৎসাহ-বর্দ্ধন কেন হইবে? এরূপ অর্থে মনে নানা সংশয় প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। তবে কি মানুষও

যাঁহারা, দেবতাও তাঁহারা? কিন্তু সে পক্ষে অসুর আবার কাহারা? ফলতঃ ঐ প্রকার অর্থে ভাবসঙ্গতি থাকে না। অতএব, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থই বিবেচনার যোগ্য নহে কি? (১ম—৫২সূ—৯ঋ)॥

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

দ্যৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদযোযবীদ্ভিয়সা

বজ্র ইন্দ্র তে।

বৃত্রস্য যদ্বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য

শবসাভিনচ্ছিরঃ॥ ১০॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

দ্যৌঃ। চিৎ। অস্য। অমঽবান্। অহেঃ। স্বনাৎ। অযোযবীৎ। ভীয়সা।

বজ্র। ইন্দ্র। তে।

বৃত্রস্য। যৎ। বদ্বধানস্য। রোদসী ইতি। মদে। সুতস্য।

শবসা। অভিনৎ। শিরঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'অস্য' (সর্ব্বেষাং আতঙ্কপ্রদস্য) 'অহেঃ' (ক্রূরস্বভাবস্য, অজ্ঞানকারিণস্য শত্রোঃ) 'স্বনাৎ' (হুঙ্কারবশাৎ, আক্রমণাৎ ইতি যাবৎ) 'অমবাঁ' (বলবান্, অতিদৃঢ়ঃ) 'দ্যৌঃচিৎ' (দ্যুলোকোঽপি, সত্ত্বসমন্বিতো জনোঽপি) 'ভিয়সা' (ভয়েন) 'অযোযবীৎ'

(পৃথগ্‌ভূত আসীৎ, কম্পিতো ভবতি, সত্ত্বসংশ্রবত্যাগায় বিচঞ্চলো ভবতীতি ভাবঃ); তদা 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সুতস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য—স্বর্গবাসিনাং হৃন্নিহিতস্য ভক্তিভাবস্য ইতি যাবৎ) 'মদে' (হর্ষে, আনন্দেন—উৎসাহসম্পন্নো ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'বজ্রঃ' (শত্রুনাশকঃ আয়ুধঃ,—জ্ঞানরূপ ইতি যাবৎ) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'বদ্বধানস্য' (বাধনশীলস্য, জ্ঞানপ্রবেশবাধকস্য) 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানরূপস্য শত্রোঃ) 'শিরঃ' (মস্তকং, মূর্দ্ধদেশং, সর্ব্বাঃ শক্তীরিতি ভাবঃ) 'শবসা' (বলেন, যদ্বা—শবস্বরূপেণ হীনশক্তিযুক্তেন মনুষ্যেণ এব) 'অভিনৎ' (অচ্ছিনৎ, ছিনত্তি)। অয়ং ভাবঃ—'রিপবঃ সাধূনপি বিভাপয়ন্তে; কিন্তু ভগবান শুদ্ধসত্ত্বেন প্রীতঃ সন্ সাধূনাং তদ্ভয়ং বিদূরয়তি।' (১ম-৫২সূ ১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যখন সকলের আতঙ্কপ্রদ ক্রূরপ্রকৃতি অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর হুঙ্কার-বশতঃ অথবা আক্রমণ-হেতু অতিদৃঢ় দ্যুলোকও (সত্ত্বগুণসমন্বিত হৃদয়ও) ভয়ে কম্পিত হয় (সত্ত্বসংশ্রব-ত্যাগের পক্ষে বিচঞ্চল হইয়া পড়ে); তখন, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব, তাঁহাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের (হৃন্নিহিত ভক্তি-ভাবের) আনন্দের দ্বারা উৎসাহসম্পন্ন হইয়া, আপনার শত্রুনাশক অস্ত্র, স্বর্গমর্ত্ত্যের জ্ঞানপ্রবেশের বাধাপ্রদানকারী অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর সকল শক্তিকে, বলের দ্বারা অথবা শবস্বরূপ হীনশক্তি মনুষ্যের দ্বারাই ছেদন করেন। (ভাব এই যে,—'রিপুগণ সাধুগণকেও ভীতিপ্রদর্শন করে; কিন্তু তাঁহাদিগের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রীত হইয়া, সাধুগণের সে ভয় ভগবান্ বিদূরণ করিয়া থাকেন।') ॥ (১ম—৫২সূ—১০ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অমবান্ বলবান্ দ্যৌশ্চিৎ দ্যুলোকোঽপ্যহের্বৃত্রস্য স্বনাদ্ধ্বানিতয়া ভয়েনাযোযবীৎ। অত্যর্থং পৃথগ্ভূত আসীৎ। অকম্পতেত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র! তে তব সুতস্যাভিষবাদিভিঃ সংস্কৃতস্য সোমস্য পানেন মদে হর্ষে জাতে সতি ত্বদীয়ো বজ্রো রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বদ্বধানস্য বাধনশীলস্য বৃত্রস্য শিরো মস্তকং শবসা বলেনাভিনৎ। অচ্ছিনৎ। তদানীং দ্যুলোকস্য ভয়রাহিত্যেন নিশ্চলো বভূবেতি শেষঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বলবান্ দ্যুলোকও (অন্তরিক্ষ-লোকও) বৃত্রের শব্দের ভয়ে ভীত হইয়া অতিশয় পৃথকভাবে ছিল অর্থাৎ কম্পান্বিত হইয়াছিল। হে ইন্দ্র! অভিষবাদি দ্বারা সুসংস্কৃত সোম পান দ্বারা তোমার হর্ষ সঞ্জাত হইলে, তোমার বজ্র পৃথিবীর ও অন্তরিক্ষের বাধনশীল অর্থাৎ অবরোধকারী বৃত্রের মস্তক যখন বল দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিল; সেই সময় ভয়রাহিত্য-হেতু দ্যুলোক নিশ্চল হইয়াছিল।

অবোযবীৎ। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ অস্মাদ্‌যঙ্‌লুগন্তাল্লঙি যঙো বেত্যা পূক্তপ্রত্যয়স্যেডাগমঃ। অডাগম উদাত্তঃ। বহুধানস্য। বাধৃ বিলোড়নে। তাচ্ছীলিকে চানশি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। হলাদিশেষাভাবো ধাতোর্হ্রস্বত্বং চ ছান্দসত্বাৎ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। (১ম—৫২সূ—১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে ত্রয়োদশো বর্গঃ। ১।৪।১৩।

•

দশম (৬২৩) ঋকের বিশদার্থ।

—•:‡:‡:•—

বৃত্রাসুরের ভয়ে স্বর্গ কাঁপিত। ইন্দ্র সোমপান করিয়া উত্তেজিত হইয়া বজ্রদ্বারা বৃত্রের মস্তকচ্ছেদন করেন। তাহাতে উপদ্রব দূর হয়। স্বর্গবাসীরা ভয়শূন্য হইতে পারে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পূর্ব্বোক্ত-রূপ ভাবই প্রকটিত দেখিতে পাই। মেঘ-বিদারণে বৃষ্টিপাতনের প্রসঙ্গ এ মন্ত্রে বড় কেহ উত্থাপন করেন নাই। "শবসাভিনচ্ছিরঃ" বাক্যাংশে 'বলের দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল'—এইরূপ অর্থ পরিগৃহীত হওয়ায় কাজেই দেহধারী অসুরাদির সম্বন্ধই স্থির করা হইয়া থাকে। এইরূপে বৃত্র কখনও অসুর, কখনও বা মেঘ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য কোনও ব্যাখ্যাতেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে কোথাও কোন-প্রকার বাধা দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি সংক্ষেপে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করাও যাইতেছে। আমাদিগের মতে, মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর হুঙ্কারে বা আক্রমণে সাধুগণের হৃদয়-রূপ স্বর্গলোকেও যে বিভীষিকা উপস্থিত হয়,

---

অযোযবীৎ। মিশ্রণ ও অমিশ্রণ অর্থ-দ্যোতক যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যঙ্‌লুগন্ত-হেতু 'লঙি যঙো চ' নিয়মে উক্তপ্রত্যয়ের উত্তর অট আগম হইয়াছে। অডাগম-হেতু উদাত্ত হইয়াছে। বহুধানস্য। বিলোড়নার্থক বাধৃ ধাতু নিষ্পন্ন। 'তাচ্ছীলোক চানপি বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের স্থানে শ্লু আদেশ। হলাদি শেষের অভাবে ধাতুর হ্রস্বত্ব এবং ছান্দস-হেতু হ। 'চিতঃ' এই সূত্রানুসারে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫২সূ—১০ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৪।১৩।

•.•

তাহাই বলা হইয়াছে। অজ্ঞানতা সময় সময় সাধুগণকেও আক্রমণ করিবার চেষ্টা পায়। অনেক সময় সাধুগণও অজ্ঞানতা-বশে অপকর্ম্ম করিয়া ফেলেন। এখানে মন্ত্রের প্রথমাংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসারে 'যৎ' হইতে 'অযোযবীৎ' পর্য্যন্ত অংশে) সেই ভাব পরিব্যক্ত আছে। অজ্ঞানতা-রূপ সেই শত্রুকে অহি অর্থাৎ সর্পসং ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্ন বলা হইয়াছে। সে এমনই কৌশলী, এমনই ক্রূর যে, অতিবলবান্ অতিদৃঢ় সাধু-হৃদয়কেও ভয়ে কাঁপাইয়া তোলে। অন্বয়মুখে দ্বিতীয় পাদের "যৎ" পদটীকে আমরা প্রথমেই আনিয়াছি। ভাব এই যে, যখন সেই অবস্থা উপস্থিত হয়, ক্রূর শত্রুর আক্রমণে, সাধুগণের হৃদয় যখন বিকম্পিত হইয়া পড়ে; পরন্তু তাঁহারা যখন 'পরিত্রাহি' ডাক ডাকেন, ভগবান্ তখন কি আর স্থির থাকিতে পারেন?

ভগবান্ তখন কি করেন, পরবর্ত্তী অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে "তদা ইন্দ্র" হইতে "অভিনৎ" অংশে) তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। এই অংশে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—"সুতস্য মদে" পদদ্বয়। ঐ দুই পদকেই মন্ত্রের মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। অথচ, ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থই মন্ত্রটিকে অর্থহীন বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুই পদের প্রকৃত ভাব (আমাদিগের মতে) এই যে, শত্রুর সেই আক্রমণের সময় সাধুগণের 'পরিত্রাহি' ডাক শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগের ভক্তিপ্লুত-কণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদে বিচলিত হইয়া, তাঁহাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের স্নেহ-প্রস্রবণে আর্দ্র ও স্নিগ্ধ হইয়া, ভগবান্ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে আসেন। ইহাই স্বাভাবিক। সাধুগণ বিপদাশঙ্কায় ভগবানকে আহ্বান করেন। ভগবান্ তখন আর স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি তদ্দণ্ডেই তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য পরমানন্দে অগ্রসর হয়েন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবানের আসন বিচলিত হয়। সে আহ্বানে, আহ্লাদ-সহকারে আসিয়া ভক্তকে তিনি রক্ষা করেন। "সুতস্য মদে" পদদ্বয় ভক্তের ঐকান্তিক ভক্তিতে ভক্তের প্রতি পরমানন্দে ভগবানের করুণাবিতরণের ভাবই প্রকাশ হয়। অথচ, এখানে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'ইন্দ্র মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ত হইয়া স্বর্গ রক্ষা করিতে ধাবমান হন!' এরূপ ব্যাখ্যা—বড়ই পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই।

তার পর এখন বুঝিয়া দেখুন, ভক্তের জন্য ভগবান্ কি প্রকারে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার বজ্র কি স্বর্গের কি মর্ত্ত্যের সকল স্থানের বাধাস্বরূপ শত্রুর শিরশ্ছেদ করে। সে শত্রু সাধুগণকেও আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, স্বর্গরাজ্যকেও বিব্রত করিয়া তোলে; আবার, সাধারণ লোকের মধ্যে এই মর্ত্ত্যধামে তো তাহার প্রভাবের অন্ত নাই। এখানে, বজ্রই বা কি, বাধাই বা কি, আর শত্রুর শিরশ্ছেদনই বা কি—ইহা বুঝিলেই মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট হইয়া আসে। অজ্ঞান-রূপ শত্রুনাশের অস্ত্রই বজ্র। জ্ঞান-সাহায্যেই অজ্ঞানতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, আলোক-দ্বারাই অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে শত্রুনাশক আয়ুধ 'বজ্র' বলিতে সেই অস্ত্রের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। 'স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের বাধা' বলিতে, মানুষের হৃদয়ে 'জ্ঞানালোক প্রবেশের বাধার বিষয়ই মনে আসে। 'শত্রুর শিরশ্ছেদন' বলিতে, অজ্ঞানতার সকল প্রকার প্রভাব-নাশের ভাবই—প্রাপ্ত হই।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই মনে হয়, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! শত্রুভয়ে ভীত হইও না। একান্ত মনে ভগবানকে আহ্বান কর। তোমার ভক্তিপ্লুত কাতরক্রন্দন শুনিলে, তিনি কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না। তিনি নিশ্চয়ই আসিয়া তোমায় পরিত্রাণসাধন করিবেন।' * (১ম—৫২সূ—১০ঋ)॥

---

* কিন্তু এই মন্ত্রের যে দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, আমাদিগের ব্যাখ্যা হইতে সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবাপন্ন। অপিচ, সেই দুই ব্যাখ্যারও আবার পরস্পর মিল ভিন্ন দেখিতে পাই না। সেই দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "দ্যুলোক দৃঢ় হইয়াও এই বৃত্রাসুরের নাদে ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। হে ইন্দ্র অভিষুত সোম পান করিয়া আপনি হৃষ্ট হইলে, যৎকালে আপনার বজ্র অতিমাত্র বল দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোকের বাধাকারক বৃত্রাসুরের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; তখন দ্যুলোক ভয়শূন্য হইয়া স্থির ছিল।"

(২) "হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোম পান করিয়া হৃষ্ট হইলে যখন তোমার বজ্র দ্যু ও পৃথিবীর বাধনকারী বৃত্রের মস্তক বেগে ছিন্ন করিয়াছিল, তখন বলবান্ আকাশও সেই অহির শব্দ ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।"

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

যদিন্নিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা

ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ।

অত্রাহতে মঘবন্ বিশ্রুতং সহো দ্যামনু

শবসা বর্হণা ভুবৎ॥ ১১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। ইৎ। নু ইন্দ্র। পৃথিবী। দশহভুজিঃ। অহানি। বিশ্বা।

ততনন্ত। কৃষ্টয়ঃ।

অত্র। অহ। তে। মঘহবন্। বিহশ্রুতং। সহঃ। দ্যাং। অনু।

শবসা। বর্হণা। ভুবৎ॥ ১১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা, যদি) 'ইন্নু' (খলু, নিশ্চিতমেব) 'পৃথিবী' (ধরিত্রী, দেবী ইতি ভাবঃ) 'দশভুজিঃ' (দশভুজসমন্বিতা ভবেৎ—শত্রুনাশায় ইতি ভাবঃ), যদি বা 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধকাঃ, সাধবঃ) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্ব্বাণি) 'অহানি' (দিনানি, চিরকালং ইতি ভাবঃ) 'ততনন্ত' (বিস্তারয়েয়ুঃ, চিরং জীবেয়ুঃ), 'মঘবন্' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্) ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব), 'তে' (ত্বদীয়ং) 'সহঃ' (বলং) 'বিশ্রুতং' (প্রখ্যাতং, বিজ্ঞানীতং স্যাৎ—মনুষ্যাণাং ইতি শেষঃ); 'অত্রাহ' (তদৈব) 'শবসা' (শবস্বরূপেণ দুর্ব্বলেন মনুষ্যেণ কৃতা) 'বর্হণা',

(ক্রিয়া—শত্রুবধরূপা) 'দ্যাং' (দ্যুলোকসদৃশং, স্বর্গাধিকারিণঃ সমং) 'অনু-ভুবৎ' (অনুভবতি; অনুভূতো বা প্রখ্যাত ভবতি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'শত্রুনাশপ্রচেষ্টা যদি পৃথ্বীব্যাপিনী ভবেৎ, সাধবো যদি অবিচ্ছিন্নভাবেন নরহৃদি সত্ত্ববীজং সংবপয়েৎ, তর্হি মনুষ্যা ভগবচ্ছক্তিং অনুভবন্তি, তেষাং কর্ম্ম চ শ্রেয়ঃসাধকং ভবতি।' (১ম—৫২—১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যদি এই ধরিত্রী দেবী শত্রুনাশে শতভুজসমন্বিতা হয়েন, আর যদি এই সংসারের সকল সাধকগণ চিরজীবী রহেন, তবে হে পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেব, আপনার শক্তির বিষয় প্রখ্যাত হইতে পারে (মানুষ জানিতে পারে); তখনই শবস্বরূপ দুর্ব্বল মনুষ্যের কৃত কার্য্য (শত্রুবধ-রূপ কর্ম্ম) স্বর্গাধিকারিগণের কর্ম্মসদৃশ অনুভূত ও প্রখ্যাত হয়। (ভাব এই যে,—'পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যদি শত্রুসংহারের প্রচেষ্টা হয়; সাধুগণ যদি অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের প্রাণে সত্ত্বভাবের বীজ বপন করিতে থাকেন, তবে মানুষ ভগবচ্ছক্তি অনুভব করে এবং তাহাদিগের কর্ম্ম শ্রেয়ঃসাধক হয়।')॥ (১ম—৫২সূ—১১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যদিন্নু যদা খলু পৃথিবী দশভুজির্দ্দশগুণিতা ভবেৎ। যদি বা কৃষ্টয়ঃ সর্ব্বে মনুষ্যা বিশ্বা সর্ব্বাণ্যহানি ততনন্ত। বিস্তারয়েয়ুঃ হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র। অত্রাহ। অত্রৈব পূর্ব্বোক্তেষেব দেশকালকর্ত্তৃকেষু তে ত্বদীয়ং সবো বৃত্রবধাদিকারণং বলং বিশ্রুতং বিখ্যাতং প্রসিদ্ধং। শবসা ত্বদীয়েন বলেন কৃতা বর্হণা বৃত্রাদের্ব্বধরূপাক্রিয়া দ্যামনুভবৎ। অনুভবতি। যথা দ্যৌর্ম্মহতী তথা ত্বৎকৃতং বৃত্রাদেহিংসনমপি মহদিতি ভাবঃ।

ততনন্ত। তনু বিস্তারে। স্বরিতেত্বাদাত্মনেপদং। লিঙর্থে লঙ্। প্রত্যয়ে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শপ্। ছান্দসো দ্বির্ভাবঃ। যদ্বা বহুলং ছন্দসী ত্বাপ্রত্যয়স্য শ্লো সতি পুনরপি ব্যত্যয়েন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যদি পৃথিবী দশগুণ হয়, যদি সকল মনুষ্য সকল দিন বিস্তারিত থাকে অর্থাৎ চিরজীবী হয়; হে ধনবন্ ইন্দ্র, তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দেশকাল-কর্ত্তৃকে আপনার বৃত্রবধাদি-কারণ বল প্রসিদ্ধ হয়। আপনার বলের দ্বারা কৃত বৃত্রাদি বধ-রূপ ক্রিয়া দ্যুলোককে অনুভব করায়। অর্থাৎ, দ্যুলোক যেমন মহৎ, আপনার কৃত বৃত্রাদি হননও সেইরূপ মহৎ—ইহাই ভাব।

ততনন্ত। বিস্তারার্থক তনু হইতে উৎপন্ন। স্বরিতত্ব-হেতু আত্মনেপদ। লিঙ্ অর্থে লঙের উ-প্রত্যয়-প্রাপ্তির ব্যত্যয়ে 'শপ্' আদেশ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু দ্বির্ভাব। অথবা,

শপ্। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। বিশ্রুতং। শ্রু শ্রবণে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তরং ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। বর্হণা। বর্হ বল্‌হ পরিভাষণহিংসাদানেষু। অস্মাদৌণাদিক্য কুা প্রত্যয়ঃ। বরয়োরভেদ ইতি বকারস্য বত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। নিবর্হয়তীতি বধকর্ম্মসু পঠিতং চ। ভুবৎ। ভূ সত্তায়াং। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকার লোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ভূসুবোস্তিঙীতি গুণপ্রতিষেধ উবঙাদেশঃ॥ ১১॥

• • •

একাদশ (৬২৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:§০§:——

এই ঋকের তিনটী পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিল। আর, তাহা হইতেই মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। সেই তিনটী পদের একটী পদ—'দশভুজিঃ', একটী 'কৃষ্টয়ঃ', অপরটি—'শবসা'। ইহার মধ্যে, শেষোক্ত পদদ্বয়ের বিষয় আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত ঐ দুই পদে যে ভাব পরিগ্রহ হইয়াছে, এখানেও সেই ভাব অব্যাহত দেখিতেছি।

এখানে নূতন আলোচ্য পদ—'দশভুজিঃ'। ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যাদিতে 'দশগুণিতা' পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার ভাব—দশবাহুসমন্বিতা। জগজ্জননী দেবী দশভুজা দশ-হস্তে দশবিধ প্রহরণ ধারণ করিয়া অসুর সংহারে প্রবৃত্ত হন,—পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ অগ্নি বায়ু-নৈঋত-ঈশান ঊর্দ্ধ-অধঃ দশ দিক্ অসুরের

'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে উ-প্রত্যয়ের স্থানে 'শ্না' হওয়ায়, পুনরায় ব্যত্যয়ে 'শপ্' হইয়াছে। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত। 'তিঙশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে'—এই নিয়মে ধাতু-স্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙযোগেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। যদ্বৃত্ত-যোগ হেতু নিঘাত হয় নাই। বিশ্রুতং। শ্রবণার্থক শ্রু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মণি-বাচ্যে নিষ্ঠা হইয়াছে। 'গতিরনন্তরঃ' এই নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। বর্হণা। বর্হ ও বল্‌হ ধাতু পরিভাষণ-হিংসা-দান অর্থে ব্যবহৃত হয়। উণাদিগণীয় বলিয়া কুা-প্রত্যয় হইয়াছে। 'ববয়োরভেদঃ' এই নিয়মে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ বকারের অভিন্নত্ব এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। বধকর্ম্মসমূহের মধ্যে 'নিবর্হয়তি' এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে। ভুবৎ। সত্তা বুঝাইতে ভূ-ধাতুর প্রয়োগ হয়। লিটে অট্ আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই নিয়মে ই-কারের লোপ। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে শপের লোপ। 'ভূসুবোস্তিঙি' ইত্যাদি নিয়মে গুণের প্রতিষেধ ও উবঙ্ আদেশ হইয়াছে। (১ম-৫২সূ-১১ঋ)।

উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়,—কোনও দিক দিয়া কোনও প্রকারে অসুর আর সংসারে প্রবেশ করিবার পথ পায় না। এখানে 'দশভুজিঃ' পদে, আমরা মনে করি, সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মা যদি আবার আসেন, কালচক্রে চিরবিদ্যমানা মা যদি আবার প্রকাশমানা হইয়া এই পৃথ্বীমাতৃ-রূপে আবির্ভূতা হন, আর তাঁহার দশ-হস্তের দশ-প্রহরণ যদি দশ দিক্ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়, অজ্ঞানতার সহচর হইয়া কাম-ক্রোধ প্রভৃতি রিপুশত্রুগণ যদি কোনও দিক হইতে আর আক্রমণ করিবার অবকাশ না পায়; তাহা হইলে, মানুষ ভগবানের শক্তি-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে,—জানিতে পারে, সেই পরমকারুণিক ভগবান্ কি ভাবে কেমন করিয়া জীবের পরিত্রাণ-সাধন করিয়া থাকেন। আর জানিতে পারে—কখন? ইহসংসারে সাধু মহাপুরুষগণ যদি চিরজীবী হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সৎকথা কীর্ত্তন করেন,—কর্ণে কর্ণে ভগবন্মহিমার সুধা-ধারা প্রবাহিত করিয়া রাখেন। 'পৃথিবী যদি দশভুজা হন,—এতদ্বাক্যে আর এক ভাব পাই যে, সংসারের দশদিকের লোক যদি ধর্ম্ম-পরায়ণ হয়, পাপ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার জন্য চারিদিকে যদি তাহারা চেষ্টা করিতে পারে, সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাতে মানুষের প্রাণে যদি উদ্বোধনা আসে; তাহা হইলে এক সুফলের আশা আছে। আর আশা আছে, কখন? যখন অবিচ্ছিন্নভাবে সাধুগণের কৃপালাভ হয়। 'কৃষ্টয়ঃ' পদে সাধুগণকেই বুঝাইয়া থাকে।

এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পাদের ভাব হয় এই যে,—'পৃথিবীর অর্থাৎ তোমার পারিপার্শ্বিক সকলেই যদি পাপনাশে প্রবুদ্ধ হন, এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাধুগণের সঙ্গ-লাভে যদি তুমি সমর্থ হও, তাহাতেই তোমার শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে।' উপদেশ এই,—'মানুষ! পাপীর সংসর্গে কদাচ অবস্থান করিও না। পাপে ঘৃণা কর। সৎসঙ্গে অবস্থিতি-পক্ষে প্রযত্নপর হও।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদটীকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে ঐ দুই অংশ একই অর্থমূলক এবং পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় মাত্র। সে অর্থ,—

"আপনার বল সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। আপনার বল দ্বারা বৃত্রবধক্রিয়াই দ্যুলোকের সদৃশ হয়, অর্থাৎ তাহা দ্যুলোকের ন্যায় বৃহৎ হয়।"

সায়ণভাষ্যেও এই ভাব। কিন্তু একবার বলা হইল—'বিখ্যাত হয়'; আবার বলা হইল—'বৃহৎ হয়।' ইহা পুনরুক্তি মাত্র। পরন্তু "শবসা" পাদের তাৎপর্য্যার্থ ঐ ব্যাখ্যায় আদৌ প্রকাশ পায় না। আমরা তাই মনে করি, এখানে 'সহঃ' পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে এবং 'শবসা' পদ আমাদিগের ন্যায় শবোপম (সৎকার্য্য-সাধনে নিরুদ্যম) মনুষ্যের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট ও সুন্দর হয়। পূর্ব্বের ন্যায় (প্রথম পাদের বর্ণিত) অবস্থা সংসারে উপস্থিত হইলে, সাধুগণের মধ্যে বসবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় এবং অজ্ঞানতা-সহচর কামাদি রিপুশত্রুগণের দমন-প্রচেষ্টায় যে ফল লাভ করা যায়, দ্বিতীয় পাদের দুইটী অংশে তাহাই পরিবর্ণিত হইয়াছে। প্রথমাংশের ভাব এই যে,—ভগবান যে অমিতশক্তিশালী, তাঁহার বল যে প্রখ্যাত (সহঃ বিশ্রুতং), মানুষ তাহা জানিতে পারে। আর কি হয়? দ্বিতীয় অংশে "ত্বামনু শবসা বর্হণা ভুবৎ" পদ-কয়টীতে তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। এই যে শবতুল্য শক্তিহীন মানুষ আমরা, আমারও তখন শক্তিসমন্বিত প্রখ্যাত হই,—সাধুত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। মন্ত্রের স্থূল উপদেশ এই যে,—সাধুসঙ্গে ও সৎপ্রসঙ্গে রত হও। শবতুল্য শক্তিহীন তুমিও প্রকৃষ্ট-বলসম্পন্ন হইবে। (১ম—৫২সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

ত্বমস্য পারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা

অবসে ধৃষন্মনঃ।

চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোঽপঃ স্বঃ

পরিভূরেষ্যা দিবং ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। অস্য। পারে। রজসঃ। বিऽওমনঃ। স্বভূতিऽওজাঃ।

অবসে। ধৃষৎऽমনঃ।

চকৃষে। ভূমিং। প্রতিऽমানং। ওজসঃ। অপঃ। স্বঃ। পরিऽভূঃ। এষি। আ। দিবং॥ ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃষন্মনঃ' (লোকানাং পাপনাশসঙ্কল্পান্বিত হে ভগবন্!) 'রজস' (লোকস্য, পাপ-কলুষপরিবৃতস্য জনস্থানস্য) 'পারে' (পরতীরে, পাপসম্বন্ধানামতীতরাজ্যে—অবস্থিতস্য ইতি যাবৎ) 'অস্য' (অস্মাভিঃ অনুভূয়মানস্য দৃশ্যমানস্য বা) 'ব্যোমনঃ' (অন্তরিক্ষস্য, স্বর্লোকস্য, শুদ্ধসত্ত্বাধারভূতস্য সাধুহৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'স্বভূত্যোজাঃ' (স্বতঃসিদ্ধ-শক্তি-সমন্বিতঃ) 'ত্বং' বর্ত্তসে ইতি শেষঃ; 'অবসে' (অস্মদ্রক্ষণায়, অস্মাকং পরিত্রাণায়) 'ভূমিং' (ইহলোকং, অস্মচ্ছরীরং) 'ওজসঃ' (ত্বদীয়স্য বলস্য, স্বশক্তেরিতি যাবৎ) 'প্রতিমানং' (তুল্যরূপং—ব্যবহারং ইতি ভাবঃ, যদ্বা—প্রতিমানং যথা ভবতি তথা) 'চকৃষে' (কুরু, কৃতবানসি, করোষি ইতি ভাবঃ); 'দিবং' (দ্যুলোকং, সাধুহৃদয়ে, যদ্বা—সাধু-হৃদয়স্থং) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'স্বঃ' (সুষ্ঠু অরণীয়ং, তব সুগম্যং স্থানং ইতি শেষঃ); 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পরিভূঃ' (তৎস্থানং পরিগৃহীতঃ সন্, যদ্বা—অস্মান্ পরিবেষ্টিতঃ সন্) 'এষি' (তিষ্ঠসি, যদ্বা—তিষ্ঠ)। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বনিলয়ে সাধূনাং হৃদি ত্বং সদৈব তিষ্ঠসি। প্রার্থনা—পাপিনামস্মাকং প্রতি কৃপাকটাক্ষপাতং কুরু, অস্মদভ্যন্তরে চ তব প্রভাবো বিস্তৃতো ভবতু।' (১ম - ৫২সূ—১২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

লোকসমূহের পাপনাশে সঙ্কল্পবিশিষ্ট হে ভগবন্! এই পাপকলুষ-পরিবৃত জনস্থানের পরপারে (পাপ-সম্বন্ধের অতীত-রাজ্যে) অবস্থিত, আমাদিগের অনুভূয়মান (অথবা—পরিদৃশ্যমান) স্বর্গলোকের অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্বের আধারভূত সাধুহৃদয়ে, স্বতঃসিদ্ধশক্তিসমন্বিত হইয়া, আপনি বিদ্যমান

আছেন; আমাদিগের রক্ষার জন্য (এই পাপীদিগের পরিত্রাণের জন্য) আত্মশক্তির তুল্যরূপ ব্যবহার করুন (অথবা, সমান ব্যবহারই করিয়া থাকেন; দ্যুলোক (সাধুহৃদয়) অথবা সাধুহৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব আপনার সুষ্ঠু গন্তব্য স্থান; সর্ব্বতোভাবে সেই স্থানই পরিগ্রহণ করিয়া আপনি বিদ্যমান্ আছেন (অথবা—আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করুন)। (ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বনিলয় সাধুগণের হৃদয়েই আপনি সর্ব্বদা অবস্থান করেন; সেখানেই আপনার পূর্ণপ্রভাব। প্রার্থনা,—পাপী আমাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন; আমাদিগের মধ্যেও আপনার প্রভাব বিস্তৃত হউক।')॥ (১ম—৫২সূ—১২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ধৃষন্মনঃ শত্রূণাং ধর্ষকমনোযুক্তেন্দ্র। অস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানস্য ব্যোমনো ব্যাপ্তস্যান্তরিক্ষস্য রজসো লোকস্য পারে উপরিপ্রদেশে বর্ত্তমানঃ স্বভূত্যোজাঃ স্বভূতবলস্ত্বমবসে-ঽস্মদ্রক্ষণার্থং ভূমিং ভূলোকং চকৃষে। কৃতবানসি। কিঞ্চ। ওজসো বলবতাং বলস্য প্রতিমানং প্রতিনিধিরভূঃ। তথা স্বঃ সুষ্ঠু রণীয়ং গন্তব্যং। আপ ইত্যন্তরিক্ষনাম। অপোঽন্তরিক্ষলোকং। আ দিবং দ্যুলোকঞ্চ পরিভূঃ পরিগ্রহীতা। পরিপূর্ব্বো ভবতিঃ পরিগ্রহণার্থঃ। এষি। প্রাপ্নোষি॥

অস্য। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ব্যোমনঃ। অবতির্গত্যর্থঃ। অব রক্ষণগতি-কান্ত্যাদিষ্বিতি ধাতোঃ। বিশেষেণ গচ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি ব্যোম। যদ্বা বৃষ্টিপ্রদানেন বিশেষেণ প্রাণিনোঽবতি রক্ষতীতি ব্যোম। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। জ্বরত্বরেত্যাদিনো-পধায়া বকারস্য চোট্। গুণঃ। দাসোভ্যারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা ভাবে মনিন্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ধৃষন্মনঃ' অর্থাৎ শত্রুদিগের ধর্ষকমনোযুক্ত ইন্দ্রদেব! আমাদিগের পরিদৃশ্যমান ব্যাপ্ত অন্তরিক্ষ-লোকের উপরিপ্রদেশে বর্ত্তমান স্বভূতবল আপনি আমাদিগের রক্ষণের জন্য ভূলোককে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আর, বলবানগণের বলের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। আর সুষ্ঠুভাবে গন্তব্য অন্তরিক্ষ-লোককে (অপ. শব্দে অন্তরিক্ষ বুঝায়) এবং দ্যুলোককে পরিগৃহীত করিয়া (পরি পূর্ব্বক হয়—পরিগ্রহণার্থ) ব্যাপ্ত আছেন।

অস্য। 'উড়িদং' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। ব্যোমনঃ। গত্যর্থে 'অবতিঃ' পদ ব্যবহৃত হয়। রক্ষা, গতি, কান্তি ইত্যাদি বুঝাইতে, 'অব' ধাতু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ প্রকারে গমন করে বা ব্যাপ্ত হয়—এই অর্থে ব্যোম পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'অন্যে-ভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মে মনিন্ প্রত্যয় হয়। 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি নিয়মে উপধার বকারের 'চোট্' হয়। পরে তাহার গুণ হইয়া থাকে। 'দাসোভ্যারাদিত্ব'-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-

বিবিধসোম রক্ষণং যস্মিন্। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ষণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। স্বঃ। সুপূর্ব্বাদর্ত্তেরস্তেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। অব্যয়াদাপ্‌সুপঃ। পা॰ ২.৪.৮২। ইতি সুপো লুক্। স্বতঃস্বরৌ স্বরিতাবিতি স্বরিতত্বং। ১২।

• • •

দ্বাদশ (৬২৫) ঋকের বিশদার্থ।

—•ঃ‡ঃ‡ঃ•—

এই মন্ত্রে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহারই বিশ্লেষণ করিতেছি। সেই বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিরও আভাস পাওয়া যাইবে। মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

'ধৃষন্মনঃ' পদটী সম্বোধনে প্রযুক্ত। উহার অর্থে শত্রুবিমর্দ্দক-মনোবিশিষ্ট অথবা শত্রুবিনাশক ইন্দ্র এইরূপ অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আমরা প্রায় সেই প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তবে ভগবান্ বা দেবগণ যে লোকসমূহের পাপ-নাশের জন্য সদাই উৎসুক আছেন, এই ভাব ঐ পদে প্রাপ্ত হই। মানুষ নিয়ত পাপের পথে অগ্রসর হইতেছে। ভগবান্ বা দেবগণ বা সত্ত্বভাবনিবহ প্রতিনিয়ত সেই পাপের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য মনুষ্যগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। পাপ যাহাতে বিমর্দ্দিত হয়, সংসারে আশ্রয় না পায়, দেবতার ইহাই অভিপ্রায়। দেবতা বা দেবসমষ্টিভূত ভগবান্ তাই 'ধৃষন্মনঃ' সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়াছেন।

মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন) বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে ('ধৃষন্মনঃ' হইতে 'স্বভূত্যোজাঃ' পর্য্যন্ত অংশে) সেই ভগবানের বা দেবতার অবস্থিতির

স্বরত্ব হইয়াছে; অথবা ভাবে মনিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। বিবিধ সোম যাহাতে রক্ষিত হয়— এই ব্যাসবাক্যে, বহুব্রীহি-সমাসে, পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' এই নিয়মে 'যণ্' আদেশ হইয়াছে। পরপদে অনুদাত্তের স্বরিতত্ব হয়। স্বঃ। 'সু পূর্ব্বা-দর্ত্তেরস্তেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি নিয়মে 'বিচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অব্যয়াদাপ্‌সুপঃ' (পা॰ ২।৪।৮২) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সুপের লোপ হইয়াছে। 'স্বতঃস্বরৌ স্বরিতৌ' এই নিয়মে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম ৫২সূ - ১২ঋ)।

• • •

বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি কোথায় অবস্থিতি করেন? প্রথম বলা হইল—'রজসঃ পারে'। ভাব এই যে, পাপকলুষপরিবৃত জনস্থানের পরপারের অতীত রাজ্যে। পাপ যেখানে আছে, সেখানে তো তিনি থাকেন না। পাপের সম্বন্ধ যেখানে, সে স্থান তিনি পরিত্যাগ করেন। তাই বলা হইল—'রজসঃ পারে'। তার পর বলা হইল—'অস্য ব্যোমনঃ'। প্রথমে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। 'নেতি'—এই সূত্রে তাঁহার অনবস্থানের ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। এখন 'অস্য ব্যোমনঃ' পদদ্বয়ে তাঁহার অবস্থিতির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ঐ দুই পদের সাধারণ অর্থ—এই অন্তরিক্ষের বা স্বর্গলোকের। কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাক্যে ভাব পরিস্ফুট হয় কি? সুতরাং 'অস্য' পদের মর্ম্ম এস্থলে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য মনে করি। এখানে ব্যাখ্যাকারগণ 'অস্য' পদে 'পরিদৃশ্যমান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে 'অনুভূয়মান্' অর্থাৎ মনের দ্বারা পরিদৃশ্যমান্ অর্থ গ্রহণ করিলাম। এই চর্ম্মচক্ষে কি দেখিতে পাও—ভগবান্ কোথায় আছেন? মনশ্চক্ষু ব্যতীত তাঁহার দর্শন লাভ কদাচ সম্ভবপর নহে। তিনি যে মনোময়, 'অস্য' পদ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। তার পর 'ব্যোমনঃ' পদে যে অন্তরিক্ষ বা স্বর্গলোক বুঝায়, তাহার স্বরূপ কি? সে সেই শুদ্ধসত্ত্বের আধার সাধু হৃদয়-রূপ স্বর্গ ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? তবেই 'অস্য ব্যোমনঃ' এই দুই পদের অর্থ দাঁড়াইতেছে—আমাদিগের অনুভূয়মান্ স্বর্গলোকের অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আধার সাধুহৃদয়। তার পর লক্ষ্য করুন—সেখানে তাঁহার অবস্থিতি কি প্রকার। বলা হইয়াছে—'স্বভূত্যোজাঃ' অর্থাৎ সেখানে তিনি স্বতঃসিদ্ধ শক্তিসমন্বিত। তাঁর সে আত্মভূত শক্তির নিকট কোনও শত্রুই অগ্রসর হইতে পারেন না। ভগবানের অধিষ্ঠানভূত যে সাধুহৃদয়, কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণ সেখানে কি প্রভাব দেখাইবে। এই প্রকারে মন্ত্রাংশের মর্ম্মার্থে ভগবানের আবাস-পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বুঝিতে পারি,—ভগবান্ কোথায় শক্তিসমন্বিত হইয়া বিদ্যমান আছেন। বুঝিতে পারি,—সাধুর হৃদয়ে তিনি অবস্থিত রহিয়াছেন। তখন, ভাবনা আসে,—আমরা তাঁহার অনুগ্রহ কি প্রকারে পাইব। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ('অবসে' হইতে 'চক্রসে' পর্য্যন্ত অংশে) তাহাই পরিব্যক্ত আছে। তাহাতে

প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি যে শক্তির সহিত সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, এই পাপী আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য একবার তুল্যরূপে সেই শক্তি ব্যবহার করুন। আপনি করুণাময়, আপনি দয়ার সাগর, আপনি দয়া না করিলে এ পাপীর আর উপায় কি আছে!' মন্ত্রের এই অংশে 'চক্রষে' ক্রিয়াপদ আছে; কিন্তু উহার ব্যাখ্যায় দুইরূপ ভাব আমনন করার আবশ্যক হয়। এক, প্রার্থনা-পক্ষে বলা যাইতে পারে,—'আপনি তুল্যশক্তি ব্যবহার করুন; সাধু মহাত্মগণের প্রতি আপনার যে করুণা প্রকাশ পায়, আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ করুণা প্রকাশ পাউক।' আর বলা যাইতে পারে—'আপনি সর্ব্বত্রই সমান শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন।' শেষোক্ত অর্থে ভগবান্ যে ন্যায়পর, সাধকের হৃদয়ে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বুঝা যায়। প্রার্থনাকারী বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভগবৎপ্রভাব সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত আছে; কিন্তু আপন কর্ম্মবৈগুণ্যে তাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। প্রার্থনা অথবা অনুশোচনা—এই দুই ভাবই এখানে প্রকাশ পাইতেছে।

মন্ত্রের শেষাংশে ('দিবং' হইতে 'এমি' পর্য্যন্ত অংশে) দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পায়। এক ভাবে মনে হয়,—সাধুহৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত ভগবান সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত আছেন; আর একভাবে মনে হয়,—প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'সাধুহৃদয় পরিবেষ্টন করিয়া যেমন অবস্থান করিতেছেন, হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে আসিয়াও সেই ভাবে অবস্থিতি করুন।' এখানেও 'এমি' ক্রিয়া-পদ উপলক্ষে 'তিষ্ঠ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

এইরূপে আমাদিগের ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইতেছে,—"হে ভগবন্! আপনি সাধুগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; সাধুগণের হৃদয়ই আপনার প্রকৃষ্ট বাসস্থান। প্রার্থনা করিতেছি—একবার কৃপাদৃষ্টিপাত করুন; এই পাপী-তাপী যেন আপনারই কৃপায় আপনাকে প্রাপ্ত হয়।"* (১ম—৫২সূ—১২খা)।

---

* মন্ত্রের এই মর্ম্মার্থই আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা আছে তাহারা অন্যরূপ। দুইটী নিদর্শন দেখুন;—

(১) "হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র! এই ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষের উপরে থাকিয়া তুমি নিজ ভুজবলে

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

ভূনাম্নোকাহে মরুত্বতীয়শস্ত্রে নিবির্দ্ধানীয়াৎ সূক্তাৎ পুরা ত্বং ভুবঃ প্রতিমানমিত্যেষা শংসনীয়া। তথৈবাসূত্রয়ৎ। শস্যমুক্তং বৃহস্পতিসবেন ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যাঃ। আং ৯।৫। ইতি। তামেতাং সূক্তে ত্রয়োদশীনূচমাহ।

* * *

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক)।

ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ঋষ্ববীরস্য

বৃহতঃ পতির্ভূঃ।

বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধা

নকিরন্যস্ত্বাবান্॥ ১৩॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ভূনাম্নোকাহে' মরুত্বতীয়-শস্ত্রে নিবন্ধনীয় সূক্তহেতু পূর্ব্বে 'ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং' ইত্যাদি ঋক্ শংসনীয় হয়। সেইরূপই সূত্রিত আছে; যথা,—"শস্ত্রমুক্তং বৃহস্পতিসবেন ত্বং ভুবঃ প্রতি-মানং পৃথিব্যাঃ"। (আ০ ৯।৫) ইত্যাদি। সেই সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক কথিত হইতেছে।

আমাদিগের রক্ষার জন্য ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি (বলবানদিগের) বলের পরিমাণস্বরূপ; তুমি সুগন্তব্য অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া আছ।"

(২) "হে শত্রুবিমর্দ্দকমনোবিশিষ্ট ইন্দ্র আপনি স্বতঃসিদ্ধ বলযুক্ত। আপনি এই বিস্তৃত অন্তরীক্ষ লোকের উপরে থাকিয়া আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত ভূলোক স্বশক্তির পরিমাণানুসারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুন্দর-গমনযোগ্য অন্তরিক্ষ-লোক ও দ্যুলোক আপনি সংবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।"

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। ভুবঃ। প্রতিহমানং। পৃথিব্যাঃ। ঋষ্বহবীরস্য।

বৃহতঃ। পতিঃ। ভূঃ।

বিশ্বং। আ। অপ্রাঃ। অন্তরিক্ষং। মহিত্বা। সত্যং। অদ্ধা।

নকিঃ। অন্যঃ। ত্বাহবান্॥ ১৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং' 'ভুবঃ' (ভুবর্লোকস্য), 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য, ইহলোকস্য) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'ঋষ্ববীরস্য' (স্বর্লোকস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'প্রতিমানং' (প্রতিরূপং) ধারয়সি ইতি শেষঃ; তথা তেষাং 'পতির্ভূঃ' (পতিরভূঃ, পালয়িতাসি); তথা ইমং 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'অন্তরিক্ষং' (আকাশং, শূন্যপ্রদেশং, যদ্বা—নরকস্থানং) 'মহিত্বা' (মহত্ত্বেন সহ) 'সত্যং' (সত্যেন, তব সদ্রূপেণ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'অপ্রাঃ' (পূরয়); 'ত্বাবান' (তৎসদৃশঃ) 'অন্যঃ' (দ্বিতীয়ঃ) 'অদ্ধা' (এব) 'নকিঃ' (নাস্তি)। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! ত্বং সর্ব্বব্যাপী; বিশ্বস্তব প্রতিরূপঃ; সর্ব্বেষাং সাধূনাং পরিপালকস্ত্বমসি; সর্ব্বত্র ভবদীয় সদ্ভাবস্য বিকাশোঽস্তি; ত্বং হি অদ্বিতীয়।' (১ম—৫২সূ—১৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি ভুবর্লোকের, পৃথিবীলোকের (ইহলোকের) এবং মহৎ স্বর্গলোকের (সত্ত্বভাব-নিলয়ের) প্রতিরূপ ধারণ করিয়া আছেন, আর তাঁহাদিগের পরিপালক হয়েন; এই সকল শূন্য-প্রদেশকে (অথবা—নরক-স্থানকে) মহত্ত্বের সহিত আপনার সৎ-রূপের দ্বারা পরিপূরণ করুন। আপনার সদৃশ দ্বিতীয় কেহই নাই। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বব্যাপী; বিশ্ব আপনার প্রতিরূপ; সাধুগণের আপনি পরিপালক; সর্ব্বত্র আপনার সদ্ভাবের বিকাশ; আপনিই অদ্বিতীয়।')॥ (১ম—৫২সূ—১৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং পৃথিব্যাঃ প্রথিতায়া বিস্তীর্ণায়া ভূমেঃ প্রতিমানং ভুবঃ। প্রতিনিধির্ভবসি। যথা ভূর্লোকো মহানচিন্ত্যশক্তিঃ। এবং ত্বমপীত্যর্থঃ। তথা ঋষ্ববীরস্য। বীরয়ন্তি বিক্রান্তা ভবন্তীতি বীরা দেবাঃ। ঋষ্বা দর্শনীয়া বীরা যস্য স তথোক্তঃ। তস্য বৃহতো বৃংহিতস্য প্রবৃদ্ধস্য স্বর্গলোকস্য পতির্ভূঃ। পালয়িতাসি। তথান্তরিক্ষমন্তরিক্ষান্তং দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে বর্তমানমাকাশং বিশ্বং সর্ব্বমপি মহিত্বা মহত্ত্বেন সত্যমাপ্রাঃ। নিশ্চয়েন আ সমন্তাদপূরয়ঃ। অতস্ত্বাবান্ ত্বৎসদৃশোঽন্যঃ কশ্চিন্নকিরস্তি। নাস্তীতি। যদেতত্তদদ্ধা সত্যমেব॥

ভুবঃ। ভবতের্লেটি সিপাডাগমঃ। উবঙাদেশঃ। পৃথিব্যাঃ। উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তিরুদাত্তা। বৃহতঃ। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ভূঃ। ছান্দসে বর্ত্তমানে লুঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। অপ্রাঃ। প্রা পূরণে। আদাদিকঃ। লঙ্যাডাগমঃ। মহিত্বা। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। ত্বাবান্। বতুপ্প্রকরণে যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানমিতি সাদৃশ্যার্থে বতুপ্। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। আ সর্ব্বনাম্ন ইত্যাত্বং। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে প্রাতিপদিকস্বর এব শিষ্যতে॥ (১ম ৫২সূ—১৩ঋ)॥

* * *

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি পৃথিবী-নামক বিস্তীর্ণ ভূমির প্রতিনিধি হয়েন; অর্থাৎ ভূলোক যেমন মহান্ অচিন্ত্যশক্তি আপনিও সেইরূপ। তদ্রূপ 'ঋষ্ববীরস্য'। বিক্রান্ত হয় যাহারা, তাহারাই বীর বা দেবগণ; 'ঋষ্বা' অর্থাৎ দর্শনীয় বীরগণ যাহার, সেই প্রবৃদ্ধ স্বর্গলোকেরও আপনি পালয়িতা হয়েন। তদ্রূপ অন্তরিক্ষান্তরিক্ষান্ত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমান আকাশ ও বিশ্ব স্থূলতঃ সকলকেই আপনার মহিমার দ্বারা আপনি নিশ্চিতরূপে সম্যকপ্রকারে পূরণ করেন। অতএব আপনার সদৃশ বা সমকক্ষ অন্য কেহই নাই। আপনার সম্বন্ধে এ সকলেই সত্য।

ভুবঃ। ভূ ধাতুর উত্তর লেট বিভক্তিতে সিপ্ প্রত্যয় ও অটের আগম এবং তৎপর উবঙ্ আদেশ হইয়াছে। পৃথিব্যাঃ। 'উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ'—ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। বৃহতঃ। 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং'—এই বিধানে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ভূঃ। ছান্দসপ্রযুক্ত বর্ত্তমান কালে লুঙ্ বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। অপ্রাঃ। পূরণার্থক প্রা হইতে নিষ্পন্ন। অদাদিগণীয়। লঙ্ বিভক্তিতে অটের আগম হইয়াছে। মহিত্বা। 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে তৃতীয়া বিভক্তিতে ডা আদেশ। ত্বাবান্। 'বতুপ্ প্রকরণে যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে সাদৃশ্যার্থে বতুপ্ প্রত্যয়। প্রত্যয়ের উত্তরপদ হইতে ম-পর্য্যন্তের ত্বা-আদেশ হইল। 'আ সর্ব্বনাম্নঃ' ইত্যাদি নিয়মে 'আত্ব' হইয়াছে। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত স্বর প্রাপ্ত হইলেও প্রাতিপদিক স্বরই শিষ্ট হইয়াছে। (১ম—৫২সূ - ১৩ঋ)।

* * *

ত্রয়োদশ (৬২৪) ঋকের বিশদার্থ।

তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে; তিনিই জগৎ-প্রসবিতৃ। ব্রাহ্মণের নিত্য-অনুধ্যেয় গায়ত্রী-মন্ত্র, "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য" ইত্যাদি বেদ-বাণী; তাঁহারই সেই স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—এই তিন লোকই তিনি প্রসব করিয়াছেন। সুতরাং এই তিন লোকেই তাঁহার প্রতিরূপ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। পিতামাতাই পুত্রকন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'। সুতরাং পুত্রকন্যায় বা উৎপন্ন বস্তুতে পিতামাতার প্রতিরূপ পরিলক্ষিত হয়। অপিচ, পিতামাতাই পুত্রকে বা উৎপন্ন পদার্থকে পালন করিয়া থাকেন। পিতৃরূপে বা মাতৃরূপে সেই ভগবান্ এই তিন লোককে সৃষ্টি করিয়াছেন; আবার তিনিই এই তিন লোককে পালন করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথম পাদে ("স্বঃ ভুবঃ" হইতে "পতির্ভূঃ" অংশে) এই তত্ত্বই পরিব্যক্ত দেখি। বিশ্বের স্রষ্টা তিনি, পালক তিনি, এবং বিশ্ব তাঁহারাই প্রতিরূপ,—মন্ত্রাংশে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ ("বিশ্বমাপ্রাঃ" হইতে "নকিরন্যস্ত্বাবান্" অংশ) দুই ভাগে বিভক্ত। উহার প্রথমাংশ, "বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যং"—এই পদ কয়েকটীতে, একটী প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে। আর, শেষাংশে "অদ্ধা" ইত্যাদি পদ-কয়েকটীতে, ভগবানের মহিমার বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! তিন লোক তো আপনি ব্যাপিয়া আছেন! তিন লোক তো আপনি রক্ষা করিতেছেন! কিন্তু এই যে সব পাপী আমরা—তিন লোকের বাহিরে সত্ত্ব-শূন্যদেশে নরক-নিলয়ে পড়িয়া আছি, আমাদিগের উপায় কি হইবে? আপনি সত্ত্বসম্পন্ন; তাই প্রার্থনা, সত্ত্ব প্রকাশে, আপনার সৎ-রূপের দ্বারা, এই পরিত্যক্ত স্থানসকলকেও একটু পূরণ করুন! নরকসদৃশ এই পাপীদিগের হৃদয়, সত্ত্বাংশবর্জ্জিত তাহাদিগের এই অন্তর, আপনার করুণায়, একবার সত্ত্বাংশব প্রাপ্ত হউক।'

এখানে একটী বিষয়ে বিতর্ক উঠিতে পারে। 'অন্তরিক্ষং' পদে কি প্রকারে নরককে বা নরকসদৃশ সত্ত্বশূন্য হৃদয়কে বুঝাইতে পারে? এ

বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।" * ঐ পদে, শূন্য (শত্রুশূন্য) স্থান বা নরক বুঝায়। তার পর, মন্ত্রের শেষ অংশে 'তিনি যে অদ্বিতীয়' তাহাই বলা হইয়াছে। সূক্তটী ঐন্দ্রসূক্ত। সুতরাং 'ইন্দ্র'-পদে বেদে যে কি প্রকার ভাব পরিব্যক্ত আছে, এই ক্ষেত্রেও তাহা উপলব্ধ হইবে।

এই তো মন্ত্র! এই তো উহার তাৎপর্য্য! কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি সম্পূর্ণ অন্যভাব প্রকাশ করিয়াছে। সায়ণের অভিমত, তাঁহার ভাষ্যে এবং ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রচলিত অন্য দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা;—

(১) 'তুমি বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পরিমাণ স্বরূপ; তুমি দর্শনীয় দেবগণের বৃহৎ স্বর্গের পালনকারী; তুমি প্রকৃতই নিজ মহত্ত্ব দ্বারা সমস্ত অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া আছ; অতএব, তোমার সদৃশ অন্য কেহ নাই।"

(২) "হে ইন্দ্র আপনি পৃথিবীর ন্যায় অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত। আপনি বিস্তৃত স্বর্গলোকের পালয়িতা। আপনি স্বীয় মহত্ত্ব দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে আকাশকে নিশ্চয় পূর্ণ করুন! আপনার তুল্য কেহই নাই।"

এখন বিচার করিয়া দেখুন, কোন্ ব্যাখ্যায় কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়? প্রথম ব্যাখ্যায় প্রার্থনার ভাব নাই (ক্রিয়াপদ—'আছ' আছে); দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় প্রার্থনার ভাব আছে (ক্রিয়াপদ—'পূর্ণ করুন' আছে)। সায়ণভাষ্যে "পূরয়" ক্রিয়াপদ থাকায়, প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি,—প্রার্থনাটা কি? "আকাশকে নিশ্চয় পূর্ণ করুন"—এতদুক্তিতে কি কোনও ভাব পাওয়া যায়? পূর্ণ করিতে হইলে, কোনও বস্তুকে কোনও বস্তুর দ্বারা পূর্ণ করার ভাবই প্রকাশ পায়। কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাতেই তাহার আভাস পাওয়া যায় না। তার পর, প্রার্থী যে প্রার্থনা করিবে—তাহার উদ্দেশ্য কি? আকাশ পূর্ণ হইলে তাহার কি হইল? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে পারিলেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। আমরা যে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; † অপিচ, এই

---

* মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলেরই পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের ঋকের-ব্যাখ্যায় (১৭৮৯ হইতে ১৮০৬ পৃষ্ঠায়) 'অন্তরিক্ষং' পদের 'নরক' অর্থ উপলব্ধ করুন।

† তাঁহার এই সর্ব্বব্যাপিত্বের আভাষ বোম্বের প্রকাশিত 'বেদার্থযত্নের' অনুবাদেও পাওয়া যায়। 'প্রতিমানং' পদের উপলক্ষে, ঐ ব্যাখ্যাকারের মত; যথা,—"জিকডে জিকডে পৃথিবী

ঐন্দ্রসূক্তে ইন্দ্রদেবতার যে সম্বোধন আছে, তাহাতে তাঁহাকে জগৎ-প্রসবিতা সর্ব্বপালক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না।

ফলতঃ এই মন্ত্র জগদীশ্বরের বা ভগবানের সম্বোধনেই প্রযুক্ত। মন্ত্রের প্রথমে ও উপসংহারে তাঁহার মহিমার বিষয় প্রখ্যাত আছে; এবং মধ্যমাংশে তাঁহার নিকট আপনাদিগের মুক্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনাকারী জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! এই পাপী-দিগের শূন্যহৃদয়ে সত্ত্বভাবের সমাবেশ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করুন—ইহাই প্রার্থনা।' (১ম—৫২সূ—১৩ঋ)।

— • —

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক)।

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচো ন
সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ।
নোত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যত একো
অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্ ॥ ১৪ ॥

• • •

আহে, তিকডে তিকডে তূঁ আহেস্, অর্থাৎ সর্ব্বপৃথিবীস্ তূঁ ব্যাপুন টাকতোস্।" এই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া, রমানাথ সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"অর্থাৎ, সকল পৃথিবী ব্যাপিয়া ইন্দ্রদেব আছেন, সর্ব্বব্যাপী" ইহার পর তিনি আরও লিখিয়া গিয়াছেন,—"ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব, স্বরূপ, এবং সাধারণ ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, তৎসমুদয়েরই বীজ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র সর্ব্বজগদ্ব্যাপী (৬১ সূ ৭ ঋ), স্বর্গের প্রভু, মহত্বে সর্ব্বান্তরিক্ষব্যাপী, সুতরাং ইন্দ্রের সদৃশ অন্য কেহ নাই। যে ইন্দ্রদেব ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং দ্যুলোক ব্যাপিয়া আছেন, যে ইন্দ্রদেবের শক্তি অপরিমেয়, সেই ইন্দ্রদেব জাগতিক পদার্থমাত্রেরই নির্ম্মাতা। ইহা ঈশ্বরের অপরিমিতত্ব এবং কর্ত্তৃত্বের সূচনা করিয়া দিতেছে।"

পদ-বিশ্লেষণং।

ন। যস্য। দ্যাবাপৃথিবী ইতি। অনু। ব্যচঃ। ন।

সিন্ধবঃ। রজসঃ। অন্তং। আনশুঃ।

ন। উত। স্ববৃষ্টিং। মদে। অস্য। যুধ্যতঃ। একঃ।

অন্যৎ। চকৃষে। বিশ্বং। আনুষক্ ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোক-ভূলোকৌ) 'যস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'ব্যচঃ' (ব্যাপনং, মহত্বং] 'ন অনু' (ন অনুভূয়েতে); 'রজসঃ' (জাতাঃ প্রাণিনঃ) 'সিন্ধবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায়াং মুক্তিপ্রাপ্তা জনাঃ চ) যস্য দেবস্য 'অন্তং' (মহিম্নঃ পারং) 'ন আনশুঃ' (ন প্রাপুঃ, জাতো বা মোক্ষপ্রাপ্তঃ কোঽপি যস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিতুমশক্য ইতি ভাবঃ); 'উত' (পরন্তু) স দেবঃ 'স্ববৃষ্টিং' (আত্মভূতং সত্ত্বভাবং প্রাপ্তে সতি, স্বভাবভূতং বৃষ্টিজলং প্রাপ্তে নদী যথা উৎফুল্লা ভবতি তদ্বৎ) 'মদে' (আনন্দেন সহ) 'অস্য' (সদা-প্রত্যক্ষীভূতস্য) 'যুধ্যতঃ' (যুদ্ধমানস্য, সাধুভিঃ সহ সংগ্রামপরস্য শত্রোঃ প্রভাব ইতি শেষঃ) 'ন' (ন রক্ষতি, খর্ব্বং করোতি ইতি ভাবঃ); স দেব এব 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ); 'অন্যৎ' (তদ্ব্যতিরিক্তং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং ভূতজাতং) 'চকৃষে' (স কৃতবান্, তদধীনমিতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ -'কোঽপি ভগবন্মহিমা বর্ণিতুং ন শক্যতে; ভগবান্ সাধূন্ রক্ষতি, পাপিনশ্চ বিতাড়য়তি; ইদং বিশ্বং তেন সৃষ্টং; স ভগবান্ এব অজঃ অদ্বিতীয়ঃ।' (১ম—৫২সূ-১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোক ও ভূলোক যে ভগবানের (ইন্দ্রদেবের) মহত্ত্ব বা ব্যাপকতা অনুভব করিতে পারে না; জাতপ্রাণিগণ ও শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায় মুক্তিপ্রাপ্ত জনগণ যে দেবতার মহিমার সীমা প্রাপ্ত হয়েন না (অর্থাৎ, জাত ও মোক্ষপ্রাপ্ত সংসারের কোনও প্রাণীই যাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনায় সমর্থ নহে); পরন্তু যিনি আত্মভূত সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হইয়া (স্বভাবভূত বৃষ্টিজল পাইয়া নদী যেমন উৎফুল্ল হয় তদ্রূপ) আনন্দ-সহ সেই সদা-প্রত্যক্ষীভূত

যুদ্ধমান্ (সাধুগণের সহিত সদা-সংগ্রাম-পরায়ণ) রিপু-শত্রুর প্রভাব খর্ব্ব করেন; সেই দেবতাই অদ্বিতীয়, তাঁহার স্বব্যতিরিক্ত সকল ভূতজাতকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—'কেহই ভগবানের মহিমা বর্ণনা করিতে পারেন না। ভগবান্ সাধুগণকে রক্ষা করেন, পাপীদিগকে বিতাড়িত করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট। তিনি অজ ও অদ্বিতীয়।') ॥ (১ম—৫২সূ—১৪ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

যস্যেন্দ্রস্য ব্যচো ব্যাপনং দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ নান্বানশাতে। প্রাপ্তুমসমর্থে বভূবতুঃ। তথা রজসোঽন্তরিক্ষলোকস্যোপরি সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা আপো যস্যেন্দ্রস্য তেজসোঽন্তমবসাননং নানশুঃ। ন প্রাপুঃ। উত অপি চ সোমপানেন মদে হর্ষে সতি স্ববৃষ্টিং স্বীকৃতবৃষ্টিং বৃত্রাদিং যুধ্যতো যুধ্যমানস্যাস্যেন্দ্রস্য বলস্যান্তং বৃত্রাদয়ো ন প্রাপুঃ। অতো হে ইন্দ্র একস্ত্বমন্যৎ স্বব্যতিরিক্তং বিশ্বং সর্ব্বং ভূতজাতমানুষক্ অনুষক্তং চকৃষে। সকলমপি ভূতজাতং ত্বদধীনমভূদিতি ভাবঃ ॥

দ্যাবাপৃথিবী। দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দিবো দ্যাবেতি দ্যাবাদেশ আদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। পৃথিবীশব্দঃ বিদ্গৌরাদিভ্যশ্চেতি। ঙীষন্তোঽন্তোদাত্তঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষিতি পর্য্যুদাসাদ্যোত্তরপদেঽনুদাত্তাদাবিতি নিষেধাভাবঃ। ব্যচঃ। ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনসীতি বচনাৎ ঙিত্ত্বাভাবে সম্প্রসারণাভাবঃ। আনশুঃ। অশ্নোতের্ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। অত আদেরিত্যভ্যাসস্যাত্বং। অশ্নোতেশ্চে তিনুডাগমঃ। আনুষক্। অনুপূর্ব্বাৎ ষঞ্জ সঙ্গ ইত্যস্মাৎ ক্বিপ্যনিদিতামিতি নলোপঃ। অনোরকারস্য দীর্ঘশ্ছান্দসঃ ॥ ১৪ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্রের ব্যাপ্তি পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ-লোক পাইতে সমর্থ হয় নাই; অন্তরিক্ষলোকের উপরিভাগস্থিত স্যন্দনশীল অপ-সমূহ যে ইন্দ্রের তেজের অন্ত প্রাপ্ত হয় নাই; অপিচ, সোমপানে হৃষ্ট অর্থাৎ হর্ষপ্রাপ্ত হইলে, স্বীকৃতবৃষ্টি বৃত্রাদিও যুদ্ধমান্ ইন্দ্রের বলের অন্ত প্রাপ্ত হয় নাই; অতএব, হে ইন্দ্র! আপনি একাই, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে, বিশ্বের সকল ভূত-জাতকে বশীভূত করিয়াছেন; অর্থাৎ, নিখিল ভূতজাত সকলই আপনার অধীন—এই ভাব।

দ্যাবাপৃথিবী। 'দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ'—এই দ্বন্দ্বসমাসে 'দিবো দ্যাবেতি' নিয়মে 'দ্যাবা' আদেশ এবং নিপাত-হেতু আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'বিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ' নিয়মে ঙীষন্ত-হেতু পৃথিবী-শব্দের অন্তস্বর উদাত্ত। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' এই নিয়মে উভয়পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষু' ইত্যাদি পর্য্যুদাস-সূত্রানুসারে, 'উত্তরপদে অনুদাত্তাদৌ' ইত্যাদি নিয়মে নিষেধাভাব হইয়াছে। ব্যচঃ। 'ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনসি' ইত্যাদি বচনানুসারে ঙিত্বের অভাব-হেতু সম্প্রসারণ হয় নাই। আনশুঃ। 'অশ্নোতেঃ' পদে ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'অত আদেঃ' এই নিয়মে অভ্যাসের আত্ব। 'অশ্নোতেশ্চ' বিধানে নুডাগম হইয়াছে। আনুষক্। অনুপূর্ব্বক ষঞ্জ বা সঙ্গ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি নিয়মে নকারের লোপ। ছান্দস-হেতু অনের অকার দীর্ঘ হইয়াছে। (১ম—৫২সূ—১৪ঋ) ॥

চতুর্দ্দশ (৬২৭) ঋকের বিশদার্থ।

—‡•‡—

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে, এই ঋকে যাহা নাই—তেমন কতকগুলি পদকে অধ্যাহার করিয়া আনিয়া, মন্ত্রার্থ বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। মন্ত্রে আছে—একটী 'মদে' পদ। অমনি 'সোম-রস-রূপ মাদক-দ্রব্য-পানে আনন্দে বা উত্তেজনায়' অর্থ আনা হইয়াছে! মন্ত্রে আছে মাত্র—'স্বরৃষ্টিং' পদ। অমনি বৃত্রাদিকে টানিয়া আনা হইয়াছে। সেই যে মনে একটা বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের বিষয় ধারণা হইয়া আছে, তাহা হইতেই ইন্দ্রের ও বৃত্রের সম্বন্ধ ধরিয়া লইয়া, মন্ত্রের এক অপরূপ অর্থ দাঁড় করান হইয়াছে।

ঋকৃটীকে ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—"যস্য ব্যচঃ দ্যাবাপৃথিবী অনু ন।" ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'দ্যুলোক ও ভূলোক যে ইন্দ্রের ব্যাপিত্বকে প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।' দ্বিতীয়—"রজসঃ সিন্ধবঃ অন্তং ন আনশুঃ।" ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'এবং অন্তরিক্ষের উপরিস্থিত জলসমূহ যে ইন্দ্রের সীমা পায় নাই।' তৃতীয়—"উত মদে স্বরৃষ্টিং যুধ্যতঃ অস্য ন।" ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'সোমপানে হৃষ্ট হইয়া বৃত্রাদির সহিত যুদ্ধকারি সেই ইন্দ্রের বলের অন্ত অসুরেরাও প্রাপ্ত হয় নাই।' চতুর্থ—"এক অন্যৎ চকৃষে বিশ্বমানুষক্।" ইহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ইন্দ্র একাকী আপনিই সমুদায় বিশ্ব অনুক্রমের সহিত সৃজন করিয়াছেন।'

বেদ-মন্ত্র সূত্রাকারে নিবদ্ধ। দর্শনাদির এক একটী সূত্র ধরিয়া যেমন নানা ভাব প্রকাশ করা যায়, বেদ-মন্ত্রেরও এক একটী অংশ উপলক্ষ্য করিয়া সেইরূপ নানা প্রকার গবেষণা প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং বেদ-মন্ত্রের অর্থে নানা মুনির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বিপরীত নানা ভাবই ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু 'সোম' সামগ্রীটি যে কি, তৎসম্বন্ধে মতবিরোধ ঘটায় এবং অধিকাংশের মতে উহা মাদক-দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, গণ্ডগোলের আর অবধি নাই। সেই যে এক ধারণা—সোম বলিতে মাদক-দ্রব্য বুঝায়, তাহারই ফলে, 'মদে' পদ দেখিলেই মাদক-

দ্রব্যের সম্বন্ধ সূত্রিত হয়, 'সুত' প্রভৃতি পদেও সোম-রস মাদকদ্রব্য-প্রস্তুতের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রকাশ পায়। আমাদিগের অর্থ যে সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহণ করিতেছে,—সেও ঐ সোম-শব্দ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা-পরিবর্ত্তনে সর্ব্বত্র অর্থসঙ্গতি পাইতেছি বলিয়া; অপিচ, সে ধারণা-পরিবর্ত্তনের প্রকৃষ্ট ও প্রামাণিক কারণ-পরম্পরাও লক্ষ্য হইতেছে বলিয়া। যাহা হউক, সে বিতর্কের বা সে পক্ষের প্রমাণাদি প্রদর্শনের ক্ষেত্র এখানে নহে। এখানে আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থের সঙ্গতি দেখিতেছি, তাহারই একটু বিশ্লেষণ করিতেছি।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবেন, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে, "দ্যাবা-পৃথিবী" হইতে "ন অনু" পর্য্যন্ত অংশে, বলা হইয়াছে—'দ্যুলোক ও ভূলোক যে ভগবানের মহিমা বা ব্যাপকত্ব অনুভব করিতে পারে না।' এ অংশে কোনও বিতর্কের কথা আসিতে পারে না। ক্রিয়া নাই; আছে—'অনু'; আমরা ধরিয়া লইয়াছি—'অনুভব করা।' ভগবানের মহত্ত্ব বা ব্যাপকত্ব—কে অনুভব করিতে পারে? দ্যুলোকের ও ভূলোকের কেহই তাহা পারে না। তিনি যে অচিন্ত্য, এই ভাবই এখানে প্রকাশ পায়। তার পর দেখুন—দ্বিতীয় অংশে—"রজসঃ" হইতে ন "আনশুঃ" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে কি ভাব গ্রহণ করিতে পারি? এখানে "রজসঃ" পদে আমরা 'জাতঃ প্রাণিনঃ' এবং "সিন্ধবঃ" পদে 'শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায়াং মুক্তিপ্রাপ্তা জনাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। রজোভাবে জন্ম, সত্ত্ব-ভাবে স্থিতি এবং তমোভাবে লয়—ইহা শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য মত। লিখিত আছে,—"রজোজুষে জন্মনি সত্ত্ববৃত্তয়ে স্থিতৌ প্রজানাং প্রলয়ে তমঃ-স্পৃশে।" আমরা মনে করি,—মন্ত্রের প্রথমাংশে দ্যুলোক-ভূলোক-প্রসঙ্গে তমোভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—যাঁহারা তমোভাবের অধীন অথচ বিদ্যমান্, তাঁহারা কখনই ভগবন্মহিমা অনুভব করিতে পারেন না। দ্যুলোকের অধিবাসীরা এবং স্বর্গবাসীরাও মৃত্যুর অধীন। কেন-না, কর্ম্মফল-জনিত যে স্বর্গপ্রাপ্তি, কর্ম্মফল শেষ হইলেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দৃষ্টিতে, ঐ উভয়-লোকের লোকদিগকে বিভাগতঃ তমোভাবের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। তাহা হইতে

মরণধর্ম্মশীল 'বিদ্যমান্' প্রাণীর ভাব পাওয়া যায়। যাঁহারা মরণধর্ম্মশীল, তাঁহারা অজর অমর ভগবানের মহত্ত্বের সীমা দেখিতে পান কি? তার পর বলা হইয়াছে—"রজসঃ"। ইহার অর্থ—জাতপ্রাণিসমূহের বিষয়। তাহারা জন্মিয়াছে; কর্ম্মপ্রভাবের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহাদের স্থান এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; তাই তাহারা 'রজসঃ'। তাহারা স্বর্গেও যাইতে পারে, নরকেও পড়িতে পারে, সংসারেও ঘুরিতে পারে, আবার মোক্ষও পাইতে পারে। 'রজসঃ' পদে এই মধ্য-অবস্থার জীবের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। অবশিষ্ট পদ এখন—"সিন্ধবঃ"। ক্ষরণশীল 'স্যন্দ' ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। সত্ত্বভাবের স্নেহধারা ক্ষরণ হয় যাঁহাদিগের মধ্য হইতে—এই ভাবে ঐ পদে ভক্তিপ্লুত-অন্তর সাধুগণকে বুঝাইতে পারে। এখানে শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাপ্রাপ্ত মোক্ষাধিকারী জনের প্রসঙ্গই আসিয়া থাকে। তাঁহারা জলবিন্দু, মহাসাগরে মিশিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা তরঙ্গ, বারিধির অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন; তাঁহারা রশ্মি, সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন; তাঁহারা শিখা, অগ্নির মধ্যেই লকলক্ জ্বলিতেছেন। আধার-আধেয়ের সে মাহাত্ম্য—তাঁহারা জানিবেনই বা কি, আর তাহা জানিবার তাঁহাদের প্রয়োজনই বা আছে কি? এইরূপে বুঝা যায়, ঐ মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'জাত ও মোক্ষপ্রাপ্ত কোনও প্রাণীই ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণনায় সমর্থ হয় না।'

অতঃপর মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"উত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতঃ ন।" বলিয়াছি তো, বেদ-মন্ত্রে ভাবরাশি সূত্রাকারে গ্রথিত,—বীজমন্ত্রে সঙ্কেতে ত্রিভুবনের সকল বিবরণ সংবদ্ধ। এই "স্ববৃষ্টিং মদে" পদদ্বয় পূর্ব্বেও (এই সূক্তেরই পঞ্চম ঋকে) আমরা পাইয়াছি। সেখানেও ঐ দুই পদে বৃত্রাসুরের কোনও সম্বন্ধ দেখি নাই। এখানেও সে অসুরের কোনও সম্বন্ধ আমরা দেখিতেছি না। আপনার স্বভাবভূত বৃষ্টিতে আপনি আনন্দিত—'স্ববৃষ্টিং মদে' এই ভাবই প্রকাশ করে। সাধুর স্বভাব সাধুতা। খলের স্বভাব খলতা। সাধু, সাধু-সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে আনন্দ-লাভ করেন। খলস্বভাব, খলতায় হিংসাদ্বেষে খলের সংসর্গে আনন্দ পায়। বৃষ্টি যার স্বভাবজ, শুদ্ধসত্ত্বের স্নেহধারা যাহার অঙ্গীভূত, সে সেই স্নেহভাবেই আনন্দ পায়। রৌদ্র-কঠোর-ভাব কদাচ তাহার প্রীতিপ্রদ

নহে। দেবতা শুদ্ধসত্ত্বময়; তিনি শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দেই উৎফুল্ল হন। এ পক্ষে 'স্বরুষ্টিং মদে' পদদ্বয়ে এখানে যেন এক সুষ্ঠু উপমার ভাব প্রত্যক্ষ করি। নদী যেমন আপনার আত্মভূত বর্ষার জল পাইয়া উৎফুল্ল হয়, দেবতাও সেইরূপ তাঁহার অঙ্গীভূত সত্ত্বভাব পাইলেই উৎফুল্ল হন। আর, তাহার ফলে, শত্রু—অজ্ঞানতা-সহচর কামাদি শত্রু—খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রের তৃতীয় অংশ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রের চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব এবং তৎকর্ত্তৃক যে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রখ্যাত আছে। এখন সুধিগণ বিচার করিয়া দেখুন,—কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়। (১ম—৫২সূ—১৪ঋ)॥

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

আর্চ্চন্নত্র মরুত সস্মিন্নাজৌ বিশ্বে দেবাসো

অমদন্ননু ত্বা।

বৃত্রস্য যদ্ভৃষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্দ্র

প্রত্যানং জঘন্থ॥ ১৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আর্চ্চন্। অত্র। মরুতঃ। সস্মিন্। আজৌ। বিশ্বে। দেবাসঃ।

অমদন্। অনু। ত্বা।

বৃত্রস্য। যৎ। ভৃষ্টিঽমতা। বধেন। নি। ত্বং। ইন্দ্র।

প্রতি। আনং। জঘন্থ॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'ভৃষ্টিমতা' (সুতীক্ষ্ণেণ, দাহকেন) 'বধেন' (অস্ত্রেণ, জ্ঞানাগ্নিনা) 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানরূপস্য অসুরস্য) 'আনং' (আননং, প্রধানকর্ম্মস্থানং, কামাদিরিপুং) 'প্রতি' (অভিলক্ষ্য) 'নি-জঘন্থ' (নিতরাং প্রহার্ষী), 'সস্মিন্' (তস্মিন্, তদা) 'আজৌ' (সংগ্রামে, সদসদ্বৃত্তোদ্বন্দ্বে ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ, সত্ত্বভাবাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনু' (অনুক্রমেণ) 'অমদন্' (হর্ষং প্রাপয়ন্, হর্ষয়ন্তীতি ভাবঃ), তদা চ 'অত্র' (অস্মিন্, অস্মাকং হৃদয়স্থাঃ) 'মরুতঃ' (মরুৎসংজ্ঞকা বিবেকরূপা দেবাঃ) ত্বাং 'আর্চ্চন' (পূজয়ন্, পূজয়ন্তি)। অয়ং ভাবঃ—'অস্মাকমজ্ঞানতাং দূরীকরণায় ভগবান্ যদা প্রবৃত্তো ভবতি, তদৈব বিবেকোদয়েন সহ সর্ব্বে দেবভাবাঃ হৃদি স্ফূরন্তি। ভগবৎ-কৃপা হি সকলমঙ্গলসাধিকা—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।' (১ম—৫২সূ—১৫ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যখন আপনি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা (দাহক জ্ঞানাগ্নি দ্বারা) অজ্ঞান-রূপ অসুরের প্রধান-কর্ম্মস্থান মুখের প্রতি (কামাদি-রিপুকে) লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর প্রহার করেন, তখন সদসদ্-বৃত্তির সংগ্রামে সকল সত্ত্বভাব আপনাকে যথাক্রমে হর্ষপ্রদান করিয়া করিয়া থাকেন, আর তখন আমাদিগের হৃদয়স্থ বিবেকরূপী দেবতাগণ আপনার পূজা করেন। (ভাব এই যে,—'আমাদিগের অজ্ঞানতাকে দূরীকরণের জন্য ভগবান্ যখন প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই বিবেকোদয়ের সহিত হৃদয়ে সকল দেবভাবের স্ফূরণ হয়। ভগবানের কৃপাই সকল প্রকার মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।') ॥ (১ম—৫২সূ—১৫ঋ) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বাং মরুতোঽত্রাস্মিন্ সংগ্রাম আর্চ্চন্। প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যানেন বচনেনাপূজয়ন্। সস্মিন্তস্মিন্ যদ্বা সর্ব্বস্মিন্নাজৌ সংগ্রামে বিশ্বে দেবাসস্তে সর্ব্বে দানাদিগুণযুক্তা মরুতস্ত্বা ত্বামন্বমদন্। অনুক্রমেণ হর্ষং প্রাপয়ন্। যদ্বা ত্বদীয়মদানন্তরং তেঽপি মদং প্রাপ্তাঃ। হে ইন্দ্র ত্বং যস্মদা ভৃষ্টিমতা। ভ্রংশয়তি শত্রূনিতি ভৃষ্টিরশ্রিঃ। তদ্বতা বধেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! এই সংগ্রামে মরুদগণ আপনাকে পূজা করিয়াছিলেন। 'প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেতি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহা প্রতীত হয়। সেই অথবা সর্ব্বপ্রকার সংগ্রামে দানাদি-গুণযুক্ত সকল দেবগণ ও মরুদ্দেবগণ অনুক্রমসহকারে আপনাকে হর্ষ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। অথবা আপনার হর্ষ প্রাপ্ত্যনন্তর তাঁহারাও হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে ইন্দ্র! আপনি যখন

হননসাধনেন বজ্রেণ। অশ্রিমত্বং চ বজ্রস্য ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। বজ্রো বা এষ যত্তাপঃ সোঽষ্টাশ্রিঃ কর্ত্তব্যোঽষ্টাশ্রিবৈ বজ্র ইতি। তেন বজ্রেণ বৃত্রস্যানং প্রতি। আননং মুখং প্রতি। যদ্বা শ্বাসহেতুং প্রাণং প্রতি নিজঘন্থ। নিতরাং প্রাহার্ষীঃ॥

আর্চ্চন্। অর্চ্চ পূজায়াং। ভৌবাদিকঃ। আডাগম উদাত্তঃ। সস্মিন্। তদোঃ সঃ সৌ। পাং ৭।২।১০৬। ইতি বিধীয়মানং সত্বং ব্যত্যয়েন সপ্তম্যামপি দ্রষ্টব্যং। যদ্বা সর্ব্বস্মিন্নিত্যত্র বর্ণলোপো দ্রষ্টব্যঃ। দেবাসঃ। আজ্জসেরসুক্। আনং। আননং। বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ। যদ্বা অন প্রাণনে। অনন্ত্যেহনেনেত্যানং প্রাণং। করণে ঘঞ্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। জঘন্থ। হন হিংসাগত্যোঃ। থলুপদেশেঽত্বত ইতীট্প্রতিষেধঃ। অভ্যাসাচ্চেত্যভ্যাসাদুত্তরস্য হকারস্য ঘত্বং। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং॥ ১৫॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে চতুর্দ্দশো বর্গঃ॥ ১।৪।১৪॥

পঞ্চদশ (৬২৭) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটী এক পক্ষে ভগবন্মহিমাখ্যাপক—নিত্যসত্যতত্ত্ব-প্রকাশক; পক্ষান্তরে উহা আবার আত্মোদ্বোধন-মূলক। অজ্ঞানতার প্রধান অঙ্গস্বরূপ কামাদি-রিপুশত্রুগণকে সাধুগণ যে দমন করিতে সমর্থ হন, তাহার মূল—ভগবৎ-কৃপা। ভগবানের একটু করুণাকটাক্ষ যেই নিপতিত হয়, অমনই হৃদয়ের সকল সদ্বৃত্তি জাগিয়া উঠে, অমনই বিবেক সহায় হইয়া রিপু-দমনে মনোবৃত্তিসমূহকে উত্তেজিত করে।

ভৃষ্টিমত অর্থাৎ হননসাধন বজ্রদ্বারা। বজ্রের অশ্রিমত্ব অর্থাৎ হননসাধকত্ব ব্রাহ্মণেও আম্নাত হইয়াছে। যথা,—"বজ্রো বা এষ যত্তাপঃ সোঽষ্টাশ্রিঃ কর্ত্তব্যোঽষ্টাশ্রিবৈ বজ্র ইতি।" বৃত্রের মুখের প্রতি অথবা শ্বাসহেতু প্রাণের অর্থাৎ নাসিকার উপর আঘাত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছিলেন।

আর্চ্চন্। অর্চ্চ ধাতু পূজার্থে প্রযুক্ত। ভুবাদিগণীয়, অডাগম এবং উদাত্তস্বরপ্রাপ্ত। সস্মিন্। 'তদোঃ সঃ সৌ' (পা০ ৭।২।১০৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে বিধীয়মান সত্ব, ব্যত্যয়ে সপ্তমী হইয়াছে। অথবা 'সর্ব্বস্মিন্' প্রভৃতি স্থলে বর্ণলোপ দ্রষ্টব্য। দেবাসঃ। 'আজ্জসেরসুক্' নিয়মে অসুক প্রত্যয়। আনং। আনন অর্থে প্রযুক্ত। ছান্দস-হেতু বর্ণলোপ। অথবা প্রাণন অর্থে অন। 'অনন্ত্যে অনেন' এই বাক্যে আনং পদে প্রাণ বুঝায়। করণে ঘঞ্ প্রত্যয়। 'কর্ষাত্বতঃ' নিয়মে অন্তস্বর উদাত্ত। জঘন্থ। হিংসা এবং গতি অর্থমূলক হন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'থলুপদেশেঽত্বত ইতীট্প্রতিষেধঃ' নিয়মে ইটের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অভ্যাসাচ্চ' বিধানে অভ্যাসের উত্তর হকারের ঘত্ব বিহিত। লিৎস্বর-প্রযুক্ত প্রত্যয়ের পূর্ব্বপদে উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫২সূ—১৫ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১৪॥

অতএব, প্রথমে আবশ্যক—ভগবানের একটু করুণা-লাভ। সেই করুণাটুকু প্রাপ্ত হইলেই আর আর কার্য্য আপনিই সাধিত হইয়া যায়। উহাই ভগবানের মহিমা। উহাই নিত্যসত্যভাব-প্রকাশক।

এ পক্ষে এই মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনা এই যে,—'হে জীব! যদি শ্রেয়োলাভে অভিলাষী হও, যদি আপনার প্রকৃত মঙ্গল কামনা কর, তবে ভগবানের দ্বারে একবার তাঁহার করুণার প্রার্থী হইয়া দাঁড়াও। তিনি একটু কৃপাকটাক্ষপাত করিলেই তোমার সকল আপৎ দূরে যাইবে, তোমার সর্ব্বশত্রু বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে; কেন-না, তখন তোমারই অন্তরস্থিত দেবভাবসমূহ জাগিয়া উঠিবে,—তোমারই বিবেকের উত্তেজনায় তোমারই সদ্বৃত্তিসঙ্ঘ তোমার অসদ্বৃত্তিদিগকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে।'

মন্ত্রে আমরা পূর্ব্বোক্ত ভাবই গ্রহণ করি। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে 'বৃত্রস্য' পদে 'বৃত্রাসুরের' অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'আনং' পদে তাহার 'মুখ' অর্থ প্রকাশ পায়। তদনুসারে, "হে ইন্দ্র ত্বং যৎ ভৃষ্টিমতা বধেন বৃত্রস্য আনং প্রতি নিজঘন্থ" রূপ অন্বয়ে, মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাব দাঁড়ায়,—'হে ইন্দ্র! আপনি যখন শাণিত বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মুখে প্রহার করিয়াছিলেন।' কেহ বা এখানে, রূপকের কষ্ট-কল্পনায় ভাব আনিতে পারেন,—'ইন্দ্রের বজ্র যখন মেঘের মুখে পতিত হইয়াছিল।' কিন্তু বলা বাহুল্য, এই দুইয়ের কোনও অর্থেই পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। মন্ত্রের দ্বিতীয় বা শেষ অংশে এতদনুসারে আবার অর্থ দাঁড়ায়,—'তখন মরুদ্দেবগণ আপনার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য দেবগণ আপনার হর্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন।' সে ক্ষেত্রে, মরুদ্দেবগণই বা কাহারা—আর অন্যান্য দেবগণই বা কাহারা? চিন্তা করিয়া পাওয়া যায় না। যদি মরুদ্গণ ঝড়ঝঞ্ঝাবাত হন, তাঁহারা অর্চ্চনা করিলেন কি প্রকারে বুঝিব? ফলতঃ, কিবা মেঘ-বিদারণে বৃষ্টিপাতন-পক্ষে, কিবা বৃত্রাসুরকে অসুরকল্পনা-পক্ষে, কোন পক্ষেই সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, সুধিগণ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহণ করিবেন, ইহাই আমাদিগের নিবেদন। (১ম—৫২সূ—১৫ঋ)॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চদশঃ ষোড়শশ্চ বর্গঃ।

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটিও ঐন্দ্রসূক্ত। ইহার মধ্যে এগারটি ঋক আছে। তাহার তিনটী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে এবং অবশিষ্ট নয়টী জগতীছন্দে গ্রথিত। ইন্দ্রদেবতার মাহাত্ম্য ও স্তোত্রমূলক এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটীর সহিতও নানা পৌরাণিক কাহিনীর সম্বন্ধ-সংশ্রব প্রখ্যাত আছে।

সোম-পানে ইন্দ্রের পরিতৃপ্তির কথা (চতুর্থ ঋক্), তাঁহার নিকট গোরু ঘোড়া ও অন্নাদি প্রাপ্তির প্রার্থনা (পঞ্চম ঋক্), মাদক বীর্য্যকারক রস-পান ও দশসহস্র শত্রুনাশ (ষষ্ঠ ঋক্), নমী-নামক ঋষির সহিত মিলিয়া নমুচি নামক অসুরের বধ-সাধন (সপ্তম ঋক্), অতিথিগ্ব রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক অসুরদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদন এবং ঋজিশ্ব রাজার সহায় হইয়া বংগৃদ অসুরের শতসংখ্যক পুরী বিধ্বংস-করণ (অষ্টম ঋক্), অধিক কি সহায়হীন সুশ্রবাঃ রাজার জন্য বিংশতিসংখ্যক জনপদের ৬০,০৯৯ বিপক্ষ সৈন্যের চক্রদ্বারা বিনাশ-সাধন (নবম ঋক্), আর সেই সুশ্রবাঃ রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়া কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ু রাজাকে তাঁহার বশে আনয়ন এবং তূর্ব্বযাণ রাজার শত্রুদিগের সংহার-সাধন (দশম ঋক্);—এবম্বিধ ব্যাপার-সমূহ ঐ সকল ঋঙ্মন্ত্রের অর্থে প্রচারিত আছে। সুতরাং এই সূক্তের সকল ঋক্গুলিই যে পুরাবৃত্তের সহিত সংশ্রবযুক্ত, তাহা স্বতঃই মনে আসিতে পারে। সেনা-নাশের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, নগর-ধ্বংসের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, পক্ষ ও প্রতিপক্ষগণের নাম ও পরিচয় বিবৃত রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে, কি করিয়া যে এই সূক্তের ঋক্গুলিতে বেদমন্ত্রের নিত্যসত্যভাব রক্ষিত হইতে পারে—তাহা নিশ্চয়ই সংশয়ের বিষয়। ঐ সকল ঋকের ইন্দ্রকে একজন রাজা বা সম্রাট্ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারা যায় না। অথচ, আমরা পূর্ব্ব-সূক্তের ঋক্-সমূহের ব্যাখ্যা উপলক্ষে বুঝিয়া আসিয়াছি, ইন্দ্র-নামে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্তা পরমেশ্বরকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে দেখুন—কি বিপরীত ভাবের নিদর্শন! পরন্তু এই সূক্তের শেষ ঋকের প্রার্থনায়

আবার দেখিতে পাইতেছি, প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—"হে দেব! আপনার প্রসাদে যেন সুন্দর পুত্রসকল লাভ করি, আর উৎকৃষ্টতর দীর্ঘ-আয়ুঃ প্রাপ্ত হই।" ইহাই বা কেমন করিয়া সঙ্গত হয়? রাজার বা সম্রাটের কৃপায় যে কিরূপে পুত্র লাভ হয় ও দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না।

বলিয়াছি তো—ঋঙ্মন্ত্রগুলিতে সূত্র-রূপে বীজ মাত্র নিহিত আছে। আর, তজ্জন্যই নানা ভাব ও নানা অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। বেদান্তের "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অথবা "নৈকস্মিন্ ন সম্ভবাৎ" সূত্র উপলক্ষে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন বিপরীত মতবাদ প্রচারিত আছে এবং প্রচারিত হইতে পারে, অথচ মূলতঃ ঐ সকল সূত্র যেমন অভিন্নার্থ-জ্ঞাপক; বেদমন্ত্র-সম্বন্ধেও তাহাই মনে করিতে হইবে। মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য—সেই একই। তবে যে দৃষ্টিতে যিনি যে ভাবই গ্রহণ করুন, সে সকল কোনও ভাবেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না,—যদি মন্ত্রগুলিকে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষক সূত্রমধ্যে পরিগণিত করা না হয়। যাহা হউক, আমরা মনে করি, সকল মন্ত্রের মধ্যেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য-বিধায়ক ভগবৎসম্বন্ধসূচক নিত্যসত্য-তত্ত্বসমূহই বিবৃত রহিয়াছে। সে পক্ষে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম-গ্রহণে আমরা কতটুকু সিদ্ধকাম হইয়াছি, সহজেই তাহা প্রতীত হইতে পারিবে।

—— • ——

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

ন্যূ দ্বিতোকাদশর্চ্চং তৃতীয়ং সূক্তং। দশম্যেকাদশ্যৌ ত্রিষ্টুভৌ। শিষ্টা নব জগত্যঃ। সব্য ঋষিঃ। ইন্দ্রো দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। ন্যূ ষেকাদশান্ত্যে ত্রিষ্টুভাবিতি। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ শস্ত্র এতৎ সূক্তং। তথা চাসূত্রয়দাচার্যঃ। ন্যূ ষু বাচমপ্সু ধৃতস্য হরিবঃ পিবেহেতি যাজ্যা॥ আ০ ৬।৪। ইতি॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

• • •

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(দশম অনুবাকের এই) তৃতীয় সূক্তে 'ন্যূ ষু' প্রভৃতি এগারটী ঋক্ আছে। তন্মধ্যে দশম ও একাদশ ঋকের ছন্দ ত্রিষ্টুভ এবং অবশিষ্ট নয়টী ঋকের ছন্দ—জগতী। এই সূক্তের ঋষি সব্য এবং দেবতা ইন্দ্র। সেইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা—'ন্যূ ষেকাদশান্ত্যে ত্রিষ্টুভাবিতি।' অতিরাত্র যাগের প্রথম পর্য্যায়ে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন-শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। আচার্য্য সেইরূপই সূত্রিত করিয়াছেন; যথা,—"ন্যূ ষু বাচমপ্সু ধৃতস্য হরিবঃ পিবেহেতি যাজ্যা"। (আ০ ৬।৪) ইত্যাদি। তাহারই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। আঙ্গিরসঃ সব্যঃ ঋষিঃ। জগতী ত্রিষ্টুপ চ ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়ে ব্রহ্মণাচ্ছংশিনঃ শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ন্যূ ষু বাচং প্র মহে ভরামহে গির

ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ।

নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবাবিদন্ন

দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। উং ইতি। সু। বাচং। প্র। মহে। ভরামহে। গিরঃ।

ইন্দ্রায়। সদনে। বিবস্বতঃ।

নু। চিৎ। হি। রত্নং। সসতাংঽইব। অবিদৎ। ন।

দুঃঽস্তুতিঃ। দ্রবিণঃঽদেষু। শস্যতে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিবস্বতঃ' (জ্ঞানিনঃ, সাধকস্য) 'সদনে' (গৃহে, হৃদয়ে) 'গিরঃ' (স্তুতয়ঃ, মন্ত্রাঃ) 'নি' (নিরন্তরং) 'উং' (উৎকৃষ্টরূপেণ সুষ্ঠুভাবেন প্রযুক্তা ভবন্তি, সুফলং দদতি ইতি শেষঃ; তেষামুচ্চারিতা স্তুতিঃ সুস্তুতিরিতি ভাবঃ); অতঃ 'মহে' (মহতে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সু বাচং' (শোভনাং স্তুতিং, বেদমন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'প্র ভরামহে' (প্রকৃষ্টরূপেণ যুঞ্জ্মহে); 'হি' (যস্মাৎ) স দেবঃ 'সসতামিব' (স্বপতামিব, নিদ্রিতবৎ অনপেক্ষমাণেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ, কামনাপরিশূন্যস্য নিদ্রিতজনস্য ধনপ্রাপ্তিবৎ) 'নু চিৎ' (ক্ষিপ্রমেব, সহসা) 'রত্নং' (রমণীয়ং ধনং) 'অবিদৎ' (বিন্দতি, দদাতি); তদ্রূপেষু 'দ্রবিণোদেষু' (ধনস্য দাতৃষু দেবেষু) 'দুষ্টুতিঃ' (অসমীচীনা স্তুতিঃ, দুর্ব্ব্যবহার ইতি ভাবঃ) 'ন শস্যতে' (ন অভিধীয়তে, ন কর্ত্তব্য ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—'জ্ঞানিনাং পদাঙ্কানুসরণেন ভগবদারাধনায়াং প্রবৃত্তো ভব; কদাপি অসন্মার্গাবলম্বী মা ভবসি; সন্মার্গানুসারিণঃ ভগবান্ অলক্ষ্যেণ পরমং ধনং দদাতি।' (১ম ৫৩সূ—১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণের গৃহে (সাধুগণের হৃদয়ে) স্তুতিমন্ত্রসমূহ নিরন্তর সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (সুফল দান করে; অর্থাৎ, তাঁহাদিগের উচ্চারিত স্তুতিই সুস্তুতি—ইহাই ভাবার্থ); অতএব, মহান্ ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আমরা সুস্তুতি প্রয়োগ করি; কেন-না, সেই দেবতা, নিদ্রিত জনের সহসা ধনপ্রাপ্তিবৎ হঠাৎ রমণীয় ধন-দান করেন; সেইরূপ ধনদাতা দেবতাদিগের প্রতি অসমীচীন স্তুতি-প্রয়োগ (দুর্ব্ব্যবহার) অকর্ত্তব্য। (ভাব এই যে,—'জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক-অনুসরণে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও। কদাচ অসৎপথাবলম্বী হইও না। সৎপথাবলম্বিগণকে ভগবান্ তাঁহাদিগের অলক্ষ্য ভাবেই পরমধন প্রদান করিয়া থাকেন।')॥ (১ম—৫৩সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহে মহত ইন্দ্রায় সু বাচং শোভনাং স্তুতিং নিপ্রভরামহে। নিতরাং প্রযুঞ্জ্মহে। উ ইতি পাদপূরণঃ। যতো বিবস্বতঃ পরিচরতো যজমানস্য সদনে যজ্ঞগৃহে ইন্দ্রায় গিরঃ স্তুতয়ঃ ক্রিয়ন্তে। হি যস্মাৎ স ইন্দ্রো নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব রত্নং রমণীয়মসুরাণাং ধনমবিদৎ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে (আমরা) শোভন স্তুতিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োগ করি। উ পাদপূরণে প্রযুক্ত। যেহেতু বিবস্বানের অর্থাৎ পরিচর্য্যাপরায়ণ যজমানের যজ্ঞগৃহে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি-সমূহ উচ্চারণ করেন, যেহেতু ইন্দ্রদেব ক্ষিপ্রগতিতে অসুরগণের রমণীয় ধনরত্ন

বিন্দতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সসতামিব। যথা স্বপতাং পুরুষাণাং ধনং চোরঃ ক্ষিপ্রং লভতে তদ্বৎ। অতোঽস্মভ্যং ধনং দাতুং শক্ত ইতি ভাবঃ। দ্রবিণোদেষু ধনস্য দাতৃষু পুরুষেষু দুষ্টুতিরসমীচীনা স্তুতির্ন শস্যতে। নাভিধীয়তে। অতঃ সুবাচং প্রভরামহ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥

ন্যূ ষু ইত্যস্যোদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। তস্যোদাত্তপরত্বাৎ সংহিতায়াং কম্প্যতে। ইকঃ সুঞীতি দীর্ঘত্বং। সুঞঃ ইতি ষত্বং। মহে। মহ পূজায়ামিত্যস্মাৎ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যদ্বা মহচ্ছব্দস্যাচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। নূ চিৎ। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। সসতামিব। ষস স্বপ্নে। অস্মাচ্ছত্রন্তাদন্তোদাত্তাৎ পরস্যা বিভক্তেঃ শতুরনুম ইত্যুদাত্তত্বং। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি সমাসঃ। অবিদৎ। বিদ্‌লৃ লাভে। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙি পুষাদিদ্যুতাদীতি চ্লেরঙাদেশঃ। অডাগম উদাত্তঃ। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। দ্রবিণোদেষু। দ্রবিণানি ধনানি দদাতীতি দ্রবিণোদাঃ। দ্রু গতাবিত্যস্মাৎ দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্নিতীনন্প্রত্যয়ান্তো দ্রবিণশব্দঃ। তস্মিন্ কর্ম্মণ্যুপপদ আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কঃ। পূর্ব্বপদস্য সুগামমশ্ছান্দসঃ। কৃদুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। শস্যতে। শংসু স্তুতৌ। যকানিদিতামিতি নলোপঃ॥ (১ম—৫৩সূ—১ঋ)।

• . •

সমূহ-লাভ করেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ;—'সসতামিব' অর্থাৎ যেমন পুরুষদিগের নিদ্রিতাবস্থায় তাহাদিগের ধন চোরগণ ক্ষিপ্র লাভ করে, সেইরূপ। অতএব, ইন্দ্রদেব আমাদিগকে ধনপ্রদানে সমর্থ—ইহাই ভাবার্থ। ধনদানকারী পুরুষগণের সমীচীন স্তুতি প্রযুক্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। সুতরাং আমরা ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে শোভন স্তুতিসমূহ উচ্চারণ করি।

ন্যূ ষু। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' নিয়মে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উদাত্তপরত্ব-হেতু সংহিতাতে ব্যতিক্রম ঘটে। 'ইকঃ সুঞি' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘত্ব। 'সুঞঃ' ইত্যাদি বিধানে ষত্ব। মহে। পূজার্থক মহ ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'সাবেকাচ' নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। অথবা ছান্দস্-হেতু 'মহৎ' পদের 'অৎ' শব্দের লোপ হইয়াছে। নূ চিৎ। 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি সূত্রমতে দীর্ঘ। সসতামিব। ষস্ ধাতু স্বপ্নার্থ-জ্ঞাপক। ইহা হইতে শত্রন্তা-বশতঃ অন্তোদাত্ত-হেতু 'শতুরনুমঃ' সূত্রানুসারে পরপদের বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ' ইত্যাদি নিয়মে সমাস। অবিদৎ। লাভার্থক 'বিদ্‌লৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে লুঙ বিভক্তিতে 'পুষাদিদ্যুতাদি' ইত্যাদি বিধানে চ্লিঃ স্থানে অঙ আদেশ, অট আগম ও উদাত্ত হইয়াছে। 'হি চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে নিঘাত হয় নাই। দ্রবিণোদেষু। ধনসমূহ প্রদান করে—এই বাক্যে 'দ্রবিণোদাঃ' পদ নিষ্পন্ন। গত্যর্থক দ্রু ধাতুর 'দ্রু দক্ষিভ্যামিনন্' ইত্যাদি নিয়মে ইনন্ প্রত্যয় করিয়া দ্রবিণ-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কর্ম্মণি-বাচ্যে উপপদ-সমাসে 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' এই সূত্রানুসারে তদুত্তর কঃপ্রত্যয়। ছান্দস-হেতু পূর্ব্বপদে সুগাগম। কৃৎহেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর। শস্যতে। স্তুত্যর্থক শংসু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যকানিদিতাং ইত্যাদি সূত্রানুসারে ন-লোপ হইয়াছে। (১ম—৫৩সূ—১ঋ)॥

• . •

প্রথম (৬২৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম —'সসতামিব' পদটী। ভাষ্যে এই পদের যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, তাহাতে উপমাটী দেবতার পক্ষে সাধু উপমা বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভাষ্যে প্রকাশ,—'নিদ্রিত পুরুষগণের ধনকে চোর যেমন ক্ষিপ্রলাভ করে সেইরূপ।' তাহা হইতে ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে,—এই হেতু আমাদিগকে ধন-প্রদানে তিনি সমর্থ। এই উপলক্ষে এক জন ব্যাখ্যা-কার লিখিয়া গিয়াছেন,—'ইন্দ্র সুপ্তব্যক্তিদিগের ধনের ন্যায় (অসুর-দিগের) ধন অতি সত্বর অধিকার করিয়াছেন।' ইহাতে ভগবান্ ইন্দ্র-দেবের চরিত্র যে যথার্থভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মনে করিতে পারি না। তবে এ পক্ষে একজন ব্যাখ্যাকারের টীকায় একটী সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হই। সেই ভাবটী সমীচীন বলিযা মনে হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যাতে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। ব্যাখ্যাকারের সেই টীকাটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে আমাদিগের অর্থ অনুধাবন-পক্ষে সুবিধাই হইবে। সে টিকাটী এই ;—"নিদ্রিত পুরুষেরা যেমন ধনপ্রাপ্তির আশা করে না, তদ্রূপ যে মনুষ্যেরা ধনাভিলাষ-বিষয়ে উদাসীন থাকে, ইন্দ্রদেব তাহাদিগকেও ধন প্রদান করেন।"

প্রার্থনা নাই—কামনা নাই—উপাসনা আছে। 'সসতামিব' পদে সেই ভাব প্রকাশ পায়। কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যাইতেছি—কর্ত্তব্যের অনুশাসনে। ফলাকাঙ্ক্ষা করি না; কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, তাই কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। এই ভাবের নিষ্কামকর্ম্মকারী সাধকের জন্য ভগবান্ আপনিই রত্নরাজি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রার্থীর অলক্ষিতভাবে সে রত্ন তাহাকে তিনি প্রদান করেন। দরিদ্র সুপ্তোত্থিত হইয়াই সহসা যদি রাজপদ প্রাপ্ত হয়, তাহার যে আনন্দ; এখানে উপমায় সাধকের সেই আনন্দের অবস্থাই দ্যোতনা করিতেছে। চাহিতে হয় না; চাহিবার পূর্ব্বেই তিনি অমূল্যধন প্রদান করেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সেই মহতী করুণার বিষয়ই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে দ্বিতীয় লক্ষ্য করিবার বিষয়—'বিবস্বতঃ' পদ। ভাষ্যাদির অনুসরণে এই পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'পরিচর্য্যায় রত যজমানের'। ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে,—'ঋত্বিকেরা যেমন পরিচারক যজমানের যজ্ঞগৃহে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেন।' মূলে 'সদনে' পদ আছে; সুতরাং 'যজ্ঞগৃহ' উপলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অর্থ এখানে সম্পূর্ণ অন্য ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। বিবস্বৎ-শব্দ হইতে বিবস্বান্ পদে সূর্য্যকে বুঝায়। তিনি জ্ঞানের আধার। সুতরাং 'বিবস্বৎ-দিগের সদনে' বলিতে 'জ্ঞানিগণের হৃদয়রূপ গৃহ' অর্থই সিদ্ধান্তিত হয়। সে গৃহে যে ভাবে স্তোত্রমন্ত্র প্রযুক্ত হয়, সাধুগণের হৃদয়-মধ্যে যে প্রকারে স্তোত্রমন্ত্রের স্ফূর্ত্তি হয়, এখানে "বিবস্বতঃ সদনে গিরঃ" পদত্রয়ে সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। স্তোত্র তাঁহাদিগের অধিগত; মন্ত্র-মাহাত্ম্য তাঁহাদিগেরই অনুভূত; মন্ত্রের প্রয়োগবিধি ও ক্রিয়াপদ্ধতি তাঁহারাই অবগত। এখানে তাই উপদেশ দেখিতেছি,—'অনুসরণ কর, সাধুগণের পদাঙ্কানুবর্ত্তী হও।' মন্ত্রের প্রথমাংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণ করুন) "বিবস্বতঃ" হইতে "উং" পর্য্যন্ত অংশে, সেই উপদেশ প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ যথাপর্য্যায় তাহারই সুফলের বিষয় জ্ঞাপন করিতেছে। জিজ্ঞাস্য—তাহাতে (সাধুগণের পদাঙ্কানুসরণে) কি ফল লাভ হইতে পারে? প্রথমতঃ 'সুবাচং' পাইতে পারি; অর্থাৎ যে স্তুতি-মন্ত্রের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের আরাধনা হইতে পারে, সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে আমরা সেই স্তুতিমন্ত্রের অধিকারী হইয়া থাকি। তাহার আবার ফল কি? মন্ত্রের তৃতীয়াংশ, "হি" হইতে "অবিদৎ" পর্য্যন্ত পদ-কয়টী, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। জ্ঞানিগণের পদাঙ্কানুসরণে প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের স্তোত্র-মন্ত্র অনুধ্যান ও উচ্চারণ করিতে পারিলে, আমরা সহসা তাঁহার পরম করুণা, তৎপ্রদত্ত অমূল্য ধন, লাভ করিতে সমর্থ হই। উপসংহারে মন্ত্রের চতুর্থাংশে, 'দ্রবিণোদেষু' ইত্যাদি পদে, তাই বলা হইয়াছে,—'যে সকল দেবতা সেই অমূল্য ধন প্রদান করেন, তাঁহাদের পূজায় যাহাতে যথাযোগ্য মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, তৎপক্ষে প্রযত্নপর হও,—কদাচ উদাসীন হইও না।'

মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্র তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,

—'কেন বৃথা ঘুরিয়া মরিতেছ? নিষ্কাম কর্ম্মে সাধকের পদাঙ্ক অনুসরণ কর, শুদ্ধচিত্তে ভগবানের অনুধ্যানে রত হও, পরমমঙ্গলময় ভগবান্ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তোমার প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করিবেন।' (১ম—৫৩সূ—১ঋ)।

—— ॰ ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো

যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ।

শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ সখা

সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি ॥ ২ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

দুরঃ। অশ্বস্য। দুরঃ। ইন্দ্র। গোঃ। অসি। দুরঃ।

যবস্য। বসুনঃ। ইনঃ। পতিঃ।

শিক্ষাऽনরঃ। প্রऽদিবঃ। অকামऽকর্শনঃ। সখা।

সখিऽভ্যঃ। তং। ইদ্রং। গৃণীমসি ॥ ২ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'অশ্বস্য' (ব্যাপকস্য, ব্যাপ্তিরূপস্য) 'দুরঃ' (দাতা) 'অসি' (ভবসি), 'গোঃ' (জ্ঞানকিরণস্য, জ্ঞানরূপস্য) 'দুরঃ' (দাতা অসি), তথা 'যবস্য' (অন্নাদিকস্য, প্রাণরূপস্য) 'দুরঃ' (দাতা অসি); তথা, ত্বং 'বসুনঃ' (নিবাসহেতোর্ধনস্য, মোক্ষধনস্য) 'ইনঃ' (আধিস্বামী) 'পতিঃ' (সর্ব্বেষাং পরিপালকঃ) 'শিক্ষানরঃ' (শিক্ষাদাতা) 'প্রদিবঃ' (পুরাণপুরুষঃ, সনাতনঃ) 'অকামকর্শনঃ' (অভিমত-ফলপ্রদাতা, নিষ্কামকর্ম্মণঃ শিক্ষকঃ), এবং 'সখিভ্যঃ' (জনসহায়ভূতেভ্যঃ, জনহিতপরায়ণেভ্যঃ, যদ্বা—প্রেমানুগতেভ্যঃ জনেভ্যঃ) 'সখা' (সহায়কঃ, সুহৃৎ) অসি; 'তং' (এবম্ভূতং গুণোপেতং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং প্রতি) হে জীব, ত্বং 'ইদং' (স্তোত্রং বেদমন্ত্রং) 'গৃণীমসি' (গায়সি, প্রযুঙ্ক্ষি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'সর্ব্বমঙ্গলময়ো ভগবান্ অস্মাকং ইমাং প্রার্থনাং গৃহ্ণাতু।' (১ম—৫৩সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ব্যাপ্তিরূপের দাতা হয়েন; আপনি জ্ঞানরূপের দাতা হয়েন; আপনি মোক্ষধামের অধিস্বামী, সকলের প্রতি-পালক, শিক্ষাদাতা, পুরাণপুরুষ (সনাতন), অভিমতফলপ্রদানকারী (নিষ্কাম-কর্ম্মের শিক্ষক), এবং জনহিতপরায়ণগণের অথবা আপনার প্রেমানুগত জনগণের সহায় হয়েন; এবম্ভূত গুণোপেত ভগবান্ ইন্দ্র-দেবের উদ্দেশে, হে জীব, তুমি এই স্তোত্র (বেদমন্ত্র) উচ্চারণ (প্রয়োগ) কর। (ভাব এই যে,—'সেই সকল-মঙ্গলালয় ভগবান্ আমাদিগের এই প্রার্থনা গ্রহণ করুন।')॥ (১ম—৫৩সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বমশ্বস্য দুরো দাতাসি। তথা গোঃ পশ্বাদের্দ্দুরো দাতাসি। তথা যবস্য যবাদের্ধান্যজাতস্য দুরো দাতাসি। বসুনো নিবাসহেতোর্ধনস্যেনঃ স্বামী পতিঃ সর্ব্বেষাং পালয়িতা। শিক্ষানরঃ। শিক্ষতির্দানকর্ম্মা। শিক্ষায়া দানস্য নেতাসি। প্রদিবঃ পুরাণঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি অশ্বের দাতা হয়েন, আর গবাদি পশুর দাতা হয়েন, আর যবাদি ধান্য-জাতের দাতা হয়েন। বাসস্থান-হেতু ধনের আপনি স্বামী এবং সকলের পালয়িতা। আপনি 'শিক্ষানরঃ'—শিক্ষাদান-কর্ত্তা অর্থাৎ শিক্ষাদানের নেতা হয়েন। 'প্রবিদঃ' অর্থাৎ আপনি পুরাণ। প্রকৃষ্টরূপে যাহার 'দিবঃ' অর্থাৎ দিবসসমূহ গত হইয়াছে, তাহাকেই 'প্রবিদঃ' কহে।

প্রগতা দিবো দিবসা যস্মিন্ স তথোক্তঃ। অকামকর্শনঃ। কামান্ কর্শয়তি নাশয়তীতি কামকর্শনঃ। ন কামকর্শনোঽকামকর্শনঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। হবির্দ্দত্তবতাং যজমানানাং কামানভিমতফলপ্রদানেন পূরয়তীত্যর্থঃ। সখিভ্যঃ সমানখ্যানেভ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ সখা সখিবদত্যন্তং প্রিয়ঃ। এবম্ভূতো য ইন্দ্রস্তং প্রতীদং স্তোত্রলক্ষণং বচো গৃণীমসি। ব্রূমহে॥

দুরঃ। ডুদাঞ্ দানে। মন্দিবাশিমথিচতিচঙ্ক্যঙ্কিভ্য উরচ্। উ০ ১।৩৮। ইতি বিধীয়মান উরচ্‌প্রত্যয়ো বহুলবচনাদস্মাদপি ভবতি। অত এবাকারলোপঃ। শিক্ষানরঃ। শিক্ষ বিদ্যোপাদানে। গুরোশ্চ হলঃ। পা০ ৩।৩।১০৩। ইত্যকারপ্রত্যয়ঃ। ততষ্টাপ্। ষষ্ঠীসমাসঃ সমাসস্যেত্যন্তোদাত্তত্বং। গৃণীমসি। গৄ শব্দে। ক্র্যৈাদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। ইদন্তো মসিরিতি মসেরিকারঃ॥ (১ম—৫৩সূ—২ঋ)।

• • •

দ্বিতীয় (৬৩০) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে,—'ইন্দ্রদেব ঘোড়া দিতে পারেন, গরু দিতে পারেন, আর যবাদি শস্য দিতে পারেন। আর, তিনি নিবাসস্থান-রূপ ধনের অধিকারী অর্থাৎ বাসগৃহ দিতে পারেন। তার পর, তিনি পতি অর্থাৎ পালক, শিক্ষক, প্রবৃদ্ধ এবং অভিমত-ফলদাতা। অপিচ, যাঁহারা তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের তিনি সহায় হন। এই স্তোত্র সেই ইন্দ্রেরই গুণগান করিতেছে।'

'অকামকর্শনঃ' বলিতে, 'কামকর্শন নহে'—এই ভাব আসে। 'কামকর্শন' পদে, কামসমূহ যাঁহার কর্শন-প্রাপ্ত অর্থাৎ নাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই বুঝায়। এখানে অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। হবির্দ্দানকারী যজমানগণের কামসমূহকে অভিমত ফলপ্রদানের দ্বারা পূর্ণ করেন—ইহাই ভাবার্থ। 'সখিভ্যঃ' অর্থাৎ সমানাখ্যানবিশিষ্ট ঋত্বিক-গণের, 'সখা'—কি না সখিবৎ অত্যন্ত প্রিয়। এবম্ভূত যে ইন্দ্র, তাঁহার প্রতি এই স্তোত্রলক্ষণ বাক্য উচ্চারণ করি।

দুরঃ। দানার্থক 'ডুদাঞ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'মন্দিবাশিমথিচতিচঙ্ক্যঙ্কিভ্য উরচ্' (উ০ ১।৩৮) এই ঔণাদিক বিধিক্রমে উরচ্-প্রত্যয়ের বহুবচন-হেতু এরূপও হয়। অতএব একারের লোপ হইয়াছে। শিক্ষানরঃ। শিক্ষ-ধাতু বিদ্যা-উপাদানার্থক। 'গুরোশ্চ হলঃ' (পা০ ৩।৩।১০৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে অকার প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার পর 'টাপ্' হয়। ষষ্ঠী সমাস। 'সমাসস্য' এই নিয়মে অন্তোদাত্ত হইয়াছে। গৃণীমসি। গৄ ধাতু শব্দ বুঝায়। উহা ক্র্যাদিগণীয়। 'প্বাদীনাং হ্রস্বঃ' এই নিয়মে হ্রস্বত্ব। 'ইদন্তো মসিঃ' ইত্যাদি হেতু 'মসিঃ' স্থানে ইকার হইয়াছে। (১ম—৫৩সূ—২ঋ)॥

• • •

মন্ত্রে ঐরূপ অর্থ যে অধ্যাহৃত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। মানুষের প্রার্থনা—নানা প্রকারের। কেহ বা ঘোড়া-গরুর জন্য লালায়িত, কেহ বা বাড়ী-ঘর-দুয়ারের জন্য আকাঙ্ক্ষান্বিত। আবার, কেহ বা, সে সকল পার্থিব সম্পৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অপার্থিব বস্তুর অন্বেষণে প্রধাবিত। দুই রূপ দৃষ্টিতে মন্ত্রের ঐ দুই রূপ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বলা হইয়াছে—'অশ্বস্য দুরঃ।' এ পক্ষে, ঘোড়ার দাতাও তাঁহাকে বলা যাইতে পারে; আবার, ব্যাপ্তি-রূপের দাতাও যে তিনি—এ ভাবও আসিতে পারে। ব্যাপ্ত্যর্থ অশ্-ধাতু হইতে অশ্ব-শব্দের উৎপত্তির বিষয় মনে আসিলে, স্বতঃই বিশ্বাস হইবে, এখানে সাধক ভগবানের ব্যাপ্তি-রূপের বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং বুঝিয়াছেন,—সেই ভগবানই ব্যাপ্তিরূপের দাতা।

জীব! যদি তুমি ব্যাপ্তি-রূপের আকাঙ্ক্ষা কর, যদি তাঁহার ব্যাপ্তি-রূপে মিশিতে চাও, তবে তাঁহাকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস কর;—তাঁহার ব্যাপ্তি-রূপে আত্মরূপ মিশাইতে প্রযত্নপর হও। বিশ্বাস কর,—বিশ্বের সর্ব্বভূতেই তিনি বিদ্যমান্ আছেন; আর, সেই বিশ্বাস-বশে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হও; তবেই তাঁহার ব্যাপ্তিরূপ তোমার অধিগত হইবে।

যিনি যে ধনের অধিকারী, যিনি যে ধন দান করিতে পারেন, প্রার্থী তাঁহার নিকট সেই ধনেরই কামনা করেন। বিশ্বব্যাপী ভগবানকে যাঁহারা ব্যাপক-রূপে ব্যাপ্তিদাতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা সেই প্রার্থনা লইয়াই তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকেন। সে পক্ষে, প্রার্থীর ধ্যান-ধারণার ক্রম-অনুসারে 'অশ্বস্য দুরঃ' পদদ্বয়ের অর্থে, কেহ বা ভগবানকে অশ্বদাতা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কেহ বা তাঁহার ব্যাপ্তিরূপে লীন হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখিতে পারেন।

এইরূপ, 'গোঃ দুরঃ' পদদ্বয়ে, কেহ বা তাঁহাকে গো-দাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানদাতা বলিয়া বুঝিতে পারেন। 'যবস্য দুরঃ' পদদ্বয়েও, এইরূপ কেহ বা মনে করিতে পারেন—তিনি যবাদি শস্য প্রদান করিয়া থাকেন, কেহ বা বুঝিতে পারেন

—তিনি প্রাণময়, সর্ব্বজীবে প্রাণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, চৈতন্য তাঁহার অভিব্যক্তি, তিনি প্রাণদাতা, চৈতন্যদাতা। শেষোক্ত ভাবের ভাবুক যাঁহারা, তাঁহারা সেই চৈতন্যময়ে প্রাণময়ে চৈতন্যরূপে প্রাণরূপে মিশিবার আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন।

মন্ত্রে বলা হইয়াছে—তিনি 'বসুনঃ ইনঃ'। এ পক্ষেও দুই ভাব আসে। যাঁহারা সামান্য পার্থিব এই ঘর-বাড়ীর জন্য লালায়িত, ঐ দুই পদে তাঁহারা তাঁহাকে এই ঘর-দুয়ারের অধিস্বামী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যাঁহারা চির-নিবাস-স্থানের আকাঙ্ক্ষা করেন, মোক্ষধাম-রূপ বাসস্থানের কামনায় উদ্বুদ্ধ হন, তাঁহারা 'বসুনঃ ইনঃ' পদদ্বয়ে তাঁহাকে সেই অমূল্য ধনের অধিস্বামী বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। তিনি যে প্রতিপালক, তিনি যে শিক্ষক, আবার তিনি যে সনাতন—চিরবিদ্যমান, 'পতিঃ' 'শিক্ষানরঃ' ও 'প্রদিবঃ' প্রভৃতি বিশেষণে সেই ভাব প্রকাশ পায়।

মন্ত্রে তাঁহার আর দুইটী প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে—তিনি 'অকামকর্শনঃ' আর 'সখিভ্যঃ সখা'। ঐ দুই বিশেষণে বুঝিতে পারি, তিনি অভিমত-ফলদাতা নিষ্কামকর্ম্মের শিক্ষক এবং জনহিতপরায়ণ জনের অথবা তাঁহার প্রেমানুগত জনের সখা হয়েন। সংসারকে যাঁহারা তাঁহার রূপ বলিয়া বুঝিয়াছেন, সংসারের প্রতি প্রাণীকে যাঁহারা তাঁহার প্রতিরূপ মনে করিয়া সেবা করিতে শিখিয়াছেন, তিনি তাঁহাদেরই সখা হয়েন। 'সখিভ্যঃ সখা' পদদ্বয় এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে,—'জীব! তাঁহার ব্যাপ্তিরূপ অনুধ্যান করিয়া সখিভাবের অনুসরণ কর;—সখারূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি তোমার অভীষ্টসাধন করিবেন।'

মন্ত্রের শেষাংশে, 'তং ইন্দ্রং ইদং গৃণীমসি' বাক্যাংশে, বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমার এই প্রার্থনা আপনার চরণে উপনীত হউক।' এই শেষ প্রার্থনায় একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভগবান্ অনন্তরূপগুণশক্তিশালী হইলেও প্রার্থী সে সকল কিছুই প্রার্থনা করিতেছেন না। তাঁহার প্রার্থনা এই মাত্র—'হে ভগবন্! আমার পূজা আপনি গ্রহণ করুন।' (১ম—৫৩সূ—২ঋ)॥

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং । তৃতীয়া ঋক্)

শচীব ইন্দ্র পুরুকৃদ্দ্যুমত্তম

তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু ।

অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো

জরিতুঃ কামমূনয়ীঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

শচী৽বঃ । ইন্দ্র । পুরু৽কৃৎ । দ্যুমৎ৽তমঃ ।

তব । ইৎ । ইন্দ্র । অভিতঃ । চেকিতে । বসু ।

অতঃ । সং৽গৃভ্য । অভি৽ভূতে । আ । ভর । মা । ত্বা৽য়তঃ ।

জরিতুঃ । কামং । ঊনয়ীঃ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'শচীবঃ' (প্রজ্ঞাবন্) 'পুরুকৃৎ' (অশেষকর্ম্মকারিন্) 'দ্যুমত্তমঃ' (শ্রেষ্ঠদীপ্তিশালিন্) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অভিতঃ' (সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং) 'বসু' (ধনং, পৃথিব্যাং যৎ ধনং অস্তি তৎ সর্ব্বং ধনং এব) 'ইৎ' (নিশ্চিতং) 'তব' (তদধিকৃতং, ত্বদুৎপন্নং বা) 'চেকিতে' (অস্মাভিঃ জ্ঞায়তে); 'অতঃ' (অস্মাৎ) 'অভিভূতে' (হে শত্রূণাং অভিভবিতঃ দেব) ত্বং 'সংগৃভ্য' (তৎ ধনং সংগৃহীত্বা) 'আ ভর' (অস্মভ্যং সমন্তাৎ দেহি); 'ত্বায়তঃ' (ত্বাং

কাময়তঃ) 'জরিতুঃ' (স্তোতুঃ) 'কামং' (অভিলাষং) 'মা উনয়ীঃ' (পরিহীনং মা কার্ষীঃ, পূরয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! ত্বং হি সকলধনানাং অধিস্বামী। তব একান্তানুগতায় মহ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছ।' (১ম—৫৩সূ—৩ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞাবান্, অশেষকর্ম্মকারী, শ্রেষ্ঠদীপ্তিশালী, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সর্ব্বত্র-বিদ্যমান্ (পৃথিবীর সকল ধনই) আপনার অধিকৃত (আপনা হইতে উৎপন্ন),—আমরা জ্ঞাত আছি; অতএব, শত্রুগণের অভিভবকারী হে দেব, আপনি সেই ধন সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে প্রদান করুন; আপনাকে পাইবার অভিলাষী স্তোতার কামনাকে আপনি কখনও অপূর্ণ রাখেন না, অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাহার কামনা পূর্ণ করেন। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি সকল ধনের অধিস্বামী। আপনার একান্ত অনুগত আমাকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (১ম—৫৩সূ—৩ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

শচীবঃ। শচীতি প্রজ্ঞানাম। হে ইন্দ্র শচীবঃ প্রজ্ঞাবন্ পুরুকৃৎ প্রভূতস্য বৃত্রবধাদেঃ কর্ত্তঃ। দ্যুমত্তম। অতিশয়েন দীপ্তিমন্। অভিতঃ সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং বসু ধনং যদস্তি তদিদং ত্বদেব। তবৈব স্বভূতমিতি চেকিতে। ভৃশমস্মাভিজ্ঞায়তে। অতঃ কারণাদ্ধনং সংগৃভ্য সম্যক্ গৃহীত্বাভিভূতে শত্রূণামভিভবিতঃ। আভর। অস্মভ্যমাহর। দেহীত্যর্থঃ। ত্বায়তস্ত্বামাত্মন ইচ্ছতো জরিতুঃ স্তোতুঃ কামমভিলাষং মোনয়ীঃ। পরিহীনং মা কার্ষীঃ। পূরয়েত্যর্থঃ॥

শচীবঃ। মতুবসো রুরিতি রুত্বং। ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ইতরেষামাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। ন চামন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যবিদ্যমানবত্বং। নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণ ইতি নিষেধাৎ। চেকিতে। কিত জ্ঞানে। অস্মাস্তঙস্ত্বাবর্ত্তমানে লিট্যমন্ত্রে। পা০ ৩।১।৩৫।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শচীবঃ। শচি—ইহা প্রজ্ঞানাম মধ্যে গণ্য। হে ইন্দ্র! আপনি প্রজ্ঞাবান্, বৃত্রাদিবধ-রূপ প্রভূত কর্ম্মের কর্ত্তা, অতিশয় দীপ্তিমান্; এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান্ যে সকল ধন আছে, তৎ সমস্তই আপনার বলিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞাত আছি। এই হেতু শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া সকল ধন গ্রহণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদান করুন। আপনার কামনাপর স্তোতাকে আপনি কদাচ নিষ্ফল করেন না অর্থাৎ তাহার কামনা পূরণ করেন।

শচীবঃ। 'মতুবসো রুঃ' এই নিয়মে রুত্ব হইয়াছে। ষাষ্ঠিক আমন্ত্রিত-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ইতরেষাষ্টমিকং' এই নিয়মে সকলের অনুদাত্তত্ব হয়। 'ন চামন্ত্রিতং পূর্ব্বম-বিদ্যমানবৎ' ইত্যাদি নিয়মে বত্ব হয়। 'নামন্ত্রিতে সমানাধিকরণে' এই নিয়মে তাহার নিষেধ হইয়াছে। চেকিতে। জ্ঞানার্থক কিত-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'অস্মাস্তঙস্ত্বাবর্ত্তমানে লিট্য-

ইতি নিষেধাদাপ্রত্যয়াভাবে সতি লিট আর্দ্ধধাতুকত্বাদতোলোপয়লোপৌ। সংগৃভ্য আভরেত্যুত্তরত্র হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভত্বং। ত্বায়তঃ। ত্বামাত্মন ইচ্ছতি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি মপর্যান্তস্য ত্বাদেশঃ। ছান্দসমাত্বং। ক্যজন্তাল্লটঃ শতৃ। তস্যাহুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণানুদাত্তত্বৈকাদেশস্বরেণোদাত্তত্বং। একাদেশস্বরোঽন্তরঙ্গঃসিদ্ধো ভবতীতি বক্তব্যং। পা০ ৮।২।৬।১। ইতি বচনাত্তস্য সিদ্ধত্বে সতি শতুরনুম ইত্যজাদি-বিভক্তেরুদাত্তত্বং। কামং। কমু কান্তাবিত্যস্মাত্তাবে ঘঞ্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিষু পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। উনয়ীঃ। উন পরিহাণে। চুরাদিঃ। লুঙি গিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ। পা০ ৩।১।৪৮। ইতি চ্লেশ্চঙাদেশস্য নোনয়তিধ্বনয়তীত্যাদিনা। পা০ ৩।১।৫১। প্রতিষেধঃ। হ্ময় ক্ষণেতি সিচি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ॥ (১ম—৫৩সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৬৩১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্ সরল ও সুষ্ঠু অর্থজ্ঞাপক। পৃথিবীর সকল ধন—ভগবানের আয়ত্তীকৃত। সুতরাং যে কোনও ধন কামনা করিবে, সকল ধনের জন্যই তাঁহার দ্বারে প্রার্থী হইবে। তিনি না প্রদান করিলে, কেহ কোনও ধন পাইতে পারে না; পাইলেও, সে ধন কাহারও অধিকারে আসে না। এ বিষয় মানুষ মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন; এই নিত্যসত্যতত্ত্ব জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। মানুষ বুঝে না; ভ্রান্তি-পারাবারে নিমজ্জিত

মন্ত্রে' (পা০ ৩।১।২৫) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে নিষেধের প্রত্যয়ের অভাব হওয়ায়, লিটের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অতোলোপয়লোপৌ' নিয়মে অৎ-এর লোপ হইয়াছে। সংগৃভ্য আভর। এই উত্তর পদে 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি' এই নিয়মে ভত্ব হইয়াছে। ত্বায়তঃ। তোমাকে আপনাকে ইচ্ছা করে—এই অর্থে ঐ পদ সিদ্ধ হয়। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' এই নিয়মে ক্যচ্ হইয়াছে। 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ' এই নিয়মে ত্বা আদেশ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু আত্ব। ক্যজন্ত-হেতু লটের স্থলে শতৃ হইয়াছে। তাহার অদুপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' নিয়মে অনুদাত্তের একাদেশ-স্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'একাদেশস্বরোঽন্তরঙ্গঃ সিদ্ধো ভবতীতি বক্তব্যং (পা০ ৮।২।৬।১) এই পাণিনীয় বচনানুসারে তাহার সিদ্ধ হওয়ায়, 'শতুরনুমঃ' এই নিয়মে অজাদি-বিভক্তির উদাত্তত্ব হয়। কামং। কমু ধাতু কান্তি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। তাহার ভাবে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'কর্ষাত্বতঃ' এই নিয়মে অন্তোদাত্ত হওয়ায় 'বৃষাদিষু' পাঠ-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। উনয়ীঃ। পরিহাণ অর্থে উন ধাতু প্রযুক্ত হয়। উহা চুরাদিগণীয়। 'লুঙি গিশ্রিদ্রুস্রুভ্যঃ' (পা০ ৩।১।৪৮) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে চ্লেশ্চঙ্ আদেশের স্থানে 'নোনয়তিধ্বনয়তীত্যাদিনা' (পা০ ৩।১।৫১) এই সূত্রানুসারে তাহার প্রতিষেধ হইয়াছে। 'হ্ময় ক্ষণ' এই নিয়মে সিচের বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম—৫৩সূ—১ঋ)।

আছে ; তাই ধনের জন্য, তাঁহার নিকট প্রার্থনা না জানাইয়া, অন্যের দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়। আরে মূঢ়! যাঁর ধন তিনি না দিলে, অন্যে কি কেহ দিতে পারে? যদিও লুকাইয়া চুরাইয়া কেহ কিছু দেয়, ভ্রান্ত, তাহা কি কখনও ভোগে আসে? কত প্রকার ধনের অধিকারী হইয়া কত জন কত নিত্য-নূতন বিপদের মধ্যে পড়িয়া নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে। আমরা কে না তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি! ধনের অধিস্বামী যদি সে ধন প্রদান করিতেন, তবে কি আর মানুষকে এই সকল বিপদ-পারাবারে নিমজ্জিত হইতে হইত? মন্ত্র বলিতেছেন,—'সেই ভগবান্ তিনিই সকল ধনের অধিস্বামী। যদি প্রার্থী হইতে হয়, এই জানিয়া, তাঁহারই দ্বারে প্রার্থী হও।'

প্রার্থীকে তিনি কখন বিমুখ করেন না। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে সেই বাণী বিঘোষিত দেখি। তিনি—"ত্বায়তঃ জরিতুঃ কাম মূনয়ীঃ"—কাহারও কামনা অপূর্ণ রাখেন না। মন্ত্রের উপদেশ,—'তুমি যে ধনেরই অভিলাষী হও, তাঁহার দ্বারে প্রার্থী হও, তোমার প্রার্থনা কখনই তিনি অপূর্ণ রাখিবেন না।' (১ম—৫৩সূ—৩ঋ)।

—— ০ ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

এভির্দ্যুভিঃ সুমনা এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো

অমতিং গোভিরশ্বিনা।

ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ

সমিষা রভেমহি ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

এভিঃ। দ্যুহভিঃ। সুহমনাঃ। এভিঃ। ইন্দুহভিঃ। নিহরুন্ধানঃ।

অমতিং। গোভিঃ। অশ্বিনা।

ইন্দ্রেণ। দস্যুং। দরয়ন্তঃ। ইন্দুহভিঃ। যুতহদ্বেষসঃ।

সং। ইষা। রভেমহি ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'এভিঃ' (অস্মাভিঃ দত্তৈঃ) 'দ্যুভিঃ' (দীপ্তিসম্পন্নৈঃ, বিশুদ্ধৈঃ সত্ত্বভাবৈঃ প্রীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণদানৈঃ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৈঃ তব প্রভাবৈঃ, যদ্বা—তব ব্যাপকরূপ-প্রদর্শনৈঃ) 'অমতিং' (অস্মাকং দুর্ব্বুদ্ধিং, ভগবদারাধনায়াং অপ্রবৃত্তিং) 'নিরুন্ধানঃ' (নিবর্ত্তয়ন্) 'সুমনাঃ' (শোভনমনাঃ, অস্মাকং প্রতি প্রসন্নো ভব ইতি শেষঃ); অতঃ 'ইন্দুভিঃ' (অস্মাভিঃ প্রদত্তৈঃ ভক্তিরসৈঃ প্রীতেন) 'ইন্দ্রেণ' (ভগবতা ইন্দ্রদেবেন উপক্ষয়িতারং ইতি যাবৎ) 'দস্যুং' (কামাদিরিপুশত্রুং) 'দরয়ন্তঃ' (হিংসতঃ, উপেক্ষাং কুর্ব্বতঃ) অতএব 'যুতদ্বেষসঃ' (পৃথগ্‌ভূতশত্রুকাঃ ভূত্বা, শত্রুশূন্যায়াং নির্ব্বৈরাবস্থায়াং ইতি যাবৎ) 'ইষা' (ইন্দ্রদত্তেন অভীষ্টপূরণরূপেণ অন্নেন) 'সং রভেমহি' (সংযুক্তা ভবেম, সংগচ্ছেমহি, সর্ব্বথা প্রাপ্নোমি)। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! অস্মাকং দুষ্প্রবৃত্তিং বিমর্দ্দয়; অস্মাকং ভক্তিরসেন প্রীতো ভব; অস্মাকং শত্রুঃ নাশপ্রাপ্তো ভবতু; ত্বয়া প্রদত্তং অভীষ্টফলং অবিচ্ছেদেন প্রাপ্নুমঃ।' (১ম—৫৩সূ—৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগের প্রদত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা প্রীত হইয়া, জ্ঞানকিরণদানের দ্বারা, অন্তর্ব্বাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক আপনার প্রভাবের দ্বারা (অথবা—আপনার ব্যাপ্তিরূপ প্রদর্শনের দ্বারা), আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিকে (ভগবদারাধনায় অপ্রবৃত্তিকে) নিরুদ্ধ (দমন) করিয়া আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন; তাহাতে, আমাদিগের প্রদত্ত ভক্তিরসের দ্বারা প্রীত ভগবান্ ইন্দ্রদেব কর্তৃক নাশপ্রাপ্ত কামাদিরিপুশত্রুকে উপেক্ষা

করিয়া, শত্রুশূন্য নির্ব্বৈর অবস্থায়, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রদত্ত অভীষ্টপূরণ-রূপ অন্ন আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করুন; আমাদিগের ভক্তিরসে প্রীত হউন; আমাদিগের শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক; আপনার প্রদত্ত অভীষ্টফল আমরা অবিচ্ছেদে প্রাপ্ত হই।') ॥ (১ম—৫৩সূ—৪ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র। এভিরস্মাভির্দ্দত্তৈর্দ্যুভির্দীপ্তৈশ্চরুপুরোডাশাদিভিঃ। এভিরিন্দুভিঃ পুরোবর্ত্তিভি-স্ত্বভ্যং দত্তৈঃ সোমৈশ্চ প্রীতস্ত্বমস্মাকমমতিং দারিদ্র্যং গোভিস্ত্বয়া দত্তৈঃ পশুভিরশ্বিনাশ্বযুক্তেন ধনেন চ নিরুন্ধানো নিবর্ত্তয়ন্ সুমনাঃ শোভনমনা ভব। বয়মিন্দুভিরস্মাভির্দ্দত্তৈঃ সোমৈঃ প্রীতেনেন্দ্রেণ দস্যুমুপক্ষপয়িতারং শত্রুং দরয়ন্তো হিংসন্তোহত এব যুতদ্বেষসঃ পৃথগ্ভূতশত্রুকা ভূত্বেষেন্দ্রদত্তেনান্নেন সংরভেমহি। সংরব্ধা ভবেম। সংগচ্ছেমেত্যর্থঃ ॥

সুমনাঃ। শোভনং মনো যস্য। সোমনসো অলোমোষসী ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। নিরুন্ধানঃ। রুধির্ আবরণে। স্বরিতেত্বাদাত্মনেপদং। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। কৃত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অমতিং। মন্তব্যমিত্যৈশ্বর্য্যং। ন মতিরমতিঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ন লোকাব্যয়েতি ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ। অশ্বিনা। অশ্বোঽস্যাস্তীত্যশ্বি ধনং। মত্বর্থীয় ইনিঃ ॥ (১ম—৫৩সূ—৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আমাদিগের প্রদত্ত দীপ্তিমান্ চরু-পুরোডাসাদি দ্বারা এবং আপনার উদ্দেশে নিবেদিত পুরোবর্ত্তী সোম দ্বারা প্রীত হইয়া, আপনি আমাদিগের দারিদ্র্যকে আপনার প্রদত্ত গো প্রভৃতি পশুদ্বারা এবং অশ্বাদিযুক্ত ধনের দ্বারা নিবর্ত্তিত করুন এবং শোভনমনোযুক্ত হউন। আমরা আমাদিগের প্রদত্ত সোমপানে প্রীত ইন্দ্রের সাহায্যে উপক্ষয়িতা শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইব। অতএব শত্রুগণ হইতে পৃথক্‌ভূত হইয়া ইন্দ্রদত্ত ধনের দ্বারা সংরব্ধ হইব অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে গমন করিব।

সুমনাঃ। শোভন মন যাহার। 'সোম্মনসো অলোমোষসী' ইত্যাদি নিয়মে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত। নিরুন্ধানঃ। রুধির (রুধ) ধাতু আবরণার্থক। স্বরিত-হেতু উদাত্ত ও আত্মনেপদ। 'শ্নসোরল্লোপ' ইত্যাদি নিয়মে অকারের লোপ। 'চিত' নিয়মে অন্তস্বর উদাত্ত। কৃৎ-হেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অমতিং। মন্তব্য—ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক। নাই মতি অমতি। অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'ন লোকাব্যয়' ইত্যাদি নিয়মে ষষ্ঠী প্রতিষেধ। অশ্বিনা। 'অশ্ব ইহার আছে' এই—বাক্যে অশ্বি পদে ধন বুঝায়। মত্বর্থীয় 'ইনিঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৫৩সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (৬৩২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত ছয়টী পদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। সেই ছয়টী পদ; যথা,—'ইন্দুভিঃ', 'গোভিঃ', 'অশ্বিনা', 'দস্র্যং', 'ইষা' এবং 'অমতিং'। ইহার মধ্যে 'ইন্দুভিঃ' পদ দুইবার প্রযুক্ত আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ দুই পদেই 'সোমৈঃ' অর্থাৎ 'সোম-রসের দ্বারা' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধত্ব-প্রকাশক কোনও পদ দেখিলেই তাহাতেই সোমরসের আরোপ করিতে হইবে! এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! ভগবান্ কি কেবল সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের দ্বারাই তৃপ্ত হন? তাঁহার তৃপ্তির কি আর কোনও সামগ্রীই নাই? 'ভক্তের ভগবান্' এই উক্তি কি তবে বৃথা? তিনি সৎস্বরূপ, সদ্ভাবেই তাঁহার বিকাশ, সতের মধ্যেই তিনি জ্যোতিষ্মান্,—এ সকল উক্তির কি তবে কোনরূপ সার্থকতা নাই? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, সত্ত্বভাবের দ্বারা, ভক্তিভাবের দ্বারা, ভগবান্ প্রীত হন। তাহাই অমৃত—তাহাই সোম-সুধা। 'ইন্দুভিঃ' পদ সেই সুধার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। স্নিগ্ধতাই চন্দ্রের সুধা। স্নিগ্ধতাই ইন্দুর সার। মন্ত্রের 'ইন্দুভিঃ' পদে তাই ভক্তিরূপ স্নিগ্ধসুধাধারা অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 'গোভিঃ' পদে 'জ্ঞানকিরণের দ্বারা' অর্থ দ্যোতিত হয়। এ বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। 'অশ্বিনা' পদে দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এক মনে করিতে পারি, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশমূলক ভগবানের যে বিভূতি, ঐ পদ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। পূর্ব্বে যে অশ্বিদ্বয়ের বিষয় আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, মন্ত্রান্তর্গত অশ্বিনা পদে সেই যুগ্ম দেব-বিভূতির বিষয় মনে আসিতে পারে। সে পক্ষে অশ্বিনা পদে 'সেই দেব-বিভূতিদ্বয়ের কৃপার দ্বারা' ভাব গ্রহণ করা যায়। অথবা, ব্যাপকার্থক অশ্-ধাতুমূলক 'অশ্বিনা' পদ স্বীকার করিলে, ঐ পদের অর্থে 'ভগবানের ব্যাপক-রূপ উপলব্ধি দ্বারা' ভাব আসিতে পারে। এই দুই ভাবেরই এক ভাব মন্ত্রার্থে সঙ্গত হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে কিন্তু

গরুর সহিত ও ঘোড়ার সহিত অর্থই পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। 'দস্যুং' পদে কামাদিরিপুশত্রুকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি। 'ইষা' পদে অভীষ্টবর্ষণের ভাব প্রকাশ পায়। ঐ পদের সাধারণ অর্থ 'অন্ন' হইলেও, সে অন্ন—শরীর-পোষণকারী অন্ন নহে; পরন্তু সে অন্ন—বিশুদ্ধমনোবৃত্তির পোষণকারী।

অতঃপর মন্ত্রে কি অর্থ প্রচারিত আছে, এবং আমরা কি ভাব গ্রহণ করিতেছি, তাহার একটু তুলনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! এই দীপ্ত (হব্য সমূহ) ও এই সোমরসসমূহে (তুষ্ট) হইয়া গো এবং অশ্বযুক্ত ধন দান করিয়া আমাদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়া প্রসন্নমনা হও। এই সোমরসে (তুষ্ট) ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা দস্যুকে ধ্বংস করিয়া এবং শত্রু হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্যকরূপে অন্ন ভোগ করিব।"

(২) "হে ইন্দ্র, আমাদের দত্ত উজ্জ্বল এবং বহুল সোমরস দ্বারা প্রীত হইয়া আপনি আমাদিগকে গবাদি অশ্বযুক্ত ধন দান করিয়া দারিদ্র্য মোচন করুন। আমরা সোমতৃপ্ত ইন্দ্রের সাহায্যে শত্রু হিংসা করতঃ শত্রুশূন্য হইয়া ইন্দ্রদত্ত অন্ন প্রাপ্ত হই।"

প্রচলিত দুই প্রকার অর্থেই মনে হয়,—যেন সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য দ্বারা বশীভূত করিয়া ইন্দ্রদেবের নিকট হইতে ঘোড়া গরু ও ধন প্রার্থনা করা হইতেছে; আর, সেই ধন পাইলেই যেন সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র্য দূরীভূত হইয়া থাকে। অপিচ, সোমরস মাদকদ্রব্যে তৃপ্ত হইয়া ইন্দ্র যেন সকল শত্রুনাশ করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু মন্ত্রে সে ভাব গ্রহণ করি না। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যাইবে,—কি ধন পাইয়া কেমন ভাবে তিনি মানুষের শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন।

আমরা বলিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা, হৃদয়ের ভক্তির দ্বারা, ভগবান্ প্রীত হয়েন। সোমরস মাদকদ্রব্যের দ্বারা যে নহে, 'ইন্দুভিঃ' পদের সহিত 'দ্যুভিঃ' পদের সংযোগই তাহা দ্যোতনা করিতেছে। দীপ্তি বা জ্যোতিঃ সত্ত্বভাবেই আছে; মাদক-দ্রব্যে কদাচ সম্ভবপর নহে। তার পর, মন্ত্রের অন্তর্গত 'অমতিং' পদে দারিদ্র্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'মন্দমতিকে' বা 'দুর্ম্মতিকে' ভাব আসিতেছে। আমাদিগের ভক্তিভাবে বা পূজায় প্রীত হইয়া, ভগবান আমাদিগের দুর্ম্মতি দূর করেন;

দুর্ম্মতির বা দুর্ব্বুদ্ধির জন্যই আমরা যতকিছু অপকর্ম্ম করিয়া থাকি। দুর্ব্বুদ্ধি যদি নাশ হয়, তাহা হইলে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে পারে। ভগবানে ভক্তি সঞ্জাত হইলে, তাহার প্রথম ফল—দুর্ব্বুদ্ধির নাশ—সুবুদ্ধির বিকাশ। তাহা কিরূপে সাধিত হইয়া থাকে, 'গোভিঃ' ও 'অশ্বিনা' পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানের প্রভাবে এবং ভগবানের ব্যাপক-রূপের প্রভাবে, দুর্ব্বুদ্ধি—ভগবদারাধনায় অপ্রবৃত্তি, নিবৃত্তি হয়, এবং তদ্দ্বারা ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমাদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে প্রীত হইয়া আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দেন, আমাদিগের আধিব্যাধি দূর করুন, আর তাহার ফলে আমাদিগের দুর্ম্মতি দূরে যাউক, ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি আসুক, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।' আর, এইরূপেই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ভাব পাই,—'ভগবানের কৃপায় আমাদিগের কামাদি-রিপুশত্রুগণকে আমরা যেন উপেক্ষা করিতে সমর্থ হই, আর ভগবৎকৃপায় আমাদিগের অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়।' আমরা মনে করি, ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৫৩সূ—৪ঋ)।

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং
বাজেভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ।
সং দেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া
গোঅগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। ইন্দ্র। রায়া। সং। ইষা। রভেমহি। সং। বাজেভিঃ। পুরুঽচন্দ্রৈঃ। অভিদ্যুঽভিঃ। সং। দেব্যা। প্রঽমত্যা। বীরঽশুষ্ময়া। গোঽঅগ্রয়া। অশ্বঽবত্যা। রভেমহি ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'রায়া' (অর্চ্চনারূপধনেন) 'সং রভেমহি' (বয়ং ত্বাং সম্যগ্রূপেণ প্রাপ্নুমঃ); 'ইষা' (অভীষ্টবর্ষণেন, কাম্যফলত্যাগেন, নিষ্কামকর্ম্মণা) 'সং' (বয়ং ত্বাং সম্যগ্রূপেণ প্রাপ্নুমঃ); 'অভিদ্যুভিঃ' (অভিতঃ সর্ব্বতো দীপ্যমানৈঃ) 'পুরুশ্চন্দ্রৈঃ' (পরমানন্দময়ৈঃ) 'বাজেভিঃ' (বাজৈঃ, সৎকর্ম্মভিঃ) 'সং' (বয়ং ত্বাং সম্যগ্রূপেণ প্রাপ্নুমঃ); তথা 'বীরশুষ্ময়া' (কামাদিশত্রুনাশিকয়া) 'গোঅগ্রয়া' (শ্রেষ্ঠজ্ঞানান্বিতয়া) 'অশ্ববত্যা' (ব্যাপকভাবগ্রহণসমর্থয়া) 'দেব্যা' (দীপ্যমানয়া, দেবভাব-পূর্ণিতয়া) 'প্রমত্যা' (প্রকৃষ্টবুদ্ধ্যা) 'সং রভেমহি' (বয়ং ত্বাং সম্যগ্রূপেণ প্রাপ্নুমঃ)। অয়ং ভাবঃ,—'ভগবদর্চ্চনা নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং সৎকর্ম্মণাং সমাধানং সদ্বুদ্ধিশ্চ—এতাঃ সর্ব্বাঃ ভগবৎপ্রাপ্তেঃ মূলীভূতাঃ।' (১ম—৫৩সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অর্চ্চনা-রূপ ধনের দ্বারা আমরা আপনাকে সম্যগ্-রূপে প্রাপ্ত হই; কাম্যফলত্যাগের অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্মের দ্বারা আমরা আপনাকে সম্যগ্-রূপে প্রাপ্ত হই; সর্ব্বতো দীপ্যমান্ পরমানন্দ-ময় সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা, আমরা আপনাকে সম্যগ্-রূপে প্রাপ্ত হই; আর, কামাদিশত্রুনাশক, শ্রেষ্ঠজ্ঞানসমন্বিত, ব্যাপকভাব-গ্রহণ-সমর্থ, দেবভাবপূরিত (দীপ্যমান্) প্রকৃষ্ট বুদ্ধির দ্বারা, আমরা আপনাকে সম্যগ্-রূপে প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—'ভগবানের অর্চ্চনা, নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সৎকর্ম্মসমূহের সমাধান এবং সদ্বুদ্ধি—এই সকলই ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত।') ॥ (১ম—৫৩সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র রায়া ধনেন বয়ং সংরভেমহি। সংগচ্ছেমহি। তথেষান্নেন সংরভেমহি। তথা বাজেভিৰ্ব্বলৈঃ সংরভেমহি। কীদৃশৈর্ব্বাজৈঃ। পুরুশ্চন্দ্রৈঃ পুরূণাং বহুনামাহ্লাদকৈঃ। অভিদ্যুভিঃ। অভিতো দীপ্যমানৈঃ। কিঞ্চ দেব্যা দ্যোতমানয়া প্রমত্যা স্বদীয়য়া প্রকৃষ্টবুদ্ধ্যা সংরভেমহি। কীদৃশ্যা। বীরশুষ্ময়া। বীরং বিশেষেণ শত্রূণাং ক্ষেপণসমর্থং শুষ্মং বলং যস্যাঃ সা তথোক্তা। গোঅগ্রয়া। স্তোতৃভ্যো দানার্থমগ্রে প্রমুখত এব গাবো যস্যাঃ সা। অশ্বাবত্যা। অশ্বৈরুপেতয়া॥

রায়া। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পুরুশ্চন্দ্রৈঃ। হ্রস্বাচ্চন্দ্রোত্তরপদে মন্ত্র ইতি সুট্। শচুত্বেন শকারঃ। সমাসস্বরঃ। অভিদ্যুভিঃ। অভিগতা দ্যৌর্দীপ্তির্যেষাং। অত্র দিবশব্দো দীপ্তিং লক্ষয়তি। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দেব্যা। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। প্রমত্যা। তাদৌ চ নিতীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। উত্তরয়োর্বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সর্ব্বত্র বিভাষা গোঃ। পা০ ৬।১।১২২। ইতি গোঅগ্রয়েত্যত্র প্রকৃতিভাবঃ। অশ্বাবত্যা। মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়েতি মতুপি দীর্ঘত্বং॥ (১ম—৫৩সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে পঞ্চদশো বর্গঃ॥ ১।৪।১৫॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! ধনের দ্বারা আমরা প্রবর্দ্ধিত হই; সেইরূপ অন্নের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হই; সেইরূপ বলের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হই। কিরূপ বল? 'পুরুশ্চন্দ্রৈঃ' অর্থাৎ বহুজনের আনন্দদায়ক। আর কিরূপ?—না, 'অভিদ্যুভিঃ' অর্থাৎ সর্ব্বতো দীপ্যমান্। অপিচ, দ্যোতমান্ দেবতার প্রকৃষ্টবুদ্ধির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হই। কীদৃশ বুদ্ধির দ্বারা?—'বীরশুষ্ময়া' অর্থাৎ বিশেষরূপে শত্রুগণের ক্ষেপণসমর্থ বল যাহার আছে, তাহার তথাবিধ। 'গো-অগ্রয়া' অর্থাৎ স্তোতৃগণের দানের জন্য পুরোভাগে গো-সমূহ বিদ্যমান্ আছে যাহার সেই; এবং 'অশ্ববত্যা' অর্থাৎ অশ্বরূপ ধনাদি যাহার আছে।

রায়া। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রমতে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। পুরুশ্চন্দ্রৈঃ। হ্রস্ব-হেতু চন্দ্রের উত্তরপদে 'মন্ত্র ইতি' নিয়মে সুট। শচুত্ব প্রযুক্ত শকার। সমাস-স্বর। অভিদ্যুভিঃ। অভিগত দীপ্তি যাহাদের,—এই সমাস-বাক্যে 'অভিদ্যুভিঃ' পদ নিষ্পন্ন। এখানে দিব্ শব্দে দীপ্তি অর্থ লক্ষিত হয়। অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। দেব্যা। 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। প্রমত্যা। 'তাদৌ চ নিতি' ইত্যাদি নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বর সিদ্ধ। উত্তরপদের বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'সর্ব্বত্র বিভাষা গোঃ' (পা০ ৬।১।১২২) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'গোঅগ্রয়' ইত্যাদি পদে প্রকৃতি-ভাব। অশ্বাবত্যা। 'মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়' ইত্যাদি নিয়মে মতুপ প্রত্যয়ে দীর্ঘত্ব হইয়াছে॥ ৫॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৪।১৫॥

পঞ্চম (৬৩৩) ঋকের বিশদার্থ

আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিল। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম এই যে, এই মন্ত্রে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্র! আমরা যেন ধন পাই, অন্ন পাই, আর সকলের আহ্লাদজনক অতি সুন্দর ঘোড়া পাই।' আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'তোমার সুমতি বা অনুগ্রহ যেন আমাদের সহায় হয়, আর তাহার ফলে যেন গরু পাই, ঘোড়া পাই ও শত্রুনাশে সমর্থ হই।' এই ঋঙ্মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে দুই প্রকার অর্থ দেখিতে পাইবেন। সেই দুই প্রকার ভাব-প্রকাশক দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র, আমরা যেন ধন প্রাপ্ত হই ও অন্ন প্রাপ্ত হই, এবং সকলের আহ্লাদজনক এবং অতিসুন্দর অশ্ব প্রাপ্ত হই। যে দিব্য অনুগ্রহ দ্বারা বীরশত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব এবং যে কৃপা দ্বারা অশ্বের সহিত গোধন লাভ করিতে পারিব, সেই উৎকৃষ্ট দিব্যানুগ্রহ যেন আমরা প্রাপ্ত হই।'

(২) "হে ইন্দ্র! আমরা যেন ধন পাই, অন্ন পাই, এবং অনেকের আহ্লাদকর ও দীপ্তিমান বল পাই। যেন তোমার দীপ্তিমান্ সুমতি আমাদিগের সহায় হয়, সেই সুমতি বীর (শত্রু) দিগকে শোষণ করে, (স্তোতৃদিগকে) গো আদি পশু দান করে, এবং অশ্ব দান করে।"

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবেন,—মন্ত্রের অন্তর্গত 'রায়া', 'ইষা' 'বাজেভিঃ' ও 'প্রমত্যা' এই কয়েকটী পদে তৃতীয়া বিভক্তি আছে। ব্যাখ্যাকারগণও অন্বয়ে তদনুরূপ প্রতিবাক্যই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গানুবাদে প্রায় সকলেই পদ-কয়েকটীর অর্থ দ্বিতীয়া বিভক্তির অনুসরণে নিষ্পন্ন করিয়াছেন; অর্থাৎ, ধন পাই, অন্ন পাই, ঘোড়া পাই,—ব্যাখ্যায় এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা এইরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করার কোনও কারণ দেখি না। পরন্তু পদ-কয়েকটীতে তৃতীয়া বিভক্তি অব্যাহত রাখিলে, সুষ্ঠু সমীচীন অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই পক্ষে এক একটী পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলে, লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রথম 'রায়া' পদ। আরাধনা-অর্থমূলক 'রা'-ধাতু হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। তাহাতে ঐ পদে যে ধন অর্থ বুঝায়, সে ধন আরাধনা-মূলক অর্চ্চনামূলক ধন বলিয়াই বুঝিতে পারি। তাই আমরা ঐ পদে 'অর্চ্চনারূপ ধনেন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। ঐ ধনের দ্বারা কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? 'সং রভেমহি' ক্রিয়াপদে তাহারই সন্ধান পাইয়া থাকি। রভ্-ধাতুর তিনটী প্রসিদ্ধ অর্থ দেখিতে পাই। 'ঔৎসুকীভাব' প্রকাশার্থে ঐ ধাতুর প্রয়োগের বিষয় দুর্গাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দভট্টের মতে রভ্-ধাতুর অর্থ নির্ব্বিচারপ্রবৃত্তি বুঝায়। এতদ্ভিন্ন 'আ' এবং 'পরি' উপসর্গযোগে ঐ ধাতুর অর্থে যথাক্রমে 'আরম্ভ' ও 'আলিঙ্গন' বুঝায়। এখানে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই প্রাপ্তি-অর্থে উহার প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। ভগবৎ-প্রাপ্তির ঔৎসুক্য, একান্তে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ—একংবিধ ভাব ঐ ধাতুর অন্তর্নিহিত আছে। অর্চ্চনা উপাসনা দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে একান্ত ঔৎসুক্য উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাই ভগবদারাধনামূলক ধন—তাহাই পরম ধন। মন্ত্রের প্রথমাংশের "রায়া সং রভেমহি" বাক্যাংশে সে ধনের ভাবই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রান্তর্গত 'ইষা' পদ হইতে আমরা 'নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা' ভাব আমনন করিয়াছি। ইষ্-ধাতু বহু অর্থ জ্ঞাপক। ইচ্ছা, গমন, পুনঃপুনঃ করণ প্রভৃতি অর্থ হেতু, ঐ পদে অভীষ্টবর্ষণ হইতে কাম্যফলত্যাগ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বিষয় অনুধাবন করিলে, 'ইষা সং' বাক্যংশে, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ভাবই প্রকাশ পায়।

মন্ত্রে আর দুইটী অংশ আছে। তাহার একটী অংশ—"অভিদ্যুভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈ বাজেভিঃ সং"। এই অংশের 'বাজেভিঃ' পদ উপলক্ষে কেহ 'ঘোড়া' অর্থ করিয়াছেন, কেহ 'বল' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ঐ পদে 'ঘোড়া' অর্থও হইতে পারে না, 'বল' অর্থেও সঙ্গতি থাকে না। কেন-না, ঐ পদের যে দুই বিশেষণ আছে, সেই দুই বিশেষণ ঘোড়ার সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে না, সাধারণ বলের সম্বন্ধেও সঙ্গত হয় না। 'অভিদ্যুভিঃ' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে দীপ্যমান, 'পুরুশ্চন্দ্র' অর্থাৎ বহুচন্দ্রের

ন্যায় আহ্লাদজনক (পরমানন্দময়),—এ কি আর ঘোড়ার বিশেষণ?—না তোমার-আমার সাধারণ কর্ম্মের বিশেষণ? 'বাজ' পদে যে সৎকর্ম্ম অর্থ বুঝায়, আমরা পুনঃপুনঃ তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। সৎকর্ম্মের দীপ্তি কে না প্রত্যক্ষ করেন? সৎকর্ম্মের আনন্দ কাহার না অনুভূত হয়? সৎকর্ম্মের সঙ্গে ভগবানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাহা কি আর বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয়? আমরা মনে করি, এখানে এই মন্ত্রাংশে, দীপ্যমান্ (যশস্কর) পরমানন্দপ্রদ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—সেই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত রহিয়াছে।

মন্ত্রের উপসংহার অংশে আপনার সদ্বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য দেখি। পূর্ব্ব ঋকে অমতিকে (অমতিং) নিরোধের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি বা অমতি নিরুদ্ধ হইলে যে প্রমতির বা সুমতির সঞ্চার হয়, এখানে তদ্বিষয় প্রখ্যাত দেখিতেছি। এ পক্ষে পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। যখন দুর্ম্মতি দূরীভূত, হয় ভগবদারাধনার প্রবৃত্তি আসে, তখন যে প্রকৃষ্ট বুদ্ধির সঞ্চার হইয়া থাকে, সে বুদ্ধি ভগবৎ-প্রাপিকা। এই তত্ত্বই এখানে বিবৃত আছে। পরন্তু সেই যে 'প্রমতি', সে আবার কিরূপ ফলদায়িকা, 'বীরশুষ্ময়া', 'গোঅগ্রসয়া', 'অশ্ববত্যা', 'দেব্যা' প্রভৃতি বিশেষণে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সুবুদ্ধির দ্বারা, তোমার কামাদি-শত্রু নাশপ্রাপ্ত হইবে, তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, তুমি ভগবানের বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তি অনুধ্যান করিয়া 'বসুধৈব কুটুম্বকং' নীতির অনুসরণে সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে শিখিবে; আর দীপ্তিদানাদিগুণযুত হইয়া তোমার হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ পাইবে। ফলতঃ, দুর্ব্বুদ্ধির দমনে সুবুদ্ধির উন্মেষ-সাধনে যে পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

এইরূপে বুঝা যায়, সমগ্র মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! তুমি ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, সৎকর্ম্মের সমাধানে রত থাক, আর যাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি দূর হইয়া তোমাতে সদ্বুদ্ধির সঞ্চার হয়—তৎপক্ষে প্রযত্নপর রহ।' (১ম—৫৩সূ—৫ঋ)।

———

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

তে ত্বা মদা অমদন্তানি বৃষ্ণ্যা তে

সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সৎপতে।

যৎ কারবে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বর্হিষ্মতে নি

সহস্রাণি বর্হয়ঃ ॥ ৬ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

তে। ত্বা। মদাঃ। অমদন্। তানি। বৃষ্ণ্যা। তে। সোমাসঃ।

বৃত্রহহত্যেষু। সৎঽপতে।

যৎ। কারবে। দশ। বৃত্রাণি। অপ্রতি। বর্হিষ্মতে। নি।

সহস্রাণি। বর্হয়ঃ ॥ ৬ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সৎপতে' (সাধূনাং প্রতিপালক হে দেব) 'অপ্রতি' (শত্রুভিরপ্রতিগত, শত্রূণাং সমীপে পরমবীর্য্যসম্পন্নস্ত্বং) 'যৎ' (যদা, যস্মিন্ কালে) 'কারবে' (কর্ম্মকর্ত্রে, তব স্তুতিপরায়ণায়) 'বর্হিষ্মতে' (যজ্ঞবতে, সৎকর্ম্মকারিণে) 'দশ সহস্রাণি' (অপরিমিতানি, অশেষাণি 'বৃত্রাণি' (অজ্ঞানোৎপন্নানি জ্ঞানাবরকাণি শত্রুজাতানি) 'নি বর্হয়' (অশম্বীঃ, হিনসি), তদানীং 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'মদাঃ' (বিবেকরূপাঃ দেবাঃ, হৃন্নিহিতাঃ ভক্তিসুধাধারাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অমদন্' (অমদয়ন্—হর্ষং প্রাপয়ন্, আনন্দং দদতি ইতি ভাবঃ), 'তানি

প্রকৃষ্টানি) 'বৃষ্ণ্যাঃ' (বৃষ্ণ, হবীংষি, উৎসৃষ্টদ্রব্যজাতানি, শুদ্ধসত্বানি) ত্বাং অমদয়ন ইতি শেষঃ ; তথা 'তে' (তৎসম্বন্ধযুতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ) 'সোমাসঃ' (সোমাশ্চ, সর্ব্বে সদ্ভাবাঃ) ত্বাং অমদয়ন্ ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞানোৎপন্নান্ কামাদীন্ শত্রূণ্ বিনাশসাধনেন সহ ভগবৎপ্রীতিপ্রদায়িকা বৃত্তিঃ হৃদি জাগর্ত্তি।' (১ম—৫৩সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধুদিগের প্রতিপালক হে দেব! শত্রুসমীপে পরমবীর্য্যশালী আপনি, যখন আপনার স্তুতিপরায়ণ সৎকর্ম্মকারীর জন্য অজ্ঞানোৎপন্ন জ্ঞানাবরক অসংখ্য শত্রুকে বধ করিয়া থাকেন, তখন সেই প্রসিদ্ধ বিবেক-রূপী দেবতাগণ (অথবা হৃন্নিহিত ভক্তিসুধাধারাসমূহ) অপনাকে আনন্দ প্রদান করে, প্রকৃষ্ট হবিঃসমূহ (অপনার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বাদি) আপনাকে আনন্দ প্রদান করে, এবং আপনার সম্বন্ধী বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব-সমূহ আপনাকে আনন্দ প্রদান করে। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানোৎপন্ন কামাদিশত্রুগণের বিনাশ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-প্রীতি-প্রদায়িকা বৃত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।)॥ (১ম—৫৩সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সৎপতে সতাং পালয়িতরিন্দ্র বৃত্রহত্যেষু বৃত্রহননেষু নিমিত্তভূতেষু সৎসু তে পূর্ব্বোক্তা মদা মাদকা মরুতস্ত্বা ত্বামমদন্। অমদয়ন্। হর্ষং প্রাপয়ন্। তানি পূর্ব্বোক্তানি বৃষ্ণ্যা বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য তব সম্বন্ধীনি চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষ ত্বামমদন্। তে সোমাসঃ প্রসিদ্ধাঃ সোমাশ্চ ত্বামমদন্। যৎ যদা কারবে স্তুতিকর্ত্রে বর্হিষ্মতে যজ্ঞবতে যজমানায় দশ সহস্রাণ্য-পরিমিতানি বৃত্রাণ্যাবরকাণ্যুপদ্রবজাতান্যপ্রতি শত্রুভিরপ্রতিগতস্ত্বং নিবর্হয়ঃ। অবধীঃ। তদানীমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥

বৃষ্ণ্যা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। বর্হয়ঃ। বর্হয়তির্হিংসাকর্ম্মা। লঙি

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সৎপতে অর্থাৎ সাধুদিগের পালক ইন্দ্র। বৃত্রহনন-কার্য্য নিমিত্তভূত হইলে পূর্ব্বোক্ত মাদয়িতা মরুদ্গণ আপনাকে প্রহৃষ্ট করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সেচনসমর্থ তবসম্বন্ধি চরু-পুরোডাশাদি হবির্দ্রব্যও আপনাকে আনন্দিত করিয়াছিল। সেই প্রসিদ্ধ সোমসমূহও আপনাকে প্রহৃষ্ট করিয়াছিল। যখন স্তবকারী বর্হিষ্মত যজ্ঞবান যজমানের জন্য দশ সহস্র পরিমিত বৃত্ররূপে আবরণকারীদিগের উপদ্রবসমূহকে অর্থাৎ শত্রুদিগের অপ্রতিহতগতিকে আপনি নিবারণ করেন ; তখন সোমাদি আপনাকে আনন্দিত করে—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ।

বৃষ্ণ্যা। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি নিয়মে শ লোপ। বর্হয়ঃ। হিংসাকর্ম্মার্থক

বহুলং ছন্দস্যামাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে পিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে। যদ্‌বৃত্তযোগদনিঘাতঃ॥ (১ম—৫৩সূ—৬ঋ)।

• • •

ষষ্ঠ (৬৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'মদাঃ' 'বৃষ্ণ্যা' ও 'সোমাসঃ' পদত্রয় এবং 'বৃত্রহত্যেষু' ও 'বৃত্রাণি' পদদ্বয় নানা সংশয় আনয়ন করে। ঐ কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষেই মন্ত্রার্থ নানা মূর্তি ধারণ করিয়া আছে। 'মদাঃ' পদের প্রতিবাক্যে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'মাদকা মরুতঃ'। অন্য এক ব্যাখ্যায় দেখি, ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'মাদকাঃ পেয়রসাঃ' পদ গৃহীত। সায়ণের অর্থে, বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধকালে মরুদ্গণের সহায়তা-কাহিনী পরিকল্পিত হয়। মরুদ্গণ তখন যে মাদকদ্রব্য পানে উৎসাহান্বিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন, 'মদাঃ' পদ তাহাই খ্যাপন করে। অন্য অর্থে, মরুদ্গণকে আর টানিয়া আনা হয় নাই; কেবল মাদক পেয়রসে দেবতাকে হর্ষান্বিত করা হয়—এই মাত্র ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ 'বৃষ্ণ্যা' পদে চরুপুরোডাসাদি হবির্দ্রব্যসমূহ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'সোমাসঃ' পদ, সোমরসরূপ মাদকদ্রব্য অর্থ যথাপূর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু ঐ যে ত্রিবিধ সামগ্রী—ভগবানকে আনন্দ প্রদান করে, ঐ তিন সামগ্রীর প্রকৃত স্বরূপ কি? একটু অনুধাবন করিলে তাহা বোধগম্য হয় না কি? ভগবান্ কি কখনও মাদকদ্রব্য পানে প্রীত হন? অথবা, দেবগণ কি কখনও মাদকদ্রব্য পানে উৎসাহান্বিত হইয়া ভগবানের প্রীতিসাধনে প্রবৃদ্ধ হয়েন? এ সকল কলুষ-কল্পনা মনে স্থান দিতেও কষ্ট বোধ হয়। চরুপুরোডাসাদি হবির্দ্রব্য ভগবানে পূজায় প্রযুক্ত হইতে পারে; আমাদিগের কৃত কর্ম্মসমূহ হবীরূপে তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে পারি; অপিচ, ভগবানের অনুধ্যানে তাঁহার উদ্দেশে দান-রূপে মাদকদ্রব্য পরিবর্জ্জন করিতে পারি; আর, সেই সকল কর্ম্মের দ্বারাই ভগবানের প্রীতি সম্পাদন সম্ভব হইতে পারে। মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত মর্ম্মার্থ।

বৃহ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লঙ্‌ বিভক্তি-হেতু 'বহুলং ছন্দস্যামাঙ্‌যোগেঽপি' নিয়মে অটের অভাব। শপের পিত্ব হেতু অনুদাত্তপ্রযুক্ত পিচের। স্বরই শিষ্ট হইয়াছে। যদ্‌বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৫৩—৬ঋ)॥

ভগবানের আনন্দবর্দ্ধন-পক্ষে 'মদাঃ' 'বৃষ্ণ্যা' ও 'সোমাসঃ' পদত্রয় সেই ভাবই প্রকাশ করিতে পারে। ঐ তিন পদে আর যে ভাব প্রকাশ পায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহারও আভাষ আমরা দিয়াছি। হৃদয়ে যদি ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠে, প্রাণে যদি সত্ত্বভাবের সুধাধারা প্রবাহিত হয়, আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে যদি ভগবদভিমুখী করিতে পারি, তাহাতেই ভগবানের আনন্দ সম্ভবপর হয়। মন্ত্রোক্ত 'মদাঃ অমোদন্' প্রভৃতি বাক্যাংশ সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

অতঃপর, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃত্রহত্যেষু' এবং 'বৃত্রাণি' পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'বৃত্রাণি' পদ দেখিয়াও কি বৃত্রকে 'অসুর' বলিয়া মনে হইতে পারে? বৃত্র যদি বৃত্র-নামা অসুর হইত, তাহা হইলে ঐ পদ বহুবচনান্ত পদ-রূপে কেন প্রযুক্ত হইবে? অসুর একবারই নিহত তাহার মৃত্যু একবারই ঘটে। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে "বৃত্রহত্যেষু" ঐ বহু বচনান্ত পদই বা কেন প্রযুক্ত হইবে? মানুষ (অসুর—দস্যু) কি কখনও বারবার মরে? বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধঘটিত উপাখ্যানের রূপক—এইখানেই ভাঙ্গিয়া যায় না কি? এখানে মেঘ-পক্ষে রূপকের কতকটা সঙ্গতি ঘটে; কিন্তু অসুর-পক্ষে আদৌ সঙ্গতি থাকে না মেঘ পুনঃপুনঃ সঞ্চিত ও বৃষ্টিরূপে বর্ষিত নিপতিত হয়; সে পক্ষে 'বৃত্রাণি' (মেঘসমূহ এবং 'বৃত্রহত্যেষু' (ভিন্ন ভিন্ন মেঘের ক্ষরণ) পদদ্বয়ের ভাব আনা যাইতে পারে। কিন্তু অসুরের সম্বন্ধে কখনই ভাব অব্যাহত রাখা যায় না! অন্যদিকে আবার অজ্ঞানতা-পক্ষে দেখুন—কত সঙ্গত ভাব ও কত সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়! অজ্ঞানতা যায় যায় যায় না—মরে-মরে মরে না। সে মায়াবী; কতবার কত মূর্ত্তিতে আসিয়া যে আক্রমণ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই আমরা বলি—এখানকার লক্ষ্য—অজ্ঞানতা। ভাব এই যে—'অজ্ঞানতা নাশ প্রাপ্ত হইলে (বৃত্রহত্যেষু) অজ্ঞানতা-সহচর কামাদি যে রিপুগণ (বৃত্রাণি) অসংখ্য মূর্ত্তিতে (দশসহস্রানি) যুদ্ধমান্ ছিল, আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল, তাহারাও নাশপ্রাপ্ত হয়।' বৃক্ষের মূলচ্ছেদ হইলে, শাখা-প্রশাখা কি কখনও সজীব থাকে?

এখন বুঝিয়া দেখুন—শত্রু কাহারা ছিল? শত্রুর নাশ হইল—কাহাদের হিতসাধনের জন্য? সঙ্গে সঙ্গে আর একটু নিগূঢ় ভাব

উপলব্ধি করুন—সে শত্রু-নাশের অস্ত্রই বা কিরূপে সঞ্জাত হইয়াছিল? শত্রু ছিল—অজ্ঞানতা, আর তাহার সহচর কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ। মন্ত্রে আছে—'কারবে বর্হিষ্মতে'। শত্রু নাশ হইল—সেই ভগবৎপরায়ণ সৎকর্ম্মকারীর জন্য। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা ভগবানের পূজায় নিরত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের কি আর শত্রু থাকিতে পারে? যত অসংখ্য শত্রুই তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া থাকুক, তাঁহাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই তাহারা একে একে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে। 'ভগবান্ তাহাদিগকে বধ করেন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্মই এই যে,—'ভগবদ্বিমুখী মানুষের কর্ম্মের দ্বারাই তাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্মেই ভগবান্ আনন্দিত হন।' সে কর্ম্ম যে কি, তাহারও আভাস এই মন্ত্রাংশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'মদাঃ' 'বৃঞ্জ্যা' 'সোমাসঃ' পদত্রয় সেই আভাস প্রদান করিতেছে। হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ ভক্তিসুধাধারা, ভগবানের উদ্দেশে কৃত কর্ম্মসমূহ, আর শুদ্ধসত্ত্বভাব—এই সকলের সাহায্যেই অভিমত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পক্ষে মন্ত্রের স্থূল উপদেশ এই যে,—হে জীব! সৎকর্ম্মকারী হও, হৃদয়ে ভক্তিসুধা সঞ্চয় কর, ভগবানের পূজাপরায়ণ হও। শ্রেয়ঃ তোমার অধিগত হইবে।' (১ম—৫৩সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

যুধা যুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং।

সমিদং হংস্যোজসা।

নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো

নমুচিং নাম মায়িনং॥ ৭॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

যুধা। যুধং। উপ। ঘ। ইৎ। এষি। ধৃষ্ণুঃস্না। পুরা। পুরং।

সং। ইন্দ্রং। হংসি। ওজসা।

নম্যা। যৎ। ইন্দ্র। সখ্যা। পরাঽবতি। নিঽবর্হয়ঃ।

নমুচিং। নাম। মায়িনং ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধৃষ্ণুয়া' (শত্রূণাং ধর্ষকস্ত্বং) 'যুধা' (যুদ্ধেন সংবন্ধং প্রবৃত্তং বা) 'যুধং' (যুদ্ধমানং শত্রুং) 'উপ' (প্রতি) 'ঘেদেষি' (হননার্থং গচ্ছসি); 'ইদং' (পরিদৃশ্যমানং, হৃৎস্বরূপং) 'পুরং' (নগরং, শত্রুনিবাসস্থানং) 'পুরা' (অগ্রে, নগরেণ সহ বা) 'ওজসা' (বলেন) 'সং হংসি' (সম্যগ্ বিনাশয়সি, উচ্ছেদয়সি); 'যৎ' (যস্মাৎ, তবানুগ্রহ প্রাপ্তেন) 'নম্যা' (শত্রুষু নমনশীলেন) 'সখ্যা' (অস্মাকং সহায়ভূতেন অস্ত্রেণ) 'নমুচিং' (জীবনসম্বন্ধত্যাগায় অনিচ্ছুকং—পাপং ইতি যাবৎ) 'নাম' (অভিধেয়ং) 'মায়িনং (মায়া-কপটিনং) 'পরাবতি' (দূরদেশে) 'নিবর্হয়ঃ' (নিঃশেষেণ নাশয়); যৎ স অস্মৎসমীপং আগন্তুং ন শক্নোতু তৎ বিধেহি ইতি ভাবঃ। মন্ত্রস্য প্রার্থনা—'হে ভগবন্! হৃদয়াৎ অসতাং উৎপাটয়, হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং চ প্রতিষ্ঠাপয়।' (১ম—৫৩সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুদিগের ধর্ষণকারী আপনি, যুদ্ধে প্রবৃত্ত যুদ্ধমান্ শত্রুর হননার্থ তাহার প্রতি গমন করেন; এই পরিদৃশ্যমান্ হৃদয়-রূপ নগরকে (শত্রুর নিবাসস্থানকে) অগ্রেই বলের দ্বারা উচ্ছেদ করেন। আপনার অনুগ্রহে প্রাপ্ত শত্রুর ধর্ষণশীল আমাদিগের সহায়-স্বরূপ অস্ত্রের দ্বারা জীবের সম্বন্ধ-ত্যাগে অনিচ্ছুক পাপ-নামক মায়াবী কপটীকে দূরদেশে নিঃশেষে নাশ করুন; সে যেন নিকটে আসিতে না পারে। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! হৃদয় হইতে অসৎকে উৎপাটন করুন, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করুন।') ॥ (১ম—৫৩সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ধৃষ্ণুয়া শত্রূণাং ধর্ষকস্ত্বং যুধা যুদ্ধেন সংবদ্ধং যুদ্ধমুপ ঘেদেষি। উপৈব গচ্ছসি। সর্ব্বদা যুদ্ধশীলো ভবসীত্যর্থঃ। ঘেতি পাদপূরণং। শত্রূণামসুরাণাং পুরা পুরেণ নগরেণ সহেদং পুরোবর্ত্তি পুরং শত্রুনগরমোজসা বলেন সংহংসি। সম্যগ্বিনাশয়সি। শত্রূণাং পুরাণ্যভৈসীত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র ত্বং নম্যা শত্রুষু নমনশীলেন সখ্যা সহায়ভূতেন বজ্রেণ পরাবতি দূরদেশে নমুচিং নামানয়া সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধং মায়িনং মায়াবিনমসুরং যদ্বধ্যানিবর্হয়ঃ। নিতরা-মহিংসীঃ। অতস্ত্বমেবং স্তুয়স ইত্যর্থং॥

যুধা। যুধ সংপ্রহারে। সংপদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তে-রুদাত্তত্বং। এষি। ইণ গতৌ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ধৃষ্ণুয়া। ঞিধৃষা প্রাগলভ্যে। ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুরিতি ক্নুপ্রত্যয়ঃ কিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। সুপাং সুলুগিতি সোর্যাজাদেশঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। পুরা। পৄ পালনপূরণয়োঃ। পুরয়তি রাজ্ঞামভিমতানীতি। ক্বিপ্। চেতি ক্বিপ্। উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বং। সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। হংসি। হন্তের্লটি সিপ্যদাদিত্বাচ্ছপো লুকি নশ্চাপাদান্তস্য ঝলীত্যনুস্বারঃ। নম্যা। ণম প্রহ্বত্বে। ঔণাদিক ইন্প্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ড্যাদেশঃ। টিলোপঃ। সখ্যা। শেষো ঘ্যসখি। পা০ ১।৪।৭। ইতি ঘিসংজ্ঞাপ্রতিষেধান্নাভাবাভাবে যণাদেশঃ। নমুচিং। ইন্দ্রেণ সহ যুদ্ধং ন

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি শত্রুগণের ধর্ষণকারী। আপনি যুদ্ধে সংবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের প্রতি গমন করেন অর্থাৎ আপনি সর্ব্বদা যুদ্ধশীল। 'ঘ' পদ পাদপূরণে ব্যবহৃত। শত্রুরূপী অসুর-গণের নগরের সহিত তাহার আবাসস্থলকে (পুরোবর্ত্তী শত্রুনগরকে) আপনি বলের দ্বারা সম্যক্ রূপে ধ্বংস করেন অর্থাৎ তাহাদের পুরসমূহ উদ্ভিন্ন করেন। হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি শত্রুদিগের নমনশীল সহায়ভূত বজ্রের দ্বারা দূরদেশে নমুচি নামক প্রসিদ্ধ মায়াবী অসুরকে নিশ্চয়রূপে হিংসা করেন অর্থাৎ বধ করেন, সেই হেতু আপনি এইরূপ স্তুতির যোগ্য।

যুধা। সংপ্রহারার্থক যুধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সম্পদাদি লক্ষণ-হেতু ভাবে ক্বিপ। 'সাবেকাচ' নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। এষি। গত্যর্থ 'ইণ্' (ই) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ হইয়াছে। ধৃষ্ণুয়া। প্রগলভ্যার্থক ঞিধৃষা (ধৃষ্ ধাতু) হইতে নিষ্পন্ন। 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' ইত্যাদি নিয়মে ক্নুঃ প্রত্যয়। কিত্ত্ব-প্রযুক্ত গুণের অভাব। 'সুপাং সুলুক' নিয়মে সো স্থানে ডা-আদেশ। 'চিতঃ' নিয়মে অন্তস্বর উদাত্ত। পুরা। পালন ও পূরণার্থক পৄ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রাজার অভিমত-রূপ পূরণ করে—এই বাক্যে সিদ্ধ। 'ক্বিপ চ' সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য' ইত্যাদি নিয়মে উত্ব। 'সাবেকাচ' সূত্রানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। হংসি। হন্ ধাতুর লটের সিপ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'নশ্চাপাদান্তস্য ঝলি'—এই বিধানে অনুস্বার। নম্যা। ণম-ধাতু প্রহ্বত্ব-জ্ঞাপক। ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয় 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে তৃতীয়ার ডা আদেশ। টি লোপ হইয়াছে। সখ্যাঃ। শেষো ঘ্যসখি' (পা০ ১৪৭) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ঘি-সংজ্ঞা প্রতিষেধ-হেতু ন ভাবের অভাবে যণাদেশ। নমুচিং।

মুঞ্চতীতি নমুচিঃ। ঔণাদিকঃ কিপ্রত্যয়ঃ। নভ্রাণ্‌নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। নঞ্‌ ন 'গতির্নি' চ কারকমিতি কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বাভাবেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মায়িনং। মায়াশব্দস্য ব্রীহ্যাদিষু পাঠাৎ মত্বর্থীয় ইনিঃ॥ (১ম—৫৩স্ ৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (৬৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহার সহিত ঋষি-বিশেষের ও অসুর-বিশেষের সম্বন্ধ সূচিত হয়, এবং নগর-বিশেষ বিধ্বস্ত করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। ঋকে 'নম্যা' ও 'নমুচি' পদদ্বয় আছে। তাহা হইতেই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে,—'নমী-নামক ঋষির সহায়তায় নমুচি নামক মায়াবী অসুরকে ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন।' এই নমী ও নমুচি উপলক্ষে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদেরই ব্যাখ্যাকারগণ অন্যান্য মণ্ডলের মধ্যে (ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশতিতম সূক্তের ষষ্ঠ ঋকের এবং দশম মণ্ডলের অষ্টাচত্বারিংশৎ-সূক্তের নবম ঋকে) নমুচি পদের উল্লেখ দেখিয়া, স্থির করিয়া লইয়াছেন,—'নমুচিও দনু-পুত্রদিগের মধ্যে একজন এবং তিনি স্ত্রীসৈন্য লইয়া ইন্দ্রকে জয় করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র তাঁহার সে কৌশল ব্যর্থ করেন।' ফলতঃ, ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিলে বেশ প্রতীত হয়, যেন সময়-বিশেষের একটী ঘটনার বিষয় এই মন্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারে সে ঘটনাটী এই ;—

> "হে ইন্দ্র, যেকালে আপনার সখাস্বরূপ শত্রুনমনশীল নমী নামক ঋষির সহিত দূরদেশে মায়াবী নমুচি নামক অসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন, তখন হে শত্রুধর্ষণকারি ইন্দ্র, আপনি অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং বল দ্বারা শত্রুদিগের বহু নগরসকল সম্যক্‌ রূপে বিনাশ করিয়াছেন।"

ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যার আদর্শ। কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অন্য পথ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার

ইন্দ্রের সহিত যাহার যুদ্ধের বিরাম নাই, সেই নমুচি। ঔণাদিক হেতু কি-প্রত্যয়। 'নভ্রাণ্‌-নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে নঞ ও প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'নঞ্‌ ন গতির্নিচ কারকং' ইত্যাদি নিয়মে কৃদুত্তর পদে প্রকৃতিস্বরত্বের অভাব হেতু অব্যয়-পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। মায়িনং। ব্রীহ্যাদি মধ্যে মায়া-শব্দের পাঠ থাকায় মত্বর্থীয় 'ইনিঃ' (ইন) প্রত্যয় হইয়াছে॥ ৭ ॥

অনুসরণে মর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে, মন্ত্রের ভাব স্বতঃই অধিগত হইবে। যখন কামাদি-রিপুশত্রুগণের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হয় অর্থাৎ যখন অসদ্বৃত্তির বশ্যতা স্বীকার না করিয়া সদ্বৃত্তি জাগিয়া উঠে, তখন ভগবান্ আপনি আসিয়া সদ্বৃত্তির সহায় হন। মন্ত্রের প্রথমাংশে, 'ইন্দ্র' হইতে 'ঘেদেষি' পর্য্যন্ত অংশে, সেই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সে অবস্থায়, ভগবান্ সহায় হইলে, হৃদয়ের মধ্যে কামাদি-শত্রুর যে নিবাস-স্থান ছিল, ভগবান্ একবারে তাহা উচ্ছেদ করিয়া দেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, 'ইদং' হইতে 'সংহংসি' পর্য্যন্ত অংশে, সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অসদ্বৃত্তি নিয়ত যুদ্ধমান্ আছে ; একটু অবসর পাইলেই সে অমনই আমাদিগকে আক্রমণ করে। সে ক্ষেত্রে আমাদিগের সদ্বৃত্তি যদি তাহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ভগবান্ তাহার সহায় হন। এ পক্ষে মন্ত্রের ঐ দুই অংশের উপদেশ এই যে,—'জীব! তোমার অসৎ বৃত্তিকে জাগ্রৎ হইতে দিও না। সেই তাহারা একটু জাগ্রৎ হইবার চেষ্টা করিবে, অমনই তোমার সদ্বৃত্তিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিবে। তাহাতে তাহারা যদি একটু বাধা দিতে পারে, ভগবান্ অমনই তাহাদিগের সহায় হইবেন ; অসৎ বৃত্তি আর শক্তিপ্রকাশ করিতে পারিবে না। ফলতঃ, তুমি অসাড় অবসন্ন থাকিয়া কদাচ অসৎবৃত্তিকে তোমার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিতে অবসর দিও না।'

অতঃপর মন্ত্রের তৃতীয় অংশের, 'যৎ' হইতে 'নিবর্হয়ঃ' পর্য্যন্ত অংশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যাউক। 'নম্যা' ও 'নমুচিং' পদদ্বয় অন্বয়ে এই অংশেই আশ্রয় পাইয়াছে। নমী নামক ঋষির উপলক্ষে যে ঐ নম্যা পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। ধাত্বর্থ অনুসারে ঐ পদের অর্থ—নমনশীল।' যাহা শত্রুকে নমন করিতে পারে, অভিভব করিতে সমর্থ হয়, ঐ পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। অথবা যদি 'নমী' ঋষি-পদবাচক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দীনাতিদীন সে ঋষি কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ রহিয়াছেন ; আর তাঁহারই সহায়তায় (নম্যা) নমুচি নাশ প্রাপ্ত হইতেছে। নমুচি-পদেও আমরা অসুর-বিশেষকে নির্দ্দেশ করি না। ঐ পদে পাপকে বুঝায়। পাপ, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে না ; তাই তার নাম—নমুচি (ন—মুচ+ই—যে

কাহাকেও ত্যাগ করে না)। যদি অসুর বলিয়াও তাহাকে মনে করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ সেই অসুর প্রতিনিয়ত মানুষকে আক্রমণ করিতেছে; আর নম্রস্বভাব ঋষি, মানুষের সহায় হইয়া, সৎপথ-প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা মানুষকে রক্ষা করিতেছেন। 'নমী' ঋষি হইলে বা 'নমুচি' অসুর হইলে, সে ঋষির বা সে অসুরের কার্য্য সংসারে আবহমান্ কাল চলিয়াছে—চলিতেছে ও চলিবে। এ পক্ষে, বেদমন্ত্র তোমায় সন্ধান দিতেছে,—ঐ মায়াবী কপটী নমুচি আসিয়া যদি তোমাকে আক্রমণ করে, তুমি সেই বিনয়নম্রতার আধার নমী ঋষির আশ্রয় লইবে; অর্থাৎ, সেই ঋষির আদর্শে ভগবচ্চরণে একান্তে নত হইবে—শরণ লইবে। তাহা হইলেই ভগবান্ তোমার সহায় হইবেন,—শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই উপলক্ষে ঋকের 'পরাবতি' পদটী লক্ষ্য করিবার আছে। বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! দূরদেশে সেই কপটীকে হত্যা করিও।' তাহার মর্ম্ম এই যে, পাপ আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই সে যেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কেন-না, একবার পাপের সংশ্রবে পড়িলে, উদ্ধার পাওয়া বড়ই কঠিন। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! এই করুন—পাপ যেন আমার নিকটে আসিতেও না পারে।' (১ম—৫৩সূ—৭ঋ)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্ত্তনী।

ত্বং শতা বংগৃদস্যাভিনৎ পুরোঽনানুদঃ

পরিষূতা ঋজিশ্বনা॥ ৮॥

•

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। করঞ্জং। উত। পর্ণয়ং। বধীঃ। তেজিষ্ঠয়া। অতিথিগ্বস্য। বর্ত্তনী।

ত্বং। শতা। বংগৃদস্য। অভিনৎ। পুরঃ। অনানুদঃ।

পরিসূতা। ঋজিশ্বনা॥ ৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বং' 'অতিথিগ্বস্য' (অতিথিসৎকারপরায়ণস্য, সেবাব্রতাবলম্বিনো জনস্য, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানস্য অতিথিগ্বস্য রাজ্ঞঃ—নিমিত্তায় ইতি যাবৎ) 'তেজিষ্ঠয়া' (অতিশয়েন তেজস্বিন্যা, সত্ত্বভাবান্বিতয়া) 'বর্ত্তনী' (বর্ত্তন্যা, পথা, তং সৎপথানুসারিণং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'করঞ্জং' (পাপানুরাগবর্দ্ধকং) 'উত' (অপিচ) 'পর্ণয়ং' (প্রলোভকং শত্রুং ইতি যাবৎ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানং পর্ণয়ং বা প্রলোভনরূপং অসুরং) 'বধীঃ' (হতবানসি); 'অনানুদঃ' (অনুচররহিতঃ, এক এব, অদ্বিতীয়ঃ) 'ত্বং' 'ঋজিশ্বনা' (ঋজুপথাবলম্বিনা, অকপটশুদ্ধহৃদয়সম্পন্নেন জনেন, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানেন ঋজিশ্বনা রাজ্ঞা) 'পরিষূতাঃ' (বিচ্ছিন্নীকৃতানি, স্বতন্ত্রীভূতানি) 'শতা' (বহুবিধানি, অশেষাণি) 'বংগৃদস্য' (কুটিলস্য শত্রোঃ, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানস্য কুটিলস্য বংগৃদস্য অসুরস্য) 'পুরঃ' (পুরাণি, আবাসস্থানানি, কুটিলকর্ম্মাণি) 'অভিনৎ' (বিভিদিষে, বিধ্বংসসে)। অয়ং ভাবঃ—'ভগবান্ চিরকালমেব সৎপথাবলম্বিনঃ বিশুদ্ধহৃদয়সম্পন্নস্য জনস্য সহায়ো ভূত্বা, তস্য সৎকর্ম্মণি বাধাপ্রদানকারিণং সর্ব্ববিধং শত্রুং বিনাশয়তি।' (১ম—৫৩সূ—৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি অতিথিসৎকারপরায়ণ সেবাব্রতাবলম্বী জনের (অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ অতিথিগ্ব রাজার) নিমিত্ত, অতিশয় তেজস্বী সত্ত্বভাবান্বিত পথের দ্বারা (অর্থাৎ তাঁহাকে সত্ত্বভাবান্বিত করিয়া), অনুরাগবর্দ্ধক আর প্রলোভক শত্রুকে (অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ পর্ণয় বা প্রলোভন-রূপ অসুরকে) নিহত করেন; অনুচর-রহিত অদ্বিতীয় আপনি, ঋজুপথাবলম্বী অকপট শুদ্ধহৃদয়সম্পন্ন জনের দ্বারা (অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ ঋজিশ্বান্ রাজার দ্বারা) সর্ব্বতো-

ভাবে বিচ্ছিন্নীকৃত, কুটিল শত্রুর (অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান কুটিল বংগৃদের) বহুবিধ পুরীকে (কুটিল কর্ম্মস্থানসমূহকে) বিধ্বংস করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'ভগবান্ চিরদিনই সৎপথাবলম্বী বিশুদ্ধ-হৃদয়সম্পন্ন জনের সহায় হইয়া, তাহার সৎকর্ম্মে বাধা-প্রদানকারী সর্ব্ববিধ শত্রুকে বিনাশ করেন।') ॥ (১ম—৫৩সূ—৮ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং করঞ্জমেতৎসংজ্ঞকমসুরং। উত অপি চ পর্ণয়মেতন্নামানমসুরং চাতিথিগ্বস্যৈতৎসংজ্ঞস্য রাজ্ঞঃ প্রয়োজনায় তেজিষ্ঠয়াতিশয়েন তেজস্বিন্যা বর্ত্তনী বর্ত্তন্যা শত্রুপ্রেরণ-কুশলয়া শক্ত্যাবধীঃ। হতবানসি। তথানানুদঃ। অনু পশ্চাৎ যতি খণ্ডয়তীত্যনুদোঽনুচরঃ। তাদৃশোঽনুচররহিত এক এব ত্বমৃজিশ্বনৈতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা পরিষূতাঃ পরিতোঽবষ্টব্ধাঃ শতা শতানি শতসংখ্যাকা বংগৃদস্যৈতৎসংজ্ঞকস্যাসুরস্য পুরঃ পুরাণি নগরাণ্যভিনৎ। বিভিন্নবে ॥

বধীঃ। হন্তের্লুঙি সিপি লুঙি চেতি বধাদেশঃ। তস্যাদন্তত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ। পা০ ৭।৩।৩৫। অত এবানেকাচত্বাদিট্প্রতিষেধাভাবঃ পা০ ৭।২।১০। ইট ঈটীতি সিচো লোপঃ। তেজিষ্ঠয়া। তেজস্শব্দাদস্মায়ামেধেতি মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। তস্মাদাতিশায়নিক ইষ্ঠনি বিন্মতোর্লুগিতি বিনো লুক্। টেরিতি টিলোপঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বর্ত্তনী। বৃত্যতে প্রের্যতেঽনয়েতি বর্ত্তনী। করণে ল্যুট্। টিড্ঢাৎ। পা০ ৪।১।১৫। ঙীপ্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তে

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি করঞ্জ-সংজ্ঞক অসুরকে অপিচ পর্ণয়-নামক অসুরকে অতিথিগ্ব নামক রাজার প্রয়োজনার্থ অতিশয় তেজস্বী 'বর্ত্তনী' অর্থাৎ শত্রুপ্রেরণ-কুশল বা শত্রুবধকারী শক্তির দ্বারা নিহত করিয়াছেন। সেইরূপ, 'অনানুদঃ' অর্থাৎ অনু পশ্চাৎ 'ধতি খণ্ডয়তি' এই অর্থে 'অনুদঃ' পদে অনুচর বুঝায়। তাদৃশ অনুচর-রহিত অদ্বিতীয় আপনি ঋজিশ্বান্ নামক রাজার নিমিত্ত বংগৃদ-নামক অসুরের শতসংখ্যক নগরসমূহ উদ্ভিন্ন করিয়াছিলেন।

বধীঃ। 'সিপি লুঙি চ' নিয়মে হন্ ধাতুর উত্তর লুঙ বিভক্তিতে বধাদেশ। 'তস্যাদন্ত-ত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ' (পা০ ৭।৩।৩৫) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে অদন্তত্ব-হেতু বৃদ্ধির অভাব। অতএব 'এবানেকাবত্বাদিট্প্রতিষেধাভাবঃ' (পা০ ৭।২।১০) —এই সূত্রানুসারে 'অনেকাচত্বাৎ' অনেকত্ব হেতু ইট্ প্রতিষেধ। 'ইট ঈটি' ইত্যাদি নিয়মে সিচের লোপ। তেজিষ্ঠয়া। তেজস্-শব্দের উত্তর 'অস্মায়া মেধেতি' নিয়মে মত্বর্থীয় বিনি (বিন্) প্রত্যয়। তাহা হইতে আতিশায়নিক ইষ্ঠনি এবং 'বিন্মতোর্লুক্' ইত্যাদি নিয়মে বিনের লোপ। 'টেঃ' নিয়মে টি লোপ। 'নিত্ব হেতু আদ্যুদাত্ত। বর্ত্তনী। 'এতদ্দ্বারা প্রেরিত হয়'—এই বাক্যে বর্ত্তনী পদ নিষ্পন্ন। করণে ল্যুট। 'টিড্ঢাৎ' (পা০ ৪।১।১৫) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ঙীপ্ প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক' নিয়মে বিভক্তির পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। ব্যত্যয়ে অন্তস্বর

পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং। অভিনৎ। ভিদির্ বিদারণে লঙি সিপি রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। ইতশ্চেতীকারলোপঃ হল্ঙ্যাবভ্য ইতি সকারলোপঃ। অনানুদঃ। দো অবখণ্ডনে। আদেচ ইত্যাত্বং। আতশ্চোপসর্গ ইতি ক প্রত্যয়ঃ। নাস্ত্যনুদোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্-সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সংহিতায়াং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। পরিষূতাঃ। ষূ প্রেরণে। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫৩সূ—৮ঋ)।

* * *

অষ্টম (৬ঃ৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত পাঁচটী পদ বিশেষ সমস্যামূলক। তদনুসারে দুই জন রাজার এবং তিন জন অসুরের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। 'করঞ্জং' 'পর্ণয়ং' ও 'বংগৃদস্য'—এই তিনটী পদে উক্তবিধ তিন নামের অসুর অর্থ পরিকল্পিত হয়; এবং 'অতিথিগ্বস্য' ও 'ঋজিশ্বনা' পদদ্বয়ে ঐ দুই নামের রাজার বিষয় কথিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়ায়, সে অর্থ—আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন। প্রচলিত সেই ব্যাখ্যার একটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

> "হে ইন্দ্র, আপনি অতিথিগ্ব রাজার নিমিত্ত করঞ্জ অসুরকে এবং পর্ণয় অসুরকে অতি তেজস্বী শত্রু নবারণসম চক্র দ্বারা বধ করিয়াছিলেন; আর ঋজশ্ব রাজা কর্তৃক সম্যক্ বেষ্টিত বংগৃদ অসুরের যে শতসংখ্যক পুরীসকল, তাহা আপনি সহায়বিহীন হইয়াও একাকী ভগ্ন করিয়াছিলেন।"

রাজা-বিশেষের জন্য দুই জন অসুরের সংহার-সাধন অথবা রাজা-বিশেষের সহিত মিলিত হইয়া একজন অসুরের পুরী বিধ্বংসীকরণ—এই যে ইন্দ্রদেবের কীর্ত্তি-কথা ব্যাখ্যাদিতে বিবোষিত হইয়াছে, আমরা এ অর্থের পোষকতা করি না। আমরা মনে করি, 'অতিথিগ্বস্য' প্রভৃতি পদের ভাব অন্যরূপ। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। এইরূপে মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেক পদই ভিন্নরূপ অর্থ

উদাত্ত। অভিনৎ। ভিদির (ভিদ্) ধাতু বিদারণার্থক। লঙ হেতু সিপ এবং রুধাদিত্ব হেতু শ্নম্। 'ইতশ্চ' ইত্যাদি নিয়মে ইকার লোপ। 'হল্ঙ্যাবভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে সকারের লোপ। অনানুদঃ। অবখণ্ডনার্থক দো ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আদেচ' নিয়মে আত্ব। 'অতশ্চোপসর্গঃ' ইত্যাদি বিধানে ক-প্রত্যয়। নাস্তি অনুদঃ ইহার—এই বহুব্রীহি সমাসে নঞ্সুভ্যাং নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। সংহিতাতে ছান্দস-প্রযুক্ত দীর্ঘত্ব। পরিষূতাঃ। প্রেরণার্থক ষূ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্য নিষ্ঠা প্রত্যয়। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম—৫৩সূ—৮ঋ)।

গ্রহণ করিয়াছে। 'করঞ্জং' পদে অসুর অর্থ প্রচলিত আছে; কিন্তু আমাদের অর্থ 'অনুরাগবর্দ্ধক' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাপের প্রতি মানুষের অনুরাগ আকর্ষণ করে বলিয়াই করঞ্জকে অসুর বলা হয়। অনুরাগার্থ-মূলক 'রন্‌জ্‌' ধাতু ঐ পদের মূল; সুতরাং সে অসুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি তাহাকে অসুর বলিয়াও মনে করিতে হয়, তাহা হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে, সে অসুর কালচক্রে চিরবিদ্যমান্‌ থাকিয়া মানুষকে নিয়ত পাপের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন করিতেছে। এইরূপ, 'পর্ণয়ং' পদেও প্রলোভনকারী অসুরের প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। সে অসুরও প্রতিনিয়ত মানুষকে পাপের পথে প্রলুব্ধ করিতেছে। ঋজিশ্বান্‌ ও অতিথিগ্ব শব্দদ্বয়ে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয় পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। * ঐ দুই পদে ভগবানের সেবাপরায়ণ অকপট শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়সম্পন্ন জনকে বুঝাইয়া থাকে। তাহা বুঝিতে পারিলে, মন্ত্রার্থ স্বতঃই সরল হইয়া আসিবে। তখন, 'তেজিষ্ঠয়া বর্ত্তনী' পদদ্বয়ে কি ভাব আসে, আপনিই বুঝা যাইবে। তেজঃ আর কিসের হাত হইতে পারে? হৃদয়ে সত্ত্বভাব যদি জাগিয়া উঠে, তবেই তেজের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। তাই শ্রেষ্ঠ-তেজঃপ্রকাশক 'তেজিষ্ঠয়া' পদে 'সত্ত্বভাবান্বিতয়া' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'বর্ত্তনী' বলিতে যে পথসমূহকে বুঝায়, সে যে কোন্‌ পথ, 'তেজিষ্ঠয়া' বিশেষণে তাহা বোধগম্য হয়। তাই ঐ দুই পদের ভাব গ্রহণ করিয়াছি—'সৎপথানুসারী করিয়া।' ভগবান্‌ যে মানুষকে রক্ষা করেন, তাঁহার অস্ত্রে যে শত্রু বধ হয়, সে কি আর তিনি নিজে আসিয়া বধ করেন? তাঁহার কৃপায় আমরা যেই সৎপথানুসারী হই, শত্রুরা অমনি নাশ-প্রাপ্ত হয়। যাহারা পাপের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করাইয়া, নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া, আমাদিগকে বিপথে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহারা তখন, আমাদিগকে সুপথগামী হইতে দেখিয়া, সরিয়া পড়ে। করঞ্জ ও পর্ণয় অসুরদ্বয়ের বধ এইরূপেই সাধিত হয়। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের তাৎপর্য্য।

---

* এই প্রথম মণ্ডলেরই একপঞ্চাশৎ সূক্তের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋকের ব্যাখ্যায় যথাক্রমে 'ঋজিশ্বানং' ও 'অতিথিগ্বায়' পদদ্বয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে, সাধারণ দৃষ্টিতে, বংগৃদ অসুরের পুরী বিধ্বস্তের কাহিনী প্রকাশিত আছে। কিন্তু বংগৃদ—সে কে? যে শত্রু কুটিল-গতি, সেই বংগৃদ। তার আবাস-স্থান বলিতে কুটিল কর্ম্মসমূহকে বুঝায়। আমরা যখন কুটিল কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হই, অপরের অনিষ্ট-সাধনাদির দ্বারা আপনার ইষ্ট-স'ধনে প্রয়াস পাই, তখনই আমরা বংগৃদ অসুরের কবলস্থ হই। কিন্তু যাঁহারা ঋজুমার্গাবলম্বী সরলস্বভাব, তাঁহারা কূট কর্ম্মে কখনও প্রবৃত্ত হন না; তাঁহারা কখনই বংগৃদ অসুরের কবলস্থ হয়েন না; পরন্তু তাঁহাদিগের সরল শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সেই অসুরের পুরী—কুটিলতার আবাসস্থল অসৎকর্ম্মসমূহ উচ্ছিন্ন হয়। মন্ত্র এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে।

এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হও; কুটিলতা পরিহার কর; সরল সত্যপথে বিচরণ কর; তাহাতে, কোনও শত্রু তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না; তোমার কর্ম্মের দ্বারাই শত্রু বিনষ্ট হইবে; তোমার সরলতা-প্রভাবেই শত্রুর পুরী উচ্ছিন্ন যাইবে।' (১ম—৫৩সূ—৮ঋ)॥

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তং। নবমী ঋক্)।

ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশাবন্ধুনা

সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।

ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি

চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্ ॥ ৯ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। এতান্। জনহরাজ্ঞঃ। দ্বিঃ। দশ। অবন্ধুনা।

সুহশ্রবসা। উপহজগ্মুষঃ।

ষষ্টিং। সহস্রা। নবতিং। নব। শ্রুতঃ। নি।

চক্রেণ। রথ্যা। দুঃহপদা। অবৃণক্ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'শ্রুতস্ত্বং' (পাপনাশকত্বাৎ প্রখ্যাতস্ত্বং) 'ষষ্টিং সহস্রা' (যুগযুগান্তমেব, চিরকালমেব, যদ্বা—অনন্তকালব্যাপিনা) 'নবতিং নব' (বহুসৎকর্ম্মকারিণা) 'রথ্যা' (রথিবৎ দৃঢ়চিত্তেন) 'দুষ্পদা' (দুর্দ্ধর্ষেণ, স্থিরসঙ্কল্পেন) 'অবন্ধুনা' (লৌকিকসহায়তাবিরহিতেন) 'সুশ্রবসা' (সুষ্ঠুকীর্ত্তিসম্পন্নেন জনেন, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানেন সুশ্রবসা সংজ্ঞকেন রাজ্ঞা) 'চক্রেণ' (অস্ত্রেণ—সৎকর্ম্মরূপেণ) 'এতান' (পাপকর্ম্মণি প্রসিদ্ধান্) 'উপজগ্মুষঃ' (চিরায় আক্রমিতান্, সমীপস্থান্) 'দ্বির্দ্দশ' (দ্বিবিধদশসংখ্যাকান্ অন্তরায়-কারিণঃ, দশদিশঃ দশকর্ম্মসম্পাদনায় বাধাপ্রদাতৄন্) 'জনরাজ্ঞঃ' (পাপাধিপতীন, দুষ্টাপ্রবৃত্তীন্) 'নি আবৃণক্' (নিঃশেষেণ ছিন্নবানসি)। অয়ং ভাবঃ—'সৎকর্ম্মকারিণো ভগবদনুকম্পয়া চিরকালং শত্রুনাশসমর্থাঃ সন্তি। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন্। অস্মান্ সৎকর্ম্মকারিণস্তথা শত্রুজয়শীলান্ কুরু।' (১ম—৫৩সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পাপনাশকত্বহেতু প্রখ্যাত আপনি, যুগযুগান্ত ধরিয়া চিরকালই (অথবা—অনন্তকালব্যাপী), নানাবিধ সৎকর্ম্মকারী, রথিবৎ দৃঢ়চিত্ত, স্থিরসঙ্কল্প, লৌকিক সহায়তা-বিরহিত, সুষ্ঠুকীর্ত্তিসম্পন্ন জনের (অথবা—কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ সৎকীর্ত্তিমান্ সুশ্রবা রাজার) অস্ত্রের দ্বারা, পাপকর্ম্মে প্রসিদ্ধ সেই চিরআক্রমণকারী, দশদিক হইতে দশকর্ম্মে বাধা-প্রদাতা, পাপাধিপতিগণকে (দুষ্প্রবৃত্তিসমূহকে) নিঃশেষে ছিন্ন করেন। (ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মকারিগণ ভগবানের অনুগ্রহে চিরকালই

শত্রুনাশে সমর্থ হয়েন। অতএব প্রার্থনা—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মকারী ও শত্রুজয়শীল করুন।')॥ (১ম—৫৩সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র শ্রুতো বিশ্রুতঃ প্রখ্যাতস্ত্বং দ্বির্দশ বিংশতিসংখ্যাকানবন্ধুনা সহায়রহিতেন সুশ্রবসৈতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা যুদ্ধার্থমুপজগ্মুষ উপগতবত এতানেবংবিধান্ জনরাজ্ঞো জনপদানামধিপতীন্। ষষ্টিমিত্যাদিনা তেষাং রাজ্ঞামনুচরসংখ্যোচ্যতে। ষষ্টিং সহস্রা। সহস্রাণি ষষ্টিং নবতিং নব নবসংখ্যোত্তরাং নবতিং। তানুরাজ্ঞ ঈদৃক্‌সংখ্যাকাননুচরাংশ্চ রথ্যা রথসংবন্ধিনা দুষ্পদা দুষ্প্রাপণেন। শত্রুভিঃ প্রাপ্তুমশক্যেনেত্যর্থঃ। ঈদৃশেন চক্রেণ ন্যবৃণক্। ন্যবর্জ্জয়ঃ। তাং স্তুবতঃ সুশ্রবসো জয়ার্থং ত্বমাগত্য তদীয়ান্ শত্রূনবৈধীরিত্যর্থঃ॥

জনরাজ্ঞঃ। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাট্টচ্ প্রত্যয়াভাবঃ। পা০ ৫।৪।৯১। রাজন্ শব্দো রাজৃ দীপ্তাবিত্যস্মাৎ কনিন্প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন স এব শিষ্যতে। অবন্ধুনা। নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সুশ্রবসা। শোভনং শ্রবোঽন্নং যস্য। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। উপজগ্মুষঃ। গমের্লিটঃ কসুঃ। শসি ভসংজ্ঞায়াং বসোঃ সংপ্রসারণমিতি সংপ্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! বিশ্ববিশ্রুত প্রখ্যাতযশা আপনি, সহায়রহিত সুশ্রবস নামক রাজার সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত বিংশতিসংখ্যক জনপদসমূহের অধিপতিগণকে এবং ষাট হাজার নিরানব্বই অনুচরকে (ষষ্টি প্রভৃতি শব্দদ্বারা সেই বিংশতিসংখ্যক রাজার অনুচর সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হয়। 'ষষ্টিং সহস্রা' অর্থাৎ ষাট হাজার 'নবতিং নব'—নবসংখ্যোত্তর নবতি অর্থাৎ ষষ্টি সহস্র নিরানব্বই। এইরূপ সেই অবন্ধু শত্রুরাজগণকে এবং তাহাদের উক্তরূপ সংখ্যক অনুচরসমূহকে বুঝায়) শত্রুগণের দুষ্প্রাপ্য (অলঙ্ঘ্য) রথসম্বন্ধি চক্রের দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আপনার স্তুতিপরায়ণ সেই সুশ্রবস রাজার জয়লাভের জন্য, আপনি আসিয়া তাঁহার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

জনরাজ্ঞঃ। সমাসান্ত বিধির অনিত্যত্ববশতঃ 'সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাট্টচ্ প্রত্যয়াভাবঃ' (পা০ ৫।৪।৯১)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে টচ্ প্রত্যয় হয় নাই। রাজন্ শব্দ দীপ্ত্যর্থক রাজৃ (রাজ্) ধাতুর উত্তর কনিন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। উহার আদিস্বর উদাত্ত। কৃতের উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হওয়ায় তাহাই শিষ্ট হইয়াছে। অবন্ধুনা। 'নঞ্ সুভ্যাং' নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত। সুশ্রবসা। শোভন শ্রবঃ অর্থাৎ অন্ন যাহার—এই বহুব্রীহিসমাসে নিষ্পন্ন। আদ্যুদাত্ত। 'দ্ব্যচ্ছন্দসি' নিয়মে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উপজগ্মুষঃ। গম্ ধাতুর উত্তর লিটে কসু প্রত্যয়। ভসংজ্ঞা-হেতু শস্; 'বসো সম্প্রসারণং' নিয়মে সম্প্রসারণ ও পরপূর্ব্বত্ব হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদি নিয়মে

শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন কসোরেব স্বরঃ শিষ্যতে। রথ্যা। রথস্যেদং রথ্যং। রথাদ্যৎ। পা০ ৪।৩।১২১। ইতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। দুষ্পদা। পদ গতৌ। ঈষদ্দুঃসু' ষিতি খল্। লিতীতি প্রত্যয়াৎপূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। পূর্ব্ববদ্বিভক্তেরাকারঃ। অবৃণক্। বৃজী বর্জনে। রৌধাদিকঃ। লঙি মধ্যমৈকবচনে হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি সিপো লোপঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং॥ (১ম—৫৩সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (৬৩৭) ঋকের বিশদার্থ ।

—— • ——

এই ঋকটী বড়ই জটিল। ইহার যে অর্থ প্রচলিত আছে—তাহা মান্য করিতে হইলে, এইখানেই বেদের বেদত্ব লোপ পায়। প্রচলিত সে অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'সুশ্রবাঃ নামে একজন রাজা ছিলেন ; বিংশতি জনপদের অধিপতিগণ অর্থাৎ বিশ জন রাজা, ষাট্ হাজার নিরানব্বই জন সৈন্য সহ, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। সেই সময়, সেই অসহায় অবস্থায়, ইন্দ্রদেব সুশ্রবাঃ রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং আপনার বিষম চক্রের দ্বারা অনুচরাদি সহ সেই আক্রমণকারী নৃপতিগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।' এতাদৃশ নির্দ্দিষ্টভাবে ঘটনা-বিশেষের প্রতি মন্ত্রার্থের যদি লক্ষ্য আসে, তাহা হইলে এই মন্ত্রকে ইতিহাসের বা পুরাবৃত্তের অংশবিশেষ বলিয়া মনে হইতে পারে, এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। মন্ত্রে যে ঐ প্রকার অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না। তবে পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিলে এবং বেদমন্ত্রকে সনাতন অপৌরুষেয়

উপধার লোপ। 'শসিবসিঘসীনাঞ্চ' ইত্যাদি বিধানে ষত্ব। কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু কস্-প্রত্যয়ের স্বরই শিষ্ট হইয়াছে। রথ্যা। 'রথস্যেদং' অর্থাৎ ইহা আছে এতদর্থে রথ্যং পদ নিষ্পন্ন। 'রথ্যাদ্যৎ' (পা০ ৪।৩।১২১) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে যৎ-প্রত্যয়। 'যতোঽনাব' ইত্যাদি নিয়মে আদ্যুদাত্ত। 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে বিভক্তির উত্তর আকার হইয়াছে। দুষ্পদা। পদ্ ধাতু গত্যর্থক। 'ঈষদ্দুঃসু' ইত্যাদি নিয়মে খল্-প্রত্যয়। 'লিতি' ইত্যাদি নিয়মে প্রত্যয়ের পূর্ব্বপদের উদাত্তত্ব। পূর্ব্বের ন্যায় বিভক্তির উত্তর আকারের আদেশ হইয়াছে। অবৃণক্। বর্জ্জনার্থক 'বৃজী' (বর্জ্জ) হইতে নিষ্পন্ন। রুধাদিগণীয়। 'লঙিমধ্যমৈকবচনে হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে সিপের লোপ এবং 'চোঃ কুঃ' ইত্যাদি নিয়মে কুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৫৩সূ—৯ঋ)॥

বলিয়া স্বীকার করিলে, মন্ত্রে যে অর্থ যে ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে।

মন্ত্রার্থ বিশেষভাবে বুঝিতে হইলে, মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর তাৎপর্য্য অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রতি পদের কি অর্থ প্রচলিত আছে এবং কি অর্থ সঙ্গত হইতে পারে, আর সে সঙ্গতির কারণই বা কি,—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণ করুন। মন্ত্রে 'শ্রুতঃ' পদ আছে। ঐ পদ ভগবানকে লক্ষ্য করিতেছে। এ পক্ষে ভাষ্যের সহিত আমাদের মতান্তর নাই। তবে কি জন্য তিনি 'শ্রুতঃ' বা বিখ্যাত, তাহা স্মরণ করিতে হইলে, এখানে ভগবানের একটী প্রধান কার্য্যের বিষয় মনে আসে। সে কার্য্য—পাপ-নাশ। পাপীর পাপনাশ করেন বলিয়াই তিনি 'শ্রুতঃ'। মন্ত্রের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ষষ্টিং সহস্রা'। এই পদের অর্থ সকলেই ষাট্ হাজার' লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে কালকে নির্দ্দেশ করিতেছে। 'যুগযুগান্তর চিরকালই'—এই অর্থ ঐ পদে প্রাপ্ত হই। শাস্ত্রে আছে, প্রতি ষাট্ বৎসরের মধ্যে সংসারে কোন-না-কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইবেই হইবে। সে পক্ষে ষষ্টি-পদে যুগ-বিশেষ অর্থ আমনন করা যায়। 'সহস্রা' বলিতে অসংখ্যের ভাব আসে। তদনুসারে 'ষষ্টিং সহস্রা' বাক্যাংশে 'যুগযুগান্ত—চিরকাল' অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। ভগবান্ চিরবিদ্যমান্ থাকিয়া চিরকাল যে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এখানকার তাহাই লক্ষ্যস্থল। মন্ত্রের তৃতীয় বাক্যাংশ—"নবতিং নব।" এই মণ্ডলেরই দ্বাত্রিংশৎ-সূক্তে "নব চ যন্নবতিং" বাক্যাংশ-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, * এখানেও সেই মত অব্যাহত দেখিতেছি! সেই যে 'নব নবতি' (নব নবক) কর্ম্ম; যে কর্ম্মের ফলে পরমপদ মোক্ষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এখানেও 'নবতিং নব' পদে সেই লক্ষ্য আছে। তদনুসারে ঐ পদে 'বহুসৎকর্ম্মকারী' ভাব আসিয়া থাকে। মন্ত্রের চতুর্থ পদ—"রথ্যা।" ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—'রথসম্বন্ধীয়'। কিন্তু

* 'নব নবতি' পদের ব্যাখ্যার বিষয়ে মৎসম্পাদিত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' (১ম—৩২সূ—১৪ঋ) ৬৩ প্রভৃতি পৃষ্ঠা লক্ষ্য করুন।

আমরা বলি, ঐ পদে 'রথীর ন্যায় দৃঢ়চিত্ত' ভাব আসে। ঐ পদের আধুনিক ব্যাকরণ-সঙ্গত মূর্ত্তি—'রথিনা'; ঐ পদ সুশ্রবসা' পদের বিশেষণ। মন্ত্রান্তর্গত পঞ্চম পদ—'দুষ্পদা'। আমরা বলি, ঐ পদে স্থিরসঙ্কল্পের ভাব আসিতেছে। ঐ পদটীও 'সুশ্রবসা' পদের বিশেষণ। ষষ্ঠ পদ—'অবন্ধুনা'; ইহাও সুশ্রবসা পদের বিশেষণ। ভাব এই যে—তিনি লৌকিক-সহায়-বিরহিত, তাঁহার লোক বল নাই। এখন দেখুন, সেই যে সুশ্রবসা, তিনি কেমন?—'নবতিং নব', 'রথ্যা', 'দুষ্পদা', 'অবন্ধুনা'। অতঃপর, সুশ্রবসা পদে কি ভাব প্রাপ্ত হই, দেখা যাউক। 'শ্রবস্' শব্দে কীর্ত্তি বুঝায়। সুশ্রবস্ শব্দে সুকীর্ত্তিসম্পন্ন অর্থ আসে। সুতরাং তৃতীয়া-বিভক্তি-বিশিষ্ট 'সুশ্রবসা' পদে 'সুকীর্ত্তিসম্পন্ন জনের দ্বারা' এই অর্থ প্রাপ্ত হই। 'সুশ্রবাঃ' নামক কোনও রাজার প্রতি যদি ঐ পদের লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে,—'যে কীর্ত্তিসম্পন্ন জনের দ্বারা' এই অর্থ প্রাপ্ত হই। সুশ্রবা নামক কোনও রাজার প্রতি যদি ঐ পদে লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে,—সৎকীর্ত্তিসম্পন্ন সুশ্রবা রাজা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ থাকিয়া অশেষপ্রকার সৎকর্ম্মের দ্বারা পাপকে বিনাশ করিতেছেন, এখানে তাঁহারই প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অতঃপর অষ্টম পদ—'চক্রেণ'। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'অস্ত্রেণ' পদ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু সে অস্ত্র কি প্রকার? সৎকর্ম্মস্বরূপ অস্ত্র! সৎকর্ম্মরূপ অস্ত্রের দ্বারাই পাপকে ছেদন করা যায়। ভগবান্, এই মানুষের দ্বারা, মানুষের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের দ্বারাই, সংসার হইতে পাপকে বিতাড়িত করেন। সেই ভাবই মন্ত্রাংশে প্রধানতঃ পরিব্যক্ত।

মন্ত্রের অবশিষ্ট পদ-কয়েকটীতে সেই পাপ যে কেন, তাহার স্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহার পরিচয়ে দেখি—'জনরাজ্ঞঃ'। জন-শব্দে লোক-সাধারণকে বুঝায়। এই হইতে ইতর লোক 'জন' আখ্যা-প্রাপ্ত। ফলতঃ, যাহারা উচ্চ-মার্গের লোক নহে, যাহারা সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই, 'জন'-পদ তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। তাহাদিগের যাহারা অধিপতি, তাহাদিগের যাহারা চালক, তাহাদিগকে বুঝাইতেই 'জনরাজন্' শব্দ অধ্যাহার করা যায়। অজ্ঞান-সাধারণ-লোকের মধ্যে আধিপত্য-বিস্তার করে কে বা কাহারা? পাপের বিভিন্ন

মূর্ত্তি বা দুষ্প্রবৃত্তিসমূহ—তাহারাই অজ্ঞানান্ধ-জনের প্রতি আধিপত্য-বিস্তার করে না কি? অতএব, 'জনরাজ্ঞঃ' পদে পাপের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে দুষ্প্রবৃত্তি-সমূহকে লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ যে 'সুশ্রবসা অস্ত্রেণ' অর্থাৎ সুকীর্ত্তি-সম্পন্ন জনের অস্ত্রের দ্বারা নিঃশেষে ছিন্ন করেন (নি আবৃণক), সে কাহাকে? 'জনরাজ্ঞঃ' অর্থাৎ পাপাধিপতিগণকে—দুষ্প্রবৃত্তিসমূহকে। সেই যে পাপাধিপতিগণ অর্থাৎ দুষ্প্রবৃত্তিসমূহ, তাহারা কি প্রকার? 'এতান্' 'উপজগ্মুষঃ' ও 'দ্বির্দ্দশ' পদ তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। 'এতান্' পদের প্রতিবাক্যে 'পাপকর্ম্মণি প্রসিদ্ধান্' পদ গ্রহণ করিয়াছি। সেই যে পাপাধিপতিগণ বা দুষ্প্রবৃত্তিগণ—তাহারা পাপ-কর্ম্মের দ্বারাই প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। যত পাপকর্ম্ম, যত অসদনুষ্ঠান, পাপাধি-পতিগণের অনুশাসনে দুষ্প্রবৃত্তি-বশেই মানুষ করিয়া থাকে। তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই 'এতান্' পদ প্রযুক্ত দেখি। দ্বিতীয় বিশেষণ—'উপজগ্মুষঃ'। নিকটে যে যায়, নিকটে যে থাকে, সর্ব্বদা সে আক্রমণ করিয়া আছে, সর্ব্বদা সে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, উপজগ্মুষঃ' পদ তাহাদিগকেই লক্ষ্য করে। অবশিষ্ট বিশেষণ—'দ্বির্দ্দশ'। উহার প্রচলিত অর্থ—দ্বি গুণিত দশ অর্থাৎ বিংশতিসংখ্যক। কিন্তু 'দ্বিস্' শব্দে 'দুই প্রকার' অর্থও প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। সেই যে দুষ্প্রবৃত্তিরূপ শত্রুগণ অথবা সেই যে পাপাধিপতিগণ তাহারা দুই প্রকারে দ্বিবিধভাবে মানুষের সৎকর্ম্মসাধনে অন্তরায় হয়। দুই প্রকার দশের সার্থকতা তাহাদিগের কর্ম্মে স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এখন দেখুন,—সেই দুই প্রকার দশ কি? আর, কেমন ভাবেই বা তাহারা সেই দুই প্রকার দশের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আছে? তাহা এই,—মানুষের দশবিধ নিত্যকর্ম্মে তাহারা অন্তরায় হয়; আবার দশদিক হইতে তাহারা সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে বাধা-প্রদান করে। তাই 'দ্বির্দ্দশ' পদের প্রতিবাক্যে 'দশদিশঃ দশকর্ম্মসম্পাদনায় বাধাপ্রদাতৃন্' পদ-কয়টী গ্রহণ করিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখুন, 'জনরাজ্ঞঃ' কি প্রকৃতিসম্পন্ন! তাহারা পাপকর্ম্মে প্রসিদ্ধ, তাহারা সর্ব্বদা মানুষকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর, আর তাহারা দশদিক হইতে দশবিধ নিত্যকর্ম্মে বাধা প্রদান করে। মানুষের সেই যে বিষম শত্রুগণ, তাহাদিগকে দুষ্প্রবৃত্তিই বলুন, আর

পাপাধিপতিই বলুন, তাহাদিগকে সুশ্রবসের চক্রের দ্বারা (সুশ্রবসা চক্রেণ) ভগবান্ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। চিরদিনই, আবহমান্ কাল হইতেই সংসারে ভগবানের এই লীলা চলিয়াছে। সৎকর্ম্মকারী সাধুর দ্বারা তিনি চিরদিনই পাপকে বিনাশ করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্র এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব খ্যাপন করিতেছে।

প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! সৎকর্ম্মকারী সাধুগণ তো আপনার কৃপায় নিত্য-অনুষ্ঠেয় সৎকর্ম্মের দ্বারা দুষ্প্রবৃত্তিকে—পাপকে বিতাড়িত করিবেনই; কিন্তু এই পাপী আমাদিগের উপায় কি হইবে! প্রার্থনা—আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করিয়া পাপ-সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার উপযোগী শক্তি প্রদান করুন।' (১ম—৫৩সূ—৯ঋ)।

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তং। দশমী ঋক্।)

ত্বমাবিথ সুশ্রবসং তবোতিভিস্তব

ত্রামভিরিন্দ্র তূর্ব্বযাণং।

ত্বমস্মৈ কুৎসমতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে

যূনে অরন্ধনায়ঃ ॥ ১০ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। আবিথ। সুঽশ্রবসং। তব। উতিঽভিঃ। তব।

ত্রামঽভিঃ। ইন্দ্র। তূর্ব্বযাণং।

ত্বং। অস্মৈ। কুৎসং। অতিথিঽগ্বং। আয়ুং। মহে। রাজ্ঞে।

যূনে। অরন্ধনায়ঃ ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তব উতিভিঃ' (তব স্বাভাবিকীভিঃ রক্ষণশক্তিভিঃ) 'ত্বং' 'সুশ্রবসং' (সুকীর্ত্তিসম্পন্নং জনং, যদ্বা—সৎকীর্ত্তিপরায়ণং চিরবিশ্রুমানং সুশ্রবসং) 'আবিথ' (ররক্ষিত, চিরকালং রক্ষসি ইতি ভাবঃ); তথা 'তব ত্রামভিঃ' (তব পরিত্রাণকারিভিঃ শক্তিভিঃ) 'তূর্ব্বয়াণং' (সৎপথি ত্বরিতগমনশীলং জনং, বিনা দ্বিধাভাবেন সন্মার্গানুসারিণং, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিশ্রুমানং সৎপথগমনশীলং তূর্ব্বয়াণং) পরিত্রায়সি ইতি শেষঃ; 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায় পুণ্যকর্ম্মপরায়ণায় সুশ্রবসে বা তূর্ব্বয়াণায়) 'মহে' (মহতে) যূনে' (তরুণায়, চিরনবীনত্বসম্পন্নায়) 'রাজ্ঞে' (রাজমানায়, সৎকর্ম্মণা দীপ্যমানায় জনায়) ত্বং 'কুৎসং' (নিন্দাতীতাং অবস্থাং) 'অতিথিগ্বং' (ভগবৎ-সেবাপরায়ণত্বং) 'আয়ুং' চ (অমরত্বং চ) 'অরন্ধনায়ঃ' (বশমানয়, দদসি ইতি ভাবঃ)॥ অয়ং ভাবঃ—'সৎকর্ম্মপরায়ণং জনং ভগবান্ সদা রক্ষতি; সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন সহ নরঃ ক্রমেব পরাগতিং লভতে।' (১ম—৫৩সূ—১০ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার স্বাভাবিকী রক্ষণশক্তির দ্বারা আপনি সুকীর্ত্তিসম্পন্ন জনকে চিরকাল রক্ষা করিয়া থাকেন; এবং আপনার পরিত্রাণকারিণী শক্তির দ্বারা সৎপথে ত্বরিত-গমনশীল (বিনা-দ্বিধাভাবে সন্মার্গানুসরণকারী) জনকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন; প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ, মহৎ, চিরনবীনত্বসম্পন্ন, সৎকর্ম্মে দীপ্যমান্ জনকে, আপনি সেই নিন্দাতীত অবস্থা, ভগবৎসেবাপরায়ণত্ব এবং অমরত্ব প্রাদন করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মপরায়ণ জনকে ভগবান্ সর্ব্বদা রক্ষা করেন; সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ ক্রমশঃ পরাগতি প্রাপ্ত হয়।')॥ (১ম—৫৩সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং ত্বাবোতিভিস্ত্বদীয়ৈঃ পালনৈঃ সুশ্রবসং পূর্ব্বোক্তং রাজানমাবিথ। ররক্ষিথ। তথা তূর্ব্বয়াণমেতন্নামানং রাজানং তব ত্রামভিস্ত্বদ্দৈস্ত্রায়কৈঃ পালকৈর্ব্বলৈরাবিথেতি শেষঃ। কিঞ্চ ত্বং মহে মহতে যূন তরুণায়াস্মৈ সুশ্রবসে কুৎসাদীংস্ত্রীন্রাজ্ঞোঽরন্ধনায়ঃ। বশমানয়ঃ। রধ্যতির্ব্বশগমন ইতি যাস্কঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র। আপনি আপনার পালনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সুশ্রবস নামক রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেইরূপ, তূর্ব্বয়াণ নামক রাজাকে আপনার ত্রাণকারী পালনকারী বলের দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। অপিচ, আপনি মহৎ ও তরুণ সুশ্রবস রাজার জন্য কুৎসাদি তিন রাজাকে বশে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সুশ্রবস রাজার অধীন করিয়াছিলেন।

ত্রামভিঃ। ত্রৈঙ্ পালনে। আদেচ ইত্যাত্বং। আতো মনিন্নিতি মনিন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অরন্ধনায়ঃ। রন্ধনং বশীকরণং করোতি রন্ধনয়তি। তৎকরোতীতি নিচ্। ইষ্ঠবন্নৌ প্রাতি-পদিকস্যে পৌষ্ঠবদ্ভাবাট্টি-লোপঃ। লভি সিপি দীর্ঘশ্ছান্দসঃ॥ (১ম—৫৩সূ—১০ঋ)।

• • •

দশম (৬৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টিও পূর্ব্ব ঋকের ন্যায় সমস্যাপূর্ণ। 'সুশ্রবসং' 'তূর্ব্বয়াণং' "কুৎসং' 'অতিথিগ্বং' ও আয়ুং'—ঋকের অন্তর্গত এই পাঁচটি পদ উপলক্ষে মন্ত্রার্থে গভীর সন্দেহ-সংশয় আনয়ন করে। ঐ কয়েকটী পদ-উপলক্ষে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা এই ;—

> "হে ইন্দ্র, আপনি আপনার পালন দ্বারা সুশ্রবা রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং আপনার বল দ্বারা তূর্ব্বয়াণ রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি কুৎস, অতিথিগ্ব এবং আয়ু এই তিন রাজাকে এই যুবা সুশ্রবা মহারাজার বশীভূত করিয়াছিলেন "

এই অর্থে, কাল-বিশেষের, ঘটনা-বিশেষের এবং ব্যক্তি-বিশেষের সহিত এই বেদ-মন্ত্রের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হয়। মনে হয়, যেন কোনও পুরাবৃত্তের কাহিনী এই মন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে, মন্ত্রে নিত্য সত্য ভাবই পরিব্যক্ত। সুশ্রবাঃ প্রভৃতি নৃপতি-গণের প্রসঙ্গে মন্ত্রার্থে পরবর্ত্তী ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে মাত্র।

মন্ত্রের প্রথম পাদের অর্থ-পরিগ্রহে বিশেষ কোনরূপ আয়াস-স্বীকার করিতে হয় না। সুশ্রবাঃ রাজাকে এবং তূর্ব্বয়াণ রাজাকে ইন্দ্রদেব রক্ষা করিয়াছিলেন ;—এই প্রকার অর্থও ঐ অংশে আসিতে পারে ;

ত্রামভিঃ। পালনার্থক ত্রৈঙ্ (ত্রৈ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আদেচ' নিয়মে আত্ব বিহিত। 'আতো মনিন্' সূত্রানুসারে মনিন্ প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অরন্ধনায়ঃ। 'রন্ধনং' অর্থাৎ বশীকরণ করে—এতদর্থে রন্ধনয়তি পদ নিষ্পন্ন। তাহা করে—এই অর্থে নিচ্। 'ইষ্ঠবন্নৌ প্রাতিপদিকস্য' ইত্যাদি নিয়মে ইষ্ঠ ভাব হেতু টিলোপ। 'লভি 'সপি' নিয়মে ছান্দস হেতু দীর্ঘ হইয়াছে। (১ম—৫৩সূ—১০ঋ)।

• • •

আবার, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি অর্থাৎ সুকীর্তিসম্পন্ন জনকে এবং বিনা-দ্বিধায় সৎপথে গমনশীল জনকে ভগবান্ যে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন—সে ভাবও গ্রহণ করিতে পারি। সায়ণের ভাষ্যে এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায়, উভয় পক্ষের প্রতিবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ঐ দুই প্রকার অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। কিন্তু মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের লক্ষ্যস্থল বড়ই সমস্যামূলক। দ্বিতীয় পাদের ঐ যে "অস্মৈ" পদ, ঐ পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? সায়ণ বলেন—ঐ পদের লক্ষ্য—সুশ্রবাঃ রাজা ; আবার বোম্বাই-প্রদেশের এক ব্যাখ্যাকারের (বেদার্থযত্ন) মতে,—ঐ পদ তুর্ব্বয়াণ রাজার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট,—ঐ পদ তুর্ব্বয়াণকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু ঐ দুই মতের কোনও মতেই সংশয় নিরসিত হয় না। আমরা বলি, ঐ 'অস্মৈ' পদ সাধারণ অর্থজ্ঞাপক ; ঐ পদে, সৎকর্ম্মের দ্বারা দীপ্যমান্ জনমাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। সে পক্ষে ঐ "অস্মৈ" পদের প্রতিবাক্যে 'সুশ্রবসে বা তুর্ব্বয়াণায়' এইরূপ পদ গ্রহণ করাও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রসিদ্ধ পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ জনের প্রতি ঐ পদের লক্ষ্য। তদনুসারেই 'মহে' 'যূনে' ও 'রাজ্ঞে' পদত্রয়ের ভাব সম্যক্ পরিস্ফুট হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা যিনি চিরদীপ্যমান্ আছেন, 'রাজ্ঞে' পদে 'রাজমানায়' প্রতিবাক্যে তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য আসে। তিনি নিশ্চয়ই চিরনবীনত্বসম্পন্ন (যূনে), তিনি নিশ্চয়ই মহত্ত্বান্বিত (মহে)। সেই যে দীপ্যমান্ জন 'কুৎসং' 'অতিথিগ্বং' ও 'আয়ুং' তাঁহার অধিগত হয়। ঐ তিন পদে যথাক্রমে নিন্দাতীত অবস্থাকে (নিন্দাতীত জনকে), ভগবৎ-সেবাপরায়ণত্বকে (সেবাপরায়ণ জনকে), অমরত্বকে (দীর্ঘায়ুঃসম্পন্ন জনকে) বুঝাইয়া থাকে। সেই 'কুৎসং' প্রভৃতিকে অর্থাৎ সেই সেই অবস্থাকে, ভগবান্ সৎকর্ম্মের দ্বারা দীপ্যমান্ জনের বশে আনাইয়া দেন। ভাব এই যে, ভগবৎ-কৃপায় সৎকর্ম্মান্বিত জন অমরত্ব প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভাবের যে অর্থের দ্বারা কুৎসং প্রভৃতি রাজন্যগণ সুশ্রবার বা তুর্ব্বয়াণের বশতাপন্ন হইয়াছিলেন—এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয়, তদনুসারেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাই। ফলতঃ, এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে, সৎকর্ম্মকারী চিরকালই ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হন, চিরকালই ভগবৎ-

কৃপায় তাঁহাদিগের পরাগতি লাভ হয়। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আপনার করুণা-লাভ করিতে পারি।' (১ম—৫৩সূ—১০ঋ)॥

—•—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

য উদৃচীন্দ্র দেবগোপাঃ সখায়স্তে

শিবতমা অসাম।

ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয়

আয়ুঃ প্রতরং দধানঃ॥ ১১॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণ।

যে। উৎঽঋচি। ইন্দ্র। দেবঽগোপাঃ। সখায়ঃ। তে।

শিবঽতমাঃ। অসাম।

ত্বাং। স্তোষাম। ত্বয়া। সুবীরাঃ। দ্রাঘীয়ঃ।

আয়ুঃ। প্রঽতরং। দধানাঃ॥ ১১॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যে' (কর্ম্মানুষ্ঠাতারো বয়ং) 'উদৃচি' (উদর্কে, যজ্ঞসমাপ্তৌ বর্ত্তমানাঃ, কর্ম্মবন্ধনচ্ছেদনসমর্থাঃ সন্তঃ) 'দেবগোপাঃ' (দেবানুগ্রহপ্রাপ্তাঃ) 'তে' (তব) সখায়ঃ' (সখিবদত্যন্তপ্রিয়াঃ) এবং 'শিবতমাঃ' (শ্রেষ্ঠমঙ্গলপ্রাপকাঃ, পরমসুখাধিকারিণঃ) অসাম' (ভবাম, ভবামর্ব্বা) ; তথা বয়ং 'ত্বাং স্তোষাম' (সদৈব ত্বাং অর্চ্চয়ামঃ), 'ত্বয়া' ভগবৎকৃপয়া) 'সুবীরাঃ' (শোভনবীর্য্যসম্পন্নাঃ, সত্ত্বভাবান্বিতাঃ সন্তঃ) 'প্রতরং' (প্রকৃষ্টতরং শ্রেষ্ঠং) 'দ্রাঘীয়ঃ আয়ুঃ' (অতিশয়েন দীর্ঘং জীবনং, অমরত্বং ইতি ভাবঃ) 'দধানাঃ' ধারয়ন্তঃ ভূয়াস্ম, লভেম ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! যেন বয়ং কর্ম্মবন্ধনং ছিত্ত্বা তব ধ্যানধারণয়া শ্রেষ্ঠজীবনং প্রাপ্নুমঃ, তৎ বিধেহি।' (১ম—৫৩সূ—১১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে কর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা, কর্ম্মবন্ধন-ছেদন-সমর্থ, দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত, আপনার সখিবৎ অত্যন্তপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ পরম সুখের অধিকারী হই ; সেই আমরা, সদাকাল আপনার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকি এবং আপনার কৃপায় সুবীর্য্যসম্পন্ন (সত্ত্বভাবান্বিত) হইয়া, শ্রেষ্ঠ অতিদীর্ঘ আয়ুঃ (অমরত্ব) লাভ করি। (প্রার্থনার ভাব এই যে, 'হে ভগবন্! আমরা যেন কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া আপনার ধ্যান-ধারণায় শ্রেষ্ঠ জীবন প্রাপ্ত হই।')॥ (১ম—৫৩সূ—১১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যে বয়মুদৃচ্যুদর্কে যজ্ঞসমাপ্তৌ বর্ত্তমানা দেবগোপা দেবৈঃ পালিতাস্তে তব সখায়ঃ সখিবদত্যন্তং প্রিয়া অতএব শিবতমা অসাম। অতিশয়েন কল্যাণা অভূম। তে বয়ং যজ্ঞসমাপ্ত্যুত্তরকালমপি ত্বাং স্তোষাম। স্তবাম। অস্মাভিঃ স্তুতেন ত্বয়া সুবীরাঃ শোভনপুত্রবন্তঃ সন্তো দ্রাঘীয়োঽতিশয়েন দীর্ঘমায়ুর্জ্জীবনং প্রতরং প্রকৃষ্টতরং যথা ভবতি তথা দধানা ধারয়ন্তো ভূয়াস্ম॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! যে আমরা যজ্ঞ-সমাপ্তির জন্য বর্ত্তমান, দেবগণের দ্বারা পালিত রক্ষিত, আপনার সখাস্বরূপ অর্থাৎ সখিবৎ আপনার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব অতিশয়রূপে কল্যাণযুক্ত হইয়া আছি ; সেই আমরা যাহাতে যজ্ঞ সম্পাদনের উত্তরকালেও আপনাকে স্তব করি এবং আপনার স্তুতির দ্বারা আমরা শোভনপুত্রবান্ হই পরন্তু অতিশয়রূপে প্রকৃষ্টতর দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি, আপনি সেইরূপ বিধান করুন।

দেবগোপাঃ। দেবা গোপা যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অসাম। অস ভুবি। লুঙর্থে লোটাডুবমস্ত পিচ্চেতি পিত্ত্বাভাবাৎপিচ্চ ঙিন্নেতি ঙিত্বাভাবে শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপাভাবঃ। পিত্বা দব তিঙোঃমুপাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। স্তোষাম। স্তোতে-র্লোটি সিব্বহুলং লেটীতি বহুলগ্রহণাৎ লোট্যপি সিপ্। তস্য পিত্বাদ্গুণঃ। সুবীরাঃ। বীরবীর্য্যৌ। চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। দ্রাঘীয়ঃ। দীর্ঘশব্দাদীয়সুনি প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা দ্রাঘাদেশঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। প্রতরং। প্রশব্দাত্তরপ্যসু চ ছন্দসি। পা০ ৫।৪।৩। ইত্যদ্রব্যপ্রকর্ষেঽমু প্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তত্বং। দধানাঃ। দধাতেঃ শানচ্যভ্যস্তা-নামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫৩সূ—১১ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে ষোড়শঃ বর্গঃ॥ ১।৪।১৬॥

একাদশ (৬৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের এই শেষ মন্ত্রে এক পরম প্রার্থনার—এক চরম উদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

মানুষ 'শিবতম' অবস্থা প্রাপ্ত হয় কখন? ভগবানের সহিত মানুষের সখ্যতাই বা স্থাপিত হয় কখন? দেবগণের দ্বারা সর্ব্বথা মানুষ প্রতি-পালিত হয়ই বা কখন? মন্ত্রান্তর্গত 'উদৃচি' পদ, সেই সন্ধান প্রদান করিতেছে। যখন তোমার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইবে, জীবন-যজ্ঞে যখন তুমি পূর্ণাহুতি দিতে সমর্থ হইবে, যখন তোমার সকল কর্ম্মের অবসান

দেবগোপাঃ। দেবগণ রক্ষা করেন যাহাদিগকে—এই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। অসাম। অস্ ধাতুর অর্থ হওয়া। 'লুঙর্থে লোট্যাডুবমস্ত পিচ্চ' ইত্যাদি নিয়মে পিত্ত্বাভাব-হেতু 'পিচ্চ ঙিন্' ইত্যাদি বিধানানুসারে ঙিত্বের অভাব হইয়াছে; এবং পরে 'শ্নসোরল্লোপ' নিয়মে অকারের লোপাভাব সমর্থিত হইতেছে। পিত্ব-হেতু তিঙের অনুদাত্তত্ব হওয়ায় ধাতুস্বরই শিষ্ট হইয়াছে। স্তোষাম। 'স্তোতের্লোটি সিব্বহুলং লেটি' নিয়মে বহুল-গ্রহণ-হেতু লোটেও সিপ হইয়াছে। তাহার পিত্ব-হেতু গুণ হইল। সুবীরাঃ। 'বীরবীর্য্যৌ চ' ইত্যাদি নিয়মে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত। দ্রাঘীয়ঃ। দীর্ঘ শব্দের উত্তর ঈয়সুন্ প্রত্যয়। 'প্রিয়স্থিরা' ইত্যাদি নিয়মে দ্রাঘা আদেশ। নিত্ব হেতু আদ্যুদাত্ত। প্রতরং। 'প্রশব্দাত্তরপ্যসু চ ছন্দসি' (পা০ ৫।৪।১২) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে দ্রব্যাপ্রকর্ষ-হেতু অমু প্রত্যয়। প্রত্যয়স্বর-হেতু অন্তোদাত্ত হইয়াছে। দধানাঃ। ধা ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদ্যুদাত্ত। (১ম—৫৩সূ—১১ঋ)॥

ইতি প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।১৬॥

হইয়া আসিবে, স্থূলতঃ যখন তুমি তোমার সকল কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে; তখনই তুমি ভগবানের সন্নিত্ব লাভ করিবে, তখনই দেবগণ (দেবভাবসমূহ) তোমার রক্ষক হইবেন, তখনই তুমি তোমার পরম-কল্যাণপ্রদ শিবতম অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে। মন্ত্রের প্রথম পাদ—এই তত্ত্ব প্রখ্যাপন করিতেছে।

সেই যে শিবতম অবস্থা, সেই অবস্থার স্বরূপ-তত্ত্ব মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে পরিবর্ণিত দেখি। সে অবস্থায়, ভগবানের সন্তোষ বিধানেই সাধক নিয়োজিত থাকেন; সে অবস্থায়, ভগবানের কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে সাধকের চিত্ত আদৌ প্রধাবিত হয় না। সেই যে নিষ্কামকর্ম্ম, "তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ"—এই সেই অবস্থা। এখন আর অন্য কর্ম্ম নাই, অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই, অন্য প্রচেষ্টা নাই। ভগবানের সন্তোষ-সাধনই এখন একমাত্র কর্ম্ম, ভগবানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণই এখন একমাত্র ধর্ম্ম, ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছু না জানাই এখন একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। মন্ত্রান্তর্গত 'ত্বাং স্তোষাম' পদদ্বয় সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সে অবস্থায়, সাধকের প্রতি ভগবানের করুণাধারা কিরূপভাবে নিপতিত হয়, দ্বিতীয় পাদের শেষাংশে, "ত্বয়া সুবীরাঃ" হইতে "দধানাঃ" পর্য্যন্ত অংশে, তাহাই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। সেই অবস্থায়—তখনই, সৎকর্ম্ম সম্পাদনে সত্ত্বভাবান্বিত হইবার পক্ষে, সুষ্ঠুবীরত্ব প্রকাশ পায়; সেই অবস্থায়—তখনই, শ্রেষ্ঠ জীবন, শ্রেষ্ঠ আয়ুঃ লাভ করিতে পারা যায়; সেই অবস্থায়—তখনই, ভগবান্ মানুষকে অমরত্ব বা মোক্ষপদ প্রদান করেন।

মন্ত্রে আছে—"সুবীরাঃ" পদ। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, ঐ পদে শোভন-পুত্র-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে আছে—"দ্রাঘীয়ঃ আয়ুঃ"। ভাষ্যাদির ভাব এই যে, প্রার্থী দীর্ঘ আয়ুর কামনা করিতেছেন। কিন্তু 'সুবীরাঃ' পদে কেমন করিয়া পুত্রাদির কামনা প্রকাশ পায়; আর, "প্রতরং" পদ বিদ্যমান্ থাকিতে কেমন করিয়াই বা আয়ুঃ মাত্রের কামনা ব্যক্ত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবন মোক্ষ-পদে এবং সুবীরত্ব সৎকর্ম্মসম্পাদনেই প্রকাশ পায়। অন্যত্রও আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি।

এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটী আলোচনা করিলে বুঝা যায়, মন্ত্রে আত্মোদ্বো-

ধনার ভাব আছে, আবার প্রার্থনার ভাবও আছে। মন্ত্রে উদ্বোধনার ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'জীব! তুমি কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য প্রযত্নপর হও; তাহা হইলে, ভগবৎ কৃপায় শিবতম পদ প্রাপ্ত হইবে; সেই পদ প্রাপ্ত হইলে, ভগবৎ-কার্য্যে জীবন নিয়োজিত করিয়া অমরত্বের অধিকারী হইতে পারিবে।' প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন; আমি যেন আপনার কর্ম্মেই জীবন বিনিযুক্ত করিয়া আপনার সান্নিধ্য পরম-পদ লাভ করিতে পারি।' * (১ম—৫৩সূ—১১ঋ)॥

—০—

চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

মা ন ইত্যেকাদশর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং। ষষ্ঠ্যষ্টমীনবম্যেকাদশ্যস্ত্রিষ্টুভঃ। শিষ্টাঃ সপ্ত জগত্যঃ। সব্য ঋষিঃ। ইন্দ্রো দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। মা নোঽস্ম্যাত্রিষ্টুপ্ ষষ্ঠ্যষ্টমী নবমী চেতি॥ অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়েঽচ্ছাবাকশস্ত্রে ইদং সূক্তং। তথা চ সূত্রিতং। মা নো অস্মিন্মঘবন্নিন্দ্র পিব তুভ্যং সুতো মদায়েতি যাজ্যা। আ০ ৬।৪।১ ইতি॥

চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(দশম অনুবাকের) চতুর্থ সূক্তে 'মা ন' প্রভৃতি এগারটী ঋক্ আছে। তন্মধ্যে ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম ও একাদশ ঋকের ছন্দ ত্রিষ্টুভ্। অবশিষ্ট সাতটী ঋক জগতীচ্ছন্দবিশিষ্ট। এই সূক্তের ঋষি সব্য এবং দেবতা—ইন্দ্র। সেইরূপই অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা—'মা নোঽস্ম্যা' ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোবিশিষ্ট; সেইরূপ ষষ্ঠী, অষ্টমী ও নবমী ঋক প্রভৃতি। অতিরাত্র-যাগের প্রথম পর্য্যায়ে অচ্ছাবাক শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে;—'মা নো অস্মিন্মঘবন্নিন্দ্র পিব তুভ্যং সুতো মদায়েতি যাজ্যা'॥ (আ০ ৬।৪।১) ইত্যাদি॥

---

* মন্ত্রের এই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাবাপন্ন। সে অর্থের দুইটী নমুনা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র! আমরা দেবগণ কর্তৃক পালিত এবং আপনার সখা। আমরা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আমরা যে কেবল যজ্ঞ-সময়ে আপনার স্তব করি এমত নহে, যজ্ঞের পরেও আপনাকে স্তব করিয়া থাকি। আপনার প্রসাদে যেন আমরা অতি সুন্দর পুত্রসকল লাভ করিয়া উৎকৃষ্টতর অতি দীর্ঘ আয়ুঃ ধারণ করিতে পারি।"

(২) "হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখাস্বরূপ যজ্ঞ সমাপ্তিতে বর্ত্তমান আছি ও দেবগণে দ্বারা পালিত হইতেছি; আমাদের সকলই মঙ্গল। আমরা তোমার স্তুতি করি, এবং তোমা প্রসাদে শোভনীয় পুত্র পাই ও প্রকৃষ্টরূপে দীর্ঘজীবন ধারণ করি।"

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। চতুঃপঞ্চাশৎসূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। সপ্তদশঃ অষ্টাদশশ্চ বর্গঃ।

চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং।

এই চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তটীও ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐন্দ্র-সূক্তে ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে এবং বেদ-মন্ত্রাদি বিষয়ে যে সকল সন্দেহ-সংশয় উপস্থিত হয়, এ সূক্তেও তাহার অবধি নাই। প্রথমতঃ, এই সূক্তের সূচনা-প্রসঙ্গেই সব্য ঋষির নাম এই সূক্তের প্রণেতা বলিয়া উল্লিখিত দেখি। ঐ ঋষি প্রাণ-সঙ্কট বিপদে পড়িয়া এই সকল মন্ত্র রচনা-পূর্ব্বক ইন্দ্রদেবের স্তব করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সূক্ত-প্রবর্ত্তনায় এই এক কাহিনী প্রচারিত আছে। তার পর, এই সূক্তের বিভিন্ন ঋকে বিভিন্ন নৃপতির ও অসুরের নাম উল্লিখিত আছে। অন্ততঃ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অশ্ব-সহ আগমন, বিভিন্ন অসুরের নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পুরী বিধ্বংসী-করণ, ব্যক্তিবিশেষের প্রার্থনা-পূরণ,—ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে এইরূপ নানা উক্তি মন্ত্রসমূহের অর্থে পরিকল্পিত হয়। সে সকল অর্থ অনুসারে ইন্দ্রদেবের ক্রিয়াকলাপ স্বীকার করিলে, ইন্দ্রদেবকে মানুষ ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে আবার তাঁহাকে মেঘবিদারক বৃষ্টির দেবতা বলিয়া পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এই সকল অর্থের সহিত পূর্ব্বাপর ভাবের কোনরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

যে সকল যুক্তির উপর এই সূক্তের মন্ত্রগুলি হইতে পূর্ব্বোক্ত অনুরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে, একটু অভিনিবেশসহ আলোচনা করিলেই তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ, যদি সব্য ঋষি আপন বিপদ উদ্ধারের জন্য এ মন্ত্র রচনা করিলেন,—তাহা হইলে তিনি আবার কখনও বা অধ্বর্য্যুকে (দ্বিতীয় ঋকের সম্বোধন দেখুন) কখনও বা অন্য স্তোতাকে সম্বোধন (তৃতীয় ঋকে দেখুন) করিবেন কেন? তার পর, সোমপান-সম্বন্ধে ও বৃত্রাসুর-বধ-বিষয়ে (নবম ও দশম ঋকে) যথাক্রমে যে সকল উক্তি আছে, তাহারও সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। আমাদিগের ব্যাখ্যায় প্রতি ঋকের মর্ম্মার্থ আলোচনা উপলক্ষে সকল বিষয়ই বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বথা অনুমোদন করা যায় না।

বলানং পরীণশে পরিতো ব্যাপ্তুং ন হি শক্যতে। সর্ব্বোঽপি জনস্ত্বদীয়ং বলমতিক্রমিতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। তস্মাত্ত্বমন্তরিক্ষে বর্ত্তমানো রোরুবৎ। অত্যর্থং শব্দং কুর্ব্বন্ নদ্যো নদীর্ব্বনা তৎসম্বন্ধীন্যুদকানি চক্রন্দয়ঃ। শব্দয়সি। ক্ষোণীঃ ক্ষোণ্যঃ। ক্ষোণীতি পৃথিবীনাম। তদুপলক্ষিতাস্ত্রয়ো লোকা ভিয়সা ত্বদ্ভয়েন কথা কথং ন সমারত। ন সংগচ্ছন্তে। ত্বদীয়ং বলমবলোক্য ত্রয়োঽপি লোকা-বিভ্যতীতি ভাবঃ॥

পৃৎসু। পদাদিষু মাংস্পৃতস্নূনামুপসংখ্যানমিতি পৃতনাশব্দস্য পৃদ্ভাবঃ। পরীণশে। নশতির্ব্যাপ্তিকর্ম্মা। কৃত্যার্থে তবৈকেনেতি কেন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। নিপাতস্য চেতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। নদ্যঃ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। রোরুবৎ। রু শব্দে। যঙ্লুগন্তাল্লটঃ শতৃ। অদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। গতুর্ঙিত্বাদ্গুণাভাবঃ উবঙাদেশঃ। নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমপ্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কথা। থা হেতৌ চ ছন্দসীতি কিংশব্দাৎপ্রকারবচনে থাপ্রত্যয়ঃ। তস্য বিভক্তিসংজ্ঞায়াং কিমঃ ক ইতি কাদেশঃ। আরত। ঋ গতৌ। সমো গম্যৃচ্ছীত্যাত্মনেপদং। ছান্দসে বর্ত্তমানে লঙ্যাদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ছন্দস্যাদাদেশঃ। আডাগমো বৃদ্ধিশ্চ॥ (১ম—৫৪সূ—১ঋ) ॥

* * *

করিতে কেহই সমর্থ হয় না। সকলেই আপনার বল অতিক্রম করিতে অসমর্থ অর্থাৎ কেহই সক্ষম নহে। সেই হেতু আপনি অন্তরিক্ষে বর্ত্তমান থাকিয়া অতিশয়িতরূপ শব্দ করিয়া নদীসমূহকে ও তৎসম্বন্ধীয় জলরাশিকে প্রতিধ্বনিত করেন। ক্ষোণীঃ এখানে ক্ষোণ্যঃ হইবে। ক্ষোণী প্রভৃতি পৃথিবী নাম-পর্য্যায়ে পঠিত হয়। সেই পৃথিবীর উপলক্ষিত তিন লোক আপনার ভয়ে কেন না ভীত হইবে? অর্থাৎ, আপনার (অসীম) বল দর্শন করিয়া ত্রিলোকের সকলেই ভয়ে অভিভূত হয়। ইহাই ভাবার্থ।

পৃৎসু। 'পদাদিষু মাং স্পৃতস্নূনামুপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে পৃতনা শব্দের পৃৎ ভাব হইয়াছে। পরীণশে। ব্যাপ্তি ও কর্ম্ম অর্থ বোধক নশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃত্যার্থে তবৈকেন' এতন্নিয়মে কেন্ প্রত্যয়। নিত্-হেতু আদ্যুদাত্ত। 'নিপাতস্য চ' সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। নদ্যঃ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তি। রোরুবৎ। শব্দার্থক রু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যঙ্লুগন্ত হেতু লটে শতৃ-প্রত্যয়। 'অদাদি বচ্চ' ইত্যাদি বচনে শপের লোপ। শতুর ঙিত্ব হেতু গুণাভাব এবং উবঙাদেশ হইয়াছে। 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' ইত্যাদি নিয়মে নুম প্রতিষেধ। 'অভ্যস্তানামাদি' সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত। কথা। 'থা হেতৌ চ ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে কিং শব্দের উত্তর প্রকারবচনে থা প্রত্যয়। তাহার বিভক্তি সংজ্ঞা-প্রযুক্ত 'কিমঃ কঃ' ইত্যাদি বচনে ক আদেশ। আরত। গত্যর্থক ঋ ধাতু নিষ্পন্ন। 'সমো গম্যৃচ্ছি' ইত্যাদি বিধানে আত্মনেপদ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু বর্ত্তমান কালে লঙ বিভক্তিতে আদিত্ব--প্রযুক্ত শপের লোপ। ছন্দ-হেতু অদাদেশ হইয়াছে। তাহার পর আটের আগম ও বৃদ্ধি হইয়াছে॥ (১ম—৫৪সূ—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (৬৪০) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই ঋকটী সাধারণতঃ চারিটী বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। আমরাও ঋকটীকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনরূপ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ উপলব্ধ হইয়াছে। মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মন্ত্রের উক্ত চারি অংশে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এবং আমরাই বা কি ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ঋকের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

> "হে ধনশালিন্ ইন্দ্র, আপনি এই পরিদৃশ্যমান্ পাপে ও পাপফলভূত সংগ্রামে আমাদিগকে পতিত করিবেন না। আপনার বল অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। আপনি অন্তরিক্ষস্থিত হইয়া অতিশয় শব্দ করতঃ নদী এবং নদীর জল-সকলকে প্রতিধ্বনিত করেন। পৃথিব্যাদি তিন লোক আপনার ভয়ে কেন-না ভীত হইবে?"

এই প্রকার অর্থে যথাপর্য্যায় ভাবের কোনও সঙ্গতি দেখিতে পাই না। প্রথম বলা হইল—'আমাকে পাপে প্রক্ষিপ্ত করিবেন না।' তার পর বলা হইল—'আপনার শক্তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।' তার পর বলা হইতেছে—'আপনি অন্তরিক্ষে থাকিয়া যে শব্দ করেন, তাহাতে নদী এবং নদীর জল প্রতিধ্বনিত হয়।' অবশেষে বলা হইতেছে—'তিন লোক কেন-না আপনাকে ভয় করিবে?' এই চতুর্ব্বিধ উক্তির মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ আছে—বুঝা যায় না। যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এবংবিধ উক্তি প্রযুক্ত হয়, এ পক্ষে তাঁহার স্বরূপ বিষয়েও সংশয় আসে।

আমরা মনে করি,—এই মন্ত্রটী মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক এবং প্রার্থনা-মূলক। এখানে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! এই করুন—আমাকে যেন আর পাপে লিপ্ত হইতে না হয়,—পাপের সহিত সংগ্রামে আমি যেন আর বিব্রত না হই। আপনার শক্তি অসীম;

পাপ যতই প্রবল হউক, সে শক্তিকে কখনও অতিক্রম করিতে পারিবে না।' ইহাই মন্ত্রের প্রথম দুই অংশের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,-'হে ভগবন্! তুমি যখন আসিয়া বিবেকরূপে আমাদিগকে একটু তাড়না কর, তখন হৃদয়ের সত্ত্বভাবসমূহ জাগিয়া উঠে; সত্ত্বভাবের প্রবাহ স্নেহকারুণ্যাদিরূপে ইহ-সংসারে প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ তোমারই তাড়নার প্রভাবে আমরা বিবিধ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।' অতঃপর মন্ত্রের চতুর্থাংশের সহিত এই অংশের সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। এই অংশে বলা হইতেছে,—'এই অবস্থায়, তুমি যখন বিবেক-রূপে হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে তাড়না কর, সে তাড়নার ফলে পাপকেও ভয় পাইতে হয়। পাপী তখন, ভয় পাইয়া, ত্রিলোককে অর্থাৎ তিন-লোকের অধিবাসী কাহাকেও (যাহাদের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান হইবে) কোনপ্রকার আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।' ইহাই মন্ত্রের চতুর্থাংশের মর্ম্মার্থ।

তবেই বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের চারি অংশে স্তরে স্তরে কি ভাব প্রকটিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পাপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন না।' দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'আপনি যদি নির্দ্দয় না হন, পাপের সাধ্য নাই যে, আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।' তৃতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—'আপনি বিবেক-রূপে আসিয়া আমাদিগকে যখন তাড়না করেন, আমাদিগের মধ্যে তখনই সত্ত্বভাবের প্রবাহ প্রবাহিত হয়।' শেষ বলা হইয়াছে,—'সেই অবস্থায় বিবেকাশ্রিত সত্ত্বভাবান্বিত হৃদয়ের নিকট পাপ কোনপ্রকারেই আর আসিতে সমর্থ হয় না।' আমরা মনে করি, এই চারিটী স্তর পর্য্যায়ের বিষয়ই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত রহিয়াছে।

মন্ত্রের কোন্ পদে আমরা কোন্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। পরন্তু ঐ ব্যাখ্যায় আরও দেখা যাইবে যে, আমরা কোনও প্রধান পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটাই নাই। মন্ত্রের অন্তর্গতঃ 'নদ্যঃ' এই প্রথমার বহুবচনান্ত পদের পরিবর্তে ভাষ্যে দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত 'নদীঃ' পদ গ্রহণ করা হইয়াছে; এবং 'ক্ষোণীঃ' এই দ্বিতীয়ার দ্বিবচনান্ত পদের পরিবর্তে 'ক্ষোণ্যঃ' এবংবিধ

প্রথমার বহুবচনান্ত পদ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা কিন্তু ঐরূপ পরিবর্তনের আবশ্যকতা মনে করি না। 'বনা' পদ যে বহুবচনান্ত এবং উহার আদিরূপ যে বনানি, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। এই সূক্তেরই পঞ্চম ঋকে এই 'রোরুবদ্বনা' পদ আছে। সেখানে ও এখানে ঐ পদে একই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রার্থে সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে আমরা যেন কয়েকটা পদ অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছি, অন্যান্য ভাষ্যকারগণকে ও ব্যাখ্যাকারদিগকে তদনুরূপ অন্য পদ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। অতএব, এ পক্ষেও আমরা অসঙ্গত পন্থা গ্রহণ করি নাই। যেমন 'নস্তঃ' ও 'বনা' পদদ্বয় মন্ত্রার্থে সংশয় আনয়ন করিতেছে, সেইরূপ 'অক্রন্দয়ঃ' ও 'রোরুবৎ' পদদ্বয়ও নানা সংশয় আনয়ন করে। প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে যে অন্যভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ দুই পদই তাহার প্রধান কারণ। এখন, ভাব-সঙ্গতির পক্ষে লক্ষ্য রাখিয়া যে অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে হয়, সহৃদয়গণ তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন। (১ম—৫৪সূ—১ঋ) ॥

— • —

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক।)

অর্চ্চ শক্রায় শাকিনে শচীবতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং

মহয়ন্নভি ষ্টুহি।

যো ধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা

বৃষত্বা বৃষভো ন্যৃঞ্জতে ॥ ২ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্চ। শক্রায়। শাকিনে। শচীঽবতে। শৃণ্বন্তং। ইন্দ্রং।

মহয়ন্। অভি। স্তুহি।

যঃ। ধৃষ্ণুনা। শবসা। রোদসী ইতি। উভে ইতি। বৃষা।

বৃষঽত্বা। বৃষভঃ। নিঽঋঞ্জতে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ। ত্বং 'শাকিনে' (শক্তিসম্পন্নায়) 'শচীবতে' (প্রজ্ঞাবতে) 'শক্রায়' (প্রবলপরাক্রমায় ভগবতে) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অর্চ' (পূজয়); 'শৃণ্বন্তং' (জানন্তং, যেন তব প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্যগতা ভবতু তেন প্রকারেণ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'স্তুহি' (আরাধয়, পূজায়াং প্রবৃত্তো ভব); 'যঃ' (ভগবান্ 'ধৃষ্ণুনা' (শত্রূণাং ধর্ষকেণ) 'শবসা' (বলেন) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ উভৌ) 'ন্যৃঞ্জতে' (নিতরাং বশীকরোতি) স ভগবান্ 'বৃষত্বা' (বৃষত্বেন, অভীষ্টপূরণসামর্থ্যেন) 'বৃষা' (অভীষ্টপূরকঃ যদ্বা—দুঃখং, ত্রিবিধে দুঃখে ইতি ভাবঃ) 'বৃষভঃ' (কামানাং বর্ষিতা, যদ্বা—দুঃখনাশকঃ, সুখস্য দাতা ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ; ভাবো হি,—'একান্তয়া ভগবদর্চ্চনয়া সর্ব্বং দুঃখং নাশপ্রাপ্তং ভবতি; অতঃ, হে জীব, একান্তেন ভগবদর্চ্চনায়াং প্রবৃত্তো ভব।" (১ম—৪৫সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! শক্তিসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান্, প্রবলপরাক্রমশালী, ভগবানকে তুমি সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা কর;—তোমার প্রার্থনা যাহাতে তাঁহার সমীপে উপনীত হয়, সেই ভাবে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া, তুমি আরাধনায় প্রবৃত্ত হও; যে ভগবান্ শত্রুধর্ষণকারী শক্তি দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য উভয় লোককে নিয়ত বশীভূত রাখিয়াছেন, সেই ভগবান্, অভীষ্টপূরণ-সামর্থ্যের দ্বারা, অভীষ্টবর্ষক এবং কামনা-পূরণকারী হয়েন; অথবা, তাঁহার অভীষ্টবর্ষকত্বের দ্বারা তিনি ত্রিবিধ দুঃখে সুখদাতা হয়েন।

(আত্মোদ্বোধক এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'একান্তে ভগবদর্চ্চনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশপ্রাপ্ত হয়; অতএব হে জীব, একান্তে ভগবদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও।')॥ (১ম—৫৪সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে অধ্বর্যো শাকিনে শক্তিযুক্তায় শচীবতে প্রজ্ঞাবতে শক্রায়েন্দ্রায়ার্চ্চ। এবংবিধমিন্দ্রং পূজয়। কিঞ্চ স্তবীঃ শৃণ্বন্তং সমীচীনেয়ং স্তুতিরিতি জানন্তং তমিন্দ্রং মহয়ন্ পূজয়ন্নভিষ্টুহি। আভিমুখ্যেন তস্য স্তোত্রং কুরু। য ইন্দ্রো ধৃষ্ণুনা শত্রূণাং ধর্ষকেন শবসা বলেনোভে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ নৃঞ্জতে। নিতরাং প্রসাধয়তি। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মা। নি০ ৬.২১। ইতি যাস্কঃ। স ইন্দ্রো বৃষা সেচনসমর্থো বৃষত্বা বৃষত্বেনানেনৈব সেচনসামর্থ্যেন বৃষভো বর্ষিতা কামানাং যদ্বা বৃষ্ট্যুদকানাং॥

অর্চ্চা। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘত্বং। শাকিনে। শক্তিঃ শাকঃ। শক্ৢ শক্তৌ। ভাবে ঘঞ্। মত্বর্থীয় ইনিঃ। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। অভিষ্টুহি। স্তৌতেরদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বং। ষ্টুনা ষ্টুরিতি ষ্টুত্বং। বৃষত্বা সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। নৃঞ্জতে। ঋঞ্জী ভৃজী ভর্জ্জনে। ইদিত্ত্বান্নুম্। শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ॥ (১ম—৫৪সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অধ্বর্য্যু! শক্তিযুক্ত প্রজ্ঞাবান শক্রকে অর্থাৎ এবম্বিধ ইন্দ্রকে পূজা কর। অপিচ, 'স্তবী শৃণ্বন্তং' অর্থাৎ এই স্তুতি সমীচীন—এইরূপ জানিয়াছেন যিনি, সেই ইন্দ্রকে পূজা করিয়া, তাঁহার অভিমুখে অর্থাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্তুতি কর। যে ইন্দ্র শত্রুসমূহের ধর্ষণকারী বলিয়া বল দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে প্রসাধিত করেন; ('ঋঞ্জতি.' পদে প্রসাধন-কর্ম্ম বুঝায় (নি০ ৬৷২১) ইহাই যাস্কের মত) সেই ইন্দ্র 'বৃষা' সেচন-সমর্থ, 'বৃষত্বেন' অর্থাৎ সেচন-সমর্থ বলিয়া 'বৃষভঃ' অর্থাৎ কাম্য-সমূহের অথবা বৃষ্ট্যুদকসমূহের বর্ষণকারী।

অর্চ্চা। শপের পিত্ব হেতু অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বর হইয়াছে। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শাকিনে। শাকঃ পদে শক্তি বুঝায় শক্ৢ ধাতু শক্ত্যর্থজ্ঞাপক। ভাবে ঘঞ্-প্রত্যয়। তৎপরে মত্বর্থীয় 'ইনিঃ'। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং ইত্যাদি নিয়মে কর্ম্মনিবাচ্যে সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। অভিষ্টুহি। অদাদিত্ব-হেতু স্তু ধাতুর উত্তর শপ প্রত্যয়ের লোপ হইয়াছে। 'উৎসর্গাৎ সুনোতি' ইত্যাদি নিয়মে ষত্ব। 'ষ্টুনাষ্টুঃ' ইত্যাদি মতে ষ্টুত্ব। বৃষত্বা। সুপাং সুপুক্ ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির আকার হইয়াছে। ন্যৃঞ্জতে। ঋঞ্জি ভৃজি প্রভৃতি ভর্জ্জনার্থে প্রযুক্ত। ইদিত্ব-হেতু নুম। শপ প্রাপ্ত হইলেও ব্যত্যয়ে শঃ আদেশ হইয়াছে। (ম—৫৪সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৪১) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রার্থ আলোচনা-বিষয়ে এই ঋকের অন্তর্গত "শৃণ্বন্ত" পদের প্রতি এবং "বৃষা বৃষত্বা বৃষভঃ" এই বাক্যাংশের প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য আকর্ষণ করে। অপিচ, মধ্যম পুরুষের সম্বোধনসূচক ক্রিয়াপদ দৃষ্টে, সম্বোধ্য-সম্বন্ধে সংশয় আসে। ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যাসমূহের মত এই যে, অধ্বর্য্যু নামক পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্ অথবা যজমান যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কাল-বিশেষের ও ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ সূত্রিত হয়। কিন্তু বেদমন্ত্রে কাল-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ আমরা অস্বীকার করি। নিত্যসত্য বেদমন্ত্র সাধক মাত্রেরই নিত্যকাল উচ্চারিত হইবার উপযোগী। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাকারী ভগবানের প্রতি তাহাকে সংন্যস্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'মন! তুমি ভগবানের পূজায় আত্মনিয়োগ কর। এমনভাবে আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, যেন তোমার আরাধনা ভগবান শুনিতে পান।' মন্ত্রের প্রথম পাদে এইরূপ আত্মোদ্বোধনাই প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ—ভগবন্মহিমা-প্রখ্যাপক। তাহার ভাব এই যে, সংসারের সর্ব্ব-প্রকার শত্রু তাঁহার শক্তির নিকট পরাভূত হয় এবং তিনি পৃথিবীকে ও স্বর্গকে আপনার আয়ত্তীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। আর তিনি কেমন? পরমদাতা—সর্ব্বাভীষ্টপূরক (বৃষভঃ); তাই তিনি আপনার দাতৃত্বের মহিমায়—সর্ব্বাভীষ্ট-পূরকত্বের স্বাভাবিকী শক্তির প্রভাবে, সকলের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ করিয়া থাকেন। মন্ত্রের দুই পাদে এইরূপ দুই ভাব পরিব্যক্ত।

এই মন্ত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমে 'শৃণ্বন্তং' পদের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। ঐ পদের অর্থ ভাষ্যে একভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে; আর, আমাদিগের অর্থে, আমরা ঐ পদকে অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত অর্থে ঐ পদের মর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে—'তিনি স্তুতিশ্রবণকারী; অর্থাৎ, কেহ তাঁহার কোনরূপ স্তব করিলে সে স্তব যুক্তিযুক্ত কিনা—

তাহা তিনি বুঝিয়া দেখেন।' কিন্তু আমরা ঐ পদে এই মর্ম্ম গ্রহণ করি যে,—'এমন ভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন কর অথবা এমন ভাবে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, যাহা তিনি শ্রবণ করেন,—'যে প্রার্থনা তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়।' উভয় পক্ষেই ঐ পদ দেবতা সম্বন্ধে প্রযুক্ত বটে; আবার সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে, দুইরূপ ব্যাখ্যার মর্ম্মও একই দাঁড়ায় বটে; কিন্তু আমরা মনে করি, শেষোক্ত অর্থে ভাব একটু পরিস্ফুট হয়। আমরা তাই সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'তোমার স্তব যুক্তিযুক্ত কি না—তিনি তাহা দেখিবেন'—এরূপ অর্থেও 'তুমি সুষ্টুরূপে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও' এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সেদিক দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থেরই সঙ্গতি দেখিতে পাই।

মন্ত্রের আর আলোচ্য অংশ "বৃষা বৃষত্বা বৃষভঃ।" এখানে আর 'বৃষা' পদে ভাষ্যকারও ষাঁড় অর্থ গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু পূর্ব্বাপর বৃষাদি পদের যে অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, এখানে তাহার সঙ্গতি-রক্ষাও দেখিতে পাই না। অন্যান্য ব্যখ্যাকারগণ ভাষ্য অবলম্বনেই দুই প্রকার অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এক প্রকার অর্থে—'বৃষা' পদে 'বীর্য্যবান্' বুঝায়, 'বৃষত্বা' পদে 'বীর্য্যের সহিত' বুঝায়, আর 'বৃষভঃ' পদে 'কামনা-বর্দ্ধক' বুঝায়। তাহা হইতে ভাব দাঁড়ায়,—'তাঁহার শক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা তিনি আমাদিগের কামনা পূরণ করেন।' অন্য প্রকার প্রচলিত অর্থে নির্দ্ধারিত হয়,—'তিনি বর্ষণকারী (বৃষা), বর্ষণশক্তির দ্বারা (বৃষত্বা), বৃষ্টিদান (বৃষভঃ) করেন।' কিন্তু আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইতেছে—'তিনি অর্থাৎ ভগবান আপন অভীষ্ট-পূরণ-সামর্থ্যের দ্বারা (বৃষত্বা), আমাদিগের অভীষ্টপূরণকারী (বৃষা) ও দুঃখনাশক (বৃষভঃ) হয়েন।' অথবা, তাঁহার অভীষ্টপূরণ-সামর্থ্যের দ্বারা তিনি আমাদিগের ত্রিবিধ দুঃখে সুখদাতা হয়েন। আমরা 'বৃষা' পদে 'দুঃখং' (ত্রিবিধ দুঃখং) প্রতিবাক্য পূর্ব্বেও গ্রহণ করিয়াছি * এবং

* 'বৃষা' পদে এই 'দুঃখং' অর্থ গ্রহণ-বিষয়ে মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই 'ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টম ঋকের আলোচনা দেখুন। ৪৪১ হইতে ৪৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)॥

তাহার সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখানেও সেই অর্থের যৌক্তিকতা দেখিতে পাই। 'বৃষত্বা' পদে ভগবানের ক্ষমতার বিষয় প্রখ্যাত হইতেছে। কিন্তু সে ক্ষমতা প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় কি প্রকারে? না—মানুষের ত্রিবিধ দুঃখনাশে। অভীষ্টপূরণ শক্তির দ্বারা অভীষ্টপূরণ করাই দুঃখনাশ বুঝায়। মানুষের শ্রেষ্ঠ অভীষ্টপূরণ আর কি হইতে পারে? ত্রিবিধ দুঃখের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখধামে উপনীত হওয়াই কি মানুষের শ্রেষ্ঠ অভিষ্টপূরণ নহে? আমরা মনে করি, এখানে এই ভাবই প্রকাশমান্। (১ম—৫৪সূ—২ঋ)॥

—— ০ ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অর্চ্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং ১ বচঃ স্বক্ষত্রং

যস্য ধৃষতো ধৃষন্মনঃ।

বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং

বৃষভো রথো হি ষঃ॥ ৩॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্চ্চ। দিবে। বৃহতে। শয্যং। বচঃ। স্বঽক্ষত্রং।

যস্য। ধৃষতঃ। ধৃষৎ। মনঃ।

বৃহৎঽশ্রবাঃ। অসুরঃ। বর্হণা। কৃতঃ। পুরঃ। হরিঽভ্যাং।

বৃষভঃ। রথঃ। হি। সঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং তস্মৈ 'দিবে' (দীপ্তায়, জ্যোতীরূপায়) 'বৃহতে' (মহতে, মহত্ত্বসম্পন্নায় ভগবতে) 'অ' (সর্ব্বতোভাবেন, ঐকান্তিকেন 'শূষ্যং' আনন্দপ্রদং, সাধু) 'বচঃ' (স্তোত্রং) 'অর্চ্চ' (উচ্চারয়); 'যস্য' (জনস্য) 'ধৃষতঃ' (শত্রূন্ ধর্ষয়তঃ, কামাদিরিপুবিমর্দ্দকং ইতি ভাবঃ) 'স্বক্ষত্রং' (স্বভূতবলবৎ, স্বতঃশক্তিসম্পন্নং) 'মনঃ' (চিত্তং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ধৃষৎ' (ধৈর্য্যযুক্তং, অবিচলিতং ইতি ভাবঃ) ভবতি, 'বৃহচ্ছ্রবাঃ' (প্রভূতযশাঃ) 'সঃ' (ভগবান) তস্য জনস্য 'হরিভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিভ্যাং রশ্মিভ্যাং) 'পুরঃ কৃতঃ' (পূজিতঃ সন) 'অসুরঃ' (অসুরস্য, শত্রোঃ, অজ্ঞানস্য) 'বর্হণা' (নাশয়িতা) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, পরিত্রাণকারকঃ) ভবতি ইতি শেষং; যদ্বা,—'বৃহচ্ছ্রবাঃ' (প্রভূতকর্ম্মসাধকঃ) 'অসুরঃ' (শত্রুনাশকঃ) 'সঃ' (ভগবান্) 'বর্হণা' (অস্মাকং শত্রূণাং নাশয়িতা) 'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষিতা) 'রথঃ' (রথস্বরূপঃ, পরিত্রাণকারকঃ) ভবতীতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'অস্মাকং মনঃ যদি ঐকান্তিকেন ভগবদারাধনাপরং ভবতি, তদা সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি এব অস্মাকং অধিগতো ভবেৎ। অতঃ হে মন? ত্বং সর্ব্বতো ভগবতি সংন্যস্তো ভব।' (১ম—৫৪সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! তুমি সেই দীপ্তিমান্ মহত্ত্বসম্পন্ন ভগবানের উদ্দেশে সর্ব্বতোভাবে (ঐকান্তিকতার সহিত) সাধু স্তোত্র উচ্চারণ কর। যাহার শত্রুধর্ষণকারী (কামাদিরিপু-বিমর্দ্দক) স্বতঃশক্তিসম্পন্ন চিত্ত নিশ্চিত ধৈর্য্যযুক্ত (বিচলিত) হয়, প্রভূতযশঃসম্পন্ন সেই ভগবান্, সেই জনের জ্ঞানভক্তির দ্বারা পূজিত হইয়া, তাহার শত্রুর (অজ্ঞানতার) নাশকারী, অভীষ্টপূরক এবং পরিত্রাণকারক হয়েন; অথবা,—প্রভূত কর্ম্মসাধক শত্রুনাশক সেই ভগবান্, আমাদিগের শত্রুনাশক, কামনাসমূহের পূরণকারী এবং পরিত্রাণকর্ত্তা (রথস্বরূপ) হয়েন। (ভাব এই যে,—'আমাদিগের মন যদি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবদারাধনাপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলই আমাদিগের অধিগত হইয়া থাকে। অতএব, হে মন, তুমি সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সংন্যস্ত হও।') ॥ (১ম—৫৪সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ। দিবে দীপ্তায় বৃহতে মহত ইন্দ্রায় শূষ্যং। শূষমিতি সুখনাম। তত্র সাধু শূষ্যং। তাদৃশং স্তুতিলক্ষণং বচোঽর্চ্চা। উচ্চারয়। যস্যেন্দ্রস্য ধৃষতঃ শত্রূন্ধর্ষয়তঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে স্তোতা! দীপ্তিমান্ মহৎ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে 'শূষ্যং' ('শূষ' পদ সুখনামবাচক; তাহা হইতে 'শূষ্যং' পদে সাধু বুঝায়।) অর্থাৎ সাধু স্তুতিলক্ষণযুক্ত বাক্য উচ্চারণ কর।

স্বক্ষত্রং স্বভূতবলবন্মনো ধৃষৎ ধৃষ্টং ভবতি। হি যঃ স হি স খল্বিন্দ্রো বৃহচ্ছ্রবাঃ প্রভূতযশা অসুরঃ শত্রূণাং নিরসিতা। যদ্বা অসুঃ প্রাণো বলং বা তদ্বান্। রো মত্বর্থীয়ঃ। অথবা। অসবঃ প্রাণাঃ। তেন চাপো লক্ষ্যন্তে। প্রাণা বা আপ ইতি শ্রুতেঃ। তান্ রাতি দদাতীত্যসুরঃ। বর্হণা শত্রূণাং নিবর্হয়িতা। হরিভ্যামশ্বাভ্যাং পুরস্কৃতঃ পূজিতঃ। বৃষভঃ কামানাং বর্ষিতা। রথো রংহণশীলঃ ॥

ধৃষ্যং। তত্র সাধুরিতি যৎ। সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে তিৎস্বরিত ইতি স্বরিতত্বং। ধৃষতঃ। ঞিধৃষা প্রাগল্ভ্যে। ব্যত্যয়েন শঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বৃহচ্ছ্রবাঃ। বৃহচ্ছ্রবো যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি স্বরত্বং। অসুরঃ। অসু ক্ষেপণে। অসেরুরন্নিত্যুরন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বর্হণা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। পুরঃ। পূর্ব্বাধরেত্যাদিনাসিপ্রত্যয়ান্তোঽন্তোদাত্তঃ ॥ (১ম—৫৪সূ—৩ঋ) ॥

তৃতীয় (৬৪২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-নিষ্কাশনে তিনটী গ্রন্থিস্থান দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? দ্বিতীয়তঃ, 'যস্য' পদ কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? তৃতীয়তঃ, 'অসুরঃ' পদে কি ভাব মনে আসে? ভাষ্যের মত এই যে,—মন্ত্রে স্তোতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে, 'যস্য' পদে ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিতেছে

যে ইন্দ্রের 'ধৃষতঃ' অর্থাৎ শত্রুধর্ষণকারী স্বভূতবলবান মন ধৃষ্ট হয়, সেই ইন্দ্র প্রভূতযশা ও শত্রুগণের নিরসিতা। অথবা অসু পদে প্রাণ বা বল বুঝায়। সেই ইন্দ্র প্রাণ বা বল যুক্ত। মত্বর্থীয় রো। অথবা অসবঃ পদে প্রাণসমূহ বুঝায়, এবং তদ্দ্বারা অপসমূহ লক্ষিত হয়। শ্রুতি আছে—"প্রাণা বা আপঃ।" সেই প্রাণসমূহ দান করে—এই অর্থে 'অসুরঃ' পদ সিদ্ধ হয়। (সেই ইন্দ্র) শত্রুগণের নিবর্হণকারী, অশ্বসমূহের দ্বারা পূজিত, কামনা-সমূহের বর্ষয়িতা এবং রংহণশীল (গমনশীল)।

ধৃষ্যং। 'তত্র সাধুঃ' ইত্যাদি নিয়মে যৎ। 'সর্ব্বেবিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' ইত্যাদি নিয়মে 'যতোঽনাব' সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত না হওয়ায় 'তিৎস্বরিতঃ' ইত্যাদি বিধানক্রমে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ধৃষতঃ। প্রাগল্‌ভ্যার্থক 'ঞিধৃষা' (ধৃষ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়ে শঃ। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বৃহচ্ছ্রবাঃ। বৃহৎ শ্রবঃ যাহার আছে—এই বহুব্রীহিসমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অসুরঃ। ক্ষেপণার্থক অসু (অস্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অসেরুরন্' ইত্যাদি নিয়মে উরন্ প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। বর্হণা। 'সুপাং সুলুক' নিয়মে বিভক্তির উত্তর আকার হইয়াছে। পুরঃ। 'পূর্ব্বাধর' ইত্যাদি নিয়মে অসি (অস্) প্রত্যয়ান্ত এবং অন্তোদাত্ত হইয়াছে ॥ ৩॥

এবং 'অসুরঃ' পদ সেই দেবতার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরিভ্যাং' ও 'রথঃ' প্রভৃতি কয়েকটী পদ-সম্বন্ধেও মতান্তরের কারণ দেখিতে পাই যাহা হউক, ভাষ্যানুসারে প্রচলিত ব্যাখ্যা সমূহে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হে স্তোতঃ, তুমি প্রদীপ্ত, মহান্ ইন্দ্রের নিমিত্ত সাধু স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর, যে ইন্দ্রের শত্রুধর্ষণকারী, স্বশক্তিসম্পন্ন মন অতি ধৈর্য্যযুক্ত। তিনি অতি যশস্বী, পূজ্য, রিপুসংহারক, অশ্বযুগল দ্বারা চালিত, অভিলাষ-দাতা, এবং গমনশীল হয়েন।"

এই সকল ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তুলনায় তাহা বোধগম্য হইবে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক এবং মনঃসম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রের 'সঃ' (ষ) পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বটে; কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত যে যস্য' পদ, আমাদিগের মতে, ঐ পদ সাধারণ মনুষ্যকে বা প্রার্থীকে বুঝাইতেছে, এবং 'মনঃ' পদ, সেই মনুষ্যের বা প্রার্থনাকারীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সে ক্ষেত্রে 'ভগবানের মন' না হইয়া 'মানুষের মন' অর্থ ই সঙ্গত বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিলাম। 'অসুরঃ' পদে ভগবানকে যে বুঝাইতেছে, তাহাও মনে কল্পনা করা যায় বটে, * আবার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া 'বর্হণা' পদের সঙ্গে উহার সম্বন্ধ-সূচনা করাও সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যে নানাপ্রকারে

---

* অসুর দানব প্রভৃতি শব্দ বেদের বিভিন্ন স্থানে যে দেবতাদিগের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। এ বিষয় চতুর্ব্বিংশ-সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকের টীকায় (১২২৪-২৫ পৃষ্ঠায়) বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। তবে এখানে অন্য অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত হয় বলিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়াছি।

এই মন্ত্রের 'অসুরঃ' পদের অর্থ লইয়া আরও নানা প্রকার গবেষণা দেখিতে পাই। 'বেদার্থযত্ন' (বোম্বাই-প্রদেশে প্রচলিত একবিধ ব্যাখ্যায়) এই মন্ত্রের 'অসুরঃ' পদে 'প্রাণবান্' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহারই পাদটীকায় একটু বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে যে,—'এই শব্দে ইন্দ্রদেব যে অবিনাশী আত্মা-স্বরূপ, তাহাই বুঝা যাইতেছে। তিনি মৃণ্ময় বা পাষাণময় নহেন, তিনি আত্মময়।' ফলতঃ, এই 'অসুরঃ' পদের ব্যাখ্যায় যে বিশেষ সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার নিঘণ্টু-নিরুক্তের 'ঋজর্থাখ্য' ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দুর্গাচার্য্য এখানকার 'অসুরঃ' পদে মেঘ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—এই মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ পক্ষে সায়ণের ভাষ্যের সহিত তাঁহার ভাষ্যের পার্থক্য লক্ষিত হয়। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত দুর্গাচার্য্যকৃত 'ঋজর্থাখ্য' ভাষ্যটী এই বিশদার্থের শেষে উদ্ধৃত করা হইল।

প্রথমোক্ত অর্থেরই পোষকতা দেখিতে পাই। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় "যন্তা"-অভিধায়ে আমরা দুই প্রকার অর্থই প্রকাশ করিলাম বটে; কিন্তু ঐ 'অসুরঃ' পদে প্রধানতঃ এখানে আমরা বিভক্তি ব্যত্যয়ই স্বীকার করি। 'বর্হণা' পদের যে অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার অর্থে 'শত্রূণাং' পদটী কষ্টকল্পনা করিয়া সংযোজনা করার আবশ্যক হয়। কিন্তু 'অসুরো' পদে যদি 'অসুরস্য' ভাব পরিগ্রহণ করি, তাহা হইলে 'বর্হণা' পদের সার্থক প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। 'রথঃ' পদে রথস্বরূপ 'পরিত্রাণ-কারক' ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এখন, যথাপর্য্যায় আমাদিগের ব্যাখ্যার সঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখুন। তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয়ও উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের প্রথমাংশে ('হে মনঃ' হইতে 'অর্চ্চ' পর্য্যন্ত অংশে) মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'মন! তুমি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।' তার পর, 'যস্য' হইতে 'ধৃষৎ' পর্য্যন্ত অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন), যে জন ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিবার উপযুক্ত, তাঁহারই স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কামাদি-শত্রুর বিমর্দ্দনে, পাপ-সংশ্রব-ত্যাগে, যাঁহার চিত্ত অবিচলিত আছে এবং যাঁহার শক্তি তৎপক্ষে আপনা-আপনিই কার্য্যকরী (স্বক্ষত্রং) হয়, তাঁহারই প্রতি ঐ মন্ত্রাংশের লক্ষ্য দেখি। তদ্রূপ মনঃসম্পন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আপনা-আপনি কামাদিরিপুশত্রুর দমনে সঙ্কল্পবদ্ধ যে জন, তাঁহারই বিষয় ঐ মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে। সেই প্রকার চিত্তবিশিষ্ট জনের প্রতি ভগবান্ কিরূপ অনুগ্রহ-পরায়ণ হন, মন্ত্রের শেষাংশে ('বৃহচ্ছ্রবাঃ' হইতে 'রথঃ' পর্য্যন্ত অংশে) তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। এতদংশের অন্তর্গত হরিভ্যাং' পদটী কঠিন সমস্যামূলক ঐ পদে যুগ্ম অশ্বের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বহুস্থলে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি যে, ঐ পদে জ্ঞানভক্তি-রূপ রশ্মিদ্বয়ের ভাব সংসূচিত হয়। * তাহাতে ভাব আসে এই যে,—'জ্ঞান-ভক্তির সহিত পূজারূপ

* মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই ঋগ্বেদেরই প্রথম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের চতুর্থ ঋকে এবং দ্বিপঞ্চাশৎ সূক্তের অষ্টম ঋকে 'হরী' ও 'হরিভিঃ' পদদ্বয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

কর্ম্ম মিলিত হইলে অজ্ঞানতারূপ শত্রু (অসুরঃ) নাশ প্রাপ্ত হয়; অজ্ঞানতা নাশ-প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ অভীষ্টপূরণ করেন এবং মানুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।' ফলতঃ, মন্ত্রের শেষাংশে এই নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে যে,—'কামাদিরিপুশত্রু দমন জন্য যে জন স্বতঃ দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়, তাহারই আরাধনায় প্রীত হইয়া ভগবান্ তাহার অভীষ্টপূরণ করেন এবং তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকেন।' *

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি তোমার চিত্তকে ভগবানের প্রতি সংন্যস্ত কর; তাহাতে তোমার রিপুগণ অভিভূত হইবে, এবং তুমি পরমপদ লাভ করিবে।' † (১ম—৫৪সূ—৩ঋ)॥

---

* এই তো মন্ত্রের মন্ত্রের ভাব। এই ভাবই আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থ ও অন্যরূপ ভাব প্রকটিত দেখি। সাধারণতঃ সে সকল অর্থের প্রার্থনার ভাব এই; যথা,—

'হে স্তোতঃ! তুমি প্রদীপ্ত, মহান্ ইন্দ্রের নিমিত্ত সাধু স্তুতি-বাক্য উচ্চারণ কর, যে ইন্দ্রের শত্রুধর্ষণকারী, স্বশক্তিসম্পন্ন মন অতি ধৈর্য্যযুক্ত। তিনি অতি যশস্বী, পূজ্য, রিপু-সংহারক, অশ্ব যুগল দ্বারা চালিত, অভিলাষ-দাতা এবং গমনশীল হয়েন।"

বলা বাহুল্য, এই প্রকার অর্থে কখনই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না।

† এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্যের সহিত দুর্গাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের পার্থক্য-প্রদর্শন-জন্য নিম্নে দুর্গাচার্য্যের 'ঋজ্বর্থাখ্য' ভাষ্য উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"সব্যস্বমাপন্নস্যাস্যেন্দ্রস্যার্ষং। জগতী। ঐন্দ্রী। চতুর্থে পাদে "রথঃ হি সঃ"—ইতি পদানি। হে স্তোতঃ! 'অর্চ্চ' প্রোচ্চারয় ইন্দ্রায় 'দিবে' দ্যোতনবতে 'বৃহতে' চ মহতে, 'শূষ্যং' ধনসংযুক্তং বলকৃতিসংযুক্তং বা বচঃ। কিং লক্ষণায়েন্দ্রায় অর্চ্চ? ইতি,—'স্বক্ষত্রং যস্য' স্বমেব ক্ষত্রং ধনং বলং বা যস্য, ন কদাচিদপি যঃ পরকীয়মাকাঙ্ক্ষতীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ, যস্য 'ধৃষতঃ' ধর্ষয়তঃ, শত্রূণ্ 'ধৃষৎ' এবং ধৃষ্টং 'মনঃ' ভবতি, তদর্থমর্চ্চেতি। কিঞ্চ, যেনেন্দ্রেণ "বৃহচ্ছ্রবাঃ" বৃহদ্ঘোষঃ, "অসুরাঃ" মেঘো বা। "বর্হণা" পরিবৃদ্ধ্যা পরিবৃদ্ধেন বধেন পরিহিংসয়া বা 'পুরঃ' অর্ব্বাক্ 'হরিভ্যাং' প্রাপ্তেনৈব তাবদশ্বৌ হরী রথে যুক্তৌ তমসুরং প্রাপ্নুতঃ। অথেন্দ্রেন শীঘ্রাস্ত্রত্বাদদূরপাতিতাচ্চ 'বৃষভঃ' বর্ষিতা "কৃতঃ"। অথ চ তাবৎ 'রথো হি সঃ' রংহণো হি শীঘ্রঃ স মেঘঃ। তথাহি,—যেনেন্দ্রেণ পুরৈব হরিভ্যাং প্রাপ্তেঃ প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃত্য বর্ষিতা কৃতো মেঘঃ, তমভ্যর্চ্চ॥ এবমত্র শব্দসারূপ্যাদসুরসম্বন্ধাচ্চ "বর্হণা—পরিবর্হণা" ইত্যুপপদ্যতে।"

এই ভাষ্যে এবং নিঘণ্টু-নিরুক্তে দুর্গাচার্য্য কৃত অন্যান্য ভাষ্যে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সেখানে কোথাও কোনও অসুরের নামে কোনও দেহধারী প্রাণীকে বুঝায় না। প্রকৃতির চিরন্তন অবস্থার বা বিপ্লবের ভাবই তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রকাশমান্।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ত্বং দিবো বৃহতঃ সানু কোপয়োঽব ত্মনা

ধৃষতা শম্বরং ভিনৎ।

যন্মায়িনো ব্রন্দিনো মন্দিনা ধৃষচ্ছিতাং

গভস্তিমশনিং পৃতন্যসি॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। দিবঃ। বৃহতঃ। সানু। কোপয়ঃ। অব। ত্মনা।

ধৃষতা। শম্বরং। ভিনৎ।

যৎ। মায়িনঃ। ব্রন্দিনঃ। মন্দিনা। ধৃষৎ। শিতাং।

গভস্তিং। অশনিং। পৃতন্যসি॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বৃহতঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠস্য) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, সত্ত্বভাবনিলয়স্য স্বর্গস্য) 'সানু' (শীর্ষস্থানে অবস্থিত ইতি যাবৎ) 'মন্দিনা ধৃষৎ' (আনন্দেন যুক্তঃ, আনন্দময় ইতি ভাবঃ) 'ত্বং যৎ' (ত্বং যদা) 'কোপয়ঃ' (কুপ্যসি, বিচলিতো ভবসি, পাপকর্ম্মণাং প্রতি ক্রুদ্ধো ভবসি), তদা 'ধৃষতা' (পাপানাং ধর্ষয়িতা) 'ত্মনা' (আত্মনা স্বয়মেব) 'শম্বরং' (সুখনাশকং মনুষ্যসম্বন্ধিনং পাপং, যদ্বা—অশনিরূপং গতিশীলং পাপং, যদ্বা—কালচক্রে চিরবিদ্যমানং শান্তিহারকং শম্বরাসুরং, অজ্ঞানতারূপং পাপং ইতি ভাবঃ) 'অব ভিনৎ' (অবধীঃ, হংসি)'

তদা চ 'ব্রন্দিনঃ' (সমূহীভূতান্, স-সহচরান্) 'মায়িনঃ' (মায়াবিনঃ, কপটাচারিণঃ শত্রূণ, অজ্ঞানসহচরান্ কামাদিরিপূন্ প্রতি ইতি যাবৎ) 'গভস্তিং অশনি' (জ্ঞানরশ্মিরূপং বজ্রং, শত্রূণাং নাশমূলকং অস্ত্রং, অজ্ঞাননাশং জ্ঞানজ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'সৃতন্তসি' (প্রেরয়সি, নিক্ষেপয়সি)। অয়ং ভাবঃ—'ভগবান্ আনন্দময়ঃ। নরঃ পাপসম্বন্ধযুতঃ সন্ নিরানন্দো ভবতি। ভগবান্ কালেঽপি বিচলিতো ভূত্বা পাপনাশায় জ্ঞানরশ্মিরূপং অস্ত্রং নিক্ষেপতি। তেন পাপো নাশপ্রাপ্তো ভবতি; জীবশ্চ আনন্দং লভতে।' (১ম ৫৪সূ—৪ঋ)॥

•••

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মহৎ দ্যুলোকের (শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাব-নিলয় স্বর্গের) শীর্ষ-স্থানে অবস্থিত আনন্দময় আপনি, যখন বিচলিত হয়েন (অথবা পাপ-কর্ম্মসমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন); তখন পাপসমূহের ধর্ষয়িতা আপনি স্বয়ংই জীবের সুখনাশক পাপের প্রতি (অশনিরূপ গতিশীল পাপকে অথবা কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ শান্তিহারক শম্বরাসুরকে, অথবা অজ্ঞানতা-রূপ পাপকে) হনন করেন, এবং স-সহচর মায়াবী শত্রুগণের প্রতি (অজ্ঞান-সহচর কামাদিরিপুগণের প্রতি) জ্ঞানরশ্মি-রূপ বজ্র নিক্ষেপ করেন। (ভাব এই যে,—'ভগবান্ আনন্দময়। পাপসম্বন্ধযুক্ত হইয়া মানুষ আনন্দহারা হয়। ভগবান্ সময় সময় বিচলিত হইয়া পাপনাশের নিমিত্ত জ্ঞানরশ্মি-রূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতে পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়; জীব আনন্দ লাভ করে।') ॥ (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

•••

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং বৃহতো মহতো দিবো দ্যুলোকস্য সানু সমুচ্ছ্রিতমুপরিপ্রদেশং কোপয়ঃ। অকম্পয়ঃ। ধৃষতা শত্রূণাং ধর্ষয়িতা অনাত্মনা স্বয়মেব শম্বরমেতৎসংজ্ঞকমসুরমবভিনৎ। অবধীঃ। যৎ যদা ব্রন্দিনঃ শত্রুভয়েতুং মৃদুভাবং প্রাপ্তান্। যদ্বা বৃন্দঃ সমূহঃ। অসুরসমূহবতো মায়িনো মায়াবিনোঽসুরান্মন্দিনা হৃষ্টেন ধৃষৎ ধৃষতা প্রাগল্ভ্যং প্রাপ্নুবতা মনসা যুক্তস্ত্বং শিতাং তীক্ষ্ণীকৃতাং গভস্তিং হস্তেন গৃহীতাং। যদ্বা গভস্তিরিতি রশ্মিনাম। তদ্বতীমশনিং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি মহৎ দ্যুলোকের 'সানুসমুচ্ছ্রিতং' অর্থাৎ উপরিপ্রদেশকে কম্পান্বিত করিয়াছিলেন। শত্রুগণের ধর্ষণকারী আপনি স্বয়ংই শম্বর নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। যখন শত্রুজয়ের জন্য (শত্রুর ভয়ে) মৃদুভাবপ্রাপ্ত অথবা অসুরসমভিব্যাহারী মায়াবী অসুরসমূহকে, সহর্ষে ধর্ষণকারী প্রাগল্ভ্যপ্রাপ্ত মনের দ্বারা যুক্ত আপনি আপনার হস্তের দ্বারা গৃহীত তীক্ষ্ণীকৃত (অথবা গভস্তি পদ রশ্মিনামবাচক, তদ্বৎ) অশনিকে সেই

বজ্রং। পৃতন্যসি। তানসুরাঞ্জেতুং পৃতনারূপেণেচ্ছসিতান্‌প্রতি প্রেরয়সীত্যর্থঃ। তদানীং বৃহতো দিবঃ সানু কোপয়ঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥

কোপয়ঃ। কুপ্‌ কোপে। ণ্যন্তাল্লঙি বহুলছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। ত্মনা। মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মন ইত্যাকারলোপঃ। ধৃষৎ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া লুক্‌। শিতাং শো-তনূকরণে। নিষ্ঠায়াং শাচ্ছোরন্যতরস্যাং। পা০ ৭।৪ ৪১। ইতীকারাদেশঃ। পৃতন্যসি। পৃতনা-শব্দাৎ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্‌। কব্যধ্বরপৃতনস্যেত্যলোপঃ প্রত্যয়স্বরঃ॥ (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

• • •

চতুর্থ (৪৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী বড় জটিল-ভাবাপন্ন। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে সে জটিলতা ছিন্ন করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ মন্ত্রের যে অর্থ এখন দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কোনরূপ সদ্ভাব গ্রহণ করাও বড়ই আয়াসসাধ্য। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ-সমূহের ভাব এই যে,—'এক সময়ে শম্বর নামক এক অসুরকে ইন্দ্রদেব বধ করিয়াছিলেন; আর, মায়াবী অসুরগণের প্রতি স্বহস্ত-ধৃত বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি যখন এইরূপে একটী অসুরকে বধ করেন এবং অন্যান্য অসুরগণের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন, তখন স্বর্গের উপরিভাগ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।'

ইহাই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থসমূহের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে কি যে তাৎপর্য্যার্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে, আমরা তাহা বুঝিয়া পাই না। সুতরাং আমাদিগের পরিগৃহীত পথের অনুসরণে আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

"বৃহতঃ দিবঃ সানু"—এই তিনটী পদে, আমরা মনে করি, সেই

অসুরসমূহ জয়ের জন্য, পৃতনারূপে উচ্ছ্বসিত অসুরগণের প্রতি প্রেরণ (নিক্ষেপ) করেন; তখন মহৎ দ্যুলোকের উপরিদেশ প্রকম্পিত হয়,—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে।

কোপয়। কুপ ধাতু কোপার্থ-বাচক। ণ্যন্ত-হেতু লঙে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। ত্মনা। 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ। ধৃষৎ। 'সুপাং সুলুক্‌' ইত্যাদি নিয়মে তৃতীয়ার লোপ। শিতাং। শো ধাতু তনূকরণার্থবাচক। 'নিষ্ঠায়াং শাচ্ছোরন্যতরস্যাং' (পা০ ৭।৪।৪১) ইত্যাদি নিয়মে আকারের আদেশ হইয়াছে। পৃতন্যসি। 'পৃতনা' শব্দের উত্তর 'সুপ্‌ আত্মনঃ ক্যচ্‌' ইত্যাদি নিয়মে আত্মনেপদে ক্যচ্‌ প্রত্যয়। 'কব্যধ্বরপৃতনস্য' ইত্যাদি বিধানানুসারে অন্ত্যলোপ এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। (১ম - ৫৪সূ—৪ঋ)॥

আনন্দময় ভগবানের আবাস-স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবান্ কোথায় অবস্থিতি করেন? শ্রেষ্ঠ স্বর্গের শীর্ষস্থানে অথবা শুদ্ধসত্ত্বের আশ্রয়ভূত পরম পবিত্র সাধুগণের হৃদয়ে—তিনি বিরাজমান্ আছেন। কি ভাবে কিরূপে তাঁহার বিদ্যমানতা, "মন্দিনা ধৃষৎ" পদদ্বয়ে তাহারই আভাস প্রাপ্ত হই। তিনি আনন্দময়; আনন্দ-রূপেই স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে অথবা সাধকগণের পবিত্র হৃদয়ে বিদ্যমান্ থকেন। এমন যে তিনি, তিনিও সময় সময় বিচলিত হয়েন অথবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। 'কোপয়ঃ' পদে তাঁহার সেই বিচলনের বা কোপাবেশের ভাব প্রাপ্ত হই। আনন্দ-ময় ভগবান্ কখন বিচলিত ও কোপাবিষ্ট হয়েন? পাপের প্রভুত্ব, সময় সময় সীমা লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে। তাহার আক্রমণে, সময় সময় সাধুগণ পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। এইরূপে পাপের যখন বড় বাড় বাড়ে, পাপ আসিয়া যখন সকল মানুষকেই আক্রমণের চেষ্টা করে, যখন পাপের কুহকে পড়িয়া মানুষ একে একে কুকর্ম্মে রত হইতে বাধ্য হয়, তখন আর ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি যে বলিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তখন সেই সময় উপস্থিত হয়,—তাঁহার আবির্ভাবের আবশ্যক হইয়া পড়ে। মন্ত্রান্তর্গত 'যৎ' পদ সেই কালকে লক্ষ্য করিতেছে। সেই অবস্থায়, সংসারকে রক্ষার জন্য, ভগবান স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয়েন। তিনি পাপের বিমর্দ্দনকারী; 'ধৃষতা' পদ তাঁহার সেই স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। আর জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাপকে বিধ্বস্ত করেন, 'স্মনা' পদে তাহাই বুঝিতে পারি।

'শম্বরং' পদ কেন অসুর-বিশেষকে বুঝাইবে? শান্তিকে বা সুখকে যে আবৃত করে অর্থাৎ নাশ করে, সেই 'শম্বর' (শম্+বৃ+অ)। এই 'শম্বরং' পদে আর এক দিক হইতে 'অশনিরূপ গতিশীল পাপ' অর্থও অধ্যাহার করা যায়। * ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকার অর্থেই ঐ পদে পাপকেই

---

* একপঞ্চাশৎ-সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে শম্বর পদের আলোচনা দ্রষ্টব্য। নিঘণ্টু-নিরুক্তেও 'শম্বরং' পদে শম্বর নামক কোনও অসুরকে লক্ষ্য করা হয় নাই। সেখানে 'শম্বরং' পদ 'মেঘ' নাম মধ্যে লিখিত হইয়াছে। তদনুসারে 'বৃত্র'ও মেঘ, 'অহি'ও মেঘ, 'অসুর'ও মেঘ

বুঝাইয়া থাকে। যদি অসুর বলিয়াই তাহাকে মনে করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শান্তি-অপহারক সেই অসুর কালচক্রে চিরবিদ্যমান্ থাকিয়া মানুষকে অহরহ আক্রমণ করিতেছে,—সদাকাল মানুষের শান্তি অপহরণ করিয়া লইতেছে। মানুষের সুখ-শান্তির অপহরণকারী যে প্রধান শত্রু, সে কি প্রকার? অজ্ঞানতাই মানুষের প্রধান শান্তি-নাশকারী নহে কি? আমরা মনে করি, এখানে 'শম্বরং' পদে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকেই লক্ষ্য করিতেছে। সেই শত্রুকে ভগবান্ যখন বিচ্ছিন্ন করেন, তখনই জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়,—তখনই জ্ঞান-জ্যোতীরূপ বজ্রের আঘাতে মায়াবী কপটাচারী শত্রুগণ (অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ) নিহত হইয়া থাকে। 'গভস্তিং' পদে হস্ত অর্থই সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'ইন্দ্রদেব আপন হস্তে যে বজ্র ধরিয়া ছিলেন, সেই বজ্র কতকগুলি শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।' কিন্তু সে সকল কেবল রূপক মাত্র। ভগবানের হস্ত-পদ পরিকল্পনা এবং তাঁহার কর-ধৃত অস্ত্রের সম্ভাবনা—সে কেবল অল্পবুদ্ধি মানুষের ধ্যান-ধারণার সহায়তা মাত্র। নচেৎ, এখানকার তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা যেমন নাশ-প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচর রিপুগণের প্রভাবও তেমনিই অন্তর্হিত হইয়া থাকে।

উপসংহারে আর একবার সমগ্র মন্ত্রটীর আলোচ্য বিষয় যথাপর্য্যায় আলোচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রটী ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপন করিতেছে। তাহাতে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—তিনি আনন্দময়; শ্রেষ্ঠ আনন্দ-নিবাসে অবস্থিতি করেন। তার পর বলা হইয়াছে,—মানুষ পাপের দ্বারা আক্রান্ত হইলে তিনি বিচলিত হয়েন। তখন জীবের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার কারুণ্যমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ধরণী যখন পাপভারে ভারাক্রান্তা হন, ভগবান্ তখন অবতার-রূপে আবির্ভূত হইয়া ধরণীর পাপভার হরণ করেন। এখানে মন্ত্রার্থে যেন সেই লক্ষ্য প্রকাশ পাইতেছে। ধরণীর উদ্ধারের

'শম্বর'ও মেঘ। ইহাতে এক পর্য্যায়ভুক্ত ঐ সকল শব্দে একই অর্থ আসে। অজ্ঞানতা (পাপ) ভিন্ন অন্য কোনও অর্থে, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। আমরা তাই ঐ সকল পদে অজ্ঞানতা বা পাপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

জন্য তিনি স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাপকে বিনাশ করেন,—পাপ সহচর রিপুগণ তৎকর্তৃক বিমর্দ্দিত হয়। পর পর এবংবিধ নিত্যসত্যতত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাপিত দেখি। (১ম—৫৪সূ—৪ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

নি যদ্বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শুষ্ণস্য

চিদ্ব্রন্দিনো রোরুবদ্বনা।

প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা যদদ্যা

চিৎ কৃণবঃ কস্ত্বা পরি॥ ৫॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। যৎ। বৃণক্ষি। শ্বসনস্য। মূর্দ্ধনি। শুষ্ণস্য।

চিৎ। ব্রন্দিনঃ। রোরুবৎ। বনা।

প্রাচীনেন। মনসা। বর্হণাহবতা। যৎ। অদ্য।

চিৎ। কৃণবঃ। কঃ। ত্বা। পরি॥ ৫॥

* * *
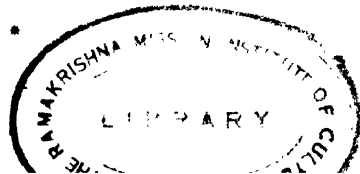
মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! যদা 'ত্বং' 'রোরুবৎ' (ভয়দং শব্দং কুর্ব্বাণঃ, বিবেকরূপেণ অস্মান্ তাড়য়সি) তদা 'বৃন্দিনঃ' (বৃন্দিনঃ, অনুচরসমূহবিশিষ্টস্য) 'শ্বসনস্য' (শ্বসনং আস্ফালনং আক্রমণং বা কুর্ব্বতঃ) 'শুষ্ণস্য' (সদ্ভাবশোষকস্য পাপস্য) 'মূর্দ্ধনি' (শিরসি, প্রাধান্যে ইতি ভাবঃ) 'বনা' (উদকানি, আবরণানি—স্নেহকারুণ্যরূপাণি, শুদ্ধসত্ত্বস্য আবরণানি) 'নি বৃণক্ষি' (প্রেরয়সি, আচ্ছাদয়সি, সত্ত্বভাবেন পাপপ্রাধান্যং নশ্যসি ইতি ভাবঃ); 'বর্হণাবতা' (শত্রূণাং হিংসাপরায়ণেন, রিপূণাং বিমর্দ্দকেন) 'প্রাচীনেন' (অপরাঙ্মুখেন, যদ্বা—সনাতনপন্থানুসারিণা) 'মনসা' (চিত্তেন, মনঃসংযুক্তেন জনেন সহ মিলিত্বা ইতি যাবৎ) 'অদ্যচিৎ' (নিত্যমেব) 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'কৃণবঃ' (কর্ম্মপরায়ণো ভবসি, তেষাং পরিত্রায়সি) তদা 'কঃ' (কো জনঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরি' (উপরি বর্ত্ততে ইতি শেষঃ, তব প্রভাবং লঙ্ঘ্যতে ইতি ভাবঃ) ন কোঽপীত্যর্থঃ। মন্ত্রস্য ভাবঃ—'অসীমা ভগবন্মহিমা; বিবেকরূপেণ ভগবান্ যদা হৃদি আগচ্ছতি, মনুষ্যাণাং সৎকর্ম্মণা পাপস্তদা দূরীভবতি; পাপসম্বন্ধত্যাগায় সৎসঙ্কল্পবিশিষ্টেন মনসা সহ ভগবতোঽচ্ছেদ্যঃ সম্বন্ধঃ; সৎসঙ্কল্পান্বিতান্ জনান্ ভগবান্ অবাধেন ত্রায়তে।' (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! যখন আপনি বিবেক রূপে আমাদিগকে তাড়না করেন; তখন, সেই অনুচরসমূহবিশিষ্ট আস্ফালনকারী (আক্রমণকারী সত্ত্বভাবশোষক পাপের মস্তকে (অর্থাৎ পাপের প্রাধান্যের উপরে) আপনি শুদ্ধসত্ত্বের (স্নেহ-কারুণ্যাদির) আবরণকে নিক্ষেপ করেন (অর্থাৎ সত্ত্বভাবের দ্বারা পাপের প্রাধান্যকে নাশ করিয়া থাকেন); রিপু-বিমর্দ্দক সনাতন-পন্থানুসারী চিত্তবিশিষ্ট জনের সহিত মিলিত হইয়া, চিরকালই যখন আপনি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, তখন কে আর আপনার উপরে আছে? অর্থাৎ, কেহই আপনার প্রভাব লঙ্ঘন করিতে পারে না। (ভাব এই যে,—'ভগবানের মহিমার সীমা নাই। বিবেকরূপে ভগবান্ যখন হৃদয়ে আগমন করেন, মনুষ্যের সৎকর্ম্মের দ্বারা পাপ তখন দূরীভূত হয়; পাপসম্বন্ধ-ত্যাগে সৎসঙ্কল্পবিশিষ্ট মনের সহিত ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; সৎসঙ্কল্পান্বিত জনগণকে ভগবান্ অবাধে পরিত্রাণ করেন।')॥ (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং রোরুবৎ মেঘৈরত্যর্থং শব্দয়ন্ শ্বসনস্য। অন্তরিক্ষে শ্বসতীতি শ্বসনো বায়ুঃ। তস্য ব্রন্দিনঃ স্বকিরণৈরাম্রফলাদীন্মৃদুভাবং প্রাপয়তঃ শুষ্কস্য চিৎ রসানাং শোষয়িতুরাদিত্যস্যাপি মূর্দ্ধন্যুপরিপ্রদেশে বনা বনান্যুদকানি যস্তম্ভিরবৃণক্তি। আবর্জ্জয়সি। প্রাপয়সীত্যর্থঃ। বায়ুনা সূর্য্যকিরণৈশ্চ বৃষ্টা আপঃ সূর্য্যস্যোপরি পুনরবস্থাপ্যন্তে। তদেবাবস্থাপনমিন্দ্রঃ করোতীত্যুপচর্য্যতে। প্রাচীনেন প্রকর্ষেণ গন্ত্রা। অপরাঙ্মুখেনেত্যর্থঃ। বর্হণাবতা। নিবর্হয়তীতি বধকর্ম্মসু পাঠাদ্বর্হণা শত্রূণাং হিংসা। তদ্বতা। এবম্ভূতেন মনসা যুক্তস্ত্বং যদ্যস্মাদস্থা চিদস্যাপি কৃণবঃ। ঘর্ম্মকালে সূর্য্যস্যোপরি ভৌমান্ রসানবস্থাপয়সি বর্ষাসু চ বর্ষয়সীতি। যস্মাদেতৎকুরুষে তস্মাৎকারণাত্ত্বাং পর্য্যুপরি কো বর্ত্ততে। ন কোঽপীত্যর্থঃ। অতস্ত্বমেব সর্ব্বাধিক ইতি ভাবঃ॥

বৃণক্তি। বৃজী বর্জ্জনে। রৌধাদিকঃ। সিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদ-নিঘাতঃ। প্রাচীনেন। প্রপূর্ব্বাদঞ্চতেঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। বিভাষাঞ্চেরদিক্স্ত্রিয়ামিতি স্বার্থে খঃ। খস্যেনাদেশঃ। অচ ইত্যাকারলোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। খ-প্রত্যয়স্য সতি শিষ্টত্বাত্তদাদেশস্যোপদেশিবদ্ভাবেনেকার উদাত্তঃ। অস্থা চিৎ। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। কৃণবঃ। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বান্নুম্। লেটি সিপ্যডাগমঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র। আপনি 'রোরুবৎ' অর্থাৎ মেঘের দ্বারা অত্যর্থ শব্দ করিয়া, 'শ্বসনস্য' অন্তরিক্ষে শ্বসনশীল বায়ুর এবং আম্রফলাদির মৃদুভাব প্রাপণকারী ও সাদির শোষক সূর্য্যের উপরিদেশে উদকসমূহকে প্রাপ্ত করান (অর্থাৎ জল বর্ষণ করেন)। বায়ুর দ্বারা এবং সূর্য্যকিরণের দ্বারা বৃষ্টির জল সূর্য্যের উপরে পুনঃ অবস্থাপিত হয়। ইন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপে (সূর্য্যের উপরে জলকে) অবস্থাপিত করেন বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃষ্টরূপে গন্ত্রা অর্থাৎ অপরাঙ্মুখভাবে শত্রুগণের হিংসা-সম্বন্ধী মনোযুক্ত ('নিবর্হয়তি' পদ বধকর্ম্মে পঠিত হয় বলিয়া 'বর্হণা' পদে শত্রুগণের প্রতি হিংসা বুঝায়) অর্থাৎ শত্রুনাশকারী, আপনি যেহেতু অস্থ যাহা সম্পন্ন করেন অর্থাৎ সূর্য্যের উপরিভাগে ভূমিরস স্থাপন করেন এবং বর্ষাকালে তাহা বর্ষণ করেন—এই হেতু, আপনার উপরে আর কে আছে? অর্থাৎ আপনার ন্যায় শক্তিশালী আর কেহই নাই। অতএব, আপনিই সকলের শ্রেষ্ঠ—ইহাই ভাবার্থ।

বৃণক্তি। বর্জ্জনার্থক 'বৃজী' হইতে নিষ্পন্ন। রুধাদিগণীয়। সিপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও বিকরণ-স্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। প্রাচীনেন। ঋত্বিগ্‌গণ এতদ্দ্বারা অর্চ্চনা করে—এই অর্থে প্র-পূর্ব্বক ধাতুর উত্তর কিন্ প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি নিয়মে ন-এর লোপ। 'বিভাষাঞ্চেরদিক্স্ত্রিয়াং' সূত্রানুসারে স্বার্থে খঃ-প্রত্যয়। খ-র স্থানে এন আদেশ। অচের অকার লোপ হইলে 'চৌ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘত্ব। 'সতি শিষ্টত্বাৎ' প্রভৃতি নিয়মে খ-প্রত্যয়ের উত্তর অদাদেশের উপদেশ থাকিলেও ইবদ্ভাব-হেতু একারের উদাত্তত্ব হইয়াছে। অস্থ চিৎ। নিপাতস্য চ' নিয়মে দীর্ঘত্ব হইয়াছে। কৃণবঃ। হিংসাকরণার্থক 'কৃবি' হইতে নিষ্পন্ন। ইদিত্ব-

ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যুপ্রত্যয়ঃ। বকারস্যাকারাদেশশ্চ। তস্যাতো লোপে সতি স্থানিবদ্ভাবা-ল্লঘূপধগুণাভাবঃ। গুণাবাদেশৌ। আগমানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। অত্র নিরুক্তং। ব্রন্দী ব্রন্দতের্ম্মৃদুভাবকর্ম্মণঃ। নিবৃণক্তি যচ্ছ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শব্দকারিণঃ শুষ্ণস্যাদিত্যস্য চ শোষয়িতু রোরূয়মাণো বনানীতি বা বধেনেতি বা। নি০ ৫.১৬। ইতি। বধেনেতি পক্ষে মেঘস্য বধেনেতি ব্যাখ্যেয়ং॥ (১মম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে সপ্তদশো বর্গঃ॥ ১.৪.১৭॥

* * *

পঞ্চম (৬৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থসমূহে বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে একের সহিত অন্যের অল্পই সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সায়ণাচার্য্য ও দুর্গাচার্য্য এই মন্ত্রের যে ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, সেই দুই ভাষ্যেও যে পার্থক্য নাই—তাহা বলিতে পারি না। আবার সায়ণভাষ্যের অনুসরণে যে সকল অনুবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহারও মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই দুই বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেও মন্ত্রার্থ কিরূপ বিভিন্ন ভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রচলিত সেই দুই বঙ্গানুবাদ; যথা;—

(১) "হে ইন্দ্র, আপনি মেঘ দ্বারা অতিশয় শব্দ করিয়া শ্বসনকারি এবং অনুচরবর্গ-সমেত শুষ্ণাসুরের মস্তকোপরি বৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক ভেদ করেন। এবং অপরাঙ্মুখ গতির এবং শত্রু হিংসায় ইচ্ছা-বিশিষ্ট মনের সহিত আপনি ইদানীংও তাহা করিতে পারেন। অতএব আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?"

প্রযুক্ত মুম্। লেট-প্রযুক্ত সিপের উত্তর আট আগম হইয়াছে। 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ' ইত্যাদি নিয়মে উ-প্রত্যয়। বকারের স্থানে আকার আদেশ। 'আতো লোপে সতি' নিয়মে তাহার স্থানিবদ্ভাবহেতু লঘূপধগুণের অভাব হইয়াছে। আগমের অনুদাত্তত্ব-প্রযুক্ত বিকরণ-স্বর। এখানে নিরুক্ত-মত উদ্ধৃত হইল,—"ব্রন্দী ব্রন্দতের্ম্মৃদুভাবকর্ম্মণঃ। নিবৃণক্তি যচ্ছ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শব্দকারিণঃ শুষ্ণস্যাদিত্যস্য চ শোষয়িতু রোরূয়মাণো বনানীতি বা বধেনেতি বা। (নি০ ৫।১৬)। ইতি।" এখানে "বধেনেতি" ইত্যাদি পক্ষে মেঘের বধ বা বিদারণ ইত্যাদি রূপ ব্যাখ্যা হইবে। (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪.১৭॥

* * *

(২) "হে ইন্দ্র! তুমি (মেঘ গর্জ্জন দ্বারা) শব্দ করিয়া বায়ুর উপর এবং (জল) শোষক ও (ফল) পরিপাককারী (সূর্য্যের) মস্তকে জল বর্ষণ করিয়াছ। তোমার মন পরিবর্ত্তন রহিত এবং শত্রুবিনাশে রত, তুমি অন্য যে কার্য্য সম্পাদন করিলে তাহাতে কে তোমার উপরে আছে?"

এক প্রকার অর্থে শুষ্ণ নামক অসুরের মস্তকোপরি বৃষ্টিপাতের বিষয় এবং অন্য প্রকার অর্থে সূর্য্যের মস্তকে জল-বর্ষণের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। ইহার কোন্ অর্থ আমরা স্বীকার করিব? সায়ণও পূর্ব্বে একবার (একপঞ্চাশৎ-সূক্তের ষষ্ঠী ঋকের ভাষ্যে) শুষ্ণকে অসুর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে আবার তিনি 'শুষ্ণ' শব্দে রস-সমূহের শোষয়িতা আদিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেখানে সায়ণ-ভাষ্যে প্রকাশ,—কুৎস ঋষিকে রক্ষার জন্য ইন্দ্রদেব শুষ্ণ অসুরকে হত্যা করিয়াছিলেন। এখানে আবার দেখিতেছি, সেই শুষ্ণ রস-শোষক আদিত্য হইয়াছেন। তার পর, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকে 'ব্রন্দিনঃ' পদে 'শত্রুজয়ের জন্য মৃদুভাব প্রাপ্ত' অথবা 'সমূহ' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, ঐ 'ব্রন্দিনঃ' পদে স্বকিরণ দ্বারা আম্রফলাদিকে মৃদুভাব পাওয়াইতেছেন। এ বড়ই সমস্যার বিষয় নহে কি? নিঘণ্টু-নিরুক্তে দুর্গাচার্য্যের ভাষ্যে এই ঋকের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মেঘ-হননে বৃষ্টি-দানে ইন্দ্রদেব যে অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন, উহাতে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সে ভাষ্যটী আমরা যে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; তদ্দ্বারা বেদের ব্যাখ্যায় কোথায় কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা উপলব্ধ হইবে। এই ঋঙ্মন্ত্রের দুর্গাচার্য্য-কৃত ভাষ্য; যথা,—

সব্যস্যেয়মার্ষমাঙ্গিরসস্য। জগতী। ঐন্দ্রী। স পুনরিন্দ্র এবাঙ্গিরসঃ পুত্রত্বমাপন্ন॥ "নিবৃণাক্ষি" নিবর্ণয়সি "যৎ" যত্ত্বং হে ভগবন্নিন্দ্র! মেঘং হত্বা "শ্বসনস্য" 'শব্দকারিণঃ' বায়োঃ "মূর্দ্ধনি" উপরি "শুষ্ণস্য চিৎ" 'শোষয়িতুঃ' অপি ভগবতঃ 'আদিত্যস্য' "ব্রন্দিনঃ" মৃদুভাবকর্ত্তুঃ, আদিত্যেন হি পরিপচ্যমানং সংস্তব্ধমপি বদরতিন্দুকাদি মৃদু ভবতি, তস্মাদসৌ ব্রন্দী। তস্যাপ্যেবং কর্ম্মকারিণো মণ্ডলং প্রত্যূর্দ্ধং "রোরুবৎ" স্তনয়িত্নুশব্দং কুর্ব্বাণঃ। "বনা" 'বনানি' বিক্ষিপসি। উর্দ্ধমধশ্চ বনানি উদকানি বিক্ষিপতো ন তে শক্তিপ্রতিঘাতোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। যাস্মিংস্ত পক্ষে "বধেন"—"ইতি বা" নির্ব্বচনং, তস্মিন্ পক্ষে 'বনা'—ইত্যেষ শব্দো মেঘবধেনেতি প্রযোজ্যঃ। উদকশব্দশ্চৈতস্মিন্ পক্ষেঽধ্যাহার্য্যো নিবর্জ্জনসম্বন্ধাৎ। 'প্রাচীনেন' প্রাগঞ্চিতেন, অদীনেন, তস্মিন্ কর্ম্মণ্যভিমুখেন, 'মনসা' 'বর্হণাবতা'

হিংসাবতা 'যৎ' 'অস্য চিৎ' অস্যাপি ত্বং কর্ম্ম 'কৃণবঃ'; করোষ্যেব, অসুকরমন্যৈঃ, তস্মাদ্ ব্রবীমি, 'কঃ ত্বা পরি ?' কোহন্যস্ত্বাং উপরি বর্ত্ততে, ত্বমেব সর্ব্বভূতানি পরিগৃহ্য বর্ত্তস ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ এবমত্র "ব্রন্দি"—শব্দনাদিত্য উক্তঃ। তৎ পুনরেতদস্পষ্টং মৃদুভাবকারণাদাদিত্যস্য ব্রন্দিত্বমিত্যস্য ব্রন্দিত্বমিতি। অতো ব্রন্দিশব্দস্য মৃদুভাবাখ্যো-পপিপাদয়িষয়া ব্রীডয়তিনা সংস্তম্ভার্থবাচিনা সহ সম্বন্ধোঽত্র ব্রন্দতেঃ প্রয়োগঃ॥

প্রোক্ত ভাষ্যে 'শ্বসনস্য' পদে 'শব্দকারী বায়ু' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, এব 'মূর্দ্ধনি' পদকে তাহার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট করা হইয়াছে। তাহাতে 'শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি' পদদ্বয়ে 'বায়ুর উপরি' অর্থ পরিগৃহীত দেখি। 'শুষ্ণস্য চিৎ' পদদ্বয়ে 'শোষণকারী' অর্থাৎ 'ভগবান্ আদিত্য' অর্থ দাঁড়াইয়াছে। এখানে শুষ্ণ নামক অসুরের পরিকল্পনাও দেখি না, তাহার মস্তকে বারিবর্ষণের ভাবও পাই না। 'ব্রন্দিনঃ' পদ এখানে 'মৃদুভাবকারী' অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। এতদনুসারে 'শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শুষ্ণস্য চিৎ ব্রন্দিনঃ' —এই কয়েকটী পদের অর্থ দাঁড়াইল,—'আদিত্যের দ্বারা পরিপচ্যমান্ হওয়ায় জলের দ্বারা ফলসমূহ মৃদুভাব প্রাপ্ত হয়।' এ পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মে উত্তাপ ও বৃষ্টি-নিবন্ধন ফলাদির পরিপক্কতা সম্পাদন প্রভৃতি মন্ত্রাংশের লক্ষ্য বলিয়া প্রতীয়মান্ হয়। মন্ত্রে সেইরূপ প্রার্থনাই যেন ইন্দ্রদেবের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা প্রচারিত; কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাই আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। তবে সকল প্রকার ব্যাখ্যার সারনিষ্কর্ষে আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার সমীচীনতা উপলব্ধ হয়। কি কারণে আমরা যে এবংবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে, মন্ত্রান্তর্গত এক একটী পদের মর্ম্মানুশীলনে তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিয়া দেখুন। প্রথমতঃ 'রোরুবৎ' পদ। ঐ পদের যে অর্থ পূর্ব্বে (এই সূক্তের প্রথম ঋকে) গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ অব্যাহত রহিল। তাহাতে ভাব দাঁড়াইল,—'ভগবান্ যখন বিবেক-রূপে আসিয়া আমাদিগকে তাড়না করেন।' তখন কি হয়? 'ব্রন্দিনঃ' শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি বনা নিবৃণক্ষি'—মন্ত্রের এই অংশে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সদ্ভাব-শোষক পাপ যখন স্বদল-বলে আস্ফালন করিয়া আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করে, বিবেকের তাড়নায় মানুষের প্রাণে তখন যদি একটু জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে, সত্ত্ব-

ভাবের দ্বারা সে পাপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ভগবানই সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ;—শত্রুর প্রাধান্য খর্ব্ব করিবার জন্য মানুষের প্রাণে সত্ত্ব-ভাবের প্রবাহ ভগবদনুকম্পায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। মন্ত্রের ঐ অংশ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'শ্বসনস্য' পদে 'শব্দকারীর' অর্থ আসে। তাহা হইতে ভাষ্যে 'বায়ু' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং আমরা 'আস্ফালনকারীর' বা 'আক্রমণ-কারীর' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শ্বসন' (শব্দ) হইতেই আস্ফালনের বা আক্রমণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন, পাপের আস্ফালন বা আক্রমণ কখন প্রকাশ পায় ? মানুষ যখন পাপের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে ; কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতির বশতাপন্ন হইয়া মানুষ যখন অপকর্ম্মের পর অপকর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হয় ; তখনই পাপের 'শ্বসনস্য' ভাব দেখিতে পাই না কি ? 'ব্রন্দিনঃ' পদে পূর্ব্বেও 'স-সহচর' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি ; এখানেও 'সহচর-বিশিষ্ট' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম। সদ্ভাব-শোষক পাপের (শুষ্ণস্য) সহচর কাহারা ? কাম-ক্রোধাদি রিপুগণই পাপের প্রধান সহচর নহে কি ? 'ব্রন্দিনঃ' পদে এখানে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। নিরুক্তের অনুসারী ভাষ্যে 'ব্রন্দিনঃ' পদে সূর্য্যের মৃদুভাবকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে ভাষ্যার্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। 'মূর্দ্ধনি' পদে শীর্ষস্থানকে বুঝায়। প্রাধান্যই শীর্ষস্থান। পাপের প্রাধান্য আবৃত (খর্ব্ব—উন্মূলিত) হয় কিসে ? সে কি—সত্ত্বভাবের দ্বারা নহে ? 'বনা' পদ 'উদক' অর্থে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। জলপ্রবাহ আসিয়া অসুরের মস্তককে আবৃত করে,—ইহার তাৎপর্য্য কি ? জ্ঞান-প্রভাব দ্বারা অজ্ঞান আঁধারকে, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অসদ্ভাবকে, আবৃত করে ;—এই অর্থই এখানে সমীচীন বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম পাদের মর্ম্মার্থ এই যে,—'ভগবান্ যখন বিবেক-রূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার বাণী যদি শ্রবণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে পাপের প্রভাব একেবারে খর্ব্ব হইয়া যায়,—সত্ত্বভাবের সুধাধারায় পাপ কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়।'

এক্ষণে মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। এই অংশের 'মনসা' পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই সাধারণ

মত। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে ঐ 'মনসা' পদ সাধকের বা প্রার্থনাকারীর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। যাঁহার চিত্ত রিপু-দমনে সনাতন-ধর্ম্মের অনুসারী, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া রিপুদমনে সমর্থ হইয়াছে; ভগবান্ তাঁহারই সহিত মিলিত হন,—তাঁহাকেই কৃপা করেন,—তাঁহারই উদ্ধারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। "বর্হণাবতা প্রাচীনেন মনসা যৎ অস্মা চিৎ কৃণবঃ"—এই ব্যাকাংশে পূর্ব্বোক্ত ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। রিপুগণের দমনকারী চিত্ত—মানুষেরই হওয়া আবশ্যক। ভগবৎ-সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি বাহুল্য মাত্র। 'বর্হণাবাতা প্রাচীনেন মনসা যুক্তো ভগবান্'—এবংবিধ অন্বয়ের যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি না। আমাদিগের মত এই যে, 'প্রাচীনেন' পদে 'সনাতন-পন্থানুসারী' অথবা 'ভগবানের প্রতি একান্ত ন্যস্ত (অপরাঙ্মুখ)' ভাব বুঝায় এবংবিধ মনঃসংযুক্ত মনুষ্যের প্রতি ভগবানের করুণা প্রকাশ পায়; ভগবদ্ভক্ত জনের প্রতি ভগবানের করুণার সীমা নাই। এই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। শ্রীভগবান্ যে গীতায় বলিয়াছেন,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"; এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রাচীনেন' পদে, আমরা মনে, করি, সেই স্বধর্ম্মের প্রতি অপরাঙ্মুখতার বা আসক্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। স্বধর্ম্ম যদি দোষান্বিতও হয় এবং পরধর্ম্ম যদি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিতও হয়, তথাপি স্বধর্ম্মের অনুরাগী হইবে; তাহাতে নিধন হইতে হইলেও, তাহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিবে। তাহাতেই ভগবান্ মানুষকে রক্ষা করেন; আর তজ্জন্যই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'সনাতন ধর্ম্মানুসারী রিপুদমনকারী জনের প্রতি করুণা-সম্পন্ন হইয়া, ভগবান্ তাঁহাদিগের পরিত্রাণ-সাধন করেন। সে তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য,—সে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের পরিচায়ক।'

উপসংহারে, এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য হইতে, প্রাচীন আর্য্যগণের যে এক বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি। সূর্য্যোত্তাপে পৃথিবী হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, এবং পরে তাহা ভূপতিত হইয়া ধরণীকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এ তত্ত্ব তুলনায় বড় অধিক দিন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সনাতন বেদের উপমায় বিভিন্ন

মন্ত্রেই এতদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্যে যে ভাব প্রকটিত, পূর্ব্ববর্ত্তী আরও দুইটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আমরা এ বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। সেই দুইটী মন্ত্র এই ; যথা,—

"ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ॥" (১ম—৩সূ ৪ঋ)॥ *

"যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে।
উর্ব্বীরাপো ন কাকুদঃ॥" (১ম—৮সূ—৭ঋ)॥ *

পৃথিবীর গতি, মাধ্যাকর্ষণ, ব্যোমযান, বাষ্পীয় রথ প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনও তত্ত্বই বেদের অনধিগত ছিল না। অষ্টকের শেষে বেদের যে নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইবে, তাহাতেই সে সকল সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। (১ম—৫৪সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্বমাবিথ নর্য্যং তুর্ব্বশং যদুং ত্বং তুর্ব্বীতিং
বয্যং শতক্রতো।
ত্বং রথমেতশং কৃত্ব্যে ধনে ত্বং পুরো
নবতিং দম্ভয়ো নব॥ ৬॥

* * *

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' ১৬৩ ১৭০ পৃষ্ঠায়, ঐ দুই মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, এ বিষয়ের আলোচনা দেখুন।

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। আবিথ। নর্য্যং। তুর্ব্বশং। যদুং। ত্বং। তুর্ব্বীতিং।

বয্যং। শতক্রতো ইতি শতঽক্রতো।

ত্বং। রথং। এতশং। কৃত্ব্যে। ধনে। ত্বং। পুরঃ।

নবতিং। দম্ভয়ঃ। নব ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (হে পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বা অশেষকর্ম্মন্ ভগবন্) 'নর্য্যং' (নরহিতসাধকং) 'তুর্ব্বশং' (কর্ম্মপ্রভাবেন ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তং, সৎকর্ম্মকারিণং ইতি ভাবঃ) 'যদুং' (অমিতসাধনসাপেক্ষং জনং) 'ত্বং আবিথ' (ত্বং ররক্ষিত, ত্বমেব রক্ষসি ইতি ভাবঃ); 'বয্যং' (প্রজ্ঞারূপং) 'তুর্ব্বীতিং' (ত্রাণকারকং দেবভাবং) 'ত্বং' (ত্বমেব রক্ষসি); 'এতশং' (গমনশীলং, ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকং) 'রথং' (মনোরথং, কর্ম্ম বা) 'ত্বং' (ত্বমেব রক্ষসি); 'ধনে' (পরমধনলাভায়) 'কৃত্ব্যে' (সংগ্রামে, পাপেন সহ দ্বন্দ্বে) 'নবতিং নব' (নবনবকং, সৎকর্ম্মনিবহং) 'পুরঃ' তদাশ্রয়স্থানস্বরূপং জীবনং) 'ত্বং দম্ভয়ঃ' (ত্বমেব গর্ব্বেণ সহ রক্ষসি, তৎকর্ম্মণি কোঽপি তব প্রতিদ্বন্দ্বী নাস্তীতি ভাবঃ)। 'সর্ব্ববিধান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ সাধকান্ ভগবান্ সগর্ব্বেণ রক্ষতি'—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ (১ম—৫৪সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ভগবন্! নরহিতসাধক, সৎকর্ম্মকারী, অমিতসাধনপরায়ণ জনকে আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন; প্রজ্ঞারূপ পরিত্রাণকারক দেবভাবকে আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন; ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক মনোরথকে অথবা কর্ম্মকে আপনিই রক্ষা করিয়া থাকেন; পরমধনলাভনিমিত্ত সংগ্রামে (পাপের সহিত দ্বন্দ্বে) সৎকর্ম্মকে এবং তদাশ্রয়স্থানস্বরূপ জীবনকে আপনিই সগর্ব্বে রক্ষা করিয়া থাকেন। (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—'সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধকগণকে ভগবানই সগর্ব্বে রক্ষা করেন।') ॥ (১ম—৫৪সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ইন্দ্র ত্বং নর্য্যাদীংস্ত্রীন্ রাজ্ঞ আবিথ । ররক্ষিথ । তথা হে শতক্রতো বহুবিধকর্ম্মন্ বহুবিধপ্রজ্ঞ বা ত্বং বয্যং বয্যংকুলজং তুর্বীতিনামানং রাজানমাবিথেত্যেব । অপিচ ত্বং রথং রংহণস্বভাবমেতৎসংজ্ঞমৃষিমেতশমেতৎসংজ্ঞকং ধনে ধননিমিত্তে সংগ্রামে কৃত্ব্যে কর্ত্তব্যে সত্যাবিথেতি শেষঃ । যদ্বা পূর্ব্বোক্তানাং রাজ্ঞাং রথং । এতশ ইত্যশ্বনাম । এতশমশ্বং চ ররক্ষিথেতি যোজ্যং । তথা ত্বং শম্বরস্য নবতিং নব নবোত্তরনবতিসংখ্যাকাঃ পুরঃ পুরাণি দম্ভয়ঃ । অনীনশঃ ॥

এতশং । এতি গচ্ছতীত্যেতশঃ । ইণ্ গতৌ । ইণস্তশস্তসুনৌ উ০ ৩।১৪৭ । ইতি তশন্-প্রত্যয়ঃ । গুণঃ । কৃত্ব্যে । কর্ত্তব্য ইত্যস্য শব্দস্য বর্ণবিকারঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ ॥ ৬ ॥

* * *

ষষ্ঠ (৬৪৫) ঋকের বিশদার্থ ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'নর্য্যং', 'তুর্বশং' ও 'যদুং' পদে তিন জন নৃপতির প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে । 'বয্যং' ও 'তুর্বীতিং' পদদ্বয় দৃষ্টে, 'বয্য'-নামক এক রাজবংশের 'তুর্বীতি' নামক এক রাজার বিষয় কথিত হইয়া থাকে । 'এতশং' এবং 'রথং' পদদ্বয়ে ঐ দুই নামের দুই জন ঋষির কল্পনা দেখিতে পাই । আবার, ঐ দুই পদে যথাক্রমে 'গতিশীল রথ' অর্থও অধ্যাহৃত হইয়া থাকে । 'ধনে কৃত্ব্যে' পদদ্বয়ে 'ধনের জন্য সংগ্রাম' অর্থ প্রচলিত আছে । 'নবতিং নব' পদদ্বয় 'পুরঃ' পদের বিশেষণ-

---

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র ! আপনি নর্য্যাদি তিন জন রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । সেইরূপ, হে শতক্রতু অর্থাৎ অশেষকর্ম্মকারী অথবা অশেষপ্রজ্ঞাসম্পন্ন ইন্দ্র ! আপনি বয্যকুলোদ্ভূত তুর্বীতি নামক রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । অপিচ, 'রথং' রংহণস্বভাব অথবা এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে এবং 'এতশ' এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে ধনের নিমিত্ত সংগ্রামে আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন ; অথবা পূর্ব্বোক্ত রাজাদিগের রথ এবং অশ্ব (অশ্বনাম মধ্যে 'এতশ' শব্দ আছে) রক্ষা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি যোজনীয় । সেইরূপ আপনি শম্বর নামক অসুরের নবোত্তরনব (নিরানব্বই) সংখ্যক পুর সকল ধ্বংস করিয়াছিলেন ।

এতশং । গমন করে (এতি গচ্ছতি) এই অর্থে এতশঃ পদ নিষ্পন্ন । গত্যর্থক ইন (ই) ধাতু হইতে সিদ্ধ । 'ইণস্তশস্তসুনৌ' (উ০ ৩।১৪৭) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে তশন্-প্রত্যয় । পরে গুণ হইয়াছে । কৃত্ব্যে । পৃষোদরাদিত্ব-হেতু কর্ত্তব্য এই শব্দের বর্ণবিকারে এই পদ নিষ্পন্ন । (১ম—৫৪সূ—৬ঋ) ।

রূপে পরিকল্পিত হইয়া, নিরানব্বুইটী নগর-ধ্বংসের এক উপাখ্যান, এই মন্ত্রের সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে 'শম্বর' নামক অসুরকেও আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। 'দস্তয়ঃ' পদে 'ধ্বংস করিয়াছ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে এই মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার একটী আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সে আদর্শ; যথা—

> "হে শতকর্ম্মন্ ইন্দ্র, আপনি নর্য্য, তুর্ব্বশ, যদু এই তিন রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আপনি বয্যকুলোদ্ভব তুর্ব্বীতি রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ধনের নিমিত্ত যুদ্ধ হইলে তাহাদিগের রথ ও অশ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি শম্বর অসুরের নিরানব্বুই সংখ্যক নগর সকল নষ্ট করিয়াছিলেন।"

মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে আমরা মন্ত্রটীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। 'নর্য্যং' 'তুর্ব্বশং' 'যদুং' প্রভৃতি পদে যদি নাম অর্থ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই সেই নামের রাজগণ বা ঋষিগণ সংসার-চক্রে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মন্ত্রার্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে 'যদু'-অভিধায়ে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু তদপেক্ষা সঙ্গত ও সুষ্ঠু যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক্ষেত্রে তাহারই আলোচনা করিতেছি। এপক্ষে প্রথমে মন্ত্রান্তর্গত পদগুলির কি অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরাই বা কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহাই অনুধাবন করা আবশ্যক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নর্য্যং', 'তুর্ব্বশং', 'যদুং', 'তুর্ব্বীতিং' প্রভৃতি পদে ভাষ্যে বা প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে—স্থির হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদগুলি সংজ্ঞাবাচক নহে—উহারা সাধারণ অর্থ-প্রকাশক। তদনুসারে, ধাতুগত ও শব্দগত ব্যুৎপত্তি-ক্রমেই, আমরা ঐ সকল পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহাতে 'নর্য্যং' পদে নর্য্য-নামক নৃপতিকে না বুঝাইয়া 'নরহিতসাধক' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে; 'তুর্ব্বশং' পদে 'সৎকর্ম্মকারীকে' বুঝাইয়াছে; 'যদুং' পদে সাধনপরায়ণ জনের প্রতি লক্ষ্য আসিয়াছে। এইরূপ, 'বয্যং' পদে বয্য-বংশের সম্বন্ধ না আসিয়া প্রজ্ঞারূপ অর্থ আসিয়াছে, 'তুর্ব্বীতিং' পদে ত্রাণকারক দেবভাবকে বুঝাইয়াছে; এবং 'এতশং' ও 'রথং পদদ্বয়ে যথাক্রমে ভগবৎসামীপ্যপ্রাপক কর্ম্ম বা মনোরথ অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ধনে কৃত্যে' পদদ্বয়ে ধন-নিমিত্ত সংগ্রাম

অর্থই মানিয়া লইয়াছি। তবে সে ধনই বা কি, আর সে সংগ্রামই বা কাহার সঙ্গে,—তদ্বিষয়ে ভাষ্যের সহিত একটু মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—সাধারণ ধনের (অর্থাদির বা রাজ্যাদির) জন্য মনুষ্য-শত্রুর সহিত যুদ্ধ। আমাদিগের অর্থে দাঁড়াইয়াছে,—পরমার্থ-রূপ ধনের নিমিত্ত, পাপের অথবা রিপুগণের প্রলোভনাদির সহিত সংগ্রাম। 'নবতিং নব' ও 'পুরঃ' পদদ্বয়ে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে নিরানব্বুইটী পুর বা নগর অর্থ আসিয়াছে। আমরা (নবনবক) 'সৎকর্ম্মের আশ্রয়স্থানস্বরূপ জীবন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'দম্ভয়ঃ' পদে ভাষ্যাদিতে 'নষ্ট করিয়া-ছিলেন' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের ধাতুগত ও প্রচলিত অর্থের অনুসরণে 'সগর্ব্বে রক্ষা করেন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে মন্ত্রের ভাব সর্ব্বতোভাবে উল্টাইয়া গিয়াছে। পরন্তু তাহাতে অর্থের ও নিগূঢ় তাৎপর্য্যের বেশ একটা ধারাবাহিক সঙ্গতি দেখা যাইতেছে।

সেই ভাবসঙ্গতি বুঝিবার পক্ষে মন্ত্রের কয়েকটী বিভাগের প্রতি যথাক্রমে লক্ষ্য করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে চারি ভাগে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন) বিভক্ত করিয়াছি। তাহাতে এই মন্ত্রে স্তরে স্তরে ভগবানের মহিমার এবং করুণার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সেই পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বা অশেষকার্য্যকারী ভগবান্ কেমন করিয়া মানুষকে রক্ষা করিতেছেন—দেখুন। মন্ত্রের চারি অংশে সেই চতুর্ব্বিধ উপায় প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখুন,—তিনি রক্ষা করেন—কোন জনকে? যে জন পরহিতসাধক, সৎকার্য্যকারী, অমিত-সাধন-পরায়ণ। এই সকল গুণ যাঁহাতে আছে, ভগবান আপনিই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি পরের অনিষ্টসাধন-প্রবৃত্তিকে পরিহার কর; কিসে অপরের হিতসাধন করিতে পার—তৎসঙ্কল্পে সঙ্কল্পান্বিত হও। আর, তুমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও,—অসৎকর্ম্ম অসৎ-সংশ্রব পরিহার কর। আর, তুমি সাধন-পরায়ণ হও,—ভগবানের ন্যস্তচিত্ত হও। এই তিনটী কার্য্য করিলেই ভগবান্ তোমায় রক্ষা করিবেন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "নর্য্যং তুর্ব্বশং যদুং ত্বং আবিথ" এই অংশে এই উপদেশ ও এই

ভাবই প্রকাশমান্। অতঃপর দেখুন—দ্বিতীয়তঃ কি বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'তোমার পরিত্রাণকারক যে দেবভাব, ভগবানই তাহাকে রক্ষা করেন।' ভাব এই যে,—'মন্ত্রের প্রথমাংশে কথিত ত্রিবিধ কর্ম্মে তুমি প্রবৃত্ত হও দেখি। সৎচিত্তসাধনায় তোমার জীবন নিয়োজিত হউক দেখি। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং ভগবানের আরাধনায় তুমি ন্যস্তচিত্ত হও দেখি। তোমার শ্রেয়ঃসাধক তোমার মোক্ষপ্রদায়ক দেবভাবকে ভগবান্ আপনিই রক্ষা করিয়া যাইবেন। তখন আর তজ্জন্য তোমার কোনই ভাবনার প্রয়োজন হইবে না।' মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে,—"বয্যং তুব্বীতিং ত্বং" পদত্রয়ে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তার পর, বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের তৃতীয় অংশে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, "এতশং রথং ত্বং" পদত্রয়ে, ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক মোক্ষসাধক তোমার যে যান বা কর্ম্ম, তাহা ভগবানই রক্ষা করিবেন—বলা হইয়াছে। তুমি যখন সদ্বৃত্তিসাধনে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে ভগবদনুধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার পরিত্রাণের উপায় ভগবানই স্থির করিয়া রাখিবেন। পূর্ব্বে বলা হইল,—দেবাংশের বা দেবভাবের দ্বারাই পরিত্রাণ সাধিত হয় এবং সে দেবভাব তিনিই রক্ষা করেন। এখন আবার বলা হইল,—তোমার মোক্ষপ্রাপক যানকেও তিনিই স্থির করিয়া রাখিবেন। ফলতঃ, সৎকর্ম্মে আত্ম-প্রবর্ত্তনার প্রথম ভাবটী কেবল তোমার নিজের উপর রহিল। তার পর আর যাহা যাহা আবশ্যক, তিনিই তাহা করিয়া লইবেন। তোমার প্রবৃত্তিটাকে তুমি কেবল সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া লও, ভগবানের প্রতি একটু অনুরাগ-সম্পন্ন হও; তার পর, তিনিই তোমার নিকটে টানিয়া লইবেন। মন্ত্রের প্রথম তিন অংশে এই উপদেশই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের উপসংহারের চতুর্থ অংশে সকল ভাবের সারনিষ্কর্ষ দেখিতে পাই। এ সংসার বড় ভীষণ স্থান। এ সংসারের পরীক্ষা বড়ই ভীষণ পরীক্ষা। পাপ যে কত প্রকারে মানুষকে প্রলুব্ধ করিতেছে, ইয়ত্তা নাই। সুখের আশায়, শান্তির লালসায়, মুক্তির কামনায়, মনে করিয়াছ—তুমি কোনও একটী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। অমনই সহস্র বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল।—সহস্রপ্রকারের প্রলোভন আসিয়া তোমাকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাই 'কৃত্য'; তাহাই সংগ্রাম। সেই

অবস্থাকেই 'কৃত্যা' বা পাপের সহিত সংগ্রামের অবস্থা বলা হইয়াছে। সে সংগ্রামে জয়লাভ করা বড়ই কঠিন। সে সংগ্রামে প্রায়ই মানুষকে পর্য্যুদস্ত হইতে হয়। কিন্তু, সেই জীবনসঙ্কট সংগ্রামেই বা মানুষ কেমন করিয়া জয়লাভ করিতে পারে, সেই সঙ্কট-সমস্যার দিনেই বা কেমন করিয়া ভগবানের অনুকম্পা লাভে মানুষ সমর্থ হয়, মন্ত্রের এই উপসংহার অংশে ('ধনে কৃত্ব্যে নবতিং নব পুরঃ ত্বং দম্ভয়ঃ'—এই বাক্যাংশে) তাহারই সন্ধান পাইতেছি। তোমার জীবন যদি সৎকর্ম্মান্বিত হয়, তুমি যদি 'নবনবক' (নবতিং নব) সৎকর্ম্মের আশ্রয়স্থান-রূপে তোমার জীবনকে (পুরঃ) পরিণত করিতে পার; তাহা হইলে আর তোমার কোনই ভাবনার কারণ থাকিবে না,—তাহা হইলে সেই ভগবানই তোমাকে গর্ব্বের সহিত জোরের সহিত রক্ষা করিবেন। পূর্ব্বের একটী মন্ত্রে আমরা দেখিয়াছি—'কৃষ্টী বাবর্ত্ত্যোজসা।' এখানে কতকটা যেন সেই ভাবই প্রকাশমান। ভগবান 'ঈশানঃ অপ্রতিষ্কুতঃ' বটে; কিন্তু সৎকর্ম্ম-কারীরা আপন কর্ম্মপ্রভাবে তাঁহার যোগফল ও করেন।* সে সৎকর্ম্ম যে কি প্রকার সৎকর্ম্ম, "নবতিং নব" পদদ্বয়ে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে।†

বিভ্রান্ত হইবার কোনই কারণ নাই। কি কর্ম্ম করিলে কি প্রকারে মুক্তি তোমার অধিগত হইবে, শাস্ত্রই যথাপর্য্যায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। একে একে সৎকর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই পথ সুগম হইয়া আসিবে। তখন আর কোনই কষ্ট বা বিঘ্ন লক্ষিত হইবে না। শিষ্যকে বা আত্মজকে শিক্ষার প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গুরু অথবা পিতা যদি দেখিতে পান,—তাঁহাদিগের ছাত্রের সকল শিক্ষাই অধিগত হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের যেমন আনন্দের অবধি থাকে না, তখন তাঁহারা যেমন গর্ব্বের সহিত—স্পর্দ্ধার সহিত আপনার ছাত্রকে উন্নত হইতে উন্নততর ও উন্নততম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দেন; এখানেও সেই ভাব প্রকাশমান। ভগবান যদি দেখিতে পান,—তাঁহার

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এই ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টম ঋকের ব্যাখ্যায় (৪৪১ হইতে ৪৪৭ পৃষ্ঠায়) ইহার মর্ম্মার্থ দেখুন।

† "নবতিং নব" (নবনবক) কর্ম্মের বিষয় এই ঋগ্বেদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সূক্তের চতুর্দ্দশী ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে (১৫১৯ হইতে ১৫২২ পৃষ্ঠায়) আলোচিত হইয়াছে,—দেখুন

স্নেহের সৃষ্টি জগতের এই শ্রেষ্ঠজীব মানুষ ক্রমেই সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আপনার জীবনকে সৎকর্ম্মময় করিয়া তুলিয়াছে, তখন বড় আনন্দে বড় গর্ব্বে তিনি তাহাকে ক্রোড় তুলিয়া লয়েন এ পক্ষে মন্ত্র যেন উপদেশ দিতেছেন,—'মানুষ! সৎকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ কর। ভগবান্ আপনি তোমায় আদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন।' (১ম—৫, সূ—৩ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎসূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

স ঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবজ্জনো রাতহব্যঃ

প্রতি যঃ শাসমিন্বতি।

উকথা বা যো অভিগৃণাতি রাধসা দানুরস্মা

উপরা পিন্বতে দিবঃ ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ঘ। রাজা। সৎঽপতিঃ। শূশুবৎ। জনঃ। রাতঽহব্যঃ।

প্রতি। যঃ। শাসং। ইন্বতি।

উক্থা। বা। যঃ। অভিঽগৃণাতি। রাধসা। দানুঃ। অস্মৈ

উপরা। পিন্বতে। দিবঃ ॥ ৭ ॥

* * °

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজা' (লোকানাং অধীশ্বরঃ) সৎপতিঃ' (সতাং পালয়িতা) 'সঃ' (ভগবান্) 'ঘা' (খলু, এব) 'শূশুবৎ' (সত্ত্বভাবং বর্দ্ধয়তি—নরাণাং হৃদি ইতি শেষঃ); 'যঃ জনঃ' (যো নরঃ) 'রাতহব্যঃ' (সত্ত্বহবিষ্কঃ, ভগবন্ন্যস্তচিত্তঃ সন্) 'প্রতি' (তং ভগবন্তং অভিলক্ষ্য) 'শাসং' (স্তোত্রং, শস্ত্রমন্ত্রং) 'ইন্বতি' (স্বীকরোতি, উচ্চারয়তি), 'যঃ বা' (যো জনো বা) 'উক্থা' (উক্থেন, সামগানেন) 'রাধসা' (ভক্তিসহকারেণ) 'অভিগৃণাতি' (তং অভিলক্ষ্য গায়তি, তং সম্পূজয়তি ইতি ভাবঃ), 'দানুঃ' (অভিমত-ফলপ্রদাতা ভগবান্) 'অস্মৈ' (প্রার্থনাকারিণে) 'দিবঃ' (স্বর্গস্য, শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'উপরা' (শ্রেষ্ঠভাগান্, যদ্বা—অভিবর্ষণানি) 'পিন্বতে' (সেচয়তি, প্রদদাতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবদনুকম্পা এব নরং ভগবদারাধনায়াং প্রবর্ত্তয়তি; তৎপ্রভাবেণ নরঃ আত্মশ্রেয়ঃ-সাধকং শুদ্ধসত্ত্বরূপং পরমধনং প্রাপ্নোতি।' (১ম ৫৪সূ—৭ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকসমূহের অধীশ্বর, সজ্জনগণের পালক, সেই ভগবানই (মনুষ্য-গণের হৃদয়ে) সত্ত্বভাব বর্দ্ধন করেন। যে জন, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া, ভগবানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, শস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করেন; অথবা যে জন, সামগানের দ্বারা ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করেন; অভিমত ফল-প্রদাতা ভগবান, সেই প্রার্থনাকারীর প্রতি স্বর্গের অভিবর্ষণ সেচন করেন, অর্থাৎ সেই প্রার্থনাকারীকে তিনি শুদ্ধসত্ত্বের শ্রেষ্ঠভাগ প্রদান করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুকম্পাই মানুষকে ভগবদা-রাধনায় প্রবৃত্ত করে; তাহারই প্রভাবে মানুষ শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরমধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৫৪সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ঘা খলু জনো জাতো রাজা রাজমানঃ সৎপতিঃ সতাং পালয়িতা যজমানঃ শূশুবৎ। আত্মানং বর্দ্ধয়তি। য ইন্দ্রং প্রতি রাতহব্যো দত্তহবিষ্কঃ সন্ শাসমিন্দ্রকর্তৃকমনুশাসনং যদ্বা তস্য স্তুতিমিন্বতি। ব্যাপ্নোতি। উক্থা স্তোক্থানি শস্ত্রাণি বা যঃ স্তোতা রাধসা হবির্লক্ষণেনান্নেন সহাভিগৃণাতি। তস্যাভিমুখীকরণায় শংসতি। অস্মৈ স্তোত্রে দানুর্দাতা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ব্যক্তি নিশ্চিত রাজমান্ (দীপ্তিমান্) হয়েন, সাধুগণের পালক হয়েন, এবং আপনাকে বৃদ্ধি করেন,—যিনি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে হবির্দ্দান করিয়া ইন্দ্রের অনুশাসন অথবা তাঁহার স্তুতির দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহার স্তুতি করেন। যিনি (যে স্তোতা) হবি-র্লক্ষণ অন্ন তাঁহার অভিমুখীকরণোদ্দেশ্যে উক্থ অর্থাৎ শস্ত্রমন্ত্রাদি পাঠ করেন, সেই স্তোত্রে

অভিমতফলপ্রদাতেন্দ্র উপরোপরান্মেঘান্। উপর ইতি মেঘনাম। তচ্চ যাস্কেনৈবং নিরুক্তং। উপর উপলো মেঘো ভবত্যুপরমন্তে স্মিন্নভ্রাণ্যুপরতা আপ ইতি বা। নি০ ২।২১। ইতি তান্মেঘানিন্দ্রঃ মকাশাৎ পিন্বতে। সেচয়তি দোগ্ধীতি যাবৎ।

ঘা। ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্কোত্রুষ্যাণামিতি দীর্ঘঃ। সৎপতিঃ। সতাং পতিঃ সৎপতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শৃণ্বৎ। টুওশ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ। শান্তাবর্ত্তমানে লুঙি চেঃ শ্চঙাদেশে সম্প্রসারণং)। সম্প্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইত্যন্তরঙ্গমপি বৃদ্ধ্যাদিকং বাধিত্বা শ্বী চ সংশ্চঙোঃ। পা০ ৬।১।৩১। ইতি সম্প্রসারণং। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবে দ্বির্ব্বচনাদি। উবঙাদেশঃ। রাতহব্যঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শাসং। শাসু অনুশিষ্টাবিত্যস্মাদ্ভাবে ঘঞি কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বাহুলকেনাদ্যুদাত্তত্বং নলোপঃ। ইন্বতি। ইবি ব্যাপ্তৌ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ অভিগৃণাতি। গৄ শব্দে। ক্র্যাদিকঃ। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। তিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। পূর্ব্ববন্নিঘাতাভাবঃ। উপরা। সুপাং সুলুগিতি শসঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং পিন্বতে। পিবি মিবি ণিবি সেচনে। বাত্তায়েনাত্মনেপদং॥ (১ম ৫৪ স্থ ৭ঋ)॥

(সন্তুষ্ট হইয়া) অভিমতফলপ্রদাতা ইন্দ্র (তাঁহার জন্য) উপরা অর্থাৎ মেঘ (উপর শব্দ মেঘনামবাচী; তৎসম্বন্ধে যাস্কের নিরুক্ত এই,- "উপর উপলো মেঘো ভবত্যুপরমন্তে- হস্মিন্নভ্রাণ্যুপরতা আপ ইতি বা" - নি০ ২।২১) হইতে জলবর্ষণ করেন।

ঘা। 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। সৎপতিঃ। সৎদিগের পতি যিনি, এই অর্থে সৎপতি পদ সিদ্ধ। 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। শূশুবৎ। 'টুওশ্বি' পদে গতি বুঝায়। শান্ত-হেতু বর্ত্তমানে লুঙ বিভক্তিতে চেল্ স্থানে চঙ্ আদেশ হওয়ায় সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'সম্প্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইতি' নিয়মে অন্তরঙ্গেরও বৃদ্ধি প্রভৃতি বাধিয়া 'শ্বী চ সংশ্চঙোঃ' (পা০ ৬।১।৩১) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ হইয়াছে। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-প্রযুক্ত বৃদ্ধির অভাব হওয়ায় দ্বির্ব্বচনাদি ও উবঙাদেশ হইল। রাতহব্যঃ। বহুব্রীহি-সমাস-প্রযুক্ত প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। শাসং। অনুশিষ্টার্থবোধক 'শাসু' (শাস্) ধাতুর উত্তর ভাবে ঘঞ্ 'কর্ষাত্বতঃ' নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও বাহুলকে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। বৃষাদি মধ্যে ইহা দ্রষ্টব্য। উহা আকৃতিগণ বলিয়া উক্ত হয়। অথবা স্তুত্যর্থক 'শংসু' (শংস) ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন। বাহুলকে ন লোপ। ইন্বতি। ব্যাপ্ত্যর্থক 'ইবি' (ইব্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ হওয়ায় নিঘাত হয় নাই। অভিগৃণাতি। শব্দার্থক গৄ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ক্র্যাদিগণীয়। 'প্বাদীনাং হ্রস্ব'—ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব। তিপের পিত্ত্ব হেতু অনুদাত্ত হইলেও বিকরণ-স্বর হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ নিঘাতের অভাব। উপরা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি নিয়মে শসের পূর্ব্ব সবর্ণ দীর্ঘ হইয়াছে। পিন্বতে। পিবি মিবি ণিবি প্রভৃতি সেচনার্থমূলক। বাহুলকে আত্মনেপদ॥ (১ম—৫৪সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৬৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রে ইন্দ্রদেবের এক মাহাত্ম্যের বিষয় পরিকীর্ত্তিত দেখি। যে জন তাঁহার উপাসনা করেন, যে জন তাঁহাকে হবির্দ্দান করিয়া তাঁহার স্তুতি প্রচার করেন; অভিমত-ফলদাতা ইন্দ্রদেব তাঁহার জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। আকাশ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিলেই যেন সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইল—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব প্রকাশমান্। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই ;—

> "যিনি ইন্দ্রকে হব্য দান করিয়া ইন্দ্রের স্তুতি প্রচার করেন অথবা হব্যের সহিত উক্থ পাঠ করেন, তিনিই বিরাজ করেন, তিনি সাধুগণকে পালন করেন এবং আপনাকে বর্দ্ধন করেন ; ফলদাতা ইন্দ্র তাঁহার জন্য আকাশ হইতে মেঘের জল বর্ষণ করেন।"

মন্ত্রের প্রথম অংশের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও মতান্তরের কারণ নাই। ভগবানের উপাসকগণ যে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন, তদ্বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইবার কারণ কি কিছু আছে? ভগবানের উপাসকগণ যে আপনার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হন এবং সাধুগণের সহায় হন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহাদের জন্য মেঘ হইতে বৃষ্টি-বর্ষণের এমন কি বিশেষ কারণ থাকিতে পারে? দেশ-বিশেষের অথবা লোক-বিশেষের পক্ষে ঐরূপ অর্থ উপযোগী হইতে পারে বটে; কিন্তু সার্ব্ব-জনীন সার্ব্বকালিক ভাব উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক, আমরা যে প্রকার অন্বয়ে যে প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার যৌক্তিকতার বিষয় সামান্য একটু আলোচনা করিতেছি।

আমরা মনে করি, মন্ত্রের অন্তর্গত "স ঘা রাজা সৎপতিঃ শূশুবৎ"—এই কয়েকটী পদে ভগবানের এক মহিমা প্রকাশ করিতেছে। তিনিই 'রাজা' অর্থাৎ লোকসমূহের অধীশ্বর, তিনিই 'সৎপতিঃ' অর্থাৎ সাধুদিগের পালক, আর তিনিই মনুষ্যগণের হৃদয়ে সত্ত্বভাব বর্দ্ধন করিয়া থাকেন (শূশুবৎ)। এইরূপে ভগবানের একটু স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ার পর

মন্ত্রে কি বলা হইতেছে,—অনুধাবন করিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে—'যে জন ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া স্তোত্র বা মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, অথবা যে জন ভক্তিসহকারে সাম-গানে ভগবন্মহিমা প্রচার দ্বারা ভগবানের অর্চনা করেন, অভিমতফলপ্রদাতা সেই ভগবান্ তাঁহাকে পরম ধন (মোক্ষ বা স্বর্গ) প্রদান করিয়া থাকেন।' ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের যে মতান্তর ঘটিয়াছে, তাহার উপযোগিতা প্রধানতঃ তিনটী পদের অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। সে তিনটী পদ—"দিবঃ উপরা পিন্বতে।" ভাষ্যাদির অনুসরণে ঐ তিনটী পদে 'আকাশ হইতে মেঘের বর্ষণ' অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তদনুসারে 'দিবঃ' পদে 'দ্যুলোকসকাশাৎ' অর্থাৎ আকাশ হইতে, 'উপরা' পদে 'উপরান্ মেঘান্' অর্থাৎ মেঘসমূহকে, এবং 'পিন্বতে' পদে 'সেচয়তি' অর্থাৎ সেচন করেন—অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে, 'দিবঃ' পদে স্বর্গলোকের বা শুদ্ধসত্ত্বের ভাব আসে, 'উপরা' পদে শ্রেষ্ঠভাগকে বুঝায়, 'পিন্বতে' পদে সেচন করেন বা প্রদান করেন—ভাব আসে। এইরূপ, মন্ত্রের অন্তর্গত 'দাসুঃ' ও 'রাজা' প্রভৃতি কয়েকটী পদও লক্ষ্য করিবার আছে। আমরা মনে করি, 'রাজা' ও 'সৎপতিঃ' পদ ভগবানকে নির্দেশ করিতেছে। 'দাসুঃ' পদ-বিষয়ে আমরা ভাষ্যার্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। এখানে সেই অর্থই যুক্তি-যুক্ত।

যাঁহারা ভগবানের প্রতি ন্যস্তচিত্ত, যাঁহারা সদাকাল সাম-গানে ও মন্ত্রাদি অনুধ্যানে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের জন্য ভগবানের দান কি 'সামান্য বৃষ্টির জল' হইতে পারে? তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ভাগ—শুদ্ধসত্ত্বের শ্রেষ্ঠ অংশ—প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "দিবঃ উপরা পিন্বতে" পদ-ত্রয়ে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ভাগ বলিতে কি বুঝিতে পারি? সে কি পরমধন মোক্ষ নহে? একান্তে ভগবৎ-পদ অনুসারী জন সেই পরমধন মোক্ষই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ, দেশ-বিশেষের বা লোক-বিশেষের সহায়তার জন্য বা বৃষ্টি-বর্ষণের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হয় নাই। পরন্তু সর্বকালে সকল লোকের আকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্গাদির বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে। (১ম—১ সূ—৭ম)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপা

অপসা সন্তু নেমে।

যে ত ইন্দ্র দদুষো বর্দ্ধয়ন্তি মহি

ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ ॥ ৮ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

অসমং। ক্ষত্রং। অসমা। মনীষা। প্র। সোমঽপাঃ।

অপসা। সন্তু। নেমে।

যে। তে। ইন্দ্র। দদুষঃ। বর্দ্ধয়ন্তি। মহি।

ক্ষত্রং। স্থবিরং। বৃষ্ণ্যং। চ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ভগবতঃ 'ক্ষত্রং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'অসমং' (সর্ব্বাধিকং, অসীমং) তথা 'মনীষা' (বুদ্ধিশ্চ, সৎকর্ম্মসাধনোপযোগিনী ধীশ্চ) 'অসমা' (অসীমা); ভগবান্ এব সর্ব্বেষাং শক্তীনাং সকলানাং বুদ্ধীনাঞ্চ আধার ইতি ভাবঃ; 'নেমে' (এতে, সর্ব্বে, প্রসিদ্ধাঃ, ভগবদঙ্গীভূতাঃ) 'সোমপাঃ' (দেবাঃ, দেবভাবাঃ) 'অপসা' (অস্মাকং কর্ম্মণা সহ) 'প্র' (প্রবৃদ্ধাঃ, প্রকৃষ্টরূপেণ মিলিতাঃ) সন্তু' (ভবন্তু); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'তে'

(তব) 'দদুষঃ' (উপাসনাপরায়ণাঃ) 'যে' (জনাঃ) তে সার্দ্ধং 'মহি' (মহৎ) 'ক্ষত্রং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'স্থবিরং' (অচলং, চিরস্থায়িনং) 'বৃষ্ণ্যং চ' (অভীষ্ট-বর্ষণরূপং কর্ম্মফলং চ, স্বর্গং মোক্ষং বা ইতি ভাবঃ) 'বর্দ্ধয়ন্তি' (প্রবৃদ্ধং কুর্ব্বন্তি, ভগবদনু-কম্পয়া সর্ব্বে দেবভাবং প্রাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবদুপাসনাপরায়ণা জনা ভগবদনুকম্পয়া পরমং শ্রেয়ঃ লভন্তে, অতঃ হে ভগবন্! অস্মান্ তব উপাসনা-পরায়ণান্ কুর্ব্বিতি প্রার্থনা। (১ম—৫৪সূ ৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের শক্তি অসীম এবং বুদ্ধিও অসীম; (ভাব এই যে,—ভগবানই সকল শক্তির এবং সকল বুদ্ধির আধার); ভগবদঙ্গীভূত সকল দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদিগের কর্ম্মের সহিত প্রকৃষ্টরূপে মিলিত হউন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার উপাসনাপরায়ণ যাঁহারা, তাঁহারা মহৎ বল (সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য) এবং চিরস্থায়ী স্বর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। ভাব এই যে,—'ভগবদনুকম্পায় ভগবানের উপাসন-পরায়ণ জনগণ পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন; অতএব আমাদিগকে আপনার উপাসন-পরায়ণ করুন—এই প্রার্থনা।)॥ (১ম—৫৪সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রস্য ক্ষত্রং বলমসমং। ন কেনচিৎসমং। সর্ব্বাধিকমিত্যর্থঃ। তথা মনীষা বুদ্ধিশ্চাসমা। ন কস্যাপি বুদ্ধ্যা সমানা। সর্ব্বং বস্তু বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ। নেম ইতি সর্ব্বনামশব্দ এতচ্ছব্দসমানার্থঃ। নেম এতে সোমপাঃ সোমস্য পাতারো যজমানা অপসা কর্ম্মণা প্র সন্তু। প্রবৃদ্ধা ভবন্তু। হে ইন্দ্র তে তব দদুষো হবির্দত্তবন্তো যে ত্বদীয়ং মহি মহৎ ক্ষত্রং বলং স্থবিরং স্থূলং প্রবৃদ্ধং বৃষ্ণ্যং বৃষত্বং পুংস্ত্বং চ বর্দ্ধয়ন্তি। প্রবৃদ্ধং কুর্ব্বন্তি। যদ্বা দদুষো যজমানেভ্যো যাগফলং দত্তবতস্তবেতি যোজনীয়ং॥

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রের বল সর্ব্বাধিক (অর্থাৎ ইন্দ্রের সমান বল কাহারও নাই; তাঁহার বল অতুলনীয়); সেইরূপ তাঁহার বুদ্ধিও অপরিসীম অর্থাৎ কেহই তাঁহার সমান বুদ্ধিমান নহে অথবা কাহারও বুদ্ধি তাঁহার বুদ্ধির সমতুল্য নহে। সকল বস্তুই তাঁহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত—ইহাই তাৎপর্য্য। 'নেম'—সর্ব্বনাম শব্দ; এই শব্দ সমানার্থজ্ঞাপক। এই সোমপায়ী যজমানগণ আপন কর্ম্ম দ্বারা অথবা যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা প্রবৃদ্ধ হউক। হে ইন্দ্র! আপনার হবির্দ্দানকারী যাহারা, তাহারা আপনার মহৎ বল এবং প্রবৃদ্ধ পৌরুষকে প্রবর্দ্ধিত করে। অথবা, 'যজমানদিগকে যজ্ঞফলদানকারী আপনার' ইত্যাদি যোজনীয়।

নেমে। সর্ব্বনামত্বাজ্জস শীভাবে গুণঃ। পা০ ৭।১।১৭। ত্বত্বসমসিমনেমেত্যনুচ্চানি। ফি০ ৪।১০। ইতি সর্ব্বানুদাত্তত্বে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। দধ্রুষঃ। দধাতেলিট্‌ঃ ক্বসুঃ। জসো ব্যত্যয়েন শসাদেশঃ। সম্প্রসারণং। সম্প্রসারণাশ্রয়ং চ বলীয় ইত্যী-ডাগমাৎ পূর্ব্বমেব সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাংচেতি ষত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। মহি। মহে-রৌণাদিক ইন্‌প্রত্যয়ঃ। স্থবিরং। অজিরশিশিরেত্যাদিনা। উ০ ১৫৩। তিষ্ঠতেঃ কিরচ্‌ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। (১ম—৫৪৭—৮ঋ)।

* * *

অষ্টম (৬৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোমপাঃ' 'দধ্রুষঃ' এবং 'স্থবিরং বৃষ্ণ্যং' পদ-বিষয়ে ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে। 'সোমপাঃ' এবং 'সোমপাঃ' পদ বেদে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হই। তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই ঐ দুই পদে সোমপায়ী দেবতা বা দেবতাগণ অর্থ দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, 'সোমপাঃ' পদে 'যজমানাঃ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা সে অর্থের সার্থকতা দেখিলাম না। আমরা ঐ পদে 'দেবগণ' বা 'দেবভাবসমূহ' অর্থ পরিগ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিলাম। 'দধ্রুষঃ' পদে ভাষ্যে 'হবির্দ্দত্ত-বন্তঃ' অর্থ পরিগৃহীত। আমরাও সেই অর্থেরই অনুসরণে 'উপাসন-পরায়ণ জনগণ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'স্থবিরং' পদে স্থূলং প্রবৃদ্ধং' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা 'অচলং চিরস্থায়িনং' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'বৃষ্ণ্যং' পদে 'বৃষভং পুংস্ত্বং' অর্থ পরিগৃহীত। কিন্তু যেখানেই 'বৃষ'-ধাতু নিষ্পন্ন পদ দেখিয়াছি, সেখানেই অভীষ্ট-বর্ষণের ও কামনা-পূরণের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানেও সেই ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলে, মন্ত্রার্থের

'নেমে। সর্ব্বনাম-হেতু 'জসঃ শী ভাবে গুণঃ' (পা০ ৭।১।১৭) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে গুণ। 'ত্বত্বসমসিমনেমেত্যনুচ্চানি' (ফি০ ৪।১০) ইত্যাদি ফিট-সূত্রানুসারে সর্ব্বানুদাত্তত্বপ্রাপ্ত হইলেও ব্যত্যয়ে আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। দধ্রুষঃ। দা ধাতুর উত্তর লিটে ক্বসু প্রত্যয়। জস্ বিভক্তির ব্যত্যয়ে শস্ আদেশ। পরে সম্প্রসারণ। 'সম্প্রসারণাশ্রয়ঞ্চ বলীয়' ইত্যাদি নিয়মে ইট্ আগম-প্রযুক্ত পূর্ব্বেরও সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' বিধি-ক্রমে ষত্ব এবং পরে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। মহি। মহ্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়। স্থবিরং। 'অজিরশিশিরেত্যা-দিনা' (উ০ ১৫৩) নিয়মে স্থা ধাতুর উত্তর কিরচ্ প্রত্যয় এবং নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। (১ম—৫৪৭-৮ঋ)।

সঙ্গতি দেখি। সেই দৃষ্টি অনুসারে আমরা ঐ পদে ভগবানের অভীষ্ট-পূরণরূপ কর্ম্মফলকে অথবা স্বর্গকে বা মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছি।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উহার প্রথম অংশ—"ক্রতুং অসমং মনীষা অসমা" পদ-চতুষ্টয়—ভগবানের মহিমা খ্যাপন করিতেছে। তিনি যে সকল বলের এবং সকল বুদ্ধির আধার-স্থান, সৎকর্ম্ম সাধন-সামর্থ্যের এবং সৎকর্ম্ম-সাধনোপযোগী বুদ্ধির তিনি যে আশ্রয়স্থল, ঐ পদ-চতুষ্টয়ে তাহাই বিবৃত রহিয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"নেমে সোমপাঃ অপসা প্র সন্তু" পদ-কয়েকটীতে, আমাদিগের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণরূপ অন্যভাব প্রকাশ পাইয়াছে। "নেমে" পদে, আমরা মনে করি, ভগবানের অঙ্গীভূত সর্ব্বপ্রকার দেবভাবকে লক্ষ্য করিতেছে। ঐ পদকে আমরাও সর্ব্বনাম পদ বলিয়া (ভাষ্যানুমত) গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ঐ পদে যজমানগণকে না বুঝাইয়া দেবগণকে বুঝাইতেছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এতদনুসারে ঐ অংশে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব আসিতেছে—'আমাদিগের কর্ম্মের সহিত প্রকৃষ্টরূপে দেবভাবসমূহ মিলিত অথবা প্রবৃদ্ধ হউক।' এই অংশের যে সকল বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—"এই সোমপায়ি যজমানসকল কর্ম্ম দ্বারা অধিক প্রবৃদ্ধ হউন।" ভাব-পক্ষে আমাদিগের অর্থ এবং এই অর্থ অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে; কিন্তু যজমান সোমপায়ী কি প্রকারে হইবেন? দেবতাই সোম পান করেন। যজমানও আবার তাহা পান করিবেন! এ যে কিরূপ সিদ্ধান্ত, তাহা বুঝিতে পারি না। যাঁহাদের মনে সোমরসকে মাদক দ্রব্য বলিয়া ধারণা আছে এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে যাঁহারা মনুষ্য-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মনুষ্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্তে এই দুই ভাবের সঙ্গতি আসিতে পারে। তাঁহারা হয় তো মনে করিতে পারেন,—'উৎসৃষ্ট মাদক-দ্রব্য দেবতাকেও দান করিতেছে এবং যজমানও পান করিতেছে'—এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এ অতি নীচ কল্পনা। সোমে এবং মাদক-দ্রব্যে কোনই সম্বন্ধ নাই। সোম বলিতে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে (ভক্তি প্রভৃতিকে) বুঝায়, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। সে দৃষ্টিতে সোম-শব্দের অর্থ গ্রহণ

করিলে, 'সোমপাঃ' পদ অর্চনাকারীকেও বুঝাইতে পারে বটে। তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বভাবাবেশে আবিষ্ট সাধককে 'সোমপাঃ' অভিধায়ে অভিহিত করিতে পারি। সে অন্বয়ে অর্থ হয়,—'সোমপাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাবিষ্টাঃ জনাঃ) 'অপসা' (কর্ম্মণা) 'প্র' (প্রবুদ্ধাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু); অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবাবিষ্ট জনগণ আপনাদিগের কর্ম্মের দ্বারা প্রবুদ্ধ হউন। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি তাঁহাদিগের অধিগত হউক। মদ্যপ মদ্য-পানের দ্বারা কখনও শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিতে পারে না। সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধুগণ শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়া থাকেন। যে দিক দিয়া যেমন ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, এই অর্থই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশ—মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ—"যে" হইতে "বৃষণ্যঞ্চ" পর্য্যন্ত অংশ—কি ভাব প্রকাশ করিতেছে, বুঝিয়া দেখুন। ভগবানের উপাসনা-পরায়ণ জনগণ বিবিধ বস্তু লাভ করেন। তাদ্বিষয়ই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রথম—"মহি ক্ষত্রং" উহার ভাব এই যে,—তাঁহারা মহতী শক্তি (সৎকর্ম্ম সাধনে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর কি প্রাপ্ত হন? "স্থাবিরং বৃষ্ণ্যং" ঐ পদের আমাদিগের অর্থ এই যে,—চিরস্থায়ী স্বর্গ বা মোক্ষ। কিন্তু ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় এই দুই পদের অর্থ পাওয়া যায়—স্থূল বৃষত্ব অথবা প্রবৃদ্ধ পুংস্ত্ব। তাহা যে কি সামগ্রী, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। যাঁহারা বাহুবল ও পুংস্ত্ব পাইবার জন্য ভগবানের আরাধনা করেন এবং ঐ দুই বস্তুকেই পৃথিবীর সার বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেইরূপ অর্থেই সন্তুষ্ট হউন; কিন্তু যাঁহারা সাধনা-ক্ষেত্রে অগ্রসর, যাঁহারা 'দভুষঃ,' তাঁহারা কি সেই শক্তি ও সেই পুংস্ত্ব চাহেন? কখনই নহে। তাঁহারা চাহেন,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। আমরা যেন সেই সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হই।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের এই অংশ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের প্রথমাংশ—ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক; দ্বিতীয় অংশ—আত্মোদ্বোধনমূলক; তৃতীয় অংশ—মুক্তি-কামনা-প্রজ্ঞাপক। (১ম—৫৪সূ—৮ঋ)।

— ০ —

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্)।

তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাশ্চমূষদশ্চমসা

ইন্দ্রপানাঃ।

ব্যশ্নুহি তর্পয়া কামমেষামথা মনো

বসুদেয়ায় কৃষ্ব ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তুভ্য। ইৎ। এতে। বহুলাঃ। অদ্রিঽদুগ্ধাঃ। চমূঽসদঃ। চমসাঃ।

ইন্দ্রঽপানাঃ।

বি। অশ্নুহি। তর্পয়। কামং। এষাং। অথ। মনঃ।

বসুঽদেয়ায়। কৃষ্ব ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'বহুলা' (বহুপ্রকারেণ বহুপরিমাণেন বা প্রভূতাঃ) 'চমসাঃ' (সোমাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'তুভ্য' (তুভ্যং, তদর্থং) 'ইৎ' (এব, ইহজগতি সন্তীতি শেষঃ) ; কিন্তু 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' (পাষাণবৎ নীরসহৃদয়াৎ নিঃসৃতাঃ) 'চমূষদঃ' (চমসবৎ অতিক্ষুদ্রে অস্মাকং হৃদয়ে স্থিতাঃ) 'এতে' (অস্মাকং সত্ত্বভাবাঃ) 'ইন্দ্রপানাঃ' (ইন্দ্রস্য পানেন সুখকরাঃ, ইন্দ্রদেবস্য সম্বন্ধবাৎ শ্রেষ্ঠসেবনযোগ্যাঃ, ভগবৎসম্বন্ধপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ সুখসেব্যাঃ, ত্বদনুগ্রহেণ তব সুসেবনীয়া ইতি

ভাবঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ ; 'অথ' (অনন্তরং) ত্বং তান্ সত্ত্বভাবান্ 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বাপ্নুহি' (ভক্ষয়, গৃহাণ ইতি ভাবঃ) ; 'এষাং' (এতেষাং প্রার্থনাকারিণাং, অস্মদীয়ানাং ইতি ভাবঃ) 'কামং' (অভিলাষং) 'তর্পয়' (পূরয়) ; অপিচ, 'বসুদেয়ায়' (অস্মভ্যমভিমতফল-প্রদানায়) 'মনঃ' (তদীয়ং অন্তরং) 'কৃষ্ব' (কুরুষ্ব, অস্মাকং প্রতি দাতৃকামো ভব ইতি ভাবঃ) ॥ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্ ! ত্বং হি বিশ্বানাং সকলসত্ত্বভাবানাং অধীশ্বরঃ ; তদংশং কিঞ্চিদপি অস্মাকং হৃদি নিবেশ্য অস্মান্ পরিত্রায়স্ব ; গঙ্গোদকেন গঙ্গাং পূজয়িত্বা বয়ং কৃতার্থা ভবামহে । (১ম—৫৪সূ ৯ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে ভগবন্ ! বহুপ্রকারের এবং প্রভূত-পরিমাণ সত্ত্বভাব-সমূহ আপনার জন্যই ইহজগতে বিদ্যমান রহিয়াছে ; কিন্তু পাষাণবৎ নীরস হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত, চমসের ন্যায় অতি-ক্ষুদ্র আমাদিগের হৃদয়ে স্থিত, অতি-তুচ্ছ সত্ত্বভাবসমূহ, ভগবৎ-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া, আপনার শ্রেষ্ঠ সেবনযোগ্য হউক ; অর্থাৎ, আপনার অনুগ্রহের দ্বারাই আপনার সুসেব্য হউক । অনন্তর আপনি সেই সত্ত্বভাবসমূহকে গ্রহণ করুন । এই প্রার্থনাকারিগণের অভিলাষ পূর্ণ করুন ; এবং আমাদিগকে অভিমত ফলপ্রদানার্থ আপনার অন্তরকে আমাদিগের প্রতি দানশীল করুন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আপনিই বিশ্বের সকল সত্ত্বভাবের অধীশ্বর ; আমাদিগের হৃদয়ে তাহারই একটু অংশ প্রদান করিয়া, আমাদিগকে উদ্ধার করুন ; গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া আমরা কৃতার্থ হই ।) ॥ (১ম—৫৪সূ—৯ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ইন্দ্র তুভ্যং তুভ্যমেব চমসাঃ । চমন্তে ভক্ষ্যন্তে ইতি চমসাঃ সোমাঃ । এতে সোমাস্ত্বদর্থং সম্পাদিতাঃ । কীদৃশা ইত্যাহ । বহুলাঃ । প্রভূতাঃ । অদ্রিদুগ্ধাঃ । অদ্রিভি-গ্রাবভিরভিষুতাঃ । চমূষদঃ । চমূষু চমসেষবস্থিতাঃ । ইন্দ্রপানাঃ । ইন্দ্রস্য পানেন সুখকরাঃ । অতস্ত্বং তান্ ব্যাপ্নুহি । ব্যাপ্নুহি ; ব্যাপ্য চৈষাং ত্বদীয়ানামস্মদীয়ানাং কাম-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

হে ইন্দ্র ! এই চমস-সমুদায় আপনারই । যাহা ভক্ষিত হয়, তাহাই চমস বা সোম । এই সোমসমূহ আপনারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে । কীদৃশ সোম ? তদ্বিষয় কথিত হইতেছে ; যথা,—'বহুলাঃ' অর্থাৎ প্রভূত ; 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' অর্থাৎ গ্রাব বা প্রস্তর দ্বারা অভিষুত ; 'চমূষদঃ' অর্থাৎ 'চমস' নামক পাত্রে অবস্থিত ; এবং 'ইন্দ্রপানাঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রের পান দ্বারা সুখকর (অর্থাৎ ইন্দ্রের সুখসেব্য) । অতএব, আপনি তৎসমুদায় ব্যাপ্ত

মভিলাষং তৈস্তর্পয়। পূরয়েতি যাবৎ। অথানন্তরং বসুদেয়ায়াস্মভ্যমভিমতধনপ্রদানায় ত্বদীয়ং মনঃ কৃষ। কুরুষ।

তুভ্য। ছান্দসো মলোপঃ। অভিদ্রুগ্ধাঃ। দ্রুহেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তৃতীয়াকর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। চমূষদঃ। চমু অদনে। চমন্ত্যস্মিন্নিতি চমূঃ। কৃষিচমিতনীত্যাদিনৌণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। চমূষু সীদন্তীতি চমূষদঃ। সৎসূদ্বিষেতি ক্বিপ্। পূর্ব্বপদাদিতি ষত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ইন্দ্রপানাঃ। কর্ম্মণি চ যেন সংস্পর্শাৎ। পা০ ৩।৩।১১৬। ইতি পিবতেঃ কর্ম্মণি ল্যুট্। অশ্নাতি। বাত্যয়েন পরস্মৈপদং। বসুদেয়ায়। ডুদাঞ্ দানে। অচো যদিতি ভাবে যৎ। ঈদ্যতীতীকারাদেশঃ। গুণঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। কৃষ। ডুকৃঞ্ করণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্॥ (১ম—৫৪সূ—৯ঋ)॥

* . *

নবম (৬৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রের যে অর্থ আমাদিগের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইল, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ও বিপরীত ভাব ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। মন্ত্রার্থ অধ্যাহারে, মন্ত্রের অন্তর্গত পদ-কয়েকটীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে, এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত মত ব্যক্ত হইয়াছে।

করুন (অর্থাৎ গ্রহণ করুন) ব্যাপ্ত করিয়া আপনি আপনার ইন্দ্রিয়সমূহের অভিলাষ পূরণ (অথবা তাহাদের তৃপ্তিসাধন) করুন। অনন্তর আমাদিগের অভিমত ধন প্রদানের জন্য আপনার মনকে নিযুক্ত করুন।

তুভ্য। ছান্দস হেতু ম-লোপ। অভিদ্রুগ্ধাঃ। দ্রুহ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি-বাচ্যে নিষ্ঠা-প্রত্যয়। কর্ম্মণি-বাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তি-হেতু 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। চমূষদঃ। অদন অর্থাৎ ভক্ষণার্থক চমু হইতে নিষ্পন্ন। এতদ্দ্বারা ভক্ষিত হয়—এই অর্থে চমূঃ পদ সিদ্ধ হয়। 'কৃষিচমিতনি' ইত্যাদি নিয়মে ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। চমূতে অবস্থিতি করে—এই বাক্যে চমূষদঃ। 'সৎসূদ্বিষ' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্। 'পূর্ব্বপদাৎ' ইত্যাদি নিয়মে ষত্ব। কৃৎ হেতু উত্তরপদে প্রকৃতি-স্বর হইয়াছে। ইন্দ্রপানাঃ। 'কর্ম্মণি চ যেন সংস্পর্শাৎ' (পা০ ৩।৩।১১৬) ইত্যাদি নিয়মে পা ধাতুর উত্তর কর্ম্মণি-বাচ্যে ল্যুট্। অশ্নাতি। ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ বসুদেয়ায়। ডুদাঞ্ (দা) ধাতু দানার্থবোধক। তদুত্তর 'অচো যৎ' ইত্যাদি নিয়মে ভাবে যৎ। 'ঈদ্যতি' ইত্যাদি নিয়মে ইকারাদেশ। পরে গুণ এবং 'যতোঽনাব' ইত্যাদি সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্তত্ব। কৃৎ-হেতু উত্তর-পদে প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। কৃষ। করণার্থক ডুকৃঞ্ (কৃ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে বিকরণের লোপ হইয়াছে। (১ম—৫৪সূ ৯ঋ)॥

আমরা প্রথমে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম—'চমসাঃ' পদ। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদে যথাক্রমে 'সোমঃ' (সোমরসসমূহ) অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। সেই যে সোম-নামক লতার রস-রূপ মাদক-দ্রব্যের কল্পন মস্তকের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, তাহারই অনুসরণে এইরূপ অর্থাদি নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই ধারণা-ক্রমেই 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' পদের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—পাষাণ খণ্ডের দ্বারা ঘর্ষণে রস প্রাপ্ত হওয়া। দুই খণ্ড পাষাণের পেষণে সোমলতা হইতে মাদক-রস বাহির করা হইত। এতদ্দ্বারা তাহারই সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। তার পর, তৃতীয় পদ 'চমূষদঃ' আসিয়া মিলিত হওয়ায়, সোনায় সোহাগা সংযোগ ঘটিয়াছে। পাষাণে পিষিয়া সোমলতার রস চমসে রক্ষা করা পর্য্যন্ত ভাব, ঐ তিনটী পদে ('চমসাঃ অদ্রিদুগ্ধাঃ চমূষদঃ'— পদত্রয়ে) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সংশয়-মূলক চতুর্থ পদ—'ইন্দ্রপানাঃ' ইন্দ্রদেব সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য পান করিতে বড়ই হর্ষপ্রাপ্ত হন—এই একটা ভাব মনোমধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, 'ইন্দ্রদেবের পানের দ্বারা সুখকর' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এদিকে কিন্তু ভাষ্যের সম্বোধন পদও 'ইন্দ্র' আছে। তাহাতে ইন্দ্রের পানের দ্বারা সুখকর পানীয় ইন্দ্রদেব পান করুন—এইরূপ একটা ভাব মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে 'এষাং' পদ আছে। তাহা হইতে 'চমসানাং' প্রভৃতি-বাক্য গৃহীত হওয়ায়, চমস-পাত্রের কামনা-পূরণের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাপ্ত বা পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত সোমরস পান করুন। তদ্দ্বারা চমসদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, আর পরিশেষে আমাদিগকে ধনদান করিবার জন্য আপনার মতি আসুক।' প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে ঐরূপ ভাবার্থ বুঝিয়া দেখুন।

"হে ইন্দ্র, আপনার নিমিত্তই প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, চমসপাত্রে স্থিত, সুখপানীয় এই প্রচুর সোম প্রস্তুত হইয়াছে; আপনি সেই সোমসকল প্রাপ্ত হউন এবং তদ্দ্বারা এই সকল চমসপাত্রের কামনা পূর্ণ করুন। তাহার পর আমাদিগকে ধন দান করিবার নিমিত্ত আপনার মতি হউক।"

এই তো অর্থ! এই তো ভাব! এখন, আমরা যে অর্থ [illegible]

গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গতি-পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। 'চমসাঃ' পদে যে ধারা-অনুসারে 'সোমাঃ' প্রভৃতি-বাক্য ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই ধারার অনুবর্ত্তনেই আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'চমু' ধাতুর অর্থ ভক্ষণ। দেবতা যাহা ভক্ষণ করেন, তাহাই 'চমসঃ'। তাহাই যদি হইল, তবে সে 'চমসাঃ' যে কি সামগ্রী—একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। যাঁহার দেবতা মাদক-দ্রব্য পানে আনন্দিত হন, তিনি ঐ 'চমসাঃ' পদে মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করেন, করুন। কিন্তু, দেবতার আহারের বা পরিগ্রহণের প্রকৃষ্ট সামগ্রী কি? সেই ভাবটী মনে আসিলেই 'চমসাঃ' পদের তাৎপর্য্য অনুভবে আসিতে পারে। তার পর—'অদ্রিদুগ্ধাঃ।' আমরা মনে করি, 'অদ্রি' (পাষাণ) অর্থাৎ পাষাণবৎ নীরস হৃদয় হইতে যাহা দোহন করা যায়, তাহাকেই 'অদ্রিদুগ্ধা' বলিতে পারি। অথবা, পাষাণবৎ বিশুষ্ক হৃদয়ের দ্বারা আমরা যদি স্নেহ-সত্ত্বভাব উৎপন্ন করিতে পারি, 'অদ্রিদুগ্ধাঃ' পদেই তাহাই ব্যক্ত করে। তৃতীয় পদ—'চমূষদঃ'। ঐ পদে চমস-রূপ অতি-ক্ষুদ্র হৃদয়কে লক্ষ্য করিতেছে। একে ক্ষুদ্র-হৃদয়, ক্ষুদ্র চিন্তায় কলুষ-কল্পনায় পরিপূর্ণ, তাহার উপর তাহাতে একটু স্নেহসত্ত্বভাব নাই। সেই হৃদয় হইতে যে কিঞ্চিৎ সত্ত্বভাব গ্রহণ করিতে পারি, 'অদ্রিদুগ্ধাঃ চমূষদঃ' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝাইতেছে। আর একটী কঠিন সমস্যামূলক পদ—'ইন্দ্রপানাঃ।' ইন্দ্রদেবের পানের দ্বারা যাহা সুখকর হয়—ভাষ্য-কথিত এই ভাবের দ্বারাই, আমরা অর্থ পাইতে পারি—দেবতার অনুগ্রহে ভগবানের কৃপায় যাহা ভগবানের প্রীতির সামগ্রী মধ্যে পরিকল্পিত হয়। 'ইন্দ্রপানাঃ' পদে সেই সামগ্রীর বিষয়ই প্রকাশ করিতেছি। তাহা হইলে, 'অদ্রিদুগ্ধাঃ চমূষদঃ ইন্দ্রপানাঃ'—এই তিনটী পদে এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে,—আমার অতি-কঠোর অতি-বিশুষ্ক অতি-ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে অতি-সামান্য একটু সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিতে পারি, ভগবান্ কৃপা করিয়া সেটুকু গ্রহণ করুন।

এখন, একবার আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে মন্ত্রার্থের সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা পাঁচটী অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ—'বহুলাঃ চমসাঃ তুভ্য ইৎ' পদ-

কয়েকটী—ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে : সকল সত্ত্বভাব (সকল সৎকর্ম্ম) তাঁহারই আয়ত্তাধীন। যত প্রকারেরই হউক, পরিমাণে যতই অধিক হউক, সংসারের সকল সত্ত্বভাবই ভগবানের জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানেই সৎ, সেখানেই তিনি। যাহা কিছু সৎ, সকলই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। অথচ, আমরা মনে করি, আমরা ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা ভগবানের পূজা করিতেছি। আমরা মনে করি, আমরা আমাদিগের আহরিত পূজোপকরণ দ্বারা ভগবানের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি। কিন্তু সে আমাদিগের বিভ্রম মাত্র। আমাদিগের কি সাধ্য অথবা আমাদিগের কি সম্পৎ আছে যে, আমরা তাঁহার পূজায় সমর্থ হই? ইহসংসারে পাপের সংসর্গে আসিয়, আমরা পাপময় পাষাণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। পাষাণকে যতই পেষণ কর-না কেন, তাহা হইতে কখনই স্নেহধারা নির্গত হয় না। তবে হয় বটে—যখন সেই পাষাণের প্রতি ভগবানের করুণা-বারি বর্ষিত হয়। ঐ যে পাষাণ ভেদ করিয়া, গিরি-শির বিদীর্ণ করিয়া, কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনী সাগরানুগামিনী হইয়াছে—সে তো পাষাণের মাহাত্ম্য নহে। পাষাণে যতই আঘাত কর-না কেন, পাষাণ হইতে কখনই বারি বহির্গত হয় না। যিনি বারিদীশ, তিনিই সময়ে সময়ে বারি-রূপে পাষাণের মধ্য দিয়া বিনিঃসৃত হইয়া থাকেন। পাষাণ কখনও গলে না; পাষাণ কখনও টলে না; পাষাণ কখনও দ্রবীভূত হয় না। তবে যে পাষাণের মস্তক হইতে জলধারা বিনির্গত হয়, সে সেই বারিদীশের বিগলন-মাত্র। তিনিই আপনিই বিগলিত হইয়া পাষাণকে অভিসিক্ত করেন; তাই পাষাণে বারি বিনির্গত হয়। পাপ-সংসর্গে পাষাণবৎ বিশুষ্ক কঠোর অন্তর আমাদিগের;—সেই পাষাণভেদকারী পাষাণস্নিগ্ধকারী ভগবান্ যদি কৃপাপরায়ণ হন, তবেই এ জীবন স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয়,—তবেই এ জীবনে ভগবদারাধনার সামর্থ্য উপজিত হইয়া থাকে। করুণাময় করুণা না করিলে, হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয় না, ভগবানের পূজায় সামর্থ্য বা অধিকারও আসে না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অদ্রেরুগ্রঃ' হইতে 'ইন্দুপানাং' পর্য্যন্ত অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় অংশ লক্ষ্য করুন) প্রোক্ত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় এ পাষাণ-হৃদয় যেন সত্ত্বভাব সঞ্চয়ে সমর্থ হয়।'

মন্ত্রের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে ত্রিবিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সমূহকে (আপনিই দান করিয়া) আপনিই গ্রহণ করুন।' তার পর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'এই প্রার্থনাকারী আমাদিগের কামনা পূরণ করুন।' উপসংহারে জানান হইয়াছে,—'আমাদিগকে আমাদিগের অভিমত ফল প্রদানের জন্য আপনার অন্তর আমাদিগের প্রতি দানশীল হউক।'

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'যাঁহার সামগ্রী, তিনিই আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন; তাঁহার প্রদত্ত সেই সামগ্রীর দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদিগের সামর্থ্য আসুক; তিনিই আবার সেই পূজার সেই উপচার-সমূহ গ্রহণ করুন; আপনার সামগ্রী আপনিই গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আমাদিগের অভিমত ফল (স্বর্গ-মোক্ষাদি) প্রদান করুন।' এই জন্যই মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার উপসংহারে উপমার ভাষায় আমরা বলিয়াছি,—'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া আমরা যেন কৃতার্থ হই।' এই মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য (১ম—৫৪সূ—৯ঋ)॥

— • —

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশং-সূক্তং। দশমী ঋক্)।

অপামতিষ্ঠদ্ধরুণহ্বরং তমোঽন্তর্বৃত্রস্য।
জঠরেষু পর্বতঃ।
অভীমিন্দ্রো নদ্যো বব্রিণা হিতা বিশ্বা
অনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে॥ ১০॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অপাং। অতিষ্ঠৎ। ধরুণহ্বরং। তমঃ। অন্তঃ। বৃত্রস্য।

জঠরেষু। পর্ব্বতঃ॥

অভি। ঈং। ইন্দ্রঃ। নদ্যঃ। বব্রিণা। হিতাঃ। বিশ্বাঃ।

অনুষ্ঠাঃ। প্রবণেষু। জিঘ্নতে। ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'ধরুণহ্বরং' (ধারানিরোধকং, প্রতিবন্ধকং) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং, পাপং) 'অতিষ্ঠৎ' (আসীৎ, হৃদি স্বতঃ সঞ্জায়ত ইতি ভাবঃ); 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য শত্রোঃ) 'জঠরেষু অন্তঃ' (উদরমধ্যে, অভ্যন্তরে) 'পর্ব্বতঃ' (পর্ব্বতবৎ কঠোরঃ প্রতিবন্ধকঃ) সত্ত্বপ্রবাহাণাং বাধারূপেণ তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ; তয়া 'বব্রিণা' (আবরকেণ, বাধয়া) 'হিতাঃ' (পিহিতাঃ, বাধাপ্রাপ্তাঃ সত্যঃ) 'নদ্যঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রবাহিণ্যঃ) অবরুদ্ধাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ; কিন্তু 'অনুষ্ঠাঃ' (অনুষ্ঠানেন প্রাপ্তাঃ, নরাণাং সৎকর্ম্মণা অধিগতাঃ বিনিঃসৃতাঃ বা) যাঃ 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'ঈং' (ইমাঃ, সত্ত্বপ্রবাহিন্যঃ, সত্ত্বভাবা ইতি যাবৎ) ক্ষরন্তি, 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ 'প্রবণেষু' (নিম্নপ্রদেশেষু অতিসঙ্কীর্ণেষু নরহৃদয়েষু) 'অভি জিঘ্নতে' (অভিগময়তি, প্রবাহয়তি)। অয়ং ভাবঃ—সত্ত্বভাবানাং লক্ষ্যায় যাদৃশী এব গুরুতরা বাধা তিষ্ঠতে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন সহ ভগবৎকৃপাধিকারী ভূত্বা নরঃ তাং সর্ব্বাং বাধাং অতিক্রমিতুং সমর্থো ভবতি। (১ম ৫৪স—১০ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাবসমূহের ধারানিরোধক (প্রতিবন্ধকতাকারী) অজ্ঞানান্ধকার হৃদয়ে স্বতঃ সঞ্জাত হয়; অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর অভ্যন্তরে পর্ব্বতবৎ কঠোর যে প্রতিবন্ধক সত্ত্বপ্রবাহের বাধা-রূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সেই বাধার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহিণীসকল অবরুদ্ধ হইয়া থাকে; মনুষ্যগণের সৎকর্ম্মের দ্বারা অধিগত (বিনিঃসৃত) যে সত্ত্বভাব-প্রবাহিণীসমূহ ক্ষরিত হয়, ভগবান্ ইন্দ্রদেব তাঁহাদিগের সকলকে অতি-

সঙ্কীর্ণ নর-হৃদয়েও প্রবাহিত করিয়া দেন। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে যতই গুরুতর বাধা উপস্থিত হউক না কেন, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য সে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।)। (১ম—৫৪সূ—১০ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপাং বৃষ্ট্যুদকানাং ধরুণহ্বরং। ধরুণশব্দো ধারাবচনঃ। ধারানিরোধকং তমোঽন্ধকারমতিষ্ঠৎ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টীক্রিয়তে। বৃত্রস্য লোকত্রয়াবরীতুরসুরস্য জঠরেষূদরপ্রদেশেষ্বন্তর্মধ্যে পর্বতঃ পর্ববানম্বুবাহোঽভূৎ। অতস্তমোরূপেণ বৃত্রেণ মেঘস্যাবৃতত্বাদ্ বৃষ্ট্যুদকমপামাবৃতমিত্যুচ্যতে। ঈমেনাঃ পূর্বোক্তা নদ্যো নদীরূপাঃ। নদনাম্নস্য ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নদীশব্দেনাপ উচ্যন্তে। বব্রিণাবারকেণ বৃত্রেণ হিতাঃ পিহিতাঃ বিশ্বা ব্যাপনীয়রূপা অনুক্রমেণ তিষ্ঠন্তীঃ এবম্বিধা অপ ইন্দ্রঃ প্রবণেষু নিম্নেষু ভূপ্রদেশেষ্বভিজিঘ্নতে। অভিগময়তি॥

বব্রিণা। বৃঞ্ বরণ ইত্যস্মাদাদৃগমহনজন ইতি কি প্রত্যয়ঃ। লিড্বদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবাদি। যণাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অনুষ্ঠাঃ। আতশ্চোপসর্গ ইতি তিষ্ঠতেঃ কপ্রত্যয়ঃ। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বং। জিঘ্নতে। হন্তের্গত্যর্থাদ্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং॥ (১ম ৫৪সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৃষ্টির জল-সমূহের 'ধরুণহ্বরং' (ধরুণশব্দ ধারাবাচী) অর্থাৎ ধারানিরোধক 'তমঃ' অর্থাৎ অন্ধকার অবস্থিত ছিল। ইহার অর্থ স্পষ্টকৃত হইতেছে। লোকত্রয়াবরণকারী বৃত্রাসুরের উদরের মধ্যে 'পর্ব্বতঃ' অর্থাৎ মেঘ ছিল। এই হেতু তমোরূপে বৃত্র মেঘের আবরক বলিয়া তৎকর্তৃক বৃষ্টির জলকে আবরণ করার বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত নদী অর্থাৎ অপ্ ('নদনাম্নস্য' এই ব্যুৎপত্তি ক্রমে নদী শব্দে অপ্ বুঝায়) আবরক বৃত্রের দ্বারা পিহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হওয়ায়, সমুদায় বিশ্বব্যাপী জল অনুক্রমে অবস্থিত ছিল। সেইরূপ জলকে ইন্দ্র নিম্নে ভূপ্রদেশে নিপাতিত করিয়াছিলেন।

বব্রিণা। বরণার্থক বৃঞ্ ধাতুর উত্তর 'আদৃগমহনজনঃ' ইত্যাদি নিয়মে কি-প্রত্যয়। লিড্বদ্ভাব-হেতু দ্বির্ভাবাদি যণাদেশ এবং প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। অনুষ্ঠাঃ। 'আতশ্চোপসর্গে' ইত্যাদি নিয়মে স্থা ধাতুর উত্তর ক-প্রত্যয়। 'উপসর্গাৎ সুনোতি' প্রভৃতি নিয়মে ষত্ব। জিঘ্নতে। হন্ ধাতুর গত্যর্থ বশতঃ ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' প্রভৃতি নিয়মে শপ্ স্থানে শ্লু এবং 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ বহুলং ছন্দসি' প্রভৃতি নিয়মে অভ্যাসের ইত্ব হইয়াছে (১ম—৫৪সূ ১০ঋ)।

* * *

দশম (৬৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

—-:০:—-

এই ঋকের জটিলতা ছিন্ন করিবার পক্ষে ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে এই ঋকের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ উপলক্ষে বিশেষ গবেষণা দেখিতে পাই। তবে সে সকল ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ মেঘের ও বৃষ্টির বিষয়ই বিবৃত দেখি। সেখানে 'পর্ব্বতঃ' পদেও মেঘ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আবার 'বৃত্র' পদেও মেঘ অর্থ আসিয়াছে। বৃত্রের উদরে অর্থাৎ মেঘের অভ্যন্তরে জল ছিল। বৃত্র, সেই জলকে আবৃত করিয়া রাখে,—নদীসমূহকে প্রবাহিত হইতে দেয় না। ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে সেই বৃত্রকে বিদারণ করিয়া মেঘ হইতে বৃষ্টিকে নিপাতিত করেন। ফলে, নিম্নভূমিতে নদী-প্রবাহ প্রবাহিত হয়।

এই মন্ত্রের কোনও ব্যাখ্যাতেই বৃত্র আর অসুর নহে; তাহার উদর আর অসুরের উদর নহে। প্রচলিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাখ্যার সহিত এখানকার ব্যাখ্যার কোনই সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। বৃত্রের মাতা বৃত্রের উপরে যে শুইয়া পড়িয়াছিল, ইন্দ্রের বজ্র যাহাতে আর বৃত্রের অঙ্গে নিক্ষিপ্ত না হয়—বৃত্রের মাতা তাহাতে যে বাধা দিয়াছিল,সে সকল উপাখ্যান এখানে রূপক মধ্যে গণ্য হইয়া গেল। এত যে বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা, স্বর্গের অধিকার লইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে এত যে বিতণ্ডার কল্পনা, এখানে সকলই ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অথচ, এ ব্যাখ্যায়ও পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। সুতরাং মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমাদিগকে বড়ই সঙ্কট-সমস্যায় পড়িতে হয়।

মন্ত্রটীকে আমরা চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। (ভাষ্যের অনুরূপ) বিভক্তি-ব্যত্যয় প্রায়ই স্বীকার করি নাই। পদ কয়েকটীর অর্থও পূর্ব্বাপর যেরূপ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, সেইরূপই পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে মন্ত্রের কি ভাব কি অর্থ দাঁড়াইতেছে, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। স্বভাবতঃই অজ্ঞানতা আসিয়া হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহকে আচ্ছন্ন করে। সংসারের ইহাই সাধারণ ধর্ম্ম। অজ্ঞানতা আপনা-আপনি আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে; আত্মোৎকর্ষ সাধন দ্বারা সে অজ্ঞানতাকে

দূর করিতে হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে—'অপাং সরুণহ্বরং তমঃ আসীৎ' এই কয়েকটী পদে, সেই সাধারণ অবস্থার বিষয় পরিব্যক্ত রহিয়াছে। অজ্ঞানতাই সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধক-রূপে হৃদয়ে অবস্থিতি করে—এই সরল তত্ত্বকথা মন্ত্রের ঐ অংশে বিবৃত দেখি। মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে ঐ উক্তির দৃঢ়তা সাধিত হইয়াছে। 'বৃত্রস্য জঠরেষু অন্তঃ পর্ব্বতঃ'—এই অংশে বৃত্রের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত দেখি। সেই অজ্ঞানতা-রূপশত্রুর অভ্যন্তরে, সত্ত্বভাব-প্রবাহের বাধাকারক পর্ব্বত আছে। অর্থাৎ, জলপ্রবাহের গতি-পথে যদি পর্ব্বত থাকে, জলপ্রবাহ যেমন তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না; সেইরূপ, অজ্ঞানতার বাধা অতি ভয়ঙ্কর—সত্ত্বভাবের প্রবাহ সে বাধা অতিক্রম ক'রতে স্বতঃই পর্য্যুদস্ত হয়। এইরূপে বুঝা যাইতেছে, মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে,—'মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উন্মেষের পক্ষে অজ্ঞানতা ভীষণ বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশে, সেই অজ্ঞানতা বা বাধা দ্বারা কি অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের—সৎকর্ম্মসাধন পক্ষে—যে সকল প্রবাহিণী আছে, অজ্ঞানতার বাধা তাহাদিগের গতি অবরোধ করে। 'বব্রিণা হিতাঃ নদ্যঃ'—এই পদত্রয়ে উক্ত ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

উপসংহারে মন্ত্রের চতুর্থ অংশে সেই বাধা কেমন করিয়া দূর করিতে পারা যায়, তাহারই উপদেশ প্রখ্যাত রহিয়াছে দেখিতে পাই। সকল পথ অবরুদ্ধ। প্রবাহিণীর গতি-মুখে ভীষণ পর্ব্বত দণ্ডায়মান্। তোমার ক্ষীণস্রোত নদীর সাধ্য কি যে, সে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিবে? কিন্তু মন্ত্র বলিতেছেন,—'তাহাও অসম্ভব নহে। তুমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দেখ দেখি! তদ্দ্বারা তোমার হৃদয় হইতে যে স্নেহ ক্ষরণ হইবে, সেই ধারা উপলক্ষ করিয়াই ভগবান্ তোমার অন্তরের মধ্যে কুলপ্লাবিনী প্রবাহিণী সৃষ্টি করিয়া তুলিবেন। তখন আর কোনও বাধাই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। বাধার পর্ব্বত তখন চূর্ণ হইয়া যাইবে। সত্ত্বভাবের নদীসকল পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইয়া, পারিপার্শ্বিক প্রদেশসমূহকে তখন প্লাবিত করিবে।'

কূল-কিনারা নাই। সম্মুখে অসীম অনন্ত বিস্তৃত পারাবার! স্মরণেই

হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। পারের আশা হৃদয়ে কচিৎ উদয় হয়। যদি কখনও অতিদূরের ক্ষীণ রশ্মীরেখা নয়ন-পথে আসিয়া প্রতিভাত হয়; অমনি অজ্ঞানতার কুহেলিকায় তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলে। নীরব নিস্তব্ধ দিঙ্মণ্ডল। কোথাও সাড়া-শব্দ নাই। যদি দূরের কোনও বাণী আসিয়া অস্ফুট ধ্বনিতে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়, অমনি সংসারের নানা কোলাহল আসিয়া তাহাকে প্রতিহত করে। দূরাগত সে অস্ফুট-ধ্বনি তখন আর কর্ণে স্থানই পায় না। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সেই যে দূরের আলোক আসিয়া তোমার হৃদয়ে কখনও কখনও চমকাইয়া উঠে, সেই যে দূরের অস্ফুট ধ্বনি আসিয়া কখনও কখনও তোমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়; তৎপ্রতি যদি একটু লক্ষ্য কর, যদি একটু উৎকর্ণ হও, পারের পথ আপনিই দেখিতে পাইবে,—পথের সন্ধান তাহারই মধ্যে প্রাপ্ত হইবে।' সে পথ কি? সে বাণীই বা কি সন্ধান দিতেছে? সেই পথ—সৎকর্মের অনুষ্ঠান। সেই বাণী—'তুমি সাধ্যমত একটু একটু করিয়া সৎকর্মে প্রবৃত্ত হও; তদ্দ্বারাই তোমার অভীষ্ট লাভ হইবে। তোমার পুরোভাগে ঐ যে অনন্ত অসীম পারাপার রহিয়াছে, তোমার সেই ক্ষুদ্র সৎকর্ম্ম-তরণীই তোমায় সে পারাবার উত্তরণ করিবে। একটু একটু করিয়া অগ্রসর হও দেখি! ধীরে ধীরে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারিবে।' (১ম—৫৪সূ—১০ঋ)॥

— — • — —

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুঃপঞ্চাশং-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

স শেবৃধমধি ধা দ্যুম্নমস্মে মহি ক্ষত্রং
জনাষালিন্দ্র তব্যং।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীন্ রায়ে চ নঃ
স্বপত্যা ইষে ধাঃ॥ ১১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। শেবৃধং। অধি। ধাঃ। দ্যুম্নং। অস্মে ইতি। মহি।

ক্ষত্রং। জনাষাট্। ইন্দ্র। তব্যং।

রক্ষ। চ। নঃ। মঘোনঃ। পাহি। সূরীন্। রায়ে। চ।

নঃ। স্বঃঅপত্যৈ। ইষে। ধাঃ॥ ১১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সঃ' (প্রখ্যাতো দাতা) ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু) 'জনাষাট্' (শত্রূণামভিভবিতৃ) 'তব্যং' (প্রবৃদ্ধং, বিশিষ্টং) 'ক্ষত্রং' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) তথা 'শেবৃধং' (শান্তিকারকং) 'মহি' (মহৎ) 'দ্যুম্নং' (যশঃ, অন্নং) ('অধি ধাঃ' (অধি-নিধেহি); তথা 'নঃ' (অস্মান্) 'মঘোনঃ' (ধনবন্তঃ কৃত্বা, পরমৈশ্বর্য্যং দত্ত্বা) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'রক্ষ' (পালয়); 'সূরীন্' (বিদুষঃ, জ্ঞানিনঃ) 'রায়ে' (পরমধন-প্রদানায় যথা তথা) 'স্বপত্যৈ' (সৎপুত্রদানেন, বংশপরম্পরাক্রমেণ) 'ইষে' (অভীষ্ট-বর্ষণায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'ধাঃ' (দেহি, প্রতিষ্ঠাপয়)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! অস্মান্ রিপুদমনশীলং সৎকর্ম্মসাধকং সামর্থ্যং প্রযচ্ছ; যথা সাধূন্ পরিত্রায়সি, তথা পরম-ধনপ্রদানেন কৃপয়া অস্মান্ ত্রায়স্ব।' (১ম—৫৪সূ ১১ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সেই প্রখ্যাত দাতা আপনি, আমাদিগকে শত্রু-দমনকারী বিশিষ্ট শক্তি এবং শান্তিকারক মহৎ যশঃ প্রদান করুন; আর, আমাদিকে পরমৈশ্বর্য্য দান করিয়া, সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন; আপনি জ্ঞানিগণকে পরমধন প্রদান করিয়া পরিত্রাণ করেন; সেইরূপ, সৎপুত্র-দানে (অথবা—বংশপরম্পরাক্রমে সকলের) অভীষ্টপূরণে আমাদিগকেও প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে রিপুদমনশীল সৎকর্ম্মসাধক সামর্থ্য প্রদান করুন; সাধু-গণকে যেমন পরিত্রান করেন, সেইরূপ পরমধন-প্রদানে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকেও পরিত্রাণ করুন।') (১ম—৫৪সূ—১১ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র স ত্বমস্মে অস্মাসু দ্যুম্নং যশোঽধিধাঃ। অধিনিধেহি। কীদৃশমিত্যাহ শেবৃধং। সংশমনং। রোগাণাং শমনে সতি বর্দ্ধতে তাদৃশং। তথা মহি মহৎ জনাষাট্ শত্রুজনানামভিভবিতৃ তবাং প্রবৃদ্ধং ক্ষত্রং বলং চাধিধা ইতি শেষঃ। হে ইন্দ্র সোঽস্মাস্মঘোনো ধনবতঃ কৃত্বা রক্ষা। পালয়। সূরীন্ বিদুষোঽন্যানপি পাহি। পালয়। তথা রায়ে ধনায় চ স্বপত্যৈ শোভনপুত্রযুক্তায়েষেঽন্নায় চ নোঽস্মান্ধাঃ। ধেহি স্থাপয়॥

ধাঃ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্ গাতিস্থেতি সিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। অস্মে। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা সপ্তম্যাঃ শে আদেশঃ। জনাষাট্। জনান্ সহত ইতি জনাষাট্ ছন্দসি সহঃ। পা০ ৩।২।৬৩। ইতি ণ্বিঃ। অত উপধায়া ইতি বৃদ্ধিঃ। সহেঃ সাডঃ স ইতি ষত্বং। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ। তবাং। তবতির্বৃদ্ধ্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। অচো যদিতি যৎ। গুণে ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈবেত্যবাদেশঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। রক্ষা। রক্ষ পালনে। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি দীর্ঘত্বং। মঘোনঃ। শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিত ইতি শসি সম্প্রসারণং। পাহি। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। তের পত্তত্বেন স্বরঃ শিষ্যতে। মঘোনঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! সেই আপনি আমাদিগকে যশ প্রদান করুন। কীদৃশ যশ, তদ্বিষয় কথিত হইতেছে;—'শেবৃধং' অর্থাৎ রোগসমূহের দমনে যাহা বৃদ্ধি করে তদ্রূপ, অর্থাৎ আমাদিগের অতি-বর্দ্ধনশীল; তথাবিধ মহৎ শত্রুগণের অভিভবকারী প্রভূত বল প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে ধনবান করিয়া পালন ও রক্ষা করুন। বিদ্বান্ অন্যান্য সকলকে পালন করুন; অপিচ, ধননিমিত্ত শোভনপুত্রযুক্ত এবং অন্ননিমিত্ত আমাদিগকে অন্নে স্থাপন করুন অর্থাৎ আমাদিগকে শোভন অপত্য, ধন ও অন্ন প্রদান করুন।

ধাঃ। প্রার্থনা অর্থে 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি নিয়মে লুঙ্ বিভক্তি এবং 'গাতিস্থ' নিয়মে সিচের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। অস্মে 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি নিয়মে সপ্তমী বিভক্তিতে শে আদেশ। জনাষাট্। 'জনান্ সহতে' ইত্যাদি বাক্যে জনাষাট্ পদ হইয়াছে। 'ছন্দসি সহঃ' (পা০ ৩।২।৬৩।) ইত্যাদি সূত্রানুসারে ণ্বিঃ। 'অত উপধায়া' ইত্যাদি নিয়মে বৃদ্ধি 'সহেঃ সাডঃ স.' ইত্যাদি নিয়মে ষত্ব। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি বিধিক্রমে পূর্ব্বপদ দীর্ঘ। তবাং। তবতি (তব্) বৃদ্ধ্যর্থক। সৌত্রো ধাতু। 'অচো যৎ' ইত্যাদি নিয়মে যৎ প্রত্যয়। 'গুণে ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব' ইত্যাদি নিয়মে অবাদেশ। 'যতোঽনাব' সূত্রানুসারে আদ্যুদাত্ত। রক্ষা। পালনার্থক রক্ষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। শপের পিত্ত্ব হওয়ায় অনুদাত্ত হইলেও ধাতুস্বরই অবশিষ্ট হইয়াছে। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ। মঘোনঃ। 'শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতঃ' ইত্যাদি বিধি-অনুসারে শসের সম্প্রসারণ। পাহি। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ হইয়াছে। 'হেঃ পিত্ত্ব-হেতু তাহার স্বরই অবশিষ্ট। মঘোনঃ। এই পদের বাক্যান্তরগত-হেতু নিঘাতের

সখোম ইত্যাস্য বাক্যান্তরগতত্বান্নিঘাতাভাবঃ। স্বপত্যং। শোভনান্যপত্যানি যস্যাঃ সা তথোক্তা। নঞ্ সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অপাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি ষাড়াপঃ। পা০ ৭।৩।১১৩। ষাড়াগমাভাবে বৃদ্ধিরেচি। পা০ ৬।১।৮৮। ইতি বৃদ্ধিঃ। ১১।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে অষ্টাদশো বর্গঃ। ১।৪।১৮।

* * *

একাদশ (৬৫০) ঋকের বিশদার্থ।

---§---§---

সূক্তের উপসংহার এই মন্ত্রে সকল প্রার্থনার এক সার-প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইহসংসারে ইহজীবনে যাহা প্রয়োজন, তাহাও এই প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; আবার এ জীবনের পরপারে ভবিষ্যতে যাহা প্রয়োজন হইবে—তাহারও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের একটী প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমায় শত্রু-দমনে সামর্থ্য দেও।' এই প্রার্থনায় অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রু দমনেরই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রার্থনা—'আমায় শান্তিকারক যশঃ দেও! অর্থাৎ,—যে যশে শান্তি আসে, সেই যশঃ আমি চাই।' এই প্রার্থনা হইতেই বুঝিতে পারি, প্রার্থী যে শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন, সে শত্রু—কেমন শত্রু! সংসারে মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধে মানুষকে হত্যা করিয়া মানুষ জয়যুক্ত হয়। সেও এক শত্রুদমন বটে! আবার মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা একে অপরের সম্পত্তি অধিকার করে। সেও এক শত্রু-দমন-জনিত জয় বটে! দস্যুগণ পরস্বাপহরণে আপনাকে জয়যুক্ত বলিয়া মনে করে। সেও একপ্রকার জয় বটে! ঐ সকল কার্য্যে সামান্য একটা যশও আছে। কিন্তু এখানে প্রার্থনার ভাবে বুঝা যাইতেছে, প্রার্থনাকারী সেরূপ শত্রুজয় বা সেরূপ যশ চাহিতেছেন না। তিনি চাহিতেছেন,—'যে যশে শান্তি আসে, যে যশে শ্রেয়ঃ আছে, যে যশে উদ্বেগ নাই, যে যশে পরিশেষে আত্মগ্লানির অবসাদ আসে না।'

অভাব হইয়াছে। স্বপত্যং। শোভন অপত্য-সমূহ যাহার আছে, সেই। 'নঞ্ সুভ্যাং' নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত। 'অপাদিষু ছন্দসি বা বচনং' ইত্যাদি নিয়মে 'ষাড়াপঃ' (৭।৩।১১৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে আটের আগম না হওয়ায়, 'বৃদ্ধিরেচি' (পা০ ৬।১।৮৮) এই পাণিনীয় বিধানে বৃদ্ধি হইয়াছে। (১ম ৫৪ম—১১ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৪।১৮।

সুতরাং কি প্রকার শত্রুজয়ের জন্য কি প্রকার শক্তি তিনি চাহিতেছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমাদিগের মনে হয়, এখানে শত্রু বলিতে হৃদিস্থিত কামাদি শত্রুগণের প্রতিই প্রধানতঃ তাঁহার লক্ষ্য রহিয়াছে; 'তব্যং ক্ষত্রং' পদদ্বয়ে শম-দম ক্ষমা-তিতিক্ষা প্রভৃতি রূপ শক্তির প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। মনের যাহাতে শান্তি হয়, সে যশঃ ঐ সকল শক্তির দ্বারাই অধিগত হইয়া থাকে। অস্ত্র-ব্যবহারে জনক্ষয়ে কাটা-কাটি-মারামারিতে শান্তিময় যশঃ কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশের ('ইন্দ্র স জনাস ট. তব্যং ক্ষত্রং শেবৃধং মহি দ্যুম্নং অধি ধাঃ'—অংশের) ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে ('মঘোনঃ নঃ রক্ষ'—অংশে) পরমধনদানে অর্থাৎ যে ধনে কোনরূপ অশান্তি নাই—তদ্রূপ ধন-দানে, রক্ষা করার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সে ধন কি? সদ্বৃত্তি এবং সৎকার্য্যসম্পাদনে স্পৃহা ও ক্ষমতা প্রভৃতিই সেই ধনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। সত্তাই মানুষকে রক্ষা করে। সৎ-ই অবিনশ্বর রক্ষক। এপক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্। আমায় সৎ করুন; সৎ অবিনশ্বর; আমিও যেন অবিনশ্বর হইতে পারি।'

মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ ('সূরীন্ রায়ে পাহি' এবং 'স্বপত্যৈ ইষে নঃ ধাঃ'—অংশদ্বয়), আমরা মনে করি, একই সূত্রে সংগ্রথিত। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, ঐ দুই অংশে দ্বিবিধ বিষয় প্রকটিত আছে; প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'আপনি বিদ্বানগণকে রক্ষা করুন, আর শেষাংশে বলা হইয়াছে—'আমাদিগকে সুপুত্র ও ধনদান করুন।' আমরা কিন্তু এখানে একটু অন্যভাব গ্রহণ করি। বিদ্বান্ বা জ্ঞানী জনকে রক্ষা করার জন্য সাধারণ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা করিবার কি প্রয়োজন আছে? তাঁহারা তো আপনাপন কর্ম্মপ্রভাবেই রক্ষা পাইবেন; সুতরাং হঠাৎ ঐরূপ প্রার্থনার কারণও কিছুই দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে আমাদিগের মত এই যে, প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! জ্ঞানিগণকে যেরূপ ধনাদি-দানে আপনি রক্ষা করিয়া থাকেন, এই অজ্ঞান অধম আমাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, সেইরূপ-ভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এ পক্ষে, 'পাহি' পদে 'পরিত্রায়ি'

প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলেই সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহলোকে সৎপুত্রের কামনা মানুষ করিয়া থাকে। অন্নবস্ত্রের ক্লেশ না পায়—এ কামনাও মানুষ করিয়া থাকে। 'স্বপত্যৈ' ও 'ইষে' পদদ্বয়ে সে ভাবও প্রকাশ পায়। আবার ঐ দুই পদে নিজের এবং নিজের বংশ-পরম্পরার বা আত্মীয় স্বজনের শ্রেয়ঃকামনাও প্রকাশ পায়। 'ইষ' পদে অভীষ্ট-পূরণের ভাব আসে। কেবল আমার বলিয়া নহে—আত্মীয়স্বজন সকলের—পারিপার্শ্বিক সকলের অভীষ্টপূরণ করুন; এরূপ প্রার্থনার ভাবও মন্ত্রার্থে এখানে গ্রহণ করিতে পারি। প্রীতি-প্রেমের বিশ্বজনীন ভাব—সংসারের সকলের হিতাকাঙ্ক্ষা—সাধকের হৃদয়ে যে জাগরূক;—এ প্রার্থনায় তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। (১ম—৫৫সূ—১১ঋ) ॥

— — * — —

পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা।)

দিবশ্চিদস্যেত্যষ্টর্চং পঞ্চমং সূক্তং সব্যস্যার্ষমৈন্দ্রং জাগতং। তথা চানুক্রান্তং। দিবশ্চিদষ্টৌ জাগতং হীতি। হীত্যভিধানাত্তুহ্যাদিপরিভাষয়োত্তরে দ্বে চ সূক্তে জাগতে। অতিরাত্রে প্রথমে পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণশস্ত্র ইদং সূক্তং। সূত্রিতং চ। দিবশ্চিদস্যেতি পর্য্যাসঃ স নো নব্যেভিরিতি চ। আ০ ৬।৪। ইতি। বিষুবতি নিষ্কেবল্যেঽপ্যেতৎ সূক্তং। সূত্রিতং চ। শংসেদেবোত্তরাণি ষট্ দিবশ্চিদস্য। আ০ ৮।৬। ইতি। সমূলহস্য দশরাত্রস্য দ্বিতীয়ে ছন্দোমেঽপি নিষ্কেবল্য এতৎ সূত্রিতং। ত্বং মহাং ইন্দ্র যো হ দিবশ্চিদস্য ত্বং মহাং ইন্দ্র তুভ্যমিতি নিষ্কেবল্যং। আ০ ৮।৭। ইতি।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

(দশম অনুবাকের) এই পঞ্চম সূক্তে দিবশ্চিৎ প্রভৃতি আটটী ঋক্ আছে। ইহার ঋষি সব্য। দেবতা ইন্দ্র এবং ছন্দ জগতী। সেইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—'দিবশ্চিদষ্টৌ জাগতং' ইত্যাদি অর্থাৎ দিবশ্চিৎ প্রভৃতি আটটী ঋক্ জগতীছন্দবিশিষ্ট। 'হি' ইত্যাদি অভিধান-প্রযুক্ত 'তুহি' ইত্যাদি পরিভাষানুসারে উত্তরে দুইটী সূক্ত জগতী ছন্দোবিশিষ্ট। অতিরাত্র-যাগে প্রথম পর্য্যায়ে মৈত্রাবরুণ-শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। তদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে। যথা,—'দিবশ্চিদস্যেতি পর্য্যাসঃ স নো নব্যেভিরিতি চ।' (আ০ ৬।৪) ইতি। বিষুবৎ-যাগে নিষ্কেবল্য শস্ত্রেও এই সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে সূত্র আছে; যথা,—'শংসেদেবোত্তরাণি ষট্ দিবশ্চিদস্য' (আ০ ৮।৬) ইত্যাদি। সমূলহ নামক দশরাত্রি-যাগের দ্বিতীয় ছন্দোমে নিষ্কেবল্য শস্ত্রে এতদ্বিষয় সূচিত হয়। যথা,—'ত্বং মহাং ইন্দ্র যো হ দিবশ্চিদস্য ত্বং মহাং ইন্দ্র তুভ্যমিতি নিষ্কেবল্যং।' (আ০ ৮।৭) ইত্যাদি।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———— —— :•: ———— ————

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোহনুবাকঃ। পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোহষ্টকঃ। চতুর্থোহধ্যায়ঃ। ঊনবিংশঃ বিংশশ্চ বর্গঃ।

* * *

পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

—— * ——

এই সূক্তের আটটী ঋক্—ইন্দ্রদেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক। যথাপূর্ব্ব সেই আটটী ঋকের মধ্যেও ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধে বিভিন্ন বিপরীত ভাবসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সোম-পানের কথা, সেই বৃত্র-বধের বিষয়, সেই ঘোটকারোহণে যজমানগণের যজ্ঞভূমিতে আগমন, সেই অসুরগণের নগরসকল বিধ্বংসীকরণ, আবার সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন,—সংশয়-সন্দেহ-উৎপাদক এবম্বিধ সকল কথাই এই আটটী ঋকের ব্যাখ্যার মধ্যে দেখিতে পাই। এই সকল ঋকের ব্যাখ্যায় বৃত্রকে কখনও বা অসুর এবং কখনও বা মেঘ বলিয়া পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

অন্য পক্ষে আবার, এই সকল মন্ত্রের মধ্যে ইন্দ্রদেবকে ঈশ্বর বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে; এবং বৃত্র বলিতে জ্ঞানাবরক অর্থ আসিয়াছে। ইন্দ্রদেব একবার বা ষাঁড়ের সহিত তুলিত হইয়াছেন, একবার বা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের আসন অধিকার করিয়াছেন। একটী ঋকের অর্থে দেখি, ঋষিরা ইন্দ্রকে বনে লইয়া গিয়া স্তোত্র অর্চ্চনা দ্বারা তাঁহারা উপাসনা করিতেছেন। অন্যত্র দেখি, তিনি বিশ্বব্যাপী বিরাট্ মূর্ত্তিতে সদাকাল সংসার ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রচলিত কোনপ্রকার ব্যাখ্যাতেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় না। সূক্তের প্রথম মন্ত্রের প্রথম অংশে ইন্দ্রকে ভগবান্ বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু ঐ মন্ত্রেরই শেষাংশে আবার তাঁহাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে—দেখিতে পাইবে। এইরূপ দ্বিতীয় মন্ত্রের 'সমুদ্রিয়ঃ' পদ হইতে 'ইন্দ্র সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন'—এইরূপ একটা অর্থ চলিয়া গিয়াছে। এখানেও আবার বৃষের সহিত তাঁহার তুলনা দেখি। তিনি যে মেঘ হনন করেন, দ্বিতীয় ও পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যাদিতে তাহাই প্রকাশ পায়। এ দিকে আবার, তিনি দুই হস্তে ধন বিতরণ করিতেছেন, তিনি সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা,—অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় এতাদৃশ ভাবও প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, বিচ্ছিন্ন বিপরীত ভাবসমূহ ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাওয়ায়, মন্ত্রগুলির প্রতি

সাধারণতঃ একটা অশ্রদ্ধার ভাব আনিয়া থাকে। কিন্তু তাহা বিভ্রম মাত্র। আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রগুলি দর্শন করি, তাহাতে কোথাও অসামঞ্জস্য বা বিপরীত ভাব দেখিতে পাই না। পরন্তু সর্ব্বত্রই পরমার্থতত্ত্ব উদ্ভাসিত রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি।

প্রথম মণ্ডলস্য দশমানুবাকে পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং। সব্য ঋষিঃ।
জগতীচ্ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। সমূলহস্য দশরাত্রস্য
দ্বিতীয়ে ছন্দোমেঽপি নিষ্কেবল্যে বিনিয়োগঃ।

* . *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

দিবশ্চিদস্য বরিমা বি পপ্রথ ইন্দ্রং ন
মহ্না পৃথিবী চন প্রতি।
ভীমস্তুবিষ্মান্ চর্ষণিভ্য আতপঃ শিশীতে
বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ ॥ ১ ॥

* . *

পদ বিশ্লেষণং।

দিবঃ। চিৎ। অস্য। বরিমা। বি। পপ্রথে। ইন্দ্রং। ন।
মহ্না। পৃথিবী। চন। প্রতি।
ভীমঃ। তুবিষ্মান্। চর্ষণিহভ্যঃ। আহতপঃ। শিশীতে
বজ্রং। তেজসে। ন। বংসগঃ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'বরিমা' (মহিমা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'চিৎ' (অপি) 'বি-পপ্রথে' (বিশেষেণ প্রকৃষ্টা ভবতি); ভগবতো মহিমা দ্যুলোকাৎ গরীয়সী ইতি ভাবঃ; 'পৃথিবী' (ভূলোকঃ) 'মহ্না' (মহত্ত্বেন) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'প্রতি' (প্রতিরূপং) 'চন' (অপি) 'ন' (ন ভবতি); মহী মহত্ত্বেন ইন্দ্রস্য প্রতিরূপা কদাপি ন ভবতি ইতি ভাবঃ; 'ভীমঃ' (শত্রূণাং ভয়প্রদঃ) 'আতপঃ' (সমন্তাৎ শত্রূণাং তাপকারী) 'তুবিষ্মান্' (প্রজ্ঞাবান্ স ভগবান্) 'চর্ষণিভ্যঃ' (স্তোতৃভ্যঃ, সাধকেভ্যঃ, তেষাং হিতসাধনায় ইতি যাবৎ) 'বজ্রং' (শত্রুহননকারকং আয়ুধং) 'তেজসে ন বংসগঃ' (তেজঃ যথা গতিশীলং ভবৎ, আলোকরশ্মিবৎ ক্ষিপ্রগতিশীলং ইতি ভাবঃ) 'শিশীতে' (তনূকরোতি, তীক্ষ্ণী-করোতি, শত্রূণাং প্রতি ক্ষিপং ত্যজতি ইতি ভাবঃ)। সাধূনাং পরিরক্ষণায় অশেষ-মহিমান্বিতো ভগবান্ তেষাং শত্রূন্ ত্বরয়া সংহরতি—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (১ম—৫৫সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

সেই ভগবানের মহিমা দ্যুলোক হইতেও বিশেষপ্রকারে শ্রেষ্ঠ; ভূলোক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের মহত্ত্বের প্রতিরূপও নহে। শত্রুগণের ভয়প্রদ, সর্ব্বতোভাবে শত্রুদিগের তাপকারী, প্রজ্ঞাবান্ সেই ভগবান্, সাধকগণের হিতসাধনের জন্য, শত্রুহননকারী আয়ুধকে আলোকরশ্মিবৎ ক্ষিপ্রগতিশীল করিয়া, শত্রুগণের প্রতি ত্বরায় ত্যাগ করেন। (ভাব এই যে,—সাধুগণের রক্ষার জন্য অশেষমহিমান্বিত ভগবান্ তাঁহাদিগের শত্রুগণকে ত্বরায় সংহার করিয়া থাকেন।) । (১ম—৫৫সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং ।

অস্যেন্দ্রস্য বরিমোরুত্বং প্রভাবঃ দিবশ্চিৎ দ্যুলোকাদপি বিপপ্রথে। বিস্তীর্ণো বভূব। পৃথিবী চন পৃথিব্যপি চ মহ্না মহিম্না মহত্ত্বেনৈনং ন প্রতি ভবতি। ভূমিরপীন্দ্রস্য প্রতিনিধির্ন ভবতি। ততোঽপি স গরীয়ানিত্যর্থঃ। ভীমঃ শত্রূণাং ভয়ঙ্করস্তুবিষ্মান্ প্রজ্ঞাবান্ বলবান্ বা চর্ষণিভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ স্তোতৃভ্যস্তেষামর্থায় শত্রূণামাতপঃ। আ-সমন্তাত্তাপকারী। এবম্ভূতঃ স ইন্দ্রো বজ্রং বর্জ্জনশীলমায়ুধং তেজসে তৈক্ষ্ণ্যায় শিশীতে

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

এই ইন্দ্রের প্রভাব দ্যুলোক হইতেও বিস্তীর্ণ হয়, এবং পৃথিবীও মহত্ত্বের দ্বারা ইন্দ্রের প্রতিনিধি নহে। ইন্দ্র তাহা হইতে গরীয়ান্। শত্রুদিগকে ভীতিপ্রদানকারী, প্রজ্ঞাবান্ অথবা বলবান্ (সেই ইন্দ্র) মনুষ্যগণের বা স্তোতাদিগের জন্য তাঁহাদের শত্রুগণকে সন্তাপ প্রদান করেন। এবংবিধ সেই ইন্দ্র বজ্রকে, অর্থাৎ বর্জ্জনশীল আয়ুধকে
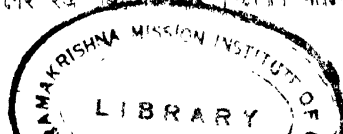
তনূকরোতি তীক্ষ্ণীকরোতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বংসগো ন। বননীয়গতির্যথা বৃষভো যথা স্বশৃঙ্গে যুদ্ধার্থং তীক্ষ্ণীকরোতি তদ্বৎ॥

দিবঃ। ঊড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বরিমা। উরুশব্দাৎ পৃথ্বাদিলক্ষণ ইমনিচ্। প্রিয়স্থিরেত্যাদিনোরুশব্দস্য বরাদেশঃ। পপ্রথে। প্রথ প্রখ্যানে। মহ্না। মহিম্না। বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ। যদ্বা মহেরৌণাদিকঃ কনিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। তৃতীয়ৈক-বচনেহল্লোপোহন ইত্যকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। প্রতি। প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োরিতি প্রতিনিধৌ কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বং। কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে। পা॰ ২৷৩৷৮। ইতীন্দ্রশব্দাদ্দ্বিতীয়া। প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ। পা॰ ২৷৩৷১১। ইতি পঞ্চমী তু ছান্দসত্বান্ন ভবতি। ভীমঃ। ঞিভী ভয়ে ইত্যস্মাদ্ভিয়ঃ ষুগ্বা। উ॰ ১৷১৪৬। ইতি মক্-প্রত্যয়ঃ। ভীমো বিভ্যত্যস্মাদিতি যাস্কঃ। নি॰ ১২০। আতপঃ। তপতীত্যাতপঃ। পচাদ্যচ্। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। শিশীতে। শো তনূকরণে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। ঈ হল্যঘোরিতীত্বং। অভ্যস্তানামপি লসার্বধাতুকে। পা॰ ৬৷১৷১৮৯। ব্যত্যয়েনাভ্যস্তাদ্যুদাত্তত্বং। বংসগঃ। বন ষণ সম্ভক্তা-

---

তীক্ষ্ণ করিবার জন্য শাণিত করিয়া লন। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন বংসগ। অর্থাৎ, বননীয় গতিমান্ বৃষ যেমন আপনার শৃঙ্গকে যুদ্ধার্থে তীক্ষ্ণ করিয়া লয়, তদ্রূপ।

দিবঃ। 'ঊড়িদম্' এই সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। বরিমা। পৃথ্বাদি লক্ষণে উরু-শব্দের উত্তর 'ইমনিচ' হয়। 'প্রিয়স্থির' ইত্যাদি নিয়মে উরু শব্দের স্থানে বর আদেশ হয়। পপ্রথে। প্রখ্যানার্থক প্রথ ধাতু হইতে উৎপন্ন। মহ্না। মহিম্না স্থলে ছান্দস হেতু বর্ণলোপ ঘটায় ঐরূপ হইয়াছে। অথবা, উণাদিগণীয় মহ-ধাতুর উত্তর কনি-প্রত্যয়ে ঐ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যয়স্বর-হেতু অন্তোদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। 'তৃতীয়ৈকবচনে-হল্লোপোহনঃ' ইত্যাদি নিয়মে অকারের লোপ হইয়াছে। উদাত্ত নিবৃত্তিস্বরের জন্য বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। প্রতি 'প্রতিঃ প্রতিনিধিপ্রতিদানয়োঃ' ইত্যাদি নিয়মে কর্ম্ম-প্রবচনীয়ত্বে প্রতিনিধি বুঝায়। 'কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে' (পা॰ ২৷৩৷৮) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ইন্দ্রশব্দহেতু দ্বিতীয়া হইয়াছে। 'প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ' (পা॰ ২৷৩৷১১) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে পঞ্চমী হইলেও ছান্দস-হেতু তাহা হয় নাই। ভীমঃ। ভয়ার্থক ঞিভী ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ভিয়ঃ ষুগ্বা' (উ॰ ১৷১৪৬) এই উণাদিগণীয় সূত্রানুসারে মক্-প্রত্যয় হইয়াছে। উহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এই অর্থে 'ভীমঃ' পদ ব্যুৎপন্ন; যাস্ক এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন (নি॰ ১২০)। আতপঃ। তাপ প্রদান করে— এই অর্থে 'তপঃ' পদ সিদ্ধ হয়। পচাদি-হেতু 'অচ' প্রত্যয়। 'থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং' —এই নিয়মে উত্তর পদের অন্তস্বরের উদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। শিশীতে। তনূকরণ অর্থে 'শো' ধাতু প্রয়োগ হয়। ব্যত্যয়হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে বিকরণ স্থানে 'শ্লু' আদেশ হয়। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে অভ্যাসের ইত্ব হয়। 'ঈহল্যঘোঃ' এই নিয়মে ঈত্ব হইয়াছে। 'অভ্যস্তানামপি লসার্বধাতুকে' (পা॰ ৬৷১৷১৮৯) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ব্যত্যয়ে অভ্যাসের আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। বংসগঃ। বন ষণ ধাতু

বিভাষাৎ কর্ম্মণ্যৌণাদিকঃ সপ্রত্যয়ঃ। বংসং বননীয়ং গচ্ছতীতি বংসগঃ। ডোহন্যত্রাপি দৃশ্যত ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। দিবোদাসাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম - ৫৫সূ—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (৬৫১) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই মন্ত্রের দুইটী পাদে দুইটী বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পাদে প্রথম বিভাগে ভগবানের মহিমার বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ,—স্বর্গের মহিমা হইতে তাঁহার মহিমা শ্রেষ্ঠ; পৃথিবী তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিচ্ছায়-স্বরূপও নহে। মন্ত্রের প্রথম পাদে, "দিবশ্চিদস্য" হইতে "প্রতি" পর্য্যন্ত অংশে এই ভাব প্রকাশমান্। এতদংশে বিশেষ কোনও বিতণ্ডার বিষয় নাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদ কিন্তু বিশেষ সমস্যা-মূলক। উহার অর্থ-নিষ্কাশনে কতকগুলি পদ অধ্যাহার করার প্রয়োজন হইয়াছে; এবং উহার মধ্যে যে একটী উপমা আছে, তাহার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, কিবা ভাষ্যকারকে, কিবা ব্যাখ্যাকারগণকে, কিবা আমাদিগকে, সকলকেই বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদটীকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। এক অংশ—'ভীমস্তুবিষ্মাঞ্চর্ষণিভ্য আতপঃ।' এই অংশে দেবতার স্বরূপ বর্ণিত আছে; এবং তাঁহার কৃপার পাত্রের বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। তিনি 'ভীমঃ'; তিনি 'তুবিষ্মান্'; তিনি 'আতপঃ' তিনি কৃপাপরায়ণ হয়েন—কাহার প্রতি? 'চর্ষণিভ্যঃ'। এ অংশেও বিশেষ কোনও বিতর্কের বিষয় নাই। তবে অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য 'ভীমঃ' এবং 'আতপঃ' পদদ্বয়ের সঙ্গে 'শত্রূণাং' পদ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। তিনি সাধকের অথবা সজ্জনের পক্ষে 'ভীমঃ' অথবা 'আতপঃ' হইতে পারেন না। মনুষ্যের শত্রুর প্রতি, সাধকগণের সাধনা-কার্য্যে বিঘ্ন-কারকদিগের প্রতি, তিনি বিরূপ হইতে পারেন। ইহাই স্বাভাবিক।

সম্ভক্ত অর্থজ্ঞাপক। কর্ম্মণিবাচ্যে ঔণাদিক স-প্রত্যয় হইয়াছে। বননীয় গাভীতে যায়—এই অর্থে বংসগ পদ সিদ্ধ হয়। 'ডোহন্যত্রাপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি নিয়মে গম ধাতুতে ড-প্রত্যয় হইয়াছে। দিবোদাসাদি প্রভৃতিতে পূর্ব্বপদ-হেতু আদ্যুদাত্ত হয়। (১ম—৫৫সূ—১ঋ)॥

সুতরাং 'ভীমঃ' এবং 'আতপঃ' পদদ্বয়ের সহিত 'শত্রুণাং' পদ অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আমরা ভাষ্যেরই অনুমত পন্থা গ্রহণ করিয়াছি। এখন অবশিষ্ট রহিল—দ্বিতীয়পাদের দ্বিতীয় অংশ—"শিশীতে বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ" ভাষ্যকার এবং তাহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ অর্থ করিলেন;—'ষাঁড় যেমন আপনার শিংকে (শৃঙ্গকে) ঘসিয়া ধারালো করিয়া লয়, ইন্দ্রদেব তেমনই আপনার বজ্রকে তীক্ষ্ণ করিয়া লয়েন।' এখানে ষাঁড়ের প্রতিশব্দ কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আছে—একটী 'বংসগঃ' পদ। ঐ পদের অর্থ—বননীয় গতিবিশিষ্ট। অর্থাৎ, যাহার গমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁহাদের দৃষ্টিতে ষাঁড়ের গতি 'বননীয়' বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা ঐ পদে ষাঁড় অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যখন 'তেজসে' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন আর আমরা এই ক্ষেত্রে ষাঁড়কে টানিয়া আনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম না। তেজের নিমিত্ত (তেজসে) যে গতি অর্থাৎ তেজ বা জ্যোতিঃ বা আলোক আছে বলিয়া যাহার গতি, তাহাকেই আমরা "তেজসে ন বংসগঃ" বলিতে পারি। তেজের গতি, জ্যোতির গতি, আলোকের গতি—নিশ্চয়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নিশ্চয়ই সুন্দর, নিশ্চয়ই 'বননীয়' অভিধায়ে অভিহিত হইতে পারে। এখানে দ্বিবিধ ভাব আসে। এক—ক্ষিপ্রকারিত্বের; আর এক—মনোহারিত্বের। তাহা হইতেই উপমার ভাব আসে,—যেমন বননীয় গতিতে তেজঃ যায়, সেইরূপ ভাবে বজ্রকে তিনি তীক্ষ্ণ করেন বা ক্ষিপ্রভাবে নিক্ষেপ করেন। 'শিশীতে' পদে যদি 'তীক্ষ্ণ করার' ভাব গ্রহণ করি, তাহাতেও উপমার সার্থকতা থাকে; আবার, ঐ পদে যদি 'ক্ষিপ্র-গমন' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতেও ভাবের কোনও ব্যত্যয় ঘটে না।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই মন্ত্রে ভগবানের অপার মহিমার বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে দেখিতে পাই। বুঝিতে পারি, মন্ত্রে বলা হইয়াছে—দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহার মহিমার তুলনা নাই। আর বুঝিতে পারি, মন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে—'তিনি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, পাপের দণ্ডবিধানে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন;

সাধুগণের সংরক্ষক, পাপ-সংহারক তাঁহার সেই অস্ত্র—বিদ্যুদ্বেগে পাপকে হনন করে। মন্ত্রে তাই উক্ত হইয়াছে—'শিশীতে বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ।' (১ম—৫৫সূ—১ঋ)।

— — * — —

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্)।

সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ প্রতি

গৃভ্ণাতি বিশ্রিতা বরীমভিঃ।

ইন্দ্র সোমস্য পীতয়ে বৃষায়তে সনাৎ স

যুধ্ম ওজসা পনস্যতে ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। অর্ণবঃ। ন। নদ্যঃ। সমুদ্রিয়ঃ। প্রতি।

গৃভ্ণাতি। বিঽশ্রিতাঃ। বরীমঽভিঃ।

ইন্দ্রঃ। সোমস্য। পীতয়ে। বৃষঽয়তে। সনাৎ। সঃ।

যুধ্মঃ। ওজসা। পনস্যতে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অর্ণবঃ' (সমুদ্রঃ) 'ন' (যথা) 'নদ্যঃ' (নদীঃ) 'প্রতি গৃভ্ণাতি' (প্রতিগ্রহণং করোতি) তদ্বৎ, 'সমুদ্রিয়ঃ' (অন্তরিক্ষসম্বন্ধযুক্তঃ, সর্ব্বব্যাপী) 'সঃ' (ভগবান) 'বরীমভিঃ' (স্বকীয়ৈঃ মহিমভিঃ) 'বিশ্রিতাঃ' (চরাচরব্যাপ্তাঃ অপঃ ইতি যাবৎ, নিখিলান শুদ্ধসত্ত্বভাবান ইতি ভাবঃ) প্রতি গৃভ্ণাতি ইতি শেষঃ; 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'পীতয়ে' (পানায়, গ্রহণায়) 'সনাৎ' (চিরাৎ এব) 'বৃষায়তে' (হর্ষযুক্তো ভবতি, যদ্বা—ইষ্টফলং বর্ষয়তি); অপিচ, 'যুধ্মঃ' (শত্রুনাশকঃ) 'সঃ' (ভগবান) 'ওজসা' (শত্রুনাশকত্বেন বলেন এব) 'পনস্যতে' (পূজার্হো ভবতি)। অয়ং ভাবঃ—রিপূন্ নাশয়িত্বা স ভগবান পূজার্হো ভবতি; তৎপূজাক্রমেণ নরঃ অভীষ্টফলং লভতে; মেঘো যথা বর্ষণং কৃত্বা বাষ্পরূপেণ তৎ পুনঃগৃহ্ণাতি ফলং দদাতি চ, ভগবান্ এব তথা হৃদি সত্ত্বসঞ্চয়ায় তৎগ্রহণেন পরাগতিং দদাতি।' (১ম ৫৫সূ ২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অর্ণব যেমন নদীসমূহকে প্রতিগ্রহণ করেন, সর্ব্বব্যাপী সেই ভগবান্ সেইরূপ আপনার মহিমা দ্বারা চরাচর ব্যাপ্ত অপকে (বিশ্বের সকল শুদ্ধসত্ত্বভাবকে) প্রতিগ্রহণ করেন; শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণের জন্য ভগবান্ চিরকালই হর্ষযুক্ত হয়েন, অথবা ইষ্টফল বর্ষণ করেন; এবং শত্রুনাশক সেই ভগবান্ আপন শত্রুনাশক শক্তির দ্বারাই পূজার্হ হয়েন। (ভাব এই যে,—'রিপুদিগকে নাশ করিয়া সেই ভগবান্ পূজার্হ হয়েন; সেই পূজা অনুসারে মানুষ অভীষ্টফল প্রাপ্ত হয়; মেঘ যেমন বারিবর্ষণ করিয়া বাষ্পরূপে তাহা পুনরায় গ্রহণ করে ও ফলদান করিয়া থাকে; ভগবানও সেইরূপ হৃদয়ে সত্ত্বসঞ্চার করিয়া তাহাই গ্রহণপূর্ব্বক মানুষকে পরাগতি প্রদান করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—৫৫সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রঃ সমুদ্রিয়ঃ। সমুদ্রবন্ত্যস্মাদাপ ইতি সমুদ্রমন্তরিক্ষং। তত্র ভবঃ সমুদ্রিয়ঃ। এবম্ভূতঃ সন বরীমভিঃ স্বকীয়ৈঃ সংবরণৈর্যদ্বোরুভৈর্বিশ্রিতা ব্যাপ্তা নদ্যো নদীঃ শব্দকারিণী-র্বৃত্রেণাবৃতা অপোঽর্ণবো ন সমুদ্র ইব প্রতিগৃভ্ণাতি। স্বীকৃত্য ববর্ষেতি ভাবঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্র 'সমুদ্রিয়ঃ' অর্থাৎ অন্তরীক্ষ হইতে উৎপন্ন। জলসমূহ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত থাকে—এই জন্য সমুদ্র-পদে অন্তরিক্ষকে বুঝায়। তাহা হইতে উৎপন্ন—এই অর্থে 'সমুদ্রিয়ঃ' পদ হয়। এবম্ভূত সমুদ্রিয় যে ইন্দ্র, তিনি আপনার সংবরণ-শক্তির প্রভাবে বিস্তৃতা শব্দ-কারিণীকে অর্থাৎ বৃত্র কর্ত্তৃক আবৃত জলসমূহকে সমুদ্রের ন্যায় প্রতিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ

স চেন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে পানায় বৃষায়তে। বৃষ ইবাচরতি। হর্ষযুক্তো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তথা স ইন্দ্রো যুধ্মো যোদ্ধা সনাচ্চিরাদেব যদ্বা সনাতন ওজসা বলকৃতেন বৃত্রবধাদিরূপেণ কর্ম্মণা পনস্যতে। পনঃ স্তোত্রমিচ্ছতি॥

অর্ণবঃ। অর্ণসো লোপশ্চ। পা০ ৫।২।১০৯।২। ইতি মত্বর্থীয়ো বপ্রত্যয়ঃ সলোপশ্চ। প্রত্যয়স্বরঃ। নদ্যঃ। নদ অব্যক্তে শব্দে ইত্যস্মাৎ কর্ত্তরি পচাদ্যচ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। নদড়িতি টিত্ত্বেন পাঠাৎ টিড্ঢাণঞিত ঙীপ্। যস্যেতি লোপে উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ঙীপ উদাত্তত্বং। জসি যণাদেশে উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। অনয়া ব্যুৎপত্ত্যা নদ্য ইত্যাপ উচ্যন্তে। তথা চ শ্রূয়তে। অদোবনদতা হতে তস্মান্নদ্যো নাম স্থ তা বো নামানি সিন্ধব ইতি। সমুদ্রিয়ঃ। সমুদ্রাভ্রাদ্ঘ ইতি ভবার্থে ঘপ্রত্যয়ঃ। ঘস্যেয়াদেশঃ। তস্যোপদেশিবদ্বচনাদাদ্যুদাত্তত্বং। গৃভ্ণাতি। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। বিশ্রিতাঃ। শ্রিঞ সেবায়াং। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। বরীমভিঃ। বৃঞ্ বরণ ইত্যস্মাদৌণাদিক ঈমনিন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা উরুশব্দাদিমনিচ দীর্ঘ আদ্যুদাত্তত্বং চ ছান্দসত্বাৎ। বৃষায়তে। কর্ত্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চেত্যাচারার্থে ক্যঙ্। ঙিত্ত্বাদাত্মনেপদং। অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ।

অধিকার-পূর্ব্বক বর্ষণ করেন; আর, সেই ইন্দ্র সোমের পান জন্য বৃষের ন্যায় আচরণ করেন অর্থাৎ হর্ষযুক্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন। আর, সেই ইন্দ্র চিরকালই যোদ্ধা অথবা সনাতন বল-কৃত বৃত্রবধাদিরূপ কর্ম্মের দ্বারা স্তোত্রাভিলাষী হয়েন;

অর্ণবঃ। 'অর্ণসো লোপশ্চ' (পা০ ৫।২।১০৯।২) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে মত্বর্থীয় ব-প্রত্যয় ও স-লোপ হইয়াছে। এখানে প্রত্যয় স্বর। নদ্যঃ। নদ অর্থাৎ অব্যক্ত শব্দ করে—এই অর্থে কর্ত্তৃবাচ্য পচাদি-হেতু 'অচ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'চিতঃ' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। 'নদড়' ইত্যাদি পদ টিত্ত্বের সহিত পঠিত হওয়ায় 'টিড্ঢাণঞ' ইত্যাদি নিয়মে ঙীপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। যাহার ইৎ লোপ হয়, 'উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ' নিয়মে তাহা উদাত্তত্ব হয়। জসি স্থানে 'যণ' আদেশে 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' এই নিয়মে স্বরিতত্ব হয়। এখানে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা হইয়াছে। এই প্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারা 'নদ্যঃ' পদে অপকে অর্থাৎ জলকে বুঝাইতেছে। শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি আছে; —'অদোবনদতা' ইত্যাদি। সমুদ্রিয়ঃ। 'সমুদ্রাভ্রাদ্ঘঃ' এই নিয়মে, 'হউক'—এই অর্থে, 'ঘ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঘ' স্থানে 'ইয়' আদেশ হয়। তাহার উপদেশ-বচন-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। গৃভ্ণাতি। 'হৃগ্রহোর্ভঃ' এই নিয়মে ভত্ব হইয়াছে। বিশ্রিতাঃ। সেবার্থক 'শ্রিঞ' হইতে উৎপন্ন। কর্ম্মণি-বাচ্যে নিষ্ঠা প্রত্যয় হইয়াছে। 'গতিরনন্তরঃ' এই নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হয়। বরীমভিঃ। বৃঞ্ ধাতু বরণার্থক। এই হেতু ঔণাদিক ঈমনিন প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্ত্বহেতু আদ্যুদাত্তত্ব। অথবা উরু শব্দ-হেতু ইমনিচ্ প্রত্যয়ে দীর্ঘ হইয়াছে, এবং ছান্দসহেতু আদ্যুদাত্তত্ব ঘটিয়াছে। বৃষায়তে। 'কর্ত্তুঃ ক্যঙ্ সলোপশ্চ' এই নিয়মে আচারার্থে ক্যঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ঙিত্ত্ব-হেতু আত্মনেপদ। 'অকৃৎ সার্ব্বধাতুকয়োঃ' এই নিয়মে দীর্ঘত্ব ঘটিয়াছে।

যুধ্মঃ। যুধ সংপ্রহারে ইত্যস্মাদ্‌ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মগিতি মক্। পনস্যতে। পন স্তুতৌ। পননং পনঃ। তদিচ্ছতি পনস্যতি। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। (১ম—৫৫সূ ২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৫২) ঋকের বিশদার্থ।

— :০: — —

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অতি নিম্নতম আসনে বসান হইয়াছে। এখানে তিনি 'সমুদ্রের পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন; সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য-পানে তিনি বৃষের ন্যায় হৃষ্ট হয়েন; এবং তিনি আপনার বলকৃত কর্ম্মের জন্য প্রশংসার বা স্তুতির ইচ্ছা করেন। এই ঋকের ব্যাখ্যাদিতে সাধারণ মনুষ্যের বা নীচপর্য্যায়ের লোকের আদর্শ মাত্র তাঁহাতে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। এই ঋকের দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি দৃষ্টিতে কি ভাবে মন্ত্রার্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে। সেই দুই প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "সেই অন্তরিক্ষ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্র স্বীয় মহত্ত্ব দ্বারা বিস্তৃত নদীসমূহকে সমুদ্রের ন্যায় স্বীকার করিয়া ধর্ষণ করিয়াছেন। সেই ইন্দ্র সোমপান নিমিত্ত বৃষের ন্যায় হৃষ্ট হয়েন এবং যোদ্ধা তিনি বল-কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিরকাল স্তুতি ইচ্ছা করেন।"

(২) "অন্তরিক্ষব্যাপী ইন্দ্র সমুদ্রের ন্যায় স্বীয় বিস্তীর্ণতা দ্বারা বহুব্যাপী জল সমুদয় গ্রহণ করেন। তিনি সোমপানার্থ বৃষের ন্যায় (বেগে ধাবমান হয়েন) এবং সেই যোদ্ধা পুরাকাল হইতে আপন বীরত্বের প্রশংসা ইচ্ছা করেন।"

এখন, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। 'সমুদ্রিয়ঃ' পদের প্রতিবাক্য সায়ণ "সমুদ্রমন্তরিক্ষং তত্র ভবঃ সমুদ্রিয়ঃ" এই প্রকার অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইতেই, 'সমুদ্র হইতে অর্থাৎ অন্তরিক্ষ হইতে উৎপন্ন'—এইরূপ ভাব আসিয়াছে। আমরা কিন্তু সমুদ্র-শব্দের উত্তর

যুধ্মঃ। যুধ ধাতু সম্প্রহারার্থক। 'ইষিযুধীন্ধিসিশ্যাধূসূভ্যো মক্' এই নিয়মে মক্ প্রত্যয় হইয়াছে। পনস্যতে। স্তুত্যর্থক পন ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'পননং' অর্থাৎ স্তুতি করে— এই অর্থে পনঃ পদ সিদ্ধ হয়। তাহা ইচ্ছা করেন—এই অর্থে পনস্যতি পদ নিষ্পন্ন হয়। ব্যত্যয়-হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। (১ম—৫৫সূ—২ঋ)।

ব্যাপ্তি অর্থে 'ইয়' প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া মনে করি। তদনুসারে 'সমুদ্রিয়ঃ' পদের ভাব দাঁড়ায় এই যে, অন্তরিক্ষ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া যিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন। তদনুসারেই আমরা 'সর্ব্বব্যাপী' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। সেই সর্ব্বব্যাপীকেই 'সমুদ্রিয়ঃ' বলা যায়। উপরি উদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদেও 'অন্তরিক্ষব্যাপী' প্রতিবাক্য দেখিতে পাই। 'নদ্যঃ' পদে ভাষ্যে বিভক্তি-ব্যত্যয়ে 'নদীঃ' পদ (প্রথমার বহুবচনের স্থলে দ্বিতীয়ার বহুবচনের পদ) গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরাও তাহারই অনুসরণ করিলাম।

তাহা হইতেই উপমার ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'সমুদ্র যেমন নদীসকল প্রতিগ্রহণ করে।' এখন 'প্রতি গৃভ্ণাতি' পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। সমুদ্র নদীসকলকে প্রতিগ্রহণ করে—সে আবার কি প্রকার? সমুদ্রে গিয়া নদী মিলিত হয়; সমুদ্র নদীকে গ্রহণ করে। ইহাই সাধারণ দৃষ্টির বিষয়ীভূত। কিন্তু প্রতিগ্রহণ কি প্রকারে সাধিত হয়? সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে,—সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে উত্থিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়—সেই মেঘ বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইয়া নদীর আকারে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়; তাই 'প্রতি গৃভ্ণাতি' পদের সার্থক প্রয়োগ বুঝিতে পারি। এখন, এই উপমায় ভগবানের দান ও প্রতিগ্রহণ বিষয়ে কি সার্থকতা আছে, বিচার করিয়া বুঝুন। হৃদয়ের যে শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহা ভগবৎ-কৃপাতেই সঞ্চিত হয়। আবার সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব (সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান—ভক্তি প্রভৃতি) গ্রহণ করিয়াই ভগবান অভীষ্ট-পূরণ করেন। বাষ্প-রূপে জল-গ্রহণের ফলে যেমন বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণের ফলে ভগবানের করুণা-ধারা মানুষের প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাকে 'সমুদ্রিয়ঃ' অর্থাৎ অন্তরিক্ষব্যাপী বলিয়া অভিহিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, অন্তরিক্ষ (ব্যোম, আকাশ) যেমন পৃথিবীর চারিদিক হইতে বাষ্পসমূহ গ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধজলধারা বর্ষণ করেন, বিশ্বব্যাপী সেই ভগবানও সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের অংশ গ্রহণ-পূর্ব্বক সংসারে করুণাবারি সেচন করিয়া থাকেন। মন্ত্রের 'বরীমভিঃ' পদে আপনার 'মহিমার দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যাদিতেও সেই অর্থ

পরিগৃহীত। 'বিশ্রিত' পদে বিশেষ-রূপে ব্যাপ্তির ভাব আসে। তাহা হইতে অপ্ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এক পক্ষে, বাষ্প-রূপে জলরাশি সংসারকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে, আর সেই অপ্‌কে অন্তরিক্ষ আকর্ষণ করিয়া লইতেছে; অন্যপক্ষে, বিশ্বের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ অর্থাৎ যেখানে যেখানে সত্ত্বের সংস্রব আছে, তাহার সকলকেই ভগবান আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথম চরণে—"সঃ" হইতে "বরীমভিঃ" পদ পর্য্যন্ত অংশে—উপমায় বুঝান হইয়াছে,—অন্তরিক্ষ যেমন পৃথিবীর সারভাগ বাষ্পাংশ-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাই আবার বারি-রূপে সংসারকে দান করেন, ভগবানও সেইরূপ হৃদয়ের সার সামগ্রী শুদ্ধসত্ত্বাংশ গ্রহণানন্তর মানুষকে মোক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—"ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে সনাৎ বৃষায়তে" পদ কয়েকটীতে যে অর্থ সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে, দ্বারা ভাবের কোনও সঙ্গতি থাকে না। তিনি সোমরস মাদকদ্রব্য পান। হৃষ্ট হন অথবা বর্ষণ করেন—ইহাতে কি ভাব পাওয়া যায়? পূর্ব্বের সহিত এতদুক্তির কোনও সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু "সোমস্য পীতয়ে" পদদ্বয়ে আমরা যে অর্থ পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সে অর্থের সহিত "সনাৎ বৃষায়তে" পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ ভাব-সঙ্গতি দেখা যায়। মানুষের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ আনন্দিত হন এবং মানুষকে ইষ্টফল প্রদান করেন। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই ঐ অংশে প্রকটিত দেখি।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশে—"যুধ্মঃ সঃ ওজসা পনস্যতে" পদ-কয়েকটীতে—কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে এবং সে ভাবের সহিত পূর্ব্বের কি সামঞ্জস্য আছে, অনুধাবন করিয়া দেখুন। এখানে ভগবানকে 'যুধ্মঃ' অর্থাৎ যোদ্ধা বা শত্রুনাশক বলা হইয়াছে। আমাদিগের শত্রুগণই—অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি রিপুগণই—আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বসঞ্চয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করে। তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিলে হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। ভগবান্ যখন আমাদিগের শত্রুগণকে নাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চয়ের দ্বারা আমাদিগের পূজার্হ হয়েন, তখনই আমাদিগের শ্রেয়ঃপথ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই পূজার ফলে আমরা অভীষ্ট লাভ করি। এ পক্ষে এই মন্ত্রের শেষাংশ হইতে

যথাক্রমে প্রথমাংশের প্রতি অগ্রসর হইলে, মানুষের গতি-মুক্তির পথ প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমাদিগের সম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে আমরা মন্ত্রাংশকে সেই পর্য্যায় অনুসারেই সজ্জিত করিয়াছি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের শত্রুগণকে আপনি নাশ করুন, আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন, আর আমাদিগের পূজা—শুদ্ধসত্ত্বভাব—গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন।' (১ম—৫৫সূ—২খা)।

* * *

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ত্বং ত্বমিন্দ্র পর্ব্বতং ন ভোজসে মহো

নৃম্ণস্য ধর্ম্মণামিরজ্যসি।

প্র বীর্য্যেণ দেবতাতি চেকিতে বিশ্বস্মা উগ্রঃ

কর্ম্মণে পুরোহিতঃ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং ত্বং। ইন্দ্র। পর্ব্বতং। ন। ভোজসে। মহঃ।

নৃম্ণস্য। ধর্ম্মণাং। ইরজ্যসি।

প্র। বীর্য্যেণ। দেবতা। অতি। চেকিতে। বিশ্বস্মৈ। উগ্রঃ।

কর্ম্মণে। পুরঃহিতঃ। ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ভোজসে' (লোকানাং ভোগায়, সুখ-সাধনায় বা) 'তং' (প্রসিদ্ধং, সর্ব্ববিদিতং) 'পর্ব্বতং' (পর্ব্বতপ্রমাণং অন্তরায়ং, সত্ত্বভাবক্ষয়ায় ইহজগতি যা প্রধানা বাধা অস্তি তাং বাধাং ইতি ভাবঃ) 'প্র ন' (ত্বং নশ্যসি, বিদূরয়সি); ত্বং 'মহঃ' (মহতঃ, পরমস্য) 'নৃম্ণস্য' (ধনস্য) তথা 'ধর্ম্মণাং' (সৎকর্ম্মণাং) 'ইরজ্যসি' (পালকোঽসি); তথা ত্বং, 'বিশ্বস্মা' (বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ) 'কর্ম্মণে' (সদনুষ্ঠানস্য) 'পুরোহিতঃ' (মঙ্গলসাধকঃ ভবসি ইতি শেষঃ; 'দেবতা' (স ভগবান্, ত্বমিতি ভাবঃ) 'প্র বীর্য্যেণ' (প্রকৃষ্টশক্তিপ্রভাবেণ, অলৌকিক-মাহাত্ম্যপ্রভাবেণ) 'অতি চেকিতে, (সর্ব্বথা অস্মাকং কর্ম্মাকর্ম্ম জানাতি, অস্মদন্তরস্থিতস্য সদসৎ-সর্ব্বভাবস্য জ্ঞাতা ভবতি ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যার্থঃ—'স ভগবান্ অস্মাকং মনোগতং নিগূঢ়ং ভাবং জানাতি; তদ্বিদিত্বা সর্ব্বাণি বিঘ্নানি দূরীকরোতি, শ্রেয়াংসি চ সাধয়তি' (১ম ৫৫সূ ৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মনুষ্যগণের সুখসাধনের নিমিত্ত সেই প্রসিদ্ধ অন্তরায়কে (সত্ত্বভাবনাশ্রায় ইহজগতে যে প্রধান বাধা আছে সেই বাধাকে) আপনি নাশ করেন; আপনি মহৎ ধনের এবং সৎকর্ম্মের পালক হয়েন; আর, আপনি সকল সদনুষ্ঠানের মঙ্গলসাধক আছেন; সেই ভগবান্ (আপনি) প্রকৃষ্টশক্তিপ্রভাবে সর্ব্বথা আমাদিগের কর্ম্মাকর্ম্ম অবগত আছেন, অর্থাৎ আমাদিগের অন্তরস্থিত সদসৎ সকল ভাবই আপনার পরিজ্ঞাত। (তাৎপর্য্য এই যে,—'সেই ভগবান্ আমাদিগের অন্তরের নিগূঢ় ভাব জানিতে পারেন; তাহা জানিয়া, আমাদিগের সকল বিঘ্ন দূর করেন, এবং সকল শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া থাকেন।') (১ম—৫৫সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্র ইন্দ্র ত্বং ভোজসে ভোজনায় পর্ব্বতং পর্ব্ববন্তং মেঘং নাকার্ষীঃ। ন হি হতো ভুংক্তে। ইন্দ্রো হি বর্ষণার্থং মেঘং বজ্রেন হন্তি। তথা মহো মহতো নৃম্ণস্য ধনস্য ধর্ম্মণাং ধারয়িতৄণাং কুবেরাদীনামিরজ্যসি। ঈশিষে। ইরজ্যতিরৈশ্বর্য্যকর্ম্মা। স ইন্দ্রো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি ভোজনের নিমিত্ত পর্ব্ববান্ মেঘকে আকর্ষণ করেন নাই। হত পদার্থ ভোজন করে না। বৃষ্টিবর্ষণ জন্য ইন্দ্রই বজ্রের দ্বারা মেঘকে নিহত করেন। সেইরূপ মহৎ ধনের ধারয়িতা কুবেরাদিকে ইচ্ছা করেন। 'ইরজ্যতিঃ' পদে ঐশ্বর্য্য-কর্ম্ম

দেবতা বীর্য্যেণাভাভিশযিতা প্রচেকিতে। প্রকর্ষেণাস্মাভির্জ্ঞাতো বভূব। স চোগ্র উদ্গূর্ণ ইন্দ্রো বিশ্বস্মৈ সর্ব্বস্মৈ বৃত্রবধাদিরূপায় কর্ম্মণে দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ পুরোহিতঃ। পুরস্তাদবস্থাপিতঃ।

ধর্ম্মণাং। ধৃঞ্ ধারণে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি কর্ত্তরি মনিন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ইরজ্যসি। ইরজ ঈর্য্যায়াং। ঐশ্বর্য্য ইত্যেকে। কণ্ড্বাদিভ্যো যক্ বীর্য্যেণ। শূর বীর বিক্রান্তৌ চুরাদিঃ। অচো যদিতি যৎ। ণিলোপঃ। বহুব্রীহৌ বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্ববিধানসামর্থ্যাদ্যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে তিৎস্বরিত ইতি স্বরিতত্বং। তস্মিন্নিত সত্যাদ্যুদাত্তত্বং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যনেনৈব সিদ্ধত্বাৎ পুনর্ব্বীর্য্যগ্রহণমনর্থকং স্যাদিত্যুক্তং। দেবতা। দেব এব দেবতা দেবাত্তলিতি স্বার্থে তল্প্রত্যয়ঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। চেকিতে। কিত জ্ঞানে। অস্মাদ্যঙন্তাচ্চেকিতাতেঃ কর্ম্মণি লিটাতোলোপযলোপৌ। পুরোহিতঃ। পুরস্শব্দস্য সুপ্প্রত্যয়ান্তস্য তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিরিত্যব্যয়ত্বেন পুরোঽব্যয়মিতি গতিসংজ্ঞায়াং গতিরনন্তর ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (১ম ৫৫/২ঋ)॥

* * *

তৃতীয় ৬৫৩ ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে এই মন্ত্রটীকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যকারগণ এবং ব্যাখ্যাকারগণ ঐরূপ চারি অংশেই বিভক্ত করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে আমাদিগের অর্থ যে পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, অন্য অর্থ সে পথ পরিহার করিয়া চলিয়াছে।

প্রভৃতি বুঝায়। সেই ইন্দ্রদেব বীর্য্যের দ্বারা অতিশয়রূপে প্রকৃষ্টভাবে আমাদিগের জ্ঞানগম্য হইয়াছিলেন। সেই উগ্র ইন্দ্রদেবতা সর্ব্ববিধ বৃত্রবধাদি কার্য্যে সকলদেবগণের পুরোভাগে অবস্থিত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মণাং। ধারণার্থ ধৃঞ্ (ধৃ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' সূত্রানুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে মনিন্ প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। ইরজ্যসি। ঈর্য্যার্থজ্ঞাপক ইরজ্ হইতে নিষ্পন্ন। উহার আর এক অর্থ ঐশ্বর্য্য। কণ্ড্বাদিত্ব-হেতু যক্। বীর্য্যেণ। শূর বীর বিক্রান্ত প্রভৃতি চুরাদিগণীয়। 'অচো যৎ' ইত্যাদি নিয়মে যৎ প্রত্যয়। বহুব্রীহি সমাসে "বহুব্রীহৌ বীরবীর্য্যৌ চ' নিয়মে উত্তরপদের আদ্যুদাত্ত। কিন্তু বিধান-সামর্থ্য-প্রযুক্ত 'যতোঽনাবঃ' সূত্রানুসারে সেই আদ্যুদাত্তকে বাধিয়া 'তিৎস্বরিত' নিয়মে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে (উদাত্তস্বর প্রাপ্ত না হইলেও) 'দ্ব্যচ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে উদাত্তস্বর সিদ্ধ হওয়ায় 'পুনর্ব্বীর্য্যগ্রহণমনর্থকং স্যাৎ' প্রভৃতি নিয়ম তাহা নিষিদ্ধ হইল। দেবতা। দেব যিনি, তিনিই দেবতা। 'দেবাত্তল্' ইত্যাদি বিধানে স্বার্থে তল্ প্রত্যয়। 'লিতি' ইত্যাদি নিয়মে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত। চেকিতে। জ্ঞানার্থক কিৎ হইতে সিদ্ধ। যঙ্লুক্-হেতু 'কর্ম্মণি লিট্যতোলোপয়-লোপৌ' নিয়মে য-কারের লোপ হইয়াছে। পুরোহিত। পুরস্ শব্দের উত্তর 'অসি' প্রত্যয়ের 'তদ্ধিতশ্চাসর্ব্ববিভক্তিঃ' ইত্যাদি নিয়মে বাতায় না হওয়ায়, পুরঃ এই অব্যয়-পদের গতি-সংজ্ঞা হইয়াছে। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইল। (১ম—৫৫স্—৩ঋ)।

মন্ত্রার্থে প্রথম সমস্যা ঘটিয়াছে—"পর্ব্বত" এবং "ভোজসে" পদদ্বয় উপলক্ষ্য করিয়া। তার পর, দ্বিতীয় সমস্যা—'ন' পদ লইয়া। "পর্ব্বতং" পদ, ভাষ্যাদিতে মেঘ অর্থে পরিগৃহীত হইয়াছে। "ভোজসে" পদে 'লোক-দিগের ভোজনের নিমিত্ত' অর্থ আসিয়াছে; 'ন' পদে 'বিনাশ করেন—নাশ করেন' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"হে ইন্দ্র! আপনি লোকদিগের ভোগের নিমিত্ত মেঘকে হনন করেন।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এক 'পর্ব্বত' পদটীর মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারিলেই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা মনে করি, ঐ 'পর্ব্বতং' পদের অর্থ—পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায়; অর্থাৎ, হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে যে ঘোর বাধা আছে, 'পর্ব্বতং' পদে সেই বাধাকে লক্ষ্য করিতেছে। সেই বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইলেই অর্থ-নিষ্কাশনে আর কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। তাহা হইলে, 'ভোজসে' এবং 'ন' প্রভৃতি পদে ভাষ্যে যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাও বেশ সঙ্গতি থাকে। অপিচ, আমরা যে 'পর্ব্বতং' পদে সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধক (পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা) অর্থ গ্রহণ করিতেছি, মন্ত্রান্তর্গত 'তং' পদ—তৎপক্ষের একটী বিশিষ্ট কারণ বলা যাইতে পারে। "তং পর্ব্বতং" বলিতে একটী নির্দ্দিষ্ট বাধাকে বুঝাইতেছে। ইহসংসারে সত্ত্বসঞ্চয়ে—সৎ হওয়ার পক্ষে—বাধার পর্ব্বত যে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, কে না তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন? সেই চিরন্তন বাধার বিষয়ই "তং পর্ব্বতং" পদদ্বয়ে প্রকাশ করিতেছে। সেই বাধা নাশ হইলে, সেই বাধা দূরীভূত করিতে পারিলে, সুখ সাধিত হয়। ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে ভগবান! আমার সুখ-সাধনের জন্য, সম্মুখে ঐ যে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা—সৎকর্ম্মসাধনে অন্তরায়—রহিয়াছে, আপনি তাহা দূর করিয়া দেন।' এখানে প্রার্থনার ভাবও প্রকাশ পায়, আবার ভগবানের মহিমাও ব্যক্ত হয়; 'ন' পদের প্রতিবাক্যে 'নাশয়' এবং 'নশ্যসি' দ্বিবিধ পদই গ্রহণ করিতে পারি। ফলতঃ "ইন্দ্র ভোজসে তং পর্ব্বতং ন"—এই মন্ত্রাংশে ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'হে ভগবন্! মনুষ্যের (আমাদিগের) সুখ-সাধনের জন্য আপনি পুরোভাগের পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাকে দূর করেন (করুন)।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—"মহঃ নৃম্ণস্য ধর্ম্মণাং ইরজ্যসি" পদ-

কয়েকটীতে এবং মন্ত্রের চতুর্থাংশে (এই অংশকে ব্যাখ্যায় আমরা তৃতীয় অংশের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছি) "বিশ্বস্মা কর্ম্মণে পুরোহিতঃ" এই পদত্রয়ে, ভগবানের মহিমা বা প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ভাষ্যাদিতেও সেই ভাবই প্রকাশমান। সেই ভগবান্ যে পরম ধনের এবং সৎকর্ম্মের পালক হয়েন, আর তিনিই যে সকল সদনুষ্ঠানের মঙ্গলসাধক, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সেই ভাবই—ভগবানের সেই মাহাত্ম্য-তত্ত্বই—প্রোক্ত অংশে ব্যাখ্যাত দেখি। কিন্তু শেষোক্ত অংশের-ব্যাখ্যাদিতে, বিশেষতঃ 'কর্ম্মণে' পদ উপলক্ষে, 'বৃত্রাদি-বধ-রূপ কর্ম্ম' অর্থ অধ্যাহার করিয়া আনায়, প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব আমাদিগের ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্রতা পাইয়াছে। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদে তাই দেখিতে পাই—'কর্ম্মণে পুরোহিতঃ' পদদ্বয়ের অর্থে লিখিত হইয়াছে,—"বলবান্ ইন্দ্রদেব বৃত্র-বধাদি-রূপ সমুদয় কর্ম্মের নিমিত্ত সকল দেবগণ কর্তৃক অগ্রে স্থাপিত হইয়াছেন।" আমরা কিন্তু 'কর্ম্মণে' পদে 'সদনুষ্ঠানের' অর্থ গ্রহণ করি। ভগবান্ যে সৎকর্ম্মের সহায়, এখানে সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উপসংহারে "দেবতা প্রবীর্য্যেণ সত্ত চেকিতে"—এই পদ-কয়েকটীতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিয়া দেখা যাউক। ভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী; আমরা মনে বা কর্ম্মে যাহা কিছু করি না কেন, সকলই তিনি জানিতে পারেন। তাঁহাকে লুকাইয়া কিছুই করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই মন্ত্রের এই অংশে ভগবানের সেই সর্ব্বজ্ঞত্বের বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে আমরা যেরূপ কার্য্য করিব, সেই কার্য্যের বিষয় বুঝিয়া, তিনি আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন বা দণ্ডবিধান করেন। যদি অপকর্ম্ম করি, তিনি দণ্ড দিবেন; যদি সৎকর্ম্ম করি, তিনি মঙ্গল করিবেন।

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'হে ভগবন্ আমার হৃদয়ে সদ্ভাব-সঞ্চয়ের পক্ষে যে বিপুল বাধা রহিয়াছে আপনি তাহা অপসারিত করিয়া দিউন। তাহাতে, আমরা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে শিখি; মনে মুখে এক হইয়া ভগবৎ-কার্য্যে আত্মনিবেশ করিতে অভ্যস্ত হই; এবং আমাদিগের সেই একনিষ্ঠার ভাব অবগত হইয়া, আপনি আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল-সাধন করুন।' (১ম—৫৫সূ—২ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

স ইদ্বনে নমস্যুভির্বচস্যতে চারু জনেষু

প্রব্রুবাণ ইন্দ্রিয়ং।

বৃষা ছন্দুর্ভবতি হর্য্যতো বৃষা ক্ষেমেণ

ধেনাং মঘবা যদিন্বতি ॥ ৪ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ইৎ। বনে। নমস্যুঽভিঃ। বচস্যতে। চারু। জনেষু।

প্রঽব্রুবাণঃ। ইন্দ্রিয়ং।

বৃষা। ছন্দুঃ। ভবতি। হর্য্যতঃ। বৃষা। ক্ষেমেণ।

ধেনাং। মঘঽবা। যৎ। ইন্বতি। ৪।

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (ভগবান্) 'বনে' (অস্মাকং অরণ্যসদৃশে রিপুশ্বাপদসঙ্কুলে এতস্মিন হৃদয়ে) 'ইৎ' (এব) 'নমস্যুভিঃ' (পূজয়িতৃভিঃ, আরাধনাপরায়ণৈঃ, অস্মাকং আরাধনাপরায়ণতাভিঃ ইতি ভাবঃ) 'বচস্যতে' (স্তোত্রমাত্মন ইচ্ছতি, পূজাপ্রাপ্তিং কাময়তে ইতি ভাবঃ); অস্মাকং অরণ্যসদৃশো হৃদয়োঽপি সত্ত্বসম্পন্নো ভবতু—ভগবান্ এতৎ কাঙ্ক্ষতি ইতি ভাবঃ; 'জনেষু' (সত্ত্বসম্পন্নেষু লোকেষু) 'ইন্দ্রিয়ং' (স্ববীর্য্যং, স্বভাবং) 'প্রব্রুবাণঃ' (প্রকটয়ন্) স ভগবান 'চারু' (মনোহরঃ—রূপেণ ইতি যাবৎ) বিভাত ইতি শেষঃ; ভগবদারাধনায়াং হৃদি সত্ত্বসম্পন্নে

সতি ভগবান্ তত্র প্রকটীভূতো ভবতি - ইতি ভাবঃ; 'যৎ' (এবম্প্রকারেণ যদা) 'মঘবা' (ধনবান্, পরমৈশ্বর্য্যশালী) 'বৃষা' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্টপূরণকারী) 'ছন্দ্যঃ' (স্তবনীয়ঃ) স ভগবান 'ধেনাং' (স্তুতিং, স্তোত্রমন্ত্রং প্রতি ইতি যাবৎ) 'ইন্বতি' (ব্যাপ্নোতি), তদা 'বৃষা' (দুঃখং, জনানাং ত্রিতাপং) 'হর্য্যতঃ' (কমনীয়ং, লোপপ্রাপ্তং) 'ভবতি' (অস্তি, যাতি ইতি ভাবঃ); প্রার্থনয়া সহ নরো যদা ভগবৎসান্নিধ্যং প্রাপ্নোতি, তদা এব নিঃশ্রেয়সং লভত ইতি তাৎপর্য্যঃ। (১ম—৫৫সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্, অরণ্যসদৃশ রিপুশ্বাপদসঙ্কুল আমাদিগের এই হৃদয়েও, আমাদিগের আরাধনাপরায়ণতার দ্বারা, পূজা-প্রাপ্তির কামনা করেন; (ভাব এই যে,— আমাদিগের অরণ্যসদৃশ হৃদয়ও সত্ত্বভাবসম্পন্ন হউক— ভগবান্ ইহাই আকাঙ্ক্ষা করেন); আর, সত্ত্বসম্পন্ন জনসমূহের মধ্যে আপনার প্রভাবকে প্রকটিত করিয়া, সেই ভগবান্ মনোহর-রূপে বিদ্যমান্ থাকেন; (ভাব এই যে—ভগবদারাধনায় হৃদয় সত্ত্বভাবসম্পন্ন হইলে, ভগবান্ তথায় প্রকটীভূত হয়েন); এই প্রকারে যখন, পরমৈশ্বর্য্যশালী, অভীষ্টপূরণকারী, স্তবনীয় সেই ভগবান্ স্তোত্র-মন্ত্রের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েন, তখন জনসমূহের দুঃখ (ত্রিতাপ) লোপপ্রাপ্ত হয়; (ভাব এই যে,—প্রার্থনার সহিত মানুষ যখন ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়, তখনই নিঃশ্রেয়স মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।)। (১ম—৫৫সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

স ইৎ স এবেন্দ্রো বনেঽরণ্যে নমস্যুভির্নমস্যা স্তোত্রেণ পূজয়িতৃভির্ঋষিভির্বচস্যতে। বচ ইচ্ছন্ ক্রিয়তে। স্তূয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা বচঃ স্তোত্রমাত্মন ইচ্ছতি। স চেন্দ্র আত্মীয়েষু জনেষ্বিন্দ্রিয়ং স্ববীর্য্যং প্রকৃণ্বাণঃ প্রকটয়ন চারু সর্প্ততে। কিঞ্চ স বৃষা কামানাং বর্ষকো হর্য্যতঃ প্রেপ্সাবতো যিযক্ষতশ্ছন্দুরুপচ্ছন্দয়িতা ভবতি। যিযক্ষতাং পুরুষাণাং যাগে রুচিমুৎপাদয়তীতি ভাবঃ। বৃষা বর্ষয়িতা। হবিষ্প্রদাতেত্যর্থঃ। মঘবা ধনবান্। এবম্ভূতো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্র অরণ্য মধ্যে স্তোত্রদ্বারা পূজাকারী ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত হয়েন। অথবা স্তোত্র তাঁহার আপনাকে ইচ্ছা করেন। সেই ইন্দ্র আত্মীয়জনসমূহে আপনার বীর্য্য প্রকটীত করিয়া সুন্দররূপে অবস্থান করেন। অপিচ, সেই সর্বাভীষ্টবর্ষক প্রেপ্সাবান ইন্দ্রদেব 'ছন্দুরুপ-চ্ছন্দয়িতা' হয়েন অর্থাৎ কামনাকারী পুরুষগণের যজ্ঞকর্ম্মে রুচি উৎপাদন করেন। বৃষা অর্থাৎ হবিঃপ্রদানকারী ধনবান—এবম্ভূত যজমান, ইন্দ্রকৃত রক্ষা-যুক্ত হইয়া যখন স্তুতি-

যজমানঃ ক্ষেমেণেন্দ্রকৃতেন রক্ষণেন যুক্তঃ সন্ যৎ যদা ধেনাং স্তুতিলক্ষণাং বাচমিয়র্ত্তি প্রেরয়তি তদানীং ছন্দুর্ভবতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যদ্বা মঘবা বৃষেন্দ্রঃ ক্ষেমেণ ক্ষেমকরেণ মনসা ধেনাং যজমানৈঃ কৃতাং স্তুতিং যজ্ঞস্থানাদিয়র্ত্তি ব্যাপ্নোতি। তস্মাদিতি যোজ্যং।

নমস্যুভিঃ। নমোবরিব ইতি পূজার্থে কচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। বচস্যতে। বচ ইচ্ছতি বচস্যতি। তং বচস্যন্তং কুর্ব্বন্তি মুনয়ো বচস্যয়ন্তি। বচস্যয়তেঃ কর্ম্মণি যকাতোলোপযলোপৌ। যদ্বা বচস্যতের্ব্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। প্রক্রুবাণঃ। কৃঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। লটঃ শানচ্। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। শানচো ঙিত্বাদ্‌গুণাভাব উবঙ্। চিৎস্বরে-ণান্তোদাত্তঃ। ইন্দ্রিয়ং। ইন্দ্রস্য লিঙ্গমিন্দ্রিয়ং। ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্র-দত্তমিতি বা। পা০ ৫।২।৯৩। ইতি লিঙ্গাদিষ্বর্থেষিন্দ্রশব্দাৎ ঘচ্ প্রত্যয়ো নিপাত্যতে। অতোঽন্তোদাত্তত্বং। ইয়র্ত্তি। ইবি ব্যাপ্তৌ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম-৫৫সূ-৪ঋ)।

* * *

চতুর্থ (৬৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মধ্যে কয়েকটী বড়ই সমস্যা-মূলক পদ আছে। সেই সকল পদের অর্থ-নিষ্কাশন উপলক্ষে এবং অন্বয়ের বিভিন্নতা অনুসারে, মন্ত্রার্থ বিভিন্ন বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে একটী পদ আছে—'বনে'। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহা হইতে 'অরণ্যে'

লক্ষণযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করেন, তখন তিনি 'ছন্দুঃ' (উপাসিত) হয়েন—পূর্ব্বের সহিত এইরূপ অন্বয় হইবে। অথবা অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্র ক্ষেমকারী মনের দ্বারা যজমানকৃত স্তুতি যেহেতু ব্যাপ্ত করেন, সেই হেতু 'ছন্দুর্ভবতীতি' প্রভৃতি যোজনীয়।

নমস্যুভিঃ। 'নমোবরিব' ইত্যাদি ক্রমে পূজার্থে ক্যচ্ প্রত্যয়। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে উ-প্রত্যয়। বচস্যতে। বচ ইচ্ছা করেন—এই অর্থে বচস্যতি। মুনিগণ সেই বাক্য ইচ্ছা করেন, এই অর্থে 'বচস্যয়ন্তি' পদ নিষ্পন্ন। 'বচস্যয়তেঃ' এই পদে কর্ম্মণি-বাচ্যে 'যকাতোলোপযলোপৌ' নিয়মে য লোপ। অথবা বচস্যতি পদে ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে। প্রক্রুবাণঃ। ব্যক্তার্থকৃক্রঞ্ (ক্রু) ধাতুর উত্তর ক্যচ্। লট শানচ প্রত্যয়ী অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। শানচ প্রত্যয়ে ঙিত্ব-প্রযুক্ত গুণাভাব বশতঃ উবঙাদেশ। চিৎ-স্বর প্রযুক্ত অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ং। 'ইন্দ্রস্য লিঙ্গং'—এই অর্থে ঐ পদ সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা' (পা০ ৫।২।৯৩) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে লিঙ্গাদি অর্থে ইন্দ্র শব্দের উত্তর ঘচ্ প্রত্যয়ে নিপাতনে সিদ্ধ। 'অতোঃ' নিয়মে অন্তস্বর উদাত্ত। ইয়র্ত্তি। ব্যাপ্ত্যর্থক 'ইবি' হইতে নিষ্পন্ন। শপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ হওয়ায় নিঘাত হয় নাই। (১ম—৫৫সূ—৪ঋ)।

অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অন্তর্গত "স ইদ্বনে নমস্যু-ভির্বচস্যতে" অংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—সেই ইন্দ্র বনে ঋষিগণ কর্তৃক স্তোত্র দ্বারা স্তুত হয়েন।" অথচ, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—"চারু জনেষু প্রব্রুবাণঃ ইন্দ্রিয়ং" এই কয়েকটী পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"তিনি লোকদিগের মধ্যে স্বীয় বীর্য্য প্রকটিত করিয়া চারুভাবে অবস্থিতি করেন।" এ অংশের 'জনেষু' পদে 'সাধারণ মনুষ্য' অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। তাই সাধারণ মনুষ্য-সকলের মধ্যে তিনি চারুভাবে বিদ্যমান আছেন—এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'বনে' ঋষিগণ তাঁহার পূজা করেন। আর লোকালয়ে সাধারণ মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি বিরাজমান্ থাকেন,—এরূপ বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অর্থে মন্ত্রের কি ভাবসঙ্গতি হয়, বুঝিতে পারি না। সুতরাং আমরা ঐ অর্থ গ্রহণ করি নাই।

তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটির বিষয়ও বিবেচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীকে, "বৃষাঃ" হইতে "যদিদ্বৃতি" পর্য্যন্ত অংশকে, কোনও ব্যাখ্যায় একাঙ্গীভূত করা হইয়াছে, কোনও ব্যাখ্যায় বা ঐ চরণটীকে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যাইতেছে। ঐ চরণের মধ্যে দুইটী "বৃষা" পদ আছে। তাহার প্রথম "বৃষা" পদে ভাষ্যে "কামানাং বর্ষকঃ" এবং দ্বিতীয় "বৃষা" পদে "বর্ষয়িতা হবিষ্প্রদাতেত্যর্থঃ" এইরূপ প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। অনুবাদকগণের কেহ বা, দুইটী "বৃষা" পদকেই ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন; কেহ বা, একটী "বৃষা" পদে 'হব্যদাতা যজমানকে' এবং অন্য "বৃষা" পদে 'অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্রদেবকে' লক্ষ্য করিয়াছেন। দুই ভাবে ঐ অংশের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য, দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

এক প্রকার বঙ্গানুবাদ।—"ধনশালী যজমান ইন্দ্র দ্বারা রক্ষিত হইয়া যে কালে স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেন, তখন সেই অভিলাষবর্ষক এবং বীর্য্যবান ইন্দ্র স্তোত্র দ্বারা স্তবনীয় এবং কামনীয় হয়েন।"

অন্য প্রকার অনুবাদ।—"যখন হব্যদাতা ধনবান্ যজমান ইন্দ্র দ্বারা রক্ষিত হইয়া স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করেন, তখন সেই অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যজ্ঞেচ্ছুকে যজ্ঞে বৃত করেন।"

ভাষ্যের ভাব ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে উপলব্ধ হইবে; 'মঘবা' পদ

অনুবাদাদিতে যজমান-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু ভাষ্যে ঐ পদে 'যম্বা'-অভিধায়ে যজমানকে এবং ইন্দ্রদেবকে উভয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হর্য্যতঃ' পদটীও একটী সমস্যার বিষয়ীভূত হইয়া আছে। ঐ পদে 'প্রাপ্তি-ইচ্ছুক' অর্থও আসিতে পারে, আবার স্তবনীয় বা কমনীয় অর্থও আসিতে পারে। সুতরাং ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকারগণ দুই দিক হইতে যে দুই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তৎপক্ষে কোনও বাধা ঘটে নাই। তবে তাঁহারা যাঁহার সম্বন্ধ-মূলে যে ভাবে ঐ পদের অর্থ সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা সর্ব্বথা অনুমোদন করি না। অপিচ, ঐ পদে অন্য অর্থও আসিতে পারে। নিরুক্তে গতি-কর্ম্ম বুঝাইতে 'হর্য্যতি' পদের প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। সে অর্থ পরিগ্রহণেও আমরা এখানকার ভাব পরিগ্রহ করিতে পারি। যাহা হউক, উপরে ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম প্রকাশ করা গেল। এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ এবং তাহার যৌক্তিকতা বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি। আমরা মন্ত্রটীকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে এই আলোচনায় তাহার এক এক অংশের অর্থ-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন।

প্রথমাংশের সমস্যা-মূলক পদ—'বনে।' ঐ পদে অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে লক্ষ্য করিতেছে—ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়। এই পদের ব্যবহার পূর্ব্বেও আমরা বিভিন্ন স্থানে দেখিয়াছি। সে সকল স্থলেও ঐ অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি। নানা প্রকার অসদ্ভাব এবং কুচিন্তা-রূপ জঙ্গলাদি পূর্ণ, কাম ক্রোধাদি-রূপ শ্বাপদসঙ্কুল হৃদয়কে, এখানকার 'বনে' পদে লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ ইচ্ছা করেন—সেই যে অরণ্যসদৃশ হৃদয়, সেখানেও ভগবানের আরাধনার দ্বারা সত্ত্বভাবের সঞ্চার হউক। তিনি করুণাময়; তাই তাঁহাতে সেই আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান্। আমরা ভগবদারাধনাপরায়ণ হই, সৎকার্য্যে উৎসৃষ্টপ্রাণ হইয়া তাঁহার করুণা লাভ করি, আমাদিগের অরণ্য-সদৃশ হৃদয় সত্ত্বভাবের বাসভূমি হয়,—মন্ত্রের প্রথমাংশের, "বনে ইৎ নমস্যুভিঃ বচস্যতে' এই ব্যাক্যাংশের, ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'জনেষু' পদের মর্ম্ম উপলব্ধ হইলেই উহার তাৎপর্য্য অবগত হইবে। তিনি (সেই ভগবান্) 'চারু' অর্থাৎ মনোহর—

রূপে কোথায় অবস্থিতি করেন? সে কি সত্ত্বভাবসম্পন্ন জনগণের বা সাধকগণের মধ্যে নহে? তাঁহার "স্বনীয়া বা স্বভাব' কোথায় প্রকটিত হয়? সে কি সেই সাধুগণের মধ্যে নহে? আমরা তাই 'জনেষু' পদে 'সত্ত্বভাব-সম্পন্নেষু লোকেষু' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। ঐ যে 'চারু' পদ রহিয়াছে, উহার দ্বারাই এই ভাব আসে। কঠোর ভীষণ মূর্তিতে তিনি হয় তো সংসারের অন্য স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারেন; কিন্তু চারু-মনোহর স্বভাবে সাধকগণের মধ্যেই তিনি বিরাজমান্ রহেন—ইহা নিঃসন্দেহ। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে প্রখ্যাত দেখি।

অতঃপর মন্ত্রের তৃতীয় অংশে—সম্পূর্ণ দ্বিতীয় চরণটীতে, কি ভাব প্রকাশ করিতেছে, বুঝিয়া দেখা যাউক। এই অংশের দুইটী 'বৃষা' পদে আমরা অতি-সঙ্গত দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হই। একটী 'বৃষা' পদে 'অভীষ্টবর্ষণকারী' ভগবানকে লক্ষ্য করে; অপর 'বৃষা' পদে সংসারের দুঃখকে (ত্রিতাপকে) বুঝাইতে পারে। 'বৃষা' পদের শেষোক্ত অর্থের সঙ্গতি—পূর্ব্বেও আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি। তার পর, 'মঘবা' পদ। ঐ পদে 'পরমৈশ্বর্য্যশালী বা ধনবান্' অর্থ ভগবানকেই বুঝাইয়া থাকে; তিনি যে স্তবনীয়, 'ছন্দুঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করে! 'হর্য্যতঃ' পদে 'কমনীয়ং বা লোপপ্রাপ্তঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। তদনুসারে মন্ত্রাংশের কেমন সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়, বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখিতে পারেন। 'যৎ' পদে একটু পূর্ব্বের সম্বন্ধ আকর্ষণ করে। সে 'যখন' বলিতেই একটু 'কখন' প্রশ্ন মনে উদয় হয় না কি? তাহাতেই ঐ 'যৎ' পদে মন্ত্রের প্রথম দুই অংশের সহিত একটু সম্বন্ধ খ্যাপন করে। আমাদিগের উপাসনার প্রভাবে ভগবান্ যখন চারু-মনোহর-রূপে প্রকটিত হন, সেই যখন (তখন) পরমৈশ্বর্য্যশালী অভীষ্টপূরণকারী স্তবনীয় সেই ভগবান্ আমাদিগের স্তোত্র-মন্ত্রের সহিত ব্যাপ্ত হয়েন; তখনই আমাদিগের সকল দুঃখ (ত্রিতাপ) নাশ প্রাপ্ত হয়। এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। "বৃষা হর্য্যতঃ ভবতি"—দুঃখ বা ত্রিতাপ কমনীয় হয় বা লোপপ্রাপ্ত হয়—সে কখন? সে কি সেই তখন নহে—যখন 'বৃষা ধেনাং ইয়ক্তি'; অর্থাৎ যখন সেই অভীষ্টপূরণকারী ভগবান আসিয়া স্তোত্র-মন্ত্রের সহিত মিলিত হন! ফলতঃ, ভগবানের নিকট প্রার্থনার

দ্বারা—আত্মনিবেদনের দ্বারা—ক্রমশঃ মানুষ ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, ক্রমশঃ নিঃশ্রেয়স্ মুক্তি লাভ করে। মন্ত্র এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে; ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

ত্রিতাপে সংসারকে ঘেরিয়া আছে মানুষের দুঃখের অন্ত নাই। ভগবান্ স্বতঃপরতঃ মানুষের সে দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রযত্নপর রহিয়াছেন। তিনি নানা-প্রকারে মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া মানুষকে শান্তিপ্রদানের চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু মানুষ তৎপ্রতি প্রতি নিয়ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। সুতরাং দুঃখের উপর দুঃখ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে,—তাহাদিগের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিতেছে না। মানুষের সে দুঃখ সে যন্ত্রণা দূর হইতে পারে কি প্রকারে? এই মন্ত্র যথাপর্য্যায় সেই সন্ধান প্রদান করিতেছেন। মন্ত্র বলিতেছেন,—'জীব! যদি শ্রেয়ঃ চাও, ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও—তাঁহাতে আত্মনিবেদন কর; তাহা হইলে, তিনি তোমার হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করিবেন, তোমার উপাসনার বা স্তোত্রমন্ত্রের মধ্যে তিনি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবেন; আর তখনই তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে তুমি ত্রিতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।' (১ম—৫৫সূ—৪ঋ)।

— — * — —

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

স ইন্মহানি সমিথানি মজ্মনা কৃণোতি

যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ।

অধা চন শ্রদ্দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায়

বজ্রং নিঘনিঘ্নতে বধং॥ ৫॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ইৎ। মহানি। সংঽইথানি। মজ্মনা। কৃণোতি।
যুধ্মঃ। ওজসা। জনেভ্যঃ।
অধ। চন। শ্রৎ। দধতি। ত্বিষিঽমতে। ইন্দ্রায়।
বজ্রং। নিঽঘনিঘ্নতে। বধং ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জনেভ্যঃ' (স্তোতৃভ্যঃ, উপাসকানাং রক্ষার্থং ইতি ভাবঃ) 'যুধ্মঃ' (যোদ্ধা, রিপুনিমর্দ্দকঃ) 'সঃ' (ভগবান) 'ইৎ' (এব) 'মজ্মনা' (সর্ব্বস্ব শোধকেন, শত্রুসম্বন্ধবিচ্ছিন্নকারকেণ ইত্যর্থঃ) 'ওজসা' (বলেন) 'মহানি' (মহতঃ) 'সমিথানি' (সংগ্রামান) 'কৃণোতি' (করোতি); যদা স ভগবান্ 'বধং' (হননসাধকং) 'বজ্রং' (আয়ুধং) 'নিঘনিঘ্নতে' (শত্রুহননায় নিক্ষিপতি ইতি যাবৎ); 'অধা চন' (তদা এব) 'ত্বিষীমতে' (দীপ্তিমতে) 'ইন্দ্রায় (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'শ্রদ্দধতি' (পূজয়ন্তি) নর ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'সাধূনাং রক্ষণায় স ভগবান্ পাপেন সহ বিষমে সংগ্রামে প্রবৃত্তো ভবতি ; পাপনাশকত্বাৎ ভগবতো মহিমা সর্ব্বতো প্রখ্যাতঃ অস্তি।' (১ম—৫৫সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

উপাসকগণের রক্ষার জন্য, শত্রুবিমর্দ্দক সেই ভগবানই শত্রু-সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নকারক বলের দ্বারা মহান্ সংগ্রাম করিয়া থাকেন ; যখন সেই ভগবান্ হননসাধক বজ্রকে শত্রু-হননের জন্য নিক্ষেপ করেন, তখনই দীপ্তিমান ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মানুষ পূজা করিয়া থাকে। (ভাব এই যে,—'সাধুগণের রক্ষণের নিমিত্ত সেই ভগবান্ পাপের সহিত বিষম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন ; পাপনাশকত্ব-হেতু ভগবানের মহিমা সর্ব্বতো-ভাবে প্রখ্যাত আছে।')। (১ম—৫৫সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইৎ স এবেন্দ্রো যুধ্মো যোদ্ধা মহানি সমিথানি মহতঃ সংগ্রামান্ মজ্মনা সর্ব্বস্য শোধকেনোজসা বলেন কৃণোতি করোতি। কিমর্থং। জনেভ্যঃ। স্তোতৃজনার্থং। যদেন্দ্রো বধং হননসাধনং বজ্রমায়ুধং মেঘেষু নিষনিষ্যতে নিহন্তি। অথা চন অনন্তরমেব ত্বিষীমতে দীপ্তিমত ইন্দ্রায় সর্ব্বে জনাঃ শ্রদ্দধতি। শ্রদিতি সত্যনাম। ইন্দ্রো বলবানিতি যদুচ্যতে তৎসত্যমেবেতি সর্ব্বে প্রতিপদ্যন্তে॥

মহানি। মহান্তীত্যস্য তকারলোপশ্ছান্দসঃ। যদ্বা মহ্যন্তে পূজ্যন্ত ইতি মহানি প্রবৃদ্ধানি। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। সমিথানি। ইণ্ গতৌ। সংযন্তি সংগচ্ছন্তেঽস্মিন্ বীরা ইতি সমিথানি সংগ্রামাঃ। সমীণঃ। উং ২।১১। ইতি থক্-প্রত্যয়ঃ। কিত্ত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মজ্মনা। টুমস্জো শুদ্ধৌ। মনিঃ প্রত্যয়ঃ। ছন্দস্যাং জশ্ ঝশি। পা০ ৮।৪।৫৩। ইতি সকারস্য জশত্বং দকারঃ। ততশ্চুত্বং জকারঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অথা। ছান্দসং দীর্ঘত্বং। নিপাতস্য চেতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। ত্বিষীমতে। ত্বিষ্ দীপ্তৌ। ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইতীন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। মতুপঃ। পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে তদেব শিষ্যতে। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। নিষনিষ্যতে। হন্তের্ব্ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং বহুবচনং চ। বহুলং ছন্দসীতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই যোদ্ধা ইন্দ্রদেবতা, সর্ব্বশোধক বলের দ্বারা মহৎ সংগ্রাম করেন। কি জন্য? স্তোতৃগণের জন্য। যখন ইন্দ্র হনন-সাধন বজ্ররূপ আয়ুধ দ্বারা মেঘসমূহকে নিহত করেন; অনন্তর (তখন) দীপ্তিমান্ ইন্দ্রের জন্য সর্ব্বজন 'ইন্দ্র বলবান'—এইরূপ যে বলে, তাহা সত্য (শ্রৎপদ সত্যনামবাচী); সকলেই তাহা প্রতিপন্ন করে।

মহানি। ছান্দসপ্রযুক্ত 'মহান্তী' পদের ত-কার লোপ। অথবা, মহ্যন্তে অর্থাৎ পূজা করে, এই অর্থে মহান্ পদে প্রবৃদ্ধ অর্থ নিষ্পন্ন হয়। 'ঘঞর্থে কবিধানং' এই নিয়মে কঃ। প্রত্যয়স্বর। সমিথানি। ইণ্ (ই) ধাতু গত্যর্থক। 'সংযন্তি' অর্থাৎ বীরগণ ইহাতে গমন করে—এই অর্থে স'মথানি পদে সংগ্রাম বুঝায়। 'সমীণঃ' (উ. ২।১১) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে থক্-প্রত্যয়। কিত্ত্ব-হেতু গুণের অভাব হইয়াছে। থাথাদিত্ব-হেতু উত্তরপদের অন্ত-স্বর উদাত্ত। মজ্মনা। 'টুমস্জো' (মস্জ) ধাতু শুদ্ধার্থে প্রযুক্ত হয়। তদুত্তর মনি (মন্) প্রত্যয়। 'ছন্দস্যাং জশ্ ঝশি' (পা০ ৮।৪।৫৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সকারের জশত্ব প্রাপ্তি ও দকার আগম হইয়াছে। অতঃপর চুত্ব ও জকার প্রত্যয়স্বর। অথা। ছান্দস-হেতু দীর্ঘ। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি নিয়মে সংহিতা বিষয়ে দীর্ঘ। ত্বিষীমতে। ত্বিষ্ ধাতু দীপ্ত্যর্থক। 'ইন সর্ব্বধাতুভ্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে ইন-প্রত্যয়। নিত্ত্ব হেতু আদিস্বর উদাত্ত। মতুপ্-প্রত্যয়ের পিত্ত্ব হেতু অনুদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও উদাত্তই শিষ্ট হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ। নিষনিষ্যতে। হন-ধাতুর ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ ও বহুবচন হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপ্ স্থানে

শপঃ শ্নু। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। অভ্যাসস্য ঘত্বং। নিগাগমশ্চ। আগনীগন্তীতি চ। পা০ ৭।৪ ৬৫। ইতি চ-শব্দঃ প্রকারার্থ ইত্যুক্তত্বাদ্দাধর্ত্যাদাবেতদ্দ্রষ্টব্যং॥ (১ম ৫৫সূ–৫ঋ।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে একোনবিংশো বর্গঃ॥ ১।৪।১৯।

* * *

পঞ্চম (৬৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

---§◡*◡§---

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের কোনই মতান্তর ঘটে নাই। যাঁহারা ভগবানের উপাসনা-পরায়ণ, তাঁহাদিগের রক্ষার জন্য পাপের সহিত যে বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয়, ভগবান্ সে সংগ্রামে উপাসকগণের সহায় হইয়া থাকেন। প্রথম চরণের ইহাই স্থূল মর্ম্ম। তবে এই চরণের মধ্যে 'মজ্মনা' পদটী একটু লক্ষ্য করিবার আছে। শত্রুর সহিত (পাপের বা রিপুগণের সহিত) ভগবান্ বা ভগবৎসম্বন্ধযুত সাধকগণ যে ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, সে পক্ষে শক্তি বা অস্ত্র কি আছে অর্থাৎ কিসের দ্বারা সে যুদ্ধে জয়লাভ হয়, 'মজ্মনা' পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। ঐ পদে 'সর্ব্বস্য শোধকেন' প্রভৃতিবাক্যে পবিত্রকারক শক্তির বিষয় প্রখ্যাত হয়। যাহার দ্বারা শোধিত হয়, যাহার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায়, ঐ পদে সেই শক্তিকে বা সেই অস্ত্রকেই বুঝাইতেছে। ফলতঃ, সতের দ্বারা অসতের নাশ, জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতাকে অপসারণ—এই ভাবই এখানে প্রাপ্ত হই। ভগবানের সেবাপরায়ণ জনগণ, ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত সত্ত্বভাবের দ্বারা পাপকে পরাভূত করিয়া থাকেন,—এখানে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটির যে অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত কিন্তু প্রথমাংশের কোনও সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। এই অংশে ভাষ্যাদিতে একটী "মেঘেষু" পদ অধ্যাহার করিয়া আনা হইয়াছে; আর, তাহা হইতে ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"যখন ইন্দ্র বধসাধক বজ্র

শ্নু। 'গমহন' প্রভৃতি বিধানে উপধা লোপ; অভ্যাসের ঘত্ব ও নিগাগম হইয়াছে। 'আগনীগন্তীতি চ' (পা০ ৭।৪।৬৫)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে চ শব্দের প্রকারার্থে প্রয়োগবশতঃ 'দাধর্ত্যাদৌ' বিধানে এতৎ দ্রষ্টব্য। (১ম -৫৫সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে একোনবিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৪।১৯।

মেঘেতে নিক্ষেপ করেন, তাহার পরেই সকলে দীপ্তিমান ইন্দ্রকে যথার্থ বলবানরূপে প্রতিপন্ন করে।" ভাষ্যেও এই ভাব প্রকাশমান্। কিন্তু এখানে কি কথার বা কি ভাবের সহিত কি কথা বা কি ভাব আসিয়া পড়িল, বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি! ইহাতে প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের কোনই সামঞ্জস্য রহিল না। কিন্তু কোনও অতিরিক্ত পদের অধ্যাহার আবশ্যক হয় না, অথচ সঙ্গত অর্থ হওয়া যায় এবং পূর্ব্বাপর ভাবেরও সামঞ্জস্য থাকে—আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, যদি তাহারই অনুসরণ করা হয়।

বিবেচনা করিয়া দেখুন—বজ্র নিক্ষেপ করা হয় কি জন্য! শত্রু-হননের জন্য। এ সংসারে মানুষের প্রধান শত্রু—কাহারা? অজ্ঞানতা বা পাপ এবং তাহার সহচর কামাদি রিপুগণ। বজ্র যদি তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করা যায়, তাহারা যদি বিনষ্ট বিভ্রান্ত ও পলায়িত হয়, তাহা হইলে স্বতঃই ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে—মানুষ আপনা-আপনিই ভগবানের পূজাপরায়ণ হইতে পারে। "বধং বজ্রং নিঘনিঘ্নতে"—এই পদ তিনটিতে, "শত্রু-হননের নিমিত্ত অস্ত্রপ্রয়োগ করেন"—এই ভাবই প্রাপ্ত হই। "অধা চন শ্রিষীমতে ইন্দ্রায় শ্রদ্দধতি"-পদ-কয়েকটীতে ভগবানের দ্বারা শত্রুহননকারী আয়ুধ নিক্ষিপ্ত হওয়ায় পরবর্ত্তী অবস্থা প্রকাশমান্। অর্থাৎ তখনই, শত্রু বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত হইলেই, মানুষ ভগবানকে চিনিতে পারে, তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করে, তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হয়। যতক্ষণ হৃদয়ে কামাদি রিপুগণের প্রাবল্য থাকে, যতক্ষণ অজ্ঞানতার আঁধার হৃদয় ঘেরিয়া বিদ্যমান রহে; ততক্ষণ সেই জ্যোতির আধার জ্ঞানাধার ভগবানকে মানুষ চিনিতে পারে না, ততক্ষণ তাঁহার পূজায় মানুষের মতি আসে না। ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার একটু ভাবাবেশ হইলে, তিনি পারিপার্শ্বিক শত্রুগণকে বিদূরিত করিয়া দেন,—তখন সর্ব্বতোভাবে মানুষ তাঁহাতে ন্যস্তচিত্ত হইতে পারে,—প্রাণ দিয়া তাঁহার আরাধনার ব্রতী হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, এই নিত্যসত্য মনস্তত্ত্বের বিষয়ই এই মন্ত্রাংশে প্রকটিত রহিয়াছে। (১ম—৫৫সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চপঞ্চাশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক।)

স হি শ্রবস্যুঃ সদনানি কৃত্রিমা ক্ষ্ময়া

বৃধান ওজসা বিনাশয়ন্।

জ্যোতীংষি কৃণ্বন্নবৃকাণি যজ্যবেঽব সুক্রতুঃ

সর্ত্তবা অপঃ সৃজৎ ॥ ৬ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। হি। শ্রবস্যুঃ। সদনানি। কৃত্রিমা। ক্ষ্ময়া।

বৃধানঃ। ওজসা। বিঽনাশয়ন্।

জ্যোতীংষি। কৃণ্বন্। অবৃকাণি। যজ্যবে। অব। সুঽক্রতুঃ।

সর্ত্তবৈ। অপঃ। সৃজৎ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শ্রবস্যুঃ' (উপাসকানাং শ্রেয়ঃ ইচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (ভগবান) 'হি' (নিশ্চিতং) 'কৃত্রিমা' (কৃত্রিমাণি, মায়য়া উৎপন্নানি ইত্যর্থঃ) 'সদনানি' (পুরাণি - ভ্রান্তিরূপাণি ইতি যাবৎ) ওজসা' (বলেন, স্বমাহাত্ম্যেন ইত্যর্থঃ) 'বিনাশয়ন্' (নাশং কৃত্বা) 'ক্ষ্ময়া' (পৃথিব্যা, ইহলোকে ইতি ভাবঃ) 'বর্দ্ধনশীলঃ' (প্রবর্দ্ধমানঃ, প্রখ্যাতো ভবতীতি শেষঃ); 'জ্যোতীংষি' (জ্ঞান কিরণাদীনি) 'অবৃকাণি' (অজ্ঞানাবরণরহিতানি, বিচ্ছিন্নমায়াজলানি ইতি ভাবঃ) 'কৃণ্বন্' (কুর্ব্বন) 'সুক্রতুঃ'

(শোভনকর্ম্মান্বিতঃ স ভগবান্) 'যজ্যবে' (আরাধকায়, উপাসকায়) 'সর্ত্তবৈ' (সরণায়, হিত-সাধনায়) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্) 'অব সৃজৎ' (হৃদি উন্মেষয়তি, সংজনয়তি)। অয়ং ভাবঃ—'ভগবৎকৃপয়া মায়ায়া আবরণং দূরী ভবতি, হৃদি সত্ত্বভাবঃ সঞ্জায়তে।' (১ম—৫৫সূ ৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

উপাসকগণের শ্রেয়ঃ অভিলাষী হইয়া, সেই ভগবান্ নিশ্চয়ই কৃত্রিম পুরসকলকে অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন ভ্রান্তিসমূহকে দূর করিয়া ইহলোকে প্রখ্যাত হয়েন; জ্ঞানকিরণাদিকে অজ্ঞানাবরণরহিত অর্থাৎ মায়াজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, শোভনকর্ম্মান্বিত সেই ভগবান্ উপাসকগণের হিতসাধনের নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্বভাব-সমূহকে হৃদয়ে উন্মেষ করিয়া দেন। (ভাব এই যে,—'ভগবৎকৃপায় মায়ার আবরণ দূর হয়, এবং হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হইয়া থাকে।') (১ম—৫৫সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

শ্রবস্যায়ম্‌ং যশো আত্মন ইচ্ছন্ কৃত্রিমা কৃত্রিমাণি ক্রিয়য়া নির্ব্বৃত্তানি সদনান্যসুর-পুরাণ্যোজসা বলেন বিনাশয়ন ক্ষ্ময়া ভূম্যা সমানং বৃধানো বর্দ্ধনশীলঃ। যদ্বা ক্ষ্ময়েত্যো-জোবিশেষণং। শত্রুণামভিভবিত্রা বলেনেত্যর্থঃ। জ্যোতীংষি সূর্য্যাদীনি বৃত্রেণাব-আবৃতকাণি বৃকেণাবরকেণ তেন রহিতানি কৃণ্বন কুর্ব্বন্। সুক্রতুঃ শোভনকর্ম্মসহিত এবম্বিধঃ স খলিন্দ্রো যজ্যবে যষ্টে যজমানায় তদর্থং সর্ত্তবৈ সরণায়াপো বৃষ্টিলক্ষণাস্যাদ-কান্যসৃজৎ। বৃষ্টিং কৃতবানিত্যর্থঃ।

কৃত্রিমা। ডুকৃঞ্ করণে। ড্বিতঃ ক্ত্রিঃ। পা০ ৩।৩।৮৮। ইতি ক্ত্রিপ্রত্যয়ঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আপনার যশকে ইচ্ছা করেন যিনি অর্থাৎ যশকামী ইন্দ্রদেবতা, অসুরগণের 'কৃত্রিমা' অর্থাৎ ক্রিয়ার দ্বারা নির্ম্মিত পুর-সমূহ বলের দ্বারা বিনাশ করিয়া, ভূমির অর্থাৎ পৃথিবীর সমান বর্দ্ধনশীল হইয়া, অথবা ('ক্ষ্ময়া' পদ ওজঃ পদের বিশেষণ) শত্রুগণের অভিভবকারী বলের দ্বারা বৃত্র কর্ত্তৃক সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কদিগকে আচ্ছাদনকারী আবরণসমূহ রহিত করিয়া, শোভনকর্ম্মান্বিত সেই ইন্দ্র যজমানদিগের জন্য বৃষ্টিলক্ষণযুক্ত উদকসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

কৃত্রিমা। ডুকৃঞ্ (কৃ) ধাতু করণার্থবাচক। 'ড্বিতঃ ক্ত্রিঃ (পা০ ৩।৩।৮৮)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে তাহে ক্ত্রি প্রত্যয়। পুনরায় 'ত্রেশ্মমিত্যং' (পা০ ৪।৪।২২)

ত্রেশ্মম্নিত্যাং। পা০ ৪৪২০১। ইতি নির্বৃত্তার্থে মপ্। তস্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ক্তিপ্রত্যয়স্বর এব শিষ্যতে। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। ক্ষমা। ক্ষমূষ্ সহনে। ক্ষমতে প্রাণিজাতকৃতমুপদ্রবমিতি ক্ষমা। ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙিত্যঙ্প্রত্যয়ঃ। ততষ্টাপ্। বাহুল্যেন ধাতোরুপধালোপঃ। ছান্দসং বিভক্ত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা অয়ং ধাতুরভিভবার্থঃ। ষহ অভিভব ইতি সহনস্যাভিভবার্থত্বাৎ। অস্মাদৌণাদিকো মনিন্। ব্যত্যয়েন স্ত্রীলিঙ্গতা। মনঃ। পা০ ৪।১।১১। ইতি ঙীপো নিষেধে ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং। পা০ ৪।১।১২। ইতি ডাপ্। টিলোপঃ। বৃধানঃ। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অবৃকাণি। বৃঞ্ বরণে। সৃবৃভূশুষিমুষিভ্যঃ কক্। উ০ ৩৪৩। ইতি কক্প্রত্যয়ঃ। বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। যজ্যবে। যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুরিতি যুপ্রত্যয়ঃ। বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সুক্রতুঃ। বহুব্রীহৌ। ক্রত্বাদয়শ্চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সর্তবৈ। সৃ গতৌ। কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি ভাবে তবৈপ্রত্যয়ঃ। গুণঃ। অন্তশ্চ তবৈ যুগপদিত্যাদ্যন্তয়োর্যুগপদুদাত্তত্বং। অপঃ। উড়িদমিতি শস উদাত্তত্বং। সৃজৎ। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ॥ (১ম—৫৫সূ ৬ঋ)।

সূত্রানুসারে নির্বৃত্তার্থে মপ্। তাহার পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্ত হওয়ায় ক্তি-প্রত্যয়ের স্বরই শিষ্ট হইয়াছে। শেশ্ছন্দসি বহুলং ইত্যাদি নিয়মে 'শে' লোপ। ক্ষমা। সহনার্থক 'ক্ষমূষ' হইতে নিষ্পন্ন। প্রাণিজাতকৃত উপদ্রব-সমূহকে ক্ষমা করে—এই অর্থে ক্ষমা পদ সিদ্ধ। 'ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্' ইত্যাদি নিয়মে অঙ্। তৎপর টাপ্ প্রত্যয়। বাহুল্যে ধাতুর উপধার লোপ। ছান্দস-প্রযুক্ত বিভক্তির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, এই 'ক্ষমূষ্' ধাতু অভিভবার্থ-বোধক। সহনের অভিভবার্থ-প্রযুক্ত ষহ্ ধাতু অভিভব বুঝায়। তদুত্তর ঔণাদিক মনিন্; ব্যত্যয়ে স্ত্রীলিঙ্গতা। 'মনঃ' (পা০ ৪।১।১১)-এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ঙীপের নিষেধ হওয়ায় 'ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং (পা০ ৪।১৩) এই সূত্রানুসারে ডাপ্ প্রত্যয় ও টি লোপ হইয়াছে। বৃধানঃ। তাচ্ছিল্যার্থে চানশ। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের লোপ। 'চিতঃ' নিয়মে অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অবৃকাণি। বরণার্থ বৃঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সৃবৃভূশুষিমুষিভ্যঃ কক্' (উ০ ৩৪৩) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কক্-প্রত্যয়। বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্সুভ্যাং' ইত্যাদি নিয়মে উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত। যজ্যবে। 'যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুঃ' ইত্যাদি নিয়মে যু-প্রত্যয়। বৃষাদি আকৃতিগণ-হেতু আদ্যুদাত্ত। সুক্রতুঃ। 'বহুব্রীহৌ ক্রত্বাদয়শ্চ' ইত্যাদি নিয়মে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত। সর্তবৈ। গত্যর্থক সৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃত্যার্থে তবৈকেন' ইত্যাদি বিধানানুসারে ভাবে তবৈ প্রত্যয়। তাহাতে গুণ হইয়াছে। 'অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ'—এই নিয়মে আদি ও অন্তস্বর যুগপৎ উদাত্ত হইয়াছে। অপঃ। 'উড়িদং' নিয়মে শসের উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সৃজৎ। 'লঙি বহুলং ছন্দসি মাঙ্যোগেঽপি' বিধানানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। (১ম—৫৫সূ—৬ঋ)।

* * *

ষষ্ঠ (৬৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

—§:◌•◌:§—

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে একজন সাধারণ মানুষের পর্য্যায়-মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। তিনি নিজের যশঃ বা শ্রেয়ঃ কামনা করেন, অসুরদিগের কৃত্রিম অর্থাৎ কৃত নগর সকল ধ্বংস করেন। মন্ত্রের প্রথম চরণে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এদিকে আবার দ্বিতীয় চরণটীর যে অর্থ ভাষ্যাদির অনুসরণে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, প্রথম চরণের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয় না। দ্বিতীয় চরণের অর্থ দেখিতে পাই, সেই যে ইন্দ্র—যিনি আপনার যশঃ বা শ্রেয়ঃ কামনা করিয়া অসুরদিগের নগরসকল ধ্বংস করেন, তিনিই আবার মেঘকে অপসারণ করিয়া সূর্য্যকে প্রকাশ করেন এবং বর্ষার জলে নদীকে প্রবাহিত করিয়া দেন। এইরূপে প্রথমে মানুষের ভাবে এবং শেষে দেবতার ভাবে তাঁহাকে প্রখ্যাত করা হইয়াছে। অথচ, ভাবপক্ষে ঐক্য নাই। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মন্ত্রার্থে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, বুঝা যাইবে। সেই বঙ্গানুবাদটী এই ;—

> "পৃথিবীর তুল্য বৃহৎ ও সুকর্ম্মা ইন্দ্র আপনার যশঃ ইচ্ছা করিয়া অসুরদিগের কৃত্রিম নগর সকল বলদ্বারা বিনাশ করতঃ এবং বৃত্রাচ্ছাদিত সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থ সকলকে সে আচ্ছাদন হইতে বহির্গত করিয়া প্রকাশ করতঃ যাগশালি যজমানের নিমিত্ত নদীসকল ভূমিতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।"

এই যে প্রচলিত অর্থ এবং আমাদিগের পরিগৃহীত যে অর্থ—এই দুই অর্থের পার্থক্য কি প্রকারে ঘটিল, তাহা আলোচনা করিলেই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন্ত্রে একটী পদ আছে—'শ্রবস্যুঃ।' ঐ পদে 'আপনার শ্রেয়ঃ বা যশঃ কামনা করিয়া' এইরূপ অর্থ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভগবান্ ইন্দ্রদেব নিজের যশঃ বা শ্রেয়ঃ কামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, এ ভাব কেন মনে আসিবে? তিনি উপাসকের বা সাধকের যশঃ বা শ্রেয়ঃ কামনা করেন, ইহাই সঙ্গত ভাব নহে কি? অতএব 'শ্রবস্যুঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অন্নং যশো বাত্মন ইচ্ছন্' অর্থাৎ 'আপনার জন্য অন্ন বা যশ ইচ্ছা করিয়া'—এরূপ প্রতিবাক্য বা অর্থ আমরা গ্রহণ

করিলাম না; আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'উপাসকানাং শ্রেয়ঃ ইচ্ছন' অর্থাৎ 'উপাসকগণের শ্রেয় ইচ্ছা করিয়া' অর্থ গ্রহণ করিলাম। তাহাই সঙ্গত নহে কি? তার পর 'কৃত্রিমা সদনানি' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হই? যাহা কৃত্রিম, যাহা মিথ্যা, সুতরাং যাহা মায়ার দ্বারা উৎপন্ন—সেইরূপ সদন-সমূহকেই অর্থাৎ ভ্রান্তি রূপ পুরীসমূহকেই ঐ দুই পদে লক্ষ্য করিতেছে না কি? মানুষ ভ্রান্তি বশে মায়া-মোহের ঘোরে যতকিছু অপকর্ম্ম করিয়া বসে। সেই ভ্রান্তি, সেই মায়ার মোহ, নষ্ট করিতে পারিলেই মানুষের শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। 'ওজসা' পদে 'বলের দ্বারা বা স্বমাহাত্ম্যের দ্বারা' ভাব আসে। 'ক্ষয়া' পদে 'পৃথিবীর দ্বারা অর্থাৎ পার্থিব জনগণের দ্বারা' অথবা 'ইহলোকে' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'বর্দ্ধনশীলঃ' পদে 'প্রখ্যাত হয়েন' ভাব আসে। এইরূপে বুঝা যাইতেছে—মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের এক স্বরূপ তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে ইহসংসারে মানুষের দ্বারা প্রখ্যাত হয়েন, সে কখন—সে কি প্রকারে? সে সেই তখন—যখন মানুষের মায়া-মোহের আবরণ বিদূরিত হয়! সে সেই তখন—যখন আর ভ্রান্তিবশে মানুষ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়! মন্ত্রের প্রথম চরণে, আমরা মনে করি, এই তত্ত্বই প্রখ্যাত রহিয়াছে।

অতঃপর, দ্বিতীয় চরণে কি অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, আর সেই অর্থের সহিত প্রথম চরণের কি সঙ্গতি আছে, লক্ষ্য করা যাউক। এই চরণের মধ্যে বৃত্রাদি অসুরের কোনও প্রসঙ্গ নাই, মেঘেরও কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। আছে একটী—'অবৃকাণি' পদ। ঐ পদের অর্থ—'আবরক-রহিত করা।' তাই 'জ্যোতীংষি' পদে সূর্য্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়া, 'অবৃকাণি' পদের সার্থকতা প্রমাণের প্রয়াস দেখি। মেঘ অপসারণে সূর্য্যাদি আবরক-রহিত হয়—এই ভাব ভাষ্যাদিতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিতে গেলে, 'জ্যোতীংষি' পদে 'জ্ঞান-জ্যোতিঃসমূহ' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে, 'অবৃকাণি' পদে অজ্ঞান-রূপ 'আবরণ রহিত করার বা মায়া-জাল বিচ্ছিন্ন করার' ভাব আসে; পূর্ব্বে 'কৃত্রিমা' পদে যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এতদনুসারে তাহারও সঙ্গতি থাকে; অপিচ, মন্ত্রের শেষাংশও উহার সহিত সুপ্রযুক্ত প্রতিপন্ন হইতে পারে। মায়া-জাল

বিচ্ছিন্ন করার পর ('জ্যোতীংষি অব্রকাণি কুর্ব্বন্'), সেই শোভনকর্ম্মান্বিত ভগবান্ আরাধকগণের হিত-সাধনের জন্য তাঁহাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের উন্মেষ করেন ('সুক্রতুঃ' যজ্যবে সর্ত্তবৈ অপঃ অব সৃজৎ')। এখানে পর পর আত্মোন্নতির অবস্থা পরিকীর্ত্তিত দেখি। অজ্ঞানতার আবরক বিচ্ছিন্ন হইলে, জ্ঞানালোক উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয় সত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ হয়। এই যে, স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পর্য্যায়, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। 'অপঃ' পদে যে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বাপর প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। 'অব সৃজৎ' পদে 'হৃদয়ে সঞ্জাত হওয়ার' (সৃষ্টি করার) ভাবই প্রাপ্ত হই।

এখন, সমগ্র মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, যথা-পর্য্যায় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। যাঁহারা ভগবানের অনুগত, যাঁহাদের বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে পরিবর্ণিত, সেই সকল উপাসকগণের শ্রেয়ঃ ইচ্ছা করিয়া, ভগবান্ প্রথমতঃ তাঁহাদিগের বিভ্রমসমূহ বিদূরিত করেন; তার পর, তাঁহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান কিরণ প্রবেশের যে বাধা থাকে, তাহা দূর করিয়া দেন; পরিশেষে, সেই সাধকগণের হিতসাধনের নিমিত্ত, তাঁহাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষ করিয়া দেন। এইরূপে হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূর্ণ হইলেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ-গতি লাভ করিতে সমর্থ হন। (১ম—৫৫সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চ পঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

দানায় মনঃ সোমপাবন্নস্তু তেঽর্ব্বাঞ্চা হরী

বন্দনশ্রুদা কৃধি।

যমিষ্ঠাসঃ সারথয়ো য ইন্দ্র তে ন ত্বা

কেতা আ দভ্নুবন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দানায়। মনঃ। সোমঽপাবন্। অস্তু। তে। অর্ব্বাঞ্চা। হরী ॥

ইতি। বন্দনঽশ্রুৎ। আ। কৃধি।

যমিষ্ঠাসঃ। সারথয়ঃ। যে। ইন্দ্র। তে। ন। ত্বা।

কেতাঃ। দভ্নুবন্তি। ভূর্ণয়ঃ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাবন্' (হে শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণশীল) 'তে' (ত্বদীয়ং) 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'দানায়' (অস্মদভিমতফলপ্রদানায়) 'অস্তু' (ভবতু—সদাকালং কৃপাপরং ইতি যাবৎ) 'বন্দনশ্রুৎ' (হে উপাসকানাং স্তোত্রশ্রবণপরায়ণং) ত্বদীয়ৌ 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'অর্ব্বাঞ্চ' (অস্মদ্‌কর্ম্মাভিমুখৌ) 'কৃধি' (কুরু); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'যমিষ্ঠাসঃ' (সংযমসাধকাঃ, নিয়ন্তারঃ) 'সারথয়ঃ' (কর্ম্মপরিচালকাঃ, বিবেকরূপা ইতি ভাবঃ) সন্তি, তস্মাৎ 'কেতাঃ' (প্রতিকূলাচারিণঃ শত্রবঃ) 'ভূর্ণয়' (ভীতাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) ন আদভ্নুবন্তি' (ন হিংসন্তি, তব কর্ম্মণা সমকক্ষা ন ভবন্তি)। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্! বিবেকসাহায্যেন অস্মাকং কর্ম্মজ্ঞ জ্ঞানভক্তিসমন্বিতং কুরু, তস্মাৎ শত্রবং ভীতাঃ সন্তঃ পলায়ন্তু।' (১ম—৫৫সূ—৭ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বভাবগ্রহণশীল! আপনার অন্তঃকরণ আমাদিগকে অভিমত-ফল-প্রদানের জন্য সদাকাল কৃপাপর হউক; হে উপাসকগণের স্তোত্রশ্রবণ-পরায়ণ! আপনার জ্ঞানভক্তি রূপ বাহকদ্বয়কে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের কর্ম্মাভিমুখী করুন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার যে প্রসিদ্ধ সংযমসাধক সারথিগণ (বিবেকরূপী) আছেন, সেইজন্য প্রতিকূলাচারী শত্রুগণ ভীত হইয়া আপনাকে হিংসা করে না, অর্থাৎ আপনার কর্ম্মের সাহত সমকক্ষতায় কদাচ সমর্থ হয় না। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! বিবেক সাহায্যে আমাদিগের কর্ম্মকে জ্ঞানভক্তিসমন্বিত করুন; তাহাতে শত্রুগণ ভীত হইয়া পলায়ন করুক।') ॥ (১ম—৫৫সূ—৭ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমপাবন্ সোমস্য পাতরিন্দ্র তে ত্বদীয়ং মনো দানায়াস্মদভিমতফলপ্রদানায়াস্তু। ভবতু। হে বন্দনানাং স্তুতীনাং শ্রোতঃ। হরী ত্বদীয়াবশ্বাবর্ব্বাঞ্চাস্মদ্‌যজ্ঞাভিমুখাবাকৃধি। আভিমুখ্যেন কুরু। হে ইন্দ্র তে তব স্বভূতা যে সারথয়ঃ সন্তি তে যমিষ্ঠাসোঽতিশয়েন যন্তারঃ। অশ্বনিয়মনকুশলা ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ কেতাঃ প্রাতিকূল্যজ্ঞাতারো ভূর্ণয়ঃ স্বকীয়ায়ুধাদীনাং ভর্ত্তারঃ। যদ্বা ভীতাস্তাদৃক্ষাঃ শত্রবস্ত্বা ত্বাং নাদভ্নুবন্তি। ন হিংসন্তি॥

সোমপাবন্। আতো মনিন্নিতি বনিপ্। অসংবুদ্ধাবিতি পর্য্যুদাসাদ্দীর্ঘাভাবঃ। অর্ব্বাঞ্চা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। বন্দনশ্রুৎ। বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। ইদিত্বান্নুম্। ভাবে ল্যুট্। তেষাং শ্রোতা। শ্রু শ্রবণে। ক্বিপি তুগাগমঃ। যমিষ্ঠাসঃ। যন্তৃ শব্দাত্তুশ্ছন্দসীতীষ্ঠন্‌প্রত্যয়ঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। আজ্জসের‍সুগিত্যসুক্। সারথয়ঃ সর্ত্তের্ণিচ্চ। উ০ ৪।৯০। ইতি অথিন্‌প্রত্যয়ো ণিলোপশ্চ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। কেতাঃ। কিত জ্ঞানে। চিকেততি প্রাতিকূল্যং জানন্তীতি কেতাঃ। পচাদ্যচ্। বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা প্রতিকূলতয়া জ্ঞায়ন্ত ইতি কেতাঃ। কর্ম্মণি ঘঞ্। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দভ্নুবন্তি। দম্ভু দম্ভে। স্বাদিত্বাচ্ছ্নুঃ। তস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সোমপাবন্ অর্থাৎ সোমপানকারী ইন্দ্র! আপনার মন দানের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের অভিমত ফল প্রদানের জন্য (নিযুক্ত) হউক। হে 'বন্দনশ্রুৎ' অর্থাৎ স্তুতি-সমূহের শ্রবণকারী (বা স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্র)! আপনার হরি নামক অশ্বদ্বয়কে আমাদের যজ্ঞের অভিমুখী করুন। হে ইন্দ্র! আপনার স্বভূত যে সারথি আছে, সেই সারথিগণ অশ্বনিয়মনে অতিশয়রূপে কুশল অর্থাৎ অত্যন্ত পারদর্শী। যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু আপনার যজ্ঞকারীদিগের প্রতিকূলাচারী (শত্রুগণ) আয়ুধাদির দ্বারা, অথবা ভীত শত্রুগণ, আপনাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না।

সোমপাবন্। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি নিয়মে বনিপ্ প্রত্যয়। 'অসংবুদ্ধৌ' ইত্যাদি পর্য্যুদাস-নিয়মে দীর্ঘের অভাব হইয়াছে। অর্ব্বাঞ্চা। 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে বিভক্তির আকার আগম। বন্দনশ্রুৎ। অভিবাদন ও স্তুত্যর্থব্যঞ্জক 'বদি' (বদ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইদিত্ব-প্রযুক্ত নুম্। ভাবে ল্যুট্। তেষাং শ্রোতা। শ্রু ধাতু শ্রবণার্থজ্ঞাপক। ক্বিপ্ প্রত্যয়ে তুগাগম। যমিষ্ঠাসঃ। যন্তৃ শব্দের উত্তর 'তুশ্ছন্দসি' নিয়মে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' ইত্যাদি নিয়মে তৃ-লোপ। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। 'সর্ত্তের্ণিচ্চ' (উ০ ৪।৯০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে অথিন্ প্রত্যয় ও ণি-লোপ। নিত্ব হেতু আদিস্বর উদাত্ত। কেতাঃ। কিৎ—জ্ঞানার্থব্যঞ্জক। প্রতিকূল জানে—এই অর্থে কেতাঃ পদ নিষ্পন্ন। পচাদি-হেতু অচ্ প্রত্যয়। বৃষাদির আকৃতিগণ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। অথবা, প্রতিকূল গমন করে—এই অর্থে, কেতাঃ পদ নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্। ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। দভ্নুবন্তি। দম্ভার্থবোধক দম্ভু (দম্ভ) হইতে নিষ্পন্ন। স্বাদিত্ব-

ঙিত্বাদনিদিতামিতি নলোপঃ। সংযোগপূর্ব্বত্বেন হুশ্নুবোরিতি যণাদেশাভাবে২চি শ্নু ধাত্বিত্যাদিনোবঙাদেশঃ। ভূর্ণয়ঃ। ভৃঞ ভরণে ঘৃণিপৃশ্নিরিত্যাদাবস্মান্নিপ্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। ঋত উত্বং দীর্ঘশ্চ। যদ্বা ভৃ ভয়ে ইত্যস্মাৎকৃত্যল্যুটো বহুলমিতি কর্ত্তরি কিন্ন্যদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বং। হলি চেতি দীর্ঘঃ। ঋকারল্বাদিভ্যঃ ক্তিন্নিষ্ঠাবদ্ভবতি। পা০ ৮.২।৪৪। ইতি নিষ্ঠাবদ্ভাবান্নত্বং। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৫৫সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৬৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

—— • ——

এই মন্ত্রটী বড়ই প্রহেলিকাপূর্ণ। এখানে দুইটী অশ্বে ইন্দ্রদেবের আরোহণের প্রসঙ্গ আছে। আবার সে অশ্বের পরিচালক সারথিগণও বিদ্যমান্ রহিয়াছে। মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতে দেখি,—ইন্দ্রদেবকে যেন বলা হইতেছে,—'আপনার ঘোটক দুইটী আমাদিগের যজ্ঞের দিকে পরিচালিত করুন; আপনার সারথিরা অশ্ব-পরিচালনায় বড়ই পটু; সেই জন্যই শত্রুগণ ভীত হইয়া আপনাকে হিংসা করিতে পারে না।' এই মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে 'সোমপাবন্' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে তিনি যেন সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যপানে বিভোর—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানেও মানুষ ভিন্ন ইন্দ্রদেবকে অন্য কিছু মনে করিবার পথ ভাষ্যাদিতে রক্ষিত হয় নাই। সাধারণ মানুষ-বড়লোক যেরূপ গুণসম্পন্ন বা বলসম্পন্ন হয়, প্রচলিত অর্থে তাহারই প্রতিচ্ছায়া দেখি। বড়লোকের নিকট তাঁহার যেমন দশটা গুণের কথা বলিয়া আপনার অভীষ্ট-সাধন-পক্ষে চাটুকারগণ চেষ্টা পায়, এ মন্ত্রের ব্যাখ্যাদিতে তাহার অধিক কোনই ভাব প্রাপ্ত হই না। তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলা হইল,—'হে সোমপায়িন্ অর্থাৎ সোমরসরূপ

হেতু হুস্নুঃ। তাহার ঙিত্ব হেতু 'অনিদিতাং' নিয়মে ন-লোপ। 'সংযোগ পূর্ব্বত্বেন হুশ্নুবোঃ' ইত্যাদি নিয়মে যণাদেশ না হওয়ায়, 'অচি শ্নু ধাতু' ইত্যাদি বিধানে উবঙ্ আদেশ। ভূর্ণয়ঃ। ইত্যাদি নিয়মে ... ভরণার্থক ভৃঞ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঘৃণিপৃশ্নিঃ' ইত্যাদি নিয়মে নি-প্রত্যয়ান্ত এবং নিপাতনে সিদ্ধ। 'ঋত উত্বং' বিধি-ক্রমে দীর্ঘ। অথবা ভয়ার্থবোধক ভৃ ধাতুর উত্তর 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' ইত্যাদি নিয়মে কর্ত্তৃবাচ্য। 'কিন্ন্যদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য' ইত্যাদি বিধি ক্রমে উত্ব। 'হলি চ' সূত্রক্রমে দীর্ঘ। 'ঋকারল্বাদিভ্য ক্তিন্নিষ্ঠাবদ্ভবতি' (পা০ ৮।২।৪৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে নিষ্ঠাবদ্ভাব-হেতু নত্ব। নিত্ত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। (১ম—৫৫সূ—৭ঋ)॥

মাদকদ্রব্য পানে আনন্দময়! আমাদিগকে কিছু ধনদানের জন্য আপনার মন প্রসন্ন হউক।' তার পর বলা হইল,—'আপনার সহিসেরা বড়ই জবর; তাহাদিগের অশ্বচালনার জন্য শত্রুরা আপনার নিকটেও ঘেঁসিতে পারে না।' ইত্যাদি।

এই তো অর্থ—এই তো ভাব প্রচলিত। মন্ত্রে আছে—'হরী' পদ। তাহা হইতে দুইটী ঘোটকের সম্বন্ধ আসিয়াছে। মন্ত্রে আছে—'সারথয়ঃ' পদ। তাহা হইতে সারথিগণের সম্বন্ধ আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু ঐ দুইটী পদের, অন্ততঃ 'হরী' পদটীর, মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ অ ্য পথ পরিগ্রহণ করে। ঐ 'হরী' পদের বিষয় আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ঐ পদে জ্ঞান-ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে বুঝায়! 'সোম' শব্দে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি, তদনুসারে 'সোমপাবন্' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল' অর্থ আসে। ভগবানের সম্বোধনে সেই ভাবের পদই যথা-প্রযুক্ত হয়। 'অর্ব্বাঞ্চ' পদে 'আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে' অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। আমরা বলি, ঐ পদে 'আমাদিগের কর্ম্মাভিমুখে' অর্থ গ্রহণ করিলেই সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের যজ্ঞের দিকে আপনার অশ্ব আসুক—এ কি আর বেদ মন্ত্রের অর্থ? প্রকৃত অর্থ এই যে, জ্ঞান ও ভক্তি আসিয়া আমার কর্ম্মের সহিত মিলিত হউক। জ্ঞানভক্তিসহযুত কর্ম্মই মানুষকে পরমপদ প্রদান করে। এখানে মন্ত্রের প্রথমাংশে, 'সোমপাবন্' হইতে 'কৃধি' পর্য্যন্ত অংশে, ঐরূপ প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে—'হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল! আমার কর্ম্মের সহিত জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলন করিয়া দিউন।'

দ্বিতীয় চরণের সারথয়ঃ' পদের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রার্থে আর কোনরূপ অসঙ্গতির ভাব থাকিতে পারে না। ঐ পদে, আমরা মনে করি, বিবেকরূপী কর্ম্মপরিচালকগণকে লক্ষ্য করিতেছে। যে ভগবদ্বিভূতি বিবেক-রূপে হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাদিগের কর্ম্মপথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, 'সারথয়ঃ' পদ তাহাদিগের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ পদের যে 'যমিষ্ঠাসঃ' বিশেষণটী রহিয়াছে, তাহা হইতেই উহার স্বরূপ নির্ণীত হয়। সে সারথিরা কেমন? না—সংযম-সাধক, কর্ম্মের নিয়ন্তৃ। বিবেক মানুষকে—মানুষের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি-সমূহকে—নিয়ন্ত্রিত করে; বিবেক

মানুষের বিশৃঙ্খল কর্ম্মসমূহকে শৃঙ্খলায় আনয়ন করে। তাহার ফলে হয় কি? না—প্রতিকূলাচারী যে সব শত্রু থাকে, তাহারা ভীত হইয়া সংযত ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। 'কেতাঃ ভূর্ণয়ঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। শত্রুগণ ভীত হইলে, বিবেকের তাড়নে শত্রুগণ সংযমিত হইতে বাধ্য হইলে, তাহারা আর ভগবানের কার্য্যে, ভগবানের সৃষ্ট জীবের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-সাধনে, কোনই বাধা দিতে সমর্থ হয় না। 'ত্বা ন আদভ্নুবন্তি"—মন্ত্রের এই অংশে, ভগবানকে যে তাহারা হিংসা করিতে পারে না অর্থাৎ ভগবৎ-কার্য্যে তাহারা যে কোনরূপ বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না—এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—"মানুষ! তোমরা ভগবানের উদ্দেশে তাঁহার কর্ম্ম করিয়া যাও; সে কর্ম্মে পাপ কোনই বাধা দিতে পারিবে না।'

ইহসংসারে সতের সহিত অসতের, পাপের সহিত পুণ্যের, বিষম সংগ্রাম চলিয়াছে। তাহাই পরীক্ষা। মনুষ্য সেই পরীক্ষার পারাবারে নিমজ্জিত রহিয়াছে। দুই দিকে দুই পথ প্রসারিত! দুই দিকে দুই প্রকার যান সুসজ্জিত। মানুষ কোন্ পথে যাইবে! এক পথে পাপের সহস্র প্রলোভন তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে; অন্য পথে পুণ্যের জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ তাহার দিঙ্নির্ণয়ে সহায়তা করিতেছে। যাহার যেমন কর্ম্মানুষ্ঠান, যাহার যাদৃশী প্রার্থনা, তাহাকে সেই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষ সাধারণতঃ পাপের প্রতিই প্রলুব্ধ হয়,—মানুষের কর্ম্ম প্রধানতঃ পাপেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এখানে এই মন্ত্রে সাধক আপনার গতি-পথ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি যে কর্ম্ম করিতেছি, হয় তো সে কর্ম্ম ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত হইতে পারে। তাই প্রার্থনা করি, আমার সেই কর্ম্মের সহিত আপনার জ্ঞানভক্তির সংমিশ্রণ করিয়া দিউন, বিবেক-রূপ সারথি আসিয়া আমার হৃদয়-রথে আসন গ্রহণ করুক, এবং আমার অপকর্ম্ম-রূপ উদ্দাম অশ্বগণকে সংযত করিয়া দিউক।' এই মন্ত্রের প্রার্থনায় এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। (১ম—৫৫সূ—৭ঋ)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্রিপঞ্চাশৎ সূক্তং। দশমী ঋক্‌।)

অপ্রক্ষিতং বসু বিভর্ষি হস্তয়োরষাল্‌হং

সহস্তন্বি শ্রুতো দধে।

আবৃতাসোঽবতাসো ন কর্তৃভিস্তনূষু তে

ক্রতব ইন্দ্র ভূরয়ঃ ॥ ৮ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

অপ্রঽক্ষিতং। বসু। বিভর্ষি। হস্তয়োঃ। অষাল্‌হং।

সহঃ। তন্বি। শ্রুতঃ। দধে।

আঽবৃতাসঃ। অবতাসঃ। ন। কর্তৃঽভিঃ। তনূষু। তে।

ক্রতবঃ। ইন্দ্র। ভূরয়ঃ ॥ ৮ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণীর-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'হস্তয়োঃ' (করয়োঃ) 'অপ্রক্ষিতং' (অক্ষয়ং) 'বসু' (ধনং) 'বিভর্ষি' (স্তোতৃভ্যো দাতুং ধারয়সি); 'শ্রুতং' (প্রখ্যাতো দাতা ত্বং ভবান্ বা) 'তন্বি' (দেহে) 'অষাল্‌হং' (অজেয়ং, অশেষং) 'সহঃ' (বলং) 'দধে' (স্তোতৃভ্যো দাতুং ধারয়সি ধারয়তি বা); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্) 'কর্তৃভিঃ' (অহঙ্কারৈঃ, আত্মকর্ম্মভিঃ) 'আবৃতাসঃ' (বিমূঢ়াঃ, অভিভূতা জনাঃ) 'ন' (যথা) 'অবতাসঃ' (নিম্নগতিপ্রাপ্তঃ, তব সম্বন্ধবিচ্যুতাঃ সন্তি) তথা 'ভূরয়ঃ' (বহুবিধানি) 'ক্রতবঃ' (প্রজ্ঞাকর্ম্মাণি, সৎকর্ম্মাণি,

সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ জনা ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'তনূষু' (দেহেষু লীয়ন্তে ইতি শেষঃ, পরাগতিং লভন্তে ইতি ভাবঃ)। অয়ং তাৎপর্য্যার্থঃ—'অক্ষয়ং ধনং; তদ্ধনলাভসামর্থ্যঞ্চ ভগবদনুকম্পয়া নরো লভতে; তয়োর্দ্দানেন মনুষ্যাণাং শ্রেয়ঃসাধনায় ভগবান্ সদা মুক্তহস্তোঽস্তি; যে প্রার্থী ভবন্তি, তে শ্রেয়াংসি লভন্তে; যে অহঙ্কারবিমূঢ়াঃ তে নাশং প্রাপ্নুবন্তি।' (১ম—৫৫সূ—৮ঋ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি হস্তদ্বয়ে অক্ষয় ধন স্তোতৃগণকে দানের জন্য ধারণ করিয়া আছেন; প্রখ্যাত দাতা আপনি, আপনার দেহে অজেয় বল (অশেষ শক্তি) স্তোতৃগণকে দানের জন্য ধারণ করিয়া আছেন। হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অহঙ্কারের দ্বারা অভিভূত (অহঙ্কার-বিমূঢ়) জনগণ যেমন আপনার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত (নিম্নগতি-প্রাপ্ত) হয়, সেইরূপ বহুবিধ প্রজ্ঞাকর্ম্মসকল অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারী জনগণ আপনার দেহেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ পরাগতি লাভ করে। (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—'অক্ষয় ধন এবং সেই ধনলাভের সামর্থ্য ভগবদনুকম্পায় মানুষ প্রাপ্ত হয়। সেই দুই সামগ্রী দানের দ্বারা মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্ত ভগবান্ সর্ব্বদা মুক্তহস্ত আছেন; যাহারা তাঁহার নিকট প্রার্থী হয়, তাহারাই শ্রেয়োলাভ করে; যাহারা অহঙ্কারবিমূঢ়, তাহারা নাশপ্রাপ্ত হয়।') ॥ (১ম—৫৫সূ—৮ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বমপ্রক্ষিতং প্রক্ষয়রহিতং বসু ধনং হস্তয়োর্ব্বিভর্ষি। স্তোতৃভ্যো দাতুং ধারয়সি। তথা শ্রুতঃ প্রখ্যাতো ত্বমাত্মীয়ে শরীরেঽষাল্হং শত্রুভিরনভিভূতং মহো বলং দধে। ধারয়তি। ত্বদীয়াস্তনবঃ কর্ত্তৃভির্ব্বৃত্রাদেরসুরস্য বধং কুর্ব্বদ্ভির্ব্বলকৃতৈঃ কর্ম্মভিরাবৃতাস আবৃতাঃ। বলকৃতানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যেতস্য শরীরমাবৃত্যাবতিষ্ঠন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি ক্ষয়রহিত (অনন্ত) ধন, স্তোতৃগণকে প্রদান করিবার নিমিত্ত হস্তদ্বয়ে ধারণ করেন। সেইরূপ, প্রখ্যাত আপনি, আপনার শরীরে শত্রুগণের অনভিভূত বল ধারণ করেন। আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বৃত্রাদি অসুর-বধকারী বলকৃত কর্ম্মদ্বারা আবৃত রহিয়াছে। অর্থাৎ, বলকৃত কর্ম্ম-সমূহ ইঁহার শরীরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তদ্বিষয়ে

অবতাসো ন। অবত ইতি কূপনাম। যথা কূপা জলোদ্ধরণায় প্রবৃত্তৈঃ প্রাণিভিরাব্রিয়ন্তে তদ্বৎ। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র তে তব শরীরেষু ক্রতবঃ কর্ম্মাণি ভূরয়ো বহুনি বিদ্যন্তে॥

অপ্রক্ষিতং। ক্ষি ক্ষয় ইত্যস্মাদ্ভাবে নিষ্ঠা। অন্যদর্থ ইতি পর্য্যুদাসাদ্দীর্ঘাভাবঃ। অতএব ক্ষিয়ো দীর্ঘাদিতি নিষ্ঠানত্বাভাবঃ। প্রকৃষ্টং ক্ষিতং যস্য তৎপ্রক্ষিতং ন প্রক্ষিতমপ্রক্ষিতং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বিভর্ষি। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। লটি সিপি শপঃ শ্লুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। অষালহং। ষহ অভিভব ইত্যস্মান্নিষ্ঠায়াং তকারাদৌ প্রত্যয়ে তীষসহ। পা০ ৭।২ ৪৮। ইতীটো বিকল্পিতত্বাৎ যস্য বিভাষেতীট্প্রতিষেধঃ। ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢলোপেষু সহিবহীরোদবর্ণস্যেত্যোত্বে প্রাপ্তে সাঢ্যৈ সাঢ়্বা সাঢেতি নিগমে। পা০ ৬।৩।১১৩। ইতি নিপাতনাদাত্বং। যদুক্তং সাঢেতি তৃজন্তমেতদিতি তদুপলক্ষণার্থং দ্রষ্টব্যং। তস্থি। অসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি অচ ঘেঃ। পা০ ৭।৩।১১৯। ইত্যত্ত্বীত্বয়োরভাবে যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি বিভক্তে স্বরিতত্বং। উদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাদিত্যুদাত্তত্বং তু ছান্দসত্বান্ন প্রবর্ত্ততে॥ (১ম—৫৫সূ—৮ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে বিংশো বর্গ॥ ১।৪।২০॥

* * *

দৃষ্টান্ত। 'অবতাসো ন' ইত্যাদি। 'অবতঃ' পদ কূপনামবাচী। যেরূপ কূপ, জল উত্তোলনে প্রবৃত্ত প্রাণিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, তদ্রূপ। যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু হে ইন্দ্রদেব! আপনার শরীরে 'ভূরয়ঃ ক্রতবঃ' অর্থাৎ কর্ম্মসমুদায় বহুল পরিমাণে বিদ্যমান্ রহিয়াছে।

অপ্রক্ষিতং। ক্ষয়ার্থক ক্ষি ধাতুর উত্তর ভাবে নিষ্ঠা প্রত্যয়। 'অন্যদর্থঃ' ইত্যাদি নিয়মে পর্য্যুদাস-হেতু দীর্ঘাভাব। অতএব 'ক্ষিয়ো দীর্ঘাৎ' ইত্যাদি নিয়মে নিষ্ঠার নত্বাভাব। প্রকৃষ্টরূপ ক্ষিত যাহার, সেই প্রক্ষিত। প্রক্ষিত নয়—এই অর্থে অপ্রক্ষিতং পদ। ইহার অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। বিভর্ষি। ধারণ ও পোষণার্থ-বাচী 'ডুভৃঞ্' (ভৃঞ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লটি সিপি শপঃ শ্লুঃ' নিয়মে শপের স্থানে শ্লুঃ। 'ভৃঞামিৎ' পদে বিধানে অভ্যাসের এত্ব। অষালহং। অভিভবার্থক ষহ্ ধাতুর নিষ্ঠা প্রত্যয়। 'তকারাদৌ প্রত্যয়ে'—এই হেতু 'তীষসহ' (পা০ ৭।২ ৪৮) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে ইটের বিকল্পতা-প্রযুক্ত 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি নিয়মে ইট প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ঢত্বধত্বষ্টুত্বঢলোপেষু সহিবহীরোদবর্ণস্যেত্যোত্বে প্রাপ্তে'--এই হেতু 'সাঢৌ সাঢ়্বা সাঢেতি নিগমে' (পা ৬.৩।১১৭) —এই পাণিনীয় সূত্রক্রমে নিপাতনে আত্ব। 'যদুক্তং সাঢেতি তৃজন্তমেতৎ' এই নিয়মে তাহার উপলক্ষণার্থ দ্রষ্টব্য। তস্থি। 'অসাদিষু ছন্দসি বা বচনমিতি'—এই হেতু 'অচ ঘেঃ' (পা০ ৭.৩ ১১৯)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে আত্বের ও এর অভাবে যণাদেশ। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির স্বরিতস্বর হইয়াছে। 'উদাত্তযণো হল্‌পূর্ব্বাৎ' ইত্যাদি নিয়মে উদাত্তত্ব প্রাপ্তি হইলেও ছান্দস-প্রযুক্ত তাহা হয় নাই (১ম—৫৫সূ—৮ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে বিংশতি বর্গ সমাপ্ত॥ ১ ৪.২০॥

* * *

অষ্টম (৬৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ-বিষয়ে কোনই মত-বিরোধের কারণ নাই। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ ঐ অংশের যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, আমরাও সেই অর্থ ই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সাধকের জন্য, প্রার্থিগণের জন্য, ভগবান্ কিছুরই অভাব রাখেন নাই। তুমি ধন চাও! কি ধন চাহিবে? তোমার যে ধন প্রয়োজন, তিনি সেই ধনই তোমায় প্রদান করিবেন। যাহার যেমন প্রয়োজন, সকলের জন্য তিনি সকল প্রকার ধনই বিতরণ করিতেছেন। প্রার্থীগণের জন্য তিনি তাঁহার ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বিতরণের জন্য তিনি অক্ষয় ধন হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট কোনও ধনের প্রার্থী হইয়া কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। সংসারী!—কেবল ধন পাইলে তো তোমার চলিবে না! সে ধন রক্ষার এবং সে ধন উপভোগের সামর্থ্যও তো আবশ্যক! তাই তুমি শক্তি চাও? দেখ—তিনি তোমার জন্য তাহাও ধারণ করিয়া আছেন। অজেয় অশেষ শক্তি তাঁহাতে বিদ্যমান্। তুমি যখনই চাহিবে, তিনি তাহা প্রদান করিবার জন্য সদাই প্রস্তুত রহিয়াছেন। মন্ত্রের প্রথম চরণ, ভগবানের সেই অপার মহিমার বিষয়ই প্রকাশ করিতেছে। দেখ দেখি—একবার প্রার্থী হইয়া দেখ দেখি!—তিনি কত ধন কত শক্তি তোমায় এখনই প্রদান করিবেন!

তাঁহার নিকট প্রার্থী হওয়া,—সে কেমন কর্ম্ম, তা কি জান? বলিয়াছি—তাঁহার নিকট প্রার্থী হইতে হইবে। কিন্তু কেবল "দেহি দেহি" রবে সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় না; মুখে কেবল "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" বলিলেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয় না। তাঁহার নিকট প্রার্থী হইতে হইলে, তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে হইলে, কেবল চাওয়া ছাড়া, আরও একটু কিছু করা আবশ্যক হইবে। মনে-প্রাণে একটু সৎ হইতে পারিবে কি? হৃদয়কে একটু সত্ত্বভাবে পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে কি? প্রার্থনা করে যে,

অনেকেই! চোরও প্রার্থনা করে—চৌর-কার্য্যে সাফল্যের জন্য। দস্যুও প্রার্থনা করে—দস্যুতায় সিদ্ধিকামনায়। নরহন্তা, প্রবঞ্চক—তারাও দায়ে পড়িয়া অনেক সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু সে প্রার্থনা—প্রার্থনা নহে। প্রার্থনায়—সৎ হইতে হইবে, হৃদয়কে সত্ত্বভাবে পূর্ণ করিতে হইবে, সৎকর্ম্মের দ্বারা সৎস্বরূপ তাঁহার সান্নিধ্য-লাভ করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার প্রার্থনা; ইহাই তাঁহার স্তোত্র-মন্ত্র-উচ্চারণা। এইরূপ প্রার্থনা এবং এইরূপ স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারাই তাঁহার নিকট হইতে পরম-ধন ও অশেষ-শক্তি লাভ করা যায়। মন্ত্রের প্রথম চরণে ইঙ্গিতে সেই ভাবই রহিয়াছে; দ্বিতীয় চরণে তাহাই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে।

ভগবানের প্রার্থনা-রূপ কর্ম্ম সকলে সমভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যাহারা অহঙ্কার-বিমূঢ়, যাহারা অহঙ্কারে আত্মহারা, তাহারা কখনই ভগবানের কর্ম্ম করিতে পারে না,—তাহারা কখনই প্রার্থী হইয়া ভগবানের দুয়ারে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় না; পরন্তু তাহাদিগের আত্মকর্ম্মই তাহাদিগের অধঃপাতের পথে নিক্ষেপ করে। কিন্তু যাহারা ভগবৎ-কর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা সৎকর্ম্মে উৎসৃষ্ট-প্রাণ, ভগবান্ আপনিই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লন;—তাঁহারা স্বতঃই ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হন। মন্ত্রের শেষ চরণে, আমরা মনে করি, এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিরূপে এই ভাব প্রকাশ পাইল, আর কেনই বা প্রচলিত ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি ঘটিল, অতঃপর তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। সে সম্পর্কে প্রথমে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটু নমুনা প্রকাশ করিতেছি। সে অর্থ,—

> "বলকৃত কর্ম্মসমূহ আপনার শরীরকে আবরণ করিয়া স্থিতি করিতেছে, যেমন কূপ হইতে জলোত্তোলনকর্ত্তৃ পুরুষগণ দ্বারা সেই কূপ আবৃত হয়। অতএব হে ইন্দ্র, আপনার শরীরে অনেক কর্ম্ম বিদ্যমান্ রহিয়াছে।"

এই যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, ইহা হইতে কি কোনও ভাব পাওয়া যায়? উপমাই যে কি প্রকার, তাহাও বুঝা যায় না। এই প্রকার অর্থের প্রধান কারণ—"অবতাসঃ" শব্দ। 'অবতাসঃ' পদে 'কূপ' অর্থ

গৃহীত হইয়া থাকে; আর 'আবৃতাসঃ' পদে, তাহাকে যাহারা আবৃত করিয়া বা বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে। এই কল্পনার বশবর্ত্তী হওয়াতেই ঐরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া, কূপোদক-জীবী কোনও পশ্চিম-প্রদেশের ব্যাখ্যাকার এই ব্যাখ্যার মূলীভূত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। যে অঞ্চলে কূপের জল ভিন্ন আর জল নাই, সেখানে একটী কূপকে বেষ্টন করিয়া বহু লোক জল উত্তোলন করিতে যায়। সেই ভাবটা মনে পড়ায়, খুব সম্ভব, ব্যাখ্যায় ভঙ্গী ঐ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এইরূপ ব্যাখ্যায় অর্থ-সঙ্গতি হয় না। সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যা পরিহার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম।

এখন, আমরা যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছি, সে ব্যাখ্যার সঙ্গতি-পক্ষে তাহারই বা যৌক্তিকতা কি—দেখা যাউক। আমরা বলি, "অবতাসঃ" পদে 'অবতরণের—নিম্নাভিমুখী হওনের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের অবতার গ্রহণের মর্ত্ত্যভূমে অবতরণের' ভাব যে ধাতু-উৎপন্ন যে শব্দে প্রাপ্ত হই, এখানেও তৎপ্রতি লক্ষ্য আসে। এই "আবৃতাসঃ" পদে 'জ্ঞানের আবরকতার অর্থাৎ অজ্ঞানতা-কৃত কর্ম্মের' ভাব প্রাপ্ত হই। "কর্ত্তৃভিঃ" পদে আত্মকর্ত্তৃত্ব বা অহঙ্কার প্রকাশ পায়। তদনুসারে "কর্ত্তৃভিঃ আবৃতাসঃ" পদদ্বয়ে 'অহঙ্কারের দ্বারা আবৃত" বা 'অহঙ্কার-বিমূঢ়' অবস্থাকেই লক্ষ্য করে। অহঙ্কারই পতনের মূল,—অহঙ্কার-বিমূঢ় জনই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। "কর্ত্তৃভিঃ আবৃতাসঃ অবতাসঃ"—এই অংশে ঐ ভাবই আসিয়া থাকে। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" মন্ত্রের "কর্ত্তৃভিঃ" পদে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। "আবৃতাসঃ অবতাসঃ" পদদ্বয়ে, তাহারাই যে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়, সুতরাং ধ্বংস-প্রাপ্ত, আর তাহাদিগেরই যে অধোগতি হয়,—"সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ"—এই ভাবই প্রখ্যাত রহিয়াছে।

এক দিকে যেমন এই অধোগতির বা পতনের বিষয় বিবৃত হইল, অন্য দিকে তেমনই আবার শ্রেষ্ঠগতির বা মুক্তির বিষয়ও প্রখ্যাত হইতেছে। শ্রেষ্ঠ-গতি বা মুক্তি বলিতেই ভগবানে সম্মিলিত হওনের অবস্থা বুঝা যায়। তাই "তনূষু" পদের সার্থকতা। "তনূষু" অর্থাৎ

ভগবানের দেহে মানুষ লীন হইতে পারে—সে কখন? "ভূরয়ঃ ক্রতবঃ" অর্থাৎ বহুবিধ সৎকর্ম্ম মানুষ যখন সাধন করিতে সমর্থ হয়! 'ক্রতবঃ' পদে প্রজ্ঞাকর্ম্মাদিকে বুঝায়। যাহা, জ্ঞানের কাজ, তাহাই সৎকর্ম্ম। প্রজ্ঞার দ্বারা সাধিত কর্ম্মসমূহই 'ক্রতবঃ' পদে বুঝাইয়া থাকে। প্রজ্ঞার দ্বারা সাধিত হয়—সে কোন্ কর্ম্ম? সেই কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম—সেই কর্ম্মই ভগবদুদ্দেশে বিহিত কর্ম্ম—সেই কর্ম্মই গীতোক্ত সেই নিষ্কাম কর্ম্ম। এখানে এই 'ক্রতবঃ' পদে সেই ভাবই প্রকাশমান্। তবেই "বহবঃ ক্রতবঃ" পদদ্বয়ে বহুবিধ সৎকর্ম্মকারী সাধকগণকে লক্ষ্য করিতেছে। সৎকর্ম্মকারী প্রজ্ঞাসম্পন্ন সাধকগণ যে ভগবানে আত্মলীন করিতে সমর্থ হন, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ফলতঃ, মন্ত্রাংশে এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে যে—'অপকর্ম্মকারীরা নীরয়কূপে নিমগ্ন হয়, আর সৎকর্ম্মকারী প্রাজ্ঞগণ মুক্তি লাভ করেন।' ইহাই এই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। (১ম—৫৫সূ—৮ঋ)॥

—— • ——

ষট্‌পঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

এষ প্র পূর্ব্বীরিতি ষড়্‌চং ষষ্ঠং সূক্তং সব্যস্যার্ষমৈন্দ্রং জাগতমিত্যুক্তং। অনুক্রান্তং চ। এষ প্র ষড়িতি॥ বিষুবতি নিষ্কেবল্য এতৎসূক্তং শংসনীয়ং। বিষুবান্দিবা কীর্ত্যা ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। এষ প্র পূর্ব্বীরব ঋামদঃ প্র মংহিষ্ঠায়। আ০ ৮।৬। ইতি॥

* * *

ষট্‌পঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'এষ প্র পূর্ব্বীঃ' ইত্যাদি ছয়টী ঋক-বিশিষ্ট এই সূক্তের ঋষি—সব্য, দেবতা—ইন্দ্র এবং ছন্দ—জগতী বলিয়া অভিহিত হয়। এতদ্বিষয়ে অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—এষ প্র ষড়িতি।" বিষুবৎ ক্রতুর নিষ্কেবল্য-শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। 'বিষুবান্দিবা কীর্ত্যা' ইত্যাদি খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে; যথা—'এষ প্র পূর্ব্বীরব ঋামদঃ প্র মংহিষ্ঠায়' (আ০ ৮।৬) ইত্যাদি। তাহারই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। ষট্পঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। একবিংশো বর্গঃ।

ষট্পঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটীও ঐন্দ্রসূক্ত। ঋষি ও ছন্দ প্রভৃতি পূর্ব্ব সূক্তের অনুরূপ। সোমপানে ঐকান্তিকী আনুরক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রদেবের যথাপূর্ব্ব গুণ-বিশেষণের উল্লেখ এই সূক্তেও দেখিতে পাওয়া যায়; অধিকন্তু এই সূক্তে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুসন্ধানের উপযোগী কয়েকটী বিষয় নূতন প্রাপ্ত হই।

ধনাভিলাষী বণিকগণ সমুদ্র-পথে গতিবিধি করিতেন, এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে তাহার প্রমাণ হইতে পারি। এইরূপ তৃতীয় ঋকে লৌহবর্ম্ম-ব্যবহারের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শত্রুকে যে লৌহ-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া কারাগারে রক্ষা করা হইত, ঐ তৃতীয় ঋকে তাহারও প্রমাণ প্রদর্শিত হয়। দুর্গের এবং যুদ্ধাস্ত্র-প্রয়োগের বিষয় বিভিন্ন ঋকেই প্রাপ্ত হই।

বণিকগণের সমুদ্র-পথে গতাগতির বিষয় এবং দূর সমুদ্রে পোত-পরিচালনা প্রভৃতি বর্ণনা—উপমাচ্ছলে বেদের আরও নানা স্থানে আমরা দেখিতে পাই। অধুনা এ সকল বিষয় লইয়া বড়ই গবেষণা চলিয়াছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে তাহারও দুই একটী উল্লেখ করিতেছি। এই প্রথম মণ্ডলেরই ৯৭ম সূক্তের অষ্টম ঋকে এবং ১১৬ম সূক্তের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম ঋকে সমুদ্র-পথে গতিবিধির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর, চতুর্থ মণ্ডলের ৫৫ম সূক্তের তৃতীয় ঋকেও সমুদ্রযাত্রী বণিকগণের বিষয় উল্লেখ আছে। এইরূপ বেদের আরও বিভিন্ন স্থানের মন্ত্র হইতে সমুদ্র-পথে গতিবিধির ও যানাদি পরিচালনের প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। লৌহবর্ম্ম ব্যবহার-বিষয়ক উল্লেখ, ১১০ম সূক্তের পঞ্চম ঋকে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হইতে পারি। দুর্গ, নগর ও পুর সম্বন্ধে পূর্ব্বেও নানা স্থানে উল্লেখ পাইয়াছি; পরেও নানা স্থানে উল্লেখ দেখিব।

বেদ এমনই সামগ্রী যে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সকল তত্ত্বই বীজরূপে ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। পারলৌকিক তত্ত্বের সন্ধান লইতে চাও; বেদে

তোমায় সে সন্ধান প্রদান করিবে। আবার ইহলোকেরও যে কোনও বিষয় জানিতে চাও, বেদের মধ্যে তাহাও প্রাপ্ত হইবে। যে দৃষ্টিতে যে ভাবে দর্শন করিবে, বেদ সেই সামগ্রীই তোমায় প্রদান করিবে। ইহাই বেদের অলৌকিকত্ব।

— — • — —

প্রথমমণ্ডলস্য দশমেঽনুবাকে ষট্পঞ্চাশৎ-সূক্তং। সব্য ঋষিঃ। জগতীচ্ছন্দঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। বিষুবতি নিষ্কেবল্যে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্পঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

এষ প্র পূর্ব্বীরব তস্য চম্রিষোঽত্যো ন
যোষামুদয়ংস্ত ভুর্ব্বণিঃ।
দক্ষং মহে পায়য়তে হিরণ্যয়ং রথমাবৃত্যা
হরিযোগমৃভ্বসং ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণ।

এষঃ। প্র। পূর্ব্বীঃ। অব। তস্য। চম্রিষঃ। ন। অত্যঃ।
যোষাং। উৎ। অয়ংস্ত। ভুর্ব্বণিঃ।
দক্ষং। মহে। পায়য়তে। হিরণ্যয়ং। রথং। আঽবৃত্য।
হরিঽযোগং। ঋভ্বসং ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অত্যঃ' (অক্রষঃ, জ্যোতিষঃ আধারঃ, সূর্য্যঃ) 'ন' (যথা) 'যোষাং' (সহচারিণীং রশ্মিরেখাং) উষসঃ বিস্তারয়তি তদ্বৎ, 'ভূর্ব্বণিঃ' (সর্ব্বত্রগঃ) 'এষ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'তস্য' (উপাসনাপরায়ণস্য জনস্য) 'চম্রিষঃ' (চমষেষু, ক্ষুদ্রহৃদয়েষু) 'ইষঃ' (তদীয়াভীষ্টপূরণং) 'অব' (রক্ষণং, রক্ষোপায়ঞ্চ) 'পূর্ব্বীঃ' (পূর্ণরূপেণ) 'প্র উদয়ংস্ত' (প্রকর্ষেণ উন্মেষয়তি); ভগবদুপাসনাপ্রভাবেন অতিক্ষুদ্রো নরোঽপি মহতীং শক্তিং লভত ইতি ভাবঃ; 'হিরণ্যয়ং' (হিরণ্যবৎ আকর্ষকং, সত্ত্বজ্যোতিঃসম্পন্নং) 'হরিযোগং' (জ্ঞানভক্তিসমন্বিতং) 'ঋভ্বসং' (বহুসৎকর্ম্মণা উদ্ভাসিতং) 'দক্ষং' (কর্ম্মকুশলং) 'রথং' (হৃদয়ং, কর্ম্ম বা) 'আবৃত্য' (স্বকীয়েন ঐশ্বর্য্যেণ আচ্ছাদ্য) স ভগবান্ তত্র 'মহে' (মহতে সত্ত্বভাবে) 'পায়য়তে' (পরিমগ্নো ভবতীতি ভাবঃ); তাৎপর্য্যোঽয়ং—'সত্ত্বসম্পন্নে অতি ক্ষুদ্রে হৃদয়েঽপি স্বকীয়েন মহত্ত্বেন স ভগবান্ সদৈব বিরাজতি।' (১ম—৫৬সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির আধার সূর্য্য যেমন উষাকালে সহচারিণী রশ্মিরেখা বিস্তার করেন, সেইরূপ এই ভগবান্ (ইন্দ্রদেব) সেই উপাসনাপরায়ণ জনের ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাহাদিগের অভীষ্টপূরণ ও রক্ষার উপায় পূর্ণরূপে প্রকৃষ্টভাবে উন্মেষণ করিয়া দেন; (ভাব এই যে,—ভগবানের উপাসনা-প্রভাবে অতিক্ষুদ্র মানুষও মহতী শক্তি প্রাপ্ত হয়); সত্ত্বজ্যোতিঃ-সম্পন্ন, জ্ঞানভক্তিসমন্বিত, বহু সৎকর্ম্মের দ্বারা উদ্ভাসিত, কর্ম্মকুশল হৃদয়কে, আপনার ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আবৃত করিয়া, সেই ভগবান্ সেখানে মহান্ সত্ত্বভাবে পরিমগ্ন থাকেন, (তাৎপর্য্য এই যে,—সত্ত্বসম্পন্ন অতিক্ষুদ্র হৃদয়েও ভগবান্ আপন মহত্ত্ব বিস্তার করিয়া চিরবিরাজমান্ রহিয়াছেন।)॥ (১ম—৫৬সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভুর্ব্বণিরত্তৈষ ইন্দ্রস্তস্য যজমানস্য পূর্ব্বীঃ প্রভূতাশ্চম্রিষশ্চমূষু চমসেষবস্থিতাঃ সোমলক্ষণা ইষঃ প্রাবোদয়ংস্ত। প্রকর্ষেণ পানার্থমুদ্ধরতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অত্যো ন যোষাং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতভোজী ইন্দ্র সেই যজমানের প্রভূত চমস নামক পাত্রে অবস্থিত সোমলক্ষণ অন্নকে প্রকৃষ্টরূপে পান করিবার জন্য উদ্ধার করেন (প্রধাবিত হন)। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা—

যথাশ্বো বড়বাং ক্রীড়ার্থমুপগচ্ছতি। স চেন্দ্রো হিরণ্যয়ং সুবর্ণময়ং হরিযোগং হরিভ্যাং যুক্তমৃভ্বসমুরু ভাসমানং রথমাবৃত্যাবস্থাপ্য মহে মহতে বৃত্রবধাদিরূপায় কর্ম্মণে দক্ষং প্রবৃদ্ধমাত্মানং সোমং পায়য়তে। পানং কারয়তি॥

পূর্ব্বীঃ। পৄ পালনপূরণয়োঃ। পৃভিদিব্যধীত্যাদিনা কুপ্রত্যয়ঃ। উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বং। পুরুশব্দাদ্বোতো গুণবচনাদিতি ঙীষ্। যণাদেশঃ হলি চেতি দীর্ঘত্বং। প্রত্যয়স্বরঃ। চম্রিষঃ। চমু অদনে ইত্যস্মাৎ কৃষিচমিতনিধনীত্যাদিনোপ্রত্যয়ান্তশ্চমূশব্দঃ। তস্যাং বর্ত্তমানা ইষশ্চম্বিষঃ। বকারস্য রেফশ্ছান্দসঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অয়ংস্ত। ছান্দসে বর্ত্তমানে লুঙি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। একাচ ইতীট্প্রতিষেধঃ। ভুর্ব্বণিঃ। ভুর্ব্বতিরত্তি-কর্ম্মেতি যাস্কঃ। ধাতুপাঠে তু ভর্ব্ব হিংসায়ামিতি পঠ্যতে। অস্মাদৌণাদিকোঽনিপ্রত্যয়ঃ। অকারস্যোকারশ্ছান্দসঃ। পায়য়তে। পা পানে। শাচ্ছাসাহ্বাব্যাবেপাং যুগিতি হেতুমতি ণিচি যুগাগমঃ। ণিচশ্চেত্যাত্মনেপদং। হিরণ্যয়ং। ঋত্ব্যবাস্ত্যেত্যাদিনা হিরণ্যশব্দাদুত্তরস্য ময়টো মশব্দলোপো নিপাত্যতে হরিযোগং। হর্য্যোর্যোগো যোজনং যস্মিন্ হরিশব্দ ইন্প্রত্যয়ান্ত আদ্যুদাত্তঃ। স এব বহুব্রীহিস্বরেণ শিষ্যতে ঋভ্বসং। উরুভাসমিত্যস্য পৃষোদরাদিত্বাদৃভ্বসাদেশঃ॥ (১ম—৫৬সূ—) ॥

'অত্যো ন যোষাং'। যেরূপ অশ্ব ক্রীড়ার জন্য বড়বার প্রতি প্রধাবিত হয়, সেইরূপ। এই ইন্দ্র সুবর্ণময় হরিনামক অশ্বযুক্ত এবং বহু ভাসমান রথকে অবস্থাপিত করিয়া অর্থাৎ থামাইয়া, বৃত্রবধাদি-রূপ মহৎ কার্য্যে পারদর্শী আপনাকে সোমপান করাইতেছেন (অর্থাৎ রথ থামাইয়া সোমপান করিতেছেন)।

পূর্ব্বীঃ। পালন ও পূরণ র্থক পৄ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পৃভিদিব্যধি' ইত্যাদি নিয়মে কু-প্রত্যয়। 'উদোষ্ঠ্য পূর্ব্বস্য' বিধিক্রমে উত্ব। 'পুরুশব্দাদ্বোতো গুণবচনাৎ'—এই নিয়মে ঙীষ্ ও যণাদেশ। 'হলি চ' সূত্রানুসারে দীর্ঘ। প্রত্যয়স্বর। চম্রিষঃ। অদন অর্থাৎ ভক্ষণার্থক চমু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃষিচমিতনিধনি' ইত্যাদি নিয়মে তদুত্তর উ-প্রত্যয়ে চমু-শব্দ সিদ্ধ। তাহাতে বর্ত্তমান ইষঃ—এই বাক্যে চম্বিষঃ পদ হইয়াছে। ছান্দস-প্রযুক্ত বকার স্থানে রেফ (র) আদেশ। কৃৎ-হেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অয়ংস্ত। ছান্দস-প্রযুক্ত বর্ত্তমানকালে লুঙ বিভক্তিতে ব্যত্যয়ে আত্মনেপদ হইয়াছে। 'একা চ' ইত্যাদি নিয়মে ইট প্রতিশেধ। ভুর্ব্বণিঃ। যাস্কের মতে ভুর্ব্বতি পদে অত্তিকর্ম্ম বুঝায়। ধাতু-পাঠে ভর্ব্ব পদ হিংসাদিগণ-মধ্যে পঠিত হয়। তদুত্তর ঔণাদিক ইনি (ইন্) প্রত্যয়। ছান্দস প্রযুক্ত অকার স্থানে ওকার হইয়াছে। পায়য়তে। পানার্থক পা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শাচ্ছাসাহ্বাব্যাবেপাং যুক্' এই হেতু-প্রযুক্ত ণিচে যুক্ আগম হইয়াছে। 'ণিচশ্চ' ইত্যাদি নিয়মে আত্মনেপদ। হিরণ্যয়ং। 'ঋত্ব্যবাস্ত্য' ইত্যাদি নিয়মে 'হিরণ্য' শব্দের উত্তর ময়ট প্রত্যয়ের ম-লোপে নিপাতনে সিদ্ধ। হরিযোগং। হরিদ্বয়ের যোগ যাহাতে হয় অর্থাৎ অশ্বদ্বয় যোজিত হয়, তাহাই হরিযোগ। হরি শব্দ ইন্ প্রত্যয়ান্ত এবং আদ্যুদাত্ত। বহুব্রীহিস্বরে তাহাই শিষ্ট হয়। ঋভ্বসং। 'উরুভাস' শব্দের উত্তর পৃষোদরাদিত্ব-হেতু ঋভ্বস আদেশ হইয়াছে। (১ম ৫৬সূ—১ঋ)।

প্রথম (৬৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

ঋক্‌টি বড়ই সমস্যা-সঙ্কট-সমাকুল। সুতরাং এই ঋকের অর্থোদ্ধারে বিষম উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে।

ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যা-সমূহে দেখিতে পাই,—এই ঋকে অশ্বের ও অশ্বীর ক্রীড়া-প্রসঙ্গ আছে; চমস-পাত্রে অবস্থিত সোমরস পানে, অশ্বীর নিকট অশ্বের গমনের ন্যায়, দেবতার প্রবল আকর্ষণ রহিয়াছে; আর দুইটী ঘোটকে চালিত সোণার রথে চলিতে চলিতে, পথে ক্ষণকাল থামিয়া, দেবতা সোমরস পান করিয়া যাইতেছেন।

ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে। আর দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই মন্ত্রে কি অর্থ পাওয়া যায় এবং কি অর্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহা বোধগম্য হইবে। প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ এই; যথা,—

> (১) "ঘোটক যেমন ঘোটকীর নিকট ক্রীড়ার্থ গমন করে, সোমপাতা ইন্দ্র সেইরূপ যজমানের চমসস্থিত সমুদায় সোম পানার্থ গ্রহণ করেন। সেই ইন্দ্র অশ্বদ্বয়যুক্ত প্রভূতদীপ্তিবিশিষ্ট সুবর্ণময় রথ রক্ষা করিয়া মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থে প্রবৃদ্ধ আপনাকে সোমপান করান।"

> (২) "অশ্ব যেরূপ অশ্বীর দিকে (বেগে ধাবমান হয়) সেইরূপ প্রভূতাহারী ইন্দ্র সেই যজমানের প্রভূত পাত্রস্থিত (সোমরূপ) খাদ্যের দিকে ধাবমান হইয়াছেন। তিনি সুবর্ণময় অশ্বযুক্ত ও রথিযুক্ত রথ থামাইয়া পান করিতেছেন, তিনি মহৎ কার্য্যে সুদক্ষ।"

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাষণে প্রথম সমস্যা বাধিয়াছে—"অত্যঃ ন যোষাং" বাক্যাংশ লইয়া। নিরুক্তে অশ্বনামসমূহের মধ্যে 'অত্যঃ' পদ লিখিত আছে। তাই 'যোষাং' পদেও অশ্বী অর্থ আসিয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ 'অত্যঃ' পদের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলাম। ঐ পদ আবার (ঐ নিরুক্তেই) 'অরুষ' পদের সহিত পঠিত হইয়াছে দেখিতে পাই। 'অরুষ' (অরুস) পদে সূর্য্য (উষাকালীন সূর্য্যকে) বুঝায়। আমরা সেই অর্থই এখানে সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেও (১ম—৫২সূ—১ঋ) আমরা একটী 'অত্যং' পদ পাইয়াছি। সেখানে গত্যর্থমূলক 'অৎ'

ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া 'ক্ষিপ্রগতিশীলং' বা 'অতিত্বরয়া ভগবৎসম্বন্ধপ্রাপকং' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। সেই ধাত্বর্থানুসারেও, সেই দৃষ্টিতে আলোকের ক্ষিপ্রগতিত্ব-অনুসারেও, 'অত্যঃ' পদে আলোকাধার সূর্য্য অর্থ আসে। তার পর নিরুক্তেই দেখি—"যোষা যৌতেঃ" এইরূপ উক্তি আছে। 'যোষা' শব্দের সাধারণ অর্থ তাই স্ত্রী। আমরা এখানে তাই ভাব গ্রহণ করিতেছি,—যাহা সংযুক্ত বা মিলিত থাকে, তাহাই যোষা। সহধর্ম্মিণী সহচারিণী স্ত্রী, স্বামীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকেন, তাই 'যোষা' শব্দে স্ত্রীকে বুঝায়। সেই দৃষ্টিতেই, অরুষার্থক 'অত্যঃ' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ-রক্ষার পক্ষে, এখানে 'যোষাং' পদের প্রতিবাক্যে আমরা "সহচারিণীং রশ্মিরেখাং" পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। জ্যোতিরাধার সূর্য্যের সহিত বা আলোকের সহিত রশ্মির চির-সম্বন্ধ; রশ্মি কখনও আলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না; রশ্মিরেখার ন্যায় সূর্য্যের সহচারিণী আর দ্বিতীয় নাই। কায়ার সহিত ছায়ার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধও সময় সময় বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; কেন-না, সম্পূর্ণরূপ অন্ধকারে ছায়া লোপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আলোকের ও রশ্মির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; আলোক যেখানে, রশ্মিকে সেখানে থাকিতেই হইবে। আলোকাধার, আপন রশ্মিকে বিকীর্ণ করিয়াই আত্মাধিষ্ঠানের নিদর্শন রক্ষা করেন। এখানে উপমায় সেই সুষ্ঠুভাবই প্রকাশমান্। সাধকের উপাসকের অভীষ্টপূরণেই ভগবানের রশ্মিরেখা প্রকাশ পায়। তিনি যে উদয় হইয়াছেন, তিনি যে বিদ্যমান আছেন, তিনি যে জ্যোতীরেখা বিচ্ছুরণ করিতেছেন; সে নিদর্শন কিরূপে দেখিব—কোথায় পাইব? এখানে সেই সংশয় দূর হইয়াছে; এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর পাইতেছি; এখানে, সাধকের হৃদয়ে, তাঁহার রক্ষার বা ইষ্টসাধনের উপায় পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, ভগবান্ আত্মপ্রকাশ হইয়াছেন। "প্র উদয়ংস্ত" পদে, উদয় করার বা উন্মেষ করার ভাবই প্রাপ্ত হই। পানের নিমিত্ত সোমপাত্র উত্তোলন অর্থ বরং কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। 'চম্রিষঃ' (চমসেষু) পদে যে ক্ষুদ্র হৃদয়কে বুঝায়, তাহা পূর্ব্বে (১ম—৫৪সূ—৯ঋ) প্রকাশ করিয়াছি। 'ইষঃ' পদে ও 'অব' পদে পূর্ব্বাপর যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহারই সঙ্গতি দেখি। যাহা হউক, এই

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়, মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে,—'রশ্মির সহিত যেমন আলোকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, উপাসকগণের সত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ের সহিতও ভগবানের সেইরূপ সম্বন্ধ; তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ থাকিলেও, 'ভূর্ব্বণিঃ' হইলেও, সেই উপাসকগণের বা সাধকগণের হৃদয়েই বিশেষ ভাবে উদয় হয়েন এবং তাঁহাদিগের অভীষ্ট-পূরণ করিয়া থাকেন।'

এ পক্ষে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশকে প্রোক্ত প্রথম অংশেরই বিশ্লেষণ বলিয়া মনে করিতে পারি। উপাসকগণের হৃদয়ে যখন 'ইষঃ' (তাঁহাদিগের অভীষ্টপূরণের উপাদান) এবং 'অব' (তাঁহাদিগের রক্ষার উপায়) সঞ্জাত হয়, তখন সে হৃদয় কি ভাব কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এখানে তাহারই পরিচয় দেদীপ্যমান্। তখন, সেই হৃদয়-রূপ রথে আসিয়া ভগবান্ অধিষ্ঠিত হন। তখন, সে হৃদয় সত্ত্বজ্যোতিঃ-সম্পন্ন (হিরণ্যয়ং) হয়। তখন, সে হৃদয় জ্ঞানভক্তিসমন্বিত (হরি-যোগং), বহুবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা উদ্ভাসিত (ঋভ্বসং) এবং কর্ম্মকুশল (দক্ষং) হইয়া থাকে। সেখানে, সেই হৃদয়েই, সেই সত্ত্ব-সমুদ্রের মধ্যেই, ভগবান্ পরিমগ্ন রহেন। "পায়য়তে" এই ক্রিয়াপদে 'গ্রাসিত' (গ্রস্ত) হওয়া অর্থ আসে। তাহা হইতেই পরিমগ্ন হওয়ার ভাব পাই। ফলতঃ, এ মন্ত্রে কোথাও সোমলতার রস অভিধেয় মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ নাই; আর, সে মদ্যপানে বিভোর হইয়া থাকারও কোনও প্রসঙ্গ আমরা দেখিতে পাই না। এখানে যদি কিছু তাঁহার বিভোরতার সামগ্রী থাকে; আছে—সে সেই সত্ত্বভাব; আছে—সে সেই সৎকর্ম্মের স্নেহাভিসিঞ্চন।

মন্ত্র বলিতেছেন,—'সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুজীবন পরিগ্রহণ কর; ভগবান্ আসিয়া তোমার সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধযুক্ত থাকিবেন; যেমন আলোকের সহিত রশ্মির সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত তখন তোমারও সেইরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সৎ হও—সৎকর্ম্মে জীবন উৎসৃষ্ট কর।' পরবর্ত্তী মন্ত্রে লক্ষ্য করিবেন, হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চয়ের ফলে মানুষ কি শক্তি পাইয়া থাকে—কি ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। (১ম—৫৬সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌পঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং
ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন
বেনা অধি রোহ তেজসা॥ ২॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। গূর্ত্তয়ঃ। নেমন্ঽইষঃ। পরীণসঃ। সমুদ্রং।
ন। সংঽচরণে। সনিষ্যবঃ।
পতিং। দক্ষস্য। বিদথস্য। নু। সহঃ। গিরিং। ন।
বেনাঃ। অধি। রোহ। তেজসা॥ ২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সনিষ্যবঃ' (ধনাভিলাষিণো বণিজঃ) 'সঞ্চরণে' (ধনার্থং, ধননিমিত্তভূতে সতি) 'ন' (যথা) 'সমুদ্রং' (অর্ণবং) গচ্ছন্তি পোতারোহণে ইতি ভাবঃ, তদ্বৎ 'পরীণসঃ' (চতুর্দ্দিক্ষু সমাগতাঃ) 'নেমন্নিষঃ' (নীতহবিষ্কাঃ, প্রণতিপরায়ণাঃ) 'গূর্ত্তয়ঃ' (স্তোতারঃ, উপাসকাঃ) 'তং' (অনন্তস্বরূপং ভগবন্তং) প্রতি ধাবন্তি কর্ম্মরূপযানেন ইতি শেষঃ ; 'বেনাঃ' (উপাসকাঃ, সাধবঃ) 'নঃ' (যথা) 'তেজসা' (স্বকীয়েন সাধনসামর্থ্যেন) 'নূ' (ক্ষিপ্রং) 'গিরিং'

(পর্ব্বতসদৃশং দুরারোহং ভগবৎ-সান্নিধ্যং) লভন্তে, তদ্বৎ, হে মম মনঃ! ত্বমপি তং 'দক্ষস্য' (প্রকৃষ্টস্য) 'বিদথস্য' (যজ্ঞস্য্য কর্ম্মণঃ) 'পতিং' (পোষকং) 'সহঃ' (সহস্বন্তং, অমিত-শক্তিসম্পন্নং ভগবন্তং, ভগবৎ-সান্নিধ্যং ইতি ভাবঃ) 'অধি রোহ' (আত্মনঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ লভস্ব। 'বণিজো যথা নাবা সমুদ্রং তরন্তি, সাধবো যথা সাধনশক্ত্যা দুরারোহং মোক্ষ-স্থানং লভন্তে, তদ্বৎ অহমপি সংসারসমুদ্রং উত্তরণায় পরাগতিঞ্চ লাভায় সচেষ্ট ভবানি'— ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৪৬সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ধনাভিলাষী বণিকগণ ধন নিমিত্ত যেমন (পোতারোহণে) সমুদ্রে গমন করেন, সেইরূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত প্রণতিপরায়ণ (হবির্দ্দান-কারী) উপাসকগণ (কর্ম্মরূপ যানের দ্বারা) সেই ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হয়েন। সাধুগণ যেমন স্বকীয় সাধন-সামর্থ্যের দ্বারা ক্ষিপ্রগতিতে পর্ব্বতসদৃশ দুরারোহ ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করেন; সেইরূপ, হে আমার মন, তুমিও সেই প্রকৃষ্ট কর্ম্মের পোষক অমিতশক্তিসম্পন্ন ভগবানকে (ভগবৎ-সামীপ্যকে) আপনার কর্ম্মপ্রভাবে লাভ কর। (ভাব এই যে,—'বণিকগণ যেমন তরণী দ্বারা সমুদ্রের পারে গমন করেন, সাধুগণ যেমন সাধনশক্তির দ্বারা দুরারোহ মোক্ষস্থান লাভ করেন, সেইরূপ আমিও যেন সংসার-সমুদ্র উত্তরণে এবং পরাগতি লাভে সমর্থ হই।' মন্ত্র এইরূপ আত্মোদ্বোধক প্রার্থনা-মূলক।)॥ (১ম—৪৬সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

পূর্ত্তয়ঃ স্তোতারো নেমন্নিষো নমস্কারপূর্ব্বং গচ্ছন্তঃ। যদ্বা নীতহবিষ্কাঃ পরীণসঃ পরিতো ব্যাপ্নুবন্তঃ। এবংগুণবিশিষ্টা যজমানাস্তমিন্দ্রং স্তুতিভিরধিরোহন্তি। স্তুবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সনিষ্যবঃ সনিং ধনমাত্মন ইচ্ছন্তো বণিজো ধনার্থং সঞ্চরণে সঞ্চারে নিমিত্তভূতে সতি সমুদ্রং ন। যথা নাবা সমুদ্রমধিরোহন্তি এবং স্তোতারোঽপি স্বাভিমতধনলাভায়েন্দ্রং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্তোত্রপরায়ণ, নমস্কারপূর্ব্বক গমনকারী অথবা নীতহবিষ্ক, চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টনকারী,— এবংবিধ গুণবিশিষ্ট যজমানগণ স্তুতি দ্বারা সেই ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,— ধনকে আপনার ইচ্ছাকারী অর্থাৎ ধনাভিলাষী বণিকগণ ধনলাভের নিমিত্ত পোতারোহণে যেমন সমুদ্রে সঞ্চরণ করে। ভাব এই যে,—ধনলাভের জন্য নাবিকগণ যেমন সমুদ্র সঞ্চরণ করে, স্বাভিমত ধনলাভের নিমিত্ত স্তোতৃগণও সেইরূপ ইন্দ্রদেবের উপাসনা করে। হে

স্তুবন্তীতি ভাবঃ। হে স্তোতস্ত্বং চ দক্ষস্য প্রবৃদ্ধস্য বিদথস্য যজ্ঞস্য পতিং পালয়িতারং সহঃ সহস্বন্তং বলবন্তমিন্দ্রং তেজসা দেবতাপ্রকাশকেন স্তোত্রেণ নু ক্ষিপ্রমধিরোহ। স্তুহীতি যাবৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যেনাঃ কান্তাঃ স্ত্রিয়ো গিরিং ন। যথা পর্ব্বতং স্বাভিমতপুষ্পো-পচয়ার্থমধিরোহন্তি ॥

গূর্ত্তয়ঃ। গৃ শব্দে। গৃণন্তি স্তুবন্তীতি গূর্ত্তয়ঃ। ক্তিচ্ক্তৌ চেতি ক্তিচ্। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। হলি চেতি দীর্ঘঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। নেমন্নিষঃ। ণম প্রহ্বত্বে ইত্যস্মাচ্ছতরি ব্যত্যয়েনৈত্বং। তকারস্য নকারাদেশশ্চ। নমন্ত ইষ্যন্তীন্দ্রং প্রাপ্নুবন্তীতি নেমন্নিষঃ। ইষু গতাবিত্যস্মাৎ ক্বিপ চেতি ক্বিপ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা ণীঞ্ প্রাপণে ইত্যস্মাদতিস্তুস্বিত্যাদিনা মক্ প্রত্যয়ঃ। বহুলবচনান্নকারস্যেৎসংজ্ঞাভাবঃ। নীতাঃ প্রাপ্তা ইষো যেষাং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। পরিণসঃ। ণসঃ। কৌটিল্য ইত্যয়ং ধাতুর্গত্যর্থো ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ। পরিতো নসন্তি গচ্ছন্তীতি পরিণসঃ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ। নিপাতস্য চেতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। উপসর্গাদসমাসেঽপীতি ণত্বং। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা নশতির্গতিকর্ম্মা। অস্মাৎ পূর্ব্ববৎ ক্বিপি শকারস্য সকারঃ। সনিষ্যবঃ। ষণু দান ইত্যস্মাদিন্ সর্ব্বধাতুভ্য ইতি কর্ম্মণীন্প্রত্যয়ঃ। সনিমাত্মন ইচ্ছন্তীতি

স্তোতা! তুমিও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞপতি বা যজ্ঞের পালনকর্ত্তা বলবান্ ইন্দ্রকে তেজপূর্ণ অথবা দেবতা-প্রকাশক স্তোত্রের দ্বারা শীঘ্র অধিরোহণ কর অর্থাৎ স্তব কর। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—স্ত্রীগণের পর্ব্বতারোহণের ন্যায়। অর্থাৎ, স্বাভিমতপুষ্পচয়নার্থ স্ত্রীগণ যেমন পর্ব্বতে অধিরোহণ করে, সেইরূপ ভাবে।

গূর্ত্তয়ঃ। শব্দার্থক গৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঐ পদে গৃণন্তি অর্থাৎ স্তব করে—এই অর্থ প্রকাশ করে। 'ক্তিচ ক্তৌচ' ইত্যাদি নিয়মে ক্তিচ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে উত্ব। 'হলি চ' নিয়মে দীর্ঘ। 'চিতঃ' ইত্যাদি বিধানানুসারে উদাত্তত্ব। নেমন্নিষঃ। 'ণম প্রহ্বত্বে' এতদর্থে শতৃপ্রত্যয় এবং ব্যত্যয়ে এত্ব। ত-কার স্থানে ন কারের আদেশ। 'নমন্ত ইষ্যন্তীন্দ্রং প্রাপ্নুবন্তি'—এই বাক্যে নেমন্নিষঃ পদ সিদ্ধ। গত্যর্থক ইষু ধাতুর 'ক্বিপ্ চ' নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয় এবং কৃৎপ্রযুক্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা, প্রাপণার্থক ণীঞ্ (নী) ধাতুর উত্তর 'অতিস্তুসু, ইত্যাদি নিয়মে মক্-প্রত্যয় হইয়াছে। বহুলবচনহেতু নকারের ইৎ সংজ্ঞাভাব হইয়াছে। নীত অর্থাৎ প্রাপ্ত ইচ্ছা যাহাদের। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং'—এই নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত। পরিণসঃ। 'ণসঃ কৌটিল্যে' এতদর্থে এবং ধাতু-সমূহ বহু অর্থজ্ঞাপক বলিয়া ণস্ ধাতু গত্যর্থ জ্ঞাপক। 'পরিতঃ' অর্থাৎ সর্ব্বত্র 'নসন্তি' অর্থাৎ গমন করে যে, সেই বা তাহাই পরিণসঃ। ক্বিপ্ চ' নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'নিপাতস্য চ' নিয়মে পূর্ব্বপদের দীর্ঘ এবং 'উপসর্গাদসমাসেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে ণত্ব হইয়াছে। ব্যত্যয়-হেতু আদ্যুদাত্ত। অথবা গতি ও কর্ম্ম অর্থ বোধক নশ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর পূর্ব্ববৎ ক্বিপ্ প্রত্যয় এবং শ কার স্থানে স-কার। সনিষ্যবঃ। দানার্থক ষণু ধাতু উত্তর 'ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে কর্ম্মণিবাচ্যে ইন্ প্রত্যয়। সনি বা ধনকে আপনার ইচ্ছা

ক্যচ্। সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যো লালসায়ামসুগ্ বক্তব্যঃ। সুগাগমোঽপি বক্তব্যঃ। পা০ ৭।১।৫১।৩। ইতি সুক্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। নূ। ঋচি তুনুঘেতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। সহঃ। অস্মাদুত্তরস্য মতুপশ্ছান্দসো লুক্॥ (১ম—৫৬সূ—২ঋ)।

* • *

দ্বিতীয় (৬৬০) ঋকের বিশদার্থ।

—•—

এই ঋকে দুইটী উপমা আছে। সেই দুইটী উপমার—একটী উপমার ভাব পরিগ্রহণ-উপলক্ষে, মন্ত্রার্থে বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। প্রথম উপমাটীর বাক্যাংশ—"সমুদ্রং ন সনিষ্যবে।" দ্বিতীয় উপমার বাক্যাংশ—'গিরিং ন বেনাঃ।" প্রথম উপমার বাক্যাংশের সহিত একটী পদ সংযুক্ত আছে—'সঞ্চরণে।' দ্বিতীয় উপমার বাক্যাংশের সহিত ঐরূপ আর একটী পদের সংশ্রব আছে—'তেজসা।'

প্রথম উপমার প্রচলিত অর্থ—'ধনলোভে বণিকেরা যেমন পোতারোহণে সমুদ্রে গমন করে।' দ্বিতীয় চরণে লোটের মধ্যম পুরুষের একটী ক্রিয়া পদ আছে—"অধি রোহ।" সেই জন্যই নৌকায় বা তরণীতে অধিরোহণ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। নচেৎ, 'সনিস্যবঃ' অর্থাৎ ধনাকাঙ্ক্ষিগণ ধনলোভে শুক্তির অন্বেষণে সমুদ্র-গর্ভে যেমন অবগাহন করে, সে অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারিত। যাহা হউক, প্রথম উপমায়, ভাষ্যার্থের অনুসরণেই, 'বণিকগণ যেমন ধনলাভাশায় পোতারোহণে সমুদ্র-মধ্যে গমন করে'—সেই অর্থই আমরাও গ্রহণ করিলাম। অনন্তসমুদ্রস্বরূপ সেই ভগবানের অনুকম্পা-রূপ পরম ধন পাইবার জন্য তাঁহার উপাসকগণ আপন-আপন কর্ম্ম-রূপ যানে যে তাঁহার প্রতি অগ্রসর হয়েন,—এখানে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'নেমন্নিষঃ' ও 'গূর্ত্তয়ঃ' পদ তাঁহাদিগের সেই কর্ম্মের স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। বণিকগণও গমন করেন—'সঞ্চরণে' অর্থাৎ ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত; উপাসকগণও গমন করেন—পরমার্থ-প্রাপ্তির নিমিত্ত। এ পক্ষে ভাবের কোনই বিভিন্নতা ঘটিল না।

—এই বাচ্যে ক্যচ্ প্রত্যয়। সর্ব্বপ্রাতিপদিক হওয়ায় লালসার্থে অসুক্ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'সুগাগমোঽপি বক্তব্যঃ' (পা০ ৭।১।৫১।৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সুক্। 'ক্যাচ্ছন্দসি' নিয়মে উ-প্রত্যয়। নূ। 'ঋচি তনুঘ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সংহিতার নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। সহঃ। ইহার উত্তর মতুপ্ প্রত্যয়ের ছান্দস-প্রযুক্ত লোপ হইয়াছে। (১ম—৫৬সূ—২ঋ)॥

ঋক্—৩৫৮ (৯৫ সং)

কিন্তু দ্বিতীয় উপমার প্রচলিত অর্থের সহিত বড়ই মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ঐ উপমার প্রচলিত অর্থ এই যে, "স্বাভিমত পুষ্পোপচয়নের নিমিত্ত স্ত্রীগণ যেমন পর্ব্বতে আরোহণ করে।" এই অংশে, "অধি রোহ" ক্রিয়াপদ আছে বলিয়া, কেহ যেন 'স্তোতাকে' সম্বোধন করিতেছেন—এই ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"অতএব হে স্তুতিকারক! তুমিও সেইরূপ প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের পালক বলবান্ ইন্দ্রকে দৈবতপ্রকাশ স্তব দ্বারা শীঘ্র উপসর্পণ কর।" অর্থাৎ,—'স্ত্রীলোকেরা যেমন পুষ্পসংগ্রহের জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করে, তোমরা সেইরূপ স্তব দ্বারা ইন্দ্রের নিকট অগ্রসর হও।' আমরা কিন্তু এই উপমার ও এই ভাবের সহিত এক-মত হইতে পারিলাম না। প্রথমতঃ, উপমাটীর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'বেনাঃ' পদে কেন 'স্ত্রীগণ' অর্থ গ্রহণ করিব? কোন্ দেশের কোথাকার কোন্ স্ত্রীগণ, কোন্ কালে কোন্ গিরিশিরে অধিরোহণ করিয়া, পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন; বেদ-ব্যাখ্যার সময়, বেদ-ব্যাখ্যাতার মনে, বোধ হয়, সেই স্মৃতি জাগরূক হইয়াছিল; তাই এখানে উপমায় সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'বেনাঃ' পদে 'অর্চ্চনাকারিগণ' অর্থ নিঘণ্টু-নিরুক্ত মতেও যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কেন ঐ পদে 'নারীগণ' অর্থ গ্রহণ করিব? নিরুক্তে "অথার্চ্চতিকর্ম্মাণঃ" পদসমূহের অন্তর্গত 'অর্চ্চতি' 'গায়তি' প্রভৃতি পদের সঙ্গে 'বেনতি' পদ দৃষ্ট হয়। সে অর্থে এবং নিরুক্তের অন্যান্য অঙ্গের অর্থেও 'বেন' শব্দে অর্চ্চনাকারীকে উপাসককে বুঝাইয়া থাকে। সেই 'বেন' শব্দের বহুবচনে ঐ 'বেনাঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে;—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা "অর্চ্চনাকারিণঃ সাধবঃ" প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিয়াছি। এ পক্ষে 'তেজসা' পদেরও কেমন সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়—বুঝিয়া দেখুন। সাধুগণ আপনাদিগের কৃত সৎকর্ম্ম-রূপ শক্তির দ্বারা ভগবৎ-সমীপে উপস্থিত হন। ইহা নিত্য সত্য। সেই সত্যই এখানে প্রখ্যাত দেখি। অতঃপর, মন্ত্রের অন্তর্গত "গিরিং" পদে কি লক্ষ্য করে, বুঝিয়া দেখুন! ভগবান্—তিনি যে 'মহতো মহীয়ান্'! উপমার ভাষায় তাই বলা হয়—উচ্চতায় তিনি হিমগিরিসমান। এখানকার 'গিরিং'

পদে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চতম অবস্থার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই যে উচ্চতম তিনি, সেই যে পর্ব্বতসদৃশ দুরারোহ তিনি, সাধুগণ আপনাদিগের কর্ম্মশক্তি-প্রভাবেই (তেজসা) তাঁহাতে উপনীত হইয়া থাকেন।

এইরূপে বুঝা যায়, এখানে প্রার্থনাকারী যেন আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার মন! তুমি একটু কর্ম্মশক্তি-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হও;—প্রকৃষ্টভাবে একটু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তাহাতে, সেই ভগবানই তোমার সহায় হইবেন; তিনিই তোমায় বলদান করিবেন; তিনিই তোমার হস্তধারণ-পূর্ব্বক তোমাকে নিকটে তুলিয়া লইবেন। অনুসরণ কর—সাধকের পথ। সাধুগণ যেমন আপনার প্রভাবে আপনিই উন্নতগতি প্রাপ্ত হয়েন; তুমিই সেইরূপ আপনার কর্ম্মপ্রভাব বিস্তার কর—আপন কর্ম্মদ্বারা আপনিই শ্রেষ্ঠস্থান-লাভে প্রযত্নপর হও।' আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের ইহাই উপদেশ—ইহাই শিক্ষা—ইহাই—সারনিষ্কর্ষ। (১ম—৫৬সূ—২ঋ)॥

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্পঞ্চাশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

স তুর্ব্বণির্ম্মহাঁ অরেণু পৌংস্যে গিরেভৃষ্টির্ন

ভ্রাজতে তুজা শবঃ।

যেন শুষ্ণং মায়িনমায়সো মদে দুধ্র

আভূষু রাময়ন্নি দামনি॥ ৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। তুর্ব্বণিঃ। মহান। অরেণু। পৌংস্যে। গিরেঃ। ভৃষ্টিঃ। ন।

ভ্রাজতে। তুজা। শবঃ।

যেন। শুষ্ণং। মায়িনং। আয়সঃ। মদে। দুধ্রঃ।

আভূষু। রময়ৎ। নি। দামনি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আয়সঃ' (অতিদৃঢ়ঃ) 'দুধ্রঃ' (দুর্দ্ধর্ষঃ) 'তুর্ব্বণি' (শত্রুনাশায় ক্ষিপ্রগতিশীলঃ) "স" (ভগবান্) মদে' (আনন্দে, নরাণাং হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চাতে সতি তজ্জনিতে হর্ষে) 'যেন' (বলেন) তং 'মায়িনং' (মায়াবিনং, কপটিনং) 'শুষ্ণং' (সত্ত্বশোষকং, অজ্ঞানতারূপং অসুরং) 'আভূষু' (কারাগৃহেষু, পৃথ্বীতলেষু, মায়ামোহাচ্ছন্নস্য জনস্য অভ্যন্তরেষু) 'নি' (নিতরাং) 'দামনি' (বন্ধকে, নিগড়ে) 'রাময়ৎ' (বন্ধয়তি), 'শবঃ' (শবোপমো নির্ব্বার্য্যো জনোঽপি) ভগবদনুকম্পয়া তেন বলপ্রাপ্তেন 'পৌংস্যে' (পৌরুষ-সামর্থ্যে, শত্রুনাশায় সংগ্রামে) 'তুজা' (শত্রূণাং হিংসকো ভূত্বা) 'অরেণু' (অভঙ্গুরঃ, আনন্দনীয়ঃ) 'গিরেঃ' (পর্ব্বতস্য) 'ভৃষ্টিঃ' (শিখরঃ) 'ন' (ইব) 'ভ্রাজতে' (দীপ্যতে)। অয়ং ভাবঃ—'সাধবো ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবেণ শক্তিমন্তঃ সন্তঃ পাপনাশসমর্থা ঔজ্জ্বল্যসম্পন্না ভবন্তি।' (১ম—৫৬সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অতিদৃঢ়, দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুনাশে ক্ষিপ্রগতিশীল, সেই ভগবান,—মনুষ্যগণের হৃদয়ে সত্ত্বভাবসঞ্চার হইলে তজ্জনিত আনন্দে,—আপনার যে শক্তির দ্বারা সেই কপটী, সত্ত্বশোষক, অজ্ঞানতারূপ অসুরকে, পৃথ্বীতলে কারাগারে (মায়ামোহাচ্ছন্ন জনের অভ্যন্তরে) নিয়ত নিগড়ে বন্ধন করিয়া রাখেন; শবোপম নির্ব্বীর্য্য জনও, তাঁহার অনুকম্পায় সেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়া, পৌরুষ-সামর্থ্যে (শত্রুনাশনিমিত্ত সংগ্রামে) শত্রুগণের নাশক হইয়া, অভঙ্গুর গিরিশিখরের ন্যায় দীপ্যমান হয়। (ভাব এই যে,—

'সাধুগণ ভগবানের শক্তিতেই শক্তিমান্ হইয়া, পাপ-নাশ-সামর্থ্য ও ঔজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।')॥ (১ম—৫৬সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রস্তুর্বণিঃ শত্রূণাং হিংসিতা ক্ষিপ্রকারী বা। তুর্বণিস্তূর্ণবনিরিতি যাস্কঃ। নি॰ ৬।১৪। তূর্ণ সংভজন ইতি তস্যার্থঃ। মহান্ প্রবৃদ্ধশ্চ ভবতি। তস্যেন্দ্রস্য শবো বলং পৌংস্যে তূর্ণ সংভজন ইতি তস্যার্থঃ। মহান প্রবৃদ্ধশ্চ ভবতি। তস্যেন্দ্রস্য শবো বলং পৌংস্যে বীরৈঃ পুরুষৈঃ কর্ত্তব্যে সংগ্রামেঽরেণুমনবদ্যং তুজা শত্রূণাং হিংসকং সৎ ভ্রাজতে। দীপ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গিরেঃ পর্ব্বতস্য ভৃষ্টির্ন। শৃঙ্গমিব। যথাত্যোন্নতং সন্দীপ্যতে তদ্বৎ। আয়সোঽয়োময়কবচযুক্তদেহো ভুর্ব্বো দুষ্টানাং শত্রূণাং ধর্ত্তাবস্থাপয়িতা। এবম্ভূত ইন্দ্রো মদে সোমপানেন হর্ষে সতি যেন বলেন শুষ্ণং সর্ব্বস্য শোষকমসুরং মায়িনং মায়াবিনমাভুবু কারাগৃহেষু দামনি বন্ধকে নিগড়ে নিরামযৎ ন্যবাময়ৎ তদ্বলমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥

তুর্ব্বণিঃ। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। অস্মাদৌণাদিকোঽনিপ্রত্যয়ঃ। অরেণু। রেণুর্দাচ্ছাদক-ত্বাদ্রেণুশব্দেনাবদ্যমুচ্যতে। বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। তুজা। তুজ হিংসায়াং। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। ভুর্ব্বঃ। দুষ্টান্ ধ্রিয়তেঽবস্থাপয়তীতি ভুর্ব্বঃ। ধৃঙ অবস্থান ইত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ মূলবিভুজাদিত্বাৎকপ্রত্যয়ঃ। পা॰ ৩।২।৫।২। যণাদেশঃ। রেফলোপশ্ছান্দসঃ। রামাৎ। অমন্তত্বান্মিত্বে মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। ছান্দসঃ সংহিতায়াং দীর্ঘঃ॥ (১ম—৫৬সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্র শত্রুগণের হিংসক অথবা ক্ষিপ্রকারী। 'তুর্বণিস্তূর্ণবনিঃ' ইত্যাদি যাস্কের মত (নি॰ ৬।১৪)। তাহার অর্থ—তূর্ণ অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ভগ্ন করা; অর্থাৎ মহান্ প্রবৃদ্ধ হয়েন। সেই ইন্দ্রের বল বীরপুরুষোচিত কর্ত্তব্যে বা সংগ্রামে অনবদ্য শত্রুগণের হিংসকরূপে দীপ্তিমান্ হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত; যথা,—পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায়; অর্থাৎ পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেমন উন্নত হইয়া দীপ্যমান্ হয়, সেই প্রকার। অয়োময়কবচযুক্ত দেহ এবং শত্রুগণের অবস্থাপয়িতা অর্থাৎ লৌহবর্ম্মধারী ও শত্রুবিমর্দ্দক—এবম্ভূত ইন্দ্র সোমপানের দ্বারা হর্ষযুক্ত হইলে যে বলের দ্বারা শুষ্ণ নামক সর্ব্বশোষক মায়াবী অসুরকে কারাগৃহে নিগড়ে বন্ধন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বলকে—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে।

তুর্ব্বণি। তুর্ব্বী পদ হিংসার্থবোধক। তদুত্তর ঔণাদিক অনি প্রত্যয়। অরেণু। রেণুবৎ আচ্ছাদকত্ব-হেতু রেণু-শব্দে অনবদ্য অর্থ সূচিত হয়। বহুব্রীহি সমাস-হেতু 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' ইত্যাদি নিয়মে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তুজা হিংসার্থক তুজ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইগুপধলক্ষণে কঃ-প্রত্যয়ঃ। 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে বিভক্তির আকার। ভুর্ব্বঃ। দুষ্টগণকে অবস্থাপন করে—এই অর্থে ভুর্ব্বঃ পদ। অবস্থানার্থবাচী ধৃঙ্ ধাতুর উত্তর, 'অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ'-হেতু 'মূলবিভুজাদিভ্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে 'কপ্রত্যয়ঃ' (পা॰ ৩।২।৫।২) যণাদেশ। ছান্দস-হেতু রেফ লোপ। রামযৎ। অমন্তপ্রযুক্ত 'মিত্বে মিতাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব। ছান্দস-হেতু সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে॥ (১ম—৫৬সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (৬৬১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীর অর্থের সহিত একটী উপাখ্যানের এবং কালবিশেষের ও ঘটনা-বিশেষের সম্বন্ধ সূত্রিত হইয়া আছে। সে অর্থে, মন্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহণ বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

ভাষ্যে এবং তদনুগত প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে মন্ত্রটীকে চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম অংশ—"স তুর্ব্বণিঃ মহান্।" উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'তিনি অর্থাৎ সেই ইন্দ্র হিংসক (অথবা—ক্ষিপ্রকারী) ও অতি মহান্ হয়েন।' দ্বিতীয় অংশে, "শবঃ পৌংস্যে অরেণু তুজা ভ্রাজতে"—এই কয়েকটী পদ গৃহীত হইয়াছে। উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"তাঁহার দোষশূন্য (অথবা—অনিন্দিত) বল বীরপুরুষ-দিগের কর্ত্তব্য সংগ্রামে শত্রুদিগের হিংসক হইয়া দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়।" তৃতীয় অংশ—"গিরেঃ ভৃষ্টিঃ ন" এই উপমাটী। ইহার অর্থ হইয়াছে—"পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার (ইন্দ্রের বা ভগবানের) বল দীপ্তি পাইতেছে।" তার পর সমগ্র দ্বিতীয় চরণটীকেই মন্ত্রের চতুর্থ অংশ-রূপে ব্যাখ্যাদিতে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্য-পানে উন্মত্ত হইয়া লৌহবর্ম্মপরিহিত দুর্দ্ধর ইন্দ্র যখন শুষ্ণ অসুরকে নিগড়বদ্ধ করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। ইহার পর বলা হইয়াছে,—এখানে "গিরের্ভৃষ্টির্ন ভ্রাজতে" অংশ পুনরুল্লেখ আবশ্যক। এইরূপে ভাবার্থ দাঁড়াইতেছে এই যে,—'ইন্দ্র যখন শুষ্ণ অসুরকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় তিনি বা তাঁহার বল দীপ্তি পাইয়াছিল।'

আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যায় কিন্তু এ ভাব সম্পূর্ণরূপ উল্টাইয়া গিয়াছে। আমাদিগের ব্যাখ্যার মেরুদণ্ড—'মদে' ও 'শবঃ' পদদ্বয়। বেদে যেখানেই 'মদে' পদ পাইয়াছি, কোথাও মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ততার ভাব প্রাপ্ত হই নাই। ভগবান্ যে মদ্যপানে আনন্দিত হন, সে মদ্য তোমার ঐ সাধারণ মাদক-দ্রব্য নহে। সে—সেই হৃদয়ের সামগ্রী। তাহাকে ভক্তিই বল, আর সহস্রারে বিনির্গত সোম-সুধাই বল, আর

শুদ্ধসত্ত্বই বল—সে সেই স্বর্গীয় বস্তু। ভগবানের আনন্দের তাহাই একমাত্র কারণ-স্বরূপ। এখানে সেই ভাব সেই অর্থ ই পরিব্যক্ত। তার পর 'শবঃ' পদ। ঐ পদও আমরা যেখানে যেখানে পাইয়াছি, সর্ব্বত্রই শবোপম নির্ব্বীর্য্য জনের প্রতি লক্ষ্য দেখিয়াছি। এই সংসার-সংগ্রামে হতাশ অবসন্ন হইয়া যাহারা প্রমাদ গণিতেছে, ঐ পদ তাহাদিগকেই লক্ষ্য করে। ঐ পদে নিকটু নিগূঢ় ভাব আসে এই যে,—ঐ অবস্থায়. মানুষের অহমিকা-জ্ঞান যখন দূর হয়, মানুষের অহঙ্কার যখন দূরে যায়, পরন্তু একটু সত্ত্বভাবের সংশ্রব আসিয়া যখন হৃদয়ে আশ্রয় লয়; তখন, একটু শ্রেয়োলাভের আশা হৃদয়ে স্থান পায়। এক দিকে 'মদে' পদ, আর এক দিকে 'শবঃ' পদ,—এই দুই পদে, আমরা মনে করি, হতাশার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু শরণাগতির ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যে শবোপম, যাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার অহমিকা অতল-তলে নিমজ্জিত হইয়াছে; হতাশার তপ্তশ্বাস ফেলিয়া, সে যদি কাতরকণ্ঠে একবার ভগবানকে ডাকে—'ভগবন্! আমার অবস্থা এ কি করিলে!'—আর, এই বলিয়া সে যদি অনুতাপের অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করে; ভগবানের আসন তখন নিশ্চয়ই বি লিত হয়। তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। সেই অসহায়ের সহায়—দুর্ব্বলের বল, তখন সেই অসহায়ের সহায় হইবার জন্য—দুর্ব্বলকে বল-দান নিমিত্ত ছুটিয়া আসেন। এখানে 'মদে' ও 'শবঃ' পদদ্বয়ের যুগপৎ সন্নিবেশে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিতেছি। যিনি 'মহতো মহীয়ান্', "গিরের্ভৃষ্টির্ন" উপমায় তাঁহার আর কতটুকু মহিমা প্রকাশ করিবে! শবকে শক্তিসম্পন্ন করার মহিমা—কি ঐ উপমার মহিমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? শবোপম নির্ব্বীর্য্য জন, ভীষণবলশালী প্রবল-প্রতাপান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে অভিভূত করিয়া, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় যদি দীপ্তিমান্ হয়;—সেই যে ভগবানের অনুকম্পা, তাহার কি আর তুলনা আছে? সে মহিমা—সে গরিমা, বেদবেদ্য পুরুষই অবগত আছেন! অন্যে আর কি জানিবে?—অন্যে আর কি বুঝিবে? আমরা মনে করি, এই মন্ত্র ভগবানের সেই মহিমাই প্রকাশ করিতেছে।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ভগবানের সকল বিশেষণগুলি একত্র সজ্জীকৃত হইয়াছে। তিনি 'আয়সঃ', তিনি 'দুধ্রঃ', তিনি 'তুর্ব্বণিঃ'

তিনি 'মহান্'। ঐ সকল পদের ভাবার্থ যাহা সঙ্গত হয়, ব্যাখ্যায় সেই প্রতিবাক্যই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 'আয়সঃ' পদে লৌহ বুঝায়; তাহা হইতে ব্যাখ্যাকারগণ 'লৌহবর্ম্মপরিহিত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে তাঁহার দৃঢ়তার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি 'আয়সঃ' লৌহময় অর্থাৎ অতি-দৃঢ়। 'দুধ্রঃ' পদে 'দুর্দ্ধর্ষঃ' অর্থাৎ 'শত্রুকর্তৃক অধর্ষণীয়' ভাব আসে। 'তুর্ব্বণিঃ' পদে ক্ষিপ্রচালনের ও হিংসার ভাব প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে শত্রুসংহারে তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা-রূপ গুণ দেখিতে পাই। উপসংহারে তাঁহার সেই বিশেষণটী বসাইয়াছি—তিনি 'মহান্'—তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তার পর দেখাইতেছি—তাঁহার সেই শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক প্রকৃষ্ট কর্ম্ম এই সংসারে কি আছে? সেই কর্ম্ম এই যে, —শবোপম হতাশ অবসন্ন দেহেও তিনি পৌরুষ-শক্তির সঞ্চার করিয়া দেন। আপনার যে শক্তির প্রভাবে তিনি সত্ত্বভাব-শোষক অসুরকে (শুষ্ণকে—অজ্ঞানতাকে) কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া, সংসারের এক প্রান্তে, পাপী তাপী জনগণের অতিসঙ্কীর্ণ হৃদয়-কারাগারে রক্ষা করেন; তাঁহার সেই অমিত অনিন্দ্য শক্তিই তখন সেই শবোপম অবসন্ন জনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই শুষ্ণকে 'মায়াবী' বলা হইয়াছে। মায়াও যাহা, অজ্ঞানতাও তাহাই। তাহাকে কারাগারে নিগড়ে বদ্ধ করা হয়—বলায়, পাপের মধ্যে গিয়া, পাপের সংসারে পাপীদের অভ্যন্তরে গিয়া সে আবদ্ধ হইয়া পড়ে,—এই ভাবই পাওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হইলে, সেই শবোপম নিস্তেজ জনও তেজঃসম্পন্ন হয়; 'পৌংস্যে তুজা' অর্থাৎ সংগ্রামে পৌরুষ-সামর্থ্যে শত্রুকে নাশে সমর্থ হয়; 'অরেণু' অর্থাৎ অভঙ্গুর অনিন্দ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহার শক্তি তখন গিরিশৃঙ্গের ন্যায় মহীয়সী দীপ্তি বিস্তার করে। মন্ত্র ভগবানের এই মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অরেণু' পদটীকে 'অরেণুঃ' ধরিয়া, ঐ পদে লিঙ্গব্যত্যয় মাত্র স্বীকার করিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমাদিগের ব্যাখ্যায় বিশেষ অপর কোনও পদই অধ্যাহার করার আবশ্যক হয় নাই। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে বরং বিশেষভাবে অধ্যাহারাদির আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তপঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে

ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।

নহি ত্বদন্যো গির্ব্বণো গিরঃ সঘৎ ক্ষোণীরিব

প্রতি নো হর্য্য তদ্বচঃ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমে। তে। ইন্দ্র। তে। বয়ং। পুরুঽস্তুত। যে।

ত্বা। আঽরভ্য। চরামসি। প্রভুবসো ইতি প্রভুঽবসো।

নহি। ত্বৎ। অন্যঃ। গির্ব্বণঃ। গিরঃ। সঘৎ। ক্ষোণীঃঽইব।

প্রতি। নঃ। হর্য্য। তৎ। বচঃ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'প্রভুবসো' (প্রকৃষ্টধনসম্পন্ন) 'পুরুষ্টুত' (সর্ব্বৈঃ সম্পূজিত) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যে' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আরভ্য' (অবলম্ব্য) 'চরামসি' (চরামঃ, কর্ম্মণি প্রবৃত্তা ভবামঃ), 'তে' (সর্ব্বেঃ বয়ং) 'তে' (তব) 'ইমে' (অঙ্গীভূতা, তদাশ্রয়প্রাপ্তাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। 'গির্ব্বণঃ' (স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্) 'ত্বদন্যঃ' (ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিদপি) 'গিরঃ' (স্তুতিঃ) 'ন হি সঘৎ' (ন হি

যে,—'আমাদিগের যজ্ঞাদি কর্ম্ম যেন ভগবানের স্তুতি-নতি-পূজায় পরিপূর্ণ থাকে।' কর্ম্ম ভগবানের উপাসনা-মূলক হউক, ভগবৎ-সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট থাকুক,—সকল প্রকার বিশ্লেষণে এখানে এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। উষাদেবতার নিকট প্রার্থনাতে ঐ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হউক অর্থাৎ উষাদেবতা আমার জ্ঞান উন্মেষণ করিয়া ভগবৎপূজায় আমায় প্রবৃত্ত করুন—এই ভাবই প্রকাশ পাউক, অথবা আত্মসঙ্কল্প-রূপ অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম দ্বারা আমি জ্ঞানোন্মেষে প্রবৃত্ত হই—এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাউক,—বস্তুপক্ষে দুই ভাবেই অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়। তবে, আপনার কর্ম্মকে ভগবানের উদ্দেশে নিয়োজিত করিয়া তৎপক্ষে জ্ঞানেরই সহায়তা-কামনাই স্বাভাবিক। সেই দৃষ্টিতেই আমরা মন্ত্রার্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশে, "হরিতো নায়সে" পদদ্বয়ে, যে উপমার ভাব সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাতে সঙ্গতি দেখি না। অশ্ব যেরূপ দ্রুত গতিতে যায়, সোম-পানের জন্য ইন্দ্রদেব সেইরূপ দ্রুত-গতিতে গমন করেন,—দেবতার সম্বন্ধে এ ভাব আমরা মনে আনিতেই পারি না। বিশেষতঃ 'হরিতঃ' পদে যে রশ্মি অর্থ প্রকাশ পায়, তদ্বিষয় আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। রশ্মি যেমন সর্ব্বত্র-গমনশীল, সেই ভাবে ভগবানের করুণা বা দিব্য কিরণ আমাদিগের মধ্যে বিস্তৃত হউক,—ঐ অংশে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 'উষো ন শুভ্র আ ভরা"—এই অংশের 'ন' পদে ভাষ্যকার 'ইদানীং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাহাই গ্রহণ করিলাম। তবে ঐ 'ইদানীং' পদে চিরকালই ভাব দ্যোতনা করে। অর্থাৎ, যেকালে যখনই যিনি উপাসনা করিবেন, ঐ পদে তখনকার সেই সময়ই ব্যক্ত হইবে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে আত্মসঙ্কল্প ও প্রার্থনা-বিষয়ে উপদেশ পাই এই যে—আমরা যেন ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানের সাহায্য প্রাপ্ত হই, আর তাহার ফলে ভগবান্ যেন আমাদিগের মধ্যে প্রকাশমান্ হয়েন।' (১ম—৫৭সূ—৩ঋ)॥

—·—

দ্রুতগতিতে তৎপ্রতি ধাবমান হয়েন।' বলা বাহুল্য, এই প্রকার অর্থের যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি না।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশ সঙ্কল্পমূলক। ঐ অংশে, ভগবানের উপাসনা-রূপ কর্ম্মে, উপাসক সঙ্কল্পবদ্ধ ও প্রবৃত্ত হইতেছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মে জ্ঞানের আবশ্যক। বিভ্রমবশতঃ পাছে দেবতার পূজার পরিবর্ত্তে অপদেবতার পূজায় প্রবৃত্তি আসে—সেই আশঙ্কায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে জ্ঞানোন্মেষিণী দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেবি! আমি যেন অজ্ঞানতা-নিবন্ধন ভ্রান্তপথে পরিচালিত না হই;—আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আপনি শ্রেয়ঃসাধন করুন।' মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—তাহারই পরের স্তব। কর্ম্ম-সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে, মানুষ ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, তাঁহার নিকট আপনার শ্রেয়ঃসাধন বস্তু পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। মন্ত্রের তৃতীয় অংশে সেই ভাব পরিস্ফুট। প্রথমাংশ—কর্ম্মারম্ভমূলক; দ্বিতীয়াংশ—কর্ম্মসহ জ্ঞানের সম্বন্ধসূচক; তৃতীয়াংশ—কর্ম্ম জ্ঞানের সমবায়ে ভগবানের সান্নিধ্য কামনা-প্রকাশক। মন্ত্রে যে ঐ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কি সূত্রে কোন্ পদে কি অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে, আর আমরাই বা কি সূত্রে তাহার বিপরীত ঐ মত প্রকাশ করিতেছি, সায়ণাদির ভাষ্যে এবং আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহা উপলব্ধ হইবে। তথাপি, তদ্বিষয় একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নমসা' পদটীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার ঐ পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উহার প্রতিবাক্যে 'নমো হবির্লক্ষণং অন্নং' বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া উহার সহিত 'পূজয়ামি' ক্রিয়াপদ সংযোজন করিয়া লইয়াছি। যদি ঐ ক্রিয়াপদ অধ্যাহার না করিতাম, তাহা হইলে অন্যরূপ অন্বয়েও ঐ ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। 'নমসা আ ভর' পদদ্বয়ে তাহা হইলে ভাব দাঁড়াইত, 'আমাদিগের নমস্কার-রূপ পূজার দ্বারা পরিপূর্ণ করুন।' কি পরিপূর্ণ করিবেন? 'অধ্বরে' অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্মকে। তাহাতে ভাব পাইতাম এই

অস্ত্যুপমার্থস্য সংপ্রত্যর্থে প্রয়োগ ইষ্যতে নিধেহি। নি০ ৭.৩১। ইতি। সম্প্রতীদানীং নমসা নমো হবির্লক্ষণমন্নং সমাভর। সম্যক্ সম্পাদয়। ধাম সর্ব্বস্য ধারকং নাম স্তোতৃষু নমনশীলং প্রসিদ্ধং বেন্দ্রয়মিন্দ্রস্য পরমৈশ্বর্য্যস্য লিঙ্গং যস্মেন্দ্রস্যৈবংবিধং জ্যোতিঃ শ্রবসেহন্নায় হবির্লক্ষণায়ান্নলাভার্থময়স ইতস্ততো গমনায়াকারি। ক্রিয়তে। হরিতো ন। যথাশ্বান্ সাদিনঃ স্বাভিলষিতদেশং গময়ন্তি তদ্বদিন্দ্রাহপি স্বাভিমতহবির্লাভায় স্বকীয়ং তেজো গময়তীতিভাবঃ॥

উষঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। শুভ্রে। শুভ দীপ্তৌ। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। ভর। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। দ্ব্যচোহতস্তিঙ ইতি দীর্ঘঃ পনীয়সে। পনতেঃ স্তুত্যর্থাদ্বহুলবচনাৎ কর্ম্মণ্যসুন্। তস্মাদাতিশায়নিক ঈয়সুনি টেরিতি টিলোপঃ। অকারি। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে কর্ম্মণি লুঙ্। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। অডাগম উদাত্তঃ। অয়সে। অয় গতাবিত্যস্মাদ্ভাবেহসুন্॥ (১ম—৫৭সূ—৩ঋ)॥

* • *

তৃতীয় (৬৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে,—তাহাতে উষা দেবতাকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—"হে উষা দেবতে! অতিশয় স্তুতিযোগ্য শত্রুদিগের ভয়ঙ্কর ইন্দ্রদেবের জন্য আপনি হবীস্বরূপ অন্ন সম্পাদন করুন।" ঐ সকল অর্থে আরও প্রকাশ,—'অশ্ব যেমন দ্রুত গমন করে, হবিরন্ন গ্রহণের অর্থাৎ সোমরসাদি পানের জন্য, ইন্দ্র সেইরূপ

পদে সাম্প্রত্যর্থে প্রয়োগ হয়; 'অস্ত্যুপমার্থস্য সংপ্রত্যার্থ প্রয়োগ ইষ্যতে নিধেহি'—নি০ ৭.৩১)। অধুনা (ইদানীং) হবির্লক্ষণ অন্ন সম্পাদন করুন। সকলের ধারক স্তোতৃগণের প্রতি নমনশীল প্রসিদ্ধ ইন্দ্রত্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত ইন্দ্রের লিঙ্গ অথবা যে ইন্দ্রের এবংবিধ জ্যোতিঃ হবির্লক্ষণযুক্ত অন্নলাভের নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমন করে। যেমন অশ্বগণ স্বাভিলাষিত দেশে গমন করে, সেইরূপ ইন্দ্রও স্বাভিমত হবিঃ লাভের নিমিত্ত স্বকীয় তেজ প্রেরণ করেন।

উষঃ। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। শুভ্রে। দীপ্ত্যর্থক শুভ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্রক্রমে রক্ প্রত্যয়। ভর। 'হৃগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি নিয়মে ভত্ব। 'দ্ব্যচোহতস্তিঙ' ইত্যাদি বিধানে দীর্ঘ হইয়াছে। পনীয়সে। স্তুত্যর্থক পন্ ধাতুর উত্তর 'বহুলবচন' নিয়মে কর্ম্মণিবাচ্যে অসুন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তৎপরে আতিশায়নিক ঈয়সুন্ প্রত্যয় এবং 'টেঃ' নিয়মে টি-লোপ। অকারি। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' সূত্রানুসারে বর্ত্তমানকালে কর্ম্মণিবাচ্যে লুঙ্। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত, অট আগম এবং উদাত্ত হইয়াছে। অয়সে। গত্যর্থক অয় ধাতুর উত্তর ভাবে অসুন-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। (১ম—৫৭সূ—৩ঋ)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভীমায়' (শত্রূণাং ভীতিপ্রদায়) 'পনীয়সে' (স্তোতৄণাং অভয়দাত্রে) 'অস্মৈ' (ভগবতে) 'নমসা' (নমস্কারেণ পূজয়ামি, ভগবদুদ্দেশে পূজাকর্ম্ম করোমি ইতি ভাবঃ); 'শুভ্রে' (জ্যোতির্ম্ময়ি, (কলঙ্কবিরহিতে) 'উষঃ' (হে জ্ঞানোন্মেষিণি দেবি) 'অধ্বরে' (মম হিংসারহিতে কর্ম্মণি, ভগবৎপূজনরূপায় সদনুষ্ঠানে) 'ন' (ইদানীং) 'সম্' (সম্যক্ শ্রেয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'আ ভর' (সম্পাদয়); জ্ঞানোন্মেষেণ সহ মম কর্ম্মণি শ্রেয়ো ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'যস্য' (ভগবতঃ) 'ধাম' (নিবাসস্থানং) 'শ্রবসে' (লোকানাং শ্রেয়ঃসাধনায় বিহিতং অস্তীতি ভাবঃ), যস্য 'নাম' (পরিচয়ং, সংজ্ঞাং) 'ইন্দ্রিয়ং' (লিঙ্গং, জ্ঞানাধারং বদন্তি শাস্ত্র ইতি ভাবঃ), তস্য 'জ্যোতিঃ' (দীপ্তিঃ, প্রকাশঃ) 'হরিতঃ ন অয়সে' (রশ্মিযথা সর্ব্বত্রগমনশীলঃ তদ্বৎ) 'অকারি' (অস্মান্ জ্ঞানসম্পন্নান্ করোতু, অস্মাসু বিস্তৃতমস্তু)। অয়ং ভাবঃ—'অস্মাকং ভগবৎপূজনরূপং কর্ম্মপ্রভাবেণ অস্মাসু ভগবৎকরুণাধারা প্রবহমাণা ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা।' (১ম—৫৭সূ—৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুগণের পক্ষে ভয়প্রদ, উপাসকগণের পক্ষে অভয়দাতা, সেই ভগবানকে নমস্কার-পূর্ব্বক আমি পূজা করিতেছি; হে জ্যোতির্ম্ময়ি জ্ঞানোন্মেষিণি-দেবি! আমার এই হিংসারহিত কর্ম্মে (ভগবৎ-পূজারূপ সদনুষ্ঠানে) এক্ষণে সম্যক্ শ্রেয়ঃ সম্পাদন করুন; (ভাব এই যে,—'জ্ঞানোন্মেষের সহিত আমার কর্ম্মে শ্রেয়ঃ হউক, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।'); যে ভগবানের নিবাসস্থান মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য বিহিত আছে, যাঁহার পরিচয় বা সংজ্ঞাকে লিঙ্গ বা জ্ঞানাধার কহে, তাঁহার জ্যোতিঃ বা প্রকাশ, রশ্মি যেমন সর্ব্বত্র গমনশীল—সেইরূপ আমাদিগের মধ্যে বিস্তৃত হউক। (ভাব এই যে,—'আমাদিগের ভগবৎপূজা-রূপ কর্ম্ম-প্রভাবে আমাদিগের মধ্যে ভগবানের করুণাধারা প্রবাহমানা হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।')॥ (১ম—৫৭সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে উষঃ। উষোদেবতে শুভ্রে শোভনে ত্বং ভীমায় শত্রূণাং ভয়ঙ্করায় পনীয়সেঽতিশয়েন স্তোতব্যায়াস্মা ইন্দ্রায়াধ্বরে হিংসারহিতেঽস্মিন্যাগে। নেতি সংপ্রত্যর্থে। তথা চ যাস্কঃ।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে উষাদেবতে! শোভন আপনি, শত্রুদিগের পক্ষে ভয়ঙ্কর অতিশয়রূপে স্তোতব্য ইন্দ্রের উদ্দেশে এই হিংসারহিত যজ্ঞে (নেতি সম্প্রতি অর্থে প্রযুক্ত; যাস্ক বলেন,—উপমার্থক

সংসারই সত্ত্বভাব-নিলয় স্বর্গে পরিণত হইতে পারে। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! এই করুন—যেন সমগ্র সংসার আপনার কর্ম্ম-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়।' (১ম—৫৭সূ—২ঋ)?

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তপঞ্চাশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন

শুভ্র আ ভরা পনীয়সে।

যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি

হরিতো নায়সে ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মৈ। ভীমায়। নমসা। সং। অধ্বরে। উষঃ। ন।

শুভ্রে। আ। ভর। পনীয়সে।

যস্য। ধাম। শ্রবসে। নাম। ইন্দ্রিয়ং। জ্যোতিঃ। অকারি।

হরিতঃ। ন। অয়সে ॥ ৩ ॥

• • •

প্রথমে, 'ভগবানের পূজাপরায়ণ জনের কর্ম্মসমূহ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়'—এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, তদ্বিষয়ে অর্থাৎ মানুষ যাহাতে ভগবৎকর্ম্মে অনুরক্ত হয়—তাহার জন্য, ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "অধ হ বিশ্বং তে ইষ্টয়ে অনু অসৎ"—পদ কয়েকটীতে, সেই প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের তৃতীয় অংশ, (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে) "হর্য্যতঃ ইন্দ্রস্য" হইতে "হিরণ্যয়ঃ" পর্য্যন্ত অংশ, ভগবানের মহিমার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। ঐ অংশের ব্যাখ্যায় আমরা দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ভগবান্ পাপের দমনে যেরূপ দৃঢ়হস্ত, বজ্রবৎ কঠোর পাপকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য যেমন অতি-কঠোর সেইরূপ উপাসকগণের তিনি প্রীতিপদ,—উপাসকগণের শত্রুনাশ করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি-আকর্ষণপূর্ব্বক তিনি তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া আছেন। এই প্রকার ব্যাখ্যায় 'শ্নথিতা' ও 'হিরণ্যয়ঃ' পদদ্বয় উপাসকের সম্বন্ধে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারি। পক্ষান্তরে ঐ দুই পদকে তাঁহার বজ্রের বিশেষণ বলিয়া মনে করিলেও করা যাইতে পারে। তাহাতে 'হিরণ্যয়ঃ' পদে 'জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানসমন্বিত' ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তদনুসারে মন্ত্রাংশের ভাব হয় এই যে,—রিপুশত্রু সকলের নাশক (শ্নথিতা) জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃসম্পন্ন (হিরণ্যয়ঃ) সেই বজ্র, পর্ব্বতে অর্থাৎ পর্ব্বতসদৃশ দৃঢ় অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর দেহে কখন সংসুপ্ত থাকে না; অর্থাৎ সদাই জাগরূক থাকিয়া সেই শত্রুকে বিধ্বস্ত ও বিমর্দ্দিত করে। ফলতঃ, মনুষ্যের কর্ম্মদ্বারাই ভগবান্ জাগরিত হইয়া মানুষের অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া থাকেন।

এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের তিন অংশে তিনটী ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে, সুতরাং অজ্ঞানতা-সহচর রিপুগণকে, বিমর্দ্দিত করিবার জন্য ভগবান্ কঠোর হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু সে অস্ত্র তিনি প্রয়োগ করেন কখন? মনুষ্যের কর্ম্মসমূহ যখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মনুষ্য যখন ভগবানের পূজাপরায়ণ হইতে পারে। সংসারে সকলেই যদি ভগবৎপরায়ণ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানতার রাজত্ব একবারে লোপপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই

বঙ্গানুবাদের—এই তিনের মধ্যে তিন রূপ মত প্রকাশ পাইয়াছে। সেই দুই বঙ্গানুবাদ ; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র, যে কালে শত্রুবধাভিলাষি ইন্দ্রের সুবর্ণময় রিপুঘাতক বজ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিল, তাহার পর অবধি এই সমুদয় বিশ্ব আপনার যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিম্নদেশগামি জলের ন্যায় যজ্ঞসম্ভর সকল আপনাকে শীঘ্র ভজনা করে।"

(২) "হে ইন্দ্র। এই বিশ্বজগৎ তোমার যজ্ঞে রত ছিল; জল যেরূপ নিম্নে যায়, হব্যদাতাদিগের অভিষুত (সোমরসসমূহ তোমার দিকে বহিয়াছিল।) ইন্দ্রের শোভনীয় সুবর্ণময় ও হননশীল বজ্র পর্ব্বতে নিদ্রিত ছিল না।"

উপরি-উদ্ধৃত দুইটী বঙ্গানুবাদের শেষোক্ত অনুবাদটী অনেকটা সায়ণের অনুসারী বটে ; কিন্তু সোমরসকে টানিয়া আনা হইয়াছে—ইহাই ঐ ব্যাখ্যার অভিনবত্ব। যাহা হউক, আমরা যে পথে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি ; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থে আর কি নূতন ভাব পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও বিশ্লেষণ করিতেছি।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। ব্যাখ্যার প্রথমাংশে, "হবিষ্মতঃ সবনা নিম্না আপঃ ইব"—এই পদ-পাঁচটিতে উপাসনার প্রভাব পরিবর্ণিত আছে। ভগবানের পূজাপরায়ণ জনের কর্ম্ম বা পূজা স্বতঃই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। নিম্নপ্রদেশাভিমুখী জল যেমন প্রবল বেগে প্রধাবিত হয়, ভগবৎ-পরায়ণ জনের কর্ম্মেও সেইরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অংশের 'আপঃ' পদে 'জলানি' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। 'শুদ্ধাসত্ত্বানি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলেও অবশ্য অসঙ্গত হইত না ; তাহাতে ভাব দাঁড়াইত,—'ভগবানের পূজা-পরায়ণ জনের কর্ম্মরূপ শুদ্ধসত্ত্ব প্রবল বেগে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।' সে পক্ষে 'নিম্না ইব' পদদ্বয়ে 'নিম্নাভিমুখে পতনশীল বস্তুর ন্যায়' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইত। তদনুসারে অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা করিতে পারিতাম ;—

'হবিষ্মতঃ' (ভগবতঃ পূজাপরায়ণস্য জনস্য) 'সবনা' (সবনাজাতানি, সৎকর্ম্ম-জাতানি) 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'নিম্না ইব' (নিম্নাভিমুখং পতনশীলং দ্রব্যং ইব) ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি।

যাহা হউক, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ভাবকে এবং এই ভাবকে একরূপ অভিন্ন বলিলেও বলা যাইতে পারে। ভগবৎপরায়ণ জনের কর্ম্মই সত্ত্বমূলক ; সুতরাং সে কর্ম্ম মাত্রই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

হিরণ্যয়ো হিরণ্ময়ঃ শ্রথিতা শত্রূণাং হিংসনশীলো বজ্রঃ পর্ব্বতে পর্ব্বতি শিলোচ্চয়ে বৃত্রে বা যদ্‌যদা সমশীত সংস্বপ্তো নাভবৎ কিন্তু জাগরিতঃ সন্নবধীদিত্যর্থঃ। যদিন্দ্রেণ প্রেরিতো বজ্রো২প্রতিহতঃ সন্ বৃত্রমবধীত্তদাপ্রভৃত্যেব তং যষ্টুং সর্ব্বে যজমানাঃ প্রাবর্ত্তিষতেতি ভাবঃ॥

অধ। ছান্দসং ধত্বং অসৎ। অস্তের্লঙি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। ইষ্টয়ে। যজতের্ভাবে ক্তিনি বচিস্বপী ত্যাদিনা সংপ্রসারণং। ব্রশ্চাদিনা ষত্বং। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা। ইষ গত্যাবিত্যস্মাদ্ভাবে ক্তিনি মন্ত্রে বৃষেষে'ত্যন্তোদাত্তত্বং। নিম্নেব সবনা। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ। সমাশীত। শীঙ স্বপ্নে। লঙি সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ শীঙঃ সার্ব্বধাতুকে। পা০ ৭।৪।২১। ইতি গুণাভাবঃ। হর্য্যতঃ। হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ। ভৃমৃদৃশী ত্যাদিনা তচ্ প্রত্যয়ঃ। শ্রথিতা। শ্রথ ক্লথ হিংসার্থাঃ। তাচ্ছীলিকস্তৃন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫৭সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রচলিত অর্থ-সমূহের মধ্যে পরস্পর বড় একটা ঐক্য দেখা যায় না। সায়ণের ভাব ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিতেছি। সায়ণ ভাষ্যের এবং সেই দুই

হিরণ্ময় হিংসনশীল বজ্র এখন পর্ব্বতের শিলোচ্চয়ে সংযুক্ত ছিল না, অপিচ জাগরিত থাকিয়া (শত্রুগণকে) বধ করিয়াছিল। যখন ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত বজ্র অপ্রতিহত হইয়া বৃত্রকে বধ করিয়াছিল, তখন যজমানগণ আপনার উদ্দেশ্যে হবনীয় দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিল।

অধ। ছান্দস হেতু ধত্ব। অসৎ। অস্ ধাতুর উত্তর 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের লোপ হয় নাই। ইষ্টয়ে। যজ-ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তিন্। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি নিয়মে সম্প্রসারণ। 'ব্রশ্চাদি' নিয়মে ষত্ব এবং ব্যত্যয়-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা গত্যর্থক ইষ্ ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তিন্ এবং 'মন্ত্রে বৃষেষ' ইত্যাদি বিধানে তাহার উদাত্তত্বপ্রাপ্তি। নিম্ন সবনা। 'শেশ্ছন্দসি' নিয়মে শে লোপ। সমাশীত। শীঙ (শী) ধাতু স্বপ্নার্থজ্ঞাপক। লঙ বিভক্তিতে সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যতা হেতু 'শীঙঃ সার্ব্বধাতুকে' (পা০ ৭।৪।২১) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে গুণের অভাব হইল। হর্য্যতঃ। গতি ও কান্তি অর্থবোধক হর্য্য হইতে নিষ্পন্ন। 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদি বিধানে তচ্ প্রত্যয়। শ্রথিতা। শ্রথ ক্লথ ক্রথ প্রভৃতি হিংসার্থে প্রযুক্ত হয়। শ্রথ পদের উত্তর তাচ্ছীল্যার্থে তৃন্ প্রত্যয়। নিত্ত্ব হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৫৭সূ—২ঋ)॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হবিষ্মতঃ' (ভগবতঃ পূজাপরায়ণস্য জনস্য) 'সবনা' (সবনানি, কর্ম্মাণি) 'নিম্না' (নিম্নাভিমুখে গমনশীলানি) 'আপঃ' (জলানি) 'ইব' (যথা তদ্বৎ) ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি শেষঃ; 'অধ হ' (অতএব) হে ভগবন্! ভগবৎকৃপয়া 'বিশ্বং' (কৃৎস্নং জগৎ) 'তে' (তব) 'ইষ্টয়ে' (কর্ম্মসাধনায়) 'অনু অসৎ' (অন্বসৎ, অনুরক্তং ভবতু); 'হর্য্যতঃ' (শত্রুনাশতৎপরস্য) 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'বজ্রঃ' (আয়ুধঃ) 'যৎ' (যথা) 'পর্ব্বতে' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়শত্রুশরীরে) 'ন সমাশীত' (সংসুপ্তো ন ভবতি, কদাচিৎ ন প্রতিহতো ভবতি, পর্ব্বতবদ্দৃঢ়শত্রুং এব চূর্ণবিচূর্ণং করোতি ইতি ভাবঃ), তথা উপাসকানাং পক্ষে 'শ্নথিতা' (শত্রুনাশশীলঃ) অতঃ 'হিরণ্যঃ' (হিরণ্যবৎ আকর্ষকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। ভগবৎকর্ম্মণি যদি আত্মনিয়োগসামর্থ্যং সঞ্জায়তে, তদা ভীষণো বজ্রঃ এব শত্রুনাশায় অস্মাকং কল্যাণপ্রদো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৭সূ—২ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের পূজাপরায়ণ জনের কর্ম্মসমূহ নিম্নাভিমুখে গমনশীল জলের ন্যায় ত্বরায় ভগবানকে প্রাপ্ত হয়; অতএব, হে ভগবন্, আপনার কৃপায়, কৃৎস্ন জগৎ আপনার কর্ম্মসাধনে অনুরক্ত হউক। শত্রুনাশতৎপর ভগবান্ ইন্দ্রদেবের বজ্র যেমন পর্ব্বতবদ্দৃঢ় শত্রুর দেহে কখনও প্রতিহত হয় না অর্থাৎ পর্ব্বতবদ্দৃঢ় শত্রুকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই বজ্রই আবার উপাসকগণের পক্ষে শত্রুনাশশীল সুতরাং হিরণ্যবৎ আকর্ষক হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—ভগবৎকর্ম্মে যদি আত্মনিয়োগ-সামর্থ্য সঞ্জাত হয়, তাহা হইলে সেই ভীষণ বজ্রই শত্রুনাশ-হেতু আমাদিগের কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে।) ॥ (১ম—৫৭সূ—২ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অধ হানন্তরমেব হে ইন্দ্র বিশ্বং সর্ব্বমিদং জগত্তে তব সংবন্ধিন ইষ্টয়ে যাগায়ান্বসৎ। অন্বভবৎ। যদ্বা। ইষ্টয়ে হবিরাদিভিস্তব প্রাপ্তয় ইতি যোজ্যং। হবিষ্মতো যজমানস্য সবনা সবনানি যজ্ঞজাতানি নিম্নেব নিম্নানি ভূস্থলান্যাপ ইব ত্বাং সংভজন্ত ইতি শেষঃ। হর্য্যতঃ শত্রুবধং প্রেপ্সত ইন্দ্রস্য। হর্য্যতিঃ প্রেপ্সাকর্ম্মেতি যাস্কঃ। যদ্বা হর্য্যতঃ শোভনঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর হে ইন্দ্র! এই বিশ্বের সকলেই অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তবসম্বন্ধি যাগকর্ম্মে রত ছিল। অথবা হবিরাদি দ্বারা স্তব প্রাপ্ত করাইয়াছিল—এইরূপ যোজিত হইবে। হবিষ্মত যজমানগণের যজ্ঞজাত সবনাদি, নিম্নদিকে জলের গমনের ন্যায় আপনাকে ভজনা করিয়াছিল। শত্রুবধাভিলাষী ইন্দ্রের (যাস্কের মতে হর্য্যতি পদে প্রেপ্সা-কর্ম্ম বুঝায়) অথবা শোভনীয়

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার যৌক্তিকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। (১ম—৫৭সূ—১ঋ)

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তপঞ্চাশৎ সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো

নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।

যৎ পর্ব্বতে ন সমাশীত হর্য্যত ইন্দ্রস্য

বজ্র শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

অধ তে। বিশ্বং। অনু। হ। অসৎ। ইস্টয়ে। আপঃ।

নিম্নাঃইব। সবনা। হবিষ্মতঃ।

যৎ। পর্ব্বতে। ন। সংঃঅশীত। হর্য্যতঃ। ইন্দ্রস্য।

বজ্রঃ। শ্নথিতা। হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥

* • *

অমিতশক্তিসম্পন্ন—অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট; নিম্নপ্রদেশে প্রবহমান্ জলের প্রবল বেগ যেমন কেহ ধারণ করিতে পারে না, তাঁহার শক্তিও সেইরূপ কেহ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় না। "প্রবণে অপামিব দুর্দ্ধরং"—পদ-কয়েকটীতে তাঁহার সেই অবাধ প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত দেখি। আর তিনি কেমন? "রাধঃ বিশ্বায়ু" অর্থাৎ সকলেরই প্রাপ্তির উপযোগী পরমার্থ-রূপ ধনের অধিকারী; তাঁহার নিকট হইতে সকলেই পরমধন প্রাপ্ত হয়। আর তিনি কেমন? "শবসে অপাবৃতং"; অর্থাৎ, শবতুল্য নিরুদ্যম স্তোতৃগণের শক্তিসঞ্চার-পক্ষে যে কিছু বাধা আছে, সে সকলই তিনি অপসারণ করিয়া থাকেন। এ সংসারে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে অশেষ বাধা বিদ্যমান আছে। কিন্তু ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে সে বাধা সকলই দূর হয়। 'শবসে অপাবৃতং' পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার আর আর গুণ-বিশেষণের পরিচয়—'মংহিষ্ঠায়', 'বৃহতে', 'বৃহদ্রয়ে', 'সত্যশুষ্মায়' এবং 'তবসে' প্রভৃতি পদে পরিব্যক্ত। ঐ সকল পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ করিয়াছি। ঐ সকল পদের মধ্যে 'সত্যশুষ্মায়' পদে 'সত্যই যে তাঁহার শক্তি'—এই পরিচয় প্রাপ্ত হই। তদনুসারে সত্যের অনুসরণে তাঁহার পূজার সন্ধান প্রাপ্ত হই। আমরা বহুস্থলে ব্যক্ত করিয়াছি যে, যে দেবতায় যে গুণের বিকাশ পাইয়াছে, সেই গুণে গুণান্বিত হইবার চেষ্টা করাকেই সেই দেবতার পূজা কহে। ভগবানের অশেষ অনন্ত গুণ-বিশেষণের ধ্যান-ধারণা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সে পক্ষে তাঁহার যে গুণের যতটুকু সম্ভব আয়ত্ত করাই আকাঙ্ক্ষণীয়। দেবতার পূজা বলিতে, দেব-ভাবে ভাবান্বিত হওয়াই বুঝাইয়া থাকে!

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ ও তাহার মর্ম্ম যথাযথ প্রকাশ করিলাম। সায়ণের ভাষ্যে ও অনুবাদে তাঁহার ব্যাখ্যার ভাব উপলব্ধ হইবে। বঙ্গ-ভাষায় অন্য যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সাধারণের অনুধাবনের জন্য তাহারও একটী উদ্ধৃত করিতেছি। সে ব্যাখ্যা; যথা,—

> "অতিশয় দানশীল ও প্রভূতধনযুক্ত ও অদম্য বলসম্পন্ন ও প্রকাণ্ড দেহ-বিশিষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি মননীয় স্তুতি সম্পাদন করিতেছি। নিম্নপ্রদেশাভিমুখ জলরাশির ন্যায় তাঁহার বল কেহ ধারণ করিতে পারে না, তিনি স্তোতৃদিগের বল-সাধনের জন্য সর্ব্বব্যাপী সম্পদ্ প্রকাশ করেন।"

তত্র দৃষ্টান্তঃ। প্রবণে নিম্নপ্রদেশেঽপামিব। যথা জলানাং বেগঃ কেনাপ্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যতে তদ্বৎ। তথা রাধো ধনং বিশ্বায়ু সর্ব্বেষু ব্যাপ্তং শবসে স্তোতৄণাং বলায় যেনেন্দ্রেণাপাবৃতং। অপগতাবরণং ক্রিয়তে তস্মৈন্দ্রায়েতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥

মংহিষ্ঠায়। অতিশয়েন মংহিতা মংহিষ্ঠঃ। তুশ্ছন্দসীতীষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ। তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ। বৃহতে। বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। উত্তরয়োর্ব্বহুব্রীহিস্বরঃ। মতিং। মন্ত্রে বৃষেত্যাদিনা ক্তিন্ উদাত্তত্বং। অনুদাত্তোপ্রদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। দুর্দ্ধরং। ধৃঞ্ ধারণে। ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি কর্ম্মণি খল্। বিশ্বায়ু। বিশ্বস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নায়ু গমনং যস্য তদ্বিশ্বায়ু। এতেশ্ছন্দসীণ ইত্যুণ্ প্রত্যয়ঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। অপাবৃতং। কর্ম্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫৭সূ—১ঋ)

* * *

প্রথম (৬৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

উপাসক এই মন্ত্রে ভগবানের পূজায় সঙ্কল্প করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'আমার মন যেন ভগবানের প্রতি একান্তে অনুরক্ত হয়, আমি যেন প্রকৃষ্টরূপে ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।'

এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে, প্রার্থনাকারী, ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন। তাঁহাকে তিনি কেমন দেখিতেছেন? 'দুর্দ্ধরং' অর্থাৎ

করিতে সমর্থ হয় না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—'প্রবণে অপামিব'; অর্থাৎ নিম্নপ্রদেশাভিমুখী জলের বেগ যেমন কেহই রোধ করিতে পারে না, তদ্রূপ। সেইরূপ, স্তোতৃগণের বলসম্পাদন জন্য বিশ্বব্যাপী ধন যে ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যে ইন্দ্র সেই ধনের আবরণ অপগত করেন; সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ।

মংহিষ্ঠায়। অতিশয়রূপে 'মংহিতা' অর্থাৎ মহৎ—এই অর্থে 'মংহিষ্ঠঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'তুশ্ছন্দসি' এই নিয়মে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃ স্বিতি'—এই নিয়মে তৃ লোপ বৃহতে 'বৃহন্মহতোরুপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তরপদে বহুব্রীহি-স্বর। মতিং। বৃষেত্যাদি হেতু মন্ত্রে (মন) ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় ও উদাত্তস্বর। 'অনুদাত্তো প্রদেশ' ইত্যাদি নিয়মে অনুনাসিকের লোপ। দুর্দ্ধরং। ধারণার্থক ধৃঞ (ধৃ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঈষদ্দুঃ সুষু' ইত্যাদি নিয়মে কর্ম্মণিবাচ্যে খল্ প্রত্যয়। বিশ্বায়ু। বিশ্বের সকলের আয়ু বা গমন যাহার, তাহা বিশ্বায়ু। 'এতেশ্ছন্দসীণঃ' এই নিয়মে উণ প্রত্যয়। বহুব্রীহি সমাস-হেতু 'বিশ্ব সংজ্ঞায়াং' এই বচনানুসারে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অপাবৃতং। কর্ম্মণিবাচ্যে নিষ্ঠা প্রত্যয়। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৫৭সূ—১ঋ)॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য বলং) 'প্রবণে অপামিব' (নিম্নপ্রদেশে প্রবহমাণং জলবেগমিব) 'দুর্দ্ধরং' (অন্যৈরশক্যং, অপ্রতিহতগতিবিশিষ্টং) যস্য 'রাধঃ' (পরমার্থরূপং ধনং) 'বিশ্বায়ু' (সর্ব্বেষু ব্যাপ্তং, সর্ব্বেষাং প্রাপণশীলং) যস্য 'শবসে' (স্তোতৄণাং বলায়) 'অপাবৃতং' (অপগতাবরণং, বাধাবিরহিতং, যস্য উপাসকস্য শক্তিঃ সদৈব অপ্রাতহতা তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ) তস্মৈ 'মংহিষ্ঠায়' (অতিশয়েন মহতে, দাতৃতমায়) 'বৃহতে' (বহুগুণযুতায়, শ্রেষ্ঠায়) 'বৃহদ্রয়ে' (মহাধনায়, পরমধনশালিনে) 'সত্যশুষ্মায়' (সত্যবলসম্পন্নায়) 'তবসে' (মহিমান্বিতায়) ভগবতে 'মতিং' (মননীয়াং স্তুতিং, ঐকান্তিকীং পূজাং) 'প্র ভরে' (প্রকৃষ্টরূপেণ সম্পাদয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনসঙ্কল্পমূলকঃ। সকলগুণনিদানস্য সকলশ্রেয়ঃসাধকস্য ভগবতঃ পূজায়াং মম ঐকান্তিকতা ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্পশ্চ বিদ্যতে। (১ম—৫৭সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের শক্তি—নিম্নপ্রদেশে প্রবহমাণ জলবেগের ন্যায় দুর্দ্ধর (অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট), যাঁহার পরমার্থ-রূপ ধন সকলের প্রতি ব্যাপ্ত অর্থাৎ সকলেরই প্রাপণশীল, যাঁহার স্তোতৃগণের বল বাধা-বিরহিত অর্থাৎ যাঁহার উপাসকগণের শক্তি সর্ব্বদাই অপ্রহিতভাবে অবস্থিতি করে, সেই অতিশয় মহৎ (দাতৃশ্রেষ্ঠ), বহুগুণযুক্ত, পরমধন-শালী, সত্যরূপ-বলসম্পন্ন, মহিমান্বিত, ভগবানের নিমিত্ত আমি ঐকান্তিকী পূজা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করি। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধন-সঙ্কল্পমূলক। সেই সকলগুণনিদান সকল শ্রেয়ঃসাধক ভগবানের পূজায় যেন আমার ঐকান্তিকতা আসে—এই আকাঙ্ক্ষা ও এই সঙ্কল্প এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১ম—৫৭সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মংহিষ্ঠায়। মংহতির্দ্দানকর্ম্মেতি যাস্কঃ। দাতৃতমায় বৃহতে গুণৈর্ম্মহতে বৃহদ্রয়ে মহাধনায় সত্যশুষ্মায়াবিতথবলায় তবস আকারতঃ প্রবৃদ্ধায়। এবং গুণবিশিষ্টায়েন্দ্রায় মতিং মননীয়াং স্তুতিং প্রভরে। প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ামি যস্যেন্দ্রস্য বলং দুর্দ্ধরং। অন্যৈর্দ্ধর্ত্তুমশক্যং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যাস্কের মতে 'মংহতিঃ' পদে দানকর্ম্ম বুঝায়। দাতৃতম অশেষগুণহেতু মহান্, মহা বা প্রভূতধনসম্পন্ন, অবিতথবলযুক্ত, বৃহদাকার—এইরূপ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিমিত্ত বা উদ্দেশে মননীয় স্তুতি প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতেছি। যে ইন্দ্রের বল দুর্দ্ধর অর্থাৎ কেহই ধারণ

প্রথমমণ্ডলস্য দশমানুবাকে সপ্তপঞ্চাশৎ সূক্তং। সব্য ঋষিঃ। জগতীচ্ছন্দঃ।
ইন্দ্রো দেবতা। উক্থসংস্থে ক্রতৌ তৃতীয়সবনে
ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্যশুষ্মায়
তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্ধরং রাধো
বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতং ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। মংহিষ্ঠায়। বৃহতে। বৃহৎঽরয়ে। সত্যঽশুষ্মায়।
তবসে। মতিং। ভরে।
অপাংঽইব। প্রবণে। যস্য। দুঃঽধরং। রাধঃ।
বিশ্বঽআয়ু। শবসে। অপঽবৃতং ॥ ১ ॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা

প্রথমং মণ্ডলং। দশমোঽনুবাকঃ। সপ্তপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। দ্বাবিংশো বর্গঃ।

সপ্তপঞ্চাশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তের ছয়টী ঋকে ইন্দ্রদেবতার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত আছে। এই ছয়টী ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। তবে এই কয়েকটী ঋকের ব্যাখ্যার একটু বিশেষত্ব এই যে, বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বলিতে, মেঘ-বিদারণে বৃষ্টি পাতনের ভাবই প্রধানতঃ এখানে পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই কয়েকটী ঋকের প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যা হইতেই বৃত্রকে আর অসুর বলিয়া মনে করা যায় না। বৃত্র ও ইন্দ্র এখানে রূপক মধ্যেই গণ্য হইয়াছে।

রূপক ভাঙ্গিয়া প্রধানতঃ বৃষ্টি-পাতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেও, ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে সময় সময় বৃত্র যে অসুর ছিল, যুদ্ধে তাহাকে হনন করার পর হইতেই ইন্দ্রদেবের পূজা যে দেশ-মধ্যে প্রচারিত হয়, কোনও কোনও ব্যাখ্যায় সে ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, ইন্দ্রের ও বৃত্রের যুদ্ধ যে কি ব্যাপার, উহার মধ্যে যে কি নিগূঢ় তত্ত্বকথা বিদ্যমান্ রহিয়াছে, কোনও ব্যাখ্যাতেই এ পর্য্যন্ত তাহার ঐকমত্য দেখিতে পাই না। কখনও বা বৃত্র অসুর, কখনও বা সে মেঘ; কখনও বা সে দেহধারী মনুষ্যের পর্য্যায়ে অবস্থিত, কখনও বা সে মেঘপুঞ্জরূপে বিদ্যমান্। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক; মন্ত্রার্থের আলোচনাতেই প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। আমরা বৃত্র বলিতে অজ্ঞানতা-রূপ অসুর অর্থই পরিগ্রহণ করি। যতই অগ্রসর হইতেছি, সেই অর্থই তত দৃঢ় হইতেছে।

প্রথমতঃ, তিনিই করুণাপুরঃসর ইহসংসারে মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের উৎসকে স্থাপন করেন; তার পর, তাঁহারই করুণাপ্রভাবে উৎস-দ্বার উন্মুক্ত হয়; পরিশেষে, তাঁহার কৃপাতেই সে উৎস-প্রবাহের সুধাধারায় জগৎ পরিস্নাত হয়। ফলতঃ, মানুষের গতিমুক্তির প্রধান অবলম্বন—সেই ভগবানের করুণা। ইহা বুঝিয়া, মানুষ, ভগবৎ-পরায়ণ হও। ইহাই এই মন্ত্রের শিক্ষা।

অথচ, এই মন্ত্রের যে অর্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রচলিত সেই অর্থের একটা আদর্শও নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা,—

"হে ইন্দ্র, প্রবৃদ্ধ আপনি বলদ্বারা পৃথিবীর যজ্ঞপ্রদেশে সোম স্থাপন করেন। আপনি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া জল অস্পৃষ্ট করিয়াছিলেন ও বৃত্রাসুরকে নিকট যুদ্ধে প্রদীপ্ত শক্তি দ্বারা ভগ্ন করিয়াছিলেন।"

ভাষ্য ও প্রচলিত অর্থ প্রকাশিত হইল। আবার আমরাও যে কারণে যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাও বিবৃত করা গেল। ঔচিত্যা-নৌচিত্য সুধীগণ বিচার করিবেন। (১ম—৫৬সূ—৬ঋ)॥

সপ্তপঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

প্র মংহিষ্ঠায়েতি ষড়্‌চং সপ্তমং সূক্তং সব্যস্যার্ষমৈন্দ্রং জাগতং। তথা চানুক্রান্তং। প্র মংহিষ্ঠায়েতি॥ বিষুবতি নিষ্কেবল্য ইদং সূক্তং শংসনীয়ং। সূত্রিতং চ। প্র মংহিষ্ঠায় তম্যুম্বিতীহ তার্ক্ষ্যমন্তত। আ০ ৮।৬। ইতি॥ উক্‌থ্যসংস্থে ক্রতৌ তৃতীয়সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রেঽপ্যেতৎ সূক্তং। সূত্রিতং চ। সর্ব্বাঃ ককুভঃ প্র মংহিষ্ঠায়েত্যেকং। আ০ ৬।১। ইতি॥

সপ্তপঞ্চাশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'প্র মংহিষ্ঠায়' প্রভৃতি ছয়টী ঋক্‌বিশিষ্ট সপ্তম সূক্তের ঋষি সব্য, দেবতা ইন্দ্র এবং ছন্দ জগতী। সেইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে,—যথা,—'প্র মংহিষ্ঠায়েতি। বিষুবৎ ইষ্টির নিষ্কেবল্য শস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে তদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'প্র মংহিষ্ঠায় তম্যুম্বিতীহ তার্ক্ষমন্তত।' (আ০ ৮।৬) ইতি। উক্‌থ্য-সংস্থ যাগে তৃতীয় সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন শস্ত্রেও ইহার বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'সর্ব্বাঃ ককুভঃ প্র মংহিষ্ঠায়েত্যেকং।' (আ০ ৬।১) ইত্যাদি।

* . *

পুনঃপুনঃ আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সংসারে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার দেখিতে পাইলে, ভগবানের উপাসকগণের দ্বারা সংসারে একটু সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, ভগবানের পূজায় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষের সামান্য একটু প্রবৃত্তি আসিলে, ভগবান্ সত্ত্বভাবের প্রবাহকে সংসারে প্রেরণ করেন। ভূমিতে ক্ষুদ্র বীজ বপন করা হইলে, প্রকৃতিদেবী অঙ্কুরাদি উদ্গমে সহায় হয়েন। তাহাতে সেই ক্ষুদ্রবীজই বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। এখানেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে। 'সুতস্য মদে' অর্থাৎ উপাসকগণের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ভগবান সত্ত্বভাবের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেন। একটু যদি মানুষ সৎপথে অগ্রসর হয়, তখনই তাহাকে সৎপথে পরিচালনের প্রকৃষ্ট যান-সমূহ ভগবান্ সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করেন। ফলতঃ, এখানকার এই মন্ত্রাংশের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা হৃদয়ে অল্পে অল্পে একটু একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখ দেখি! তদ্দ্বারাই তোমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবের সুধাধারায় পরিস্নাত হইবে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ "বৃত্রস্য সময়া পাষ্য বি অরুজঃ"—এই কয়েকটী পদ, কি ভাব প্রকাশ করিতেছে—এখন বুঝিয়া দেখুন। 'বৃত্রস্য' পদে এখানেও সেই অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যকার ঐ পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উহার প্রতিবাক্যে 'বৃত্রং' পদ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে জলের আবরক মেঘকে বা অসুরকেই বুঝাইয়াছে। আমরা কিন্তু ঐ পদের যথাযথ প্রয়োগই রক্ষা করিলাম। তবে 'সময়া' পদে 'ধৃষ্টয়া' প্রতিবাক্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 'রুষ্টঃ সন্' পদদ্বয় অধ্যাহার করিতে বাধ্য হইলাম; অথবা, 'সময়া' পদের প্রতিবাক্যে 'ধৃষ্টতাং' পদ পরিগ্রহণ করিয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়াইল এই যে,—'সেই অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের ধৃষ্টতাকে শিলার দ্বারা বা আপনার শক্তির দ্বারা তিনি বিনাশ করেন।' সেই অসুরকে বা অসুরের ধৃষ্টতাকে, অজ্ঞানতাকে বা অজ্ঞানতার কার্য্যকে, বিনষ্ট করায় ভগবানের মহিমা প্রকাশ পায়।

তিনি যে 'মাহিনঃ' অর্থাৎ মহত্ত্বসম্পন্ন, মন্ত্রের তিন অংশে—ভগবানের ত্রিবিধ কর্ম্মে, যথাক্রমে তাহাই পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

অর্থই গ্রহণ করিতে অধিকারী আছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে অন্য ভাব গ্রহণ করি। আমরা মনে করি, সকল অবস্থায় সকলের উপযোগী অর্থই ঐ পদে প্রকাশ পাইয়াছে। ধারক বা রক্ষক—সে কোন্ সামগ্রী? কিসে আমরা রক্ষা পাইতে পারি? সে কোন্ সামগ্রী—আমাদিগের পতনের পথ হইতে আমাদিগকে রক্ষা বা ধারণ করিয়া রাখিতে পারে? সে কি সৎ বা সত্ত্বভাব নহে? সৎই কি মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন নহে? ভগবান্ দ্যুলোক হইতে (স্বর্গ হইতে) যে সামগ্রী এই মর্ত্তাভূমে আনয়ন করিতেছেন, সে কি সৎ ভিন্ন অন্য আর কিছু হইতে পারে? কখনই নহে। আমরা তাই 'ধরুণং' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলাম। কেন-না, তাহাই আমাদিগের ধারক—তাহাই আমাদিগের রক্ষক। 'মাহিনঃ' পদে আমরা 'মহত্ত্বসম্পন্ন' অর্থ গ্রহণ করি; কেন-না, পূজার্থক 'মহ্' হইতে (মহ্ পূজায়াং) ঐ পদ নিষ্পন্ন। 'ওজসা' পদে সাধারণতঃ বলের দ্বারা অর্থই অধ্যাহৃত হয় বটে; কিন্তু এখানে 'আপনার মহত্ত্বপ্রভাবে' অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। স্বর্গ হইতে ভগবান্ যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবকে মর্ত্ত্যলোকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন, সে তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচারক। পৃথিবীর প্রতি তিনি করুণাপরায়ণ না হইলে, এই পার্থিব পাপকলুষে লিপ্ত আমাদিগের প্রতি তিনি কৃপাবান্ না হইলে আপনার অশেষ মহত্ত্বপ্রকাশে সেই স্বর্গের সামগ্রীকে তিনি এই ভূতলে না আনিলে, পাপী তাপী আমাদিগের উদ্ধারের অন্য আর কি উপায় ছিল? 'পৃথিব্যাঃ সদনেষু' পদদ্বয়ে 'কর্ম্মফল-ভোগ-নিমিত্তক এই পাপ পৃথিবী-প্রদেশে' অর্থই সঙ্গত হয়। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি মন্ত্রের প্রথম অংশে, "ইন্দ্র মাহিনঃ ওজসা দিবঃ ধরুণং পৃথিব্যাঃ সদনেষু ধিষে"—এই কয়েকটী পদে, সেই মহান্ ভগবানের অলৌকিক মহত্ত্বের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে আপনার অশেষ মহত্ত্ব-প্রভাবে স্বর্গের অনুপম সামগ্রীকে মর্ত্ত্যে আনিয়া স্থাপন করেন, এখানে তাঁহার সেই মাহাত্ম্য-তত্ত্বই প্রখ্যাত দেখি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "ত্বং সুতস্য মদে অপঃ অরিণাঃ"—এই পদ কয়েকটীতে, সংসারে ভগবানের করুণা বিতরণের এক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 'সুতস্য', 'অপঃ' ও 'মদে' পদত্রয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়,

৮। উ• ২।৫৭। ইতি মহ পূজায়ামিত্যস্মদৌণাদিক ইনণ্-প্রত্যয়ঃ। অত উপধায়া ইতি বৃদ্ধিঃ। অরিণাঃ। রী গতিরেষণয়োঃ। ক্রৈয্যাদিকঃ। লঙি সিপি প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। সময্যা। ষম ষ্টম বৈক্লব্যে। সমতীতি সমা। পচাদ্যচ। চিত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। পাস্যা। পিস্নু সঙ্কুর্ণনে ইত্যস্মাদৌণাদিক ইনপ্রত্যয়ঃ। বহুলবচনাদুপধায়া আকারঃ। কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। তৃতীয়ৈক-বচনে যণাদেশে সত্যুদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। অরুজঃ। রুজো ভঙ্গে। তৌদাদিকঃ। শস্থ ঙিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ॥ (১ম—৫৬সূ—৬ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থ একবিংশো বর্গঃ॥ ১।৪।২১॥

• • •

ষষ্ঠ (৬৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

— • —

শব্দার্থ এবং তাহার ভাব পরিগ্রহ উপলক্ষেই বেদ-ব্যাখ্যায় যত কিছু মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। মূলে আছে—'ধরুণং' পদ। ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূল—ধারণার্থক ধৃ ধাতু। তাহা হইতে কেহ অর্থ করিয়াছেন—'সোমং'; কেহ অর্থ করিয়াছেন—'বৃষ্টিজলং'। আমরা অর্থ গ্রহণ করিলাম-'লোকানাং ধারকং বা রক্ষকং শুদ্ধসত্ত্বং।' যাঁহারা সোমরস রূপ মাদক দ্রব্যকেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ ফলের প্রদাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ধারক ব রক্ষক অর্থমূলক 'ধরুণং' পদে 'সোমং' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিতে পারেন; আবার মরুপ্রদেশের অধিবাসী—জলই যাহাদিগের একমাত্র রক্ষক বা ধারক, তাঁহারা ঐ পদে 'বৃষ্টিজলং'

(উ• ২।৫৭) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে পূজার্থক মহ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ইনণ্-প্রত্যয়। 'অত উপধায়াঃ' এই নিয়মে বৃদ্ধি। অরিণাঃ। গতি এবং রেষণ অর্থ বোধক রী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্রৈয্যাদি-হেতু কঃ প্রত্যয়। 'লঙি সিপি প্বাদীনাং হ্রস্ব' এই নিয়মে হ্রস্বত্ব। সময্যা। ষম ষ্টম প্রভৃতি ধাতু বৈক্লব্যার্থবোধক। 'সমতি' এই বাক্যে সমা পদ নিষ্পন্ন। পচাদিত্ব-হেতু অচ্ প্রত্যয়। 'চিতঃ' নিয়মে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত। পাস্যা। সঙ্কুর্ণনার্থক পিস্নৃ (পিষ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়। বহুলবচন-প্রযুক্ত উপধার আকারাদেশ। 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইত্যাদি নিয়মে ঙীষ্। প্রত্যয়স্বর-হেতু অন্তোদাত্ত। তৃতীয়া একবচনে যণাদেশ হইলেও 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি নিয়মে স্বরিত স্বর হইয়াছে। অরুজঃ। ভঙ্গার্থক রুজ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তুদাদিগণীয়। ঙিত্ব-হেতু গুণাভাব হইয়াছে। (১ম—৫৬সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।২১॥

• • •

ইহজগতি প্রেরয়সি); 'বৃত্রস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য অসুরস্য) 'সময়া' (ধৃষ্টয়া—রুষ্টঃ সন্, যদ্বা—ধৃষ্টত্বাং) 'পাষ্যা' (শিলয়া, শক্ত্যা) 'বি অরুজঃ' (বিশেষেণ আভাঙ্ক্ষী, তং নাশয়সি)। অয়ং ভাবঃ—'সাধূনামনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতা ভগবৎকৃপা হি ইহজগতি লোকানাং মুক্তিপন্থানং প্রদর্শয়তি।' (১ম—৫৬সূ—৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! মহত্ত্বসম্পন্ন আপনি, আপনার মহত্ত্বপ্রভাবে লোকসমূহের রক্ষক সেই শুদ্ধসত্ত্বকে, স্বর্গ হইতে আনিয়া, ইহলোকের কর্ম্মপ্রদেশে (এই পাপনিবাসে) স্থাপন করেন; উপাসকগণের শুদ্ধসত্ত্বের আনন্দে আনন্দিত হইয়া, আপনি সত্ত্বভাবসমূহকে ইহজগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন; অজ্ঞানতা রূপ অসুরের ধৃষ্টতায় রুষ্ট হইয়া, আপনি পাষাণের দ্বারা অর্থাৎ দৃঢ়শক্তির দ্বারা বিশেষভাবে তাহাকে বিনষ্ট করেন (অথবা—অজ্ঞানতার ধৃষ্টতাকে বিচূর্ণ করেন)। (ভাব এই যে,—'সাধুগণের সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত ভগবানের করুণাই ইহলোকে মানুষকে গতিমুক্তির পদ প্রদর্শন করে।') ॥ (১ম ৫৬সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র মাহিনঃ প্রবৃদ্ধস্ত্বং দিবো দ্যুলোকাৎ পৃথিব্যাঃ সদনেষু প্রদেশেষ্বোজসা বলেন ধরুণং সর্ব্বস্য জগতো ধারকং বৃষ্টিজলং ধিষে দধিষে। স্থাপয়সি। যস্মাত্ত্বং সুতস্য সোমস্য পানেন মদে হর্ষে সত্যপো জলান্যরিণাঃ। মেঘান্নিরগময়ঃ। বৃত্রস্যাবরকং বৃত্রং চ সময়া ধৃষ্টয়া পাষ্যা শিলয়া যদ্বা শক্ত্যা ব্যরুজঃ বিশেষেণাভাঙ্ক্ষী॥

ধিষে। দধাতেশ্ছান্দসো বর্ত্তমানে লিট্। দ্বির্ব্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বচনাদ্দ্বির্ব্বচনাভাবঃ। ক্রাদিনিয়মাদিডাগম আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। মাহিনঃ। মহেরিনণ্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'মাহিনঃ' অর্থাৎ প্রবৃদ্ধ আপনি, আপন বলের দ্বারা সকল জগতের ধারক বৃষ্টি জলকে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশে স্থাপন করেন। অপিচ, আপনি সোমপানে হর্ষযুক্ত হইয়া মেঘ হইতে জল নির্গত করুন এবং আবরক বৃত্রকে বর্ষণকারী পাষাণ দ্বারা অথবা শক্তির দ্বারা বিশেষ রূপে ধ্বংস করেন।

ধিষে। ধা ধাতুর উত্তর ছান্দসে বর্ত্তমান কালে লিট্। দ্বির্ব্বচন প্রকরণে 'ছন্দসি বা' ইত্যাদি বচনানুসারে দ্বির্ব্বচনাভাব অর্থাৎ দ্বির্ব্বচন হয় নাই। ক্রাদি নিয়মে ইট আগম। 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি বিধানে আকার লোপ। মাহিনঃ। মহেরিনণ্ চ'

ষষ্ঠী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌পঞ্চাশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্‌।)

ত্বং দিবো ধরুণং ধিষ ওজসা পৃথিব্যা

ইন্দ্র সদনেষু মাহিনঃ।

ত্বং সুতস্য মদে অরিণা অপো বি

বৃত্রস্য সময়া পাষ্যারুজঃ॥ ৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণ।

ত্বং। দিবঃ। ধরুণং। ধিষে। ওজসা। পৃথিব্যাঃ।

ইন্দ্র। সদনেষু। মাহিনঃ।

ত্বং। সুতস্য। মদে। অরিণাঃ। অপঃ। বি।

বৃত্রস্য। সময়া। পাষ্যা। অরুজঃ॥ ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব) 'মাহিনঃ' (মহত্ত্বসম্পন্নস্ত্বং) 'ওজসা' (বলেন, স্বকীয়েন মহত্ত্বপ্রভাবেণ) 'ধরুণং' (লোকানাং ধারকং রক্ষকং বা, তৎ শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্গাৎ আনীয় ইতি যাবৎ) 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকস্য) 'সদনেষু' (কর্ম্ম-, প্রদেশেষু এবং পাপনিবাসেষু ইতি ভাবঃ) 'ধিষে' (দধিষে, স্থাপয়সি); 'ত্বং' 'সুতস্য' (উপাসকানাং শুদ্ধসত্ত্বস্য) মদে' (হর্ষে সতি) 'অপঃ' (সত্ত্বভাবান্ 'অরিণাঃ' (নিরগময়ঃ

"অপাং অর্ণবং নিঃ ঔব্জঃ।' সমুদ্র যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশ দেশান্তর প্লাবিত করে, তোমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে একটু অনুরাগ আসিলে, ভগবান্ তখন শুদ্ধসত্ত্বের সুধাধারায় তোমাকে পরিস্নাত করাইবেন। তখন, তোমার অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের বধ-সাধন হইবে, তোমার হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এ পক্ষে মন্ত্রাংশের উপদেশ এই যে—'মানুষ! একটু সত্ত্বসঞ্চয়ে চেষ্টান্বিত হও; তাহাতে ভগবানই তোমার শ্রেয়ঃসাধন করিবেন।'

এই তো মন্ত্রের এই তো ভাব আমরা পরিগ্রহণ করি। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে দেখিতে পাই, মন্ত্রের অন্তর্গত 'মদে' পদে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সোমরস-রূপ মাদকদ্রব্য-পানকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মন্ত্রে 'বৃত্রং অহন্' পদদ্বয় আছে দেখিয়া, মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি বৃত্রাসুরকে হনন করিয়াছিলেন—অর্থ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মন্ত্রে 'অপাং' আর 'অর্ণবঃ' পদদ্বয়ের সহিত 'নিঃ ঔব্জঃ' পদদ্বয়ের সংযোগ দেখিয়া, 'জলের সমুদ্রকে নিম্নমুখ করিয়া দিয়াছিলেন'—অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এইরূপে বৃত্র কখনও অসুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কখনও বা মেঘ মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। কখনও বা তাহার পুরীসকল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচর অসুর-সকলকে দেখা যাইতেছে; কখনও বা সে মনুষ্য-রূপে পরিকল্পিত হইতেছে; কখনও বা জলরূপে সে বিগলিত হইতেছে।

একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ উপলব্ধি করুন। সে অনুবাদ; যথা,—

"হে ইন্দ্র, শত্রুঘাতক আপনি যখন বৃত্র দ্বারা রুদ্ধ, সকলের প্রাণধারক, অক্ষয় জল দ্যুলোক হইতে বিস্তৃত সকল দিকে মুক্ত করিয়াছিলেন, আর যখন আপনি ধনলাভযোগ্য সংগ্রামে সোমপানে হৃষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত শক্তি দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তখন আপনি জলপূর্ণ বৃত্রাসুর হইতে মুক্ত উদক-প্রবাহ-সকল প্রবাহার্থে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।"

অথচ, আমরা কিন্তু দেখিতেছি, একই ভাব একই অর্থ সর্ব্বত্র অব্যাহত আছে;—ঋক নিত্যসত্য মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গেই পরিপূর্ণ। অসুরের বা মেঘের সম্বন্ধ কোথাও অক্ষুণ্ণ নাই। (১ম—৫৬সূ—৫ঋ)॥

— — ॰ — —

অহঙ্কারই সর্ব্বনাশের মূল। রজোভাব হইতেই দ্বেষ-অহঙ্কারাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। রজোভাবই অহঙ্কার-হেতুভূত জন্মজরামৃত্যু-ক্লেশ-ভোগের কারণ। সেইজন্যই রজোভাবের যাহাতে পরিবৃদ্ধি না হয়, অহঙ্কার যাহাতে নাশ পায়, সাধুগণ তৎপক্ষে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। অহঙ্কার যখন দূর হয় ভগবান্ তখন হৃদয়ে স্বর্গের আলোক বিস্তার করেন। অহঙ্কার দূরীভূত হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়। রজঃ বা অহঙ্কার দূরীভূত হইলে, সেই স্বর্গের সামগ্রীকে—মনুষ্যের ধারক বা রক্ষক সেই অক্ষয় বস্তুকে—সেই শুদ্ধসত্ত্বকে—ভগবান্ ইহজগতে প্রতিষ্ঠিত করেন। অহঙ্কার দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরমার্থ-প্রাপক সেই স্বর্গের সামগ্রী—সত্ত্বভাব—হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশ (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে) 'যৎ' হইতে 'বি অতিষ্ঠপঃ' পর্য্যন্ত অংশে, এই নিত্যসত্য তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, ঐ মন্ত্রাংশের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমার রজোভাবকে অহঙ্কারকে দূরীভূত কর; তাহা হইলে, সেই শত্রুহন্তা রিপুশত্রুদমনকারী সেই ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবেন, এবং তোমাকে অক্ষয় মোক্ষধামে লইয়া যাইবেন। তোমার প্রচেষ্টা হউক—রাজোভাব দূরীকরণে। তবেই তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিবে—তবেই মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে অগ্রসর পারিবে।' আমরা মনে করি, মন্ত্রাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে পূর্ব্বোক্ত ভাবই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এই অংশ মানুষকে সত্ত্বসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারি। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে যদি একটু অনুরাগ আসে, সত্ত্বসঞ্চয়-রূপ সুষ্ঠু ধন সংগ্রহের জন্য মানুষের হৃদয়ে যদি একটু আকুলি-ব্যাকুলি উপস্থিত হয়, সৎ হইবার জন্য মানুষের হৃদয়ে যদি একটু আগ্রহ আসে, ভগবানের করুণার ধারা তখন স্বতঃই মানুষের প্রতি প্রবাহিত হয়। ভগবানের সেই করুণা তখন কেমন ভাবে প্রবাহিত হয়, এখানে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাহাই প্রখ্যাত দেখি। ভগবান্ তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মানুষের অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে হনন করেন; আর সেই অজ্ঞানতা রূপ অসুর, মানুষকে সত্ত্বসঞ্চয়ে যে বাধা প্রদান করিতেছিল, তখন তিনি সে বাধাও অপসারিত করিয়া দেন। তাই বলা হইয়াছে—

ইতি তকারস্য ধত্বং। তস্য ষ্টুত্ব ঢো ঢে লোপ ইতি ঢলোপঃ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্যেতি দীর্ঘত্বং। স্বরিত্যেতৎ ঙুঙ্স্বরৌ স্বরিতাবিতি স্বর্যাতে। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন তদেব শিষ্যতে। অহন্। হন্তের্লঙি মধ্যমৈকবচনে হলঙ্যাবভ্য ইতি সের্লোপঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ঔজ। উজ আর্জ্জবে। লঙ্যাডাগমো বৃদ্ধিশ্চ॥ (১ম—৫৬সূ—৫ঋ)॥

* * *

পঞ্চম (৬৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'রজঃ' পদের অর্থ-বিষয়ে প্রথম মতান্তর ঘটিয়াছে। আমরা ঐ পদের প্রসিদ্ধ অর্থই (রাজোভাব বা অহঙ্কার) গ্রহণ করিয়াছি। নিঘণ্টু-নিরুক্তেও আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষ্যে 'তিরঃ' পদ 'তিরোহিতং' প্রতিবাক্যে উদকের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। আমরা 'রজঃ' পদকে প্রথমার একবচনের পদ স্বীকার করিয়া 'তিরঃ' পদে 'তিরোহিতঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাব সম্পূর্ণ-রূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন বৃত্রকর্তৃক (তিরঃ) অবরুদ্ধ (অপঃ) জলকে মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।' কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যায় ভাব দাঁড়াইল,— 'মানুষের রজোভাব বা অহঙ্কার যখন তিরোহিত হয়।' এতদনুসারে 'ধরুণং' ও 'অচ্যুতং' পদদ্বয়ের ভাবও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। জলের বিশেষণ হইয়া ঐ দুই পদে যথাক্রমে 'প্রাণিজাতস্য ধারকং' এবং 'বিনাশরহিতং' প্রতিবাক্যে কি তাৎপর্য্য প্রকাশ করে, তাহা অনুধাবন করা বড়ই কঠিন। পক্ষান্তরে ঐ দুই পদকে আমরা যে ভাবে পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে একটা ক্রম-পর্য্যায় লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

তকারের ধত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। ধত্বের ষ্টুত্ব প্রাপ্তি এবং 'ঢো ঢে লোপঃ' নিয়মে ঢ লোপ হইয়াছে। 'ঢ্রলোপ পূর্ব্বস্য' নিয়মে দীর্ঘ। স্বরিৎ হেতু নঙ্স্বরেও স্বরিত হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতি স্বর হওয়ায় তাহাই শিষ্ট হইয়াছে। অহন্। হন্ ধাতুর লঙ বিভক্তিতে মধ্যমৈকবচনে 'হলঙ্যাবভ্যঃ' ইত্যাদি বিধানানুসারে 'সেঃ' লোপ হইল; যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হইল না। ঔজঃ। আর্জ্জবার্থে উজ হইতে নিষ্পন্ন। লঙ-হেতু আট আগম ও বৃদ্ধি হইয়াছে। (১ম—৫৬সূ—৫ঋ)॥

সত্ত্ব-সঞ্চয়ের জন্য অনুরাগ উপস্থিত হইলে, যখন আপনি আনন্দে অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে অবাধে হনন করেন, তখন সত্ত্বভাবসমূহের সমুদ্রকে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত করিয়া থাকেন; (ভাব এই যে,—'সত্ত্বসঞ্চয়ের অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, এবং ভগবানের কৃপায় হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে।') ॥ (১ম—৫৬সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

যদ্‌যদা তিরো বৃত্রেণ তিরোহিতং ধরুণং সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য ধারকমচ্যুতং বিনাশরহিতং রজ উদকং দিবো দ্যুলোকাদাতাসু। আতা ইতি দিঙ্‌নাম। আতাসু বিস্তৃতাসু দিক্ষু হে ইন্দ্র বর্হণা হন্তা ত্বং ব্যতিষ্ঠিপঃ। বিবিধং স্থাপয়াং চকৃষে। তথা যদ্‌যদা স্বর্মীল্‌হে। মিল্‌হ-মিতি ধননাম। স্বঃ সুষ্ঠু গন্তব্যং মীল্‌হং ধনং যস্মিন্‌ তস্মিন্‌ সংগ্রামে মদে তব সোমপানেন হর্ষে সতি হর্ষ্যা হৃষ্টয়া শক্ত্যা বৃত্রমাবরকমসুরমহন্‌। অমবধীঃ। তদানীমপাং পূর্ণমর্ণবং মেঘং নিরোব্জঃ। বর্ষণাভিমুখমধোমুখমকার্ষীঃ। বৃষ্টেরাবরকং বৃত্রং হত্বা বৃষ্টিজলেন ভূমিং ব্যসৈক্ষীরীতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥

অতিষ্ঠিপঃ। তিষ্ঠতের্ণ্যন্তাল্লুঙি চ্লেশ্চঙাদেশঃ। ণিলোপঃ। তিষ্ঠতেরিৎ। পা০ ৭।৪।৫। ইত্যুপধায়া ইত্বং। চঙীতি দ্বির্ব্বচনে শর্পূর্ব্বাঃ খয় ইতি থকারঃ শিষ্যতে। চর্ত্ত্বেন তকারঃ। অড়াগম উদাত্তঃ। যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। বর্হণা সুপাং সুলুগিতি সোরাকারঃ। স্বর্মীল্‌হে। মিহ সেচনে। নিষ্ঠা। হো ঢ ইতি ঢত্বং। ঝষস্তথোর্ধোঽধ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শত্রুহননকারী হে ইন্দ্র! যখন তুমি বৃত্রকর্তৃক তিরোহিত অর্থাৎ অবরুদ্ধ সকল প্রাণিজাতের ধারক বিনাশরহিত জলসমূহকে দ্যুলোক হইতে 'আতাসু' (আতা পদ দিঙ নামে পঠিত হয়) অর্থাৎ বিস্তৃত দিকসমূহের সর্ব্বত্র স্থাপন করিয়াছিলে; অপিচ, যখন 'স্বর্মীল্‌হে' (মীল্‌হং পদ ধননামে পঠিত হয়) অর্থাৎ সুষ্ঠু গন্তব্য ধন যাহাতে সেইরূপ সংগ্রামে সোমপানে তোমার হর্ষ উপস্থিত হইলে, হর্ষযুক্ত তুমি আপনার শক্তির দ্বারা বৃত্রনামক আবরক অসুরকে বধ করিয়াছিলে; সেই সময়, জলপূর্ণ অর্ণবসদৃশ মেঘকে বর্ষণ জন্য অধোমুখ করিয়াছিলে; অর্থাৎ বৃষ্টির আবরক বৃত্রকে নিহত করিয়া বৃষ্টির জলে ভূমি প্লাবিত করিয়াছিলে,—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

অতিষ্ঠিপঃ। 'তিষ্ঠতেঃ' অর্থাৎ স্থা ধাতুর ণ্যন্ত-হেতু লুঙ বিভক্তিতে চ্লি স্থানে চঙ্‌ আদেশ ও ণিলোপ। 'তিষ্ঠতেরিৎ' (পা০ ৭।৪।৫) এই সূত্রানুসারে উপধার ইত্ব হইয়াছে। 'চঙীতি দ্বির্ব্বচনে শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ' ইত্যাদি নিয়মে অ-কার শিষ্ট হইয়াছে। চর্ত্ব-হেতু তকার, অট আগম ও উদাত্ত। যদ্‌বৃত্তযোগ হেতু নিঘাত হয় নাই। বর্হণা। 'সুপাং সুলুক' নিয়মে সো স্থানে আকার। স্বর্মীল্‌হে। সেচনার্থক মিহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর নিষ্ঠা-প্রত্যয় এবং 'হো ঢঃ' ইত্যাদি নিয়মে ঢত্ব। "ঝষস্তথোর্ধোঽধঃ" ইত্যাদি নিয়মে

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। যৎ। তিরঃ। ধরুণং। অচ্যুতং। রজঃ। অতিস্থিতঃ।

দিবঃ। আতাসু। বর্হণা।

স্বঃঽমীলহে। যৎ। মদে। ইন্দ্র। হর্ষ্যা। অহন্। বৃত্রং।

নিঃ। অপাং। ঔব্জঃ। অর্ণবং॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'রজঃ' (জনানাং রজোভাবঃ, অহঙ্কারঃ) 'তিরঃ' (তিরোহিতো ভবতি); তদা 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বর্হণা' (শত্রুহন্তা) ত্বং 'ধরুণং' (লোকানাং ধারকং) 'অচ্যুতং' (বিনাশরহিতং—মোক্ষপ্রাপ্তিমূলকং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'আতাসু' (চতুর্দ্দিক্ষু বিস্তৃতাসু) 'বি অতিস্থিতঃ' (বিশেষেণ ইহজগতি স্থাপয়সি); অহঙ্কারো যদা দূরীভবতি, তদা হৃদি সত্ত্বভাবঃ সঞ্জায়তে, নরোঽক্ষয়ং মোক্ষধামং লভতে—ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'স্বর্মীলহে' (সুষ্ঠুধননিমিত্তে সংগ্রামে, লোকানাং হৃদি সত্ত্বসঞ্চয়ায় অনুরাগে সতি 'যৎ' (যদা) ত্বং 'মদে' (আনন্দে) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপং অসুরং) 'হর্ষ্যা' (হৃষ্টয়া, অবাধেন ইতি ভাবঃ) 'অহন্' (অবধীঃ, নাশয়সি), তদা 'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'অর্ণবং' (সমুদ্রং) 'নিঃ ঔব্জঃ' (নিম্নাভিমুখং প্রবাহয়সি); সত্ত্বসঞ্চয়ায় অনুরাগেণ সহ যদা অজ্ঞানতা দূরীভবতি, তদা ভগবৎকৃপয়া হৃদ সত্ত্বভাবেন পূর্ণো ভবতি, নরো মোক্ষং লভত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৬সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

যখন মনুষ্যগণের রজোভাব অর্থাৎ অহঙ্কার তিরোহিত হয়, তখন, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! শত্রুহননকারী আপনি, মনুষ্যগণের রক্ষাকারী, অবিনাশী (মোক্ষপ্রাপ্তিমূলক) শুদ্ধসত্ত্বকে স্বর্গলোক হইতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিয়া বিশেষ প্রকারে ইহজগতে স্থাপন করেন; (ভাব এই যে,—'অহঙ্কার যখন দূরীভূত হয়, তখন হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা মানুষ অক্ষয় মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়।') আর, মনুষ্যগণের হৃদয়ে

মন্ত্রের অন্তর্গত 'তমঃ' এবং 'রেণুং' পদ দুইটীর অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের একটু মত পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যে 'তমঃ' পদে 'তমোরূপং বৃত্রাদিমসুরং' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে; আর, 'রেণুং' পদে 'রেষণং হিংসনং' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা কিন্তু 'তমঃ' পদে অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার অর্থ গ্রহণ করি, এবং আমাদিগের মতে 'রেণুং' পদে পাপ অর্থ সিদ্ধান্তিত হয়। 'রেণুং' পদের পাপ অর্থ কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার পূর্ব্বেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিরুক্তানুসারেও সিদ্ধ হইতে পারে। মন্ত্রান্তর্গত 'দেবী' পদ, 'তবিষী' পদের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। সেই 'তবিষী' বা শক্তি' কি প্রকার? তাহা 'ত্বাবৃধা' ও 'দেবী'। ইহাতে বুঝা যায়, হৃদয়ের মধ্যে যে দ্যোতনাত্মিকা জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তি থাকে অর্থাৎ সদ্ভাব হইতে যে শক্তির উৎপত্তি ঘটে, এখানে তাহারই প্রতি লক্ষ্য আছে। ভগবানের সহিত অভিন্নভাবে সেই শক্তিই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়। সত্ত্বসহযুত জ্ঞানকিরণান্বিত মানুষের যে কর্ম্ম অথবা শক্তি, তাহা নিরন্তর ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকে; তদ্দ্বারাই ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতেই মানুষের পাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই বিষয় বিবেচনা করিলেই, মন্ত্রে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। (১ম—৫৬সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌পঞ্চাশৎ সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

বি যত্তিরো ধরুণমচ্যুতং রজোঽতিষ্ঠিপো

দিব আতাসু বর্হণা।

স্বর্মীল্‌হে যন্মদ ইন্দ্র হর্ষ্যাহন্‌বৃত্রং

নিরপামৌব্জো অর্ণবং॥ ৫॥

চতুর্থ (৬৬২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যাদিতে প্রথমতঃ এই মন্ত্রের সম্বোধন-বিষয়ে সংশয় আসে। কি উদ্দেশ্যে কাহাকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাঠকগণ অনুভব করিয়া লইবেন। দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ; যথা,—

(১) "যেরূপে সূর্য্য উষাকে সেবা করেন, দীপ্তিমান্ বল সেইরূপ তোমার রক্ষণের জন্য তোমার স্তোত্র দ্বারা বর্দ্ধিত ইন্দ্রকে সেবা করে। সেই ইন্দ্র পরাভবকারী বল দ্বারা অন্ধকাররূপ (বৃত্রকে) দমন করেন, এবং শত্রুদিগকে ক্রন্দন করাইয়া বিশেষরূপে ধ্বংস করেন।"

(২) "যে ইন্দ্র শত্রুধর্ষণকারি বলদ্বারা অন্ধকাররূপ বৃত্রাদি অসুরকে হিংসা করিয়াছেন। উষা যেমন সূর্য্যদেবকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্তোত্রদ্বারা প্রশংসিত প্রদীপ্ত বল যখন রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, তখন শত্রুদিগের নাশক সেই ইন্দ্র সকল পাপ প্রভৃতরূপে নাশ করেন।"

এই তো অর্থ! ইহা হইতে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাঠকগণ গ্রহণ করুন।

আমরা কিন্তু মনে করি, এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন মূলক এবং মনঃসম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রের অন্তর্গত "উষসং ন সূর্য্যঃ" এই পদটীতে, বুঝিতে পারি এক অবিচ্ছিন্ন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ভাব দ্যোতনা করিতেছে। মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে মনঃ! তোমার শক্তিকে সদ্বুদ্ধিকে ভগবানের প্রচর্চ্চনায় এমনভাবে নিয়োজিত কর;—দেখো, যেন তোমার শক্তি বা বুদ্ধি কখনও তাঁহার সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়। সূর্য্যরশ্মির সহিত উষার যেরূপ সম্বন্ধ, তোমার শক্তি বা কর্ম্ম যেন ভগবানের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে।' তাহা হইলে, তুমি কি লাভ করিবে? মন্ত্রাংশে তাহাই কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে, সেই ভগবানই তোমার সহায় হইয়া তোমার অজ্ঞানতাকে বিনাশ করিবেন; তাহা হইলে, সেই ভগবানের করুণা-প্রভাবেই তোমার সকল শ্রেয়ঃ অধিগত হইবে।

নিত্যং তৎসংবদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ। তদানীমর্হরিষণিঃ। গচ্ছন্তী হরন্তীত্যর্হরয়ঃ শত্রবঃ। তেষাং ব্যথোৎপাদনেন স্বনয়িতা শব্দয়িতেন্দ্রো রেণুঃ রেষণং হিংসনং বৃহৎ প্রভূতমিয়র্ত্তি। শত্রূন্ গময়তি॥

ত্বাবৃধা। ত্বয়া বর্দ্ধিত ইতি ত্বাবৃৎ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। ছান্দসং দকারস্যাত্বং। সুপাং সুলুগিতি দ্বিতীয়ায়া আকারঃ। সিষক্তি। ষচ সমবায়ে। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। ইয়র্ত্তি ঋ সৃ গতৌ। জোহোত্যাদিকঃ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লট্। শপঃ শ্লুঃ। দ্বির্ভাবোরদত্বহলাদিশেষাঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। অভ্যাসস্যাসবর্ণ ইতীয়ঙাদেশঃ। অনুদাত্তে চেত্যভ্যাসস্যাদ্যুদাত্তত্বং। পূর্ব্বপদস্য বাক্যান্তরগতত্বেন পদাদপরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। রেণুঃ। রী গতিরেষণয়োঃ। অস্মাদৌণাদিকো নুপ্রত্যয়ঃ। অর্হরিষণিঃ। অর্ত্তেরন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বিচ্। অরো গচ্ছন্তশ্চমে হরয়শ্চেত্যর্হরয়ঃ। তেষাং স্বনয়িতা। স্বমু স্বন ধ্বন শব্দে। অস্মাণ্যন্তাদৌণাদিক ইন্‌প্রত্যয়ঃ। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। ঘটাদিত্বান্নিত্বে মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৫৬স্—৪ঋ)।

* * *

যেমন উষাকে সেবা করে অর্থাৎ নিত্য তৎসহ সম্বন্ধ হয়। সেই সময়, ('অর্হরিষণিঃ'—গমন করে বা হরণ করে এতদর্থে ঐ পদে শত্রুদিগকে বুঝায়) শত্রুগণের ব্যথা উৎপাদন দ্বারা শব্দয়িত ইন্দ্রের হিংসা বা শত্রুবধ-কার্য্য প্রভূত পরিমাণে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তিনি বিশেষরূপে শত্রুদিগকে বধ করেন।

ত্বাবৃধা। তোমার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়—এই অর্থে ত্বাবৃৎ পদ নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয়। প্রত্যয়ের উত্তরপদ হইতে ম-পর্য্যন্তের ত্ব আদেশ। ছান্দস-প্রযুক্ত দকারের আত্ব। 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে আকার আদেশ। সিষক্তি। ষচ্ ধাতু সমবায়ার্থক। বহুলং ছন্দসি' নিয়ম শপের স্থানে শ্লু আদেশ এবং 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে অভ্যাসের এত্ব। ইয়র্ত্তি। ঋ ও সৃ ধাতু গত্যর্থবোধক। জুহুত্যাদিগণীয়। তদুত্তর অন্তর্ভাবিতণ্যর্থে লট্ ও শপের শ্লু আদেশ, দ্বির্ভাব, অদত্ব ও হলাদি শেষ। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ" ইত্যাদি নিয়মে অভ্যাসের এত্ব, অভ্যাসস্যাসবর্ণঃ' ইত্যাদি নিয়মে ইয়ঙাদেশ। 'অনুদাত্তে চ' নিয়মে অভ্যাসের আদ্যুদাত্তত্ব এবং পূর্ব্বপদের বাক্যান্তরগতত্ব-হেতু পদের অপরত্ব নিবন্ধন নিঘাত হয় নাই। রেণুঃ। গতি এবং রেষণার্থক রী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তদুত্তর ঔণাদিক নু প্রত্যয়। অর্হরিষণিঃ। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই নিয়মে ঋ ধাতুর উত্তর বিচ্-প্রত্যয়। ইহারা গমন করে—এই অর্থে 'অরঃ' স্থানে 'হরয়ঃ' হয়। তাহাদিগের স্বনয়িতা। স্বমু স্বন্ ধ্বন্ প্রভৃতি ধাতু শব্দার্থ-বোধক। ণ্যন্ত হেতু ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়। ণেরনিটি নিয়মে ণি-লোপ। 'ঘটাদিত্বান্নিত্বে নিতাং হ্রস্বং ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। (১ম—৫৬স্—৪ঋ)॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! 'উষসং ন সূর্য্যঃ' (উষসা সহ সূর্য্যস্য যথা অভিন্নসম্বন্ধঃ তদ্বৎ, অবিচ্ছেদেন ইতি ভাবঃ) 'ত্বাবৃধা' (ত্বয়া সেবিতা, তব হৃদয়াধিষ্ঠিতা) 'দেবী' (দ্যোতনাত্মিকা) 'তবিষী' (শক্তিঃ) 'যদি ইন্দ্রং' (যদি ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'সিষক্তি' (সেবতে), তর্হি 'যঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'ধৃষ্ণুনা' (ধর্ষকেণ, অজ্ঞাননাশকেন) 'শবসা' (স্বকীয়েন বলেন) 'তমঃ' (অজ্ঞানান্ধকারং—সাধুনাং হৃদয়স্থিতং ইতি যাবৎ) 'বাধতে' (নশ্যতি, দূরীকরোতি), 'অর্হরিষ্বণিঃ' (শত্রুনাশকঃ, অজ্ঞাননাশকঃ স ভগবান্ এব) তব 'বৃহৎ' (প্রভূতং) 'রেণুং' (পাপং) 'ইয়র্ত্তি' (অপগময়তি, ভীষণপাপসম্বন্ধাৎ ত্বাং রক্ষতে ইতি ভাবঃ)। অয়ং তাৎপর্য্যার্থঃ—'তব যৎ শক্তিসামর্থ্যমস্তি তৎসর্ব্বং ভগবৎকার্য্যে বিনিযোজয়; তদা ভগবান্ ত্বাং সর্ব্বস্মাৎ পাপাৎ উদ্ধারয়তি।' (১ম—৫৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! উষার সহিত সূর্য্যের যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—সেইরূপ অবিচ্ছেদে, তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিতা দ্যোতনাত্মিকা শক্তি যদি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সেবা করে; তাহা হইলে, যে ভগবান্ ইন্দ্রদেব অজ্ঞানতা নাশক আপনার শক্তির দ্বারা সাধুগণের হৃদয়স্থিত অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করেন, অজ্ঞান-নাশক সেই ভগবানই তোমার প্রভূত পাপকে অপসারণ করিয়া দিবেন। (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—'তোমার যে-কিছু শক্তিসামর্থ্য আছে, ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত কর; তাহা হইলে, সকল পাপ হইতে ভগবান্ তোমায় উদ্ধার করিবেন।')॥ (১ম—৫৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

য ইন্দ্রো ধৃষ্ণুনা ধর্ষকেন শবসা বলেন তমস্তমোরূপং বৃত্রাদিমসুরং বাধতে। হিনস্তি। উতয়ে রক্ষণায় ত্বাবৃধা ত্বয়া স্তোত্রা বর্দ্ধিতং তমিন্দ্রং দেবী তবিষী স্তোতমানং বলং যদি যদা সিষক্তি। সমবৈতি। সেবত ইতি যাস্কঃ। সূর্য্যঃ উষসং ন যথোষোদেবতাং সেবতে।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে ইন্দ্র ধর্ষক বলের দ্বারা তমোরূপ বৃত্রাদি অসুরদিগকে হিংসা করেন অর্থাৎ বিনাশ করেন; তোমার রক্ষণার্থ তোমার স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধিত সেই ইন্দ্রকে স্তোতমান্ বল যখন প্রাপ্ত হয়; যেমন—(যাস্কের মতে 'সিষক্তি' পদের অর্থ সেবা করে) 'সূর্য্যঃ উষসং ন' অর্থাৎ সূর্য্য

যাহা হউক, এই মন্ত্রের 'মদে' পদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, মানুষ যদি ভগবানের আনন্দপ্রদ সত্ত্বভাব একটু হৃদয়ে সঞ্চয় করিতে পারে, যত বড় শত্রুই তাহাকে আক্রমণ করুক না কেন, ভগবানের কৃপায় সে সকল শত্রুকেই পরাভব করিতে সমর্থ হইয়া পরাগতি লাভ করিবে। ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ—ইহাই এই মন্ত্রের শিক্ষা। (১ম—৫৬সূ—৩ঋ)॥

—·—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্পঞ্চাশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

দেবী যদি তবিষী ত্বাবৃধোতয় ইন্দ্রং

সিষক্ত্যুষসং ন সূর্য্যঃ।

যো ধৃষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়র্ত্তি

রেণুং বৃহদর্হরিষ্বণিঃ॥ ৪॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণ।

দেবী। যদি। তবিষী। ত্বাহবৃধা। উতয়ে। ইন্দ্রং।

সিষক্তি। উষসং। ন। সূর্য্যঃ।

যঃ। ধৃষ্ণুনা। শবসা। বাধতে। তমঃ। ইয়র্ত্তি।

রেণুং। বৃহৎ। অর্হরিষ্বনিঃ॥ ৪॥

* * *

বিদ্যতে—ইহজগতি ইতি শেষঃ); যানি স্তোত্রাণি বয়ং উচ্চারয়ামঃ, তানি সর্ব্বাণি ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ; অতঃ 'ক্ষোণী ইব' (সর্ব্বেষাং ধারয়িত্রী পৃথ্বী মাতেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'তৎ' (স্তুতিলক্ষণং) 'বচঃ' (অস্মদুচ্চারিতং বাক্যং) 'প্রতি হর্য্য' (কাময়স্ব, গৃহাণ, শৃণু) ত্বমিতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'ভগবৎ-কর্ম্মণি অস্মাকং আসক্তির্ভবতু; অস্মাকং প্রার্থনা ভগবান্ শৃণোতু।' (১ম—৫৭সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্টধনসম্পন্ন, সকলের পূজ্য, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা যে সকল প্রার্থনাকারী আমরা আপনাকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, সে আমরা সকলেই আপনার অঙ্গীভূত (আশ্রয়প্রাপ্ত) হইয়া থাকি। স্তুতিমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্। আপনার ভিন্ন কোনও স্তুতি ইহজগতে নাই; অর্থাৎ, যে কোনও স্তুতিমন্ত্রই আমরা উচ্চারণ করি না কেন, সকলই আপনাকে প্রাপ্ত হয়; অতএব, সকলের ধারণকর্ত্রী পৃথ্বীমাতার ন্যায়, আমাদিগের উচ্চারিত স্তুতিলক্ষণ বাক্যকে, আপনি গ্রহণ (শ্রবণ) করুন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-কর্ম্মে আমাদিগের আসক্তি হউক এবং ভগবান্ আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করুন।)। ৪॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র প্রভূবসো প্রভূতধন। অতএব পুরুহূত পুরুভির্বহুভির্যজমানৈঃ স্তুত। যে চ বয়ং ত্বা ত্বামারভ্যাশ্রয়ত্বয়াবলম্ব্য চরামসি। চরামো যাগে বর্ত্তামহে। ত ইমে বয়ং তে তব স্মভূতাঃ। হে গির্ব্বণঃ। গীর্ভির্বননীয়েন্দ্র ত্বদন্যস্ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিদপি গিরঃ-স্তুতীর্নহি সম্বৎ। ন হি প্রাপ্নোতি। অতস্ত্বং নোঽস্মাকং তৎস্তুতিলক্ষণং বচঃ প্রতিহর্য্য। কাময়স্ব। ক্ষোণীরিব। যথা ক্ষোণী পৃথিবী স্বকীয়ানি ভূতজাতানি কাময়তে॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে প্রভূতধনবান্ অতএব বহু যজমানের স্তুত ইন্দ্র! যে আমরা আপনাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া যাগে বর্ত্তমান আছি অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছি; সেই এই আমরা আপনারই স্বভূত হই। হে গির্ব্বণ অর্থাৎ স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় বা ভজনীয় ইন্দ্র! আপনি ভিন্ন অন্য কেহই স্তুতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব, আপনি আমাদিগের সেই স্তুতিলক্ষণযুক্ত বাক্য কামনা করুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন। 'ক্ষোণীরিব' অর্থাৎ পৃথিবী যেমন স্বকীয় ভূতজাত

চরামসি। ইদন্তো মসিঃ। শপঃ পিত্বাদানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। সঘৎ। ষঘ হিংসায়াং। অত্র প্রাপ্ত্যর্থো ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ। লেটোঽডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। ক্ষোণীরিব। হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি সুলোপাভাবশ্ছান্দসঃ॥ (১ম—৫৭সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৬৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:*:——

ভগবানকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, যাঁহাদের কর্ম্মমাত্র ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হয়, তাঁহারা ভগবানের সহিত অঙ্গীভূত হইয়া থাকেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে স্থানদান করেন।

আমরা যখন আমাদিগের কর্ম্মমাত্রকে ভগবানের অনুসারী করিতে পারিব, আমাদিগের সকল কর্ম্মই যখন ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইবে, তখনই আমরা ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইব, তখনই আমরা তাঁহার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইতে সমর্থ হইব।

এ মন্ত্রে এই এক ভাব—এই এক নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রখ্যাত আছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'মানুষ! তুমি যে কিছু কর্ম্ম করিবে, সকলই ভগবানের উদ্দেশে করিয়া যাও; তাহাই তোমার শ্রেয়ঃসাধক হইবে।'

মন্ত্রের আর এক ভাব এই যে,—জগতে যে কিছু স্তুতি-মন্ত্র আছে, সকলই সেই ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হয়, সকলই সেই তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। তিনি ছাড়া সংসারে আর স্তুতির পাত্র কেহ নাই; উপাস্য একমাত্র তিনিই আছেন; তাঁহার ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা—

চরামসি। 'ইদন্তো মসিঃ' নিয়মে মসি প্রত্যয়। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। যদ্বৃত্ত-যোগ-নিবন্ধন নিঘাত হয় নাই। সঘৎ। হিংসার্থক ষঘ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ধাতুর অনেক অর্থ হয় বলিয়া এখানে প্রাপ্তি অর্থ হইয়াছে। লেট হওয়ায় অট্ আগম হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে বিকরণের লোপ। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। ক্ষোণীরিব। 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে ছান্দস-প্রযুক্ত সু লোপ হয় নাই। (১ম—৫৭সূ—৪ঋ)॥

উপাসনাই নহে। স্তব করিতে হয়, ভগবানকেই কর; উপাসনা করিতে হয়, ভগবানেরই উপাসনা কর। ভগবানের ভিন্ন অন্যের উপাসনা বৃথা—নিষ্ফল।

মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'উপাসনা যদি কাহারও থাকে, সে সেই ভগবানেরই উপাসনা; উপাসনা যদি কাহারও করিতে হয়, ভগবানেরই উপাসনা কর। স্তোত্রমন্ত্র যদি উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা উচ্চারিত হউক।'

মানুষ যে মানুষের উপাসনা করিয়া বেড়ায়, দরিদ্র যে ধনবানের উপাসনা করিয়া ফেরে, দুর্ব্বল যে বলীয়ানের স্তুতি করিয়া থাকে, সে তাহাদের ভ্রান্তি মাত্র। কেন-না, মানুষ কখনও কাহারও কোনও উপকার করে না; মানুষে কোনও উপকার কাহারও করিতেও পারে না। মানুষের দ্বারে ভিক্ষার্থী হওয়া—সে কেবল বিড়ম্বনা সার। এখানে এই ঋকে এই ইঙ্গিতই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের উপসংহারে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের স্তোত্র আপনি গ্রহণ করুন; সে স্তোত্র যদি বিকৃত অসম্বন্ধও হয়, তাহা উপেক্ষা করিবেন না। পৃথ্বীমাতা যেমন আপন ক্রোড়ে তাঁহার সকল সন্তানকে আশ্রয় দেন; অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, মূক হউক, বধির হউক, তাঁহার সকল সন্তানই যেমন তাঁহার অঙ্কে স্থান পায়; আমাদিগের প্রার্থনা, সেইরূপভাবে যেন আপনাকে প্রাপ্ত হয়।' ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের পূজার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করিয়া সে পূজা আপনি গ্রহণ করুন।'

এই ঋকটীতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করি।

মন্ত্রের প্রথম প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমরা যেন আপনারই কর্ম্মে জীবন ন্যস্ত করিতে পারি।'

দ্বিতীয় প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমাদিগের স্তুতিমন্ত্র যেন আপনার উদ্দেশেই বিহিত হয়।'

তৃতীয় প্রার্থনা,—'আমাদিগের শত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আপনি যেন আমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন।'

যে ভাবে মন্ত্রের যে অর্থই প্রচলিত থাকুক, আমরা এ মন্ত্রে উক্ত ত্রিবিধ ভাবই গ্রহণ করি। (১ম—৫৭সূ—৪ঋ)॥

—•—

পঞ্চমং ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তপঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ভূরি ত ইন্দ্র বীর্য্যং ১ তব স্মস্যস্য

স্তোতুর্মঘবন্ কামমা পৃণ।

অনু তে দ্যৌর্বৃহতী বীর্য্যং মম ইয়ং চ তে

পৃথিবী নেম ওজসে।

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ভূরি। তে। ইন্দ্র। বীর্য্যং। তব। স্মসি। অস্য।

স্তোতুঃ। মঘহবন্। কামং। আ। পৃণ।

অনু। তে। দ্যৌঃ। বৃহতী। বীর্য্যং। মমে। ইয়ং। চ। তে।

পৃথিবী। নেমে। ওজসে ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'বীর্য্যং' (সামর্থ্যং) 'ভূরি' (বহু, অশেষং) অস্তীতি শেষং ; 'মঘবন্' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) অহং 'তব স্মসি' (ত্বদাশ্রিতোঽস্মি)

'অস্য' (মাদৃশস্য) 'স্তোতুঃ' (উপাসকস্য) 'কামং' (অভিলাষং) ত্বং 'আ পৃণ' (সর্ব্বতোভাবেন পূরয়); 'বৃহতী' (মহান্) 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকঃ) 'তে' (তব) 'বীর্য্যং' (প্রভাবং) 'অনু মমে' (নমস্করোতি); 'ইয়ং' (পরিদৃশ্যমানা) 'পৃথিবী চ' (ধরিত্রী অপি) 'তে' (তব) 'ওজসে' (বলায়) 'নেমে' (প্রহ্বী ভবতি, তচ্ছক্তিপ্রভাবেন পরিচালিতো ভবতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ হি অশেষশক্তিসম্পন্নঃ; দ্যুলোকভূলোকাদয়ঃ সর্ব্বে লোকাঃ তস্য অনুশাসনেন পরিচালিতো ভবন্তি। (১ম—৫৭সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সামর্থ্যের শেষ নাই; হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন! আমি আপনার আশ্রিত; মাদৃশ উপাসকের অভিলাষ আপনি সর্বতোভাবে পূরণ করুন; মহান্ স্বর্গলোক আপনার প্রভাবকে নমস্কার করে; এই পরিদৃশ্যমানা পৃথিবীও আপনার বলের নিকট অবনত আছে, অর্থাৎ আপনার শক্তিপ্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে। (ভাব এই যে,— ভগবান্ অশেষশক্তিসম্পন্ন; দ্যুলোক-ভূলোকাদি লোকসকল তাঁহারই অনুশাসনে পরিচালিত হইতেছে।)॥ (১ম—৫৭সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তে তব বীর্য্যং সামথ্যং ভূরি বহু ন কেনাপ্যবচ্ছেত্তুং শক্যতে। তাদৃশস্য তব বয়ং স্মসি। স্বভূতা ভবামঃ। হে মঘবন্ ত্বমস্য স্তোতুঃ ত্বাং স্তুবতো যজমানস্য কামমভিলাষমাপৃণ। আপূরয়। বৃহতী দ্যৌর্মহান্ দ্যুলোকোঽপি তে তব বীর্য্যমনুমমে। অন্বমংস্ত। ইন্দ্রেণ সহাবস্থানাদিয়ং চেয়মপি পৃথিবী তে তবোজসে বলায় নেমে। প্রহ্বীবভূব। ত্বদ্বলাদ্ভীতা সত্যথ এব বর্ত্তত ইতি ভাবঃ॥

স্মসি। অস ভুবি। লটি শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। ইদন্তোমসিঃ। পৃণ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনার বীর্য্য-সামর্থ্য প্রভূত অর্থাৎ কেহই তাহা ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। আমরা সেই আপনারই অর্থাৎ আপনার স্বভূত হই। হে মঘবন্! আপনি আপনার স্তবকারী যজমানের অভিলাষ পূরণ করুন। মহান্ দ্যুলোকও আপনার বীর্য্য স্বীকার করে। ইন্দ্রের সহিত অবস্থান-বশতঃ এই পৃথিবী আপনার বলের উদ্দেশে নত হয়। সেই বলে ভীত হইয়া নিম্নভাগে অবস্থিতি করে—ইহাই ভাবার্থ।

স্মসি। ভুব্যর্থক অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লটি শ্নসোরল্লোপঃ' ইত্যাদি নিয়মে অকারের লোপঃ। 'ইদন্তোমসিঃ' নিয়মে মসি প্রত্যয়। পৃণ। প্রীণনার্থক পৃণ ধাতু হইতে

পৃণ প্রীণনে। অত্র প্রীতিহেতুতয়া পূরণং লক্ষ্যতে। তুদাদিত্বাচ্ছপ্রত্যয়ঃ। তস্য ঙিত্বাদ্‌-গুণাভাবঃ। মমে। মাঙ্‌ মানে শব্দে চ। ঙিত্বাদাত্মনেপদং। লিট্যাতো লোপ ইটি চেত্যা-কারলোপঃ। নেমে। ণম প্রহ্বত্বে। লিট্যত একহল্‌মধ্য ইত্যেত্বাভ্যাসলোপৌ। তিগুন্তিত ইতি নিঘাতঃ॥ (১ম—৫৭সূ—৫ঋ)॥

* * *

পঞ্চম (৬৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

—————:*:—·——

ভগবানের শক্তি-সামর্থ্যের সীমা নাই। দ্যুলোক ও ভূলোক সকল লোকই তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা পরিচালিত। সংসারের সকলেই তাঁহার প্রভাবের নিকট অবনত,—চন্দ্র-গগন-তারা-তপন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলেই তাঁহার প্রতি প্রণতি জানাইতেছেন। ক্ষুদ্র আমার ন্যায় উপাসককেও তিনি আশ্রয় দান করেন,—অতি-হীন আমার ন্যায় উপাসকেরও প্রার্থনা তিনি পূরণ করেন। তিনি মহত্ত্বের হিমগিরি; আর, আমি ক্ষুদ্রত্বের অণু-পরমাণু। অথচ, আমার স্থান তাঁহাতে আছে। আশা-আশ্বাসের এই অভয়-বাণী এই ঋক্‌ ঘোষণা করিতেছে।

এই ঋকের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যাদির সহিত বিশেষ কোনও মত-পার্থক্য ঘটে নাই। ঋকের অন্তর্গত কেবল তিনটী পদে কালের নিত্যত্ব-মাত্র আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। বেদ-মন্ত্রের অনেক স্থলে, অতীত-কালজ্ঞাপক 'লঙ্‌' প্রভৃতি বিভক্তিতে, প্রায়ই নিত্য-কালের বর্ত্তমানের ভাব প্রকটিত দেখি। সেই জন্যই 'অনু-মমে' ও 'নেমে' ক্রিয়াপদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে আমরা বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিয়াছি; এবং মন্ত্রান্তর্গত 'স্মসি' পদে আমরা উত্তম পুরুষের একবচনে 'অস্মি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম ও তৃতীয় অংশ—ভগবানের মহিমা-খ্যাপক; এবং দ্বিতীয় অংশ—প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে বলা

নিষ্পন্ন। এস্থলে প্রীতি-হেতু পূরণ পরিদৃষ্ট হয়। তুদাদিত্ব-হেতু শ প্রত্যয়। তাহার ঙিত্ব-হেতু গুণের অভাব। মমে। মান ও শব্দার্থক 'মাঙ্‌' (মা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঙিত্ব-হেতু আত্মনেপদ। লিট্‌-হেতু 'আতো লোপ ইটি চ' নিয়মে আকারের লোপ। নেমে। প্রহ্বত্বার্থক ণম্‌ হইতে সিদ্ধ। 'লিট্যতে একহল্‌মধ্যঃ' ইত্যাদি নিয়মে অভ্যাসের লোপ। 'তিঙ্‌ ঙতিঙঃ' ইত্যাদি নিয়মে নিঘাত হইয়াছে। (১ম—৭৫সূ—৫ঋ)।

* * *

হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার শক্তি অসীম; দ্যুলোক ও ভূলোক সে শক্তির নিকট অবনত-মস্তক; এ অধম আপনার আশ্রিত; আপনি এ অধমকে পরিত্রাণ করুন—রক্ষা করুন। (১ম—৮৭সূ—৫ঋ) ॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তপঞ্চাশৎ সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ত্বং তমিন্দ্র পর্ব্বতং মহামুরুং বজ্রেণ

বজ্রিন্ পর্ব্বশশ্চকর্ত্তিথ।

অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্ত্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং

দধিষে কেবলং সহঃ ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। তং। ইন্দ্র। পর্ব্বতং। মহাং। উরুং। বজ্রেণ।

বজ্রিন্। পর্ব্বঽশঃ। চকর্ত্তিথ।

অব। অসৃজঃ। নিঽবৃতাঃ। সর্ত্তবৈ। অপঃ। সত্রা। বিশ্বং।

দধিষে। কেবলং। সহঃ ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রিন্' (পাপনাশায় ভীষণায়ুধধারিণ্, হে ভগবন্।) 'ত্বং' 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'মহাং' (মহান্তং, বহুসামর্থ্যযুতং) 'উরুং' (বহুব্যাপকং, সর্ব্বেষাং হৃদয়াধিকারিণং) 'পর্ব্বতং' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়ং অজ্ঞানতারূপং অসুরং) 'বজ্রেণ' (ত্বদীয়েন করধৃতেন আয়ুধেন, জ্ঞানজ্যোতিষা ইতি ভাবঃ) 'পর্ব্বশঃ' (পর্ব্বাণি পর্ব্বাণি, খণ্ডশঃ) 'চকর্ত্তিথ' (ছিনৎসি); অপিচ, 'নিবৃতাঃ' (অজ্ঞানেন আচ্ছন্নানি) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'সর্ত্তবৈ' (সরণায়, লোকানাং প্রাপণায়) 'অবাসৃজঃ' (অবাঙ্মুখং প্রাপয়সি, তেষাং হৃদি প্রেরয়সি); 'কেবলং' (কৈবল্যপ্রদং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং, কৃৎস্নং) 'সহঃ' (বলং) ত্বমেব 'দধিষে' (ধারয়সি); 'সত্রা' (এতৎ সত্যমেব, তব কৈবল্যদায়িনী শক্তিঃ অবিসম্বাদিতা ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—অজ্ঞানতানাশেন হৃদি শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চারেণ চ ভগবান্ মনুষ্যান পরিত্রায়তি। অত্র সংশয়ো নাস্তি। অতঃ হে মনঃ! ত্বং ভগবৎপরায়ণো ভব—ইত্যেবং উদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৬৭সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপনাশ-নিমিত্ত ভীষণবজ্রধারী হে ভগবন্! আপনি সেই প্রসিদ্ধ বহুসামর্থ্যযুত বহুব্যাপী (সকলের হৃদয় অধিকারকারী) পর্ব্বতবদ্দৃঢ় অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে আপনার করধৃত বজ্রের দ্বারা (জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করেন; এবং অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন শুদ্ধসত্ত্বকে, লোকগণের প্রাপ্তির জন্য, তাহাদিগের হৃদয়ে প্রেরণ করেন; কৈবল্যপ্রদ সকল শক্তি আপনিই ধারণ করিয়া আছেন,—ইহাই সত্য। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতা-নাশের দ্বারা এবং হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চারের দ্বারা ভগবান্ মানুষকে পরিত্রাণ করেন। তদ্বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। অতএব হে মনঃ! তুমি ভগবৎপরায়ণ হও—মন্ত্র এইরূপ আত্মোদ্বোধনা সূচনা করিতেছে।)॥ (১ম—৭৫সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র ত্বং তং প্রসিদ্ধং মহামায়ামতো মহান্তমুরুং বিস্তীর্ণং পর্ব্বতং পর্ব্ববন্তং মেঘং বৃত্রাসুরং বা বজ্রেণায়ুধেন পর্ব্বশঃ পর্ব্বাণি পর্ব্বাণি চকর্ত্তিথঃ। শকলীচকৃষে। তেন মেঘেন নিবৃতা আবৃতা অপঃ সর্ত্তবৈ সরণায় গমনায় অবাসৃজঃ। অবাঙ্মুখমস্রাক্ষীঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! আপনি সেই প্রসিদ্ধ মহামায়া অতএব মহান্ ও বিস্তীর্ণ পর্ব্ববান বা পর্ব্বতবৎ দৃঢ় মেঘকে অথবা বৃত্রাসুরকে বজ্রায়ুধ দ্বারা পর্ব্বে পর্ব্বে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই মেঘের দ্বারা আবৃত জলের গমন জন্য আপনি নিম্নপথ করিয়াছিলেন। অতএব

অন্যবধেন কেবলং বিশ্বং ব্যাপ্তং সহো বলং দধিষে। ধারয়সি। সত্যঃ কশ্চিদিতি। যদেবস্তুতং তৎ সত্যমেব। সত্রেতি সত্যনাম। সত্রেখেতি তন্নামসু পাঠাৎ॥

মহাং। মহান্তং। সংযোগান্তস্য লোপঃ। তকারস্য লোপশ্ছান্দসঃ। চকর্ত্তিথ। কৃতী ছেদনে। লিটি অভ্যাসস্যোরদত্বহলাদিশেষচুত্বানি। সর্ব্বত্রৈব। কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি ভাবে তবৈপ্রত্যয়ঃ। কৃন্মেজন্তঃ। পা০ ১।১।৩৯। ইত্যব্যয়ত্বেহব্যয়াদাপ্সুপ ইতি সুপো লুক্। অন্তশ্চ তবৈ যুগপদিত্যাদ্যন্তয়োর্যুগপদুদাত্তত্বং। দধিষে। লিটি ক্রাদিনিয়মাদিট্॥ (১ম—৫৭সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে দ্বাবিংশো বর্গঃ॥ ১।৪।২২॥

ইতি প্রথমে মণ্ডলে দশমোঽনুবাকঃ॥

• • •

ষষ্ঠ (৬৭০) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:— —

এই ঋকের তিনটী অংশে তিনটী গ্রন্থি দেখিতে পাই। ঋকে আছে—"পর্ব্বতং বজ্রেণ পর্ব্বশঃ চকর্ত্তিথ।"

প্রতি পদের প্রচলিত অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, ঐ অংশের অর্থ দাঁড়ায়,—'বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিয়াছিলেন।'

সে পর্ব্বত কেমন? না—'মহাং' ও 'উরুং'; অর্থাৎ, অতি-উচ্চ ও বিস্তৃত।

ইহাতে সহসা মনে হয়, যেন হিমালয়ের ন্যায় একটা উচ্চ বিস্তৃত পর্ব্বতকে 'ডিনামাইট' প্রভৃত বিস্ফোরক দ্রব্যের দ্বারা অথবা কোনও অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করা

কেবলমাত্র আপনিই বিশ্বব্যাপী বল ধারণ করেন। অপর কেহই করে না। যাহা এইরূপ, তাহা সত্য। 'সত্র' ইত্যাদি সত্যনামবাচী। 'সত্র ইত্থা' ইত্যাদি সত্যনাম-সমূহ মধ্যে পঠিত হয়।

মহাং। মহান্তং। ছান্দস-হেতু ন-কারের ও ত-কারের লোপ। চকর্ত্তিথ। ছেদনার্থক কৃতী (কৃ) হইতে নিষ্পন্ন। 'লিটি থলি' নিয়মে অভ্যাসের উত্তর উ-প্রত্যয়, পরে রপর, হলাদিলোপ এবং চুত্ব। সর্ব্বত্রৈব। কৃত্যার্থে 'তবৈকেন' নিয়মে ভাবে তবৈ প্রত্যয়। 'কৃন্মেজন্তঃ' (পা০ ১।১।৩৯) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে অব্যয়ত্ব-হেতু 'অব্যয়াদাপ্সুপঃ' ইত্যাদি বিধানে সুপের লোপ। 'অন্তশ্চ তবৈ যুগপৎ' ইত্যাদি নিয়মে অন্তঃস্বর যুগপৎ উদাত্ত হইয়াছে। দধিষে। লিট্-হেতু ক্রাদি-নিয়মে ইট-প্রত্যয়। (১ম—৫৭সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।২২॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের দশম অনুবাক সমাপ্ত।

• • •

হইয়াছিল। বেদের মন্ত্র বলিয়া পরিচয় না দিয়া আধুনিক শিক্ষিত লোকের নিকট মন্ত্রান্তর্গত এই কয়েকটী পদ উপস্থাপিত করিলে, তাঁহারা উহাতে বর্ত্তমান কালের 'ডিনামাইট' প্রভৃতি দ্বারা পর্ব্বত-ভেদের বিষয় বলা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—ইন্দ্রদেব বজ্রের দ্বারা পর্ব্ববিশিষ্ট বিস্তীর্ণ মেঘকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন; অথবা, বৃত্রাসুরকে (পর্ব্বত বলিতে এখানে 'বৃত্রাসুর' অর্থ গৃহীত হয়) খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছিলেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় গ্রন্থি—"নিবৃতাঃ অপঃ সর্ত্তবৈ অবাসৃজঃ" পদ-কয়টীতে দেখিতে পাই।

এখানে আর বৃত্রাসুর নাই; এখানে মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত জল সরল পথে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল—অর্থ আসিয়াছে।

ইহাতে মন্ত্রের পূর্ব্বকথিত প্রথমাংশের সহিত এই অংশের সামঞ্জস্য রহিল এই যে,—মেঘকে যখন বজ্রের দ্বারা ইন্দ্রদেব ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন, তখনই জলধারা পৃথিবীতে নিপতিত হয়। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের অর্থে, অবশ্য বৃত্রাসুরকে ছাড়িয়া দিয়া, একরূপ সঙ্গতি রহিল বটে; কিন্তু তৃতীয় অংশের সহিত আবার অসঙ্গতি আসিয়া জুটিল।

তবে যদি ডিনামাইট প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্বারা পর্ব্বত-কর্ত্তনের ভাবই প্রথমাংশের অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহাতেও দ্বিতীয় অংশের অর্থে সঙ্গতি রক্ষা করা যায়। যেন ডিনামাইট আদি বিস্ফোরক-পদার্থের দ্বারা কোনও পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তদন্তরালবর্ত্তী হ্রদের বা নদীর জলকে প্রবাহিত করা হইয়াছিল। তাহাতে এই ভাব পাওয়া যায়।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় গ্রন্থিতে,—"সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ" পদ-কয়টীতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'বিশ্বের সকল বল কেবল আপনিই ধারণ করিয়া আছেন—ইহাই সত্য।'

প্রথম অংশে দেখিলাম—মেঘবিদারণ বা বৃত্রাসুর-হনন; তার পর দেখিলাম—বৃষ্টি-পতন; উপসংহারে দেখি—তাঁহার শক্তিই সত্য।

পক্ষান্তরে ডিনামাইট আদি বিস্ফোরক পদার্থের প্রয়োগে পর্ব্বত-বিদারণে জলপ্রবাহের সৃষ্টিতেও শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং তদ্দ্বারা মানুষের প্রাণে বিস্ময় আনয়ন করে। এ পক্ষেও বলা যায়—তাঁহার শক্তিই সত্য, অর্থাৎ তিনি শক্তিমান্।

কিন্তু বজ্রের দ্বারা মেঘ-বিদারণ বা হনন অথবা ডিনামাইট দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ—ইহাই কি শক্তির পরাকাষ্ঠা? অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে, অসুর-হনন অথবা মেঘ বা পর্ব্বত-বিদারণ এবং বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীকে অভিসিঞ্চন—তাঁহার কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা নহে। কেহ বা, ঐ সকল কার্য্যে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া, 'এতৎ বলং সত্যং' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন।

কিন্তু সার্ব্বজনীন উচ্চাবচ সকল স্তরের আনন্দ বা তৃপ্তি—কেবলই মেঘ-গর্জ্জনে বা বারি-বর্ষণে সাধিত হয় না। নিসর্গের ক্রিয়ায়—মেঘে বৃষ্টি-পতনে, তুলনায় সংসারের কয় জনের কতটুকু শ্রেয়ঃ সাধিত হইতে পারে? জলহীন মরুপ্রদেশের অধিবাসীরা বৃষ্টিপতনকেই সংসারের সার বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে নহে।

বেদমন্ত্রে সর্ব্বকালের সকল লোকের শ্রেয়ঃ-সাধনের উপায় পরিকীর্ত্তিত আছে। এই মন্ত্রে আমরা সেই ভাবই প্রাপ্ত হই না কি?

এই অংশের অন্তর্গত 'কেবলং' পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালা 'কেবল' (মাত্র অর্থপ্রকাশক) শব্দে এবং বেদের 'কেবলঃ' ও 'কেবলং' পদে, আমরা মনে করি, পার্থক্য আছে। কৈবল্য-মোক্ষই ঐ পদের লক্ষ্য—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। আমাদিগের ব্যাখ্যায় সেই ভাবেরই বিশ্লেষণ-পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছি।

এখন, যে পথে যে ভাবে আমরা মন্ত্রটীর অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার আভাস দিতেছি।

প্রথম—'পর্ব্বতং' পদ। আমরা বলি, ঐ পদে পর্ব্বতসদৃশ দৃঢ় অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে লক্ষ্য করিতেছে। পর্ব্বতের বর্ণ (কৃষ্ণ) ও দৃঢ়তা—অজ্ঞানতায় দুই-ই আছে। অজ্ঞান—অন্ধকারময় (ঘোর কৃষ্ণতাপূর্ণ), আবার অজ্ঞানতা-জনিত দৃঢ়ত্বও (পাপ-কর্ম্ম-সম্পাদনে কঠোরতা) অবিসম্বাদী। সেই অজ্ঞানতা-রূপ পর্ব্বতকে বজ্রের দ্বারা বিভঙ্গ করা হয়। প্রস্তর বিচূর্ণী-করণে, পর্ব্বত-বিদারণে, যেমন কঠোর অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয়, অজ্ঞানতা-দূরীকরণে সেইরূপ অজ্ঞানতা-ভেদকারী জ্ঞানরশ্মি-প্রয়োগের আবশ্যক দেখি। এখানে 'বজ্রেণ' পদে তাই 'জ্ঞানজ্যোতিষা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। 'পর্ব্বশঃ' পদে খণ্ড খণ্ড করা—বিচ্ছিন্ন করার ভাব প্রাপ্ত হই। অজ্ঞানতা যখন জ্ঞানের দ্বারা প্রতিহত হয়, অজ্ঞানতার প্রভাব তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। 'চকর্ত্তিথ' পদে অতীত-কালের ভাব গ্রহণ না করিয়া, 'চিরকালই সঙ্ঘটিত হইতেছে'—এই ভাব আমরা গ্রহণ করি। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা চিরকালই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং এ বিষয়ে কালাকালের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। আমরা তাই 'চকর্ত্তিথ' পদে 'ছিনৎসি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি।

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথমাংশ ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। ঐ অংশে মন্ত্র বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত জ্ঞানকিরণের দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ অতি-প্রচণ্ড শত্রু বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।' এ অর্থে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেরও ভাবসঙ্গতি সর্ব্বথা পরিলক্ষিত হইতে পারে।

অজ্ঞানতা যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখনকার অবস্থা ঐ দ্বিতীয় অংশে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যে শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাদিগের মধ্যে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, এখন ভগবৎকৃপায় জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হওয়ায়, হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্ব বিকাশ পাইল,—হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। জ্ঞানোদয়ের অবস্থায়ই ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়কে শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ করেন। এই অবস্থাকে সাধনার দ্বিতীয় স্তর বলা যাইতে পারে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে সাধনার তৃতীয় স্তরের—ভগবানের শক্তিসম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বিষয়—প্রখ্যাত রহিয়াছে।

আমাদিগের মুক্তি-পথের সকল শক্তি যে ভগবানেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, হৃদয়ে

প্রকটিত হয়। মানুষ তখন অগ্নির ব্যবহার জানিত না; পশ্বাদির ন্যায় আম-দ্রব্য ভক্ষণ করিত। ষষ্ঠ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'ভৃগবো মানুষেষু' প্রভৃতি পদে এই ভাব অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, লৌহের প্রাকার দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অষ্টম ঋকের "পূর্ভিরায়সীভিঃ" বাক্যাংশে এই ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে। চতুর্থতঃ—বর্ম্ম দ্বারা দেহ রক্ষা করার প্রথা যে প্রচলিত ছিল, নবম ঋকের 'বরূথং' পদের ব্যাখ্যায় এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ, এক দিকে অসভ্য আদিম সমাজের চিত্র—অগ্নির ব্যবহার না জানা; অন্য দিকে লৌহ-প্রাকারবিশিষ্ট গৃহ ও বর্ম্ম প্রভৃতির ব্যবহার—আধুনিক সুসভ্য কালের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করিতেছে। যিনি যে দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিবেন, বেদরূপ অনন্ত মহাসাগরের গর্ভে তিনি সেই সামগ্রীই প্রাপ্ত হইবেন। ব্যাখ্যামূলে বেদ-মন্ত্রে এমনই অনন্ত তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

—— • ——

অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা।)

একাদশানুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্র নু চিদিতি নবর্চ্চং প্রথমং সূক্তং গৌতমস্য নোধস আর্ষমাগ্নেয়ং। আদ্যাঃ পঞ্চ জগত্যঃ। শিষ্টাশ্চতস্রস্ত্রিষ্টুভঃ। তথা চানুক্রান্তং। নু চিন্নব নোধা গৌতম আগ্নেয়ং হি চতুস্ত্রিষ্টুবন্তমিতি। হীতি বচনাদুত্তরে চ দ্বে সূক্তে অগ্নিদেবতাকে॥ অভিপ্লবষড়হস্য পঞ্চমেঽহন্যাগ্নি মারুতং ইদং জাতবেদস্য নিবিদ্ধানং। তৃতীয়স্তেতি খণ্ডে সূত্রিতং। পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্দ্ধায় নু চিৎ সহোজা ইত্যাগ্নিমারুতং। আ০ ৭।৭। ইতি॥ প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতাবাশ্বিনশস্ত্রে চ জাগতে ছন্দস্যাদিতঃ পঞ্চর্চ্চঃ। সূত্রিতং চ। ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা নু চিৎ সহোজা অমৃতো নিতুন্দত ইতি পঞ্চ। আ০ ৪।১৩। ইতি॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

একাদশ অনুবাকে সাতটী সূক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সূক্তে 'নু চিৎ' প্রভৃতি নয়টী ঋক আছে। এই সূক্তের ঋষি গৌতম নোধা, দেবতা অগ্নি। এই সূক্তের প্রথম পাঁচটী ঋকের ছন্দ জগতী, অবশিষ্ট চারিটী ঋক ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দবিশিষ্ট। সেইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে;—'নু চিন্নব নোধা গৌতম আগ্নেয়ং হি চতুস্ত্রিষ্টুবন্তং'। ইত্যাদি বচনক্রমে এতৎ-পরবর্ত্তী দুইটী সূক্তের দেবতাও অগ্নি। অভিপ্লবষড়হযাগের পঞ্চম দিনে অগ্নিমারুত-শস্ত্রে অগ্নিদেবের উদ্দেশে এই সূক্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'তৃতীয় খণ্ডে' সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"পৃক্ষস্য বৃষ্ণো বৃষ্ণে শর্দ্ধায় নু চিৎ সহোজা ইত্যাগ্নিমারুতং।" ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকের আগ্নেয় ক্রতুতে আশ্বিন-শস্ত্রে জগতীছন্দোবিশিষ্ট ঋকপঞ্চকের বিনিযোগ আছে। তদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা নু চিৎ সহোজা অমৃতো নিতুন্দত ইতি পঞ্চ।' (আ০ ৪।১৩) ইত্যাদি।

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তং। গৌতমো নোধা ঋষিঃ। জগতীচ্ছন্দঃ। অগ্নির্দেবতা। প্রাতরনুবাকস্থাগ্নেয়ক্রতৌ আশ্বিনশস্ত্রে চ বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

নূ চিৎ সহোজা অমৃতো নি তুন্দতে

হোতা যদ্দূতো অভবদ্বিবস্বতঃ।

বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভী রজো মম আ

দেবতাতা হবিষা বিবাসতি ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নু। চিৎ। সহঃঽজাঃ। অমৃতঃ। নি। তুন্দতে।

হোতা। যৎ। দূতঃ। অভবৎ। বিবস্বতঃ।

বি। সাধিষ্ঠেভিঃ। পথিঽভিঃ। রজঃ। মমে। আ।

দেবঽতাতা। হবিষা। বিবাসতি ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহোজাঃ' (সৎকর্ম্মণা জাতঃ—জ্ঞানাগ্নিরিতি ভাবঃ) 'অমৃতঃ' (মরণরহিতঃ, অমরঃ); স জ্ঞানাগ্নিঃ 'নু চিৎ' (ক্ষিপ্রমেব) 'নি তুন্দতে' (নির্গচ্ছতি, স্বপ্রকাশো ভবতি); সৎকর্ম্মণা উৎপন্নং জ্ঞানং অমৃতস্বরূপং স্বতঃপ্রকাশমানঞ্চ ইতি ভাবঃ; 'যৎ' (যদা) স জ্ঞানদেবঃ 'বিবস্বতঃ' (পূজাপরায়ণস্য উপাসকস্য) 'হোতা' (হোমনিষ্পাদকঃ, কর্ম্মসম্পাদকঃ) 'দূতঃ' (দেবানাং দেবভাবানাং বা মিলনকর্ত্তা, সত্ত্বপ্রাপকঃ) 'অভবৎ' (ভবতি); তদা 'সাধিষ্ঠেভিঃ' (সমীচীনৈঃ, সৎস্বরূপযুক্তৈঃ) 'পথিভিঃ' (মার্গৈঃ, কর্ম্মণা) 'রজঃ' (রজোভাবঃ, লোকানাং অহঙ্কারঃ) 'বি মমে' (বিনাশয়তি); জ্ঞানপ্রভাবেণ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং দেবত্বঞ্চ লভামঃ, অহঙ্কারশ্চ দূরীভবতি ইতি ভাবঃ; স জ্ঞানদেবঃ এব 'দেবতাতা' (দেবতাতৌ, দেবনসম্বন্ধিনি কর্ম্মণি) 'হবিষা' (সত্ত্বভাবেন) 'বিবাসতি' (পরিচরতি, অস্মান্ চালয়তি ইতি ভাবঃ)। জ্ঞানং হি সকলমঙ্গলনিদানং ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৮সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মজাত জ্ঞানাগ্নি অমর; সেই জ্ঞানাগ্নি শীঘ্রই প্রকাশমান হয়েন; (সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান অমৃতস্বরূপ ও স্বতঃপ্রকাশমান); যখন সেই জ্ঞানদেব পূজাপরায়ণ উপাসকের কর্ম্মসম্পাদক ও সত্ত্বপ্রাপক হয়েন, তখন সৎস্বরূপযুত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের অহঙ্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয়; (জ্ঞানপ্রভাবেই আমরা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য ও দেবত্ব লাভ করি এবং আমাদিগের অহঙ্কার বিদূরিত হয়); সেই জ্ঞানদেবতাই দেবতা-সম্বন্ধীয় কর্ম্মে সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে পরিচালিত করেন। (জ্ঞানই সকল মঙ্গলের নিদান—ইহাই ভাবার্থ।)॥ (১ম—৫৮সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সহোজাঃ সহসা বলেন জাতঃ। অগ্নির্হি বলেন মথ্যমানারণ্যোঃ সকাশাজ্জায়তে। অমৃতো মরণরহিতঃ। এবম্ভূতোঽগ্নির্নু চিৎ ক্ষিপ্রমেব নিতুন্দতে। নিতরাং ব্যথয়তি। উৎপন্নমাত্রস্যাগ্নেঃ স্প্রষ্টুমশক্যত্বাৎ। যদ্বা নির্গচ্ছতি। তুন্দতির্গত্যর্থঃ সৌত্রো ধাতুঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বলের দ্বারা জাত অর্থাৎ উৎপন্ন (বলের দ্বারা ঘর্ষণ করিলে অরণি হইতে উৎপন্ন হয়) মরণ-রহিত, এবম্ভূত অগ্নি সত্বরই ব্যথা প্রদান করে (উৎপন্ন-মাত্রই অগ্নিকে স্পৃষ্ট বা স্পর্শ করা যায় না, এই হেতু) অথবা নির্গত হয়। 'তুন্দতি' পদে গতিকর্ম্মও বুঝায়; উহা

যদ্‌যদা হোতা দেবানামাহ্বাতা হোমনিষ্পাদকো বায়মগ্নির্বিবস্বতঃ পরিচরতো যজমানস্য দেবান্ প্রতি হবির্বহনায় দূতোঽভবৎ। হবির্বহনে নিযুক্তো ভবতি। তদানীং সাধিষ্ঠেভিঃ সমীচীনৈঃ পথিভির্মার্গৈর্গচ্ছন্ রজোঽন্তরিক্ষলোকং বিমমে। নির্মমে। পূর্ব্বং বিদ্যমান-মপ্যন্তরিক্ষমসৎকল্পমভূৎ। ইদানীং তস্য তেজসা প্রকাশমানং সদুৎপন্নমিব দৃশ্যতে। কিঞ্চ দেবতাতা। দেবতাতেতি যজ্ঞনাম। দেবতাতা দেবতাতৌ যজ্ঞে হবিষা চরুপুরোডাশাদিলক্ষণেন দেবানাবিবাসতি। পরিচরতি॥

অমৃতঃ। মৃতং মরণমস্য নাস্তীতি বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যু-দাত্তত্বং। তুন্দতে। তুদ ব্যথনে। স্বরিতেত্বাদাত্মনেপদং। নকারোপজনশ্ছান্দসঃ। সাধিষ্ঠেভিঃ। বাঢ়শব্দাদাতিশায়নিক ইষ্ঠন্যন্তিকবাঢ়য়োর্নেদসাধৌ। পা০ ৫।৩।৬৩। ইতি সাধাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। দেবতাতা। সর্ব্বদে-বাত্তাতিলিতি স্বার্থিকস্তাতিল্‌প্রত্যয়ঃ। তেন তৎসম্বন্ধী যজ্ঞো লক্ষ্যতে। যদ্বা। দেবান্ হবিষা বিবাসতীতি যোজ্যং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্ডাদেশঃ। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং॥ (১ম—৫৮সূ—১ঋ)॥

* * *

সোত্র ধাতু। যখন সেই 'হোতা' অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকারী অথবা হোমনিষ্পাদক সেই অগ্নি, পরিচরণশীল যজমানের দেবতাগণের জন্য হবির্বহনের দূত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি যখন হবির্বহনে নিযুক্ত হন, তৎকালে সমীচীন পথে গমন করিয়া অন্তরিক্ষ-লোককে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে-বিদ্যমান অন্তরিক্ষ অসৎকল্প হইয়াছিল; অধুনা অগ্নির তেজের দ্বারা প্রকাশমান হইয়া উৎপন্নের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছিল। 'দেবতাতিঃ' পদ যজ্ঞ-নাম মধ্যে পঠিত হয়। তিনি (অগ্নি) যজ্ঞে চরুপুরোডাশাদি লক্ষণযুক্ত হবির দ্বারা দেবগণকে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

অমৃতঃ। মরণ নাই যাহার—এই অর্থে বহুব্রীহিসমাসে এই পদ উৎপন্ন। 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' ইত্যাদিতে উত্তরপদে আদ্যুদাত্তত্ব হয়। তুন্দতে। ব্যথা-প্রদান অর্থে তুদ ধাতু প্রযুক্ত হয়। স্বরিতত্ব-হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু ন-কারের উৎপত্তি। সাধিষ্ঠেভিঃ। বাঢ়-শব্দহেতু আতিশায়নিক অর্থে 'ইষ্ঠন্' প্রত্যয়ে, 'অন্তিক-বাঢ়য়োর্নেদসাধৌ' (পা০ ৫।৩।৬৩) ইত্যাদি নিয়মে সাধ আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে ভিস স্থলে ঐস ভাব হইয়াছে। নিত্বহেতু আদ্যুদাত্ত। দেবতাতা। 'সর্ব্বদেবাত্তাতিল্' ইত্যাদি নিয়মে স্বার্থিক তাতিল-প্রত্যয়। তদ্দ্বারা তৎসম্বন্ধে যজ্ঞকে লক্ষ্য করিতেছে। অথবা, দেবগণকে হবির দ্বারা পরিচরণ করিতেছে,—এইরূপ যোগ করিতে হইবে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির ডা আদেশ হইয়াছে। লিৎ-স্বরের দ্বারা প্রত্যয়-হেতু পূর্ব্বস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৫৮সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৬৭১) ঋকের বিশদার্থ।

—— —:•:——

এ ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার অযৌক্তিকতার আভাস এই সূক্তের সূচনায় প্রদত্ত হইয়াছে।

অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা যে মরণ-রহিত, তাহা যে অন্তরিক্ষকে নির্ম্মাণ করে এবং তাহা যে দেবতাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে,—এই প্রকার অর্থের ভাব-সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। কেন-না, অরণি-কাষ্ঠের দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং তাহার অমরত্ব প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু আমরা পূর্ব্বাপর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, 'অগ্নি'-নামে জ্ঞানদেবতার (জ্ঞানের) বিষয়ই দ্যোতনা করিয়া থাকে। জ্ঞান-পক্ষে মন্ত্রের প্রতি অংশেরই অর্থসঙ্গতি লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

জ্ঞান উৎপন্ন হয় কি প্রকারে? কর্ম্মই জ্ঞানোৎপত্তির মূলীভূত নহে কি? শিশুর বর্ণমালা-শিক্ষারূপ কর্ম্মকে তাহার সাহিত্যাদি-জ্ঞানের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। সৎকর্ম্মের দ্বারাই সৎ-জ্ঞান সঞ্জাত হয়।

'সহোজাঃ' পদে, 'বলের দ্বারা শক্তির দ্বারা বা কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে, লক্ষ্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই বুঝা যায় যে, তাহা কি? 'সহোজাঃ' পদে তাই এখানে 'জ্ঞান' বা 'জ্ঞানদেবতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই 'অমৃতঃ' অর্থাৎ অমর। সৎ-জ্ঞানের বা দিব্যজ্ঞানের কখনও বিনাশ নাই; তাই 'অমৃতঃ' বলা হইয়াছে।

সেই জ্ঞানের দিব্য জ্ঞানের দ্বারাই উপাসকগণের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়; সেই জ্ঞানই স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া দিকে দিকে আপন জ্যোতিঃ বিস্তৃত করে। হোতা অর্থাৎ যজ্ঞনিষ্পাদক হোমকর্ত্তা—সে কি জ্ঞানাগ্নি নহে? দূতরূপে দেবগণের বা দেবভাবের সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন করাইতে পারে,—সে কোন্ সামগ্রী? জ্ঞান ভিন্ন অন্য আর কাহার সাধ্য আছে যে, হৃদয়ে দেবভাবসমূহের অধিষ্ঠান করাইবে? সেই 'সহোজাঃ' যিনি, তাঁহাকে 'অমৃতঃ' 'দূতঃ' হোতা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তদ্দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব এই যে,—'সেই অমর জ্ঞানদেবতা, ভগবানের উপাসকগণের হোতা ও দূত হইয়া তাঁহাদিগের শ্রেয়োবিধান করেন। তাঁহার জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ম্ম সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।' মন্ত্রের প্রথম চরণে জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক এই ভাবের অর্থই প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দুইটী ভাব পরিব্যক্ত আছে। প্রচলিত অর্থসমূহে সেই দুই ভাব

একরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে সেই দুই ভাব অন্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

"বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভী রজঃ মমে"—এই অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে—'অগ্নি চলিবার সময় অন্তরিক্ষ-লোককে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।' কিন্তু আমরা বলিতেছি, এখানকার ভাব এই যে,—'সৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যের রজোভাব বা অহঙ্কার দূরীভূত হয়।'

ভাবের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য কেন হইল, একটু বিশ্লেষণ করিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি।

মন্ত্রান্তর্গত 'রজঃ' এবং 'বি মমে' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে এখানে ভাবের এতাদৃশ পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'রজঃ' পদে 'অন্তরিক্ষং' অর্থ গৃহীত হইয়াছে; আর আমরা ঐ 'রজঃ' পদে 'রজোভাব' বা 'অহঙ্কার' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, 'বি মমে' পদে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'নির্ম্মাণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা ঐ 'বি মমে' পদে 'বিনাশ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ধাতুগত দুই রূপ অর্থই ঐ পদে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। এখন, যে অর্থে যিনি সঙ্গতি দেখিতে পাইবেন, সেই অর্থেরই তিনি অনুসরণ করুন।

এখন, বিচার করিয়া দেখুন,—'সৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মের দ্বারা রজোভাব বা অহঙ্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয়',—নিত্যসত্য-তত্ত্বমূলক এই অর্থই সঙ্গত,—অথবা, 'অগ্নি অন্তরিক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন'—এই অর্থই সঙ্গত? পূর্ব্বাপর সম্বন্ধসূত্র দেখিয়া কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়?

তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"দেবতাতা হবিষা বিবাসতি" পদত্রয়ের যে অর্থ প্রচলিত আছে, অর্থাৎ 'অগ্নি যজ্ঞে দেবগণের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন'—এই যে অর্থ দেখিতে পাই, তাহাই কি সঙ্গত? অথবা, 'দেবসম্বন্ধীয় কর্ম্মে অর্থাৎ হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষ-পক্ষে সত্ত্বভাবের দ্বারাই জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে পরিচালিত করেন'—এ অর্থই সমীচীন?

বিচারে কি প্রতিপন্ন হয়? ফলতঃ, মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্যই প্রকটিত আছে—জ্ঞানই সকল মঙ্গলের হেতুভূত—ইহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৫৮সূ—১ঋ)॥

—— ০ ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

আ স্বমদ্ম যুবমানো অজরস্তৃষ-

বিষ্যন্নতসেষু তিষ্ঠতি।

অত্যো ন পৃষ্ঠং প্রুষিতস্য রোচতে দিবো ন

সানু স্তনয়ন্নচিক্রদৎ ॥ ২ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। স্বং। অদ্ম। যুবমানঃ। অজরঃ। তৃষু।

অবিষ্যন্। অতসেষু। তিষ্ঠতি।

অত্যঃ। ন। পৃষ্ঠং। প্রুষিতস্য। রোচতে। দিবঃ। ন।

সানু। স্তনয়ন্। অচিক্রদৎ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অজরঃ' (জরারহিতঃ) 'যুবমানঃ' (নিত্যতরুণঃ, স জ্ঞানদেব ইতি ভাবঃ) যদা 'স্বং' (স্বকীয়ং) 'অদ্ম' (অদনীয়ং, বিনাশযোগ্যং—অজ্ঞানতারূপং শত্রুং ইতি ভাবঃ) 'আ'

(সর্ব্বতোভাবেন) 'অবিষ্যন্' (ভক্ষয়ন, বিনাশয়ন্) 'তুযু' (ক্ষিপ্রমেব, স্বতঃ এব) 'অতসেষু' (আত্মসু, লোকানাং হৃদয়েষু) 'তিষ্ঠতি' (বিষ্যতে); যদা অজ্ঞানতাং দূরীকৃতেন সহ জ্ঞানদেবো হৃদি অধিতিষ্ঠতি—ইতি ভাবঃ; তদা 'প্রুষিতস্য' (অজ্ঞানতাদাহকস্য নাশকস্য বা তস্য জ্ঞানদেবস্য) 'পৃষ্ঠং' (বহিরাবরণং, কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'অত্যঃ ন' (সূর্য্যরশ্মিবৎ ইত্যর্থঃ) 'রোচতে' (দীপ্যতে); সূর্য্যরশ্মির্যথা স্বতঃ এব লোকানাং দৃষ্টিং আকর্ষয়তি, জ্ঞানদেবস্য কার্য্যমপি তদ্বৎ আকর্ষকো ভবতি—ইতি ভাবঃ; তদা 'দিবঃ' (স্বর্গস্য) 'সানু' (উপরিভাগে) 'স্তনয়ন্' (শব্দয়ন, নাদঃ স্তোত্রঃ বা) 'ন' (ইব) 'অচিক্রদৎ' (স্তোত্রেণ ইহলোকঃ প্রতিধ্বনিতো ভবতি); জ্ঞানসম্বন্ধযুতো নরঃ স্বর্লোকবাসী ইব ভগবতঃ স্তোত্রপরায়ণো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৮সূ—২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জরারহিত, নিত্য-তরুণ সেই জ্ঞানদেব যখন আপনার বিনাশযোগ্য অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিয়া আপনিই মনুষ্যগণের হৃদয়ে বিরাজ করেন; অর্থাৎ, অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করিয়া জ্ঞানদেবতা যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন; তখন, সেই অজ্ঞানতানাশক জ্ঞানদেবের কর্ম্ম, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়; অর্থাৎ, সূর্য্যরশ্মি যেমন স্বতঃই লোকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন জ্ঞানদেবের কার্য্যও সেইরূপ আকর্ষক হয়; তখন, স্বর্গের উপরিভাগে সমুত্থিত নাদের বা স্তোত্রের ন্যায় স্তোত্রে ইহলোক প্রতিধ্বনিত হয়; অর্থাৎ, জ্ঞানসম্বন্ধযুত মনুষ্য স্বর্গবাসীর ন্যায় ভগবানের স্তোত্রপরায়ণ হইয়া থাকে। (১ম—৫৮সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অজরো জরারহিতোঽয়মগ্নিঃ স্বং স্বকীয়মত্মাদনীয়ং তৃণগুল্মাদিকং যুবমানঃ স্বকীয়জ্বালয়া সংমিশ্রন্। তদনন্তরং চাবিষ্যন্ ভক্ষয়ংশ্চ। অবিষ্যন্নিত্যেতদত্তিকর্ম্মসু পঠিতং। এবম্ভূতোঽগ্নিস্তুষু ক্ষিপ্রমেবাতসেষু প্রভূতেষু কাষ্ঠেষ্বাতিষ্ঠতি। আরোহতি। অত্রাতসশব্দঃ কাষ্ঠবাচী। অতসং ন শুষ্কমিতি দর্শনাৎ। প্রুষিতস্য দগ্ধুমিতস্ততঃ প্রবৃত্তস্যাগ্নেঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

জরা-রহিত এই অগ্নি আপনার ভক্ষণীয় তৃণগুল্মাদিকে আপনার জ্বলন-শক্তির দ্বারা সংমিশ্রিত করিয়া তদনন্তর ভোজন করেন। 'অবিষ্যন্' ইত্যাদি পদ অত্তি (ভক্ষণ) কর্ম্মসমূহের মধ্যে পঠিত হয়। এবম্ভূত অগ্নি ক্ষিপ্রগতিতে প্রভূত কাষ্ঠসমূহে বিদ্যমান হয়েন (আরোহণ করেন)। এখানে 'অতস' শব্দ কাষ্ঠবাচী। কাষ্ঠকে যেমন শুষ্ক

পৃষ্ঠমুপর্য্যবস্থিতং জ্বালাজালমত্যো ন রোচতে যথা সততগমনশীলোঽত্যোঽশ্ব ইতস্ততো গচ্ছন্ শোভতে। এবমগ্নের্জ্বালাপি সর্ব্বত্র গচ্ছন্তী শোভত ইতি ভাবঃ। তদানীং দিবো দ্যুলোকস্য সম্বন্ধি সানু সমুচ্ছ্রিতমভ্রং স্তনয়ন্ শব্দয়ন্নিবাচিক্রদৎ। গম্ভীরং শব্দমাত্মনমচীকরৎ॥

যুবমানঃ। যু মিশ্রণে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। তস্য বহুলং ছন্দসীতি লুগভাবঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বর এব শিষ্যতে। অজরঃ। বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অচিক্রদৎ। কদি ক্রদি ক্লদি আহ্বানে রোদনে চ। অস্মাণ্ণ্যন্তাল্লুঙি চঙ্যাগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। দ্বির্ভাবহলাদিশেষসম্বদ্ধাবেত্যানি॥ (১ম—৫৮সূ—২ঋ)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৭২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে যে সকল পদ দৃষ্ট হয়, সেই সকল পদের যথাযথ প্রচলিত অর্থ অনুসারে যদি ঋকের অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পরস্পর-বিরোধী ভাবের এক অপরূপ অর্থ প্রকাশ পায়। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তদ্রূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। জলন্ত অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া যে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যের

দেখা যায়—এই অর্থে অতস শব্দে কাষ্ঠকে বুঝায়। 'প্রষিতস্য' অর্থাৎ ইতস্ততঃ দ্রব্যসমূহকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত অগ্নির 'পৃষ্ঠং' অর্থাৎ উপরি-অবস্থিত জ্বালাজাল যেমন রশ্মি বিকিরণ করে অর্থাৎ যেমন সততগমনশীল অশ্ব ইতস্ততঃ গমন করিয়া শোভা পায়, অগ্নির জ্বলনও সেইরূপ সর্ব্বত্র গমন করিয়া শোভা বিস্তার করে—এই ভাব। তদানীং দ্যুলোকের সম্বন্ধি সানুদেশে আপনি গম্ভীর শব্দ করিতেছিলেন।

যুবমানঃ। মিশ্রণার্থক যু-ধাতু হইতে উৎপন্ন। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ হইয়াছে। 'শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ'—এই নিয়মে শঃ হয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে তাহার লুকের অভাব হইয়াছে। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরই অবশিষ্ট আছে। অজরঃ বহুব্রীহি সমাসে 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' ইত্যাদি নিয়মে উত্তর পদের আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। অচিক্রদৎ। কদি ক্রদি ক্লদি ধাতু আহ্বান রোদন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ণ্যন্ত'-হেতু লুঙে ও ঙি-আগম অনুশাসনে অনিত্যত্ব-হেতু নুমের অভাব হয়। দ্বির্ভাব ও হলাদিশেষ হওয়ায় বৎ-ভাবে ইত্ব হইয়াছে। (১ম—৫৮সূ—২ঋ)॥

* * *

ভাব ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত, দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(১) "জরারহিত এবং নিত্যতরুণ এই অগ্নি আপনার ভক্ষ্য তৃণগুল্মাদিকে স্বীয় জ্বালাদ্বারা যুক্ত করিয়া ভোজন করত অতি শীঘ্রই অপর্য্যাপ্ত কাষ্ঠেতে অবস্থান করেন; ইতস্ততঃ দহন-প্রবৃত্ত অগ্নির উপরিস্থিত কিরণজাল ইতস্ততঃ গমনকারি অশ্বের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় অগ্নি আকাশোপরিস্থিত মেঘনিনাদের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতে থাকেন।"

(২) "জরারহিত অগ্নি (তৃণগুল্মাদিরূপ) আপন খাদ্য মিশ্রিত ও ভক্ষণ করিয়া শীঘ্রই কাষ্ঠে অরোহণ করেন। দহনার্থ ইতস্ততগামী অগ্নির পৃষ্ঠদেশ (স্থিত জ্বালা) অশ্বের ন্যায় শোভা পায়, এবং আকাশের উন্নত শব্দায়মান (মেঘের) ন্যায় শব্দ করে।"

মন্ত্র, জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও উহার 'অজরঃ' ও 'যুবমানঃ' প্রভৃতি বিশেষণ দেখিয়া, অগ্নির অতীত কোনও বস্তুর প্রতি—অগ্নি যাঁহার প্রকাশ-রূপ তাঁহার প্রতি—লক্ষ্য আসে।

আমরা সেই লক্ষ্যের অনুসরণে মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছি। তদনুসারে যে শব্দের যে অর্থে যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম আলোচ্য পদ—'অদ্ম'। ভক্ষণার্থ অদ-ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন বলিয়া উহার অর্থে 'ভক্ষণীয়ং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হয়। তাহা হইতে, অগ্নি কাহাকে প্রথম ভক্ষণ করেন—এবম্বিধ একটা চিন্তার ফলে, ঐ পদে 'ভক্ষ্য তৃণগুল্মাদিকে' অর্থ আনা হইয়া থাকে। জ্বলন্ত অনলের উদ্দেশে মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে, তৃণগুল্ম ভিন্ন কে আর তাঁহার সহজ ভক্ষ্য হইবে? সুতরাং 'অদ্ম' পদে অগ্নির ভক্ষ্য তৃণগুল্ম পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্র জ্বলন্ত অনল-সম্বন্ধে প্রযুক্ত নহে,—জ্ঞানদেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। তিনি ভিন্ন অজর-অমর কে আর হইতে পারেন? এখন, বিবেচনা করিয়া দেখুন—জ্ঞানদেবতার (জ্ঞানের) ভক্ষণীয় বা বিনাশযোগ্য সামগ্রী সংসারে কি আছে? সে কি অজ্ঞানতা নহে? জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়। 'অদ্ম' পদে—জ্ঞান-দেবতার বিনাশের যোগ্য অজ্ঞানতাকে লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'যুবমানঃ'। ঐ পদের অর্থে 'স্বকীয়জ্বালয়া সংমিশ্রয়ন্' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে জ্বলন্ত অগ্নির ভক্ষ্য তৃণগুল্মাদিকে 'স্বীয় জ্বালার দ্বারা যুক্ত করিয়া' ভাব আসিয়াছে। অর্থাৎ, তৃণগুল্মাদিতে আগুন ধরিয়াছে—এইরূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা এখানে 'যুবমানঃ' পদে 'নিত্যতরুণঃ' অর্থাৎ 'চিরকালই যৌবনসম্পন্ন' ভাব গ্রহণ করি।

মন্ত্রের তৃতীয় আলোচ্য পদ—'অবিষ্যন্'। ঐ পদে 'ভক্ষয়ন্' অর্থাৎ 'ভক্ষণ করিয়া' অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নি ভক্ষণ করেন—ইহাতে কি ভাব প্রাপ্ত

হওয়া যায়? বিনষ্ট হওয়া, নাশপ্রাপ্ত হওয়া—এই অর্থই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না কি? আমরা তাই 'অবিষ্যন্' পদে 'বিনাশয়ন্' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের চতুর্থ আলোচ্য পদ—'অতসেষু'। ঐ পদে কাষ্ঠ অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 'অতস' শব্দের এক প্রসিদ্ধ অর্থ—আত্মা বা হৃদয়। সে পক্ষে এখানে 'আত্মসু' বা 'লোকানাং হৃদয়েষু' প্রতিবাক্যই সঙ্গত নহে কি?

এইরূপে বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের প্রথম চরণের কি প্রচলিত অর্থের পরিবর্ত্তে কি অর্থ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

অগ্নি প্রথমে তৃণগুল্মাদিতে সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ কাষ্ঠসমূহকে আক্রমণ করে,—এরূপ অর্থ যে এই মন্ত্রাংশে গ্রহণ করা যায় না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে দেখিতে হইবে—এখানে সঙ্গত অর্থ কি? প্রচলিত অর্থই কি সঙ্গত? অথবা আমরা যে বলিতেছি,—'সেই অমর জ্ঞানদেব অজ্ঞানতাকে নাশ করিয়া মনুষ্যগণের হৃদয়ে প্রকাশমান হয়েন'—ইহাই সঙ্গত অর্থ?

পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া, আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি, মন্ত্র জ্ঞান-দেবতারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থেরই সঙ্গতি সপ্রমাণ হয়।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে কি ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় চরণটী দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার প্রথমভাগে, "অত্যো ন পৃষ্ঠং প্রুষিতস্য রোচতে" পদ-কয়েকটীতে, কি ভাব প্রকাশ পায়? আর, "দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদৎ" পদ-কয়েকটীতেই বা কি ভাব প্রকাশ পায়?

এই দুই অংশের মধ্যে সমস্যামূলক প্রথম পদ—'প্রুষিতস্য'। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—দহন-প্রবৃত্ত অগ্নি; অর্থাৎ, যে অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠাদি দগ্ধ হইতেছিল, ঐ পদে সেই অগ্নিকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা এ স্থলে অজ্ঞানতাদাহকারী বা অজ্ঞানতা-নাশক জ্ঞানদেবকে লক্ষ্য করিয়াছি।

মন্ত্রাংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'পৃষ্ঠং'। ঐ পদে 'অগ্নির উপরি অবস্থিত জ্বলন' অর্থ গ্রহণ করা হয়; অর্থাৎ, অগ্নির উপরে কাষ্ঠাদি যে জ্বলিতে থাকে, ঐ পদে সেই জ্বলনকে লক্ষ্য করে। আমরা কিন্তু সেই ঐ 'পৃষ্ঠং' পদে 'বহিরাবরণ' অর্থাৎ 'কর্ম্ম' অর্থ গ্রহণ করি। জ্ঞানের পৃষ্ঠ বা বহিরাবণ কি? কর্ম্মই জ্ঞানের বহিরাবণ নহে কি? জ্বলন দেখিয়া যেমন অগ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, কর্ম্ম দেখিয়াও সেইরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। কর্ম্মের অভ্যন্তরেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে। 'পৃষ্ঠং' পদ সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রাংশের তৃতীয় আলোচ্য—'অত্যো ন রোচতে'। উহার প্রচলিত অর্থ—ঘোটক যেমন দীপ্তি পায়; অথবা, ঘোটক যেমন সততগমনশীল। এ কি আর অর্থ? ঘোড়ার ন্যায় আগুন জ্বলে, অথবা ঘোড়ার ন্যায় আগুন চলে—এ কি আর ভাব? যাহা হউক, 'অত্যঃ'

পদে রশ্মি বা কিরণ অর্থ আমরা পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থের সঙ্গতি দেখি। তাহাতে মন্ত্রাংশে কেমন সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিয়া দেখুন। জ্ঞানের কর্ম্ম সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রকটিত হয়; অর্থাৎ, সূর্য্যরশ্মি যেমন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জ্ঞানাধিষ্ঠিত কর্ম্মও সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ হইয়া থাকে। এ সকল বিষয় নিত্যসত্য। বেদ এই নিত্যসত্য-বাণীই বিঘোষিত করিতেছেন।

উপসংহারে দ্বিতীয় চরণের শেষাংশের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই অংশের পদ-কয়টী (দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদৎ) বিশেষ প্রহেলিকাপূর্ণ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—কাষ্ঠাদি দগ্ধ হইবার সময় অগ্নি যেমন বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শব্দ করেন। "দিবঃ সানু স্তনয়ন্ ন"—পদ-কয়টীর অর্থ হয় এই যে,—'আকাশের উপরিভাগে বজ্রনাদের যেমন শব্দ হয়।' ঐ মত অনুসারে, 'অচিক্রদৎ' পদে, অগ্নি ঘোর শব্দ বা চীৎকার করিয়াছিলেন—অর্থ আসে।

কিন্তু আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্তটী জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্যখ্যাপক এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত। তদনুসারে মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা জ্ঞানদেবতার কার্য্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছি। সুতরাং আমরা এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, এখানে "দিবঃ সানু" পদদ্বয়ে সেই স্বর্গের উপরিভাগের অর্থাৎ স্বর্গলোকের অধিবাসিগণের বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে। সদ্ভাবনিলয় সেই স্বর্গে, জীব যেমন, ভগবৎপরায়ণ হইয়া, ভগবানের অনুধ্যানে, ভগবানের স্তোত্র-মন্ত্র উচ্চারণে বিনিবিষ্ট থাকে; সেখানে যেমন ভগবানের স্তোত্র-মন্ত্রে ওঙ্কার-নাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ আছে; জ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হইলে, এই সংসারেও সেই দৃশ্য দেখিতে পাই। মেঘ-নিনাদের ন্যায় শব্দ নহে;—এখানে 'স্তনয়ন্' পদে আমরা স্তোত্রোচ্চারণ বা ওঙ্কার-নাদ অর্থ গ্রহণ করি। 'অচিক্রদৎ' পদে 'উচ্চারিত হয়' বা 'প্রতিধ্বনিত' করে—এই ভাব আসে।

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে,—ইহসংসারে জ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হইলে, এই পৃথিবীই স্বর্গলোকের ন্যায় স্তোত্রমন্ত্রেমুখরিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ, জ্ঞান-প্রভাবেই মনুষ্য ভগবৎপরায়ণ হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—মন্ত্রে কোন্ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় এবং কোন্ অর্থেই বা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করা যাইতে পারে। (১ম—৫৮সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ক্রাণা রুদ্রেভির্বসুভিঃ পরোহিতো হোতা

নিষত্তো রয়িষাড়মর্ত্ত্যঃ।

রথো বিক্ষ্বৃঞ্জসান আয়ুষু ব্যানুষগ্বার্য্যা

দেব ঋণ্বতি ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্রাণা। রুদ্রেভিঃ। বসুঽভিঃ। পুরঃঽহিতঃ। হোতা।

নিঽসত্তঃ। রয়িষাট্। অমর্ত্ত্যঃ।

রথঃ। ন। বিক্ষু। ঋঞ্জসানঃ। আয়ুষু। বি। আনুষক্। বার্য্যা।

দেবঃ। ঋণ্বতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ক্রাণা' (সত্ত্ববহনং কুর্ব্বাণঃ, সত্ত্বপ্রাপণকারী জ্ঞানদেব ইতি ভাবঃ) 'রুদ্রেভিঃ' (রুদ্রদেবৈঃ, কঠোরদেবভাবৈঃ) 'বসুভিঃ' (বসুদেবৈঃ, কোমলদেবভাবৈঃ, ধনপ্রদৈঃ দেবৈঃ বা, সহ চ) বিস্তৃত ইতি শেষঃ ; তস্মিন্ জ্ঞানদেবতায়াং যুগপৎ কোমলকঠোরভাবৌ পরিদৃষ্টৌ ভবত ইত্যর্থঃ। স জ্ঞানদেবঃ এব 'পুরোহিতঃ' (লোকানাং হিতসাধকঃ) 'হোতা' (দেব-

ভাবানাং আহ্বানকর্ত্তা) 'নিষত্তঃ' (ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকঃ) 'রয়িষাট্' (পরমধনাধিকারী) 'অমর্ত্যঃ' (মরণরহিতঃ)। স দেবঃ এব 'বিক্ষু' (লোকেষু) 'রথঃ ন' (রথস্বরূপঃ, ভগবৎসমীপে সংবাহকঃ ইব) বিদ্যুত ইতি শেষঃ; স হি লোকান্ ভগবৎসমীপং সংবহতি ইতি ভাব। স এব 'আয়ুষু' (মনুষ্যেষু, উপাসকানাং হৃদয়েষু) 'ঋঞ্জসানঃ' (স্তূয়মানঃ, আরাধিতঃ সন্) 'বার্য্যা' (বার্য্যাণি, সম্ভজনানি ধনানি, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদীনি) 'আনুষক্' (অনুক্রমেণ) 'বি-ঋণ্বতি' (বিশেষেণ প্রাপয়তি)। অয়ং ভাবঃ—'পাপ-কর্ম্মাণি প্রতি সংহারমূর্ত্তিধরঃ পুণ্যকর্ম্মাণি প্রতি সদয়ভাবসম্পন্নঃ স জ্ঞানদেবঃ লোকানাং পরিত্রাণসাধনায় অশেষকরুণাং প্রদর্শয়তি। হে জীব! ত্বং জ্ঞানান্বেষী ভব। তৎকর্ম্মণা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবতি।' (১ম—৫৮সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বপ্রাপণকারী জ্ঞানদেবতা, কঠোর দেবভাব-সমূহের সহিত এবং কোমল দেবভাব-সমূহের সহিত বিদ্যমান্ আছেন; অর্থাৎ, সেই জ্ঞানদেবতায় যুগপৎ কোমল-কঠোর দুই ভাবই পরিদৃষ্ট হয়। সেই জ্ঞানদেবতাই লোকগণের হিতসাধক, দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা, ভগবৎ-সামীপ্যপ্রাপক, পরম ধনের অধিকারী এবং অমর। সেই দেবতাই লোকসমূহের রথস্বরূপ (ভগবৎসমীপে সংবাহকের ন্যায়) বিদ্যমান আছেন; অর্থাৎ, তিনি লোকগণকে ভগবৎসমীপে বহন করিয়া থাকেন। সেই দেবতাই মনুষ্যগণের মধ্যে (উপাসকগণের হৃদয়ে) আরাধিত হইয়া সম্ভোগযোগ্য ধনসমূহ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি) যথাক্রমে বিশেষভাবে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—পাপকর্ম্মসমূহের প্রতি সংহারমূর্ত্তিধারী এবং পুণ্যকর্ম্মসমূহের প্রতি সদয়ভাবসম্পন্ন সেই জ্ঞানদেবতা মনুষ্যগণের পরিত্রাণ-সাধনের জন্য অশেষ করুণা প্রদর্শন করেন। হে জীব! তুমি জ্ঞানান্বেষী হও। সেই কর্ম্মের দ্বারাই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।)॥ (১ম—৫৮সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ক্রাণা হবির্বহনং কুর্ব্বাণো রুদ্রেভির্রুদ্রৈর্বসুভিশ্চ পুরোহিতঃ পুরস্কৃতো হোতা দেবানামাহ্বাতা নিষত্তো হবিঃস্বীকরণায় দেবযজনে নিষণ্ণো রয়িষাট্ রয়ীণাং শত্রুধনানা-মভিভবিতামর্ত্যো মরণরহিতঃ। এবম্ভূতো দেবো দ্যোতমানোঽগ্নির্বিক্ষু প্রজাসু লৌকিক-জনেষু রথো ন রথ ইবায়ুষু যজমানলক্ষণেষু মনুষ্যেষৃঞ্জসানঃ স্তূয়মানো বার্য্যা বার্য্যাণি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হবির্বহনকারী, রুদ্র ও বসুগণের দ্বারা পুরস্কৃত, দেবগণের আহ্বানকারী, হবিঃস্বীকরণের জন্য দেবযজনস্থানে উপস্থিত, শত্রুগণের ধনসমূহের অভিভবকর্ত্তা, মরণরহিত,—এবম্ভূত'

সম্ভজনীয়ানি ধনান্তানুষক্ আনুষক্তং যথা ভবতি তথা ঋণ্বতি। বিশেষেণ প্রাপয়তি। যদ্বা বার্য্যাণি বরণীয়াণি হবীংষি স্বয়ং প্রাপ্নোতি॥

ক্রাণা। করোতেঃ শানচি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। শানচো ঙিত্বাদ্গুণাভাবে যণাদেশঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি সোঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। নিষত্তঃ। ষদ্লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু। অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। নসত্তনিষত্তেত্যাদিনা। পা০ ৮।২।৬১। নিষ্ঠানত্বাভাবো নিপাতিতঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। রয়িষাট্। ষহ অভিভবে। ছন্দসি সহঃ। পা০ ৩।২।৬৩। ইতি ণ্বিঃ। সহেঃ সাডঃ সঃ। পা০ ৮।৩।৫৬। ইতি ষত্বং। ঋঞ্জসানঃ। ঋঞ্জতি স্তুতিকর্ম্মা। অসানজিতাঋৃঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ। উ০ ২।৮৪। ইতি কর্ম্মণ্যসানচ প্রত্যয়ঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। আয়ুষু। আয়ব ইতি মনুষ্যনাম। ইণ্ গতাবিত্যস্মাচ্ছন্দসীণ ইত্যুণ্-প্রত্যয়ঃ। বৃদ্ধ্যায়াদেশৌ। বার্য্যা। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। ঋহলোর্ণ্যৎ। তিৎস্বরিতে প্রাপ্তে ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যত ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ। ঋণ্বতি। রিবি গতৌ। ব্যত্যয়েন সম্প্রসারণং। ইদিত্বান্নুম্। কর্ত্তরি শপ্॥ (১ম—৫৮সূ—৩ঋ)॥

স্তোতমান অগ্নি, যজমানদিগের স্তুতি লাভ করিয়া, রথের ন্যায় গমনপূর্ব্বক, সম্ভজনীয় ধনসমূহ বিশেষ প্রকারে প্রদান করেন। অথবা, বরণীয় হবির্দ্রব্যসমূহ প্রাপ্ত হন।

ক্রাণা। কৃ-ধাতু নিষ্পন্ন শানচ্ প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে বিকরণের লোপ হইয়াছে। শানচ্-প্রত্যয়ে ঙিত্ব-হেতু গুণের অভাবে যণ্ আদেশ হইয়াছে। 'চিতঃ' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্ত হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে 'সু' স্থলে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। নিষত্তঃ। বিশরণ, গতি, অবসাদন অর্থমূলক ষদ্লৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্ঠা হইয়াছে। 'নসত্তনিষত্তেত্যাদিনা' (পা০ ৮।২।৬১) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে নিষ্ঠানত্বের অভাব-নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি নিয়মে গতিতে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। রয়িষাট্। অভিভবার্থক ষহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ছন্দসি সহঃ' (পা০ ৩।২।৬৩) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'ণ্বিঃ' হয়। 'সহেঃ সাডঃ সঃ' (পা০ ৮।৩।৫৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ষত্ব হইয়াছে। ঋঞ্জসানঃ। 'ঋঞ্জতি' পদে স্তুতি-কর্ম্ম বুঝায়। 'অসানজ্' ইত্যাদি অনুবৃত্তি-হেতু 'ঋঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ' (উ০ ২।৮৪) ইত্যাদি সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে শানচ্ প্রত্যয় হয়। 'চিতঃ' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব হইয়াছে। আয়ুষু। আয়ু প্রভৃতি শব্দ মনুষ্য-নাম-মধ্যে পঠিত হয়। গত্যর্থ ইণ্ ধাতু। ছান্দস-হেতু ইণ্ স্থলে উণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। বৃদ্ধি-হেতু ইয় আদেশ। বার্য্যা। সম্ভক্ত্যর্থক বৃঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' নিয়মে নিষ্পন্ন যৎ প্রত্যয় হইয়াছে। তিৎস্বরিত-প্রাপ্তহেতু 'ঈড়্বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'শেশ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে 'শেঃ' লোপ হইয়াছে। ঋণ্বাতি। গত্যর্থক 'রিবি' হইতে উৎপন্ন। ব্যত্যয়ের দ্বারা সম্প্রসারণ। ইৎ-লোপহেতু নুঞ্। কর্ত্তৃবাচ্যে শপ্ প্রত্যয়। (১ম—৫৮সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (৬৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার কিয়দংশে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আসে, অপর কিয়দংশে কর্ম্মকারী দেবতা-বিশেষের (লোকবিশেষের) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্ত্রের 'রুদ্রেভিঃ' ও 'বসুভিঃ' পদদ্বয় মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বড়ই সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ব্যাখ্যাদিতে ঐ দুই পদ 'পুরোহিতঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশিত আছে। তাহাতে, কেহ অর্থ করিয়াছেন,—রুদ্রগণ ও বসুগণ কর্ত্তৃক অগ্নিদেব পূজিত হইয়াছিলেন; কেহ অর্থ করিয়াছেন,—রুদ্রগণের ও বসুগণের দ্বারা অগ্নি পুরস্কৃত হইয়াছিলেন; কেহ অর্থ করিয়াছেন,—রুদ্রগণের ও বসুগণের সহিত অগ্নিদেব আসন পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এই মন্ত্রেরও দুইটি প্রচলিত বঙ্গানুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি; সেই দুই বঙ্গানুবাদ এবং সায়ণভাষ্য অনুসরণ করিলে, ঋকের কি অর্থ চলিয়া আসিতেছে—বোধগম্য হইবে। সেই দুই প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—

(১) "অগ্নি হব্য বহন করেন, এবং রুদ্র ও বসুদিগের সম্মুখে স্থান পাইয়াছেন। তিনি (দেবগণের) আহ্বানকারী এবং (যজ্ঞস্থানে) উপস্থিত থাকেন। তিনি ধন জয় করেন এবং মরণরহিত। দীপ্তিমান্ অগ্নি যজমানদিগের স্তুতি লাভ করিয়া রথের ন্যায় গমন করতঃ প্রজাদিগের গৃহে বার বার বরণীয় (ধন) প্রদান করেন।"

(২) "রথ যেমন প্রজাদিগের গৃহে ধান্যাদি আনয়ন করে, সেই প্রকার হবির্বাহক, রুদ্রগণ ও বসুগণের দ্বারা পূজিত, দেবতাদিগের আবাহক, হবিগ্রহণার্থ দেবতাদিগের যজ্ঞে উপবিষ্ট, শত্রুদিগের ধনের অভিভাবিতা, অমর এবং যজমান-গৃহে স্তূয়মান অগ্নিদেব যজমানদিগকে সম্ভজনীয় ধনসমূহ বিশিষ্টরূপে লাভ করান।"

এই তো অর্থ—এই তো ভাব প্রচলিত। এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, আমাদিগের লক্ষ্য—জ্ঞানদেবতা। মন্ত্র তাঁহারই মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছে। কোন্ পদের কি অর্থে সে ভাব পরিস্ফুট হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। প্রথম—'ক্রাণা' পদ। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—হবির্ব্বহনকারী। 'ক্রাণা' পদে মাত্র 'কুর্ব্বাণঃ' অর্থাৎ 'কারী' ভাব প্রকাশ পায়। এখানে 'হবির্ব্বহন' পদ অধ্যাহার করিয়া আনা হইয়াছে। তিনি কি করেন? না—হবির্ব্বহন করেন। আমরা বলি, জ্ঞানদেবতা যে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব বহন করিয়া আনেন, আমাদিগকে যে শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী করেন, 'ক্রাণা' পদে সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়। তাই 'ক্রাণা' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বপ্রাপণকারী জ্ঞানদেব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর 'রুদ্রেভিঃ' ও 'বসুভিঃ' পদের সহিত জ্ঞান-

দেবতার কি সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে, বুঝিয়া দেখুন। রুদ্রদেব—সংহার-মূর্ত্তিধারী; রুদ্রদেবগণ বলিতে, কঠোর দেবভাবসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। পাপের বা পাপ-সম্বন্ধের বিনাশ-সাধন জন্য দেবতাকে অনেক সময় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। যে রুদ্র দেব-ভাবসমূহ পাপ-বিদূরণে সদা প্রযত্নপর, জ্ঞানদেবতার সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। কেন-না, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই মানুষকে কঠোরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক অনেক অসৎ-সংশ্রবকে পরিহার করিতে হয়। অজ্ঞানতার আবেশে মানুষ যে সকল অপকর্ম্ম করিতে প্রলুব্ধ হয়, জ্ঞানোন্মেষের সহিত সে সকল অপকর্ম্ম ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানদেব যে 'রুদ্রেভিঃ' সহ অবস্থান করেন, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। এইরূপ 'বসুভিঃ' পদে উহার বিপরীত ভাব প্রকাশ পায়। জ্ঞানদেবতায় যেমন রুদ্রভাব দেখিতে পাই, তাঁহাতে তেমনি স্নেহ-কারুণ্যের কোমল ভাবও প্রকাশমান। পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে মানুষেয় যে আসক্তি হয়, তাহা সেই জ্ঞানদেবতারই অনুকম্পা। তিনি তখন 'বসুভিঃ সহ' বিদ্যমান্ থাকেন। তাঁহাতে যুগপৎ রুদ্রভাব ও স্নেহভাব—দুই ভাবই বিদ্যমান আছে। 'বসুভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'কোমল-দেবভাবৈঃ' অথবা 'ধনপ্রদৈঃ দেবৈঃ' পদ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পরমধন জ্ঞানদেবতার কৃপাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বসুভিঃ' পদে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। পাপসম্বন্ধ-নাশে একদিকে তাঁহাতে কঠোর ভাবসমূহ বিকাশ পাইয়াছে; অন্যদিকে পুণ্য-কর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার স্নেহকারুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'রুদ্রেভিঃ বসুভিঃ' পদদ্বয়ে তাঁহার এই স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এক পক্ষে তিনি যেমন কোমল, অন্য পক্ষে তিনি তেমনই কঠোর। মন্ত্রের প্রথমাংশে, "ক্রাণা রুদ্রেভিঃ বসুভিঃ" পদত্রয়ে, এই ভাব পরিব্যক্ত দেখি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ, "পুরোহিতঃ হোতা নিষত্তঃ রয়িষাট্ অমর্ত্ত্যঃ" পদ কয়টিও, জ্ঞান-দেবতার স্বরূপ-প্রকাশক। জ্ঞানের দ্বারাই যে মনুষ্যের হিত সাহিত হয়, জ্ঞান-সাহায্যেই যে দেবভাবসমূহ মানুষের হৃদয়ে সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানই যে মনুষ্যের হৃদয়ে দেবভাবসমূহের আহ্বানকর্ত্তা, জ্ঞানের দ্বারাই যে মানুষ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে, জ্ঞান যে অমর এবং পরম ধনের অধিকারী,—ঐ কয়েকটী পদে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের তৃতীয়াংশ, "বিক্ষু রথঃ ন" পদত্রয়, সেই জ্ঞানদেবতাই যে রথস্বরূপ হইয়া মনুষ্যগণকে ভগবৎসমীপে লইয়া যান—এই ভাব প্রকাশ করিতেছে এই অংশে 'রথঃ ন' উপমা দৃষ্টে একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়া গিয়াছেন,—"দক্ষিণ দেশে অধ্যাবধি প্রচলিত আছে যে, বসন্ত ঋতুতে ক্ষেত্রে ধান্যচ্ছেদ হইলে পুষ্পাদি দ্বারা শকট ভূষিত করিয়া কৃষকেরা তদুপরি ধান্যরাশি স্থাপিত করিয়া গৃহে আনয়ন করে।' কিন্তু এবম্বিধ কোন ভাবই আমরা মন্ত্রার্থে প্রাপ্ত হইলাম না। জ্ঞান-সাহায্যে মানুষ যে পরিত্রাণ লাভ করে, জ্ঞানই যে মানুষের পরিত্রাণ-পথের সহায় বা রথস্বরূপ, "বিক্ষু রথঃ ন" পদত্রয়ে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের চতুর্থাংশে জ্ঞানদেবতার আর এক মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। অপিচ, ঐ অংশে তাঁহার অনুকম্পা-লাভের উপায়-সম্বন্ধেও একটুক ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। উপাসকের হৃদয়ে যখন তিনি আরাধিত হন, যখন জ্ঞানলাভের জন্য মানুষের প্রাণে আকুল আগ্রহ

আসে, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য মানুষ যখন স্বতঃপরতঃ প্রযত্নপর হয়, তখন মানুষের সম্ভোগের উপযোগী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লইয়া জ্ঞানদেবতা মানুষের নিকট উপস্থিত হয়েন; অর্থাৎ, জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সর্ব্ববিধ ইষ্টফল প্রাপ্ত হয়। এই তাঁহার মাহাত্ম্য। এই মাহাত্ম্যের বিষয় অনুধ্যান করিয়া, তোমরা জ্ঞানান্বিত হইবার জন্য প্রযত্নপর হও—ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ। কোন্ পদের কি অর্থে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

উপসংহারে সমগ্র মন্ত্রটীর মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের চারিটী অংশে জ্ঞানদেবতার চতুর্ব্বিধ প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত আছে। জ্ঞান-সাহায্যে পাপসংশ্রব পরিহারে —পাপ-কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে, এবং পুণ্যকর্ম্মকে পরিগ্রহণে—পুণ্যসংশ্রবে সংশ্লিষ্ট হইতে, আমরা সমর্থ হই; জ্ঞানই আমাদিগের হোতা অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার দেব-ভাবকে আনয়ন করেন এবং তিনিই আমাদিগের পুরোহিত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করিয়া থাকেন; জ্ঞানই রথস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে ভগবৎসান্নিধ্যে সংবাহিত করেন; জ্ঞান-সাহায্যেই আমরা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করি। আমরা মনে করি, এই মন্ত্র এই চতুর্ব্বিধ ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৫৮সূ—৩ঋ)॥

—•—

চতুর্থ ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তং। চতুর্থ ঋক্)।

বি বাতজূতো অতসেষু তিষ্ঠতে বৃথা

জুহূভিঃ সৃণ্যা তুবিষ্বণিঃ।

তৃষু যদগ্নে বনিনো বৃষায়সে কৃষ্ণং ত

এম রুশদূর্ম্মে অজর॥ ৪॥

* , *

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। বাতঽজূতঃ অতসেষু। তিষ্ঠতে। বৃথা।

জুহূভিঃ। সৃণ্যা। তুবিঽস্বনিঃ।

তৃষু। যৎ। অগ্নে। বনিনঃ। বৃষঽয়সে। কৃষ্ণং। তে

এম। রুশৎঽঊর্ম্মে। অজর॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জুহূভিঃ' (লোকানাং কর্ম্মভিঃ সঞ্চালিতঃ সন্) 'বাতজূতঃ' (বায়ুবৎসর্ব্বব্যাপকঃ) 'তুবিস্বনিঃ' (শব্দবৎক্ষিপ্রগতিবিশিষ্টঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'সৃণ্যা' (সরলমার্গেণ—নরাণাং সৎকর্ম্ম-রূপেণ ইতি যাবৎ) 'বৃথা' (অনায়াসেন—আগত্য ইতি যাবৎ) 'অতসেষু' (লোকানাং হৃদয়েষু) 'বি-তিষ্ঠতে' (বিশেষেণ অবস্থিতো ভবতি); মনুষ্যাণাং কর্ম্ম এব জ্ঞানদেবতাং ক্ষিপ্রং হৃদি প্রতিষ্ঠতুম্ সমর্থো ভবতি—ইতি ভাবঃ। 'রুশদূর্ম্মে' (জ্যোতির্ম্ময়) 'অজর' (জরারহিত) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'যৎ' (যদা) 'বনিনঃ' (অরণ্যসদৃশান হিংস্ররিপুশক্রযুতান্ হৃদয়বিশিষ্টান্ অস্মান্ প্রতি ইতি যাবৎ) 'বৃষায়সে' (কৃপাবর্ষণং করোষি), তদা 'তে এম' (তব সম্বন্ধযুতো মার্গঃ, তব প্রাপ্তিমার্গঃ, যদ্বা—অন্ধকারাচ্ছন্নঃ, কলঙ্ককলুষিতঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। জ্ঞানোন্মেষণ সহ নরো সন্মার্গানুসারী ভবতি, শ্রেয়শ্চ লভত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৮সূ—৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মনুষ্যগণের কর্ম্মসমূহের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, বায়ুবৎসর্ব্বব্যাপক শব্দবৎক্ষিপ্রগতিবিশিষ্ট সেই জ্ঞানদেব, মনুষ্যগণের সৎকর্ম্ম-রূপ সরল পথে অনায়াসে আসিয়া, তাহাদিগের হৃদয়ে বিশেষভাবে অবস্থিত করেন; (ভাব এই যে,—মনুষ্যের কর্ম্মই জ্ঞানদেবতাকে সহসা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়)। জ্যোতির্ম্ময় জরারহিত হে জ্ঞানদেব! আপনি যখন অরণ্য-সদৃশ-হিংস্ররিপুশক্রযুত-হৃদয়বিশিষ্ট আমাদিগের প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন, তখন আপনার সম্বন্ধ-

যুক্ত পথ (আপনার প্রাপ্তিমার্গ) আমাদিগের আকর্ষক হয়; অথবা—আপনার পরিত্যক্ত মার্গ (জ্ঞানবিরহিত কর্ম্ম) অন্ধকারাচ্ছন্ন কলঙ্ক-কলুষিত হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানোন্মেষের সহিত মানুষ সন্মার্গানুসারী হইয়া থাকে এবং শ্রেয়োলাভ করে।)॥ ৫॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বাতজূতো বায়ুনা প্রেরিতস্তুবিষ্বণির্মহাস্বনঃ। এবম্ভূতোঽগ্নির্জুহূভিঃ স্বকীয়াভির্জিহ্বাভিঃ স্বণ্যা সরণশীলেন তেজঃসমূহেন চ যুক্তঃ সন্। বৃথেত্যনায়াসবচনঃ। বৃথানায়াসেনৈবাতসেষূন্নতেষু বৃক্ষেষু বিতিষ্ঠতে। বিশেষেণ তিষ্ঠতি। হে অগ্নে যদ্যদা বনিনো বনসম্বন্ধান্ বৃক্ষান্ দগ্ধ্বং বৃষায়সে। বৃষবদাচরসি। দহসীত্যর্থঃ। হে রুশদূর্ম্মে দীপ্তজ্বাল। অজর জরারহিতাগ্নে তে তবৈম গমনমার্গঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণো ভবতি॥

বাতজূতঃ। জু ইতি সৌত্রো ধাতুঃ। বাতেন জূতো বাতজূতঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বিতিষ্ঠতে। সমবপ্রবিভ্যঃ স্থ ইত্যাত্মনেপদং। জুহূভিঃ। হু দানাদনয়োঃ। হুয়ত আস্বিতি জুহ্বঃ স্রুচঃ। স্রুবচ্ছেতি ক্বিপ্। চকারাদ্দীর্ঘঃ। শ্লুবদ্ভাবাদ্দ্বির্ভাবাদি। ধাতোরিত্যন্তোদাত্তত্বং। স্বণ্যা। সৃ গতৌ। সরতীতি স্বণিঃ। সৃবৃষিভ্যাং কিদিতি নিপ্রত্যয়ঃ। এম। এত্যনেনেত্যেম মার্গঃ। ইণ্ গতাবিত্যস্মাৎকরণ ঔণাদিকো মনিন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫৮সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বাতজূতঃ' অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত 'তুবিষ্বণিঃ' অর্থাৎ মহাশব্দকারী। এবম্ভূত অগ্নি 'জুহূভিঃ' অর্থাৎ আপনার জিহ্বার দ্বারা এবং 'স্বণ্যা' অর্থাৎ সরণশীল তেজসমূহের দ্বারা যুক্ত হইয়া (বৃথা শব্দ অনায়াস অর্থ জ্ঞাপন করে) 'বৃথেন' অর্থাৎ অনায়াসে 'অতসেষু' অর্থাৎ উন্নত-বৃক্ষ-সমূহে 'বিতিষ্ঠতে' অর্থাৎ বিশেষভাবে অবস্থিতি করেন। হে অগ্নে! যখন 'বনিনঃ' অর্থাৎ বনসম্বন্ধীয় বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করিয়া 'বৃষায়তে' অর্থাৎ বৃষের ন্যায় আচরণ করেন (ভাব এই যে, তাহাদিগকে দগ্ধ করেন); হে 'রুশদূর্ম্মে' অর্থাৎ হে দীপ্তজ্বাল! 'অজর' অর্থাৎ জরারহিত অগ্নে! আপনার 'এম' অর্থাৎ গমনমার্গ 'কৃষ্ণং' অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

বাতজূতঃ। জু ইত্যাদি সৌত্র ধাতু। বায়ুর দ্বারা জূত—এই অর্থে 'বাতজূতঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। বিতিষ্ঠতে। 'সমবপ্রবিভ্য স্থঃ' ইত্যাদি নিয়মে আত্মনেপদ হইয়াছে। জুহূভিঃ। দান ও অদন অর্থমূলক হু-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'হুয়ত আসু' ইত্যাদি বাক্যে জুহ্বঃ পদে স্রুক বুঝায়। 'স্রুবচ্চ' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্-প্রত্যয়। চকার-হেতু দীর্ঘ। শ্লুবৎ-ভাব-হেতু দ্বির্ভাবাদি হয়। 'ধাতোঃ' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব হইয়াছে। স্বণ্যা। গত্যর্থক সৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'সরতি' এই অর্থে 'স্বণিঃ' পদ হয়। 'সৃবৃষিভ্যাং কিৎ' ইত্যাদি নিয়মে নি-প্রত্যয় হইয়াছে। এম। এতদ্দ্বারা গমন করে—এই অর্থে ঐ পদে মার্গ বুঝায়। 'ইণ গতৌ'- এই অর্থে করণে ঔণাদিক 'মনিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৫৮সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (৬৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

—— —:*:——

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে অনন্ত অগ্নি সম্বন্ধেই ঋক্‌টী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অনন্ত অনল যখন শিখা বিস্তার করিয়া দিগ্‌দাহে প্রবৃত্ত হয়, তখন বায়ু আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করে; বায়ু-যোগে অগ্নিশিখা বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গৃহাদি ভস্মীভূত হয় এবং ঘোর শব্দ উত্থিত হয়। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বৃহৎ বৃক্ষাদিও সে অনলে ভস্মীভূত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ দাবানলের সৃষ্টি হয়। তখন বড় বড় বৃক্ষ—উদকপূর্ণ বা রসপূর্ণ মহীরুহসমূহ—ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অগ্নির গতিপথ সাধারণতঃ ধূমাচ্ছন্ন কৃষ্ণবর্ণ হয়। অগ্নির শিখামুখেও ধূম বিনির্গত হয়; আবার অগ্নির পরিত্যক্ত পথও ধূমাবৃত হইয়া থাকে। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ঋকের অর্থে পূর্ব্বোক্ত ভাবই ব্যক্ত দেখি। প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এবং সায়ণ-ভাষ্যে ঋকের অর্থ এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা,—

(১) "বায়ুপ্রেরিত, মহাশব্দবিশিষ্ট অগ্নি স্বীয় জিহ্বা অর্থাৎ শিখাসকল এবং লেলায়মান তেজঃদ্বারা অনায়াসে অত্যুচ্চ বৃক্ষসমূহে প্রসৃত হয়েন। হে প্রদীপ্ত শিখাবিশিষ্ট জরারহিত অগ্নে, যখন আপনি বনের বৃক্ষসকল দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়েন, তখন আপনার গমনপথ কৃষ্ণবর্ণ হয়।"

(২) "অগ্নি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহাশব্দের সহিত এবং অনন্ত জিহ্বা ও প্রসারিত তেজের সহিত অনায়াসে বৃক্ষসমূহে স্থান পায়; হে অগ্নি! যখন তুমি বন বৃক্ষসমূহ শীঘ্র দগ্ধ করিবার জন্য বৃষের ন্যায় ব্যগ্র হও, হে দীপ্তজ্বাল জরারহিত অগ্নি! তখন তোমার গমনমার্গ কৃষ্ণবর্ণ হয়।"

এই প্রকার ব্যাখ্যায় এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষিত হইবে। কি কারণে এই প্রকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা অধ্যাহৃত হইয়া থাকে, ঋকের অন্তর্গত পদ-কয়েকটীর আলোচনায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। প্রথম—'জুহুভিঃ' পদ। সাধারণতঃ যদ্দ্বারা হবিঃ প্রদান করা যায়, তাহাকে 'স্রুক্' বা 'জুহূ' কহে। অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপের জন্য পলাশ বা যজ্ঞডম্বুরাদি কাষ্ঠে 'স্রুক্' বা 'জুহূ' প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার দ্বারা ঘৃত প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ তদ্দ্বারা অগ্নি ঘৃতকে গ্রহণ বা ভক্ষণ করেন বলিয়া 'জুহূ' শব্দে ভাষ্যাদিতে জিহ্বা অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখানে বলিতেছি, এ জিহ্বা—সে জিহ্বা নহে। ভগবান গ্রহণ করেন—কোন্ সামগ্রী এবং কিরূপেই বা তাহা গৃহীত হয়? ভগবান্ গ্রহণ করেন—মানুষের শুদ্ধসত্ত্বভাব (ভক্তি প্রভৃতি)। বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি—মানুষের শুদ্ধসত্ত্বভাব কিরূপে ভগবানে অর্পিত হয়। সে কি মানুষের কর্ম্মদ্বারাই সঞ্চালিত হয় না?

আমরা তাই 'জুহূভিঃ' পদে "লোকানাং কর্ম্মভিঃ সঞ্চালিতঃ সন্" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় পদ—'বাতজূত'। ঐ পদে 'বায়ুর দ্বারা চালিত' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা ঐ পদে 'বায়ুবৎ সর্ব্বব্যাপক' অর্থ গ্রহণ করি। জু-ধাতু হইতে 'জূতঃ' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুতে গতি ও ব্যাপ্তি অর্থ বুঝায়। অগ্নিও গতিশীল ব্যাপক, জ্ঞানও গতিশীল ব্যাপক। অগ্নি পক্ষেও ঐ পদের প্রয়োগ অসঙ্গত নহে, আবার জ্ঞান-পক্ষেও ঐ পদের প্রয়োগে সঙ্গতি আছে। তৃতীয় পদ—'তুবিষ্বণিঃ'। ঐ পদেরও উভয় পক্ষেই সঙ্গতি আছে। অগ্নি যখন দিগ্দাহে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা হইতে শব্দ উঠিয়া থাকে। সে পক্ষেও 'তুবিষ্বণিঃ' পদের সার্থকতা; আবার, শব্দবৎগতিবিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিলে, জ্ঞান-পক্ষেও ঐ পদের সার্থক-প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। চতুর্থ পদ—'সৃণ্যা'। ঐ পদে "সরণশীলেন তেজঃসমূহেন" প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আমরা ঐ পদে 'সৎকর্ম্মরূপ সরল পথের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অগ্নিপক্ষেও ঐ পদের সার্থক-প্রয়োগ আছে; আবার জ্ঞানপক্ষেও ঐ পদের সঙ্গত-প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। অগ্নি যেমন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হয়, জ্ঞানও সেইরূপ সৎকর্ম্মরূপ সরল পথে স্বতঃই প্রাধান্য বিস্তার করেন। 'অতসেষু' পদে কাষ্ঠসমূহকেও বুঝায়, আবার হৃদয়কেও বুঝায়। অগ্নিপক্ষে কাষ্ঠে অগ্নির সংযোগ অর্থ গ্রহণ করা যায়, আবার জ্ঞান-পক্ষে হৃদয়ে জ্ঞানদেবতার আবির্ভাবের বিষয় বুঝা যায়। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম অংশটীতে, "জুহূভিঃ বাতজূতঃ তুবিষ্বণিঃ সৃণ্যা বৃথা অতসেষু বিতিষ্ঠতে" পদ-কয়েকটীতে, অগ্নি পক্ষেও অর্থ করা যায়, আবার জ্ঞান-পক্ষেও অর্থসঙ্গতি দেখি। ঐ অংশে উপমার ভাব পরিগ্রহণ করিলেও, 'সুষ্ঠু' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—অগ্নি যেমন জিহ্বা বিস্তার করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ঘোর শব্দসহ অনায়াসে ঋজুভাবে, বৃহৎ কাষ্ঠসমূহে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; জ্ঞানও সেইরূপ মানুষের সৎকর্ম্মদ্বারা পরিচালিত হইয়া সরল পথে ত্বরিতগতিতে মনুষ্যের হৃদয়ে আসিয়া পরিব্যাপ্ত হয়েন। যদি অগ্নিকে কেহ ঋষি বা মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহার দৃষ্টিতেও মন্ত্রাংশে তাঁহার অনুমত ভাবের অর্থ অধ্যাহার করা যাইতে পারে। অধিকারিভেদে মন্ত্র বহুভাবদ্যোতক। কিন্তু সকল ভাবের সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করিয়াই আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমাদিগের মত প্রকাশ করিতেছি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অর্থ-সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত পোষণ করা যায়। ঐ অংশের মধ্যে, 'বনিনঃ', 'বৃষায়সে', 'এম' এবং 'কৃষ্ণং'—এই পদচতুষ্টয় বিশেষ সমস্যামূলক। 'বনিনঃ' পদে 'বনের বৃক্ষসকল' অর্থ গ্রহণ করা হয়, 'বৃষায়সে' পদে 'বৃষের ন্যায় আচরণ করা' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে; 'এম' পদে 'গমনমার্গ' এবং 'কৃষ্ণং' পদে 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। সে অর্থও যে অযৌক্তিক, তাহা আমরা বলি না। তবে পূর্ব্বাপর-সঙ্গতিবিশিষ্ট সুষ্ঠু অর্থ যাহা হয় বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহাই গৃহীত হইয়াছে। বেদে যেখানেই 'অরণ্য' 'বন' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, সেখানেই হৃদয়কে বুঝাইয়াছে। অরণ্য যেমন হিংস্রজন্তুপূর্ণ, হৃদয়ও সেইরূপ রিপুশত্রুপূর্ণ। যে হৃদয়ে ভগবানের স্থান নাই, অরণ্য ভিন্ন সে হৃদয়কে আর কি বলা যাইতে পারে? যে হৃদয় সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত

নহে, যে হৃদয়ে সৎকর্ম্মের স্নিগ্ধধারা প্রবাহিত নহে, সেই তো অরণ্য। এই অর্থেই 'বনিনঃ' পদের সঙ্গত প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। তার পর 'বৃষায়সে' পদ। বেদে যেখানেই বৃষসম্বন্ধীয় পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি, সেখানেই ঐ পদে ভগবানের অভীষ্টবর্ষণরূপ করুণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অতএব, অগ্নি যে বৃষের (ষাঁড়ের) ন্যায় আচরণ করেন, 'বৃষায়সে' পদের এ অর্থ আমরা গ্রহণ করি না। ঐ পদের সঙ্গত অর্থ—কৃপাদৃষ্টি করেন। অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান—সে তাঁহার পরম করুণার নিদর্শন। 'বৃষায়সে' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'তে এম' পদদ্বয়ে এবং 'কৃষ্ণং' পদে আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থা অনুসারে আমরা দুই রূপ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। এক ভাবে 'তে এম' পদদ্বয়ে 'ভগবানের সম্বন্ধযুত' এবং 'কৃষ্ণং' পদে 'আকর্ষক' অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অন্য আর এক ভাবে 'তে এম' পদদ্বয়ে 'ভগবৎ-সম্বন্ধ-পরিত্যক্ত জ্ঞানসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন' এবং 'কৃষ্ণং' পদে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' অর্থ আসিয়া থাকে। দুই দিক দিয়া ঐ তিন পদের দুই রূপ অর্থ আসিলেও ভাব-পক্ষে কিন্তু দুই প্রকার অর্থেই একই বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে। যে পথ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুত, তাহাই আকর্ষক; আর, যে পথ জ্ঞানসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন, তাহা অন্ধকারাবৃত;—এই দ্বিবিধ উক্তি একই ভাব প্রকাশ করে না কি? এক ভাব—'অস্তি'-পক্ষে, অন্য ভাব—'নাস্তি'-পক্ষে।

এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, ঋকৃটিকে জ্বলন্ত-অগ্নির মাহাত্ম্যখ্যাপক মনে করিতে দ্বিধা আসে। শব্দগত অর্থের দ্বারা, জ্বলন্ত অগ্নিকে অথবা অগ্নি নামক কোনও ঋষিকে অথবা মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন অগ্নি দেবতাকে মনে আসিলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ'। সৎকর্ম্মপর হও, তোমার কর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই জ্ঞানদেবতা তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইবেন। হৃদয়ে জ্ঞানদেব অধিষ্ঠিত হইলে তোমার শ্রেয়োলাভ সত্বর হইয়া আসিবে।' (১ম—৫০সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

তপুর্জ্জম্ভো বন আ বাতচোদিতো যূথে ন

সাহ্বাঁ অব বাতি বংসগঃ।

অভিব্রজন্নক্ষিতং পাজসা রজঃ স্থাতুশ্চরথং

ভয়তে পতত্রিণঃ॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তপুঃ২জম্ভঃ। বনে। আ। বাত২চোদিতঃ। যূথে। ন।

সাহ্বান্। অব। বাতি। বংসগঃ।

অভি২ব্রজন্। অক্ষিতং। পাজসা। রজঃ। স্থাতুঃ। চরথং।

ভয়তে। পতত্রিণঃ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অক্ষিতং' (অক্ষীণং, প্রবলং) 'রজঃ' (রজোভাবং, অহঙ্কারং) 'সাহ্বান্' (অভিভবন্) অস্মাকং সত্ত্বভাবঃ যদা 'যূথে ন বংসগঃ' (যূথসকাশে গমনতৎপরো জীব ইব, স্বদলেন সহ মিলনাভিলাষী ইব) ভগবতা সহ মিলনাভিলাষী ভবতি, তদা 'তপুর্জ্জম্ভঃ' (জ্বালানাশকঃ) 'বাতচোদিতঃ' (শান্তিপ্রদায়কঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'বনে' (অস্মাকং অরণ্যসদৃশে রিপুশত্রু-সঙ্কুলে অস্মিন্ হৃদয়ে) 'পাজসা' (স্বকীয়েন তেজোবলেন) 'অব' (রক্ষণং, অস্মাকং রক্ষণোপায়ং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বাতি' (বিদধাতি, ব্যাপ্নোতি); তদা 'পতত্রিনঃ' (ত্রাণকারিণো জ্ঞানাগ্নেঃ) 'স্থাতুশ্চরথং' (স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ, স্থাবরজঙ্গমাত্মকং চরাচরং, বিশ্বস্য সর্ব্ববিধং পাপসংশ্রবং ইতি ভাবঃ) 'ভয়তে' (বিভেতি)। তাৎপর্য্যার্থঃ—রজোভাবস্য ক্ষয়প্রাপ্তিনা সহ হৃদি জ্ঞানাবির্ভাবো ভবতি, নরো আত্মরক্ষণোপায়ঞ্চ লভতে, তদা সর্ব্বে পাপসম্বন্ধা বিচ্ছিন্না ভবতি। (১ম—৫৮সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অক্ষীণ (প্রবল) রজোভাব (অহঙ্কারকে) আমাদিগের সত্ত্বভাব যখন অভিভব করিয়া যূথসকাশে গমনতৎপর জীবের ন্যায় অর্থাৎ স্বদলের সহিত মিলনাভিলাষীর ন্যায়, ভগবানের সহিত মিলনাভিলাষী হয়; তখন, জ্বালানাশক শান্তিপ্রদায়ক সেই জ্ঞানদেবতা অরণ্য-সদৃশ-রিপুশত্রুসঙ্কুল আমাদিগের এই হৃদয়ে আগমন করতঃ, আপনার তেজোবলের দ্বারা, সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের রক্ষার উপায় বিহিত করেন; তখন ত্রাণকারী সেই জ্ঞানাগ্নি হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচরকে (বিশ্বের সর্ব্ববিধ পাপসংশ্রবকে) ভয় পাইতে হয়। (তাৎপর্য্য এই যে,—'রজোভাবের ক্ষয়প্রাপ্তি সহ হৃদয়ে জ্ঞানাবির্ভাব হয় এবং মানুষ আত্ম-রক্ষার উপায় লাভ করে; তখন সকল পাপ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।') ॥ ৫ ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

তপুর্জম্ভঃ। তপূংষি জ্বালা এব জম্ভা আয়ুধানি মুখানি বা যস্য স তথোক্তঃ। বাত চোদিতঃ। বায়ুনা প্রেরিতঃ। এবম্ভূতোঽগ্নির্যূথে জ্বালাসমূহে সত্যক্ষিতমক্ষীণং রঃ আর্দ্রবৃক্ষান্তর্গতমুদকং পাজসা তেজোবলেনাভিব্রজন্ আভিমুখ্যেন গচ্ছন্ বনেঽরণ্যে সাহ্বাঃ সর্ব্বমভিভবন্ আভিমুখ্যেনাববাতি। ব্যাপ্নোতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বংসগো ন। যথ বননীয়গতির্ব্বৃষো গোযূথে সর্ব্বমভিভবন্ বর্ত্ততে তদ্বৎ। যস্মাদেবং তস্মাৎ পতত্রিণঃ পতন বতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ স্থাতুঃ স্থাবরং চরথং চ জঙ্গমং চ ভয়তে। বিভেতি ॥

সাহ্বান্। দাশ্বান্ সাহ্বানিতি ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। যত্বলোপৌ হ্রস্বত্বং ছান্দসং। স্থাতুঃ। কমিমনিজনীত্যাদিনা বিহিতস্তুপ্রত্যয়ো বহুলবচনাত্তিষ্ঠতেরপি ভবতি। যদ্বা। স্থাতুরনন্তরং চরথং ভয়তে। প্রথমং স্থাতৃ স্থাবরং বিভেতি পশ্চাচ্চরথ মিত্যর্থঃ। চরথং। চর গত্যর্থঃ। অস্মাদৌণাদিকোঽথপ্রত্যয়ঃ। ভয়তে। ঞিভী ভয়ে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বহুলং ছন্দসীতি শ্লোরভাবঃ। গুণাবাদেশৌ ॥ (১ম—৫৮সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে ত্রয়োবিংশো বর্গঃ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

তপুর্জম্ভঃ। জ্বালাই যাঁহার আয়ুধ বা মুখ, তথাবিধ। বাতচোদিতঃ। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত। এবম্ভূত অগ্নি, জ্বালাসমূহে যুক্ত হইয়া, অক্ষীণ আর্দ্র বৃক্ষান্তর্গত উদককে তেজোবলের দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক, অরণ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া সকলকে (অরণ্যের বৃক্ষাদিকে) অভিভব-পূর্ব্বক ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। "বংসগো ন" অর্থাৎ বননীয়গতি বৃষ যেমন গোযূথে (গরুর দলের মধ্যে গিয়া) সকলকে অভিভব-পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সেইরূপ। এই প্রকারে 'পতত্রিণঃ' অর্থাৎ পতনশীল অগ্নি হইতে স্থাবর ও জঙ্গম ভয়প্রাপ্ত হয়।

সাহ্বান্। 'দাশ্বান্ সাহ্বান্' ইত্যাদি ক্বসু-প্রত্যয়ান্ত ও নিপাতনে সিদ্ধ। 'দীর্ঘাদটি সমানপাদঃ' ইত্যাদি নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে ন-কারের রুত্ব হয়। 'আতোঽটি নিত্যম্' ইত্যাদি নিয়মে সানুনাসিক আকার হইয়াছে। যত্বের লোপ। ছান্দসেতু হ্রস্বত্ব। স্থাতুঃ। 'কমিমনিজনি' ইত্যাদিতে বিহিত তু-প্রত্যয়ের বহুবচন-হেতু 'তিষ্ঠতেঃ' স্থলে এইরূপ আদেশ হয়। অথবা, স্থাতু ও পরে চরথ ভয় প্রাপ্ত হয়—এই অর্থে। প্রথমে স্থাতৃ অর্থাৎ স্থাবর ভয় পায়, পশ্চাতে চরথ অর্থাৎ জঙ্গম ভয় পায়—ইহাই ভাবার্থ। চরথং। গত্যর্থক চর-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাহাতে ঔণাদিক 'অথ' প্রত্যয় হইয়াছে। ভয়তে। ভয়ার্থক ঞিভী হইতে উৎপন্ন। ব্যত্যয়-হেতু আত্মনেপদ। 'বহুলং ছন্দসি' এই নিয়মে 'শ্লু'-র অভাব। গুণের আদেশ। (১ম—৫৮সূ—৫ঋ) ॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৪।২৩ ॥

* * *

পঞ্চম (৬৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

——:*:——

সূক্তের মধ্যে এই ঋকটী সর্ব্বাপেক্ষা জটিলতা-পূর্ণ। সেই জটিলতার প্রধান কারণ,— ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচারিত। সেই পদ-কয়েকটী এবং তাহাদিগের অর্থ যত প্রকার প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার আভাস দিতেছি। প্রথম— 'রজঃ' পদ। ভাষ্যাদিতে এই পদে 'আর্দ্রবৃক্ষান্তর্গত উদক' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'রজঃ' পদে 'অন্তরিক্ষ' অর্থও আসিতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে উহার সঙ্গত প্রতিবাক্য মনে করি,—রজোভাব বা অহঙ্কার। পূর্ব্বেও রজঃ-পদের ব্যবহার যেখানে যেখানে পাইয়াছি, তাহাতেও এই অর্থেরই সঙ্গতি দেখিয়াছি। মন্ত্রের সমস্যামূলক দ্বিতীয় পদ বা বাক্যাংশ— "যূথে ন বংসগঃ।" ঐ বাক্যাংশের প্রচলিত মর্ম্ম এই যে,—'বৃষ (ষাঁড়) যেমন গাভীগণের মধ্যে অবস্থান করে।' এই 'বংসগঃ' পদের ব্যবহার পুর্ব্বেও আমরা পাইয়াছি। কিন্তু 'ষাঁড়' অর্থের সঙ্গতি কোথাও দেখি নাই। 'বৃষা যূথেব বংসগঃ' বাক্যাংশের যে প্রথম প্রয়োগ ঋগ্বেদে (১ম—৭সূ—৮ঋ) পাইয়াছি, সেখানে ঐ পদের ভাষ্যে 'বননীয় গতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। যৎপ্রতি গতি আকর্ষক হয়, যৎপ্রতি গমনে বা যাহার সহিত মিলনে আনন্দ হয়, 'বংসগঃ' পদে সেই ভাব আসিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে একবারে বৃষকে আকর্ষণ করার কোনই কারণ দেখি না। 'যূথ' পদে দল বুঝায়। আত্মসম্বন্ধবিশিষ্টের নিকট (দলের নিকট) যাইবার জন্য জীবের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। এখানে 'যূথে ন বংসগঃ' বাক্যাংশে ঐ ভাবেরই সমীচীনতা দেখি। মিলনার্থক গতি এবং তদ্দ্বারা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের ভাব—এই উপমায় দ্যোতনা করে। 'তপুর্জ্জম্ভঃ' পদে 'জ্বালারূপ অস্ত্র' অর্থ পরিগৃহীত হয়। আমরা 'জ্বালানাশক' অর্থ গ্রহণ করি। জ্বালাই যাহার অস্ত্র—এই ভাবে পদটীর অর্থ পরিগ্রহণ না করিয়া, জ্বালা-নাশে বা জ্বালা-দূরীকরণে যিনি অস্ত্রস্বরূপ—এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ 'বাতচোদিতঃ' পদে 'বায়ুর দ্বারা প্রেরিত' অর্থ গ্রহণ না করিয়া বায়ুর দ্বারা বাতসঞ্চালনে 'শান্তিপ্রদায়ক' ভাব গ্রহণ করা যায়। তাহাতে কোনই অসঙ্গতি দেখা যায় না। 'সাহ্বান্' পদে অভিভব করার ভাব আছে। তাহা হইতে 'বনের বৃক্ষাদিকে অভিভব করা' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'অহঙ্কারকে অভিভব করার' ভাব আসে। 'বনে' পদের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখানেও ঐ পদে অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে বুঝাইতেছে। 'অব' পদটীকে ক্রিয়াপদের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া স্বতন্ত্র-অর্থ প্রকাশক বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। ঐ পদে রক্ষণকে বা রক্ষণোপায়কে বুঝাইতেছে। 'বাতি' ক্রিয়া-পদে 'ব্যাপ্ত হয় বা বিধান করে' অর্থ আসে। অবশিষ্ট এখন—'পতত্রিণঃ' পদটী। ঐ পদের পক্ষী অর্থ হইতে ভাবে অগ্নি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ পদের 'অগ্নি' প্রতিবাক্য হইতেই সাধারণ ভাবে 'জ্ঞানাগ্নি' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। পরন্তু একটু

সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে, 'পতত্রিণঃ' পদে 'পতন হইতে যিনি পরিত্রাণ করেন' (পত—পতন+ত্রৈ—ত্রাণ করা+ইন্), তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। জ্ঞানই মানুষের পরিত্রাণ-কারক। আমরা তাই 'পতত্রিণঃ' পদে 'ত্রাণকারী জ্ঞানাগ্নি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'স্থাতুশ্চরথং' বাক্যাংশে চরাচর পৃথিবীকে বুঝাইয়া থাকে। অথবা, ঐ পদে স্থাবর-জঙ্গমাদি সম্বন্ধ-বিশিষ্ট পাপকে লক্ষ্য করে। জ্ঞানের প্রভাবের নিকট কেহই মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না; পাপ-সংস্রবে সংশ্লিষ্ট হইতে সকলেই ভয় পায়। 'ভ য়তে' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

এখন বুঝিয়া দেখুন,—মন্ত্রের কি অর্থই বা প্রচলিত আছে, আর আমরাই বা কি অর্থ গ্রহণ করিতেছি। তুলনায় আলোচনা করিয়া বুঝিবার জন্য মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

> "কিরণরূপাস্ত্রবিশিষ্ট অগ্নিদেব বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া তেজোবলদ্বারা বৃক্ষান্তর্গত জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বনে সমুদায় পদার্থকে অভিভব করতঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়েন, বৃষ যেমন গোযূথ মধ্যে সকল গোকে অভিভব করতঃ স্থিতি করে তদ্রূপ। অতএব পক্ষীরা এবং স্থাবর, জঙ্গম সমুদায় বস্তু অগ্নি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়।"

এই বঙ্গানুবাদে 'পতত্রিণঃ' পদে 'পক্ষীরা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে ; কিন্তু অন্য আর এক অনুবাদে "স্থাতুশ্চরথং ভয়তে পতত্রিণঃ"—এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে,—"স্থাবর ও জঙ্গম সকলে বহুবিচারি অগ্নিকে ভয় করে।" সায়ণের ব্যাখ্যায় 'পতত্রিণঃ' পদে "পতনবতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ" প্রতিবাক্য পরিগৃহীত। কিন্তু ব্যাখ্যাব্যপদেশে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। 'পতত্রিণঃ' পদের আলোচনা নিঘণ্টু-নিরুক্তেও দেখিতে পাই। এই ঋগ্বেদ-সংহিতারই অন্যত্র (৮অ—৪অ—১০ব) এই মন্ত্রেরই অনুরূপ একটী মন্ত্র প্রকটিত আছে। সেখানে জ্ঞানদেব যে পক্ষিগণকে, স্থাবরদিগকে এবং জঙ্গম-সমূহকে অঙ্গীভূত করিতেছেন,—প্রচলিত অর্থে তাহা প্রকাশ না পাইলেও, ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সে মন্ত্রটী এই ;—

"যো হোতাসীৎ প্রথমো দেবজুষ্টো যং সমাঞ্জন্নাজ্যেনাবৃণানাঃ।
স পতত্রীত্বরং স্থা জগদ্যচ্ছ্বাত্রমগ্নিরকৃণোজ্জাতবেদাঃ॥"

এই মন্ত্র অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। তাৎপর্য্যানুসরণে এই মন্ত্রেও জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য-প্রকটিত দেখিতে পাই। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও অগ্নিদেবে জ্ঞানদেবতার বা জ্ঞানের সম্বন্ধ সূচিত হয়।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব ও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, উপসংহারে তাহার সঙ্গতির বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রে একটী নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকটিত।

মানুষের হৃদয়ে রজোভাব স্বতঃই প্রবল হইয়া আছে। আমাদিগের সত্ত্বভাব যদি রজোভাবকে অভিভব করিতে পারে, আর সেই রজোভাবকে অভিভব করিয়া সত্ত্বভাব যদি সেই সত্ত্বনিলয় ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হইতে পারে; তাহা হইলে সকল আলানাশক শান্তিপ্রদ জ্ঞানদেবতা আসিয়া সহায় হন; তাঁহার দ্বারাই তখন আমাদিগের রক্ষার উপায় বিহিত হয়। হৃদয়ে যদি একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, আর সেই সত্ত্বভাব যদি সত্ত্বসমুদ্রে মিশিবার জন্য প্রযত্নপর হয়, তাহা হইলে জ্ঞান মানুষের সহায় হইয়া থাকে। নদীর স্রোত যেমন সমুদ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেই স্রোতের সহিত যেমন পারিপার্শ্বিক জলরাশি আসিয়া যোগদান করে, সত্ত্বভাবের-প্রবাহ ভগবানের দিকে প্রবাহিত হইলে, সেইরূপ হৃদয়ের যত সদ্‌গুণ আছে—সকলই আসিয়া তাহাতে যোগদান করে। ফলতঃ, হৃদয়ে একটু সদ্ভাবের সঞ্চার হউক, আর সেই সদ্ভাবটুকু ভগবানের প্রতি ন্যস্ত কর; তাহা হইলে সকল শ্রেয়ঃ তোমার অধিগত হইবে; তখন জ্ঞান আসিয়া তোমার সহায় হইয়া তোমাকে সৎসমুদ্রে লইয়া যাইবে। মন্ত্রের প্রথম অংশে "অক্ষিতং" হইতে "বাতি" পর্য্যন্ত পদসমূহে এই ভাবই পরিব্যক্ত। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "পতত্রিণঃ" পদ হইতে "ভয়তে" পর্য্যন্ত অংশে, দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞানের প্রভাবের নিকট কেহই মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না, জ্ঞানের নিকট সকলের সকল গর্ব্বই খর্ব্ব হয়। এই এক ভাব ঐ অংশে প্রাপ্ত হই। আর এক ভাব এই যে, স্থাবর জঙ্গম হইতে যে সকল পাপ-সংশ্রবের সম্ভাবনা থাকে, জ্ঞানের প্রভাবে সে সকল সম্ভাবনা দূর হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, মন্ত্র বলিতেছেন,—'মানুষ! হৃদয়ে একটু সত্ত্বভাবের সঞ্চার কর; আর সেই সত্ত্বভাবটুকুকে ভগবানের প্রতি ন্যস্ত কর। তাহা হইলে জ্ঞান আসিয়া তোমার সহায় হইবেন; এবং সংসারের কোন পাপ আসিয়াই তোমাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না।' (১ম—৫৮সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

দধুষ্ট্বা ভৃগবো মানুষেষ্বা রয়িং ন
চারুং সুহবং জনেভ্যঃ।
হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন
শেবং দিব্যায় জন্মনে ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দধুঃ। ত্বা। ভৃগবঃ। মানুষেষু। আ। রয়িং। ন।

চারুং। সুহবং। জনেভ্যঃ।

হোতারং। অগ্নে অতিথিং। বরেণ্যং। মিত্রং। ন।

শেবং। দিব্যায়। জন্মনে॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ভৃগবঃ' (পাপকামনাদহনসমর্থাঃ সাধব এব) 'জনেভ্যঃ (জনহিতসাধনায়) 'সুহবং' (সুষ্ঠু হবিঃস্বরূপং) 'হোতারং' (দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'অতিথিং' (অতিথিবৎ পূজ্যং) 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং, সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ং) 'মিত্রং ন শেবং' (সখা ইব আনন্দদায়কং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দিব্যায় জন্মনে' (লোকানাং দেবত্ব-প্রাপ্তয়ে, অস্মাকং হৃদি দেবভাবসঞ্চরায়) 'চারুং ন রয়িং' (মনোহরং ধনমিব আকর্ষকং কৃত্বা) 'মানুষেষু' (মনুষ্যেষু মধ্যে, ইহলোকে ইতি যাবৎ) 'আ দধুঃ' (সম্যক্ ধারয়তি, প্রকাশয়তি)। সাধূনাং কৃপয়া এব ইহজগতি জ্ঞানমাহাত্ম্যং প্রকটিতং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৮সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! পাপকামনা-দহন-সমর্থ সাধুগণই, জনাহিত-সাধনে সুষ্ঠু হবিঃস্বরূপ,' দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী, অতিথিবৎ পূজ্য, সকলের বরণীয়, মিত্রের ন্যায় আনন্দদায়ক—আপনাকে, মনুষ্যগণের দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য, অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাব সঞ্চারের জন্য মনোহর ধনের ন্যায় আকর্ষক করিয়া, ইহলোকে প্রকাশ করেন। (ভাব এই যে—সাধুগণের কৃপাতেই ইহজগতে জ্ঞানমাহাত্ম্য প্রকটিত হয়।)। (১ম—৫৮সূ—৬ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বা ত্বাং মানুষেষু মনুষ্যেষু মধ্যে ভৃগব এতৎসংজ্ঞা মহর্ষয়ো দিব্যায় জন্মনে দেবত্বপ্রাপ্তয়ে চারুং রয়িং ন শোভনং ধনমিবাদধুঃ। আধানসম্ভারেষু মন্ত্রৈঃ স্থাপনেন সমস্কুর্ব্বন। কীদৃশং ত্বাং। জনেভ্যঃ সুহবং। যজমানার্থমাহ্বাতুং সুশকং। হোতারং। দেবানামাহ্বাতারং। অতিথিং। অতিথিবৎ পূজ্যং। যদ্বা দেবযজনদেশেষু সততং গন্তারং। বরেণ্যং বরণীয়ং মিত্রং ন শেবং। যথা সখা সুখকরো ভবতি তদ্বৎ সুখকরমিত্যর্থঃ॥

দধুঃ। লিট্যুস্যাতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃপাদমিতি বিসর্জ্জনীয়স্য ষত্বং। সুহবং। হ্বয়তেরীষদ্দুঃসুষ্বিতি খল্। বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। গুণাবাদেশৌ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৬॥

* * *

ষষ্ঠ (৬৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:*:——

এই ঋকের অন্তর্গত "দধুষ্ট্বা ভৃগবো মানুষেষা" এই বাক্যাংশের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব নানারূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ঐ অংশ হইতে সিদ্ধান্তিত হয়,—ভৃগুবংশীয় ঋষিগণই প্রথমে অগ্নির ব্যবহার বা অগ্নি-উৎপাদন-ক্রিয়া আবিষ্কার করেন। কেহ বা আবার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—'আপনাদিগের দেবত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত ভৃগুমহর্ষিরা মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিদেবকে আধান-সম্ভারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।' মন্ত্রের এই অংশের অর্থ লইয়াই যত কিছু বিতর্ক দেখিতে পাই। আমরা 'ভৃগবঃ' পদে নির্দিষ্ট ভৃগুবংশীয় ঋষিগণকে লক্ষ্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! মনুষ্যগণের মধ্যে 'ভৃগবঃ' অর্থাৎ এতৎসংজ্ঞক মহর্ষিগণ দেবত্ব-প্রাপ্তির নিমিত্ত, শোভন ধনের ন্যায় আপনাকে মন্ত্রের দ্বারা আধান-সম্ভার-মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। কীদৃশ আপনি? 'জনেভ্যঃ সুহবং' অর্থাৎ যজমানের নিমিত্ত আহ্বান করিতে সুশক্ত। 'হোতারং' অর্থাৎ দেবগণের আহ্বানকারী। 'অতিথিং' অর্থাৎ অতিথিবৎ পূজ্য; অথবা দেবযজন প্রদেশে সততগমনকারী। বরণীয় মিত্রের ন্যায় 'শেবং'; অর্থাৎ সখা যেমন সুখকর হয়, আপনিও সেইরূপ সুখকর হয়েন—ইত্যর্থ।

দধুঃ। লিটের উস্ প্রত্যয়ে—'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকারের লোপ হইয়াছে। 'যুষ্মত্তত্তক্ষুঃষন্তঃপাদম্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিসর্জ্জনীয়ের (বিসর্গের) স্থানে ষত্ব হইয়াছে। সুহবং। আহ্বান অর্থে 'ঈষদ্দুঃসুষু' ইত্যাদি সূত্রানুসারে খল্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে সম্প্রসারণ হইয়াছে। পরপূর্ব্বত্ব। গুণের আদেশ। 'লিতি' ইত্যাদি প্রত্যয়-হেতু পূর্ব্বপদের উদাত্তত্ব হইয়াছে। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব॥ ৬॥

* * *

করি না; অথবা, ঐ পদে যদি ঋষিগণকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ঋষিগণ কালচক্রে চিরবিদ্যমান আছেন—স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা, ঐ পদের অর্থ—পাপকামনাদহন সমর্থ সাধুগণ। ভর্জ্জন করা বা দগ্ধ করা অর্থ-মূলক 'ভ্রস্জ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। যাঁহারা পাপকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ের পাপ-কামনা সর্ব্বথা দগ্ধীভূত হইয়াছে, তাঁহারাই 'ভৃগবঃ' পদের লক্ষ্যস্থল।

ইহসংসারে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় কি প্রকারে? কাহাদিগের সাহায্যে মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়? সে কি সেই নিষ্কাম সাধুগণ নহেন? জ্ঞানের প্রচার, সত্যের প্রচার, ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রচার—সাধুগণের দ্বারাই এ সংসারে বিহিত হয়। তাঁহাদিগের কৃপালাভে জ্ঞান-মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াই মানুষ জ্ঞানের অনুসারী হইয়া থাকে। মন্ত্র এই ভাব—এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞানের প্রভাবে দিব্যজন্ম লাভ করা যায়; তাই "দিব্যায় জন্মনে" পদদ্বয়ের প্রয়োগ দেখি। জ্ঞান মিত্রের ন্যায় সুখদায়ক; তাই "মিত্রং ন শেবং" উপমা পরিদৃষ্ট হয়। মনোহর ধনের ন্যায় আকর্ষক করিয়া, সাধুগণ ইহসংসারে জ্ঞানকে প্রচার করেন; তাই "চারুং ন রয়িং" উপমা দেখিতে পাই। মানুষ যখন সাধুসংসর্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সাধুগণই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন,—জ্ঞান কি পরম ধন! সাধুসংসর্গের ফলেই মানুষ বুঝিতে পারে,—জ্ঞানই পরম মিত্র। এই মন্ত্র সাধুসংসর্গলাভে জ্ঞানার্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করিতেছে; শিক্ষা দিতেছে—'জ্ঞানই সকল শ্রেয়ঃসাধনের উপায়-স্বরূপ।' (১ম—৫৮সূ—৬ঋ)॥

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

হোতারং সপ্ত জুহ্বো ৩ যজিষ্ঠং যং বাঘতো

বৃণতে অধ্বরেষু।

অগ্নিং বিশ্বেষমারতিং বসূনাং সপর্য্যামি

প্রয়সা যামি রত্নং॥ ৭॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

হোতারং। সপ্ত। জুহ্বঃ। যজিষ্ঠং। যং। বাঘতঃ।

বৃণতে। অধ্বরেষু।

অগ্নিং। বিশ্বেষাং। অরতিং। বসূনাং। সপর্য্যামি।

প্রয়সা। যামি। রত্নং॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সপ্ত' (সপ্তলোকানাং) 'জুহ্বঃ' (হবির্দ্দানকরিণঃ, ভগবদুপাসকাঃ) 'বাঘতঃ' (ঋত্বিজঃ, সৎমার্গানুসারিণঃ, সত্যপথাবলম্বিনঃ) 'অধ্বরেষু' (যাগাদিকর্ম্মসু, সদনুষ্ঠানেষু) 'হোতারং' (দেবতাবানাং আহ্বাতারং) 'যজিষ্ঠং' (শ্রেষ্ঠারাধনীয়ং) 'বিশ্বেষাং' (সর্ব্বেষাং) 'বসূনাং' (ধনানাং, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলানাং) 'অরতিং' (প্রাপয়িতারং, যদ্বা—কামনাবারকং) 'যং' (প্রসিদ্ধং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'বৃণতে' (সম্ভজন্তে, আরাধয়ন্তি) 'প্রয়সা' (প্রযত্নেন, যদ্বা—হবির্দ্দানেন, হৃদিস্থিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন) তং 'সপর্য্যামি' (পরিচরামি, পূজয়ামি), 'রত্নং' (রমণীয়ং কর্ম্মফলং মোক্ষরূপং চ) 'যামি' (যাচে, তৎসকাশাৎ প্রার্থয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং যুগপৎ সঙ্কল্প-প্রার্থনা-মূলকঃ। ভাবঃ—বিশ্বেষাং সাধকানাং সম্ভজনীয়স্য জ্ঞানদেবস্য পূজায়াং অহং আত্মনিয়োগং করবাণি। স দেবো মম সর্ব্বথা শ্রেয়ঃসাধনং করোতু। (১ম—৫৮সূ—৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সপ্তলোকের হবির্দ্দানকারী ঋত্বিক্-গণ (ভগবদুপাসক সৎপথাবলম্বী জনগণ), যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহে দেবতাব-সমূহের আহ্বানকর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ আরাধ্য, বিশ্বের সকল ধনের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গ ফলের প্রদাতা (অথবা—সকল কামনার নিবারক) যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবতাকে আরাধনা করেন; প্রযত্নসহকারে (অথবা—হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা) আমি তাঁহাকে পূজা করিতেছি, এবং তাঁহার নিকট হইতে রমণীয় কর্ম্মফল (মোক্ষাদি) প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী যুগপৎ সঙ্কল্প-মূলক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকের সাধকগণের সম্ভজনীয় জ্ঞানদেবতার পূজায় আমি আত্মনিয়োগ করিতেছি। সেই দেবতা সর্ব্বথা আমার শ্রেয়ঃসাধন করুন।)॥ (১ম—৫৮সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সপ্ত সপ্তসংখ্যাকা জুহ্বো হোতারো বাষত ঋত্বিজোঽধ্বরেষু যাগেষু যজিষ্ঠং যষ্টৃতমং হোতারং দেবানামাহ্বাতারং যমগ্নিং বৃণতে সম্ভজন্তে বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং বসূনামরতিং প্রাপয়িতারং তমগ্নিং প্রয়সা হবির্লক্ষণেনান্নেন সপর্য্যামি। পরিচরামি। রত্নং রমণীয়ং কর্ম্মফলং চ যামি। যাচামি॥

বৃণতে। বৃঞ্ সম্ভক্তৌ। ক্রৈয্যাদিকঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অরতিং। ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ। ঋপ্তাদৌণাদিকো বহিবস্বর্ত্তিভ্যশ্চিৎ। উ০ ৪।৬১। ইত্যতিপ্রত্যয়ঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। সপর্য্যামি। সপর্যতিঃ পরিচরণকর্ম্মা। সপর্ পূজায়ামিতি ধাতুঃ কণ্ড্বাদিঃ। অতো যক এব স্বরঃ শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। যামি। যাচামীত্যস্য বর্ণলোপশ্ছান্দসঃ॥ ৭॥

* * *

সপ্তম (৬৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

বেদের অনেকস্থলে 'সপ্ত' পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই। ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে সপ্তসংখ্যক ঋত্বিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যজ্ঞকার্য্যে সাত জন ঋত্বিকের প্রয়োজন অনেকস্থলে লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে চারি জন প্রধান বলিয়া গণ্য হন, আর তিন জন করিয়া তাঁহাদিগের সহকারী থাকেন। সপ্তসংখ্যক হোতা বলিতে প্রধান চারি জনকে এবং তাঁহাদের সহকারী তিন জনকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক প্রধান ঋত্বিকের অধীনে তিন জন করিয়া সাহায্যকারী থাকিলে সাহায্যকারীর সংখ্যা বার জন নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই বার জনের মধ্যে কোন্ তিন জনকে যে ঐ সপ্তসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, তদ্বিষয়ে মতান্তর আছে। যাহা হউক, আমরা এখানে সপ্তপদে সপ্তপুরোহিত অর্থ গ্রহণ করিলাম না। আমরা মনে করি, ঐ পদে সপ্তলোকের অর্থাৎ সপ্তলোকে বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় প্রখ্যাত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সপ্তসংখ্যক হোমকারী ঋত্বিক্‌গণ, যাগকর্ম্মসমূহে যষ্টৃতম অতি-পূজনীয় দেবগণের আহ্বানকারী যে অগ্নিকে সম্যক্-রূপে ভজনা করেন, বিশ্বের সকল প্রকার ধনের প্রাপয়িতা সেই অগ্নিকে হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা পরিচর্য্যা করি; এবং রমণীয় কর্ম্মফল (তাঁহার নিকট) যাচ্ঞা করি।

বৃণতে। সম্ভক্তি-অর্থক বৃঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। প্রত্যয়স্বর। অরতিং। গতি ও প্রাপণার্থক ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহাতে ঔণাদিক 'বহিবস্বর্ত্তিভ্যশ্চিৎ' (উ০ ৪।৬১) ইত্যাদি নিয়মে অতি-প্রত্যয়। চিত্ব-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। সপর্য্যামি। 'সপর্য্যতিঃ' পরিচরণ-কর্ম্ম বুঝায়। পূজার্থে 'সপর্' ধাতুর প্রয়োগ। উহা কণ্ড্বাদি ধাতুর মধ্যে পঠিত হয়। তাহাতে যকের স্বর অবশিষ্ট থাকে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। যামি। 'যাচামি'—এই পদের বর্ণলোপ ছান্দস-হেতু ঘটিয়াছে। (১ম—৫৮সূ—৭ঋ)॥

* * *

আছে। এ পক্ষে, "সপ্তসংখ্যক যজনকারী ঋত্বিকেরা যে অগ্নিকে ভজনা করেন",—এই প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে, আমরা অর্থ গ্রহণ করি এই যে,—'সপ্তলোকের ভগবদুপাসক সৎপথাবলম্বী সাধুগণ যে জ্ঞানদেবতার আরাধনা করেন।' সেই জ্ঞানদেবতা কেমন? 'হোতারং', 'যজিষ্ঠং' এবং "বিশ্বেষাং বসূনাং অরতিং" পদ প্রভৃতিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। আর, সাধুগণ কোন্ কার্য্যে কি প্রকারে তাঁহার আরাধনা করেন, 'অধ্বরেষু' পদে তাহা পরিব্যক্ত রহিয়াছে। 'প্রযসা' পদে আমরা দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদে 'প্রযত্নের দ্বারা' অথবা 'হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা' ভাব পাইতে পারি। দেবতার পূজার প্রকৃষ্ট উপকরণ—অন্য আর কি আছে? হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব (ভক্তি প্রভৃতি) কি দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ নহে? মন্ত্রোচ্চারণকারী এখানে সেই সঙ্কল্পেই সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহার প্রার্থনার বস্তু কি আছে? তিনি চাহিতেছেন—'রত্নং'। ঐ পদে ধনরত্ন বুঝায়; কর্ম্মফল বুঝায় আবার মোক্ষাদিও বুঝায়। যিনি যে স্তরের উপাসক, তিনি সেই রত্নেরই কামনা করেন। কিন্তু হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যাঁহারা জ্ঞানদেবতার পূজা করেন অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারী হয়েন, পরম ধনের (মোক্ষলাভের) কামনাই তাঁহাদিগের প্রার্থনায় প্রকাশ পায়। তাই আমরা সিদ্ধান্ত করি, মন্ত্রটী যুগপৎ সঙ্কল্প-মূলক ও প্রার্থনা-প্রকাশক। প্রার্থীর সঙ্কল্প—তিনি যেন হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানদেবতার পূজায় (জ্ঞানার্জ্জনে) সমর্থ হন। তাঁহার প্রার্থনা—যেন সেই দেবতার অনুকম্পায় (জ্ঞানের প্রভাবে) তাঁহার শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। (১ম—৫৮সূ—৭ঋ)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো

মিত্রমহঃ শর্ম্ম যচ্ছ।

অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জ্জো

নপাৎ পূর্ভিরায়সীভিঃ॥ ৮॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

অচ্ছিদ্রা। সূনো ইতি। সহসঃ। নঃ। অদ্য। স্তোতৃহভ্যঃ।

মিত্রহমহঃ। শর্ম্ম। যচ্ছ।

অগ্নে। গৃণন্তং। অংহসঃ। উরুষ্য। উর্জ্জঃ।

নপাৎ। পূঃহভিঃ। আয়সীভিঃ ॥ ৮ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহসঃ সূনো' (সৎকর্ম্মণঃ জাত) 'মিত্রমহঃ' (অনুকূলদীপ্তিমন, মিত্রবৎ জ্ঞানদাতঃ হে দেব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'স্তোতৃভ্যঃ' (উপাসকেভ্যঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, নিত্যকালং) 'অচ্ছিদ্রা' (অচ্ছিদ্রাণি, ক্ষয়রহিতানি) 'শর্ম্ম' (শর্ম্মাণি, সুখানি) 'যচ্ছ' (দেহি); 'উর্জ্জো নপাৎ' (বলপ্রাণরক্ষক) 'অগ্নি' (হে জ্ঞানদেব) 'গৃণন্তং' (স্তুবন্তং মাং) 'আয়সীভিঃ' (অয়োনির্ম্মিতৈঃ) 'পূর্ভিঃ' (পালনসাধনৈঃ প্রাকারৈঃ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'উরুষ্য' (রক্ষ)। অয়ং ভাবঃ—হে দেব। এবং বিধেহি যেন পাপঃ মাং আক্রমিতুং সমর্থো ন ভবতি, বয়ঞ্চ অনন্তসুখং লভামহে। (১ম—৫৮সূ—৮ঋ)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, মিত্রবৎ জ্ঞানপ্রদাতা হে দেব! উপাসনাকারী আমাদিগকে এই কর্ম্মে (নিত্যকাল) অচ্ছিদ্র অক্ষয় সুখ প্রদান করুন। বলপ্রাণরক্ষক হে জ্ঞানদেব! আপনার স্তবকারী আমাকে, লৌহনির্ম্মিত দৃঢ়তর প্রাকারের দ্বারা, পাপ হইতে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'পাপ যেন আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, আমরা যেন অনন্ত সুখ লাভ করি।')॥ (১ম—৫৮সূ-৮ঋ)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সহসঃ সূনো বলস্য পুত্র। বলেন হি মথ্যমানোঽগ্নির্জায়তে। মিত্রমহঃ। অনুকূল-দীপ্তিমন্নগ্নে নোঽস্মভ্যং স্তোতৃভ্যোঽস্মিন্ কর্ম্মণাচ্ছিদ্রাচ্ছেদ্যানি শর্ম্ম শর্ম্মাণি সুখানি যচ্ছ দেহি। কিঞ্চ হে উর্জ্জো নপাৎ। অন্নস্য পুত্র। ভুক্তেনান্নেন জঠরাগ্নেঃ প্রবর্দ্ধনাদগ্নে-রন্নপুত্রত্বং। এবম্বিধাগ্নে গৃণন্তং ত্বাং স্তুবন্তমায়সীভির্ব্যাপ্তৈঃ। যদ্বায়োবদ্দৃঢ়তরৈঃ পূর্ভিঃ পালনৈরংহসঃ পাপাদুরুষ্য। রক্ষ। উরুষ্যতী রক্ষাকর্ম্মেতি যাস্কঃ॥

অচ্ছিদ্রা। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ। সূনো সহসঃ। পরমপি ছন্দসীতি পরস্য ষষ্ঠ্যন্তস্য পূর্ব্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাবে সতি পদদ্বয়সমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। শর্ম্ম। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। উর্জ্জো নপাৎ। ন পাতয়তীতি নপাৎ। নভ্রাণ্নপাদিতি নঞঃ প্রকৃতিভাবঃ। সুবামন্ত্রিত ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য পরাঙ্গবদ্ভাবে সতি পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবে ষাষ্ঠিকমামন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পূর্ভিঃ। পৄ পালনপূরণয়োরিত্যস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। উত্বদীর্ঘৌ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫৮সূ—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (৬৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত "সহসঃ সূনো" এবং "উর্জ্জো নপাৎ" বাক্যাংশদ্বয়-সম্বন্ধে ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে। "সহসঃ সূনো" পদদ্বয়ে 'বলের পুত্র' অর্থাৎ 'বলদ্বারা কাষ্ঠদ্বয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি' অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বলের পুত্র (বলের দ্বারা মথ্যমান হইয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়) অনুকূল দীপ্তিমান্ অগ্নে! স্তবকারী আমাদিগের এই কর্ম্মকে অচ্ছিদ্র সুখসমূহ প্রদান করুন। আর, হে অন্নের পুত্র (ভুক্ত অন্নের দ্বারা জঠরাগ্নি প্রবর্দ্ধন হয়—এই হেতু অগ্নিকে অন্নের পুত্র বলা হয়) অগ্নে! আপনার স্তবকারীকে লৌহ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া (অথবা লৌহের ন্যায় দৃঢ়তর পালনের দ্বারা পাপ হইতে রক্ষা করুন। 'উরুষ্যতিঃ' পদে (যাস্কের মতে) রক্ষা-কর্ম্ম বুঝায়।

অচ্ছিদ্রা। 'শেশ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে 'শেঃ' লোপ। সূনো সহসঃ। 'পরমপি ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রের ষষ্ঠ্যন্ত পরপদে পূর্ব্বামন্ত্রিতাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায়, পদদ্বয় সমুদায়ের আষ্টমিক সর্ব্বানুদাত্তত্ব হইয়াছে। শর্ম্ম। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির লোপ হইয়াছে। উর্জ্জো নপাৎ। পতিত হয় না—এই অর্থে নপাৎ পদ হয়। 'নভ্রাণ্নপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে নঞের প্রকৃতিভাব হইয়াছে। 'সুবামন্ত্রিতঃ' ইত্যাদি নিয়মে ষষ্ঠ্যন্তর পদের পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায়, ষাষ্ঠিক আমন্ত্রিত পদে উদাত্তত্ব হইয়াছে। পূর্ভিঃ। পালন ও পূরণার্থক পৄ ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। তাহাতে সম্পদাদি-লক্ষণ-হেতু ভাবে ক্বিপ্ হইয়াছে। উত্বের দীর্ঘত্ব। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব। (১ম—৫৮সূ ৮ঋ)।

হইয়া থাকে। এইরূপ, "ঊর্জ্জো নপাৎ" পদদ্বয়েও 'বলের পুত্র' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন অগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্যভাব প্রকাশ পাইয়াছে। (প্রথম ঋকের) 'সহোজাঃ' পদে যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, "সহসঃ সূনো" পদেও সেই ভাব সেই অর্থই প্রাপ্ত হই। সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহাই ঐ দুই পদের লক্ষ্যস্থল। 'ঊর্জ্জো নপাৎ' পদদ্বয়ে 'বলপ্রাণরক্ষক' অর্থ আসিয়া থাকে। 'ঊর্জ্জঃ' পদে বল-প্রাণ এবং 'নপাৎ' পদে যে রক্ষা পাওয়া (পতন না হওয়া) অর্থ আসে তদ্বিষয়ে আমরা বহুস্থলে আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, ঐ দুই বাক্যাংশে দুই প্রকার ভাব প্রকাশ পায়।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে সংঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে বলদ্বারা উৎপন্ন অগ্নি! স্তবকারী আমাদিগকে অক্ষয় সুখদান কর।' পুনশ্চ বলা হইতেছে,—'হে ঘর্ষণদ্বারা উৎপন্ন অগ্নি! তুমি দৃঢ়তর লৌহপ্রাকার দ্বারা পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।' এই দুই প্রকার অর্থে, অগ্নিভয়-ভীত আদিম অসভ্য জাতির প্রার্থনার বিষয় মনে আসিতে পারে। এই প্রকার অর্থের জন্যই, বেদকে অসভ্য সমাজের অস্ফুট-বাণী বলিয়া পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন অনেকে ঘোষণা করেন।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে। সুসভ্য সমুন্নত সমাজই বুঝিতে পারে—জ্ঞানের কি মহীয়সী শক্তি! তাঁহারাই জানেন,—জ্ঞান সৎকর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। তাঁহারাই জানেন—জ্ঞানই মিত্রের ন্যায় দীপ্তি—অন্ধকারে আলোক—প্রকাশ করে। আমরা যে অক্ষয় সুখ লাভ করি, জ্ঞানই তাহার প্রধান সহায়। জ্ঞানের দ্বারাই বলপ্রাণ রক্ষা হয়; জ্ঞানদেবতাই পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই দেবতার নিকট ঐরূপ প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

আলোচনায় বুঝা যায়, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় কর; তাহাতেই পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে। পাপের ভয়ে যে তোমরা অহরহ বিব্রত রহিয়াছ, সেই দেবতার অনুকম্পাতেই তোমাদিগের সে ভয় দূরে যাইবে। লৌহপ্রাকার দ্বারা বেষ্টিত স্থানে বাস করিলে শত্রুর আক্রমণ যেমন প্রতিহত হয়, জ্ঞানলাভে সমর্থ হইলে পাপের আক্রমণও সেইরূপ প্রতিহত হইবে। অতএব, তোমরা সৎকর্ম্মপর হও,—জ্ঞানান্বেষণে যত্নপর হও।' (১ম ৫৮সূ—৮ম)॥

—•—

নবমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্)।

ভবা বরূথং গৃণতে বিভাবো ভবা

মঘবন্মঘবদ্ভ্যঃ শর্ম্ম ।

উরুষ্যাগ্নে অংহসো গৃণন্তং প্রাতর্মক্ষূ

ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ ॥ ৯ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং ।

ভব। বরূথং। গৃণতে। বিভা৽বঃ। ভব।

মঘ৽বন্। মঘবৎ৽ভ্যঃ। শর্ম্ম।

উরুষ্য। অগ্নে। অংহসঃ। গৃণন্তং। প্রাতঃ। মক্ষু।

ধিয়া৽বসুঃ। জগম্যাৎ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিভাবঃ' (স্বপ্রকাশঃ হে জ্ঞানদেব) 'গৃণতে' (ত্বাং স্তুতবতে উপাসকায়, মহ্যম্ ইতি ভাবঃ) 'বরূথং' (অনিষ্টনিবারকং গৃহং, আশ্রয়স্বরূপং, যদ্বা—রক্ষাকারকং বর্ম্মস্বরূপং 'ভবা' (ভব); 'মঘবন্' (হে পরমধনশালিন্।) 'মঘবদ্ভ্যঃ' (পার্থিবধনযুক্তেভ্যঃ উপাসকেভ্যঃ অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'শর্ম্ম' (সুখদায়কং) 'ভবা' (ভব); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'গৃণন্তং' (স্তুতবন্তং উপাসকং, মাম্ ইতি যাবৎ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'উরুষ্য' (রক্ষ); ধিয়াবসুঃ (কর্ম্মণা সদ্বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনো জ্ঞানদেবঃ) 'প্রাতর্মক্ষু' (প্রতিদিনং, নিত্যমেব) 'জগম্যাৎ' (আগচ্ছতু, সদাকালং ময়ি অধিষ্ঠিতো ভবতু ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যার্থঃ—হে জ্ঞানদেব! আশ্রয়ং আনন্দঞ্চ দেহি, পাপাৎ পরিত্রাহি, মামধিষ্ঠিতো ভবতু। (১ম—৫৮সূ—৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্রকাশ হে জ্ঞানদেব! আপনার এই উপাসক আমার সম্বন্ধে আপনি অনিষ্টনিবারক আশ্রয়স্বরূপ (অথবা—রক্ষাকারক বর্ম্মস্বরূপ) হউন; হে পরমধনশালিন্! পার্থিবধনযুক্ত উপাসক এই আমাদিগের সম্বন্ধে আপনি সুখদাতা হউন; হে জ্ঞানদেব! আপনার স্তবকারী এই আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন; কর্ম্মের দ্বারা বা সদ্বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তধন জ্ঞানদেবতা সদাকাল আমাতে অধিষ্ঠিত থাকুন। (তাৎপর্য্য,—'হে জ্ঞানদেবতা! আমায় আশ্রয় দিউন, আনন্দ দিউন, আমার পাপনাশ করুন, আমাতে চির-অধিষ্ঠিত রহুন।'॥ (১ম—৫৮সূ—৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিভাবো বিশিষ্টপ্রকাশাগ্নে গৃণতে ত্বাং স্তুবতে যজমানায়। বরূথমিতি গৃহনাম। বরূথমনিষ্টনিবারকং গৃহং ভব। হে মঘবন্ ধনবন্নগ্নে মঘবদ্ভ্যো হবির্লক্ষণধনযুক্তেভ্যো যজমানেভ্যঃ শর্ম্ম সুখং যথা ভবতি তথা ভব। হে অগ্নে গৃণন্তং স্তুবন্তমংহসঃ পাপকারিণঃ শত্রোরুরুষ্য। রক্ষ। ধিয়াবসুঃ কর্ম্মণা বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনোঽগ্নিঃ প্রাতরিদানীমিব পরেদ্যুরপি মক্ষু শীঘ্রং জগম্যাৎ। আগচ্ছতু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বিশিষ্টপ্রকাশ অগ্নে! আপনার স্তবকারী যজমানের (বরূথ শব্দে গৃহ বুঝায়) অনিষ্টনিবারক গৃহ হউন। হে ধনবন্ অগ্নে! হবির্লক্ষণ ধনযুক্ত যজমানের যাহাতে সুখ হয়, আপনি সেইরূপ হউন। হে অগ্নে! আপনার স্তবকারীদিগকে পাপকারী শত্রু হইতে রক্ষা করুন। কর্ম্মের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তধন অগ্নি ইদানীং এবং পরেও শীঘ্র আগমন করুন।

বরূথং। বৃঞ্ বরণে। জৄবৃঞ্ভ্যামূথন্নিত্যূথন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। গৃণতে। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিভাবঃ। বিশিষ্টা ভা বিভাঃ। আতো মনিন্নিতি বিচ্। তদস্যাস্তীতি মতুপ। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। মতুবসো রুরিতি নকারস্য রুত্বং। মঘবদ্ভ্যঃ। মঘবা বহুলং। পা॰ ৬।৪।১২৮। ইতি মঘবন্শব্দস্য তৃ-আদেশঃ। স চ নানুবন্ধকৃতমনেকাল্ত্বং। পা॰ ১।১।৫৫। ইতি বচনাৎ অলোঽন্ত্যস্য। পা॰ ১।১।৫২। ইত্যন্তস্য ভবতি। মক্ষু। ঋচিতুনুঘমক্ষ্বিতি দীর্ঘঃ। ধিয়াবসুঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। পূর্ব্বপদস্য সাবেকাচ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। লুগভাবশ্ছান্দসঃ। জগম্যাৎ। গম্লৃ সৃপ্লৃ গতৌ। লিঙি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ॥ (১ম—৫৮সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ॥

* * *

নবম (৬৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

অষ্টপঞ্চাশৎ-সূক্তের এইটী শেষ মন্ত্র। এই মন্ত্রের একটী পদে অগ্নিদেবের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;—তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-সম্বন্ধে বেশ একটু অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে। মন্ত্রের একটী পদ—'ধিয়াবসুঃ'। ভাষ্যকার তাহার প্রতিবাক্যে "কর্ম্মণা বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনোঽগ্নি" পদ-কয়টী ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতেই বুঝা যায় না কি,—লক্ষ্য

বরূথং। বরণার্থক বৃঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। "জৄবৃঞ্ভ্যামূথন্" ইত্যাদি নিয়মে ঊথন্-প্রত্যয়। নিত্বহেতু আদ্যুদাত্ত। গৃণতে। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব। বিভাবঃ। বিশিষ্ট ভা (দীপ্তি) এই অর্থে 'বিভাঃ' পদ হয়। 'আতো মনিন্' নিয়মে বিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'তদস্যাস্তি' এই নিয়মে মতুপ্ প্রত্যয়। 'মাদুপধায়াঃ' এই নিয়মে মতুপের স্থলে বত্ব হইয়াছে। 'মতুবসো রুঃ' এই নিয়মে ন-কারের রুত্ব। মঘবদ্ভ্যঃ। 'মঘবা বহুলং' (পা॰ ৬।৪।১২৮) ইত্যাদি সূত্রে মঘবন্ শব্দের উত্তর তৃ আদেশ। উহা অনুবন্ধকৃত না হওয়ায় 'অনেকাল্ত্বং' (পা॰ ১।১।৫৫।) ইত্যাদি বচন 'হেতু' অলোঽন্ত্যস্য (পা॰ ১।১।৫২) ইত্যাদি সূত্রানুসারে অন্তের অল্ হয়। মক্ষু। 'ঋচি তুনুঘমক্ষু' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। ধিয়াবসুঃ। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সাবেকাচঃ' এই নিয়মে পূর্ব্বপদের বিভক্তির উদাত্তত্ব। ছান্দস-হেতু লুকের অভাব ঘটিয়াছে। জগম্যাৎ। গম্লৃ সৃপ্লৃ ধাতুদ্বয়ে গতি অর্থ বুঝায়। লিঙ্ বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে 'শপঃ' স্থানে শ্লুঃ আদেশ হইয়াছে। (১ম—৫৮সূ—৯ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৪।২৪॥

* * *

কাহার প্রতি রহিয়াছে? 'ধিয়া' পদে 'বুদ্ধির দ্বারা' অর্থই সাধারণতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ পদে কর্ম্ম অর্থ বুঝাইলেও বুদ্ধি-কৃত সৎকর্ম্মকেই বুঝায়। সৎকর্ম্মের বা সদ্বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান অধিগত হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মত এই যে, মন্ত্রের শেষাংশে, "প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ" বাক্যাংশে, যেন অগ্নিকে বলা হইতেছে,—আমাদিগের "কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্তধন অগ্নি প্রতিদিন প্রাতে শীঘ্র অতিশয়রূপ আগমন করিতে থাকুন।" এ অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। আমরা বলি, ঐ অংশে জ্ঞানদেবতাকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'আপনি আসিয়া আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন।' যাঁহারা জ্ঞানের উপাসক হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে প্রযত্নপর হইয়াছেন, তাঁহারা পরমসুখ লাভ করেন, পাপ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহাদিগের অনিষ্টনিবারক গৃহের ন্যায়, অথবা রক্ষাকারী বর্ম্মের ন্যায়, জ্ঞান তাঁহাদিগের অনিষ্ট দূর করিয়া ইষ্টসাধন করেন। অগ্নি-পক্ষে, ঋষি বা মনুষ্যলক্ষণান্বিত দেবতার পক্ষে, অথবা জ্ঞানপক্ষে—তিন প্রকারেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে বটে; তবে তাহার মধ্যে শেষোক্ত অর্থেই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখি। আমরা সেই অর্থেরই অনুসরণ করিলাম। (১ম—৫৮সূ—৯ঋ)॥

একোনষষ্টিতমঃ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

বয়া ইদিতি সপ্তর্চ্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং নোধস আর্ষং ত্রৈষ্টুভং। বৈশ্বানরগুণকোঽগ্নির্দ্দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। বয়া ইৎ সপ্ত বৈশ্বানরীয়মিতি। সূক্তবিনিয়োগো লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ॥

একোনষষ্টিতমঃ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বয়া ইৎ' ইত্যাদি সাতটী ঋক্-বিশিষ্ট দ্বিতীয় সূক্তের (একাদশানুবাকের) ঋষি—নোধা (নোধস)। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা—বৈশ্বানরগুণবিশিষ্ট অগ্নি। এতদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'বয়া ইৎ সপ্ত বৈশ্বানরীয়মিতি'॥ সূক্তের বিনিয়োগ লিঙ্গ-সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে। তাহাই প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে॥

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। একাদশোঽনুবাকঃ। একোনষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ। চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চবিংশো বর্গো।

একোনষষ্টিতমং-সূক্তং।

এই সূক্তের সাতটী ঋকেও অগ্নিদেবতার উপাসনা আছে। অগ্নিদেবের মাহাত্ম্য—এই সাতটী ঋকেও পরিকীর্ত্তিত। এ পর্য্যন্ত এই সূক্তের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচারিত আছে, তাহার সকল ব্যাখ্যাতেই সূক্তটীকে অগ্নির সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া উল্লেখ দেখি। জলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে অথবা ঋষি-বিশেষ সম্বন্ধে এই সূক্তের প্রয়োগ প্রতিপন্ন হইলেও, ব্যাখ্যা-মুখে তদনুরূপ অর্থ অধ্যাহার করিতে পারিলেও, আমরা যথাপূর্ব্ব এই সূক্তটীকেও জ্ঞানাগ্নির বা জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি।

এই সূক্তে অগ্নির কয়েকটী বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়; তাহাতে তাঁহাকে জলন্ত পরিদৃশ্যমান্ অগ্নি বলিয়াও মনে হইতে পারে; আবার সেই সকল বিশেষণের সহিত অপরাপর বিশেষণের সঙ্গতির বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে, অগ্নি-নামে এই সূক্তে জ্ঞানদেবতাই যে পরিচিত হইয়াছেন—তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সূক্তে তাঁহার 'বৈশ্বানর' সম্বোধন আছে; আবার তাঁহাকে 'দ্যুলোকের ও ভূলোকের পুত্র' বলা হইয়াছে। পরন্তু অগ্নি আবার 'বৃত্রহন্তা' নামেও পরিচিত হইয়াছেন। আরও দেখি, প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ তিনি (সেই অগ্নি) শতবনির পুত্রের এবং পুরুনীথ রাজার নিকট পূজিত হইয়াছিলেন, এবং ভরদ্বাজ ঋষিগণের নিকট তাঁহার সমাদর ছিল। এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিলে, একবার অগ্নিকে 'জলন্ত অনল' বলিয়া মনে হয়; পুনশ্চ তাঁহাকে মানুষ বলিয়াও প্রতিপন্ন করা যায়। অপিচ, 'বৃত্রহন্তা' বলিতে এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রদেবকেই বুঝাইয়া আসিয়াছে। এখন আবার (এই সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্ অনুসারে) অগ্নিকে 'বৃত্রহণং' বলিয়া পরিচিত হইতে দেখিলাম। তবে কি, যিনিই ইন্দ্র—তিনিই অগ্নি?

সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের সমাধান হয়—দেবতা বা অগ্নি সম্বন্ধে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিতেছি, তাহারই অনুসরণ করিলে। যিনি দ্যুলোকের ও ভূলোকের অধিপতি (দ্বিতীয় ঋক্ অনুসারে), যিনি সর্ব্বজ্ঞ (পঞ্চম ঋক্ অনুসারে), যিনি সকল ধনের অধিপতি (তৃতীয়

ঋক্ অনুসারে), তাঁহাকে কখনই সাধারণ অগ্নি-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা যায় না। ফলতঃ অগ্নি বলিতে ভগবানের অঙ্গীভূত জ্ঞানাগ্নি অর্থই সর্ব্বথা সুসঙ্গত হয়।

এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের 'আর্য্যায়' পদ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋকের 'শম্বরং', 'ভরদ্বাজেষু' 'শাতবনেয়ে', 'শতিনীভিঃ' প্রভৃতি পদ—প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার বিষয়ীভূত। যথাস্থানে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে একোনষষ্টিতমং সূক্তং। গৌতমো নোধা ঋষিঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা। বিনিয়োগঃ লিঙ্গাদবগন্তব্যঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে ত্বে

বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে।

বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং স্থূণেব

জনাঁ উপমীদ্যযন্থ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়াঃ। ইৎ। অগ্নে। অগ্নয়ঃ। তে। অন্যে। ত্বে ইতি।

বিশ্বে। অমৃতাঃ। মাদয়ন্তে।

বৈশ্বানরঃ। নাভিঃ। অসি। ক্ষিতীনাং। স্থূণাঽইব।

জনান্। উপঽমিৎ। যযন্থ ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'অন্যে' (যে অপরে, সংসারে ইতি ভাবঃ) 'অগ্নয়ঃ' (জ্ঞানাদয়ঃ সন্তি তে সর্ব্বেঽপি) 'তে' (তব) 'বয়াঃ' (শাখাঃ, অঙ্গীভূতাঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ; ইহজগতি যানি জ্ঞানানি বিদ্যন্তে, তানি সর্ব্বাণি অভিন্নানি সন্তি ইতি ভাবঃ; যথা—আধারভেদেন বিভিন্নরূপেণ প্রকাশমানোঽগ্নির্যথা স্বরূপতোঽভিন্নঃ, সর্ব্বং জ্ঞানমেব তদ্বৎ সর্ব্বত্র অভিন্নভাবাপন্নং অস্তি। হে দেব! 'ত্বে' (ত্বয়ি এব) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'অমৃতাঃ' (অমরাঃ, দেবাঃ, দেবভাবাঃ) 'মাদয়ন্তে' (হৃষ্যন্তি, আনন্দেন তিষ্ঠন্তি); যত্র জ্ঞানমস্তি, তত্র দেবত্বং নিয়ত ইতি ভাবঃ। 'বৈশ্বানর' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিন্ জ্ঞানাগ্নে, হে বিশ্বপ্রাণভূত!) ত্বমেব ক্ষিতীনাং' (মনুষ্যাণাং) 'নাভিঃ' (অবস্থাপকঃ, রক্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি), এবং 'উপমিৎ' (উপনিখাতঃ, দৃঢ়প্রোথিতঃ) 'স্থূণা ইব' (স্তম্ভঃ ইব, স্তম্ভঃ যথা গৃহং ধারয়তি তদ্বৎ) 'জনাঃ' (জনান্) 'যযন্থ' (অধারয়ঃ, ধারয়তি); জ্ঞানপ্রভাবেণ এব নরো রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৯সূ—১ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সংসারে অপর যে সকল জ্ঞান আছে, তাহার সকলই আপনার শাখা বা অঙ্গীভূত; (ভাব এই যে,—ইহজগতের সকল জ্ঞানই অভিন্ন; অথবা, আধারভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশমান অগ্নি যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন, সকল জ্ঞানই সেইরূপ অভিন্ন ভাবাপন্ন)। হে দেব! আপনাতেই সকল দেবতা বা দেবভাব আনন্দের সহিত অবস্থিত করেন; (ভাব এই যে,—যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই দেবত্ব বিদ্যমান থাকে)। সকল মনুষ্যের সহিত সম্বন্ধযুত (বিশ্বপ্রাণভূত) হে জ্ঞানদেব! আপনিই মনুষ্যগণের রক্ষক হয়েন, এবং দৃঢ়প্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় (অর্থাৎ, দৃঢ়প্রোথিত স্তম্ভ যেমন গৃহকে রক্ষা করে, তদ্বৎ) মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া আছেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবেই মানুষ রক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে)॥ ১॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বয়াঃ শাখা বেতের্ব্বাতায়না ভবন্তীতি যাস্কঃ। নি০ ১৪। হে অগ্নে যেঽন্যেঽগ্নয়ঃ সন্তি তে সর্ব্বেঽপি তে তব বয়া ইৎ। শাখা এব। ততস্ত্বত্তোঽন্যে ন সন্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চ ত্বে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বয়াঃ' পদে শাখা বুঝায়। যাস্ক (নি০ ২'৪) "বয়াঃ শাখা বেতের্ব্বাতায়না ভবন্তি" এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। হে অগ্নে! যে অপর অগ্নিসমূহ আছে, তাহারা সকলেই

ত্বয়ি সতি বিশ্বে সর্ব্বেঽমৃতা অমরণধর্ম্মাণো দেবা মাদয়ন্তে। হৃষ্যন্তি। ন হি ত্বদ্ব্যতিরেকেণ তৈর্জ্জীবিতং শক্যতে। হে বৈশ্বানর বিশ্বেষাং নরাণাং জঠররূপেণ সম্বন্ধিন্নগ্নে ক্ষিতীনাং মনুষ্যাণাং নাভিঃ সন্নন্ধাসি। অবস্থাপকো ভবসি। অতস্ত্বমুপমিদুপস্থাপয়িতা সন্। যদ্বা উপমিদিত্যেতদ্দৃষ্টান্তবিশেষণম্। জনান্ যযন্থ। অধারয়ঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। উপমিদুপনিখাতা স্থূণেব। বংশধারণার্থং নিখাতঃ স্তম্ভো যথা গৃহোপরিস্থং বংশং ধারয়তি তদ্বৎ॥

বৈশ্বানর। বিশ্বে চেমে নরা বিশ্বানরাঃ। নরে সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬.৩.১২৯। ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। তৎসম্বন্ধী বৈশ্বানরঃ। তস্যেদমিত্যণ্। নাভিঃ। নহো ভশ্চেতীঞ্ প্রত্যয়ো ভকারশ্চান্তাদেশঃ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অসি। তাসস্ত্যোর্লোপ ইতি সলোপঃ। ক্ষিতিনাং ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। অস্মাৎ ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। অন্তোদাত্তাৎ ক্ষিতিশব্দাদুত্তরস্য নমো নামন্যতরস্যামিত্যুদাত্তত্বং। উপমিৎ। ডুমিঞ্ প্রক্ষেপণে। অস্মাদুপপূর্ব্বাদ্বহুলবচনাৎ কর্ম্মণি ক্বিপ্। তুগাগমঃ। যযন্থ। যম উপরমে। লিটি থলি ক্রাদিনিয়মাদিটি প্রাপ্ত উপদেশেঽত্বতঃ। পা০ ৭.২.৬২। ইতি প্রতিষেধঃ॥ (১ম—৫৯সূ ১ঋ)॥

আপনার শাখা-স্বরূপ। অর্থাৎ, আপনা হইতে ভিন্ন কেহই নাই। আপনাতে অবস্থিতি করিয়া বিশ্বের সকল অমরণধর্ম্মা (মরণ-রহিত) দেবগণ আনন্দিত হয়েন। আপনার সম্বন্ধ ব্যতীত তাঁহারা কেহই জীবন-ধারণে সমর্থ নহেন—ইহাই ভাবার্থ। হে বৈশ্বানর অর্থাৎ বিশ্ববাসী মনুষ্যগণের জঠর-রূপে সম্বন্ধবিশিষ্ট অগ্নে! আপনি পৃথিবীর মনুষ্যসমূহের 'নাভিঃ' অর্থাৎ অবস্থাপক হয়েন। অতএব আপনি উপস্থাপয়িতা হইয়া (অথবা 'উপমিৎ' এই পদ দৃষ্টান্ত-বিশেষণ) জনসমূহকে ধারণ করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। উপমিৎ অর্থাৎ উপনিখাত স্থূণার ন্যায়। বংশ-ধারণার্থ নিখাত স্তম্ভ যেরূপ গৃহোপরিস্থ বংশকে ধারণ করে, তদ্বৎ।

বৈশ্বানর। এই নরগণ বিশ্বে অবস্থিত—এতদ্বাক্যে 'বিশ্বানরাঃ' পদ হয়। 'নরে সংজ্ঞায়াং' (পা০ ৬।৩।১২৯) এই সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধী—এই অর্থে 'বৈশ্বানরঃ' পদ হয়। 'তস্যেদম্' ইত্যাদি সূত্রে অণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। নাভিঃ। 'নহো ভশ্চ' ইত্যাদি নিয়মে ইঞ্ প্রত্যয়। তাহার ভকারের স্থানে অন্ত আদেশ। ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। অসি। 'তাসস্ত্যোর্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে স-কারের লোপ হইয়াছে। ক্ষিতীনাং। নিবাস ও গতি অর্থ-মূলক ক্ষি-ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে 'ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াম্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্তিচ্-প্রত্যয় হইয়াছে। অন্তোদাত্তত্ব-হেতু ক্ষিতি-শব্দের উত্তরস্থ নামের 'নামন্যতরস্যাম্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উদাত্তত্ব হইয়াছে। উপমিৎ। প্রক্ষেপণ অর্থমূলক ডুমিঞ্ হইতে উৎপন্ন। তাহাতে উপ-পূর্ব্বক বহুল-বচন-হেতু কর্ম্মণিবাচ্যে ক্বিপ হইয়াছে। তুক্ আগম। যযন্থ। উপরমার্থক যম ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'লিটি থলি ক্রাদি' ইত্যাদি নিয়মে ইঠ্ প্রাপ্ত হওয়ায় 'উপদেশেঽত্বতঃ' (পা০ ৭।২।৬২) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্রতিষেধ হইয়াছে। (১ম—৫৯সূ—১ঋ)॥

* * *

প্রথম (৭০০) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি দৃষ্টে মনে হয়, যেন কোনও জ্বলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি। আর যে সকল অগ্নি আছে, তাহারা সকলেই আপনার শাখা।' তার পর যেন বলা হইতেছে,—'আপনার দ্বারাই সকল দেবতা হৃষ্ট হয়েন।' উপসংহারে বলা হইতেছে,—'হে বৈশ্বানর অগ্নি। আপনি মনুষ্যদিগের অবস্থাপক; বাঁশের খুঁটী যেমন ঘরকে রক্ষা করে, আপনি সেইরূপ মনুষ্যগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।'

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, দীপ হইতে যেমন দীপ প্রজ্বলিত হয়—এখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অরণি-কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে প্রথমে যে যজ্ঞাগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই অগ্নি হইতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অগ্নিসকল উৎপন্ন হইয়াছিল,—প্রচলিত অর্থসমূহের ইহাই মর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারি। এবম্বিধ অর্থের অনুসরণেই 'বয়াঃ' পদে শাখা প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ কর্তৃক অগ্নির আবিষ্কার হইয়াছিল, এবম্বিধ ভাবেরই পোষকতা দেখা যায়। আমরা কিন্তু অন্য অর্থ গ্রহণ করি। আমরা বলি, সেই যে জ্ঞানের কেন্দ্র, সেই যে জ্ঞানাধার ভগবান্, তিনি জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন, সংসারের সকল জ্ঞানই তাঁহার অঙ্গীভূত হইয়া আছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে, 'অগ্নে অন্যে অগ্নয়ঃ তে বয়াঃ" পদ কয়েকটীতে, এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। পরন্তু এখানে একটী উপমার ভাবও পাইতে পারি। তেজঃ বা অগ্নিরূপে বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যে যাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়, জ্ঞানরূপে তিনিই বিভিন্ন আধারে প্রকটিত রহিয়াছেন, সকল জ্ঞানই তাঁহার অঙ্গীভূত।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, "ত্বে বিশ্বে অমৃতাঃ মাদয়ন্তে" পদ-কয়েকটীতে, সেই জ্ঞানের অভ্যন্তরেই দেবভাবসমূহ যে আনন্দ-সহকারে অবস্থিতি করেন, তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে; অর্থাৎ, যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিকাশ, জ্ঞানের সহিত দেবভাবের দেবত্বের শুদ্ধসত্ত্বের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এই তত্ত্বই পূর্ব্বোক্ত পদ-কয়েকটীতে পরিব্যক্ত। জ্ঞানের দ্বারাই যে বিশ্ব-সংসার সংরক্ষিত হইতেছে,—অজ্ঞানতাই যে নাশ-প্রাপ্তির হেতুভূত, মন্ত্রের তৃতীয়াংশে, "বৈশ্বানর ক্ষিতীনাং নাভিঃ অসি" পদ-কয়েকটীতে, তাহাই বুঝিতে পারি। পঞ্চমাংশের উপমায়, "উপমিৎ স্থূণা ইব জনা যযন্থ" পদ-কয়েকটীতে, জ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তির উপরই যে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ অবস্থিত করিতেছে, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, সৎকর্ম্ম-সংযুত জ্ঞানই যে মনুষ্যের গতি-মুক্তি-পরিত্রাণের উপায়, মন্ত্র তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৫৯য়—১ঋ)॥

ভাষ্যানুক্রমণিকা।

বিষুবৎসংজ্ঞেঽহন্যাগ্নিমারুতে মূর্দ্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা ইতি বৈকল্পিকোঽনুরূপস্তৃচঃ। 'বিষুবান্দিবা কীর্ত্ত্যা' ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা মূর্দ্ধা দিবো নাভি-রগ্নিঃ পৃথিব্যা ইতি বা। আ০ ৮,৬। ইতি॥ তত্র প্রথমাং সূক্তে দ্বিতীয়ামৃচমাহ॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

মূর্দ্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা

অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।

তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর

জ্যোতিরিদার্য্যায় ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মূর্দ্ধা। দিবঃ। নাভিঃ। অগ্নিঃ। পৃথিব্যাঃ।

অথ। অভবৎ। অরতিঃ। রোদস্যোঃ।

তং। ত্বা। দেবাসঃ। অজনয়ন্ত। দেবং। বৈশ্বানর।

জ্যোতিঃ। ইৎ। অর্য্যায়॥ ২ ॥

ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

বিষুবৎসংজ্ঞক দিবসে অগ্নি-মারুৎ-যাগে 'মূর্দ্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি তিনটী ঋক্ বিকল্পে পঠিত হয়। 'বিষুবান্ দিবা কীর্ত্ত্যা' ইতি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে,— 'মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা মূর্দ্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা ইতি বা।' (আ০ ৮,৬) ইতি। তাহারই প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্ কথিত হইতেছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবঃ, জ্ঞানমেব) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্লোকবাসিনঃ) 'মূর্দ্ধা' (শিরঃস্বরূপঃ ভবতি), 'পৃথিব্যাঃ' (ভূমেশ্চ, ইহলোকস্য, মনুষ্যস্য) 'নাভিঃ' (রক্ষকঃ ভবতি); জ্ঞানপ্রভাবেণ নরঃ স্বর্গস্য অধিকারী ভবতি, ইহলোকে চ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। 'অথ' (অতএব) জ্ঞানদেবঃ এব 'রোদস্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, উভ-লোকয়োঃ) 'অরতিঃ' (অধিপতিঃ, যদ্বা—কামনানাশকঃ অতঃ মোক্ষপ্রাপকঃ) 'অভবৎ' (ভবতি)। 'বৈশ্বানর' (সর্ব্বেষাং লোকানাং সম্বন্ধযুত বিশ্বপ্রাণভূত বা জ্ঞানাগ্নে) 'দেবং' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতং) 'জ্যোতিঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ং, অজ্ঞানান্ধকারনাশকং) 'তং' (তাদৃশং, প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, দেবভাবাঃ, সত্ত্বভাবাঃ) 'ইৎ' (এব) 'আর্য্যায়' (ধর্ম্মপরায়ণায় জনায়, লোকহিতসাধনার্থং) 'অজনয়ন্ত' (প্রকাশয়ন্তি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি); সত্ত্বভাবেন দেবভাবেন বা জ্ঞানোৎপত্তির্ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৯সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা (জ্ঞানই) স্বর্গলোকের শিরঃস্বরূপ হয়েন এবং ইহলোকের রক্ষক হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবেই মনুষ্য স্বর্গের অধিকারী হয় এবং ইহলোকে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়); অতএব, জ্ঞানদেবই দ্যাবাপৃথিবী উভয় লোকের অধিপতি (অথবা—কামনানাশক সুতরাং মোক্ষপ্রাপক) হয়েন। সকল লোকের সহিত সম্বন্ধযুত বিশ্বপ্রাণভূত হে জ্ঞানাগ্নে! দীপ্তিদানাদিযুক্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশক প্রসিদ্ধ সেই আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ জনের রক্ষার জন্য দেবগণই (সত্ত্বভাবসমূহই) ইহজগতে প্রকাশিত করিয়াছেন—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের বা দেবভাবের দ্বারাই জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৫৯সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়মগ্নির্দিবো দ্যুলোকস্য মূর্দ্ধা শিরোবৎপ্রধানভূতো ভবতি। পৃথিব্যা ভূমেশ্চ নাভিঃ সন্নাহকঃ। রক্ষক ইত্যর্থঃ। অথানন্তরং রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোরয়মগ্নিররতিরধিপতিরভবৎ। হে বৈশ্বানর তং তাদৃশং দেবং দানাদিগুণযুক্তং ত্বা ত্বাং দেবাসঃ সর্ব্বে দেবা আর্য্যায় বিদুষে মনবে যজমানায় বা জ্যোতিরিৎ জ্যোতীরূপমেবাজনয়ন্ত। উদপাদয়ন্॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই অগ্নি দ্যুলোকের শিরোবৎ প্রধানভূত হয়েন; ভূমিরও নাভি অর্থাৎ রক্ষক হয়েন। অনন্তর দ্যাবাপৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। হে বৈশ্বানর! তাদৃশ দানাদিগুণযুক্ত আপনাকে সকল দেবগণ বিদ্বান মানবের অথবা যজমানের জন্য জ্যোতীরূপেই উৎপাদন করিয়াছিলেন।

মূর্দ্ধা। মূর্চ্ছত্যস্মিন্নীরত ইতি মূর্দ্ধা (নি° ৭।২৭)। শ্বন্‌ক্ষন্নিত্যাদৌ নিপাতনাদ্রূপসিদ্ধিঃ। পৃথিব্যাঃ। পৃথিবীশব্দঃ ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চেতি ঙীষ্‌প্রত্যয়ান্তো অন্তোদাত্তঃ। অজনয়ন্ত। জনী জৃষ্‌ ক্নস্‌ রঞ্জোঽমন্তাশ্চেতি মিত্ত্বান্মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং॥ (১ম—৫৯সূ—২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৭০১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রথমাংশে অগ্নিকে স্বর্গলোকের 'মূর্দ্ধা' এবং পৃথিবীলোকের 'নাভিঃ' বলা হইয়াছে। তাহা হইতে "অগ্নি দ্যুলোকের মস্তক এবং পৃথিবীর রক্ষক" এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করা হয়। তার পর আবার, তাঁহাকে "রোদস্যোঃ অরতিঃ" অর্থাৎ 'দ্যাবাপৃথিবীর অধিপতি ছিলেন (অভবৎ) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। উপসংহারে আবার প্রকাশ পাইয়াছে,—আর্য্যগণের নিমিত্ত (আর্য্যায়) দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতীরূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন (জ্যোতিরিৎ অজনয়ন্ত)। এই প্রকার ব্যাখ্যায়, সেই ভৃগুঋষি কর্ত্তৃক অগ্নির আবিষ্কার অর্থের প্রতিই লক্ষ্য আসে। দেবগণ বলিতে এখানে ভৃগুবংশীয় ঋষিগণকেই বুঝাইয়া থাকে।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ কিন্তু অন্যরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞানই যে স্বর্গের অথবা স্বর্গলোকবাসীর শিরঃস্বরূপ অর্থাৎ স্বর্গস্থ জনের মস্তিষ্ক যে জ্ঞানে পরিপূর্ণ, 'মূর্দ্ধা' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। ইহলোকে মানুষ যে রক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে সেই জ্ঞানপ্রভাবে। অজ্ঞান জনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; তাই জ্ঞানকে "পৃথিব্যাঃ নাভিঃ" অর্থাৎ পৃথিবীর রক্ষক বলা হইয়াছে। অপিচ, মন্ত্রের ঐ প্রথমাংশে আরও এক ভাব পাওয়া যায়। 'দিবঃ মূর্দ্ধা' যে জ্ঞান, তাহাই "পৃথিব্যাঃ নাভিঃ"; এইরূপ ভাব গ্রহণ করিলে, বুঝা যায়—জ্ঞানপ্রভাবে মানুষ সকল প্রকার রক্ষা প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "অথ রোদস্যোঃ অরতিঃ অভবৎ" পদ-কয়েকটীর মধ্যে 'অরতিঃ ও 'অভবৎ' পদদ্বয়ে আমরা অন্যরূপ ভাব গ্রহণ করি। 'অরতিঃ পদে ভাষ্যানুমত 'অধিপতিঃ' প্রতিবাক্যও গ্রহণ করা যায়; আবার ঐ পদে 'কামনা-নাশক' ভাবও প্রাপ্ত হইতে পারি। দুই অর্থেরই সঙ্গতি আছে। জ্ঞান যেমন দ্যাবাপৃথিবী উভয়লোকের রক্ষক, জ্ঞান সেইরূপ কামনা-নাশক সুতরাং মোক্ষপ্রাপক। লঙের 'অভবৎ' পদ নিত্য-বর্ত্তমান অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এইরূপ মন্ত্রের তৃতীয়াংশে, "বৈশ্বানর" হইতে "অজনয়ন্ত" পর্য্যন্ত পদগুলিতে, প্রকাশ পাইয়াছে যে, জ্ঞানের যে জ্যোতিঃ হৃদয়ে বিকাশ পায়, দেবগণের

মূর্দ্ধা। এতদ্দ্বারা মূর্ত্তি ধ্যান করা হয়—এই অর্থে মূর্দ্ধাপদ নিষ্পন্ন। (নি° ৭২৭)। শ্বন্‌ক্ষন্‌ ইত্যাদিতে নিপাতনে রূপ. সিদ্ধ হয়। পৃথিব্যাঃ। পৃথিবীশব্দ, 'ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীষ্‌প্রত্যয়ান্ত এবং অন্তোদাত্ত হইয়াছে। অজনয়ন্ত। 'জনী জৃষ্‌ ক্নস্‌ রঞ্জোঽমন্তাশ্চ' ইত্যাদিতে 'মিত্ব'-হেতু 'মিতাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে হ্রস্বত্ব হইয়াছে। (১ম—৫৯সূ—২ঋ)॥

* * *

যা দেবভাবের সাহায্যই তাহার প্রধান কারণ। এই অংশের অন্তর্গত 'দেবাসঃ' 'আর্য্যায়' ও 'জ্যোতি.' পদত্রয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহণ বিশেষ আবশ্যক। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। অজ্ঞানান্ধকার-নাশক জ্যোতিঃ (দিব্যজ্ঞান) দেবভাবের দ্বারা হৃদয়ে সঞ্জাত হয়,—এই তত্ত্বই ঐ অংশে বিবৃত দেখি। এখানেও ক্রিয়াপদে বর্ত্তমান কালের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই মন্ত্রের পদাবলি আলোচনা করিলে, অনন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে মন্ত্রটী যে প্রযুক্ত নহে, পরন্তু জ্ঞানদেবতা-সম্বন্ধে মন্ত্রটী যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এ মন্ত্রে কোনক্রমেই সাধারণ অগ্নির সহিত সম্বন্ধ খ্যাপন করা যায় না। (১ম—৫৯সূ—২ঋ)॥

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্)।

আ সূর্য্যে ন রশ্ময়ো ধ্রুবাসো বৈশ্বানরে

দধিরেঽগ্না বসূনি।

যা পর্ব্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু যা মানুষেষ্বসি

তস্য রাজা ॥ ৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। সূর্য্যে। ন। রশ্ময়ঃ। ধ্রুবাসঃ। বৈশ্বানরে।

দধিরে। অগ্না। বসূনি।

যা। পর্ব্বতেষু। ওষধীষু। অপ্‌সু। যা। মানুষেষু। অসি।

তস্য। রাজা॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূর্য্যে' (জ্যোতির্ম্মাধারে সূর্য্যদেবে) 'ন' (যথা) 'রশ্ময়ঃ' (কিরণাঃ) ' ধ্রুবাসঃ' (নিশ্চলাঃ, চিরসম্বন্ধযুতাঃ) সন্তি, তদ্বৎ 'বৈশ্বানরে' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং লোকানাং হৃদি অবস্থিতে, বিশ্ববাসিনি) 'অগ্নৌ' (অগ্নৌ, জ্ঞানাভ্যন্তরে) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বসুনি' (ধনানি, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদীনি) 'দধিরে' (স্থাপিতানি আসতে, বিদ্যন্তে); জ্ঞানেন সহ সর্ব্বেষাং ধনানামেব অবিচ্ছিন্নঃ সম্বন্ধোঽস্তি ইতি ভাবঃ। 'যা' (যানি ধনানি) 'পর্ব্বতেষু' (গিরিকন্দরেষু) 'ওষধীষু' (বৃক্ষেষু) 'অপ্সু' (উদকেষু চ) 'বিদ্যন্তে', অপিচ 'যা' (যানি ধনানি) 'মানুষেষু' (মনুষ্যমধ্যেষু, হৃদভ্যন্তরেষু) বিদ্যন্তে, হে জ্ঞানদেব, ত্বমেব 'তস্য' (ধনজাতস্য) 'রাজা' (অধিপতিঃ) 'অসি' (ভবসি); জ্ঞানপ্রভাবেণ নরঃ পার্থিবং অপার্থিবঞ্চ সকলং ধনং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্মাধার সূর্য্যদেবে রশ্মিরাজি যেমন চিরসম্বন্ধযুত হইয়া আছে, বৈশ্বানর অগ্নিতে অর্থাৎ বিশ্ববাসী মনুষ্যগণের হৃদয়ে অবস্থিত জ্ঞানের অভ্যন্তরে সেইরূপ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি সকল ধন সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের সহিত সকল ধনেরই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে)। পর্ব্বতসমূহে, বৃক্ষসমূহে এবং উদকসমূহে যে সকল ধন বিদ্যমান আছে, অপিচ যে সকল ধন মনুষ্যসমূহের হৃদভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে; হে জ্ঞানদেব, আপনিই সেই ধনজাতের অধিপতি হয়েন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবেই মানুষ পার্থিব ও অপার্থিব সকল ধন লাভ করিয়া থাকে।)॥ (১ম—৫৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্না বৈশ্বানরেঽগ্নৌ বসুনি ধনান্যাদধিরে। আহিতানি স্থাপিতানি বভূবুঃ। দৃষ্টান্তঃ। ধ্রুবাসো নিশ্চলা রশ্ময়ঃ কিরণাঃ সূর্য্যে ন যথা সূর্য্য আধীয়ন্তে তদ্বৎ। অতস্ত্বং পর্ব্বতাদিষু যানি ধনানি বিদ্যন্তে তস্য ধনজাতস্য রাজাসি। অধিপতির্ভবসি॥

অগ্না। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্ডাদেশঃ। যা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। ওষধীষু। উষ দাহে। ওষঃ পাকঃ। ভাবে ঘঞ্। ক্রিয়াদাহ্যাদাতত্ত্বং। ওষ আসু ধীয়ত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৈশ্বানর অগ্নিতে ধনসমূহ ন্যস্ত অর্থাৎ স্থাপিত ছিল। তাহার দৃষ্টান্ত। নিশ্চল কিরণসমূহ যেমন সূর্য্যে অবস্থিত থাকে, তদ্বৎ। অতএব, আপনি পর্ব্বতাদিতে যে সকল ধন বিদ্যমান আছে, সেই সকল ধনজাতের রাজা অর্থাৎ অধিপতি হয়েন।

অগ্না। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। যা। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি নিয়মে 'শেঃ' লোপ হইয়াছে। ওষধীষু। দাহার্থক উষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ওষঃ' পদে পাক বুঝায়। তাহাতে ভাবে 'ঘঞ্' হইয়াছে। ক্রিয়-হেতু

ইত্যোষধয়ঃ। কর্ম্মণ্যধিকরণে চেতি কিপ্রত্যয়ঃ। দাসীভারাদিষু পঠিতত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। সপ্তমীবহুবচন ওষধেশ্চ বিভক্তাবপ্রথমায়াং। পা০ ৬।৩।১৩২। ইতি দীর্ঘঃ। অপ্সু। উদ্ভিদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৭০২) ঋকের বিশদার্থ।

যে দিক দিয়া যে ভাবেই এই ঋকের অর্থ নিষ্পন্ন করা হউক না কেন, এই ঋক্‌ যে জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত, তাহা সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হয়। জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে এই ঋক্‌ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কেন না, পৃথিবীর সকল প্রকার ধনসমূহ যাঁহাতে অবস্থিত আছে, তাঁহারই বিষয় এখানে প্রখ্যাত দেখি। অগ্নিতে কি পৃথিবীর সকল ধন বিদ্যমান থাকিতে পারে? কেবল তাহাই নহে; মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—কি পর্ব্বতে কি বৃক্ষসমূহে কি জলে—যেখানে যে ধনবস্তু আছে, অগ্নি সে সকল ধনেরই রাজা। ইহাই বা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? জ্বলন্ত অগ্নিতে সর্ব্বপ্রকার ধনের সমাবেশ সম্ভবপর কি? এতদ্বিষয় বিবেচনা করিলে, অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতিই লক্ষ্য পড়ে না কি?

জ্ঞান ভিন্ন সংসারে এমন কোনও সামগ্রী নাই—যাহাতে সকল প্রকার ধন অবস্থিতি করে। সূর্য্যের সহিত রশ্মিসমূহের যেমন সম্বন্ধ (সূর্য্যো ন রশ্ময়ঃ), আমরা মনে করি, জ্ঞানের অভ্যন্তরেই সকল প্রকার ধনরত্ন সর্ব্বতোভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। 'বসূনি' অর্থাৎ ধনসমূহ বলিতে—নানাবিধ ধনের প্রতি লক্ষ্য আসে। তাই আমরা ঐ পদে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল-রূপ ধনসমূহের বিষয় বিবৃত আছে বলিয়া মনে করি। যতপ্রকার ধনই হউক না কেন, উহাতে তাহা বোধগম্য হয়। জ্ঞানসাহায্যে সে সকল প্রকার ধনই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ পর্ব্বতসমূহের মধ্যে যে ধনরত্ন লুকায়িত আছে, জ্ঞানই সন্ধান করিয়া তাহা বাহির করেন। ওষধিসমূহের মধ্যে, বৃক্ষাদি হইতে যে ধনরত্নসমূহ সংগৃহীত হইতে পারে, জ্ঞানই তাহার সন্ধান নির্দ্দেশ করেন। উদকের মধ্যে যে ধনরত্ন আছে, জল হইতে যে ধনরত্ন উদ্ধার করা যায়, জ্ঞানই (বিজ্ঞানই) সে সন্ধান আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। কি পার্থিব ধনসম্পৎ, কি অপার্থিব রত্নবিভব, সকলই জ্ঞানের প্রভাবে আমাদিগের অধিগত হইয়া থাকে। এ মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৫৯সূ—৩ঋ)॥

আদ্যুদাত্তত্ব। 'ওষ আসু ধীয়তে'—এই বাক্যে 'ওষধয়ঃ' পদ হয়। 'কর্ম্মণ্যধিকরণে চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে কি-প্রত্যয়। দাসীভারাদি মধ্যে পঠিত হওয়ায়, পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর। সপ্তমীর বহুবচনে 'ওষধেশ্চ বিভক্তাবপ্রথমায়াং' (পা০ ৬।৩।১৩২) ইত্যাদি সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়াছে। অপ্সু। 'উদ্ভিদম্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৫৯সূ—৩ঋ)॥

* * *

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনষষ্টিতমং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

বৃহতী ইব সূনবে রোদসী গিরো হোতা

মনুষ্যো ন দক্ষঃ।

স্বর্বতে সত্যশুষ্মায় পূর্বীর্বৈশ্বানরায়

নৃতমায় যহ্বীঃ॥ ৪॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

বৃহতী ইবেতি বৃহতীইব। সূনবে। রোদসী ইতি। গিরঃ। হোতা।

মনুষ্যঃ। ন। দক্ষঃ।

স্বঃবতে। সত্যশুষ্মায়। পূর্বীঃ। বৈশ্বানরায়।

নৃতমায়। যহ্বীঃ॥ ৪॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃহতী ইব সূনবে' (মহতী মাতা যথা স্বপুত্রায় জায়তে তদ্বৎ, জননী যথা আত্মজং প্রতি অশেষস্নেহসম্পন্না ভবতি তদ্বৎ) জ্ঞানদেবঃ 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, বিশ্বসংসারং বা) প্রতি অশেষমমতাসম্পন্নো নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্টো বা অস্তি। তং জ্ঞাত্বা, 'মনুষ্যঃ' (মনুষ্যত্ব-সম্পন্নঃ, মনুষ্যত্বোপেতো জনঃ) 'ন' (যথা) 'দক্ষঃ' (কর্ম্মসাধকঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণো ভবতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ) 'হোতা' (স্তোত্রকারী, দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) তস্মৈ 'স্বর্ব্বতে' (তেজোযুক্তায়, সন্মার্গপ্রাপকায়) 'সত্যশুষ্মায়' (অবিতথবলায়, সত্যরূপবলসম্পন্নায়) 'নৃতমায়' (নেতৃশ্রেষ্ঠায়) 'বৈশ্বানরায়' (বিশ্বেষাং প্রাণস্বরূপায় জ্ঞানদেবায়) 'পূর্ব্বীঃ' (বহুবিধাঃ) 'যহ্বীঃ' (মহতীঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) প্রযুঙ্ক্তে ইতি শেষঃ, বিবিধপ্রকারেণ জ্ঞানসঞ্চয়ায় প্রবৃত্তো ভবতি ইতি ভাবঃ। তাৎপর্য্যার্থঃ—জ্ঞানরূপেণ ভগবান সর্ব্বত্র বিদ্যতে; পদার্থমাত্রেণ সহ জ্ঞানদেবস্য সম্বন্ধং অনুভূত্বা তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়। (১ম—৫৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

অথবা,

'বৃহতী ইব রোদসী' (বিস্তৃতে যথা দ্যাবাপৃথিব্যৌ তদ্বৎ) জ্ঞানপ্রভা বিশ্বব্যাপিনী; অতঃ 'মনুষ্যঃ ন দক্ষঃ' (মনুষ্যত্বসম্পন্নো জনবৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুতঃ) 'হোতা' (আরাধকঃ) 'স্বর্ব্বতে' (শোভনগমনযুক্তায়, সুষ্ঠুপ্রকাশসম্পন্নায়) 'সত্যশুষ্মায়' (সত্য-বলযুতায়) 'নৃতমায়' (শ্রেষ্ঠনেত্রে) 'সূনবে' (সন্তানবৎ প্রতিপালকায়) 'বৈশ্বানরায়' বিশ্বপ্রাণভূতায় জ্ঞানদেবায়) 'পূর্ব্বী' (পুরাতনীঃ, সনাতনীঃ) 'যহ্বী' (মহতীঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ, আরাধনাঃ) প্রদদাতি; স্তুতিনা তং আরাধয়তি ইতি শেষঃ। বিজ্ঞ হোতা জ্ঞানদেবস্য স্বরূপং বিদিত্বা তং হৃদি ধারয়তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্বপুত্রে যেমন মহতী মায়া সঞ্জাত হয়, জননী যেমন আত্মজের প্রতি অশেষস্নেহসম্পন্না হয়েন, সেইরূপ জ্ঞানদেবতা দ্যাবাপৃথিবীর (বিশ্বসংসারের) প্রতি অশেষমমতাসম্পন্ন (নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট) আছেন। তাহা অবগত হইয়া, মনুষ্যত্বসম্পন্ন জনের ন্যায়, সৎকর্ম্মপরায়ণ হোতা (দেবগণের আহ্বানকারী), সেই সন্মার্গপ্রাপক, অবিতথবলসম্পন্ন (সত্যরূপবলবিশিষ্ট), নেতৃশ্রেষ্ঠ, বিশ্বের প্রাণস্বরূপ জ্ঞানদেবতাকে, বহুবিধা মহতী স্তুতি প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়েন। (তাৎপর্য্য এই যে,—'ভগবান্ জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন; অতএব, হে মানুষ, পদার্থমাত্রের সহিত জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর।')॥ (১ম—৫৯সূ—৪ঋ);

* * *

অথবা,

বিস্তৃত দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় জ্ঞানপ্রভা বিশ্বব্যাপী; অতএব, মনুষ্যত্ব সম্পন্ন জনের ন্যায় সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুত হোতা, সর্ব্বত্র প্রকাশমান, সত্যবলযুত, শ্রেষ্ঠনেতা, সন্তানবৎ প্রতিপালক, বিশ্বপ্রাণভূত জ্ঞানদেবতাকে, সনাতন মহৎ স্তুতি প্রদান করেন; অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করেন। (ভাব এই যে,—বিজ্ঞ হোতা জ্ঞানদেবের স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—৫৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ সূনবে স্বপুত্রায় বৈশ্বানরায় বৃহতী ইব প্রভূতে ইবাভূতাং। বৈশ্বানরস্য দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পুত্রত্বং মন্ত্রান্তরে স্পষ্টমবগম্যতে। উভা পিতরা মহয়ন্নজায়তাগ্নির্দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসেতি।' মহতো বৈশ্বানরস্যাবস্থানায় দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিস্তৃতে জাতে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ। অয়ং হোতা দক্ষঃ সমর্থঃ পূর্ব্বীর্ব্বহুবিধা মহ্বীর্ম্মহতীর্গিরঃ স্তুতি-র্বৈশ্বানরায়াগ্নয়ে প্রাযুঙ্‌ক্তেতি শেষঃ। কীদৃশায়। স্বর্ব্বতে। শোভনগমনযুক্তায়। সত্যশুষ্মায়। অবিতথবলায়। নৃতমায়। অতিশয়েন সর্ব্বেষাং নেত্রে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মনুষ্যো ন। যথা মনুষ্যো লৌকিকে বন্দী দাতারং প্রভূতং বহুবিধয়া স্তুত্যা স্তৌতি তদ্বৎ॥

মনুষ্যঃ। মনোর্জ্জাতাবঞ্যতৌ যুক্ চেতি জাতৌ গম্যমানায়াং মনুশব্দাদ্যৎ যুগাগমশ্চ। তিৎস্বরিত ইতি স্বরিতত্বং। যতোহনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন ভবতি। তত্র হি দ্ব্যজিত্যনুবর্ত্ততে। স্বর্ব্বতে। সুপূর্ব্বাদর্তের্ভাবে বিচ্। ততো মতুপ্। মাদুপধায়া ইতি বত্বং॥ (১ম—৫৯সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্যাবাপৃথিবী স্বপুত্র বৈশ্বানরের নিমিত্ত প্রভূত অর্থাৎ বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈশ্বানরের দ্যাবাপৃথিবীর পুত্রত্ব মন্ত্রান্তরে স্পষ্টতঃ অবগত হওয়া যায়। যথা;—'উভা পিতরা মহয়ন্নজায়তাগ্নির্দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসেতি।' মহৎ বৈশ্বানরের অবস্থান-হেতু দ্যাবাপৃথিবী বিস্তৃত হইয়া থাকে—ইহাই অর্থ। আর, এই হোতা বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশে বহুবিধা মহতী স্তুতি প্রযুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন। সেই বৈশ্বানর অগ্নি কি প্রকার? শোভনগমনযুক্ত, অবিতথবলবিশিষ্ট, অতিশয়রূপে সকলের নেতা। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। লৌকিক বন্দী যেমন দাতা বহুবিধ স্তুতির দ্বারা উপাসনা করে, তদ্বৎ।

মনুষ্যঃ। 'মনোর্জ্জাতাবঞ্যতৌ যুক্ চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে জাত ও গম্যমান অর্থে মনু শব্দে 'যৎ' ও 'যুক্' আগম হয়। 'তিৎস্বরিতম্' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব হইয়াছে। 'যতোহনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব হয় না। সেখানে 'দ্ব্যচঃ' এই সূত্রের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। স্বর্ব্বতে। সু-পূর্ব্বক 'ঋৎ' ধাতু ভাবে বিচ্। তাহাতে মতুপ্। 'মাদুপধায়াঃ' ইত্যাদি সূত্রে বত্ব হইয়াছে। (১ম—৫৯সূ—৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৭০৩) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

উপমার জটিলতা, পদ-বিন্যাসের জটিলতা এবং ভাবের জটিলতা,—ত্রিবিধ জটিলতায় মন্ত্রটীকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। সুতরাং এই মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে বড়ই গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। মন্ত্রের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা যে কি ভাব ব্যক্ত হইতেছে, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। মন্ত্রের দুইটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "উভয় পৃথিবী পুত্রের জন্য যেন বৃহৎ হইয়া উঠিল। বন্দী যেরূপ (প্রভুর স্তুতি করে) সেইরূপ এই সুদক্ষ হোতা শোভনগতিযুক্ত, প্রকৃত বলসম্পন্ন এবং নেতৃশ্রেষ্ঠ বৈশ্বানরের উদ্দেশে বহুবিধ মহৎ স্তোত্রবাক্য (প্রয়োগ করিয়াছে)।"

(২) "দ্যুলোক ও ভূলোক স্বীয় পুত্র বৈশ্বানর অগ্নির স্থিতির নিমিত্ত বিস্তৃত হইয়াছে। স্তবকারী মনুষ্য যদ্রূপ দাতা প্রভুকে নানা প্রকারে স্তব করে, সেইরূপ সেই কর্ম্মদক্ষ হোতা তেজোবিশিষ্ট অব্যর্থ-পরাক্রমী সকলের নেতৃস্বরূপ বৈশ্বানর অগ্নির প্রতি বহুপ্রকার মহৎ স্তব সকল প্রয়োগ করেন।"

এই দুই বঙ্গানুবাদের এবং সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। বৈশ্বানর অগ্নিকে দ্যাবাপৃথিবীর পুত্ররূপে পরিকল্পনা করিতে হইলে, হয় রূপকের সাহায্য লইতে হয়, অথবা কালবিশেষের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট উপাখ্যান-বিশেষের আশ্রয় লওয়ার আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইলেও বা কি সদর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি!

আমরা দুই প্রকার অন্বয়-মুখে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, তাহাতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে ভাবের সহিত পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রক্ষিত হয় কি না? তদ্বিষয় একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রে উপমামূলক দুইটী অংশ আছে; যথা,—"বৃহতী ইব সূনবে" অথবা "বৃহতী ইব রোদসী" এবং 'মনুষ্যঃ ন দক্ষঃ।" ইহার প্রথম উপমাটী, ভাষ্যে একরূপভাবে পরিগৃহীত, ব্যাখ্যাদিতে অন্যভাবে প্রকাশমান; আমরা উহাতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রথমতঃ, দ্বিবিধ অন্বয়ে উপমাটীতে আমরা দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করি আমরা বলি, 'বৃহতী' পদে 'মহতী মায়াকে' বুঝাইতেছে। পুত্রের নিমিত্ত মায়া প্রবলা হয়। "বৃহতী ইব সূনবে" বাক্যাংশে সেই ভাব প্রকাশ পায়। এ পক্ষে, 'রোদসী' পদটীকে 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' প্রতিবাক্যে দ্বিতীয়ার দ্বিবচনের পদ) বলিয়া, অথবা 'রোদসীং' (দ্বিতীয়ার একবচনের পদ) রূপে গ্রহণ করি। তাহাতে উপমার ভাব দাঁড়ায় এই যে, জনক-জননী যেমন আত্মজের প্রতি অশেষ-স্নেহসম্পন্ন হন, পিতামাতা যেমন পুত্রের সহিত স্বতঃসম্বন্ধবিশিষ্ট থাকেন, জ্ঞানদেবতাও সেইরূপ বিশ্বসংসারের সহিত স্বতঃপরতঃ মমতাসম্পন্ন বা সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকেন। এ বিষয়ে কোনও সংশয় আসিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞানী, জ্ঞানপ্রভাবে সমগ্র বিশ্বের সহিত তাঁহারা সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ আছেন। অথবা, জ্ঞান যে সর্ব্বতোভাবে পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। আর এক দিক্ দিয়াও,

"বৃহতী ইব রোদসী"—উপমার বাক্যাংশ ধরিয়া, ঐ একই ভাব প্রাপ্ত হই। সে পক্ষে 'রোদসী' পদের কোনও বিভক্তি-ব্যত্যয়ের প্রয়োজন হয় না; পরন্তু তাহাতে 'সুনবে' পদটী 'বৈশ্বানরায়' পদের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য হইয়া সদর্থই প্রকাশ করে। 'সর্ব্রতে', 'সত্যশুষ্মায়', 'নৃতমায়', 'সুনবে' এবং 'বৈশ্বানরায়' পদ-কয়েকটী তাহাতে একই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পরস্পর বিভক্তির ও অর্থের সমতা রক্ষা করে। দ্বিতীয় যে উপমা-মূলক পদাংশ—"মনুষ্যঃ ন দক্ষঃ", ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে ঐ উপমার অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে 'মনুষ্যো ন' পদদ্বয় 'হোতা' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মনুষ্যঃ' পদে 'বন্দী' অর্থ অধ্যাহার করা হইয়াছে। বন্দীরা যেমন প্রভুর নিকট স্তুতিগান করে, হোতা সেইরূপ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি-গান করিয়া থাকেন। ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব প্রকাশমান। কিন্তু আমরা বলি, ঐ উপমার পদ-বিন্যাস, মন্ত্রে প্রকাশিত "মনুষ্যো ন দক্ষঃ' রূপে থাকাই সঙ্গত। তাহাতেই সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পক্ষে 'মনুষ্যঃ' পদে 'মনুষ্যত্বসম্পন্ন বা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুত' অর্থ প্রাপ্ত হই। প্রকৃত মনুষ্য সে কোন্ জন? নরাকারে যাহারা পশু, তাহাদিগকে মনুষ্য বলে না। যাঁহাদের মনুষ্যত্ব আছে, যাঁহারা মনুষ্যোচিত গুণগরিমাসম্পন্ন, তাঁহারাই মনুষ্য নামের যোগ্য। কর্ম্মদক্ষতা তাঁহাদেরই আছে। তাঁহারা যেমন দক্ষ, কর্ম্মনিপুণ, সৎকর্ম্মপরায়ণ, সেইরূপ হোতাই (তদ্রূপ দক্ষ হোতাই) জ্ঞানদেবতার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনিই বুঝিতে পারেন—জ্ঞানদেবতা কিরূপ গুণসম্পন্ন, জ্ঞানের সাহায্যে আমরা কি বস্তু লাভ করিতে পারি। সেই বুঝিয়া, সেই বস্তুর সঞ্চয়ে তিনি প্রযত্নপর হয়েন। মন্ত্রাংশে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক এক একটী পদ জ্ঞানদেবতার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে সে সকল বিশেষণ-দৃষ্টে কখনই সাধারণ অগ্নি-সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয় না। 'স্বর্ব্বতে' পদের প্রতিবাক্যে 'শোভনগমনযুক্তায়' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্ধকারে অগ্নির জ্বলন—শোভন বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহার দিগ্দাহী গমনকে 'শোভন-গমন' বলা যায় না। বরং জ্ঞানপক্ষে ঐ পদ প্রযুক্ত হইলে, জ্ঞানের গতিকে বা জ্ঞানের কার্য্যকে শোভনগমন বা শোভনকার্য্য বলা যাইতে পারে। তাহা সর্ব্বদাই শোভন-গমন। গত্যর্থক 'অৎ' ধাতু হইতে 'সর্ব্বতে' পদের ব্যুৎপত্তি। ঐ ধাতু সু প্রকাশার্থও দ্যোতনা করে। আমরা তাই ঐ পদে 'সুষ্ঠুপ্রকাশসম্পন্নায়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ 'সত্যশুষ্মায়' পদে 'সত্যরূপবলযুক্ত' অর্থই আসে। এই পদও জ্ঞান-পক্ষেই যথা-প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানের দ্বারাই সত্য প্রকাশ হয়। জ্ঞানীই সত্যরূপ শক্তির অধিকারী। 'শ্রেষ্ঠ নেতা' বলিতেও জ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। কেন-না, জ্ঞান দ্বারাই মানুষ পরিচালিত হয়, শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব জ্ঞানেরই আছে। 'পূর্ব্বীঃ' পদে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। আমরা একবিধ অন্বয়ে উহার 'বহুবিধাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি; অন্য প্রকার অন্বয়ে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সনাতনী' বা 'পুরাতনী' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। জ্ঞানের নেতৃত্ব যে আবহমান-কাল অব্যাহত আছে, ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, বেশ বুঝা যায়, এই মন্ত্রে জ্ঞানের মাহাত্ম্য এবং তৎসহ আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া, মানুষ, তুমি জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও,—ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ। (১ম—৫৯সূ—৪ঋ)।

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

দিবশ্চিত্তে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর

প্র রিরিচে মহিত্বং

রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাং যুধা

দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥ ৫ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

দিবঃ। চিৎ। তে। বৃহতঃ। জাতঽবেদঃ। বৈশ্বানর।

প্র। রিরিচে। মহিঽত্বং।

রাজা। কৃষ্টীনাং। অসি। মানুষীণাং। যুধা।

দেবেভ্যঃ। বরিবঃ। চকর্থ ॥ ৫ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) 'বৈশ্বানর' (বিশ্বপ্রাণভূত হে জ্ঞানদেব) 'তে' (তব) 'মহিত্বং' (মাহাত্ম্যং, প্রভুত্বং) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, স্বর্গাৎ) 'চিৎ' (অপি) 'প্র-রিরিচে' (গৌরবসম্পন্নং বিস্তৃতং বা ভবতি); ত্বং 'কৃষ্টীনাং' (আত্মোৎকর্ষপরায়ণানাং) 'মানুষীণাং' (জনানাং) 'রাজা' (অধিপতিঃ, প্রতিপালকঃ) 'অসি' (ভবসি), এবং 'যুধা' (অসদ্বৃত্তিনা সহ সংগ্রামেষু জিত্বা) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবেভ্যঃ, দেবসকাশাৎ বা আনীত্বা) 'বরিবঃ' (সারবস্তুং—মোক্ষাদিরূপং) তান্ 'চকর্থ' (অকার্ষী, প্রযচ্ছসি)। জ্ঞানপ্রভাবেন সাধবঃ পরাগতিং লভন্ত ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৯সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বিশ্বপ্রাণভূত হে জ্ঞানদেব! আপনার মাহাত্ম্য স্বর্গ হইতেও গৌরবসম্পন্ন (অথবা, আপনার প্রভুত্ব দ্যুলোক হইতেও বিস্তৃত); আপনি আত্মোৎকর্ষপরায়ণ জনগণের অধিপতি (প্রতিপালক) হয়েন; এবং অসদ্বৃত্তির সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া দেবভাবসমূহের বা দেবগণের নিকট হইতে আনিয়া, মোক্ষাদি-রূপ সারবস্তু তাহাদিগকে প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞান-প্রভাবেই সাধুগণ পরাগতি লাভ করেন।)॥ (১ম—৫৯সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে জাতবেদো জাতানাং বেদিতর্বৈশ্বানরাগ্নে তে তব মহিত্বং মাহাত্ম্যং বৃহতো মহতো দিবশ্চিৎ দ্যুলোকাদপি প্ররিরিচে। প্রববৃধে। কিঞ্চ ত্বং মানুষীণাং মনোর্জ্জাতানাং কৃষ্টীনাং প্রজানাং রাজাসি। অধিপতির্ভবসি। তথা বরিবোঽসুরৈরপহৃতং ধনং যুধা যুদ্ধেন দেবেভ্যশ্চকর্থ। দেবাধীনমকার্ষী॥

বৈশ্বানর। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকানিঘাতাভাবঃ। রিরিচে। রিচির্ বিরেচনে। অত্রোপসর্গবশাত্তদ্বিপরীত আধিক্যে বর্ত্ততে। কৃষ্টীনাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। মানুষীণাং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে জাত-বস্তুসমূহের জ্ঞাতা বৈশ্বানর অগ্নে! আপনার মাহাত্ম্য মহৎ দ্যুলোক হইতেও প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। আর, আপনি মনু হইতে উৎপন্ন প্রজাগণের অধিপতি হয়েন। আর, অসুরগণ কর্তৃক অপহৃত ধনকে যুদ্ধের দ্বারা আপনি দেবগণকে প্রদান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ অসুরাপহৃত ধনকে দেবগণের অধীনে আনিয়াছিলেন)।

বৈশ্বানর। পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিক নিঘাতের অভাব হইয়াছে। রিরিচে। বিরেচনার্থক রিচির্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। এখানে উপসর্গহেতু তাহার বিপরীত আধিক্য অর্থ আসিতেছে। কৃষ্টীনাং। 'নামন্যতরস্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে নামের উদাত্তত্ব হয়। মানুষীণাং।

মানুষশব্দো মনোর্জ্জাতাবিত্যঞ্প্রত্যয়ান্তঃ। জাতিলক্ষণে ঙীষি প্রাপ্তে তদপবাদত্বয়া শার্ঙ্গরবাদ্যঞ ইতি ঙীন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলং। পা০ ৬৷১৷১৭৮। ইতি বহুলবচনান্নাম উদাত্তস্যাভাবঃ। যুধা। যুধ সংপ্রহার ইত্যস্মাৎ সংপদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। বরিব ইতি ধননাম। নব্বিষয়স্যেত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৫৯সূ—৫ঋ)॥

• • •

পঞ্চম (৭০৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে বৈশ্বানর অগ্নিকে একজন যোদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে হয়। দেবগণের যে সকল ধনসম্পত্তি অসুরগণ অপহরণ করিয়াছিল, তিনি যেন যুদ্ধ করিয়া সে সকল উদ্ধার করেন; আর, তিনি যেন মনুষ্য-প্রজাগণের অধিপতি ছিলেন। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ঐ দুই ভাব সাধারণতঃ প্রকাশ পায়। "রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাং"—এই কয়েকটী পদে তাঁহাকে 'মনুষ্য প্রজাগণের অধিপতি' বলিয়া খ্যাপন করা হয়, এবং "যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ" বাক্যাংশে, তিনি যে যুদ্ধ করিয়া দেবতাদিগের অপহৃত ধন দস্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, এই প্রকার অর্থে, বৈশ্বানর অগ্নিকে জলন্ত অগ্নি বলিয়া মনে করা যায় না। এ পক্ষে, বরং মনুষ্য অর্থ বুঝাইতে, প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের অর্থের একরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারা যায়।

আমরা কিন্তু এই মন্ত্রের মধ্যেও জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধই অক্ষুণ্ণ দেখি। তাঁহার মাহাত্ম্য দ্যুলোকের (স্বর্গের) অপেক্ষা মহৎ,—মনুষ্য-সম্পর্কে এতদ্রূপ উক্তিকে অতিশয়োক্তি বলা যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞান-পক্ষে ঐ উক্তি স্বাভাবিক। জ্ঞানের বিজয়-পতাকা কি স্বর্গে কি মর্ত্তে সর্ব্বত্রই উড্ডীন আছে। পরন্তু জাতবেদ (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ) একমাত্র জ্ঞানকেই বলা যায়। 'কৃষ্টীনাং' পদে আমরা পূর্ব্বাপর 'আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন মনুষ্যগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও তাহার সঙ্গতি দেখি। পরন্তু 'কৃষ্টীনাং মানুষীণাং' পদদ্বয়ে দ্বিবিধ

মানুষ-শব্দ 'মনোর্জাতা বঞ্যতৌ' ইত্যাদি নিয়মে অঞ্ প্রত্যয়ান্ত। জাতি-লক্ষণে ঙীষ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহার অপবাদের দ্বারায় 'শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্' ইত্যাদি সূত্রের ঙীন প্রত্যয় হইয়াছে। তাহাতে নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলং' (পা০ ৬৷১৷১৭৮) ইত্যাদি বহুলবচন-হেতু নামের উদাত্তত্বের অভাব হইয়াছে। যুধা। সম্প্রহার অর্থমূলক যুধ হইতে উৎপন্ন। তাহাতে সম্পদাদি লক্ষণ-হেতু ভাবে ক্বিপ্ হইয়াছে। বরিবঃ। 'বরিব' ইত্যাদি পদ ধন-নামের অন্তর্ভুক্ত আছে। 'নব্বিষয়স্য' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৫৯সূ—৫ঋ)॥

• • •

ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ, মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাধনসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ দুই পদের সহিত একটী 'চ' অধ্যাহার করিলে সাধকগণ এবং মনুষ্যগণ দ্বিবিধ পর্য্যায়ে লক্ষ্য আসিতে পারে। তদনুসারে 'রাজা' পদেও দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। যিনি রাজা, তিনি সত্যের পালক ও অসত্যের বিমর্দ্দক ; যিনি রাজা, তিনি সাধুর রক্ষক ও অসাধুর দণ্ডবিধায়ক। যখন 'কৃষ্টীনাং মানুষীণাং' পদদ্বয়কে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিব, তখন 'রাজা' পদের ঐ দ্বিবিধ অর্থ পরিগ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। অপিচ, যখন ঐ দুই পদকে এক পদ বলিয়া বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে গ্রহণ করিব, তখন 'রাজা' পদের 'প্রতিপালক' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে হইবে। জ্ঞান যে "কৃষ্টীনাং মানুষীণাং রাজা," তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। জ্ঞান দ্বারাই মানুষ সৎপথে পরিচালিত হয় ;—অসৎ পথ পরিত্যাগ করে।

উপসংহারে "যুধা দেবেভ্যঃ বরিবঃ চকর্থ" পদ-কয়েকটীতে আমরা কি ভাব গ্রহণ করি, তাহার একটু আভাস দিতেছি। 'যুধা' পদে 'অসদ্বৃত্তির সহিত সংগ্রামের দ্বারা' ভাব প্রাপ্ত হই। জ্ঞান অসদ্বৃত্তির সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করে। সেই জয়-লাভের ফলে মানুষের হৃদয়ে দেবভাব বিকাশ পায়। দেবভাব—দেবতার নিকটেই থাকে। দস্যু-কর্তৃক তাহা বিনষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু অপহৃত হইতে অথবা তাহাদের অধিকারে তাহা থাকিতে পারে না। সুতরাং দস্যুদিগের নিকট হইতে যুদ্ধের দ্বারা জয়লাভ করিয়া দেবগণকে তাহা প্রদান করা,—এরূপ অর্থের সঙ্গত দেখি না। আমরা তাই 'দেবেভ্যঃ' পদকে পঞ্চমীর বহুবচনের পদ বলিয়া মনে করি। তাহাতে দেবগণের বা দেবভাবের নিকট হইতে পরিগৃহীত 'বরিবঃ' অর্থাৎ সাররত্নের বিষয় মনে আসে। এখন বুঝিয়া দেখুন, সে রত্ন কি ? ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ সকলই তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। জ্ঞানই আমাদিগের হৃদয়ের অসদ্বৃত্তি-সমূহকে পরাভূত করিয়া আমাদিগের মধ্যে দেবভাবকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তদ্দ্বারা আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই। জ্ঞানই সকল ধন আকর্ষণ করিয়া আমাদিগের জন্ম আনয়ন করে। মন্ত্র এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৫৯সূ—৫ম)॥

— • —

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনষষ্টিতমং সূক্তং। ষষ্ঠ ঋক্।)

প্র নূ মহিত্বং বৃষভস্য বোচং যং

পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে।

বৈশ্বানরো দস্যুমগ্নির্জ্জঘন্বাঁ অধূনোৎ কাষ্ঠা

অব শম্বরং ভেৎ॥ ৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। নু। মহিঽত্বং। বৃষভস্য। বোচং। যং।

পূরবঃ। বৃত্রঽহনং। সচন্তে।

বৈশ্বানরঃ। দস্যুং। অগ্নিঃ। জঘন্বান্। অধূনোৎ। কাষ্ঠাঃ।

অব। শম্বরং। ভেৎ॥ ৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং 'বৃত্রহণং' (অজ্ঞানতানাশকং) 'যং' (প্রসিদ্ধং জ্ঞানদেবং) 'পূরবঃ' (শ্রেষ্ঠজনাঃ) 'সচন্তে' (সেবন্তে), 'বৃষভস্য' (অভীষ্টপূরকস্য তস্য দেবস্য) 'মহিত্বং' (মাহাত্ম্যং) 'প্র-বোচং' (প্রকৃষ্টরূপেণ কথয়, অনুধ্যানং কুরু); জ্ঞানমাহাত্ম্যং সর্ব্বথা অনুধ্যাতব্যং ইতি ভাবঃ; যতঃ 'বৈশ্বানরঃ' (বিশ্বপ্রাণভূতঃ জ্ঞানদেবঃ) 'দস্যুং' (অজ্ঞান-সহচরং শত্রুং) 'অঘ্নান্' (হন্তি), 'কাষ্ঠাঃ' (শত্রূণাং ঔৎকর্ষং, দিকং অবস্থিতিং বা) অধূনোৎ' (অধঃপাতিতং করোতি). 'শম্বরং' (অশনিবৎ গতিশীলং পাপং) 'অবভেৎ' (ছিনত্তি, সর্ব্বথা বিনাশয়তি)। জ্ঞানমার্গানুসরণেন সহ পাপসংস্রবঃ সর্ব্বথা দূরীভূতো ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৯সূ—৬ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মন! অজ্ঞানতানাশক যে জ্ঞানদেবতাকে শ্রেষ্ঠজনগণ সেবা করেন, অভীষ্টপূরক সেই জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য প্রকৃষ্টরূপে অনুধ্যান কর; (ভাব এই যে,—জ্ঞানমাহাত্ম্য সর্ব্বথা অনুধ্যাতব্য); কেন-না, বিশ্বপ্রাণভূত জ্ঞানদেবতা, অজ্ঞান-সহচর শত্রুকে হনন করেন, শত্রুদিগের ঔৎকর্ষকে অধঃপাতিত করেন, এবং অশনিবৎ গতিশীল পাপকে নাশ করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানের অনুসারী হইলে, পাপ-সংস্রব একেবারে দূরীভূত হয়।)॥ ৬॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র বৈশ্বানরশব্দেন মধ্যমস্থানস্থো বৈদ্যুতোঽগ্নিরভিধীয়তে। পূরব ইতি মনুষ্যনাম। পূরবো মনুষ্যা বৃত্রহণমাবরকস্য মেঘস্য হন্তারং যং বৈশ্বানরং সচন্তে। বর্ষার্থিনঃ সেবন্তে। তস্য বৃষভস্যাপাং বর্ষিতুর্বৈশ্বানরস্য মহিত্বং মাহাত্ম্যং নু ক্ষিপ্রং প্রবোচং। প্রব্রবীমি। কিং তদিত্যত আহ। অয়ং বৈশ্বানরোঽগ্নির্দস্যুং রসানাং কর্ম্মণাং বোপক্ষয়িতারং রাক্ষসাদিকং অঘ্নান্ হতবান্। তথা কাষ্ঠা অপো বৃষ্ট্যুদকান্যধূনোৎ। অধোমুখান্যপাতয়ৎ। শম্বরং তৎ নিরোধকারিণং মেঘমবভেৎ। অবাভিনৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ঋকের বৈশ্বানর শব্দে মধ্যমস্থানস্থ বিদ্যুতাগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। 'পূরবঃ' এই পদ মনুষ্য-নাম-বাচক। আবরক মেঘের হন্তা যে বৈশ্বানরকে মনুষ্যগণ সেবা করেন (বর্ষণাভিলাষীরা যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন); সেই জলবর্ষণকারী বৈশ্বানরের মাহাত্ম্য শীঘ্র কহিতেছি। সে কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে। এই বৈশ্বানর অগ্নি দস্যুকে অর্থাৎ রস-প্রদান-কর্ম্মসমূহের ক্ষয়কারী রাক্ষসাদিকে নিহত করিয়াছিলেন। আর, বৃষ্টির জলসমূহকে অধোমুখে পাতিত করিয়াছিলেন; এবং সেই জল-নিরোধকারী মেঘকে ছিন্ন করিয়াছিলেন।

বোচং। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি বর্ত্তমানে লুঙাস্তিবক্তীত্যাদিনা চ্লেঃ অঙাদেশঃ। বচ উমিত্যুমাগমঃ। গুণঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। জঘন্বান্‌। হন্তের্লিটঃ ক্বসুঃ। অভ্যাসাচ্চেত্যভ্যাসাদুত্তরস্য হকারস্য ঘত্বং। বিভাষা গমহনেতি বিকল্পনাদিড়ভাবঃ। ভেৎ। ভিদির্‌ বিদারণে। লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্‌। হল্‌ঙ্যাব্‌ভ্য ইতি তকারস্য লোপঃ। পূর্ব্ববদড়ভাবঃ॥ অত্র নিরুক্তং। প্র ব্রবীমি তৎ মহত্বং মহাভাগ্যং বৃষভস্য বর্ষিতুরপাং যং পূরবঃ। পূরয়িতব্যা মনুষ্যা বৃত্রহণং মেঘহনং সচন্তে সেবন্তে বর্ষকামা দস্যুর্দস্যতেঃ ক্ষয়ার্থাদুপদস্যন্ত্যস্মিন্‌রসা উপদাসয়তি কর্ম্মাণি তমাগ্নির্বৈশ্বানরো ঘ্নন্নবাধুনোদপঃ। কাষ্ঠা অভিনচ্ছম্বরং মেঘং। নি° ৭।২৩। ইতি। অত্রেদং চিন্তনীয়ং। কোঽসৌ বৈশ্বানর ইতি তত্র কেচিদাহুঃ। মধ্যমস্থানস্থো বায়ুরিন্দ্রো বা বৈশ্বানরঃ। তস্য হি বর্ষকর্ম্মণা সংস্তব উপপদ্যতে। ন ত্বগ্নেঃ পৃথিবীস্থানত্বাদিতি। অন্যে ত্বেবং মন্যন্তে। দ্যুস্থানঃ সূর্য্যো বৈশ্বানর ইতি। যুক্তিং চাহুঃ। প্রাতঃসবনাদীনি ত্রীণি সবনানি লোক-ত্রয়াত্মকানি। তত্র তৃতীয়সবনং প্রাপ্তো যজমানঃ স্বর্গং প্রাপ্ত ইতি পৃথিব্যাঃ প্রচ্যুতো ভবেৎ। তৎপ্রচ্যুতিপরিহারায়াগ্নিমারুতেঽস্মিমে শস্ত্রে হোতা স্বর্গাদ্ভূমিং প্রত্যবরোহতি।

বোচং। 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বর্ত্তমান-কালে 'লুঙঃস্তিবক্তি' ইত্যাদি দ্বারা চ্লেঃ অঙ্‌ আদেশ হইয়াছে। 'বচ উম্‌' ইত্যাদি নিয়মে উমাগম হইয়াছে। তাহার গুণ। তৎপরে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি নিয়মে অটের অভাব হইয়াছে। জঘন্বান্‌। হন ধাতু লিটে ক্বসুঃ হয়। 'অভ্যাসাচ্চ' ইত্যাদি নিয়মে অভ্যাসের উত্তরের হকারের ঘত্ব হইয়াছে। 'বিভাষা গমহন' ইত্যাদি সূত্রে বিকল্প-হেতু ইটের অভাব হইয়াছে। ভেৎ। বিদারণার্থক 'ভিদির' হইতে উৎপন্ন। 'লঙি বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ হইয়াছে। 'হল্‌ঙ্যাব্‌ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ত-কারের লোপ। পূর্ব্ববৎ অটের অভাব॥ এ বিষয়ে নিরুক্তের উক্তি; যথা,—'প্রব্রবীমি……মেঘং।' নি° ৭.২৩। ইতি অর্থাৎ,—মহাভাগ্য তাঁহার মাহাত্ম্য কহিতেছি; জলবর্ষণকারী মেঘহন্তা যাঁহাকে অভীষ্ট-পূরণাভিলাষী বৃষ্টিকামী মনুষ্যগণ সেবা করেন। দস্যু অর্থাৎ রসক্ষয়কারী যে, তাহাকে বৈশ্বানর অগ্নি হনন করেন; অথবা, তাহাকে অভিভব করিয়া নিম্নে জলধারা পাতিত করেন। 'কাষ্ঠাঃ, অর্থাৎ জলধারা 'শম্বরং' অর্থাৎ মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হয়। এখানে ইহাই চিন্তনীয়,—কে এই বৈশ্বানর ইত্যাদি। এ বিষয়ে কেহ কেহ কহিয়াছেন,—মধ্যম স্থানস্থিত বায়ু বা ইন্দ্র বৈশ্বানর হন। তাঁহার বর্ষণ-কর্ম্মের দ্বারা তিনি সংস্তুত হন, ইহাই উপপাদ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থানস্থ-হেতু অগ্নি বৈশ্বানর নহেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ বলেন যে,—দ্যুলোকাস্থিত সূর্য্যই বৈশ্বানর হয়েন। তদ্বিষয়ে এইরূপ যুক্তি কথিত হয়;—প্রাতঃসবন প্রভৃতি ত্রিবিধ যজ্ঞকর্ম্ম লোকত্রয়াত্মক। তাহাতে তৃতীয়-সবন-প্রাপ্ত যজমান স্বর্গ পাইয়া পৃথিবী হইতে প্রচ্যুত হয়েন। সেই প্রচ্যুতি পরিহারের জন্য অগ্নি-মারুত-সম্বন্ধীয় শেষ যজ্ঞে হোতা স্বর্গ হইতে ভূমিতে পুনরায় অবরোহণ করেন।

কথমিতি তদুচ্যতে। ইতরশস্ত্রবৎ। স্তোত্রিয়তৃচেন প্রারম্ভমুক্ত্বা দ্যুস্থানসম্বন্ধিনা বৈশ্বানরীয়েণ সূক্তেন শস্ত্রং প্রারভতে। ততো মধ্যমস্থানসম্বন্ধিনং রুদ্রং মরুতশ্চ প্রতি তদ্দেবত্যসূক্তপাঠেনাবরোহতি। তত্র পৃথিবীস্থানমগ্নিং। যদ্যত্র বৈশ্বানরঃ সূর্য্যো ন স্যাৎ তদানীমবরোহো নোপপদ্যতে। তদেতন্মতদ্বয়মপ্যনুপপন্নং। অয়মেবাগ্নির্বৈশ্বানরঃ। কুতঃ। বৈশ্বানরশব্দনির্ব্বচনানুরোধাৎ। বিশ্বেষাং নরাণাং লোকান্তরং প্রতি নেতৃতয়া সম্বন্ধা বৈশ্বানরঃ। তথা চাম্নাতং। বৈশ্বানর পুত্রঃ পিত্রে লোককৃজ্জাতবেদো বহেমং সুকৃতাং যত্র লোকা ইতি। যদ্বা বিশ্বে সর্ব্বে নরা এনমগ্নিং যজ্ঞাদৌ প্রীণয়ন্তীতি তৎসম্বন্ধাদ্বৈশ্বানরঃ। যদ্বা সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ প্রত্যুতো গচ্ছত ইতি বিশ্বানরৌ মধ্যমোত্তমৌ। ঋ গতাবিত্যস্মাৎ পচাদ্যচ্। লুগভাবশ্ছান্দসঃ। তাভ্যামুৎপন্নত্বাদয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ। বৈদ্যুতোগ্নির্হি মধ্যমসকাশাজ্জায়তে। অশনিপতনানন্তরময়মেব পার্থিবোঽগ্নিঃ সম্পদ্যতে। আদিত্যসকাশাদপি ঘর্ম্মকালে সূর্য্যকান্তাদিমণিষগ্নেরুৎপত্তিঃ প্রসিদ্ধাঃ। তস্মান্নামনির্ব্বচনানুরোধেনায়মেবাগ্নির্বৈশ্বানর ইত্যেতদুপপন্নং। অস্যাপি বর্ষকর্ম্মণাস্তুতিঃ সম্ভবতি। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং তত প্রজা ইতি স্মরণাৎ। প্রত্যবরোহোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ।

কেন এরূপ হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যজ্ঞ ত্রুটিপূর্ণ হইলেই এইরূপ ঘটে। স্তোত্রিয় তিনটী ঋকের দ্বারা প্রারম্ভ উচ্চারণ করিয়া; দ্যুস্থান-সম্বন্ধীয় বৈশ্বানরীয় সূক্তের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিবে। অতঃপর মধ্যম-স্থান সম্বন্ধীয় রুদ্র ও মরুদ্গণের প্রতি প্রযুক্ত তদ্দেবতা-বিষয়ক সূক্ত পাঠের দ্বারা অবরোহণ হয়। তাহাতেই পৃথিবীস্থানভূত অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। যে-হেতু এই ক্ষেত্রে বৈশ্বানর সূর্য্য নহেন, অতএব অবরোহের উপপত্তি হয় না। এইরূপে এই মতদ্বয়ই অনুপপন্ন হয়। যদি বল—এই অগ্নিই বৈশ্বানর। কিন্তু কি কারণে? বৈশ্বানর শব্দের নির্ব্বচনানুরোধে। বিশ্বের নরগণের লোকান্তরের প্রতি নেতৃত্বের দ্বারা সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি বৈশ্বানর। তদ্বিষয়ে এইরূপ আলোচনা আছে। পুত্র পিতার জন্য সৎকারের ব্যবস্থা করেন, তৎজন্য অগ্নির বৈশ্বানর সংজ্ঞা হয়। অথবা, বিশ্বের সকল মনুষ্য এই অগ্নিকে যজ্ঞাদিতে পূজা করেন—এই জন্য তৎসম্বন্ধীয় অগ্নিকে বৈশ্বানর কহে। অথবা, সর্ব্বপ্রাণিগণের প্রতি ইতস্তত গমন করেন—এই জন্য মধ্যম ও উত্তম অগ্নিদ্বয়কে বৈশ্বানর অগ্নি কহে। গত্যর্থক ঋ ধাতু, তাহাতে পচাদি-হেতু অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ছান্দসহেতু লুকের অভাব। তাহা হইতে উৎপন্ন,—এই অর্থে অগ্নি বৈশ্বানর সংজ্ঞায় অভিহিত। বৈদ্যুৎ অগ্নি মধ্যম সকাশ হইতে উৎপন্ন। অশনি-পতনানন্তর সেই অগ্নি পার্থিব অগ্নি সম্পাদন করেন। আদিত্য সকাশ হইতেও ঘর্ম্মকালে সূর্য্যকান্তাদি মণি-সমূহে অগ্নির উৎপত্তি প্রসিদ্ধি আছে। সেই হেতু নাম-নির্ব্বচনের অনুরোধ-বশতঃ এই অগ্নিই বৈশ্বানর অগ্নি বলিয়া প্রতিপন্ন হন। বর্ষণ-কর্ম্মের জন্য তাঁহার স্তুতি সম্ভবপর হইয়া থাকে। অগ্নিতে প্রাপ্ত আহুতি সম্যক্ প্রকারে আদিত্যতে উপস্থিত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং তাহা হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়,—এইরূপ স্মৃতি আছে।

তৃতীয়সবনস্থ ভক্তস্বর্গস্থাৎ। এতৎ সর্ব্বং যাস্কেন বৈশ্বানরঃ কস্মাদিত্যাদিনা বহুধা প্রপঞ্চিতং। নি০ ৭।২১। অত্র যদনুক্তং তৎ সর্ব্বং তত্রেবানুসন্ধেয়ং॥ (১ম—৫৯সূ—৬ঋ)।

* . *

ষষ্ঠ (৭০৫) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:— —

এই ঋক্‌টীর প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিয়া মনে হয়, যেন কোনও ঋষি বা কবি ঋক্‌টী রচনা করিয়া বলিতেছেন,—'এইবার আমি বৈশ্বানর অগ্নির বিষয় বর্ণনা করিতেছি।' সেই বৈশ্বানর অগ্নি কেমন? তিনি বৃত্রাসুরের হননকারী; তিনি আরও অনেক দস্যুকে হনন করিয়াছেন; তিনি বৃষ্টির জলকে অধঃপাতিত করেন; আর তিনি শম্বর-নামক অসুরকে হনন করিয়াছিলেন। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি ভাবে মন্ত্রার্থ প্রচলিত আছে, বুঝা যাইবে। সেই অনুবাদটী এই; যথা,—

"মানুষেরা বৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া যে বৃত্রহন্তা বৈশ্বানর অগ্নিকে সেবা করে, সেই কামপ্রদ অগ্নির মাহাত্ম্য শীঘ্রই বর্ণনা করিতেছি। এই বৈশ্বানর অগ্নি দস্যু প্রভৃতিকে হত করিয়াছেন, বৃষ্টিজলকে অধঃপাতিত করিয়াছেন এবং শম্বরাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন।"

এই প্রকার অর্থে, কাল-বিশেষের সহিত, ব্যক্তি-বিশেষের সহিত এবং বিভিন্ন ঘটনার সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ সূচিত হয়। তাহাতে বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি লোপ পায়। পরন্তু ঐ প্রকার অর্থে পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতিও রক্ষিত হয় না। আমরা পূর্ব্বাপর যে প্রকার অর্থের সমীচীনতা বুঝিয়া আসিতেছি, তদনুসরণে এই মন্ত্রেরও অর্থসঙ্গতি দেখিতেছি। কোনও ব্যক্তি-বিশেষ যে বৈশ্বানরের গুণ-কীর্ত্তন উপলক্ষে সূচনা স্বরূপ এই মন্ত্রটী রচনা বা আবৃত্তি করিয়াছেন, তাহা আমরা মনে করি না। আমরা বলি, এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। যে কোনও সময় যে কোনও সাধক আপনার অন্তরকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন। এই মন্ত্রে আপনাকে জ্ঞানমার্গের অনুসারী করিবার জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইতেছেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলেই লক্ষ্য নির্ণীত হইবে। এই ঋকের প্রথম সমস্যামূলক পদ—'বৃত্রহণং'। 'বৃত্র' শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা 'জ্ঞানাবরক

প্রত্যবরোহণও কর্ত্তব্য নহে। তৃতীয়সবনের ভক্তের স্বর্গ-হেতু। বৈশ্বানর শব্দের আলোচনায় যাস্ক এ সকল বিষয় বহু আলোচনা করিয়াছেন। নি০ ৭।২১। এখানে যে সকল বিষয় অনুক্ত রহিল, তথায় তদ্বিষয় অনুসন্ধিতব্য। (১ম—৫৯সূ—৬ঋ)।

* . *

অজ্ঞানতা' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও সেই অর্থেরই সমীচীনতা দেখি। নচেৎ, 'বৃত্র' অসুর হইলে, একবার তাহাকে ইন্দ্র বধ করিতেছেন, একবার তাহাকে বৈশ্বানর অগ্নি বধ করিতেছেন,—এই দুই বিভিন্ন বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। কিন্তু 'বৃত্র' পদে 'জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা' অর্থ গ্রহণ করিলে, সর্ব্বত্রই সে অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা নাশ হয়; ভগবানের করুণায় প্রভাবে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিচ্ছিন্ন হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেবভাবের বিকাশে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। সুতরাং 'বৃত্রহণং' পদ অজ্ঞানতা-নাশক অর্থেই যথাপ্রযুক্ত হয়। দ্বিতীয় পদ—'পূরবঃ'। এই পদে মনুষ্য অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'শ্রেষ্ঠজনগণ' অর্থ আসে। পূর্ণতা-প্রাপ্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন জনই ঐ পদের বাচ্য। তৃতীয় পদ—'বৃষভস্য'। এখানে আর ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদিতে ষাঁড়ের সহিত ঐ পদের সম্বন্ধ রক্ষিত হয় নাই। পরন্তু আমরা যে 'অভীষ্ট-পূরকস্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই সর্ব্বথা পরিগৃহীত। সেই অর্থই সুষ্ঠু ও সঙ্গত অর্থ। চতুর্থ পদ—'প্র-বোচং'। এই পদটী সমূহ সমস্যামূলক। ভাষ্যাদিতে ইহার প্রতি-বাক্যে 'প্রব্রবীমি' পদ গৃহীত হইয়াছে আমরা বলি, ঐ পদের লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তাই আমরা 'প্রকৃষ্টরূপেণ কথয় বা অনুধ্যানং কুরু' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রকারে মন্ত্রের প্রথমাংশের "বৃত্রহণং যং পূরবঃ সচন্তে বৃষভস্য মহিত্বং প্র বোচং" এই পদকয়েকটীতে মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'শ্রেষ্ঠজনগণের পদাঙ্কানুসারী হইয়া, মন, তুমি জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও।' আমরা সিদ্ধান্ত করি, ইহাই ঐ অংশের প্রকৃত মর্ম্ম।

এক্ষণে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের, "বৈশ্বানরঃ" হইতে "অব-ভেৎ" পর্য্যন্ত অংশের, মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে। ঐ অংশের অন্তর্গত 'দস্যুং' 'কাষ্ঠাঃ' এবং 'শম্বরং' পদত্রয় আলোচনার বিষয়ীভূত। 'দস্যুং' পদে দস্যুকে বা ডাকাইতকে বা রাক্ষসাদিকে বুঝাইতেছে না। ঐ পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, তাহাই যুক্তিযুক্ত। অজ্ঞানতা-সহচর রিপুরূপ দস্যু ঐ অংশের লক্ষ্য। 'কাষ্ঠাঃ' পদে বৃষ্টি অর্থ গ্রহণ না করিয়া এখানে 'উৎকর্ষকে' (শত্রুদিগের) অথবা 'দিক্‌কে' বা 'অবস্থিতিকে' অর্থ গ্রহণ করা যায়। 'শম্বরং' পদে পাপকে বুঝায়। এ বিষয় পূর্ব্বে বিভিন্ন স্থলে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ফলতঃ, দস্যুকে বিনাশ করিয়া অগ্নি যে জলকে নিম্নে প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং শম্বর-নামক অসুরকে নিহত করিয়াছিলেন,—এরূপ অর্থের সঙ্গতি দেখি না। পরন্তু মন্ত্রের এই অংশে জ্ঞানদেবতার প্রভাবের বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। জ্ঞান-সাহায্যে মানুষ যে অজ্ঞানতা-সহচর রিপুদস্যুকে হনন করিতে পারে, শত্রুদের উৎকর্ষকে বা অবস্থিতিকে অধঃপাতিত করিতে সমর্থ হয় এবং পাপকে সর্ব্বথা ছিন্ন করিতে শক্তিমান্ হইয়া থাকে;—মন্ত্রের শেষাংশে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে 'জঘন্বান্, 'অধুনোৎ' এবং 'অব-ভেৎ' ক্রিয়াপদ তিনটীকে নিত্য-বর্ত্তমান অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। ফলতঃ মন্ত্রটী জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্তিবর্দ্ধক এবং তন্মাহাত্ম্য-মূলক।

কাল-বিশেষের সহিত, ব্যক্তি-বিশেষের সহিত এবং ঘটনা-বিশেষের সহিত এ মন্ত্রের যে

সম্বন্ধ নাই, নিঘণ্টু-নিরুক্তের ভাষ্যে দুর্গাচার্য্য কৃত 'ঋজ্বার্থাখ্য' ব্যাখ্যায়ও তাহার আভাস পাওয়া যায়। সে ব্যাখ্যায় প্রকৃতি-পক্ষে মেঘ ও বৃষ্টি সম্বন্ধে অর্থ গৃহীত হইয়াছে। দুর্গাচার্য্যের সেই ব্যাখ্যাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

নোধস আর্ষম্। ত্রিষ্টুপ্। বৈশ্বানরোঽগ্নির্দেবতা॥ "প্রবোচম্" 'প্রব্রবীমি' অহম্। "মহিত্বম্" 'মাহাভাগ্যম্' স্তুত্যা॥ কস্ত। "বৃষভস্য" 'বর্ষিতুরপাম্'। "যম্" অন্যেঽপি "পূরবঃ" পূরয়িতব্যাঃ মনুষ্যাঃ' কামৈঃ, "বৃত্রহণম্" 'মেঘহনম্' "সচন্তে" 'সেবন্তে' 'বর্ষকামাঃ' স্তুতিভিঃ। তস্মাহাভাগ্যং প্রব্রবীমি, যদসৌ বর্ষিতা "বৈশ্বানরঃ" 'অগ্নিঃ' "দস্যুং" দাসয়িতারমুপক্ষয়িতারং রসানাম্, শুষ্যন্তি হি তদস্যুদগমে শস্যানি, কর্ম্মণাং বোপদাসয়িতারমনাবৃষ্টিদ্বারেণ, তং দস্যুম্, "শম্বরম্" 'মেঘং' উদকবন্তমুদকপূর্ণম্, "অঘ্নন্" হতবান্, ভৃশম্, "অবভেৎ" 'অবাভিনৎ' ব্যদারয়ৎ,—বিদার্য্য চ "অধূনোৎ" বর্ষভাবেনাকম্পয়ৎ অক্ষারয়ৎ "কাষ্ঠাঃ" অপঃ। যঃ, তস্যাহং বর্ষপ্রাপ্ত্যর্থং প্রাবোচং মাহাভাগ্যম্, স বর্ষেত্বস্মাকমিত্যুক্তিপ্রায়ঃ॥

এই ব্যাখ্যায় 'প্রবোচং' পদে 'আমি (যে কোনও স্তোতা যে কোনও সময়ে কহিতে পারেন) কহিতেছি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে বটে; কিন্তু 'মহিত্বং' পদের সহিত 'স্তুত্যা' অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা পদ অতিরিক্ত যোজিত হইয়াছে। ভাব এই যে,—স্তুতির দ্বারা অর্থাৎ বেদমন্ত্রে আমি সেই দেবতার অর্চ্চনা করি। তিনি আমার অভীষ্ট-পূরণ করুন। সে অভীষ্ট-পূরণ কি? না—বৃষ্টি-বর্ষণ। এ পক্ষে 'বৃষভস্য' পদে জলবর্ষণকারী 'বৃত্রহণং' পদে মেঘহননকারী এবং 'শম্বরং' পদে উদকপূর্ণ মেঘ অর্থ দাঁড়াইয়াছে। 'পূরবঃ' পদেও "কামৈঃ পূরয়িতব্য মনুষ্যাঃ" প্রভৃতিবাক্যে আমাদিগেরই পরিগৃহীত ভাব অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ক্রমশঃ অসুর অর্থ লোপ পাইয়া প্রাকৃতিক ব্যাপারের বর্ণনার ভাব তাহাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদিগের অর্থ এই যে, মনস্তত্ত্বঘটিত। ভাষ্যাদিতেও ক্রমে সেই ভাবই স্বতঃ পরিব্যক্ত হইয়া পড়িবে—দেখিতে পাইবেন। (১ম—৫৯সূ—৬ঋ)॥

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনষষ্টিতমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্)।

বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টির্ভরদ্বাজেষু

যজতো বিভাবা।

শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুণীথে

জরতে সূনৃতাবান ॥ ৭ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

বৈশ্বানরঃ। মহিম্না। বিশ্বঽকৃষ্টিঃ। ভরৎঽবাজেষু।

যজতঃ। বিভাঽবা।

শাতঽবনেয়ে। শতিনীভিঃ। অগ্নি। পুরুঽনীথে।

জরতে। সূনৃতাঽবান্ ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৈশ্বানরঃ' (বিশ্বপ্রাণভূতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ) 'মহিম্না' (স্বকীয়েন মহত্বেন) 'বিশ্বকৃষ্টিঃ' (বিশ্ববাসিনাং আত্মোৎকর্ষসাধকঃ) ভবতি; জ্ঞানং হি আত্মোৎকর্ষসাধনোপায়ং ইতি ভাবঃ। 'বিভাবা' (বিশিষ্টপ্রকাশসম্পন্নঃ) 'সূনৃতাবান্' (প্রিয়সত্যবাক্যরূপঃ) স জ্ঞানদেবঃ 'ভরদ্বাজেষু' (ঔৎকর্ষবিধায়কেষু কর্ম্মসু) 'যজতঃ' (যষ্টব্যঃ, আরাধনীয়ঃ) ভবতি; আত্মোৎকর্ষবিধায়কেন কর্ম্মণা সহ জ্ঞানস্য অভিন্নসম্বন্ধোঽস্তীতি ভাবঃ। 'পুরুণীথে' (বহুস্তোত্রপরায়ণে, একান্তানুরাগিণি) 'শাতবনেয়ে' (বহুসৎকর্ম্মসম্পন্নে জনানাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'শতিনভিঃ' (বহুভিঃ স্তুতিভিঃ, বহুপ্রকারৈঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ) 'জরতে' (স্তূয়তে, সঞ্জায়তে)। যো জনো জ্ঞানানুরাগী ভবতি, যো জনঃ সৎকর্ম্মপরায়ণঃ, স হি জ্ঞানাধিকারী ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৫৯সূ—৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বপ্রাণভূত জ্ঞানাগ্নি, আপনার মহত্বের দ্বারা, বিশ্ববাসিগণের আত্মোৎকর্ষসাধক হয়েন; (ভাব এই যে, জ্ঞানই আত্মোৎকর্ষসাধনের উপায়)। বিশিষ্টপ্রকাশসম্পন্ন, প্রিয়সত্যবাক্যরূপ সেই জ্ঞানদেবতা ঔৎকর্ষবিধায়ক কর্ম্মসমূহের মধ্যে আরাধনীয় হয়েন; (ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষবিধায়ক কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অভিন্ন সম্বন্ধ আছে)। বহুস্তোত্রপরায়ণ (একান্তানুরাগী) বহুসৎকর্ম্মসম্পন্ন জনগণের হৃদয়ে বহু প্রকারে (বহু আরাধনায়) জ্ঞানাগ্নি সঞ্জাত হয়; (ভাব এই যে,—যে জন জ্ঞানানুরাগী হয়েন, যে জন সৎকর্ম্মপরায়ণ আছেন, তিনিই জ্ঞানাধিকারী হইয়া থাকেন)॥ (১ম—৫৯সূ—৭ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৈশ্বানরোঽগ্নির্ম্মহিম্না মহত্বেন বিশ্বকৃষ্টিঃ। কৃষ্টিরিতি মনুষ্যনাম। বিশ্বে সর্ব্বে মনুষ্যা যস্য স্বভূতাঃ স তথোক্তঃ। ভরদ্বাজেষু পুষ্টিকরহবির্লক্ষণান্নবৎসু যাগেষু। যদ্বা। এতৎসংজ্ঞেষৃষিষু যজতো যষ্টব্যঃ। বিভাবা বিশেষেণ প্রকাশয়িতা। সূনৃতাবান্। সূনৃতা প্রিয়া সত্যা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৈশ্বানর অগ্নি মহত্বের দ্বারা 'বিশ্বকৃষ্টিঃ' অর্থাৎ মনুষ্যের উৎপাদক। 'কৃষ্টিঃ' এই পদ মনুষ্য-নাম-বাচী; বিশ্বের সকল মনুষ্য যাঁহার স্বভূত, তিনিই 'বিশ্বকৃষ্টিঃ'।' ভরদ্বাজেষু' পদে, 'পুষ্টিকর হবির্লক্ষণ অন্নবিশিষ্ট যাগসমূহে' অর্থ আসে; অথবা 'ভরদ্বাজ-সংজ্ঞক ঋষিগণে' বুঝায়। 'যজতঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যাগসমূহে বা ভরদ্বাজ-সংজ্ঞক ঋষিগণের মধ্যে যষ্টব্য বা পূজনীয়। 'বিভাবা' অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে প্রকাশয়িতা। 'সূনৃতাবান্'—প্রিয়সত্য

বাক্। তদ্বক্তঃ। এবম্ভূতোঽগ্নিঃ শাতবনেয়ে। শতসংখ্যাকান্ ক্রতুন্ বনতি সম্ভজত ইতি শতবনিঃ। তস্য পুত্রঃ শাতবনেনঃ। তস্মিন্ পুরুণীথে বহূনাং নেতর্যেতৎসংজ্ঞকে রাজনি চ শতিনভির্বহুভিঃ স্তুতিভির্জ্জয়তে। স্তূয়তে।

ভরদ্বাজেষু। ভরন্তি পোষয়ন্তি ভোক্তৄনিতি ভরন্তঃ। তাদৃশা বাজা যেষু। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। যজতঃ। ভৃমৃদৃশিযজি-পর্ব্বিপচ্যমিতমিনমিহর্যেভ্যোঽতজিতি যজতেরতচ্ প্রত্যয়ঃ। বিভাবা। ভা দীপ্তৌ। আতো মনিন্নিতি বনিপ্। তস্য পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে. শাতবনেয়ে। ইন্ সর্ব্বধাতুভ্য ইতীন্প্রত্যয়ঃ শতবনিশব্দঃ। ইতশ্চানিঞঃ। পা০ ৪।১।১২২। ইতি ঢক্। কিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। শতনীভিঃ। শতশব্দান্মত্বর্থীয় ইনিঃ। ঋন্নেভ্য ইতি ঙীপ্। পুরুণীথে। পূর্ব্বপদাৎ সজ্ঞায়ামগঃ। পা০ ৮।৪।৩। ইতি ণত্বং। জরতে। ব্যত্যয়েন কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৫৯সূ—৭ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে পঞ্চবিংশো বর্গঃ॥

* * *

বাক্যবিশিষ্ট; সূনৃতা' পদে প্রিয়-সত্য বাক্য অর্থ আসে; যিনি তাহা বিশিষ্ট, তিনি সূনৃতবান্। এবম্ভূত অগ্নি শতবনির পুত্রের (শতসংখ্যক যজ্ঞকে যিনি সম্ভজনা করেন, তিনিই 'শতবনিঃ'; তাঁহার পুত্র 'শাতবনেয়ঃ'; তাঁহাতে বা তাঁহার গৃহে 'শাতবনেয়ে') এবং 'পুরুণীথে' (বহু জনের নেতা বা এতৎ সংজ্ঞক রাজার) গৃহে বহুবিধ স্তুতির দ্বারা স্তুত হয়েন।

ভরদ্বাজেষু। ভোক্তৃগণকে ভরণ বা পোষণ করেন—এই অর্থে 'ভরন্তঃ' পদ হয়। সেইরূপ 'বাজা' বা যজ্ঞসমূহ যাঁহাতে বিদ্যমান, তাঁহাতে;—এই বহুব্রীহি-সমাস-হেতু পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব ঘটায়, মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্তঃস্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। যজতঃ। 'ভৃমৃদৃশিযজিপর্ব্বিপচ্যমিতমিনমিহর্যেভ্যোঽতচ্' ইত্যাদি নিয়মে যজ ধাতুর উত্তর অতচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। বিভাবা। ভা-ধাতু দীপ্তি বুঝায়। আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে 'বনিপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহার পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বে ধাতু-স্বর অবশিষ্ট আছে। শাতবনেয়ে। 'ইন্ সর্ব্বধাতুভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইন্ প্রত্যয়ে শতবনিশব্দ হইয়াছে। 'ইতশ্চানিঞঃ' (পা০ ৪।১।১২২) ইত্যাদি সূত্রে ঢক্ হইয়াছে। 'কিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব হইয়াছে। শতনীভিঃ। শতশব্দ-হেতু মত্বর্থীয় ইনিঃ প্রত্যয় হইয়াছে। 'ঋন্নেভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্ হইয়াছে। পুরুণীথে। 'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াগমঃ' (পা০ ৮।৪।৩) ইত্যাদি সূত্রে ণত্ব হইয়াছে। জরতে। ব্যত্যয়-হেতু কর্ম্মণি-বাচ্যের স্থলে কর্ত্তৃ-বাচ্যের প্রয়োগ হইয়াছে। (১ম—৫৯সূ—৭ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।২৫॥

* * *

সপ্তম (৭০৬) ঋকের বিশদার্থ।

— —:•:——

এই ঋকের অন্তর্গত 'ভরদ্বাজেষু' 'শাতবনেয়ে' এবং 'পুরুণীথে' পদ তিনটীর সহিত বৈশ্বানরের সম্বন্ধে বিষয় ব্যাখ্যাদিতে যাহা প্রচারিত আছে, তাহা স্মরণ করিলে এবং 'সুনৃতাবান্' প্রভৃতি বিশেষণের বিষয় সেই দৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে, বৈশ্বানর অগ্নিকে মনুষ্য বা মনুষ্য-প্রকৃতি দেবতা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। • তদনুসারে এই ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, —'সেই বৈশ্বানর অগ্নি ভরদ্বাজ ঋষিদিগের মধ্যে পূজনীয় হইয়াছিলেন এবং শতবনির পুত্রের ও পুরুণীথ রাজার গৃহে স্তুত হইয়া থাকেন; আর, তিনি সত্যবাদী এবং আপনার মহত্বের দ্বারা লোকের প্রভু হইয়া আছেন।' এই প্রকার অর্থে, কাল-বিশেষের এবং ব্যক্তি-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে বেদ-মন্ত্রের অনিত্যত্ব ও পৌরুষেয়ত্ব প্রখ্যাত হয়; পরন্তু পূর্ব্বাপর অর্থের সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু আমরা যে পথে যে ভাবের অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্যই অক্ষুন্ন থাকে।

'ভরদ্বাজেষু' পদে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ, ধাত্বর্থ অনুসারে ঐ পদে ঔৎকর্ষ-বিধায়ক কর্ম্মসমূহের মধ্যে অর্থাৎ পাপের সহিত সংগ্রামে পরীক্ষায় অনলে দগ্ধীভূত হইয়া যাঁহারা কষিত কাঞ্চনের ন্যায় আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে,—এইরূপ ভাব আসে। সেইরূপ আত্মোৎকর্ষপরায়ণ জনগণের (সাধকগণের) মধ্যে জ্ঞানাগ্নি সম্পূজিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যে জ্ঞানানুশীলন-তৎপর,—'ভরদ্বাজেষু যজতঃ' পদদ্বয়ে এই ভাব পাওয়া যায়। 'ভরদ্বাজেষু' পদে যদি তন্নামধেয় ঋষিগণের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সেই ঋষিগণ কালচক্রে চির-বিদ্যমান আছেন। এইরূপ, 'পুরুণীথে শাতবনেয়ে' পদদ্বয়েও দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। যদি ঐ দুইটী পদ কোনও নামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করা প্রয়োজন, তদ্রূপ গুণসম্পন্ন তাঁহারাও কালচক্রে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। অপিচ, শব্দার্থ-অনুসারে ঐ দুই পদে সম্পূর্ণ ভিন্নভাব প্রাপ্ত হই। 'পুরুণীথে' পদে 'বহুস্তোত্রপরায়ণ বা ভগবানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন' অর্থ

• বৈশ্বানর-সম্বন্ধে নিঘণ্টু-নিরুক্তের মতের আলোচনায়, সায়ণ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ শব্দে বিদ্যুতাগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শব্দের অর্থে, ঋগ্বেদেরই বিভিন্নস্থানে 'ইন্দ্রের' ও 'বায়ুর' প্রতি লক্ষ্য আছে—দেখা যায়। জ্যোতিষে 'সূর্য্যের মধ্যপথকে' বৈশ্বানর কহে। পুরাণে বৈশ্বানর 'দানব' বলিয়া পরিচিত। এখানে তিনি 'অগ্নি'-পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। এ বিষয় অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

অধ্যাহৃত হইতে পারে। শতবনেয়ে' পদে বহুসৎকর্ম্মসম্পন্ন জনগণকে বুঝায়। তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানাগ্নি যে অশেষ প্রকারে সম্পূজিত হয়েন, জ্ঞানের অনুরাগী সৎকর্ম্মপরায়ণ জনগণ যে জ্ঞানদেবতাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'বিশ্বকৃষ্টিঃ' পদে, বিশ্বের বা জগতের আত্মোৎকর্ষসাধক জনগণকে বুঝাইয়া থাকে। 'কৃষ্টিঃ' পদের মর্ম্ম আমরা বহুস্থলে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। জ্ঞান যে প্রিয়সত্য-বাক্য-রূপ, জ্ঞানের দ্বারা যে সত্য ও প্রিয় ভাব প্রকাশ পায়, 'সূনৃতাবান্' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে, "বৈশ্বানরঃ মহিম্না বিশ্বকৃষ্টিঃ" পদত্রয়ে, জ্ঞানই যে বিশ্ববাসিগণের আত্মোৎকর্ষ-সাধনের উপায়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে, "বিভাবা সূনৃতাবান্ ভরদ্বাজেষু যজতঃ" পদ-চতুষ্টয়ে আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক কর্ম্মের সহিতই যে জ্ঞানের সম্বন্ধ, তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। এইরূপ শেষাংশে, "পুরুণীথে শাতবনেয়ে সতিনিভিঃ অগ্নিঃ জরতে" পদ-কয়েকটীতে, এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, জ্ঞানানুসন্ধিৎসু সৎকর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণই জ্ঞানের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রের তিনটী অংশে এই তিনটী সত্যতত্ত্ব প্রকটিত আছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। কোনও লোক-বিশেষের বা কাল-বিশেষের কোনও সম্বন্ধ এই মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয় না। (১ম—৫৯সূ—৭ঋ)॥

—•—

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। একাদশোঽনুবাকঃ। ষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ষড়্‌বিংশো বর্গঃ।

ষষ্টিতমং সূক্তং।

এই সূক্তের পাঁচটী ঋক্ অগ্নি-দেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপন-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। পূর্ব্বাপর যেরূপ সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হইয়া আসিতেছে, এই সূক্তের মধ্যেও তাহার ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না। ঋক্ কয়েকটীর ব্যাখ্যায়, অগ্নিকে ঋষি বা মানুষ বলিয়া মনে হইতে পারে, জলন্ত অনল বলিয়াও মনে হইতে পারে, আবার আমাদিগের সিদ্ধান্ত-মত জ্ঞানাগ্নি বলিয়াও প্রতিপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ আমাদিগের ব্যাখ্যার মধ্যেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কি সূত্রে কোন্ ঋকে অগ্নিকে ঋষি বলিয়া এবং কি সূত্রে কোন্ ঋকে অগ্নিকে জলন্ত অনল বলিয়া মনে হইতে পারে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনুসরণে এই সূচনায় তাহার একটু আভাস দিতেছি। এই সূক্তের প্রথম ঋকে 'দ্বিজন্মানং' পদ আছে। তাহা হইতে ব্যাখ্যাকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু আবার ঐ ঋকেরই "ভৃগবে রাতিং ভবৎ" বাক্যাংশে 'ভৃগুসংজ্ঞক মহর্ষিগণের তিনি মিত্র হইয়াছিলেন,—এইরূপ, ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে ঐ প্রথম ঋকেই মন্ত্রটী মানুষ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত, কি জলন্ত অনল-সম্বন্ধে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়ে সংশয় আসে। মধুরভাষী (তৃতীয় ঋকের 'মধুজিহ্বং' পদের প্রচলিত অর্থ) প্রজাপালক (দ্বিতীয় ঋকের 'বিশ্‌পতিঃ' পদের প্রচলিত অর্থ) শত্রুদমনকারী মনোবিশিষ্ট (চতুর্থ ঋকের 'দমূনা' পদের প্রচলিত অর্থ) প্রভৃতি বিশেষণ-দৃষ্টে, অগ্নিকে মানুষ ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। পক্ষান্তরে আবার হোমের নিমিত্ত যজ্ঞ গৃহে অধ্বর্য্যু কর্তৃক স্থাপিত এবং শিখাবিশিষ্ট প্রভৃতি বিশেষণে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋক্ অনুসারে) জলন্ত অগ্নিই এই সূক্তের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে আসিতে পারে। তবে ঐ দুই প্রকার অর্থের কোনপ্রকার অর্থেই পাঁচটী ঋকের ভাব-সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। পরন্তু জ্ঞান-পক্ষে ঋক্‌গুলি প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, সর্ব্বথা অর্থ সঙ্গতি থাকে। আমরা সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়াছি।

ষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

বহ্নিমিতি পঞ্চর্চং তৃতীয়ং সূক্তং নোধস আর্ষং ত্রৈষ্টুভমাগ্নেয়ং। অনুক্রান্তং চ। বহ্নিং পঞ্চেতি॥

প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতৌ ত্রৈষ্টুভে ছন্দসীদং সূক্তমাশ্বিনে শস্ত্রে চ। তথা চ সূত্রিতং বহ্নিং যশসমুপ প্রভিষন্নিতি ত্রীণি। আ০ ৪।১৩। ইতি॥ প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে ষষ্টিতমং সূক্তং। গৌতম নোধা ঋষিঃ।
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা। প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ক্রতৌ
আশ্বিনে শস্ত্রে চ বিনিয়োগঃ।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং

দূতং সদ্যোঅর্থং।

দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং

ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা॥ ১॥

ষষ্টিতমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বহ্নিং' ইত্যাদি পাঁচটী ঋক্-বিশিষ্ট (একাদশ অনুবাকের) এই তৃতীয় সূক্তের ঋষি নোধস বা নোধা। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। দেবতা অগ্নি। এইরূপ অনুক্রান্ত আছে; যথা,—'বহ্নিং পঞ্চেতি।'

প্রাতরনুবাকের আগ্নেয় ক্রতুতে ত্রিষ্টুপ্-ছন্দবিশিষ্ট এই সূক্ত আশ্বিন্-শস্ত্রেও প্রযুক্ত হয়। তদ্বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'বহ্নিং যশসমুপ প্রভিষন্নিতি ত্রীণি।' আ০ ৪।১৩। ইতি। তাহারই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

বহ্নিং। যশসাং। বিদথস্য। কেতুং। সুপ্রঽঅব্যং।

দূতং। সদ্যঃঽঅর্থং।

দ্বিঽজন্মানং। রয়িংঽইব। প্রঽশস্তং। রাতিং।

ভরৎ। ভৃগবে। মাতরিশ্বা॥ ১॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বহ্নিং' (হবিষাং শুদ্ধসত্ত্বানাং বা বোঢারং—ভগবৎসমীপে ইতি যাবৎ) যশসং' (যশস্বিনং—হৃদি শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েন ইতি ভাবঃ) 'বিদথস্য' (যজ্ঞস্য সৎকর্ম্মণঃ বা) 'কেতুং' (প্রকাশয়িতারং বিজ্ঞাপয়িতারং বা) 'সুপ্রাব্যং' (সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ উৎকর্ষসাধনেন বা রক্ষণ-শীলং) 'দূতং' (দেবানাং দেবভাবানাং বা মিলনসাধকং) 'সদ্যো অর্থং' (সদ্যঃফলপ্রদং, প্রত্যক্ষধনদং) 'দ্বিজন্মানং' (দ্বয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোর্জ্জায়মানং প্রকাশমানং বা, যদ্বা—প্রকাশা-প্রকাশদ্বিবিধরূপসম্পন্নং) 'রয়িমিব প্রশস্তং' (পরমার্থমিব প্রখ্যাতং) তং জ্ঞানং 'মাতরিশ্বা' (মাতৃস্থানীয়ং জ্ঞানং, আদিজ্ঞানাগ্নিরিতি যাবৎ) 'ভৃগবে' (পাপকামনাদহনসমর্থায় সাধবে) 'রাতিং ভরৎ' (মিত্রং করোতি, মিত্ররূপেণ আনয়তি হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়তি বা)। অয়ং তাৎপর্য্যঃ—রবির্যথা লোকং প্রকাশয়তি আত্মানঞ্চ প্রকটিতং করোতি, জ্ঞানদেবস্তু প্রকাশেন সহ তথা সাধবো জ্ঞানং লভন্তে। (১ম—৬০সূ—১ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎসমীপে শুদ্ধসত্ত্বর বাহক, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের দ্বারা যশঃসম্পন্ন, সৎকর্ম্মের প্রকাশয়িতা বা বিজ্ঞাপয়িতা, প্রকৃষ্টরূপে অথবা উৎকর্ষসাধনে দ্বারা রক্ষণশীল, দেবগণের বা দেবভাবসমূহের মিলনসাধক, সদ্যঃফলপ্রদ বা প্রত্যক্ষধনদাতা, দ্যাবাপৃথিবী উভয়ত্র প্রকাশমান অথবা প্রকাশ ও অপ্রকাশ দ্বিবিধ-রূপ-সম্পন্ন, পরমার্থ-রূপ ধনের ন্যায় প্রখ্যাত, সেই জ্ঞানকে,

'মাতরিশ্বা' অর্থাৎ আদি জ্ঞান,—পাপকামনা-দহনসমর্থ সাধুগণের নিমিত্ত, মিত্ররূপে আনয়ন করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। (তাৎপর্য্য এই যে,—সূর্য্য যেমন লোককে প্রকাশিত করেন এবং আপনিও প্রকাশিত হয়েন, জ্ঞানদেবতার প্রকাশের সহিত সাধকগণও সেইরূপ জ্ঞানকে লাভ করেন।)॥ (১ম—৬০সূ—১ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

বহ্নিং হবিষাং বোঢ়ারং যশসং যশস্বিনং বিদথস্য কেতুং যজ্ঞস্য প্রকাশয়িতারং সুপ্রাব্যং সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ রক্ষিতারং দূতং দেবৈর্হবির্বহনলক্ষণে দূত্যে নিযুক্তং। সদ্যোঅর্থং। যদা হবীংষি জুহ্বতি সদ্যস্তদানীমেব হবির্ভিঃ সহ দেবান্ গন্তারং। যদ্বা সদ্যোঽর্থমরণং গমনং যস্য তং। দ্বিজন্মানং। দ্যাবাপৃথিব্যোররণ্যোর্ব্বা জায়মানং। রয়িমিব। ধনমিব প্রশস্তং প্রখ্যাতং। এবম্ভূতমগ্নিং মাতরিশ্বা বায়ুর্ভৃগব এতৎসংজ্ঞকায় মহর্ষয়ে রাতিং ভরৎ। মিত্রং অহরৎ। অকারোদিত্যর্থঃ। রাতিনা সন্তাষ্যেত্যত্র রাতির্ম্মিত্রমিতি কপর্দ্দিনোক্তং। রাতিঃ পুত্র ইত্যেকে। এতদর্থপ্রতিপাদকং মন্ত্রান্তরং চ ভবতি। রাতিং ভৃগূণামুশিজং কবিক্রতুমিতি॥

বহ্নিং। বহিশ্রিযুশ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিদিতি বহতের্নিপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যশসং। যশস্‌শব্দাদুত্তরস্য বিনো লুক্। ব্যত্যয়েনান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা। অর্শআদিত্যাদচ্। স্বরঃ পূর্ব্ববৎ। সুপ্রাব্যং। সুষ্ঠু প্রকর্ষেণাবতি রক্ষতীতি সুপ্রাবীঃ। উপসর্গদ্বয়োপসৃষ্টা-দবতেরবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈঃ। উ০ ৩।১৫৬। ইতীকারপ্রত্যয়ঃ। বা ছন্দসীত্যমি পূর্ব্ব ইত্যস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হবিঃসমূহের বহনকারী, যশস্বী, যজ্ঞের প্রকাশয়িতা সুষ্ঠু প্রকাশের দ্বারা রক্ষাকারী, দেবগণের হবির্ব্বহন-রূপ দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত; 'সদ্যোঅর্থং' অর্থাৎ যখন হবিঃসমূহ প্রদত্ত হয়, তখন তাহার সহিত দেবগণের নিকট গমনকারী, অথবা সদ্যঃ গমন করেন তিনি; 'দ্বিজন্মানং' অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবী উভয়ের মধ্যে অথবা অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন; 'রয়িমিব' অর্থাৎ ধনের ন্যায় প্রখ্যাত;—এবম্ভূত অগ্নিকে 'মাতরিশ্বা' অর্থাৎ বায়ু, ভৃগু-সংজ্ঞক মহর্ষিগণের মিত্র করিয়া দিয়াছিলেন। 'রাতিনা সন্তাষ্যেতি'—এতৎ প্রয়োগে রাতি মিত্র প্রভৃতি কপর্দ্দী অর্থাৎ একাদশ রুদ্রের মধ্যে গণ্য। 'রাতিঃ পুত্র ইত্যেকে'—এতদর্থ-প্রতিপাদক মন্ত্রান্তর আছে; 'রাত্রিং ভৃগূণামুশিজং কবিক্রতুং' ইত্যাদি।

বহ্নিং। 'বহিশ্রিযুশ্রুগ্লাহাত্বরিভ্যো নিৎ' ইত্যাদি সূত্রে বহ ধাতুর উত্তর নি-প্রত্যয় হয়। নিত্ত্বভাব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। যশসং। যশস্ শব্দ-হেতু উত্তরের বিনের লোপ হইয়াছে। ব্যত্যয়ের দ্বারা উদাত্তত্ব। অথবা 'অর্শআদিত্যাদচ্' এই সূত্রে অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। স্বর পূর্ব্ববৎ। সুপ্রাব্যং। সুষ্ঠু প্রকর্ষের দ্বারা রক্ষা করে—এই অর্থে 'সুপ্রাবীঃ' পদ হয়। উপসর্গদ্বয় উপসৃষ্ট (আক্রান্ত) হেতু রক্ষণাদি অর্থমূলক ধাতুতে 'অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্য ঈঃ' ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রানুসারে (উ০ ৩।১৫৬) ঈ-কার প্রত্যয়। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে

বিকল্পে সতি যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। সস্তোঅর্থং। উষিকুষি-গার্ত্তিভ্যস্থন্নিত্যর্ত্তেঃ কর্ত্তরি থন্‌প্রত্যয়ঃ। সস্থ এবার্ণো গন্তা সস্তোঅর্থঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। যদি তব্যয়ে নঞ্‌কুনিপাতনামিতি বক্তব্যং। পা০ ৬।২।২।১। ইত্যব্যয়-গ্রহণেন ত্রিতয়ং গৃহ্যেত। তর্হি বহুব্রীহিস্বরো ভবিষ্যতি। মাতরিশ্বা সর্ব্বনির্ম্মাণহেতু-ত্বান্মাতান্তারিক্ষং। শ্বসিতিরত্র গতিকর্ম্মা। মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বসিতি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা। শ্বন্‌ক্ষন্নিত্যাদৌ নিপাতনাদ্রূপসিদ্ধিঃ। যদ্বা মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বাশ্বসতি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা। অস্‌ গতিদীপ্ত্যাদানেষ্বিত্যস্মাদৌণাদিকো উন্‌প্রত্যয়ঃ। এতচ্চ যাস্কেনোক্তং। নি০ ৭।২৬॥ ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (৭০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থে যে পরস্পর-বিপরীত দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সূক্তে সূচনাতেই তাহার আভাস দিয়াছি। যে কয়টী পদের অর্থ-উপলক্ষে মন্ত্রার্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, তাহাদিগের মর্ম্মানুসরণ করিলেই মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট হইয়া আসিবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নিং' পদে ভাষ্যে যে ভাবের অর্থ গৃহীত হইয়াছে, আমরাও সেই ভাবের অনুসরণ করি। সেই অনুসরণেই 'বহ্নিং' পদে 'ভগবৎসমীপে শুদ্ধসত্ত্বের বাহক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বহ-ধাতুর বহনার্থ হইতেই (হবিঃ বহন করেন বলিয়া) 'বহ্নিং'-শব্দে অগ্নিকে বুঝায়। কিন্তু দেবগণের নিকট সংবাহিত হয় -সে কোন্ সামগ্রী? যজ্ঞের সারভূত শুদ্ধসত্ত্বই দেবগণ প্রাপ্ত হন। তাই এখানে 'বহ্নিং' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বের বাহক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানপক্ষে ঐ পদ সুষ্ঠু প্রযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। জ্ঞান যে ভগবৎসমীপে আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ, 'যশসং' পদে যে যশস্বী অর্থ প্রাপ্ত হই, সে সে যশস্বিতার কারণই বা কি? জ্ঞানের দ্বারা সদ্ভাবের বিকাশ হয়, আর জ্ঞান-সাহায্যেই

বিকল্প হওয়ায় যণ আদেশ হইয়াছে। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব হইয়াছে। সস্তোঅর্থং। 'উষিকুষিগার্ত্তিভ্যস্থন্' ইত্যাদি সূত্রে ঋ ধাতুতে কর্ত্তৃবাচ্যে থন্ প্রত্যয়। সস্থই যাহার অরণ অর্থাৎ গতি এই অর্থে—সস্তোঅর্থঃ পদ নিষ্পন্ন। অব্যয়পূর্ব্ব-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। যদিও ব্যত্যয়-হেতু 'নঞ্‌কুনিপাতনামিতি বক্তব্যং' (পা০ ৬।২।২।১) ইত্যাদি সূত্রানুসারে অব্যয় গ্রহণের দ্বারা তিন রূপ গৃহীত হইতে পারে; তাহাতে বহুব্রীহি-স্বর হইবে। মাতরিশ্বা। সর্ব্বনির্ম্মাণ-হেতুত্ব জন্য, অন্তরিক্ষকে মাতা বুঝায়। 'শ্বসিতিঃ'—এখানে গতিকর্ম্ম বুঝায়। মাতা অন্তরিক্ষে 'শ্বসিতি' অর্থাৎ গমন করে—এই অর্থে মাতরিশ্বা পদ হয়। 'শ্বন্‌ক্ষন্' নিপাতন হেতু এই দুই রূপ সিদ্ধ হয়। অথবা মাতা অন্তরিক্ষে 'শ্বাশ্বসতি' অর্থাৎ গমন করে এই অর্থে মাতরিশ্বা পদ হয়। গতি, দীপ্তি ও আদান বুঝাইতে, অস-ধাতুতে ঔণাদিক উন্-প্রত্যয় হয়। এতদ্বিষয় যাস্ক কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে। নি০ ৭।২৬॥ (১ম—৬০সূ—১ঋ)।

সেই সম্ভাব ভগবৎসমীপে উপনীত হয়,—ইহাই সেই যশস্বিতার প্রধান কারণ। এই ভাবেই ঐ পদের সঙ্গতি অনুভূত হয়। এইরূপ, 'বিদথস্য কেতুং', 'সুপ্রাব্যং', 'দূতং' এবং 'সদ্যোঅর্থং' পদ-কয়টী জ্ঞান সম্বন্ধেই প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা ঐ সকল পদের যে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি, সামান্য আলোচনা করিলেই তাহার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুতরাং ঐ সকল পদ সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলার আবশ্যক দেখি না।

এখন, যে তিনটী পদের অর্থ-উপলক্ষে মন্ত্রে প্রধানতঃ ভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সেই তিনটী পদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। সে তিনটী পদ,—'দ্বিজন্মানং', 'ভৃগবে' ও 'মাতরিশ্বা'। উহার 'দ্বিজন্মানং' পদে সায়ণ দুই রূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছে। ভাষ্যেই তাহা ব্যক্ত আছে। কিন্তু আমরা বলি, জ্ঞান যে দ্যুলোকে ও ভূলোকে উভয় লোকে সঞ্জাত হন ও প্রকাশ পান—জ্ঞানের এই বিশেষত্বটুকু ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। আরও মনে করিতে পারি, জ্ঞান যে প্রকাশ ও অপ্রকাশ দ্বিবিধরূপসম্পন্ন, ঐ পদে সেই ভাবও ব্যক্ত আছে। অন্তরের ক্রিয়া ও বাহিরের ক্রিয়া—ভগবৎপ্রাপক দ্বিবিধ ক্রিয়াই জ্ঞান-সাহায্যে সম্পন্ন হয়। 'দ্বিজন্মানং' পদ জ্ঞানের সেই মহিমার বিষয় প্রকাশ করিতেছে। দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ভৃগবে'। 'ভৃগবঃ' পদের বিষয় পূর্ব্বেই (১ম—৫৮সূ—৬ঋ) আলোচনা করিয়াছি। ঐ পদে পাপকামনা-দহন-সামর্থ্য সাধুগণকেই বুঝাইয়া থাকে। অবশিষ্ট রহিল—'মাতরিশ্বা' পদ। ঐ পদ-সম্বন্ধে সায়ণ ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। যাস্কের অনুসরণে সায়ণ ঐ পদে 'বায়ু' অর্থ গ্রহণ করেন। অন্যত্র আবার (৩ম—২৬সূ—২ঋ) ঐ পদে অগ্নি ভাষ্যেই অর্থ প্রতিপন্ন হয়। এই মণ্ডলেরই অন্য এক সূক্তে (৭১ম সূক্তে) সায়ণ অন্তরিক্ষস্থ অগ্নিকে 'মাতরিশ্বা' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। * আমরা

---

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক 'মাতরিশ্বা' পদের অর্থ উপলক্ষে সঞ্চালিত হইয়াছে, দেখিতে পাই। বোম্বে প্রদেশের 'বেদার্থযত্ন' টীকায়, 'মাতরিশ্বা' শব্দে বিদ্যুতাগ্নি বুঝায়—নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্বর্গের সেই বিদ্যুতাগ্নি ভূতলে পতিত হইলে পার্থিবাগ্নির উৎপত্তি হয়,—ইহাই সেই মতের সিদ্ধান্ত। জর্ম্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বোথ্‌লিং (Bothlingk) ও রোথ্ (Roth) তাঁহাদিগের কৃত বৈদিক অভিধানে ঐ 'মাতরিশ্বা' পদের সম্পূর্ণ দুই বিপরীত অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, মাতরিশ্বা একজন দেবতা ছিলেন। তিনি বিবস্বানের দূত হইয়া আকাশে গমন করেন, এবং সেখান হইতে অগ্নিকে আনিয়া ভৃগুবংশীয় ঋষিগণকে তাহা প্রদান করেন। তাঁহারা আরও বলেন,—'মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটী নাম হইতে পারে, কিন্তু মাতরিশ্বা শব্দের বায়ু অর্থ বেদে কুত্রাপি প্রতিপন্ন হয় না।' যাহা হউক, কাহারও কাহারও মত এই যে, মাতরিশ্বা কর্তৃক স্বর্গ হইতে অগ্নি আনার আখ্যান অনুসরণ করিয়া, গ্রীকদিগের প্রেমোথুয়েস্ (Prometoues) দেবতার উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে। মাতরিশ্বা অগ্নিকে যে ভৃগুবংশীয় ঋষিগণের নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, তাহার মর্ম্ম-সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত

মাতরিশ্বা শব্দে মাতৃস্থানীয় জ্ঞান বা আদিজ্ঞান অর্থ গ্রহণ করি। ঐ শব্দ-সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও ঐরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমে একটু জ্ঞানের সাহায্য না পাইলে, কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানোন্মেষ-পক্ষে একটু সহায়তা না করিলে, কাহারও হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ পায় না। "মাতরিশ্বা ভৃগবে রাতিং ভবৎ"—এই পদ-কয়েকটীতে এই ভাব প্রাপ্ত হই যে, জ্ঞানের সাহায্য পাইয়াই সাধুগণ জ্ঞানলাভ করেন। অগ্নির দ্বারা যেমন অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, সূর্য্যের প্রকাশে যেমন সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হন, জ্ঞান-সাহায্যেই আমরা সেইরূপ জ্ঞানকে প্রাপ্ত হই। সংসারে দেখিতে পাই, ইহজীবনে বাল্য-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারি, রুদ্ধ জ্ঞানের দ্বার কেহ উন্মুক্ত করিয়া না দিলে মানুষকে চিরদিনই অজ্ঞান-আঁধারে নিমজ্জিত থাকিতে হয়। শিক্ষক বা গুরু জ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন। পরিশেষে আমরা ক্রমে ক্রমে জ্ঞান-পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। এই মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৬০সূ—১ঋ)॥

—*—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অস্য শাসুরুভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্মন্ত

উশিজো যে চ মর্ত্তাঃ।

দিবশ্চিৎ পূর্ব্বো ন্যসাদি হোতাপৃচ্ছ্যো

বিশ্‌পতির্বিক্ষু বেধাঃ॥ ২॥

আছে। কেহ বলেন, মাতরিশ্বার নিকট ঋষিগণ অগ্নি-পূজার পদ্ধতি শিক্ষা করেন। কাহারও আবার মত এই যে, অগ্নি-পূজার পদ্ধতি মাতরিশ্বা কর্ত্তৃক ঋষিগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। মুইর (Muir) সাহেবের সিদ্ধান্ত এই যে, ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক এদেশে অগ্নি-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও ম্যাক্সমূলার সাহেবের টীকা দ্রষ্টব্য।

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। শাসুঃ। উভয়াসঃ। সচন্তে। হবিষ্মন্তঃ।

উশিজঃ। যে। চ। মর্ত্তাঃ।

দিবঃ। চিৎ। পূর্ব্বঃ। নি। অসাদি। হোতা। আঽপৃচ্ছ্যঃ।

বিশ্‌ঽপতিঃ। বিক্ষু। বেধাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশিজঃ' (পরীক্ষানলদগ্ধাঃ, যদ্বা—মেধাবিনঃ) 'হবিষ্মন্তঃ' (পূজাপরায়ণাঃ, শুদ্ধসত্ত্ব-সম্পন্নাঃ) 'যে চ উভয়াসঃ' (যে চ উভয়বিধাঃ, দ্বিবিধাঃ প্রকৃতিবিশিষ্টাঃ, যদ্বা—যে চ সর্ব্বে এবম্ভূতাঃ) 'মর্ত্তাঃ' (মনুষ্যাঃ) তে 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'শাসুঃ' (শাসনং, অনুশাসনং) 'সচন্তে' (সেবন্তে, মানয়ন্তে, জ্ঞানানুবর্ত্তিনো ভবন্তি ইতি ভাবঃ); 'আপৃচ্ছ্যঃ' (পূজ্য) 'বিশ্‌পতিঃ' (লোকানাং পালকো রক্ষকো বা) 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) 'বেধাঃ' (অভিমতফলদাতা) জ্ঞানদেবঃ 'চিৎ' (অপি) 'দিবঃ' (স্বর্গাৎ, স্বর্গবাসিনো জ্ঞানিনঃ সাধকাৎ বা আগত্য ইতি যাবৎ) 'বিক্ষু' (লোকেষু, জ্ঞানানুসারিণাং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'নি-অসাদি' (নিতরাং বিদ্যতে)। অয়ং ভাবঃ—পরীক্ষানলদগ্ধো দুঃখদারিদ্র্যপীড়িতো জনো জ্ঞানানুসারী ভবতি; অপিচ, যঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্নঃ, স হি জ্ঞানানুরাগী অস্তি; তয়োরুভয়োরেব জ্ঞানপ্রভা স্বতঃপ্রকটিতা দৃশ্যতে। যদ্বা—পরীক্ষা-পারাবারোত্তীর্ণো ভগবৎপরায়ণো জনো স্বতমেব জ্ঞানাধিকারী ভবতি। (১ম—৬সূ—২ঋ) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরীক্ষানলে দগ্ধ অথবা মেধাবী, পূজাপরায়ণ অথবা শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন,—এই যে উভয়বিধ (দ্বিবিধ) প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ (অথবা এবম্ভূত যে সকল মনুষ্যগণ), তাঁহারা এই জ্ঞানদেবতার অনুশাসন মান্য করেন অর্থাৎ জ্ঞানানুবর্ত্তী হয়েন। পূজ্য, লোকপালক, অভিমত-ফলদাতা জ্ঞানদেব, স্বর্গ হইতে (স্বর্গপ্রাপ্ত জ্ঞানীর নিকট হইতে অথবা সাধকের নিকট হইতে) আসিয়া, পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। (ভাব এই

যে,—পরীক্ষানলদগ্ধ দুঃখদারিদ্র্যপীড়িত জন জ্ঞানানুসারী হয় এবং যিনি শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন, তিনি স্বতঃই জ্ঞানানুসারী আছেন। তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যেই জ্ঞানপ্রভা স্বতঃপ্রকটিত পরিদৃষ্ট হয়। অথবা—পরীক্ষা-পারাবারোত্তীর্ণ ভগবৎপরায়ণ জন স্বতঃই জ্ঞানাধিকারী হয়েন।)॥ (১ম—৬০সূ—২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

শাসুঃ শাসিতুরস্যাগ্নেরুভয়াস উভয়েঽপি দেবা মনুষ্যাশ্চ। যদ্বা। স্তুতিভিঃ স্তোতারো যজ্ঞৈর্যজমানাশ্চেমমগ্নিং শাসিতারং সচন্তে। সেবন্তে। উশিজঃ কাময়মানা দেবা হবিষ্মন্তো হবিষা যুক্তা যে চ মর্তা মরণধর্ম্মাণো যজমানাঃ। যদ্বা। উশিজ ইতি মেধাবিনাম। উশিজো মেধাবিনঃ স্তোতারো হবিষ্মন্তো হবির্যুক্তা মর্তা যজমানাঃ। কিঞ্চ। অয়ং হোতা হোমনিষ্পাদকোঽগ্নির্দিবশ্চিৎ আদিত্যাদপি পূর্ব্ব উষঃসু বর্ত্তমানো ভূত্বাগ্নিহোত্রহোমার্থং বিক্ষু যজমানেষু ন্যসাদি। অধ্বর্য্যুণাগ্ন্যায়তনে স্থাপি।। নিস্থাপ্যতে। কীদৃশো হোতা। আপৃচ্ছ্যঃ। আপ্রষ্টব্যঃ পূজ্য ইত্যর্থঃ। বিশ্পতিঃ। বিশাং প্রজানাং পালয়িতা। বেধাঃ। বিধাতাভিমতফলস্য কর্ত্তা॥

শাসুঃ। শাসু অনুশিষ্টৌ। তৃন্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ। উ° ২।৯০। ইতি তৃন্। ইড়াগমাভাবশ্চ। ষষ্ঠ্যেকবচনে তকারলোপশ্ছান্দসঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। উশিজঃ। বশঃ কিদিতি বষ্টেরিজিপ্রত্যয়ঃ। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ ও মনুষ্যগণ উভয়েই শাসনকারী এই অগ্নির (অথবা, স্তুতিসমূহের দ্বারা স্তোতৃগণ এবং যজ্ঞ দ্বারা যজমানগণ শাসনকারী অগ্নিকে) সেবা করেন। 'উশিজঃ' অর্থাৎ কামনাপর দেবগণ এবং 'হবিষ্মন্তঃ' অর্থাৎ হবির্বিশিষ্ট মরণধর্ম্মশীল যে যজমানগণ—এতদুভয়ে। অথবা, 'উশিজঃ' পদে মেধাবী বুঝায়। (তদনুসারে) উশিজঃ অর্থাৎ মেধাবী স্তোতৃগণ, 'হবিষ্মন্তঃ' অর্থাৎ হবির্যুক্ত 'মর্ত্তা' অর্থাৎ যজমানগণ—এতদুভয়। আর, এই 'হোতা' অর্থাৎ হোমনিষ্পাদক অগ্নি 'দিবশ্চিৎ' অর্থাৎ আদিত্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী উষাকালে বর্ত্তমান হইয়া, অগ্নিহোত্র-হোমার্থ 'বিক্ষু' অর্থাৎ যজমানগণের সকাশে 'ন্যসাদি' অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর দ্বারা অগ্ন্যাগারে 'স্থাপি' অর্থাৎ স্থাপিত হয়েন। কীদৃশী হোতা? 'আপৃচ্ছ্যঃ' অর্থাৎ আপ্রষ্টব্য বা পূজ্য। 'বিশ্পতিঃ' অর্থাৎ প্রজাসমূহের পালয়িতা; 'বেধাঃ' অর্থাৎ অভিমত-ফলের কর্ত্তা।

শাসুঃ। অনুশাসনার্থক শাসু হইতে উৎপন্ন। 'তৃন্তৃচৌ শংসিক্ষদাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং চানিটৌ' (উ° ২।৯০) ইত্যাদি সূত্রে তৃন্ প্রত্যয়। ইট্ আগম ও অভাব। ষষ্ঠীর একবচনে ছান্দস-হেতু ত-কার লোপ। নিত্ব হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। উশিজঃ। 'বশঃ কিৎ' ইত্যাদিতে বষ্ট, তাহাতে ইজি প্রত্যয়। 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ।

মর্ত্তাঃ। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে। অসিহসিমৃগৃণ্বামীত্যাদিনা তন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। আপৃচ্ছ্যাঃ। প্রচ্ছ জ্ঞীপ্সায়াং। আঙ্পূর্ব্বাদস্মাচ্ছন্দসী নিষ্টর্ক্যেত্যাদৌ ক্যপ্প্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। ক্যপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। বিশ্পতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যোদাত্তত্বং॥ (১ম—৭০সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৭০৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে হোমের নিমিত্ত উষাকালে অগ্নি-স্থাপনের প্রসঙ্গই প্রখ্যাত দেখি। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাসমূহে মন্ত্রার্থে বড়ই জটিল ভাব আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যের ভাব ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করা হইয়াছে। অপিচ, প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা;—

> "উভয় (দেব ও মনুষ্যগণ) এই শাসনকর্ত্তাকে সেবা করে, হব্যগ্রাহী দেবগণ এবং মনুষ্যেরা (ইঁহার সেবা করে।) কেন না এই পূজ্য, প্রজাপালক, এবং ফলদাতা আহ্বানকারী অগ্নি সূর্য্যের পূর্ব্বে (উষাকালে বর্ত্তমান থাকিয়া) যজমানদিগের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছেন।"

'উষাকালে অধ্বর্য্যুগণ অগ্ন্যাধারে অগ্নিস্থাপন করিয়াছিলেন'—এবম্বিধ অর্থে, মন্ত্রটী যে জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে; এ ভিন্ন অন্য কোনরূপ ভাব গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, সেই অর্থের সঙ্গতির বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি। তদ্বিষয়ে মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ অনুশীলন করা আবশ্যক। প্রথম 'উশিজঃ' পদ। পূর্ব্বে একটী মন্ত্রে (১ম—১৮সূ—১ঋ) "কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজ" বাক্যাংশে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ 'ঔশিজঃ' পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন; এখানে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখিতেছি। সেখানে কলিঙ্গ-রাজমহিষীর দাসী উশিকের পুত্র (দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসজাত) 'ঔশিজঃ' পদে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর, সেই উপলক্ষে বিচিত্র এক উপাখ্যানের অবতারণা দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু এখানে 'উশিজঃ' পদের সহিত সে দাসীর সম্বন্ধ নাই; এখানে ঐ পদে মেধাবী অথবা কামমান অর্থ আসিয়াছে। আমরা এই অর্থেরই সমীচীনতার বিষয় স্বীকার করি। পরীক্ষার অনলে যাঁহারা দগ্ধীভূত হন, দুঃখ

মর্ত্তাঃ। প্রাণত্যাগ অর্থমূলক মৃঙ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'অসিহসিমৃগৃণ্বমি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে তন্প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। প্রচ্ছ ধাতু জ্ঞীপ্সা অর্থ-মূলক। আঙ্-পূর্ব্বক প্রচ্ছ-ধাতুর উত্তর 'ছন্দসি নিষ্টর্ক্য' ইত্যাদি সূত্রে ক্যপ্ প্রত্যয়। নিপাতনে সিদ্ধ। 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। ক্যপের পিত্বহেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বর অবশিষ্ট। বিশ্পতিঃ। 'পত্যাবৈশ্বর্য্যঃ'—এই অর্থে পূর্ব্ব পদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্তি হেতু 'পরাদি ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যোদাত্তত্ব। (২ম—৭০সূ—২ঋ)॥

দারিদ্র্যের জ্বালা-মালায় যাঁহারা অস্থির হন, তাঁহারা প্রায়ই অসহায়ের সহায় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাষ্যের 'কাময়মানাঃ' পদ, আমরা মনে করি, সেই ভাব প্রকাশ করে 'মেধাবিনঃ' প্রতিবাক্য হইতেও পরীক্ষার মধ্যে হইতে জ্ঞানলাভের ভাব প্রকাশ পায়। আমরা তাই 'উশিজঃ' পদে পরীক্ষানলে দগ্ধ অথবা মেধাবী অর্থ গ্রহণ করি। 'হবিষ্মন্তঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্ন অথবা ভগবানের পূজাপরায়ণ মনুষ্যগণকে বুঝাইয়া থাকে। জ্ঞানদেবতার সেবা করিয়া থাকেন কাহারা? জ্ঞানাধিকারী হন—কোন্ জন? তাঁহারা কি ঐ দুই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন? অজ্ঞান-শিশু অনল ধরিতে যায়। একবার তাহার অঙ্গ অনলে দগ্ধীভূত হইলে, সে সাবধানতা অবলম্বন করে;—অগ্নির দাহিকা-শক্তিসম্বন্ধে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইয়া যায়। সংসারে পাপের প্রলোভনে পড়িয়া অপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মানুষ যখন ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, যখন বিষম দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে, তখন সেই পাপ-পথ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার অন্তরে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফলে, সে সেই পাপপথ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করে। অজ্ঞানে জ্ঞানের সঞ্চার—এইরূপেই হইয়া থাকে। 'উশিজঃ' পদে সেইরূপ পরীক্ষানলদগ্ধ জ্ঞানপ্রাপ্ত জনকে লক্ষ্য করিতেছে। পাপের পথ হইতে যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ পদের লক্ষ্যস্থল। এইরূপ, 'হবিষ্মন্তঃ' পদে যাঁহারা ভগবানের একান্ত অনুরাগী হইয়া আছেন, ভগবানের ধ্যান-পূজাই যাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহাদিগকেই নির্দ্দেশ করে। 'উভয়াসঃ' পদে দ্বিবিধ ভাব পাইতে পারি। ঐ পদে একপক্ষে দুই শ্রেণীর উপাসককে, পৃথক্‌ভাবে বুঝাইতে পারে; পক্ষান্তরে, ঐ পদে 'যুগপৎ সকলকে' অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। 'উভয়াসঃ' পদে শেষোক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে, মন্ত্রের ভাব অধিকতর সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ পায়। তাহা হইলে 'উশিজঃ' ও 'হবিষ্মন্তঃ' পদদ্বয়কে পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করার আবশ্যক হয়। তখন, উহার একটী পদকে অন্য পদের বিশেষণ বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহাতে ভাব অধ্যাহৃত হয়,—পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া (উশিজঃ) যাঁহারা ভগবানের সেবাপরায়ণ (হবিষ্মন্তঃ) হইয়াছেন সেই সকল মনুষ্যগণ (উভয়াসঃ মর্ত্তাঃ) সেই জ্ঞানদেবতার (অস্য) শাসনানুবর্ত্তী হয়েন (শাসুঃ সচন্তে)। মন্ত্রের প্রথম চরণে পূর্ব্বোক্ত দুই রূপ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। বলা বাহুল্য, ঐ দুই ভাবেই একই তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে জ্ঞানদেবতার (জ্ঞানের) আগমনের বিষয় প্রকাশিত আছে। পূর্ব্বোক্তরূপ (প্রথম চরণের মর্ম্মানুরূপ) অবস্থায় যখন মানুষ উপনীত হয়, তখন আর জ্ঞানদেবতা দূরে থাকিতে পারেন না;—জ্ঞান তখন স্বতঃই মানুষের হৃদয়ে প্রস্ফুট হইয়া পড়ে। সেই ভাবটুকুই দ্বিতীয় চরণে প্রকাশমান। জ্ঞানদেবতা যে লোকের পূজ্য এবং লোকসমূহের রক্ষক, জ্ঞানের সম্বর্দ্ধনায় মানুষ যে রক্ষা-প্রাপ্ত হয়, 'আপৃচ্ছ্যঃ' ও 'বিশ্‌পতিঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। জ্ঞানই যে দেবভাবসমূহকে আহ্বান করিয়া আনেন, তাঁহার সাহায্যেই যে আমরা অভিমত ফল প্রাপ্ত; 'হোতা' এবং 'বেধাঃ' পদদ্বয়ে তাহাই বুঝিতে পরি। 'দিবশ্চিৎ' পদে একটু নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা মনে পড়ে। স্বর্গে অথবা স্বর্গবাসিদিগের মধ্যে, অথবা জ্ঞানী সাধুগণের হৃদয়ে, যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ নিবদ্ধ ছিল, কর্ম্মানুসারে

তাহাই সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। মানুষ যখন পরীক্ষার পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের দ্বারে উপনীত হয়, জ্ঞানদেবতা তখন আপনিই দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেন;—জ্ঞানজ্যোতিঃ তখন স্বতঃই জ্ঞান-পথের পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়কারী, যাঁহারা জ্ঞানের অনুরাগী, তাঁহারা স্বতঃই জ্ঞানের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রাংশে এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। (১ম -৬০সূ—২ঋ)॥

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তং নব্যসী হৃদ আ জায়মানমস্মৎসু

কীর্ত্তির্মধুজিহ্বমশ্যাঃ।

যমৃত্বিজো বৃজনে মানুষাসঃ প্রয়স্বন্ত

আয়বো জীজনন্ত ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। নব্যসী। হৃদঃ। আ। জায়মানং। অস্মৎ।

সুঽকীর্ত্তিঃ। মধুঽজিহ্বং। অশ্যাঃ।

যং। ঋত্বিজঃ। বৃজনে। মানুষাসঃ। প্রয়স্বন্তঃ।

আয়বঃ। জীজনন্ত ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আয়বঃ' (স্থিতিসম্পন্নাঃ, অচঞ্চলাঃ, দৃঢ়চেতসঃ) 'মানুষাসঃ' (মনুষ্যাঃ মনুষ্যত্বোপেতাঃ) 'ঋত্বিজঃ' (সরলসাধুপ্রকৃতিসম্পন্নাঃ, সৎকর্ম্মকারিণঃ, সাধব ইতি ভাবঃ) 'সংগ্রামে' (সদসদ্বৃত্ত্যোদ্দ্বন্দ্বে) 'যং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'জীজনন্ত' (হৃদি উৎপাদয়ন্, কর্ম্মণা সঞ্চয়ন্) 'অস্মৎ' (অস্মাকং, অস্মদনুষ্ঠিতং বা) 'নব্যসী' (নবতরা, চিরনূতনং বা) 'সুকীর্ত্তিঃ' (শোভনা স্তুতিঃ, স্তোত্রং, যদ্বা—সৎকর্ম্ম) 'হৃদঃ' (হৃদয়াৎ) 'জায়মানং' (উৎপদ্যমানং) 'মধুজিহ্বং' (অমৃতবর্ষিণং, সদুপদেশপ্রদাতারং) 'তং' (জ্ঞানং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অশ্যাঃ' (ব্যাপ্নোতু, প্রাপ্নোতু)। অয়ং ভাবঃ—যেন জ্ঞানপ্রভাবেণ সাধবঃ সংসারসমরাঙ্গনে বিজয়ং লভন্তে, মম কর্ম্মসু তজ্‌জ্ঞানং অপ্রতিহতং ভবতু। (১ম—৬০সূ—৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

অচঞ্চল, মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন, সৎকর্ম্মকারী সাধুগণ, সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে যে জ্ঞানাগ্নিকে কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিত করেন; আমাদিগের অনুষ্ঠিত চির-নূতন সৎকর্ম্ম (অথবা—স্তোত্র), হৃদয় হইতে উৎপন্ন অমৃতবর্ষী (সদুপদেশদাতা) সেই জ্ঞানকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—সাধুগণ যে জ্ঞান-প্রভাবে সংসার-সমরে বিজয় লাভ করিয়াছেন, আমার কর্ম্মসমূহের মধ্যে সেই জ্ঞান অপ্রতিহত থাকুক।)॥ (১ম—৬০সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

নব্যসী নবতরা সুকীর্ত্তিঃ সুষ্ঠু কীর্ত্তয়িত্র্যস্মৎ অস্মাকং স্তুতির্হৃদো হৃদ্যবস্থিতাৎ প্রাণাজ্জায়মানমুৎপদ্যমানং। অগ্নির্হি বায়োরুৎপদ্যতে বায়ুশ্চ প্রাণ এব। যঃ প্রাণঃ স বায়ুরিত্যাম্নানাৎ। মধুজিহ্বং মাদয়িতৃজ্বালং। এবম্ভূতং তমগ্নিমাশ্যাঃ। আভিমুখ্যেন ব্যাপ্নোতু। বৃজনে সংগ্রামে প্রাপ্তে সত্যায়বো মনুষ্যা যমগ্নিং জীজনন্ত। যজ্ঞার্থমুদপাদয়ন্। কীদৃশা মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ। ঋতৌ কালে যষ্টারঃ। মানুষাসঃ। মনোঃ পুত্রাঃ। প্রযস্বন্তঃ। হবির্লক্ষণান্নোপেতাঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নব্যসী' অর্থাৎ নবতরা, 'সুকীর্ত্তিঃ' অর্থাৎ সুষ্ঠু কীর্ত্তয়িত্রী, আমাদিগের স্তুতি,—'হৃদঃ' অর্থাৎ প্রাণ হইতে উৎপদ্যমান (অগ্নিই বায়ুর উৎপাদনকারী, এবং বায়ু প্রাণ; যেই প্রাণ, সেই বায়ু;—এইরূপ প্রখ্যাত আছে), মাদয়িতৃজ্বাল (উন্মাদক জ্বালা বা শিখা-সমন্বিত)—এবম্ভূত সেই অগ্নি আভিমুখ্যে, ব্যাপ্ত হউন। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যগণ যে অগ্নিকে যজ্ঞার্থে উৎপাদন করেন। কিরূপ মনুষ্যগণ? 'ঋত্বিজঃ'—ঋতুকালে যজনকারিগণ। 'মানুষাসঃ'—মনুর পুত্রগণ। প্রযস্বন্তঃ'—হবির্লক্ষণ অন্নবিশিষ্ট।

নব্যসী। নবীয়সীত্যত্রেকারলোপশ্ছান্দসঃ। হৃদঃ। অত্র হৃদয়শব্দেন তৎস্থঃ প্রাণো লক্ষ্যতে। পদ্দন্নিত্যাদিনা হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। জায়মানং। জনী প্রাদুর্ভাবে। শ্নানি জাজনোর্জ্জেতি জাদেশঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শ্নানো নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বং। অস্মৎ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেলুর্ক্। অশ্যাঃ। অশূ ব্যাপ্তৌ। লিঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদমধ্যমৌ। জীজনন্ত। জনী প্রাদুর্ভাবে। ণ্যন্তাল্লুঙি-চ্লেশ্চঙাদেশঃ। দ্বির্ভাবহলাদিশেষঃ। সন্বদ্ভাবেত্বদীর্ঘাঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে চঙ এব স্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়েনাভ্যস্তাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৬০সূ—৩ঋ)।

* * *

তৃতীয় (৭০৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'মনুবংশীয় ঋত্বিক্-গণ যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে যে অগ্নিকে যজ্ঞকর্ম্মের জন্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন;' সেই অগ্নির নিকট যেন প্রার্থনা করা হইতেছে,—'আমাদিগের হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত নবতর অর্থাৎ নূতন রচিত স্তুতিসকল সেই অগ্নিকে প্রাপ্ত হউক; সেই অগ্নি উন্মাদক-শিখাবিশিষ্ট অথবা মধুরভাষী।' এই প্রকার অর্থে, বলা বাহুল্য, অগ্নির স্বরূপ-সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যায়। অধিকন্তু 'নব্যসী' পদে স্তুতি-মন্ত্র যেন নূতন রচিত হইল, অর্থাৎ ঋত্বিক্-গণ নূতন নূতন স্তুতি-মন্ত্র রচনা করিয়া যেন অগ্নির পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, এইরূপ ভাব কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, শান্তিকর্ম্মের জন্যই হউক, আর যে উদ্দেশ্যেই হউক, ঋত্বিকেরা বা পুরোহিতেরা নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া অগ্নিপূজা করিতেন। এই প্রকারে কাল-বিশেষে ব্যক্তি-বিশেষের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-বিশেষ উপলক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

আমরা কিন্তু সে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ পরিগ্রহণ করিবার কোনই কারণ দেখি না। যে সংগ্রাম অহরহ চলিয়াছে, প্রতি নরনারীর হৃদয়ে যে সংগ্রামে নিরন্তর উৎখাত হইতেছে, আমরা মনে

নব্যসী। ছান্দস-হেতু 'নবীয়সী' পদের এ-কার লোপে এইরূপ হইয়াছে। হৃদঃ। এখানে হৃদয়-শব্দের দ্বারা তদন্তর্ভুক্ত প্রাণকে লক্ষ্য করিতেছে। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা হৃদয়-শব্দের স্থলে হৃদাদেশ হয়। জায়মানং। প্রাদুর্ভাবার্থক জনী-ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'শ্নানি জাজনোর্জ্জ' ইত্যাদি স্থলে জা-আদেশ হয়। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্ব-ধাতুকানুদাত্তত্বে 'শ্নান'র নিত্য-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। অস্মৎ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ হইয়াছে। অশ্যাঃ। ব্যাপ্তি অর্থমূলক অশূ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রে লিঙে বিকরণের লোপ হইয়াছে। ব্যত্যয়-হেতু পরস্মৈপদের মধ্যম পুরুষে প্রযুক্ত। জীজনন্ত। প্রাদুর্ভাবার্থক জনী-ধাতু হইতে উৎপন্ন। ণ্যন্ত-হেতু লুঙে চ্লি-র স্থানে চঙ্-আদেশ হইয়াছে। দ্বির্ভাব হলাদি শেষ। সন্বদ্ভাবে দীর্ঘ হইয়াছে। অদুপদেশ—হেতু লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে চঙ-ই স্বর প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যত্যয়ের দ্বারা অভ্যস্তের উদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৬০সূ—৩ঋ)॥

করি, 'বৃজনে' পদে সেই সংগ্রামকে লক্ষ্য করিতেছে। সে সংগ্রাম—হৃদয়ের মধ্যে সদ-সদ্‌বৃত্তির সংগ্রাম। জানি না—এ সংসারে কে সে সংগ্রামে বিপন্ন বিব্রত নহেন। প্রত্যেকের হৃদয়ে সদ্‌বৃত্তির স্ফুরণে অসদ্‌বৃত্তি আসিয়া প্রতিবন্ধক হয়। মনুষ্য-মাত্রকেই এ সংগ্রাম-সঙ্কটের মধ্যে জীবনযাপন করিতে হইতেছে। অচঞ্চল দৃঢ়চেতা সাধুগণ সেই সংগ্রামে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উদ্বোধন করেন। তদ্দ্বারাই সমরাঙ্গনে বিজয়-শ্রী তাঁহাদিগের অধিগত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত "আয়বঃ মানুষাসঃ ঋত্বিজঃ সংগ্রামে যং জীজনন্ত" পদ-কয়েকটীতে এই ভাব প্রকাশ যে,—ইহ-সংসারে পাপপুণ্যের সংগ্রামে সাধুগণ, ধর্ম্মপরায়ণ জনগণ, জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন; অর্থাৎ, সে সংগ্রামে জয়লাভের পক্ষে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানিগণ বা জ্ঞানাধার শাস্ত্রসমূহ যে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ যুগপৎ আত্মোদ্বোধন-মূলক এবং প্রার্থনাপ্রকাশক। ঐ অংশের "অস্মৎ নব্যসী সুকীর্ত্তিঃ হৃদঃ জায়মানং মধুজিহ্বং তং আ অশ্যাঃ" পদ-কয়েকটীতে জ্ঞানদেবতার স্বরূপ এবং তাঁহাকে পাইবার উপায়-সম্বন্ধে আভাস প্রাপ্ত হই। প্রসঙ্গ অগ্নি-সম্বন্ধে মন্ত্রটী যে সর্ব্বথা প্রযুক্ত হয় নাই, 'হৃদঃ জায়মানং' পদদ্বয়ে তাহা বুঝা যায় না কি? সে অগ্নি—এ অগ্নি নহেন, সে অগ্নি—হৃদয়ে সম্ভূত জ্ঞানাগ্নি। ইহাতে অগ্নির একটু পরিচয় পাওয়া গেল না কি? তার পর বলা হইয়াছে, তিনি—'মধুজিহ্বং'। অর্থাৎ, তাঁহার জিহ্বা হইতে মধু ক্ষরিত হয়। সে মধু—কি? জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের জিহ্বা হইতে আমরা সদুপদেশ-রূপ মধু প্রাপ্ত হই। জ্ঞান আমাদিগকে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ ও সুপথে পরিচালিত করে; তাহাই তাঁহার মধুজিহ্বত্বের পরিচায়ক। তাঁহাতে মধু-নিঃসরণের আর এক লক্ষণ—জ্ঞানের দ্বারা মানুষ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অমৃতত্ব প্রদানকারী বলিয়াই তিনি মধুজিহ্ব।

এই তো জ্ঞানের স্বরূপ-সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাইলাম। এখন, কি প্রকারে তিনি আমাদিগের অধিগত হয়েন, মন্ত্র তৎসম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করিয়াছেন—দেখা যাউক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"অস্মৎ নব্যসী সুকীর্ত্তিঃ তং অশ্যাঃ"। ইহার 'নব্যসী' পদে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। এক ভাবে 'চির-নূতন' অর্থ আসে; অন্য ভাবে 'অভিনবত্বপূর্ণ' অর্থ সূচিত হয়। 'সুকীর্ত্তিঃ' পদেও ঐরূপ দুই প্রকার অর্থ প্রাপ্ত হই। ঐ পদে এক অর্থে শোভনা স্তুতি (বেদমন্ত্র প্রভৃতি) বুঝাইয়া থাকে; অন্য অর্থে, ঐ পদে সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করে। 'নব্যসী' বিশেষণেরও তদনুসারে সঙ্গতি দেখি। বেদমন্ত্র চিরনূতন; বেদমন্ত্রের অভিনবত্ব কোনকালে লুপ্ত হইবার নহে। আবার সৎকর্ম্মও চির-অভিনবত্ব-সম্পন্ন; তাহারও নবীনত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না। সেই যে মন্ত্র, সেই যে সৎকর্ম্ম, তদ্দ্বারা নিশ্চয় জ্ঞানোন্মেষ হয়। এই মন্ত্র আমাদিগকে সেই সন্ধানই প্রদান করিতেছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন অভিনব সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা আমরা যেন ভগবানের স্তোত্র-মন্ত্রের অনুসারী হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হই। যে জ্ঞান সাধুগণের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া অবিচালিত-ভাবে অবস্থিত করেন, সেই জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে সঞ্জাত হউন।' (১ম—৬০সূ—৩ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্টিতমং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

উশিক্ পাবকো বসুর্মানুষেষু বরেণ্যো

হোতাধায়ি বিক্ষু।

দমূনা গৃহপতির্দম আঁ অগ্নির্ভুব-

দ্রয়িপতী রয়ীণাং ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

উশিক্। পাবকঃ। বসুঃ। মানুষেষু। বরেণ্যঃ।

হোতা। অধায়ি। বিক্ষু।

দমূনাঃ। গৃহঽপতিঃ। দমে। আ। অগ্নিঃ। ভুবৎ।

রয়িঽপতিঃ। রয়ীণাং ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশিক্' (ভগবন্তং কাময়মানঃ, পরাজ্ঞানলাভঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'মানুষেষু' (লোকেষু, যদ্বা—লোকানাং) 'বসুঃ' (ধনস্বরূপঃ, আশ্রয়দাতা) 'বরেণ্যঃ, (শ্রেষ্ঠঃ, বরণীয়ঃ) 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) স জ্ঞানদেবঃ 'বিক্ষু' (লোকেষু, যদ্বা—অস্মাকং হৃৎসু) 'অধায়ি' (স্থাপ্যতে) সৎকর্ম্মণা ইতি শেষঃ; 'দমূনাঃ' (অসদ্বৃত্তীনাং দমন-করণায় কৃতসঙ্কল্পঃ) 'গৃহপতিঃ' (হৃদয়রূপগৃহাণাং অধিপতিঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ, জ্ঞানদেবঃ) 'দমে' (গৃহে, হৃদি) 'রয়ীণাং' (শ্রেষ্ঠধনানাং) 'অধিপতিঃ' (পালকঃ, রক্ষকঃ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'ভুবৎ' (ভবতি)। সৎকর্ম্মণা জ্ঞানং সঞ্জায়তে, জ্ঞানান্মুক্তি ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৬০সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের কামনাকারী, পবিত্রকারক, লোকসমূহে ধনস্বরূপ (অথবা মনুষ্যগণের আশ্রয়দাতা), বরণীয়, দেবভাবের আহ্বাতা, সেই জ্ঞানদেবতা, সৎকর্ম্মের দ্বারা লোকসমূহের মধ্যে (অথবা আমাদিগের হৃদয়ে) স্থাপিত হয়েন; অসদ্বৃত্তিসমূহের দমনে কৃতসঙ্কল্প, হৃদয়-রূপ গৃহের অধিপতি, জ্ঞানদেবতা, হৃদয়ে শ্রেষ্ঠধনসমূহের সর্ব্বতোভাবে রক্ষক হয়েন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান সঞ্জাত হয়, এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি অধিগত হয়।)। (১ম—৬০সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উশিক্ কাময়মানঃ পাবকঃ শোধকো বসুর্নিবাসয়িতা বরেণ্যো বরণশীলঃ। এবম্ভূতো হোতাগ্নির্বিক্ষু যজ্ঞগৃহং প্রবিষ্টেষু মানুষেষু যজমানেষধায়ি। স্থাপ্যতে। স চাগ্নির্দমূনা রক্ষসাং দমনকারেণ মনসা যুক্তো গৃহপতির্গৃহাণাং পালয়িতা চ সন্দমে যজ্ঞগৃহে রয়িপতির্ধনা-ধিপতিরাভুবৎ। আ সমন্তাদ্ভবতি। ন কেবলমেকস্য রায়োঽপি তু সর্ব্বেষামিত্যাহ রয়িণা-মিতি। যদ্বা। রয়ীণাং মধ্য উৎকৃষ্টং যদ্ধনং তস্য পতিরিত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

কাময়মান, শোধক, নিবাসয়িতা, বরণশীল, এবম্ভূত হোতা যে অগ্নি, যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট যজমানগণের মধ্যে স্থাপিত হয়েন। আর, সেই অগ্নি রক্ষদিগকে দমনকারী মনোবিশিষ্ট ও গৃহসমূহের পালয়িতা হইয়া যজ্ঞগৃহে সমন্তাৎ ধনাধিপতি হইয়া থাকেন। কেবল এক প্রকার ধনের নহেন,—সকল ধনেরই; এই অর্থে 'রয়ীণাম্' পদ ব্যবহৃত হয়। অথবা, ধনসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট যে ধন, তাহারই পতি—এই অর্থে 'রয়ীণাম্ পতিঃ' পদ প্রযুক্ত হয়।

অধায়ি। ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট ইতি বর্ত্তমানে কর্ম্মণি লুঙি চ্লেঃ চিণাদেশ আতো যুক্ চিণ্-কৃতোরিতি যুগাগমঃ। দমুনাঃ। দময়তি রাক্ষসাদিকমিতি দমূনাঃ। দম উপশমে। দমেরূনসিঃ। উং ৪।২৩৪। ইত্যৌণাদিক উনসিপ্রত্যয়ঃ। যাস্কস্ত্বাহ। দমূনা দমমনা বা দানমনা বা দান্তমনা বাপি বা দম ইতি গৃহনাম। তন্মনা স্যাৎ। নি০ ৪।৪। ইতি। দম আঁ অগ্নিঃ। আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসীত্যাকারস্য সানুনাসিকত্বং। প্রকৃতিভাবশ্চ। ভুবৎ। লেট্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। রয়িপতিঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। রয়ীণাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং॥ (১ম—৬০সূ—৪ঋ)॥

* . *

চতুর্থ (৭১০) ঋকের বিশদার্থ।

——:*:——

এই ঋকের অন্তর্গত ‘হোতা’ পদে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে অগ্নি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই অগ্নি কেমন, আর তিনি কোথায় স্থাপিত হয়েন, মন্ত্রের দুইটী চরণে সেই ভাবের অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরাও সেই পথেই মর্ম্মার্থের অনুসরণ করিয়াছি বটে; কিন্তু হোতা পদে এখানে সাধারণ অগ্নিকে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা মনে করি নাই। তাহাতেই মন্ত্রার্থে নানা অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, সেই হোতা অগ্নি—কামনাবিশিষ্ট-সাধুবরেণ্য এবং পবিত্রকারী; যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট মানুষের জন্য তাঁহাকে স্থাপন করা হয়। তাঁহার মন শত্রু দমনের জন্য নিবিষ্ট আছে, তিনি গৃহের পালক এবং সমস্ত ধনের অধিকারী। এবম্ভূত যে অগ্নি, তাঁহার স্বরূপ কি বুঝিব। জ্বলন্ত অনলকে বা কোনও মনুষ্যকে? কাহার প্রতি মন্ত্রের লক্ষ্য আছে?

আমরা বলি, মন্ত্রের লক্ষ্য—জ্ঞানের প্রতি। জ্ঞান ভগবানকে পাইবার কামনা করে; সংসারের অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয়; তাই জ্ঞানের বিশেষণে ‘উশিক্’ পদ প্রযুক্ত দেখি। জ্ঞান যে মনুষ্যকে পবিত্র করে (পাবক), জ্ঞান যে মনুষ্যের

অধায়ি। ‘ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ’ ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমান কালের লুঙে চ্লি স্থলে চিণ্ আদেশ। ‘আতো যুক্ চিণ্ কৃতোঃ’ ইত্যাদি সূত্রে যুক্ আগম। দমুনাঃ। রাক্ষসাদিকে দমন করে—এই অর্থে ‘দমূনাঃ’ পদ হয়। দম ধাতু উপশম অর্থে ব্যবহৃত। ‘দমেরূনসিঃ’ (উ০ ৪,২৩৪) ইত্যাদি সূত্রে ঔণাদিক উনসি-প্রত্যয়। যাস্ক এইরূপ বলিয়াছেন,—‘দমূনা দমমনা বা দানমনা বা দান্তমনা বাপি বা দম’ ইত্যাদি পদ গৃহ-নাম-বাচক। ‘তন্মনা স্যাৎ’ (নি০ ৪৪) ইত্যাদি অর্থে ঐ পদ প্রযুক্ত হয়। দম আঁ অগ্নিঃ। ‘আঙোঽনুনাসিকচ্ছন্দসি’ ইত্যাদি সূত্রে আ-কারের সানুনাসিকত্ব। ঐ হেতু প্রকৃতি ভাব হইয়াছে। ভুবৎ। লেটে অট্ আগম। ‘ইতশ্চ লোপঃ’ ইত্যাদি সূত্রে ই-কার লোপ। রয়িপতিঃ। ‘পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং’ ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদে আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। রয়ীণাং। ‘নামন্যতরস্যাম্’ ইত্যাদি নিয়মে নাম্-এর উদাত্তত্ব। (১ম—৬০সূ—৪ঋ)॥

আশ্রয়দাতা বা ধনস্বরূপ, জ্ঞানের দ্বারাই যে শ্রেষ্ঠ দেবভাবসমূহ হৃদয়ে আনীত হয়, 'মানুষেষু বস্থ' প্রভৃতি পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানদেবতা যে হৃদয়ে স্থাপিত হন, সে কি প্রকারে? সৎকর্ম্মের দ্বারাই হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হয়; তাই 'সৎকর্ম্মণা' পদ মন্ত্রের প্রথমাংশে অধ্যাহার করিয়াছি। ফলতঃ, জ্ঞানদেব কিরূপে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন, মন্ত্রের প্রথম চরণে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণে অগ্নির যে কয়েকটী বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা নানা সংশয় আসে। সেই সংশয়-বশেই, কেহ বা মন্ত্রটীকে অলস্ত অগ্নি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা এই মন্ত্রাংশের সহিত মনুষ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেবতার সংশ্রব আছে মনে করিয়া থাকেন। 'দমুন'ঃ' পদে 'রাক্ষস-দমনকারী মনোবিশিষ্ট' অর্থ সাধারণতঃ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যাঁহার ঐরূপ মন আছে, যিনি শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি, সে অগ্নি—কোন্ অগ্নি? এখানেও জ্ঞান ভিন্ন—জ্ঞানাগ্নি ভিন্ন তাঁহাকে অন্য কোনও আখ্যা প্রদান করিতে পারি না। সৎকর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে সঞ্জাত যে জ্ঞান, অসদ্বৃত্তিসমূহের দমনে তাঁহার কৃতসঙ্কল্পতার এবং কৃতকার্য্যতার বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। "দমুনাঃ" পদ সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'গৃহপতিঃ' পদে হৃদয়-রূপ গৃহের অধিস্বামী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'দমে' পদে 'হৃদয়-রূপ গৃহেই, অর্থই আসিয়া থাকে। তিনি যে 'রয়িণাং অধিপতিঃ' অর্থাৎ মধ্যে যে পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ধন বিদ্যমান্ আছে, আর জ্ঞান সাহায্যেই আমরা যে সে ধন লাভ করিতে পারি এবং জ্ঞান-দ্বারাই সে ধন যে পরিপুষ্ট ও পরিরক্ষিত হইয়া থাকে;—এখানে এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের লক্ষ্য এই যে, এই শ্লোকের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; তদ্দ্বারা পরমার্থ-রূপ অমূল্য ধন তোমার অধিগত হইবে। তাহাই তোমার ইহকালের ও পরকালের শ্রেয়ঃসাধন করিবে; তদ্দ্বারাই তুমি অভীপ্সিত সকল ফল প্রাপ্ত হইবে।' (১ম—৬০সূ—৪ঋ)॥

——•——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্)।

তং ত্বা বয়ং পতিমগ্নে রয়ীণাং প্র

শংসামো মতিভির্গোতমাসঃ।

আশুং ন বাজম্ভরং মর্জ্জয়ন্তঃ প্রাতর্মক্ষু

ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ত্বা। বয়ং। পতিং। অগ্নে। রয়ীণাং। প্র।

শংসামঃ। মতিহভিঃ। গোতমাসঃ।

আশুং। ন। বাজংহভরং। মর্জ্জয়ন্তঃ। প্রাতঃ। মক্ষু।

ধিয়াহবসুঃ। জগম্যাৎ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'গোতমাসঃ' (জ্ঞানাভিলাষিণঃ, জ্ঞানপিপাসবঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'মতিভিঃ' (মননীয়ৈঃ স্তুতিভিঃ, হৃদগতৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈঃ) 'মর্জ্জয়ন্তঃ' (আত্মবিশুদ্ধিসাধনতৎপরাঃ সন্তঃ) 'রয়ীণাং' (শ্রেষ্ঠধনানাং) 'পতিং' (রক্ষিতারং, পোষয়িতারং) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্র-শংসামঃ' (পূজয়ামঃ, আরাধয়ামঃ)। 'আশুং ন বাজম্ভরং' (ক্ষিপ্রমিব সৎকর্ম্মকারিণং প্রতি, সৎকর্ম্মপরং সাধকং প্রতি জ্ঞানং যথা ক্ষিপ্রমিলনশীলং ভবেৎ) 'ধিয়াবসুঃ' (কর্ম্মণা সদ্বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনো জ্ঞানদেবঃ) 'প্রাতর্ম্মক্ষু' (প্রতিদিনং, নিত্যমেব, যদ্বা—শীঘ্রং) 'জগম্যাৎ' (আগচ্ছতু, সদাকালং অস্মাসু অধিষ্ঠিতো ভবতু)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানসঞ্চয়ায় যদা কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষা আগচ্ছতি, তদৈব মন্ত্রোচ্চারণরূপায়াং আরাধনায়াং প্রবৃত্তা ভবামঃ; তেন সহ অস্মাসু সৎকর্ম্মণঃ সদ্বুদ্ধেশ্চ বিকাশো ভবতি,—সৎকর্ম্মকারিণাং সাধুনামিব বয়ং জ্ঞানাধিকারিণো ভবামঃ। (১ম—৬০সূ—৫ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! জ্ঞানপিপাসু প্রার্থনাকারীর আমরা, হৃদগত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আত্মশুদ্ধিসাধন-তৎপর হইয়া, শ্রেষ্ঠধনের রক্ষাকারী প্রসিদ্ধ সেই আপনাকে আরাধনা করিতেছি। সৎকর্ম্মপর সাধকের সহিত জ্ঞান যেমন ক্ষিপ্র-মিলনশীল, কর্ম্মের দ্বারা বা সদ্বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্ত-ধনস্বরূপ জ্ঞানদেবতা সেইরূপ শীঘ্র নিত্যকাল আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। (ভাব এই যে, 'যখন জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য একটু আকাঙ্ক্ষা আসে, তখনই আমরা মন্ত্রোচ্চারণ-রূপ আরাধনায় প্রবৃত্ত হই; সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মের ও সদ্বুদ্ধির বিকাশ হয়;—আমরা সৎকর্ম্মকারী সাধুগণের ন্যায় ত্বরায় জ্ঞানাধিকারী হই।')। (১ম—৬০সূ—৫ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

গোতমাসো গোতমগোত্রোৎপন্না বয়ং। নোধসঃ স্তোতুরেকত্বেঽপ্যাত্মনি পূজার্থং বহুবচনং। হে অগ্নে রয়ীণাং ধনানাং পতিং রক্ষিতারং তাদৃশং ত্বাং মতিভির্মননীয়ৈঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'গোতমাসঃ' অর্থাৎ গোতমগোত্রোৎপন্ন আমরা। স্তোতা নোধস (নোধা) ঋষির আপনার সম্পর্কে একবচন হইলেও পূজার্থে এখানে বহুবচনের ('গোতমাসঃ' শব্দ) প্রযুক্ত হইয়াছে। হে অগ্নে! ধনসমূহের রক্ষয়িতা তাদৃশ আপনাকে মননীয় স্তোত্রের দ্বারা

স্তোত্রৈঃ প্রশংসায়ঃ। প্রকর্ষেণ স্তুমঃ। কিং কুর্ব্বন্তঃ। বাজম্ভরং বাজস্য হবির্লক্ষণান্নস্য ভর্ত্তারং ত্বাং মর্জ্জয়ন্তো মার্জ্জয়ন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। আশুং ন। অশ্বমিব। যথাশ্বমারোহন্তঃ পুরুষাস্তস্য বহনপ্রদেশং হস্তৈর্নিমৃজন্তি। তদ্বদয়মপ্যগ্নের্হবির্ব্বহনপ্রদেশং নিমৃজন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চাগ্নিসম্মার্জ্জনপ্রকরণে বাজসনেয়িভিরাম্নাতং। অথ মধ্যে তুষ্ণীমেব ত্রিঃ সংমাষ্টি। যথা যুক্ত্বা প্রেহি বহেতি ব্রজেদেবমেতদগ্নিং যুক্ত্বোপক্ষিপতি প্রেহি দেবেভ্যো হব্যং বহেতি। ধিয়াবসুঃ কর্ম্মণা বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনঃ সোঽগ্নিঃ প্রাতঃ শ্বোভূতস্যাহ্নঃ প্রাতঃকালে মক্ষু শীঘ্রং জগম্যাৎ। আগচ্ছতু॥

মতিভিঃ। মন জ্ঞান ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণি ক্তিন্। মন্ত্রে বৃষেষেত্যাদিনা তস্যোদাত্তত্বং। বাজম্ভরং। অগ্নেরেষা বৈদিকো সংজ্ঞা। সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা০ ৬।২।৪৬। বাজশব্দ কর্ম্মণ্যুপপদে খচ্-প্রত্যয়ঃ। অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা০ ৬।৩।৬৭। ইতি মুমাগমঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। মর্জ্জয়ন্তঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ মৃজের্বৃদ্ধিঃ। পা০ ৭।২।১১৪। ইতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ণিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে। জগম্যাৎ। লিঙি বহুলং ছন্দসীতি শপঃশ্লুঃ॥ (১ম—৬০সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে ষড়্বিংশো বর্গঃ॥

* * *

প্রকৃষ্টরূপে স্তব করি। কি করিয়া? হবির্লক্ষণ অন্নের ভর্ত্তা আপনাকে মার্জ্জন করিয়া। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত। 'আশুং ন' অর্থাৎ অশ্বের ন্যায়। আরোহণকারী পুরুষ যেমন তাহার (অশ্বের) বহন-প্রদেশ (পৃষ্ঠদেশ) হস্তের দ্বারা মার্জ্জন করেন, সেই প্রকারে আমরা অগ্নির হবির্ব্বহন-প্রদেশকে (যজ্ঞস্থলকে) মার্জ্জনা করি—ইহাই ভাবার্থ। অগ্নি-সম্মার্জ্জন প্রকরণে বাজসনেয়িগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া থাকে;—'অথ মধ্যে তুষ্ণীমেব ত্রিঃ সংমাষ্টি।' যেমন (অশ্ব) যুক্ত হইয়া বহন করে, অগ্নি সেইরূপ যুক্ত হইয়া দেবতাগণের জন্য হবিঃ বহন করেন। কর্ম্মের বা বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তধন সেই অগ্নিঃ প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।

মতিভিঃ। 'মন জ্ঞানে' এই অর্থে মন্ ধাতুতে কর্ম্মণি বাচ্যে ক্তিণ্ হইয়াছে। 'মন্ত্রে বৃষেষা' ইত্যাদি-হেতু তাহার উদাত্তত্ব হইয়াছে। বাজম্ভরং। অগ্নির ইহা বৈদিক সংজ্ঞা। 'সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি' (পা০ ৩।২।৪৬) সূত্রানুসারে বাজ-শব্দে কর্ম্মণি-বাচ্যে উপপদে খচ্ প্রত্যয় হয়। 'অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্' (পা০ ৬।৩।৬৭) ইত্যাদি সূত্রে মুম্ আগম 'চিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব। মর্জ্জয়ন্তঃ। সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু 'মৃজের্বৃদ্ধিঃ' (পা০ ৭।২।১১৪) ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধির অভাব। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতু-কানুদাত্তত্বে ণিচের স্বরই অবশিষ্ট থাকে। জগম্যাৎ। 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রে লিঙে শপের স্থানে শ্লু হইয়াছে। (১ম—৬০সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের ষড়্বিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।২৬॥

* * *

পঞ্চম (৭১১) ঋকের বিশদার্থ।

—— —:•:——

এই ঋকের বড়ই এক সমস্যাসঙ্কুল অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে। সায়ণের ভাষ্যই সেই প্রকার অর্থের প্রবর্ত্তক। সায়ণের অভিমত এই যে, মন্ত্রপ্রবর্ত্তক (মন্ত্রের রচয়িতা) নোধা ঋষি এই মন্ত্রের দ্বারা আপনার প্রার্থনার উপসংহার করিতেছেন। তিনি যেন বলিতেছেন,—'গোতমাসঃ' অর্থাৎ গৌতমবংশোদ্ভব আমরা অগ্নির স্তুতি করিতেছি।

এই মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা ভাষ্যের ভাব এবং মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ সর্ব্বথা বোধগম্য হইবে। সেই বঙ্গানুবাদ এই; যথা,—

(১) "হে অগ্নি! আমরা গোতম গোত্রীয়; তুমি ধনপতি ও রক্ষণশীল ও যজ্ঞান্নের কর্ত্তা। (আরোহী) যেরূপ অশ্বকে হস্তের দ্বারা মার্জ্জিত করে আমরা তোমাকে সেইরূপ মার্জ্জিত করিয়া মননীয় স্তোত্র দ্বারা প্রশংসা করিব। অগ্নি প্রজ্ঞা দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই প্রাতঃকালে শীঘ্র আইসুন।"

(২) "হে অগ্নে, যেমন অশ্বারোহী পুরুষেরা অশ্বের পৃষ্ঠদেশ হস্তদ্বারা পরিষ্কার করে; তদ্রূপ গোতমকুলোদ্ভব আমরা ধনাধিপতি এবং অন্নের পালক আপনাকে হবির্ব্বহন প্রদেশ শুদ্ধ করত মননীয় স্তুতির দ্বারা প্রশংসা করি। কর্ম্ম দ্বারা যাহার কৃপাতে ধন লাভ হয় এবম্ভূত অগ্নি প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।"

এই মন্ত্রের অর্থ উপলক্ষে প্রধানতঃ দুইটী স্থলে সমস্যা-সঙ্কট উপস্থিত হয়। প্রথম—'গোতমাসঃ' পদ। এই পদে 'গোতমগোত্রোৎপন্নাঃ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে জ্ঞানাভিলাষী বা জ্ঞানপিপাসু সাধকগণকে বুঝাইয়া থাকে। 'গোতম' পদের সাধারণ অর্থই সাধু। 'গোভির্ধ্বস্তং তমো যস্য'—এই ব্যাসবাক্যে বহুব্রীহি সমাসে গোতম-পদ সিদ্ধ হয়। যাঁহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হইয়াছে, বাক্যান্তরে, তাঁহাকেই গোতম বলা যায়। সে পক্ষে গোতম শব্দের ব্যুৎপত্তি—'অতিশয়েন গোঃ—গো-তম।' অজ্ঞান-অন্ধকার যাঁহাদিগের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহাদিগের হৃদয় তমঃশূন্য হইতে পারিয়াছে, তাঁহারাই 'গোতম' পদের বাচ্য। এই জন্যই দেখিতে পাই, বৌদ্ধগণের মধ্যে একটী প্রার্থনার বা আকাঙ্ক্ষার প্রচার আছে,—"গোতমোঽহমতো ধ্রুবোঽহমস্তে সমদর্শনাৎ। গোভিস্তম মম ধ্বস্তং জাতমাত্রস্য দেহতঃ। বিদ্ধি মাং গৌতমং কৃত্যে।" এই সকল বিষয় হইতে বুঝা যায়, গোতম-শব্দে, সাধারণতঃ জ্ঞানাধিকারী সাধকের প্রতি লক্ষ্য আসে। এখানে 'গোতমাসঃ' পদে আমরা সেই সকল 'সাধকের বা জ্ঞানিগণের পদাঙ্কানুসারিগণ' অর্থ গ্রহণ করি। যাঁহারা বেদমন্ত্রোচ্চারণে ভগবানের অনুধ্যানে রত হইয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগকে

জ্ঞানিগণের সাধকগণের পদাঙ্কানুসারী বলা যায়। যাঁহারা সেই ভাবের ভাবুক হইয়া একাগ্র-চিত্তে ভগবানের আরাধনা করিতে পারেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'গোতমাসঃ বয়ং' বলিয়া পরিচিত করিতে অধিকারী। পক্ষান্তরে, ঐ পদে যদি গোতম-নামক কোনও মহর্ষি-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য সেই তিনি—কালচক্রে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহারই অন্তীভূত যাঁহারা, হৃদয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে যাঁহাদিগের, মন্ত্রের অন্তর্গত 'গোতমাসঃ' পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় সমস্যামূলক পদ—'আশুং ন'। 'আশুং' পদের অর্থ—'শীঘ্রং'। 'ন' পদ উপমা-বাচক। এই দুই পদ হইতে ভাষ্যে অশ্বকে টানিয়া আনা হইয়াছে। অশ্ব দ্রুতগমনশীল; সেইজন্য 'শীঘ্রং' প্রতিবাক্য-মূলক 'আশুং' পদে অশ্বের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত। আর, তদনুসারে 'মর্জ্জয়ন্তঃ' পদকেও উহার সহিত সংযোজিত দেখি। অশ্বারোহী (ঘোড়সোয়ার) অশ্বে আরোহণ করিবার সময় অশ্বের পৃষ্ঠদেশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করেন। এই একটা কল্পনা মনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া লইয়া মন্ত্রার্থে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে,—ঘোড়ায় চড়িবার সময় ঘোড়সোয়ার যেমন ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিয়া লন, সেইরূপ যজ্ঞের আরম্ভের পূর্ব্বে যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞস্থল মার্জ্জনা করিয়া লইতেন। * কোথা হইতে কি অর্থ আসিয়া পড়িতেছে—মনে করিতেও কষ্ট হয়। যাহা হউক, আমরা ঐ মন্ত্রাংশের যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

আমরা বলি, ঐ বাক্যাংশকে "আশুং ন মর্জ্জয়ন্তঃ" এই ভাবে বিন্যাসপূর্ব্বক ব্যাখা করিবার চেষ্টা না করিয়া,"আশুং ন বাজম্ভরং"—এই ভাবে (মন্ত্রে যেমন পদবিন্যাস আছে সেই ভাবে) ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাই বিধেয়। 'মর্জ্জয়ন্তঃ' পদকে উপমার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করার যৌক্তিকতা দেখি না। 'মর্জ্জয়ন্তঃ' পদ 'গোতমাসঃ বয়ং' পদ-দ্বয়ের সহিত অন্যভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সে সম্বন্ধের বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রতিপন্ন হইবে। মানুষ যখন সেই শ্রেষ্ঠধনের অধিপতি জ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিবে, তখন তাহার হৃদয়কে শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মার্জ্জনা করার আবশ্যক হইবে; অর্থাৎ, আত্মবিশুদ্ধি সম্পাদনের দ্বারাই মানুষ জ্ঞানাধিকারী হইয়া থাকে। 'মর্জ্জয়ন্তঃ' পদে সেই ভাব—সেইরূপ মার্জ্জনার বা হৃদয়ের বিশুদ্ধিতা-সম্পাদনের ভাবই প্রকাশ পায়। ঐ পদের সহিত 'আশুং ন' উপমার কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। পরন্তু 'আশুং ন বাজম্ভরং'—এবম্বিধ বাক্যাংশেই মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট হইয়া আসে। 'বাজম্ভরং' পদে সৎকর্ম্মপর সাধককে বুঝায়। বাজ-শব্দে যে 'যজ্ঞ বা সৎকর্ম্ম, বুঝায়,

---

* এই 'মর্জ্জয়ন্তঃ' পদ উপলক্ষে একজন ব্যাখ্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে,—"আর্য্যগণ অশ্বপৃষ্ঠে আসন (Saddle) ব্যবহার করিতেন না; যেহেতু অশ্বের পৃষ্ঠে আসন ব্যবহার থাকিলে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে অশ্বের পৃষ্ঠদেশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিতে হইত না।"

তাহা বহুত্র প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। সৎকর্ম্মে যাঁহার পূর্ণতা অথবা সৎকর্ম্মের দ্বারা যাঁহার হৃদয় বা দেহ পরিপূর্ণ, তাঁহাকে 'বাজম্ভরং' বলিতে পারি। সৎকর্ম্মপরায়ণ সেইরূপ সাধকগণ স্বতঃই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। উপমার দ্বারা এখানে এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে যে, সৎকর্ম্মকারী সাধুগণ যেমনভাবে জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমরা যেন সেইরূপভাবে জ্ঞানের অধিকারী হই; অর্থাৎ, সৎকর্ম্মে আমাদিগের মতি আসুক, আর তাহার দ্বারা আমার যেন জ্ঞান-লাভে সমর্থ হই।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ঋক্‌টীকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখুন), "অগ্নে" হইতে "প্র শংসামঃ" পদ-কয়েকটীতে, জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জন কেমনভাবে জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবেন, কি প্রকার কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান অধিগত হইবে, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ অংশের মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন আমাদিগের হৃদয়কে সদ্ভাবে পূর্ণ করিয়া আত্মবিশুদ্ধি সম্পাদনানন্তর জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হই।' এ পক্ষে মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ, আমাদিগের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় অংশে, "আভুং" হইতে "জগম্যাৎ" প্রভৃতি পদ-কয়েকটীতে প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান। সে প্রার্থনা,—'হে দেব! এই করুন—আমরা যেন সাধুগণের পদাঙ্কানুসারী হই। তাঁহারা যেমন সত্বর জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, আমাদিগের সৎকর্ম্মাদির দ্বারা আমরা যেন সেইরূপ সত্বর জ্ঞানদেবতার কৃপা প্রাপ্ত হই।'

এই ঋকের অন্তর্গত শেষ কয়েকটী পদে, "প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ" অংশটীতে, কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রাতঃকালে অগ্নিকে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য যে বলা হইয়াছে—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহা আমরা মনে করি না। ঐ অংশের 'প্রাতঃ' পদ 'নিত্যমেব' প্রতিদিনই অর্থ প্রকাশ করে। প্রতি প্রভাতের সহিত, প্রতি সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, অন্ধকার যেমন দূরীভূত হয়; আমার হৃদয়েও সেইরূপ নিত্য প্রভাত হউক; আমার দৈনন্দিন-কৃতকর্ম্ম-সঞ্চিত পাপ-অন্ধকার বিদূরিত হউক; আমার হৃদয়ে চিরজ্যোতিষ্মান সূর্য্যদেব নিত্য উদিত রহুন। 'মক্ষু' অর্থাৎ শীঘ্র তাঁহার আগমন হউক,— এবম্বিধ কামনাই এই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাকুলতা ও আগ্রহ এখানে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। (১ম—৬০সূ—৫ঋ)॥

—•—

একষষ্টিতমঃ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

অস্মা ইতি ষোড়শর্চ্চং চতুর্থ সূক্তং। নোধস আর্ষমৈন্দ্রং ত্রৈষ্টুভং। অনুক্রান্তং চ। অস্মা ইদু ষোড়শেতি। অস্য সূক্তস্য নোধা দ্রষ্টেত্যেতৎ ব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায়েতি নোধাস্ত এতে প্রাতঃসবন ইতি॥

বলহস্তোত্রিয়াবাপবৎসু চতুর্ব্বিংশমহাব্রতাদিষহঃসু মাধ্যন্দিনে সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্র ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজেত্যস্যা আরম্ভণীয়ায়া উর্দ্ধমহীনসূক্তসংজ্ঞমেতচ্ছংসনীয়ং। তথা চ সূত্রিতং। অস্মা ইদু প্র তবসে শাসদ্বহ্নিরিতীতরাবহীনসূক্তে। আ০ ৭।৪। ইতি। ব্রাহ্মণং চ ভবতি। ত এতে প্রাতঃ সবনে বলহস্তোত্রিয়াঞ্ছস্যা মাধ্যন্দিনেঽহীনসূক্তানি শংসন্তীতি॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

* * *

একষষ্ট সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'অস্মা' ইত্যাদি ষোলটী ঋক্‌বিশিষ্ট চতুর্থ (একাদশ অনুবাকের) সূক্ত। ঋষি নোধস (নোধা)। দেবতা ইন্দ্র। ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। এতদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'অস্মা ইদু ষোড়শেতি'। অর্থাৎ, 'অস্মা ইদু' ইত্যাদি ষোলটী ঋক্। নোধা এই সূক্তের দ্রষ্টা—ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত আছে। যথা;—'অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায়েতি নোধাস্ত এতে প্রাতঃসবন ইতি।' অর্থাৎ 'অস্মা ইদু' ইত্যাদি মন্ত্র নোধা কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং প্রাতঃসবনে প্রযুজ্য॥

'বলহস্তোয়াত্রিয়াবাপবৎ' প্রভৃতি সম্বন্ধীয় চতুর্ব্বিংশ মহাব্রত-সমূহের দিবসে মাধ্যন্দিন সবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিশস্ত্রে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মসংশ্রবের নিমিত্ত আরম্ভণীয় উক্ত সূক্ত শংসনীয়। এ বিষয়ে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'অস্মা ইদু প্র তবসে শাসদ্বহ্নিরিতীতরাবহীনসূক্তে।' আ০ ৭.৪। ইতি। ব্রাহ্মণেও এইরূপ উক্তি আছে;—'ত এতে প্রাতঃসবনে' ইত্যাদি; অর্থাৎ, প্রাতঃসবনে মাধ্যন্দিনে এই সকল সূক্ত প্রযুক্ত হয়। তাহারই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। একাদশোঽনুবাকঃ। একষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। সপ্তবিংশাদারভ্য ঊনত্রিংশৎ পর্য্যন্ত ত্রয়ো বর্গাঃ।

একষষ্টিতমং সূক্তং।

এই সূক্তটী চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ সূক্ত। ঋষি সেই নোধসই (নোধা) আছেন। দেবতার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সূক্তের দেবতা—ইন্দ্র।

বিভিন্ন জটিলভাবপূর্ণ ষোলটী ঋকে এই সূক্ত গ্রথিত। উহার সকল ঋক্-গুলিই আবার বৃহৎ ত্রিষ্টুপ্-ছন্দে নিবদ্ধ। এই সূক্তের ঋক্-সমূহ পাঠে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের অন্তরে ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে। একদৃষ্টিতে তিনি মনুষ্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন রাজা বা সম্রাট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন; অন্য দৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রকৃতির ক্রিয়াবিশেষ (মেঘ-বিদারক প্রভৃতি) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; আবার আমরা যেদিক দিয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে তিনি এক শ্রেষ্ঠ ভগবদ্বিভূতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন।

এই সূক্তের ঋক্-সমূহের মধ্যেও তাঁহার বৃত্রবধ-কাহিনী আছে; আর, সেই কাহিনীর অনুসরণেও, তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টিতে দর্শন করা যায়। এই সূক্তের দ্বারাও, নানা ঘটনা-বিশেষের স্থান-বিশেষের ও ব্যক্তি-বিশেষের সংশ্রব সূচিত হইতে পারে; আবার, সেই সকল ঘটনার বা স্থানের বা ব্যক্তির পরিকল্পনা—নিত্য-বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এক দৃষ্টিতে তিনি 'মহতো মহীয়ান্' অন্য দৃষ্টিতে আবার তিনি 'অণোরণীয়ান্।'

এই সূক্তান্তর্গত ঋক্সমূহে ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সেই সকল বিভিন্ন ভাবের সমতা যে কি প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারে, ঋক্-সমূহের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে, মন্ত্রার্থ আলোচনায়, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইবে। এখন, এই সূক্ত-সূচনায়, প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। সে বিষয়গুলি নিম্নে প্রকটিত হইল; যথা,—

(১) দ্বিতীয় ঋকে "প্রত্নায় পত্যে" পদদ্বয় আছে। তাহা হইতে, ভারতের বহির্দেশ হইতে ভারতের আর্য্যগণ যে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সেই পুরাতন দেশেও ইন্দ্রদেব যে অধিপতি ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন করার পক্ষে চেষ্টা চলিতে পারে।

(২) চতুর্থ ঋকের "স্তোমং সং হিনোমি" বাক্যাংশ উপলক্ষে, ঋগ্মন্ত্র যে ঋষিরা রচনা করিতেন,—তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে। এ পক্ষে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম ঋকের সহায়তাও পাওয়া যায়। যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিয়া উড়াইতে চাহেন, এ প্রমাণ তাঁহাদিগের গবেষণায় সহায়তা করিবে।

(৩) 'ত্বষ্টা' যে একজন রসায়নশাস্ত্রবিৎ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তিনি যে দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন, আর সেই বজ্রদ্বারা ইন্দ্র যে বৃত্রাসুরের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করেন,—ষষ্ঠ ঋকের অর্থ হইতে এই প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হয়। এতদ্দ্বারা ইন্দ্র যে আধুনিক রাজগণের বা সম্রাট্‌গণের ন্যায় মনুষ্য ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

(৪) সপ্তম ঋকের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রকার গবেষণা প্রকাশ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—'পুরাকালে ইন্দ্রের মাতা এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে বিষ্ণু ও ইন্দ্র একত্রে সোমরস পানে মত্ত হইয়া বরাহকে বধ করিয়াছিলেন।' বিষ্ণু আবার অসুরদিগের ধন অপহরণ করিয়াছিলেন বলিয়াও এই মন্ত্রার্থে প্রচারিত হয়। বেদ-বিরোধিগণের এ এক আনন্দের সমাচার, সন্দেহ নাই।

(৫) একাদশ ঋকের অন্তর্গত "তুর্ব্বীতয়ে গাধং তুর্ব্বণিঃ কঃ" এই মন্ত্রাংশের অর্থে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, ইন্দ্রদেব জলমধ্যে তুর্ব্বীতি ঋষিকে অবস্থানের উপযোগী স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। ঋকাংশের এই প্রকার অর্থ পরিগ্রহণানন্তর একজন বেদব্যাখ্যাতা লিখিয়া গিয়াছেন,—"ইন্দ্র তুর্ব্বীতি নামক উপাসককে জলমধ্যে স্থান প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে যমুনানদীর মধ্যে যদ্রূপ পথ দিয়াছিলেন এবং যিশুখৃষ্ট যদ্রূপ জলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈদিক কালে ইন্দ্র উক্ত অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" জলমধ্যে বাস করার ব্যবস্থা—পূর্ত্তনৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত, মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

(৬) পঞ্চদশ ঋকে 'সৌবশ্ব্যে' পদ আছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'স্বশ্বপুত্রে' পদ প্রচারিত দেখি। তাহা হইতে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার নির্দ্দেশ করেন, উহা কশ্যপ শব্দের রূপান্তর। তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত করেন,—এই কশ্যপের নাম হইতেই কাশ্পিয়ান হ্রদের নামকরণ হইয়াছে। 'স্বশ্ব' পদের মূল—সু + অশ্ব। কাশপিয়ান হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়; এইজন্য স্বশ্ব নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। সায়ণের ভাষ্যে স্বশ্বের উপাখ্যান আছে। এতশ ঋষির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। এই সকল সম্বন্ধসংশ্রবের আখ্যায়িকাকে পুরাবৃত্তের উপাদান বলিয়া অনুসন্ধিৎসুগণ মনে করিতে পারেন।

(৭) দ্বাদশ ঋকের অন্তর্গতঃ "গোর্ন পর্ব্ব বিরদা তিরশ্চা" প্রভৃতি বাক্যাংশে, 'গোঃ ন' পদদ্বয় দৃষ্টে, বেদ-ব্যাখ্যাকারিগণের গবেষণার অন্ত নাই। ঐ শব্দদ্বয় উপলক্ষে তাঁহারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে—'বৈদিক কালে গোমাংসের ব্যবহার ছিল।

তৎকালে গোমাংস অভক্ষ্য ছিল না। * প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই উপলক্ষে আর্য্যগণের আদিবাসের ও আচার-ব্যবহারের কত কূট-কল্পনাই মনোমধ্যে স্থান দিয়া থাকেন।

উপরি উক্ত ঐ সকল বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, মন্ত্রার্থ-আলোচনায় তাহা প্রকাশ পাইবে। যে সকল ঘটনার বা আখ্যায়িকার সমাবেশে মন্ত্রার্থে আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রতিকূল মত প্রকাশ পাইয়াছে, তৎসমুদায়েরও কারণ সেইখানেই প্রকাশ করা যাইবে। ব্যক্তি-বিশেষের বা ঘটনা-বিশেষের যে সম্বন্ধ, তাহা পরবর্ত্তী কালের সংযোজনা এবং কল্পনা-মূলক। বেদ-ব্যাখ্যায় ইহাই আমাদিগের দৃঢ়ধারণা।

তবে প্রসঙ্গতঃ একটী বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বেদের মধ্যে এবং শাস্ত্রের মধ্যে গো-মাংস ব্যবহারের পোষক মত প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করেন, তাঁহাদিগকে বিষম বিভ্রান্ত ও সমাজদ্রোহী বলিতে পারি। এই সূক্তের যে পদদ্বয় উপলক্ষে ঐ প্রকার অর্থ অধ্যাহার করা হয়, তাহাতে ঐ ভাব বা ঐরূপ অর্থ আসিতেই পারে না। পুনশ্চ, আমরা যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে স্পর্দ্ধা-সহকারে বলিতে পারি, আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্রে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে বা শুক্ল-যজুর্ব্বেদে কোথাও গো-মাংস ব্যবহারের বিধি নাই। যদি তেমন কোনও ব্যাখ্যা কোথাও থাকে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল। ব্যাখ্যাকারগণই আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ঐ যে স্মৃতি-বচনের কিয়দংশ (মহোক্ষং বা মহাজং বা) উদ্ধৃত করা হয়, উহার সম্পূর্ণাংশ পাঠ করিলেই ভ্রান্তি বিদূরিত হইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ঐ বচনটী আছে। সম্পূর্ণ বচনটী এইরূপ :—

"মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।
সৎক্রিয়ান্বাসনং স্বাদুভোজনং সুনৃতং বচঃ॥"

কোথাও কোথাও "শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ" স্থলে "শ্রোত্রিয়ায় প্রকল্পয়েৎ" পাঠ দৃষ্ট হয়। এখন বুঝিয়া দেখুন দেখি, 'উপকল্পয়েৎ' বা 'প্রকল্পয়েৎ' ক্রিয়া পদ হইতে কি বিষম অর্থই আসিয়া পড়িয়াছে। তার পর, 'মহোক্ষং' বা 'মহাজং' পদেরই প্রকৃত অর্থ কি, ভাবিয়া দেখুন দেখি।

---

* এ বিষয়ে রমানাথ সরস্বতীর একটী টীকা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা ;— "আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ-প্রকরণে এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ীসংহিতার পুরুষমেধ-প্রকরণে আর্য্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। গোমেধ, অশ্বমেধ, অজমেধ, প্রভৃতি যজ্ঞ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজে অতিথি আগমন করিলে "মহোক্ষং বা মহাজং বা" অর্থাৎ বৃষ বা অজ বধ করিয়া আতিথসৎকার হইত। উত্তর চরিতের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে জনক বৎসতরী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই কারণেই অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে' অতিথি আগত হইলে গোমাংস বা ছাগমাংস

ফলতঃ, এই স্মৃতি-বচনের ভাব এই যে,—'শ্রোত্রিয়ায়' (সর্ব্ববেদাধ্যায়ী সুপণ্ডিত সাধু অতিথিকে) 'মহোক্ষং' (পাপবিধৌতকারী অভীষ্টপূরক পরমধনপ্রদাতা) অথবা 'মহাজং' (মহাত্মা মুক্তপুরুষ) জ্ঞানে সংবর্দ্ধনা করিবে, এবং উপযুক্ত আসন ও স্বাদু ভোজ্যাদি-দানে প্রিয়সত্য বাক্যে পরিতুষ্ট করিবে।

কোথায় 'প্রকল্পয়েৎ', আর কোথায় বৃষ ও ছাগ-বলি! সমাজের সর্ব্বনাশ এইরূপ ভাবেই সাধিত হইয়া আসিয়াছে। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা অন্যত্র দেখিতে পাইবেন। এখানে আভাসে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করা গেল মাত্র।

— • —

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশানুবাকে একষষ্টং সূক্তং। গৌতমো নোধা ঋষিঃ।
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। ইন্দ্রো দেবতা। প্রাতঃসবনে বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।'

অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রয়ো ন

হর্ম্মি স্তোমং মাহিনায়।

ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা ॥ ১ ॥

• • •

দ্বারা মহোৎসবে তাহার সৎকার করা হইত। আর্য্যজাতির ইউরোপীয় শাখা জাতি-দিগেরও মাংস ব্যবহার রহিয়াছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ কেবল উষ্ণপ্রধান দেশ বলিয়া মাংস পরিত্যাগ করিবার বিধি করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের এক স্থলে গোমাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমশঃ আর্য্যেরা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে গোমাংস উষ্ণ বলিয়া অভক্ষ্যরূপে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এ সকল মত পাশ্চাত্য-কল্পনা-প্রসূত। যথাস্থানে এ সকল মতের—এরূপ ভ্রম-সিদ্ধান্তের—খণ্ডন দেখুন। কি অধঃপতনই হইয়াছে আমাদের—যে প্রতি পদ-সঞ্চালনে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা উদ্বুদ্ধ হই!

পদ-বিশ্লেষণং ।

অস্মৈ । ইৎ । উং ইতি । প্র । তবসে । তুরায় । প্রয়ঃ । ন ।

হর্ম্মি । স্তোমং । মাহিনায় ।

ঋচীষমায় । অধ্রিহগবে । ওহং । ইন্দ্রায় । ব্রহ্মাণি । রাতহতমা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'তবসে' (শ্রেষ্ঠায়) 'তুরায়' (শত্রুনাশকায়) 'মাহিনায়' (মহত্বসম্পন্নায়) 'ঋচীষমায়' (মন্ত্ররূপায়, শব্দবৎ ত্বরিতগামিনে) 'অধ্রিগবে' (অপ্রতিহতগতিবিশিষ্টায়, সর্ব্বত্রগমনশীলায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়, তস্ত আরাধনার্থং ইতি ভাবঃ) প্রয়ঃ ন' (অন্নাভিলাষী ইব, বুভুক্ষিতো যথা অন্নানুসন্ধিৎসুঃ ভবতি তদ্বৎ অহমিতি ভাবঃ) 'ওহং' (উৎকৃষ্টং, শ্রেষ্ঠং, বেদান্তর্গতং ইতি ভাবঃ) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'ইৎ' (নিশ্চিতমেব, যেন) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ সর্ব্বথা বা) 'হর্ম্মি' (প্রাপয়ামি, সঞ্চয়ামি) ; 'উ' (এবং) 'রাততমা' (দাতৃতমানি, শ্রেষ্ঠদানশীলানি), 'ব্রহ্মাণি' (শস্ত্রাণি, স্তোত্রাণি) 'অস্মা' (অস্মৈ, শ্রেষ্ঠায় ইন্দ্রায়, তস্ত আরাধনার্থং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ । মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনসঙ্কল্পমূলকঃ । প্রার্থনাকারী মন্ত্রানুস্মরণায় তন্মন্ত্রং ভগবত আরাধনায়াং নিযোজয়ায় চ সঙ্কল্পবদ্ধো ভবতি । (১ম—৬১সূ—১ঋ) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

শ্রেষ্ঠ, শত্রুনাশক, মহত্বসম্পন্ন, মন্ত্ররূপ (অথবা—শব্দবৎ ত্বরিতগামী) অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট (অথবা—সর্ব্বত্রগমনশীল) ভগবান্ ইন্দ্রদেবের আরাধনার জন্য, অন্নানুসন্ধিৎসু বুভুক্ষিতের ন্যায় আমি, শ্রেষ্ঠস্তোত্র বেদমন্ত্র নিশ্চয়ই যেন সর্ব্বথা সঞ্চয় করি ; এবং শ্রেষ্ঠদানশীল স্তোত্রসমূহকে সেই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেবের আরাধনায় (যেন) নিযুক্ত করি । (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-সঙ্কল্পমূলক । প্রার্থনাকারী মন্ত্রানুস্মরণের নিমিত্ত এবং সেই মন্ত্রকে ভগবানের আরাধনাতে নিয়োজিত করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন ।) ॥ (১ম—৬১সূ—১ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইদু ইতি নিপাতদ্বয়ং পাদপূরণে। অথাপি পাদপূরণাঃ কমীমিদ্বিতীতি যাস্কঃ। যদ্বা। অবধারণার্থং। তবসে প্রবৃদ্ধায়। তুরায় ত্বরমানায়। যদ্বা তুর্ব্বিত্রে শত্রূণাং হিংসিত্রে মাহিনায় গুণৈর্মহতে ঋচীষমায় ঋচা সমায়। যাদৃশী স্তুতিঃ ক্রিয়তে তৎসমায়েত্যর্থঃ। অধ্রিগবে। অধৃতগমনায়। অপ্রতিহতগমনায়েত্যর্থঃ। তথা চ যাস্কঃ। অধৃতগমনকর্ম্মবন্। ইন্দ্রোঽপ্যধ্রিগুরুচ্যতে। নি০ ৫।১১। ইতি। এবম্ভূতায় তস্মা ইন্দ্রায় স্তোমং স্তোত্রং প্রহর্ম্মি। প্রহরামি। করোমীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। প্রয়ো ন। প্রয় ইত্যন্ননাম। যথা বুভুক্ষিতায় পুরুষায় কশ্চিদন্নং প্রহরতি। কীদৃশং স্তোমং। ওহং। বহনীয়ং। প্রাপণীয়ং বা। অত্যন্তোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। ন কেবলং স্তোমং কিন্তর্হি ব্রহ্মাণি হবির্লক্ষণান্যন্নানি। কীদৃশানি। রাততমা। পূর্ব্বৈর্যজমানৈরতিশয়েন দত্তানি। ইন্দ্রং স্তুত্যা হবিষা চ পরিচরেমেতি ভাবঃ॥

তুরায়। তুর ত্বরণে। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। যদ্বা। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। তুর্ব্বতীতি তুরঃ। পচাদ্যচি ছান্দসো বলোপঃ। হর্ম্মি। হৃঞ্ হরণে। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। মাহিনায়। মহ পূজায়ামিত্যস্মাদ্বহেরিনণ্ চেতীনণ্ প্রত্যয়ঃ। উপধাবৃদ্ধিশ্চ। ঋচীষমায়।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইদু' ইত্যাদি নিপাতন-সিদ্ধ পদদ্বয় পাদপূরণে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'কমী মিদ্বিতি' ইত্যাদি পাদ পূরণে ব্যবহৃত হয়—ইহাই যাস্কের মত। অথবা, ঐ পদ অবধারণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তবসে' পদে প্রবৃদ্ধ এবং 'তুরায়' পদে ত্বরমাণ অর্থ প্রকাশ পায়। অথবা 'তুর্ব্বিত্রে' বলিতে শত্রুগণের হিংসাকারী অর্থ আসে। 'মাহিনায়' পদে 'গুণের দ্বারা মহৎ' অর্থ প্রকাশ পায়। 'ঋচীষমায়' পদে, ঋকের দ্বারা বা গমনের দ্বারা সমান —এবম্বিধ ভাব আসে। যে প্রকার স্তুতি করা হয়, তাহার সহিত—ঐ পদে এই অর্থ পাওয়া যায়। 'অধ্রিগবে' পদে অধৃত-গমন বা অপ্রতিহত-গমন বুঝায়। তদ্বিষয়ে যাস্কের উক্তি,—'অধৃতগমন কর্ম্মবন্। ইন্দ্রোঽপ্যধ্রিগুরুচ্যতে।' (নি০ ৫।১১)। এবম্ভূত সেই ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তুতি করি। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—'প্রয়ো ন'। 'প্রয়ঃ' পদ অন্ন-নামের মধ্যে পঠিত হয়। বুভুক্ষিত পুরুষকে কোনও অন্নদান করার ন্যায়। স্তোত্র কীদৃশ? 'ওহং' অর্থাৎ বহনীয় বা প্রাপণীয়; অত্যন্ত উৎকৃষ্ট—ইহাই ভাবার্থ। কেবল স্তোত্র নহে; অধিকন্তু ব্রহ্মাণি অর্থাৎ হবিলক্ষণ অন্নসমূহ। কীদৃশ অন্ন? 'রাততমা' অর্থাৎ পূর্ব্বে যজমানগণের দ্বারা অতিশয়রূপে প্রদত্ত। ইন্দ্রকে স্তব করিয়া হবির দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করি,—ইহাই ভাব।

তুরায়। ত্বরণার্থক 'তুর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইগুপধলক্ষণ 'ক'। অথবা, হিংসার্থক তুর্ব্বী ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। 'তুর্ব্বতি ইতি'—এই বাক্যে 'তুরঃ' পদ হয়। পচাদি-হেতু অচ্; ছান্দসে ব-কারের লোপ। হর্ম্মি। হরণার্থক হৃঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শপের লোপ। মাহিনায়। পূজার্থক মহ ধাতু উৎপন্ন। তাহাতে 'ইনণ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে মহ-ধাতুতে ইনণ্ প্রত্যয়। উপধার বৃদ্ধি। ঋচীষমায়

শচীবম ঋচা সমঃ। নি০ ৬।২৩। ইতি যাস্কঃ। তৃতীয়া তৎকৃতেতি সমাসঃ। পা০ ২।১।৩০। তৃতীয়াপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পৃষোদরাদিত্বাদীকারোপজনঃ। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। কেচিদাহুঃ। ঋচ স্তুতাবিত্যস্মাদিগুপধাৎকিদিতীপ্রত্যয়ঃ। কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। ঋচী স্তুতিঃ। তথা সমঃ। পূর্ব্ববৎ ষত্বং। অস্মিন্ পক্ষে তৃতীয়াপূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে সতি ঙীষ্ উদাত্তত্বেন ভবিতব্যং। তথা চ ন দৃশ্যতে। তস্মাৎ স্বরশ্চিন্তনীয়ঃ। যথা দিবোদাসাদির্দ্রষ্টব্যঃ। অধ্রিগবে। অধৃতোঽন্যেনানিবারিতো গৌর্গমনং যস্য স তথোক্তঃ। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য। পা০ ১।২।৪৮। ইতি হ্রস্বত্বং। পৃষোদরাদিত্বাদধৃতশব্দস্যাধ্রিভাবঃ। ওহং। বহতে কর্ম্মণি ঘঞি ছান্দসং সম্প্রসারণং। যদ্বা তুহির্ দুহির্ উহির্ অর্দ্দনে ইত্যস্মাদোহতেঃ পূর্ব্ববদ্ ঘঞ্। রাততমা। রা দানে ইত্যস্মান্নিষ্ঠায়ামাতিশায়নিকস্তমপ্। শেশ্ছন্দসীতি শের্লোপঃ। (১ম—৬১সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (৭১২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'প্রেয়ো ন' উপমার প্রয়োগ উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ উপমার অর্থ—বুভুক্ষিতের ন্যায়। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহা দেবতা (ইন্দ্র) সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা মনে করি,

---

'শচীবম ঋচা সমঃ' (নি০ ৬।৩০) ইতি (যাস্ক)। "তৃতীয়া তৎকৃতেতি সমাসঃ" (পা০ ২।১।৩০) ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। পৃষোদরাদি-হেতু ঈ-কার উপজাত হইয়াছে। 'সুষামাদিত্য'-হেতু ষত্ব। কেহ কেহ বলেন,—ঋচ্ স্তুত্যর্থক বলিয়া ইগুপধ-হেতু কিৎ ইত্যাদি প্রত্যয় হয়। 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইত্যাদি নিয়মে ঙীষ। 'ঋচী স্তুতিঃ তয়া সমঃ'—এই বাক্যে 'ঋচীষমঃ' পদ হয়। পূর্ব্ববৎ নিয়মে ষত্ব হইয়াছে। এ পক্ষে তৃতীয়ার পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব হওয়ায়, উদাত্তত্বের দ্বারা ঙীষ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা এখানে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং স্বর-বিষয় চিন্তনীয়। অথবা, দিবোদাসাদি দ্রষ্টব্য। অধ্রিগবে। 'অধৃতঃ' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা নিবারিত 'গৌঃ' অর্থাৎ গমন-যাহার তথোক্ত। 'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য' (পা০ ১।২।৪৯) ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু অধৃত-শব্দের অধ্রিভাব হয়। ওহং। 'বহতেঃ কর্ম্মণি' এই অর্থে ঘঞ। তাহাতে ছান্দস হেতু সম্প্রসারণ। অথবা, 'তুহির্ দুহির্ উহির্ অর্দনে' ইত্যাদিতে, দোহনার্থে পূর্ব্ববৎ ঘঞ হয়। রাততমা। দানার্থক রা ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে নিষ্ঠা-হেতু আতিশায়নিক অর্থে 'তমপ্-প্রত্যয়'। 'শেশ্ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শের লোপ। (১ম—৬১সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রার্থনাকারী সম্বন্ধে ঐ উপমা যথাপ্রযুক্ত হয়। ভগবান্ ইন্দ্রদেব, বুভুক্ষিত জনের অন্ন অনুসন্ধানের ন্যায় তোমার প্রদত্ত হবিঃ বা সোমরস অনুসন্ধান করিয়া ফেরেন না। বিপদে পড়িয়া, সংসারের বিষম সংগ্রামে মুহ্যমান হইয়া, আমরাই তাঁহার করুণা-প্রাপ্তির জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করি। 'অন্ন দেও, ধন দেও, যশঃ দেও, শত্রুনাশ কর', এবম্বিধ প্রার্থনা মানুষই তাঁহার নিকট করিয়া থাকে। তুমি কিছু তাঁহাকে দেও বা না দেও, সে জন্য তাঁহার ব্যাকুলতার কল্পনা—বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ, মন্ত্রের আর এক সমস্তামূলক বাক্যাংশ— 'রাতত্মা ব্রহ্মাণি।' ঐ বাক্যাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'পূর্ব্বে যজমানগণ যেমনভাবে আপনাকে হবিরন্ন প্রদান করিয়াছিলেন।' এইরূপে মন্ত্রটীর ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'বুভুক্ষিতকে লোকে যেমন অন্নদান করে, আমি সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী যজমানগণের অনুসরণে ইন্দ্রদেবকে অন্নদান করিতেছি। অথবা, পূর্ব্বকালে যজমানগণ যেরূপ অন্ন দান করিয়াছিলেন, তিনি বুভুক্ষিত জানিয়া, তাঁহাকে তদনুরূপ অন্ন দান করিতেছি।' কি সূত্রে ঐ প্রকার অর্থ আসিয়াছে, ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহা উপলব্ধ হইবে। এখন, আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহারই একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে।

আমরা এই ঋক্‌টীকে আত্মোদ্বোধনার সঙ্কল্পমূলক মন্ত্র বলিয়া মনে করি। 'ঋর্শ্মি' ক্রিয়া-পদের অর্থ,—আহরণ করি, সঞ্চয় করি, প্রাপ্ত হই। কি সঞ্চয় করি? কিরূপ ভাবে? কাহার জন্য? মন্ত্রের প্রথমাংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে) "তবসে" হইতে "ঋর্শ্মি" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে উক্ত প্রশ্নত্রয়ের উত্তর প্রাপ্ত হই। সঞ্চয় করি বা প্রাপ্ত হই—'তবং স্তোমং'; অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট যে স্তোত্র, সেই যে বেদমন্ত্র—যে মন্ত্রের মধ্যে ভগবান্ নিত্যবিরাজিত, সেই মন্ত্র। কি প্রকারে যে প্রাপ্ত হই, অর্থাৎ কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে প্রকৃত মন্ত্র আমাদিগের অধিগত হয়, 'প্রয়ঃ ন' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। আমরা যখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিব; ক্ষুধার্ত্ত জন অন্নের জন্য যেমন ব্যাকুল হইয়া ফিরে, প্রকৃষ্ট মন্ত্রের জন্য অর্থাৎ ভগবানকে আহ্বান করিবার উপযোগী শ্রেষ্ঠ বাণীর জন্য আমরা যখন সেইরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিব; তখনই সেই মন্ত্র আমাদিগের হৃদগত হইবে। ব্যাকুল হইতে হইবে,—পাগল হইতে হইবে,—একান্তে অনুসন্ধান করিতে হইবে; তবেই সে সন্ধান প্রাপ্ত হইবে। কি জন্য মন্ত্র? ভগবানকে তাহা অর্পণ করিতে হইবে। যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি আমাদিগের শত্রুর সংহার-সাধন করেন, যিনি মহত্ত্বসম্পন্ন, যিনি মন্ত্ররূপে বিদ্যমান্ অথবা শব্দবৎ ত্বরিতগমনে প্রার্থীর নিকট আগমন করেন, যাঁহার গতি অপ্রতিহত অর্থাৎ যাঁহার আগমনে কেহ বাধা দিতে সমর্থ নহে, তাঁহারই আরাধনার জন্য। অতি ব্যাকুলভাবে একান্ত যত্ন-সহকারে আমরা যে মন্ত্র সংগ্রহ করিব, তাহা ভগবানের পূজার জন্য,—এই লক্ষ্য এই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অংশে সঙ্কল্পের আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত। পরবর্ত্তী অংশে, "উ রাতত্মা ব্রহ্মাণি অস্মা" এই পদ-কয়টীতে সেই অতিযত্নসংরক্ষিত মন্ত্রকে ভগবানের উদ্দেশে

সমর্পণের বা নিবেদনের সঙ্কল্প ব্যক্ত হইয়াছে। যে মন্ত্র অতি আয়াসে প্রাপ্ত হই, যে মন্ত্র শ্রেষ্ঠদানশীল অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী, সেই মন্ত্র তাঁহাকেই যেন সমর্পণ করিবার সামর্থ্য আসে;—ঐ অংশে এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের জন্য নহে;—আত্ম সুখ-কামনায় নহে,—ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশে আমাদিগের স্তুতি-মন্ত্র ও কর্ম্ম-সকল ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হউক। এই সঙ্কল্পই এই ঋক্ দ্যোতনা করিতেছে। (১ম—৬১সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অস্মা ইদু প্রয় ইব প্র যংসি ভরাম্যাঙ্গূষং

বাধে সুবৃক্তি।

ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায়

পত্যে ধিয়ো মর্জ্জয়ন্ত ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং

অস্মৈ। ইৎ। উং ইতি। প্রয়ঃ ইব। প্র। যংসি। ভরামি। আঙ্গূষং।

বাধে। সুঽবৃক্তি।

ইন্দ্রায়। হৃদা। মনসা। মনীষা। প্রত্নায়।

পত্যে। ধিয়ঃ। মর্জ্জয়ন্ত ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্মা' (অস্মৈ, প্রসিদ্ধায়) 'প্রত্নায়' (পুরাতনায়, অনাদিরূপায়) 'পত্যে' (স্বামিনে, সর্ব্বেষাং পালকায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'হৃদা' (হৃদয়েন) 'মনসা' (অন্তঃকরণেন) 'মনীষা' (জ্ঞানেন) 'ধিয়ঃ' (সদ্বুদ্ধয়ঃ, জ্ঞানিনঃ) 'মর্জ্জয়ন্ত, (মার্জ্জয়ন্তি, আরাধয়ন্তি) ; হে ভগবন্‌! তদ্রূপস্ত্বং 'ইৎ' (এব) তান্ সদ্বুদ্ধিসম্পন্নান্ জ্ঞানিনঃ 'আঙ্গূষং' (স্তোত্রং, সাধনোপায়ং) 'প্র যংসি' (দদাসি, শিক্ষয়সি ইতি ভাবঃ) ; 'উ' (অতঃ) 'প্রয়ঃ ইব' (বুভুক্ষিতো যথা অন্নানুসন্ধিৎসুঃ তদ্বৎ অহং) 'বাধে' (শত্রুবধায়, মম রিপুদমনার্থং) তস্মৈ ইন্দ্রায় 'সুবৃক্তি' (সুস্তুতিং, সুকর্ম্ম বা) 'ভরামি' (দদামি, সমর্পয়ামি)। জ্ঞানিনো মনঃপ্রাণসর্ব্বস্বসমর্পণেন যং ভগবন্তং আরাধয়ন্তি, শত্রুনাশায় অহং তৎকৃপাপ্রার্থী ভবামি ; স ভগবান্ মাং প্রতি সদয়ো ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (১ম—৬১সূ - ২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই প্রসিদ্ধ, পুরাতন (অনাদিস্বরূপ), সকলের পালক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, হৃদয়ের দ্বারা, অন্তঃকরণের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানিগণ আরাধনা করিয়া থাকেন। হে ভগবন্‌! সেইরূপ আপনিই সেই সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানিগণকে সাধনোপায় প্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ সাধনোপায় শিক্ষা দেন। অতএব, বুভুক্ষিত অন্নানুসন্ধিৎসুর ন্যায় আমি, শত্রুবধের নিমিত্ত (আমার রিপুদমনের জন্য) সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আমার স্তুতিকে বা সুকর্ম্মকে সমর্পণ করিতেছি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ মনঃপ্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণের দ্বারা যে ভগবানকে আরাধনা করে, শত্রুনাশের জন্য আমি তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি ; সেই ভগবান্ আমার প্রতি সদয় হউন—ইহাই আকাঙ্ক্ষা)। (১ম—৬১সূ—২ঋ) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্মা ইদু। অস্মা এবেন্দ্রায়। প্রয় ইত্যন্ননাম। প্রয় ইবান্নমিব প্রযংসি। প্রযচ্ছামি। তদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। বাধে শত্রূণাং বাধনায় সমর্থং সুবৃক্তি সুষ্ঠ্বাবর্জ্জকমাঙ্গূষং স্তোত্ররূপ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্মা ইত্' অর্থাৎ সেই ইন্দ্রের নিমিত্ত। 'প্রয়ঃ' এই পদ অন্ন-নামবাচক। 'প্রয় ইব' অর্থাৎ অন্নের ন্যায় পাইবার প্রার্থনা করে। সে কিরূপ, তাহা স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে। 'বাধে' অর্থাৎ শত্রুগণের প্রতিবন্ধকে সমর্থ 'সুবৃক্তি' অর্থাৎ সুষ্ঠু আবর্জ্জক (সুন্দররূপে সংগৃহীত) 'আঙ্গূষং' অর্থাৎ স্তোত্ররূপ শব্দকে সম্পাদন (উচ্চারণ) করিতেছি। (যেমন)

মাঘোষং ভরামি। সম্পাদয়ামি। অন্যেঽপি স্তোতারঃ প্রত্নায় পুরাণায় পত্যে স্বামিন ইন্দ্রায় হৃদা হৃদয়েন মনসা তদন্তর্বর্ত্তিনান্তঃকরণেন মনীষা মনীষয়া তজ্জন্যেন জ্ঞানেন চ ধিয়ঃ স্তুতীঃ কর্ম্মাণি বা মর্জ্জয়ন্ত। মার্জ্জয়ন্তি সংস্কুর্ব্বন্তি॥

প্রযংসি। যম উপরমে ইত্যস্মাল্লটি পুরুষব্যত্যয়ঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। আঙ্গূষং। আঙ্গূষ স্তোম আঘোষ ইতি যাস্কঃ। আঙ্‌ পূর্ব্বাদ্‌ঘুষের্যঞি পৃষোদরাদিত্বাদেত্বো ইত্যস্য গূ আদেশঃ। আঙো ঙকারস্য লোপাভাবশ্চ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। বাধে। বাধৃ বিলোড়নে ইত্যস্মাৎকৃত্যার্থে তবৈকেনিতি ভাবে কেন্‌প্রত্যয়ঃ। এজন্তত্বাদ-ব্যয়ত্বেন সুপো লুক্। মনীষা। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। পত্যে। পতিঃ সমাস এব। পা০ ১।৪।৮। ইতি ঘিসংজ্ঞায়াঃ সমাসবিষয়ত্বাৎ ঘেঙিতীতি গুণাভাবে যণাদেশঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৭১৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকেও 'প্রয় ইব' উপমা দৃষ্ট হয়। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে ঐ উপমা-অংশে 'অন্নের ন্যায় স্তোত্র' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। মূলে 'প্র যংসি' ক্রিয়াপদ আছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে উহাতে পুরুষ-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উহার প্রতিবাক্য 'প্রযচ্ছামি' অর্থাৎ 'আমি প্রদান করি' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'মর্জ্জয়ন্ত' ক্রিয়াপদের সঙ্গতি রাখিবার জন্য ভাষ্যাদিতে একটী 'স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহৃত। পরন্তু 'ধিয়ঃ'

অন্যান্য স্তোতৃগণ পুরাতন স্বামী ইন্দ্রের নিমিত্ত হৃদয়ের দ্বারা তদন্তবর্ত্তী অন্তঃকরণের দ্বারা মনীষার দ্বারা এবং অন্যান্য জ্ঞানের দ্বারা স্তুতিসমূহকে বা কর্ম্মফলসমূহকে মার্জ্জনা করেন অর্থাৎ সংস্কার করেন।

প্রযংসি। উপরমার্থক যম ধাতু হইতে উৎপন্ন। এখানে লটে পুরুষ-ব্যত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শপের লোপ হইয়াছে। আঙ্গূষং। আঙ্গূষং স্তোম আঘোষ সম-পর্য্যায়—ইহাই যাস্কের মত। আঙ্‌-পূর্ব্ব-হেতু ঘুষ স্থানে যঞ হয়। তাহাতে পৃষোদরাদিত্বহেতু ষ হইয়াছে। পরে তৎস্থলে গূ আদেশ এবং আঙের ঙকারের লোপ ও অভাব হইয়াছে। 'থাথাদি'-হেতু উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব হইয়াছে। বাধে। বাধৃ ধাতু বিলোড়নার্থক। তাহাতে কৃত্যার্থে 'তবৈকেন্' ইত্যাদি নিয়মে কেন্ প্রত্যয় হইয়াছে। এজন্ত-হেতু অব্যয়ত্বের দ্বারা সুপের লোপ হইয়াছে। মনীষা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ার ডা আদেশ হইয়াছে। পত্যে। 'পতিঃ সমাস এব' (পা০ ১।৪।৮) এই সূত্রানুসারে ঘি-সংজ্ঞায় সমাস-বিষয়-হেতু 'ঘেঙিতী' ইত্যাদি নিয়মানুসারে গুণের অভাবে যণ আদেশ হইয়াছে। (১ম-৬১স্থ-২ঋ)॥

পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। তার পর, মন্ত্রের 'প্রত্নায় পত্যে' পদদ্বয় উপলক্ষে 'পুরাতন স্বামী' অর্থে নানা পুরাবৃত্তের সংশ্রব-সংশয় সূচনা করা হয়। এই সকল কারণে ঋকের প্রচলিত অর্থ-সমূহের মর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে এই যে,—"আমরা যেমন ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে হবিরন্ন অর্পণ করি, তেমনই তাঁহার স্তবও করিয়া থাকি। পুরাতন স্বামী সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তবকারীরা মন দিয়া, হৃদয় দিয়া, জ্ঞান দিয়া, স্তোত্র-সকলকে যেমন মার্জ্জনা করিতেন; সেইরূপ শত্রুগণের ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি গান করি।"

আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি "প্র-বৃণি" ক্রিয়াপদ অব্যাহত রাখিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। "প্রয় ইব" উপমার মর্ম্ম যেরূপ ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই ভাবই অব্যাহত দেখিতেছি। ফলতঃ, মন্ত্রান্তর্গত পদগুলিকে অব্যাহত রাখিয়া আমরা যে ব্যাখ্যার পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছি, আমাদিগের বিভক্ত তিনটী অংশে তাহাই বোধগম্য হইবে। আমাদিগের ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশে "অস্মা" হইতে "মর্জ্জয়ন্ত" পর্য্যন্ত পদ কয়েকটীতে,—অনাদি-কাল হইতে যিনি আমাদিগকে পালন করিয়া আসিতেছেন, জ্ঞানিগণ সর্ব্বতোভাবে একান্ত তাঁহার আরাধনা করেন,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ অংশের 'প্রত্নায়' পদে 'পুরাতন সনাতন অনাদি' ভাব প্রাপ্ত হই। * 'দিয়ঃ' পদে জ্ঞানিগণ অর্থ আসে 'মর্জ্জয়ন্ত' পদে আত্ম-সংস্কার-সাধনের বা তন্নিমিত্ত আরাধনার ভাব প্রকাশ পায়। ঐ ক্রিয়া-পদকে 'দিয়ঃ' এই কর্তৃপদের সহিত আমরা সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করি। এই সকল বিষয় বিচার করিলে, ঐ মন্ত্রাংশে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সমীচীনতা উপলব্ধ হইবে।

---

* যাঁহাদিগের ধারণা, আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, এই অংশের 'প্রত্নায় পত্যে' পদদ্বয় দৃষ্টে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ দুই পদে সেই আদিম বা স্থানের বিষয় প্রখ্যাত আছে। সেখানে ইন্দ্র যাহাদিগের অধিপতি ছিলেন, তাঁহাদিগেরই দলভুক্ত কোনও কবি এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু আমরা সে সিদ্ধান্তে যৌক্তিকতা দেখি না। 'প্রত্নোক' প্রভৃতি বিষয়ে মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আমাদিগের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "ইৎ আঙ্গূষং প্র-যংসি" পদ-কয়টী আছে। উত্তম পুরুষে 'প্র-যংসি' ক্রিয়াপদ-হেতু স্বতঃই ঐ অংশে সম্বোধনের আকাঙ্ক্ষা আসে; আর, তদনুসারে আমরা "হে ভগবান্! ত্বং" ইত্যাদি পদ অধ্যাহার করিয়াছি। 'আঙ্গূষং' পদে 'স্তোত্র বা সাধনোপায়' অর্থ আসে। প্রকৃষ্ট স্তোত্র বা সাধনোপায় ভগবান্ কাহাদিগকে প্রদান করেন? প্রথম অংশে যে জ্ঞানিগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, এখানে সেই জ্ঞানিগণের প্রতিই লক্ষ্য আসে। সুতরাং "তান্ সদ্বুদ্ধিসম্পন্নান্ জ্ঞানিনঃ" পদত্রয় ঐ স্থলে অধ্যাহার করিয়াছি দেবতার স্বরূপ "প্রত্নায় পত্যে" (ব্যাখ্যার প্রথমাংশে) পদদ্বয়ের মর্ম্মানুসরণে উপলব্ধ হয়। আর, সেই জ্ঞানিগণ যে কেমন, তাঁহাদিগের 'হৃদা মনসা মনীষা' প্রভৃতির দ্বারা একান্ত ভগবানের আরাধনার প্রসঙ্গে, বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ সাধকগণকেই ভগবান্ সাধনার প্রকৃষ্ট উপায় প্রদান করেন। এই নিত্যসত্য তত্ত্বই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে।

উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয়াংশে, "উ প্রম্নঃ ইব বাধে সুবৃক্তি ভরামি" পদ-কয়েকটীতে কি ভাব প্রকাশ পায়, বুঝা যাউক। বুভুক্ষিত যেমন অন্নের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সেইরূপ ব্যাকুলতার সহিত আমরা যদি আমাদিগের শত্রু-দমনের জন্য ভগবানের অনুসন্ধানে ফিরি, আমাদিগের সকল কর্ম্ম—সকল যাগযজ্ঞ—সকল স্তোত্র-মন্ত্র—যদি তাঁহার উদ্দেশে ন্যস্ত করিতে পারি, তাহা হইলেই সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। এখানে তাই প্রার্থনাকারী সঙ্কল্প করিতেছেন,—'আমি যেন বুভুক্ষিত ব্যক্তির অন্নানুসন্ধানের ন্যায় আমার সমস্ত উদ্যম, সকল কর্ম্ম-সামর্থ্য এবং সকল কর্ম্ম ভগবানের সন্ধানে নিয়োজিত করিতে পারি।' ইহাই এই ঋকের মুখ্য প্রার্থনা। ফলতঃ, এই ঋকে তিনটী ভাব পরিব্যক্ত আছে। প্রথমতঃ, অনাদি কাল হইতে যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, জ্ঞানী সাধকগণ তাঁহার আরাধনায় ন্যস্তচিত্ত আছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভগবানই জ্ঞানিগণকে সাধনার পথ প্রদর্শন করেন। তৃতীয়তঃ, আমরা যেন ভগবানে সর্ব্ব-সমর্পণ করিতে পারিয়া তাঁহার অনুকম্পায় আমাদিগের পাপরূপ শত্রুকে দমন করিতে সমর্থ হই। (১ম—৬১সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং

ভরামাঙ্গূষমাস্যেন।

মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ

সূরিং বাবৃধধ্যৈ ॥ ৩ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মৈ। ইৎ উং ইতি। ত্যং। উপহমং স্বঃহসাং।

ভরামি। আঙ্গূষং। আস্যেন।

মংহিষ্ঠং। অচ্ছোক্তিভিঃ। মতীনাং। সুবৃক্তিহভিঃ।

সূরিং। ববৃধধ্যৈ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বাবৃধধ্যৈ' (আত্মনঃ বর্দ্ধয়িতুং, অস্মাকং আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং ইতি ভাবঃ। 'সুবৃক্তিভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানৈঃ সহ) 'অচ্ছোক্তিভিঃ' (স্বচ্ছৈর্ব্বচোভিঃ, কলুষরহিতৈঃ মন্ত্রৈঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'উপমং' (উপমানহেতুভূতং; উপমারহিতং ইতি ভাবঃ) 'স্বর্ষাং' (সুষ্ঠু অরণীয়স্য ধনস্য দাতারং) 'মংহিষ্ঠং' (মহত্বসম্পন্নং) 'সূরিং' (অজ্ঞান-নাশকং) 'ইন্দ্রং (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) আরাধয়িতব্যং ইতি শেষঃ। 'উ' (অতঃ) 'মতীনাং' (অন্তররিস্থিতানাং সত্ত্বভাবানাং প্রবৃদ্ধং, ভূমিঃস্থিতং হৃদিস্থিতং বা ইতি ভাবঃ।

'আঙ্গূষং' (স্তোত্রং, 'আস্যেন' (উচ্চারিতেন বাক্যেন) 'ইৎ' (এব, যেনাহং) 'অস্মা' (অস্মৈ ইন্দ্রায়) 'ভরামি' (সমর্পয়ামি)। অয়ং ভাবঃ-দেবানাং উদ্দেশে যুগপৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানো মন্ত্রোচ্চারণশ্চ আত্মোৎকর্ষবিধায়কঃ; অতোঽহং মনঃপ্রাণ-সমর্পণায় দেবানাং সম্বন্ধিনে কর্ম্মানুষ্ঠানায় দেবারাধনায় চ প্রবৃত্তো ভবামি। (১ম ৬১সূ-৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের আত্মোৎকর্ষসাধনের জন্য, সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের সহিত কলুষরহিত মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা, সেই অনুপম, সুষ্ঠুধনের দাতা, মহত্ত্বসম্পন্ন, অজ্ঞাননাশক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আরাধনা করা কর্ত্তব্য; অতএব, হৃদিস্থিত স্তোত্রকে উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা আমি যেন সেই ইন্দ্রদেবকেই সমর্পণ করি। (ভাব এই যে,—যুগপৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও মন্ত্রোচ্চারণ আত্মোৎকর্ষবিধায়ক; অতএব, আমি মনে প্রাণে দেবকার্য্যে ও দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হই।)। (১ম—৬১সূ—৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্মা ইদু। অস্মা এবেন্দ্রায় ত্যং তং প্রসিদ্ধমুপমমুপমানহেতুভূতং স্বর্ধাং সুষ্ঠুরণীয়স্য ধনস্য দাতারং স্বৃ'রং বিপশ্চিতমিন্দ্রং বাবৃধধ্যৈ বর্দ্ধয়িতুং সুবৃক্তিভিঃ সুষ্ঠু বিবর্জ্জকৈঃ। সমর্থৈরিত্যর্থঃ। মতীনাং স্তুতীনাং সম্বন্ধিভিরচ্ছোক্তিভিঃ স্বচ্ছৈর্বচোভির্মংহিষ্ঠমতিশয়েন প্রবৃদ্ধমেবংলক্ষণমাঙ্গূষমাঘোষমাস্যেন মুখেন ভরামি। করোমীত্যর্থঃ॥

উপমং। উপমীয়তেঽনেনেত্যুপমঃ। ঘঞর্থে কবিধানমিতি করণে কপ্রত্যয়। আতো লোপ ইটিচেত্যাকারলোপঃ। স্বর্ধাং। সুপূর্ব্বাদর্ত্তেৰ্বিজন্তং স্বর্শব্দঃ। বধূ দানে। জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। সনোতেরনঃ। পা ৮৩১৮।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্মা ইদু' অর্থাৎ সেই ইন্দ্রদেবকেই। প্রসিদ্ধ উপমান হেতুভূত সুষ্ঠু অরণীয় ধনের দাতা বিপশ্চিত (বিজ্ঞ) ইন্দ্রকে বাড়াইবার জন্য, সুষ্ঠু মার্জ্জকের অর্থাৎ সামর্থ্যের দ্বারা, স্তুতি-সমূহের সম্বন্ধীয় স্বচ্ছবাক্যসমূহের দ্বারা, অতিশয় প্রবৃদ্ধ এবম্বিধ লক্ষণবিশিষ্ট আঘোষকে (শব্দকে বা স্তোত্রকে) মুখের দ্বারা উচ্চারণ করিতেছি

উপমং। ইহার দ্বারা উপমিত হয় এই অর্থে উপমঃ পদ সিদ্ধ হয়। 'ঘঞর্থে কবিধানম্' ইত্যাদি সূত্রে করণে ক-প্রত্যয়। 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আ-কারের লোপ। স্বর্ধাং। সু-পূর্ব্বক ঋ ধাতু বিজন্ত স্বর্শব্দঃ। দানার্থক বধূ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'জনসনখনক্রমগমঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিট্ প্রত্যয় হয়। 'বিড্বনোরনুনাসিকঃ' ইত্যাদি সূত্র-হেতু আৎ হইয়াছে।

ইতি ষত্বং। ভরামি। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। অচ্ছোক্তিভিঃ। অচ্ছা উক্তয়ো যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মতীনাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। বাবৃধধ্যৈ। বৃধু বৃদ্ধাবিত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তুমর্থেসেসেনিতি কধ্যৈপ্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। দ্বির্ভাবশ্ছান্দসঃ। যদ্বা। বহুলুগস্মাদস্মিন্‌প্রত্যয় আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদ্রীগাগমাভাবঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সাংহিতিকমভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। (১ম ৬১সূ—৩ঋ)॥

* * *

তৃতীয় (৭১৪) ঋকের বিশদার্থ।

—§:○*○:§—

এই ঋক্‌টীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে ঋষি যেন মুখে মুখে ইন্দ্রদেবতার স্তব করিতেছেন। "সুবৃক্তিভিঃ মতীনাং অচ্ছোক্তিভিঃ আঙ্গূষং আস্যেন ভরামি"—এই কয়েকটী পদ হইতে ঐরূপ অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। উহার 'সুবৃক্তিভিঃ' পদে 'সুসংস্কৃত করিয়া' অর্থ গ্রহণ করা হয়। সেই উপলক্ষে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক রচনার দ্বারা—এইরূপ পরিকল্পনা প্রকাশ পায়। 'মতীনাং' পদ আছে বলিয়া, রচনার বিষয় মনে মনে কল্পনা করা হইয়াছিল—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সকল কারণে, ঋষি কর্ত্তৃক মন্ত্রের রচনা ও মন্ত্রের উচ্চারণ অর্থই খ্যাত দোষ। সেই যে মন্ত্র রচিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল, সে যেন কেবল—ইন্দ্র দেবতাকে বাড়াইবার জন্য। তার পর, আরও একটু রহস্যের বিষয়, ঋকে "বাবৃধধ্যৈ" পদ আছে; তাহাতে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, ইন্দ্রদেবকে বাড়াইবার জন্যই ঋষিরা ঐ সকল মন্ত্র রচনা করিতেন

আমাদের ব্যাখ্যায় আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী পদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে লক্ষ্য করি। প্রথম—'বাবৃধধ্যৈ' পদ। ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে মানুষ

'সনোতেরন' (পা০ ৮।৩।১০৮) ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। ভরামি। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। অচ্ছোক্তিভিঃ। 'অচ্ছা উক্তয়ো যেষাং' এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব। মতীনাং। 'নামন্যতরস্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে নাম্-এর উদাত্তত্ব। বাবৃধধ্যৈ। বৃদ্ধ্যর্থক বৃধু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে কধ্যৈ প্রত্যয়। কিত্ব-হেতু গুণের অভাব। ছান্দস-হেতু দ্বির্ভাব। অথবা, ষষ্ঠের লোপ-হেতু ঐ প্রত্যয় আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু রীগাগমাভাব। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। প্রত্যয়-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৬১সূ—৩ঋ)॥

* * *

আবার বাড়াইবে কি? কোনও রাজার বা রাজপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহাদিগের অনুগ্রহলাভ প্রত্যাশায়, অধুনা অনেকে স্তবস্তুতি-প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন; এবং তদ্দ্বারা সেই রাজা বা রাজপুরুষ গর্ব্বিত স্ফীত বা প্রবর্দ্ধিত হন সেই ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত থাকায়, সাধারণতঃ এই প্রকার অর্থই এখানে আসিয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ বাক্যের 'বাবৃধধ্যৈ' পদ সে ভাব ব্যক্ত করিতেছে না। কেন-না, দেবতার সম্বন্ধে ঐ পদ এখানে প্রযুক্ত হয় নাই; পরন্তু প্রার্থনাকারীর সম্বন্ধেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। মানুষ আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য ভগবানের উপাসনা করে। এখানে সেই উদ্দেশ্যই ঐ পদে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে "আত্মনঃ বর্দ্ধয়িতুং অস্মাকং আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং বা" পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি। 'সুবৃক্তিভিঃ' পদে 'সৎকর্ম্মসমূহের বা সদনুষ্ঠানসমূহের সহিত' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'অচ্ছোক্তিভিঃ' পদে 'কলুষরহিত মন্ত্রের দ্বারা' ভাব আসে। 'উপমং' পদে—যাহা উপমায় দাঁড়াইতে পারে অর্থাৎ যাহা উপমার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথমাংশে "বাবৃধধ্যৈ" হইতে 'ইন্দ্রং' পর্য্যন্ত পদসমূহে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে, আমাদিগের আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্যই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ভগবানের আরাধনা প্রয়োজন।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে, 'উ' হইতে 'ভরামি' প্রভৃতি পদ কয়েকটীতে আত্মোদ্বোধনার ভাব আসে। ঐ অংশের অন্তর্গত 'মতীনাং' পদটীর অর্থে 'হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত' এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হই। যে স্তোত্রমন্ত্র হৃদয় হইতে বিনির্গত হইয়া মুখে উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ যাহা কেবল মুখের বাক্য নহে, 'মতীনাং' 'আঙ্গূষং' 'আস্নেন' পদ-তিনটীতে সেই ভাব প্রকাশ পায়। ফলতঃ, ইন্দ্রদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে স্তোত্রাদি উচ্চারিত হয়,—এরূপ অর্থ সঙ্গত নহে; পরন্তু আমাদিগের নিজের শ্রেয়ঃসাধনের জন্যই স্তোত্রাদির প্রয়োজন। সৎকর্ম্মের দ্বারাও আমাদিগের মঙ্গল সাধিত হয়। এতদনুসারে এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান সহ অন্তরের সহিত ভগবানকে আরাধনা করিতে পারি।' (১ম—৬১সূ—৫ঋ)॥

— — ✱ — —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

অস্মা ইদু স্তোমং সং হিনোমি রথং

ন তষ্টেব তৎসিনায়।

গিরশ্চ গির্ব্বাহসে সুবৃক্তীন্দ্রায়

বিশ্বমিন্বং মেধিরায় ॥ ৪ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মৈ। ইৎ। উং ইতি। স্তোমং। সং। হিনোমি। রথং।

ন। তষ্টাঽইব। তৎঽসিনায়।

গিরঃ। চ। গির্ব্বাহসে। সুঽবৃক্তি। ইন্দ্রায়।

বিশ্বংঽইন্বং। মেধিরায় ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্বষ্টা' (ত্রাণকারী দেবঃ) 'ন' (যথা) 'রথং' (উচ্চগতিপ্রাপ্ত্যর্থং যানং, পরিত্রাণোপায়ং, সৎকর্ম্ম সুমনো বা) প্রেরয়তি, তদ্বৎ স ইন্দ্রঃ 'বিশ্বমিন্বং' (সর্ব্বোৎকৃষ্টং, শ্রেষ্ঠং, রক্ষোপায়ং ইতি ভাবঃ) 'স্তোমং' চ (স্তোত্রং, সাধনোপায়ং পরিত্রাণোপায়ং বা) অস্মভ্যং দদাতি ইতি শেষঃ। 'উ' (অতঃ) 'তষ্টেব' (ত্রাণকারী দেব ইত্যেব জ্ঞানেন) 'তৎসিনায়' (অন্নদাত্রে, রক্ষাকারিণে) 'গির্ব্বাহসে' (মন্ত্রেণ সংবাহিতায়) 'মেধিরায়' (প্রজ্ঞানরূপায়)

'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'গিরঃ' (স্তোত্রাণি) 'সুবৃক্তি চ' (সুকর্ম্ম কর্ম্মফলং বা চ) 'ইৎ' (এব, যেনাহং) 'সং হিনোমি' (সমর্পয়ামি)। অয়ং ভাবঃ-ভগবান্ ইন্দ্রদেব এব সর্ব্বেষাং মনুষ্যাণাং পরিত্রাণকারী; অতঃ তস্মৈ সর্ব্বসমর্পণার্থং সঙ্কল্পঃ প্রকাশয়তি। (১ম-৬১সূ-৪ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রাণকারী দেবতা যেমন পরিত্রাণোপায়-স্বরূপ সৎকর্ম্ম বা সদন্তঃকরণ-রূপ যান প্রেরণ করেন, সেইরূপ সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিত্রাণের উপায় (মন্ত্র) আমাদিগকে প্রদান করেন। অতএব, ত্রাণকারী দেবতা-জ্ঞানে, (আমাদিগের) রক্ষাকারী, মন্ত্রের দ্বারা সংবাহিত, প্রজ্ঞানরূপী, প্রসিদ্ধ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে, আমাদিগের স্তোত্র-সমূহকে এবং সুকর্ম্মকে বা কর্ম্মফলকে যেন আমি সমর্পণ করি। (ভাব এই যে,—ভগবান্ ইন্দ্রদেবই মনুষ্যগণের পরিত্রাণকারী; অতএব, তাঁহার উদ্দেশে সর্ব্বসমর্পণের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে)। (১ম—৬১সূ—৪ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

অস্মা এবেন্দ্রায় স্তোমং শস্ত্ররূপং স্তোত্রং সং হিনোমি। প্রেরয়ামি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। তৎসিনায়। সিনমিত্যন্ননাম। সিনমন্নং ভবতি সিনাতি ভূতানীতি যাস্কঃ। নি০ ৫।৫। তেন রথেন সিনমন্নং যস্য স তথোক্তঃ। তস্মৈ রথস্বামিনে তষ্টেব। তষ্টা তক্ষকো রথনির্ম্মাতা রথং ন যথা রথং প্রেরয়তি তদ্বৎ। ইবেত্যেতৎপদপূরণং। তথা গির্ব্বাহসে গীর্ভিঃ স্তুতিভিরূহ্যমানায়েন্দ্রায় গিরশ্চ শস্ত্রসম্বন্ধিনীঃ কেবলা ঋচশ্চ সুবৃক্তি শোভনমার্জ্জনং যথা ভবতি তথা প্রেরয়ামি। তথা মেধিরায় মেধাবিনে ইন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং বিশ্বব্যাপকং বিশৈশ্বর্য্যাপ্তং সর্ব্বোৎকৃষ্টং হবিশ্চ সংহিনোমীত্যনুষঙ্গঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রের উদ্দেশেই শস্ত্ররূপ স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—'তৎসিনায়'। সিন—এই পদ অন্ননামবাচক। নিরুক্তে (নি০ ৫।৫) যাস্কের উক্তি—'সিনমন্নং ভবতি সিনাতি ভূতানি' ইত্যাদি। সেই রথের দ্বারা 'সিনং' অর্থাৎ অন্ন যাহার তিনি। সেই রথের স্বামীকে তষ্টাকেই। তষ্টা তক্ষক বা রথনির্ম্মাতা। 'রথং ন' অর্থাৎ যেমন রথ প্রেরণ করেন, সেই মত। 'ইব ইতি' পদ—পাদপূরণে। আর, স্তুতির দ্বারা বহনীয়। ইন্দ্রের জন্য শস্ত্র-সম্বন্ধীয় কেবল ঋক্ এবং সুবৃক্তি (শোভন আবর্জ্জন যাহাতে হয় তাহা) প্রেরণ করিতেছি। আর, মেধাবী ইন্দ্রের জন্য বিশ্বব্যাপক সর্ব্বোৎকৃষ্ট হবিঃ প্রেরণ করিতেছি।

হিনোমি। হি গতৌ বৃদ্ধৌ চ। স্বাদিত্বাৎ শ্নুঃ। তষ্টেব। তক্ষ তনূকরণে। তাচ্ছীলিকস্তৃন। উদিত্বাৎ পক্ষে ইডভাবঃ। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চেতি ককারলোপঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তৎসিনায়। সিনশব্দঃ ষিঞ্ বন্ধন ইত্যস্মাদিণ্ সিঞ্ দীঙ্ ষ্যবিভ্যো নক্। উ০ ৩।২। ইতি নক্প্রত্যয়ান্তঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গির্ব্বাহসে। বাহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসীতি বহতেঃ কেবলাদ্বিহিতোঽসুনপ্রত্যয়ো গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি বচনাৎ কারকপূর্ব্বস্যাপি ভবতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। ণিদিত্যনুবৃত্তেঃ উপধাবৃদ্ধিঃ। হলি চেতি দীর্ঘাভাবশ্ছান্দসঃ। বিশ্বমিন্বং। ইবি ব্যাপ্তৌ। বিশ্বমিন্বতি ব্যাপ্নোতীতি বিশ্বমিন্বং। পচাদ্যচ্। লুগভাবশ্ছান্দসঃ। যদ্বা খল্প্রত্যয়ে বহুলবচনাদস্মাদপি ধাতোর্দ্রষ্টব্যঃ। মেধিরায়। মেধা অস্যাস্তীতি মেধিরঃ। মেধারথাভ্যামিরন্নিরচৌ বক্তব্যৌ। পা০ ৫।২।১০৯ ৩। ইতি মত্বর্থীয় ইরন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম ৬১সূ ৪ঋ)॥

* * *

চতুর্থ (৭১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত "রথং ন তষ্টেব তৎসিনায়"—এই বাক্যাংশের অর্থ উপলক্ষে, ভাষ্যের ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে এখানে 'তষ্টা' পদে তক্ষণকারী সূত্রধর 'রথ-নির্ম্মাতা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে "রথং ন তষ্টা" এই

হিনোমি। গতি ও বৃদ্ধি অর্থমূলক হি ধাতু হইতে উৎপন্ন। স্বাদিগণীয় হেতু শ্নুঃ। তষ্টেব। তনূকরণার্থক তক্ষ্ হইতে উৎপন্ন। তাচ্ছীলিক বিষয়ে তৃন। উদিত্ত্ব-হেতু পক্ষে ইটের অভাব। 'স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ' ইত্যাদি সূত্রে ক কারের লোপ নিত্ত্ব হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। তৎসিনায়। সিনশব্দ বন্ধনার্থক ষিঞ্ হইতে উৎপন্ন। উণা 'ইণ্ সিঞ্ দীঙ্ ষ্যবিভ্যো নক্' (উ০ ৩২ ইত্যাদি সূত্রে নক্-প্রত্যয়ান্ত। বহুব্রীহি হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। গির্ব্বাহসে। 'বাহিহাধাঞ্ভ্যঃ ছন্দসি' এই নিয়মে বহ ধাতু হইতে কেবল-হেতু-বিহিত অসুন-প্রত্যয়। তজ্জন্য, 'গতিকারকয়ো' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হয়,—এইরূপ বচন আছে। সেই বচন অনুসারে কারক-পূর্ব্বেরও পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব হয়। ণিদত্তোর অনুবৃত্তি-হেতু উপধার বৃদ্ধি। 'হলি চ' ইত্যাদি সূত্রে ছান্দসে দীর্ঘের অভাব। বিশ্বমিন্বং। ইবি ধাতু ব্যাপ্তি অর্থ বুঝায়। বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে,—এই অর্থে 'বিশ্বমিন্বং' পদ সিদ্ধ হয়। পচাদি-হেতু অচ্ প্রত্যয়। ছান্দসে লুকের অভাব। অথবা, খল্ প্রত্যয়-বিষয়ে বহুল-বচন হেতু ঐ ধাতু দ্রষ্টব্য। মেধিরায়। উহার মেধা আছে—এই অর্থে মেধিরঃ পদ হয়। 'মেধারথাভ্যামিরন্নিরচৌ বক্তব্যৌ' (পা ৫।২।৮ ৩) ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় ইরন্ প্রত্যয়। নিত্ত্ব হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৬১সূ—৪ঋ)॥

উপমার অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'রথনির্ম্মাণকারী যেমন রথস্বামীর নিকট রথ প্রেরণ করেন' ইত্যাদি। 'তৎসিনায়' পদে, এই উপলক্ষে 'রথস্বামী' অর্থ আসিয়াছে। 'ইব' পদটীকে পাদপূরণে ধরিয়া লইয়া, 'ন' পদে এখানে কেবল একটী উপমা মাত্র স্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রকারে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত-রূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। যথা,—

"যে প্রকার রথনির্ম্মাতা রথস্বামীকে রথ প্রেরণ করে, সেইরূপ ইন্দ্রের নিকট আমি স্তব প্রেরণ করি। স্তুতির দ্বারা উহ্যমান যে ইন্দ্র, তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র-সকল শোভন প্রকারে কীর্ত্তন করি। মেধাবী ইন্দ্রের নিমিত্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করি।"

এই প্রকার অর্থে কাল-বিশেষে ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক এই ঋক্ যে রচিত ও উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই মনে আসে। বেদ-মন্ত্রের ইহাই অভিনবত্ব যে, যে দৃষ্টিতে যিনি উহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে তদনুযায়ী ভাবই প্রতিভাত হইবে। যাঁহারা বেদকে আদিম অসভ্য সমাজের রচনা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা উহার মধ্যে কাল-বিশেষের ও ব্যক্তি-বিশেষের সংস্রবই দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রটীকে বিভাগ করিয়াছি এবং যে দৃষ্টিতে উহার অর্থ-পরিগ্রহণের সার্থকতা দেখিতেছি, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। 'ন' এবং 'ইব' দুইটী পদেই যে উপমার ভাব আছে, তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। সেই দৃষ্টিতে প্রথমে পদ-কয়েকটীর অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখুন। তদ্দ্বারাই সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বোধগম্য হইবে।

প্রথম 'তষ্টা' পদ। ঐ পদে যে ত্রাণকারী দেবতাকে বুঝায়, তাহা আমরা অনেক স্থলে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। 'রথং' পদে যে, সৎ-কর্ম্মকে বা সদ্ভাবপূর্ণ অন্তঃকরণকে বুঝায়, তদ্বিষয়ও নানা স্থলে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, "তষ্টা ন রথং" উপমায় কি ভাব প্রাপ্ত হই; যে দেবতা বা যে ভগবদ্বিভূতি মনুষ্যগণকে পরিত্রাণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আমরা উচ্চগতি-প্রাপ্তির যান-স্বরূপ অথবা পরিত্রাণের উপায়-স্বরূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই এবং সুগম বা সদন্তঃকরণ লাভ করি।

ত্রাণকারী দেবতা যেমন আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় বা পথ আমাদিগকে প্রদান করেন, তাঁহার অনুকম্পায় আমাদিগের স্বর্গাদি লাভের বা উচ্চগতি-প্রাপ্তির সহায়-স্বরূপ রথ (সৎকর্ম্ম বা সদন্তঃকরণ) যেমন আমাদিগের নিকট আসে, ভগবান্ ইন্দ্রদেব সেইরূপ আমাদিগকে 'বিশ্ব-মিন্বং স্তোমং' প্রদান করে। 'বিশ্বমিন্বং' পদে 'সর্ব্বোৎকৃষ্টং' এবং 'স্তোমং' পদে আমরা 'সাধনোপায়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ "ত্বষ্টা ন রথং" বাক্যাংশে ত্রাণকারী দেবতা যেমন আমাদিগকে পরিত্রাণের জন্য রথ প্রেরণ করেন, ইন্দ্রদেবও সেইরূপ আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার রক্ষণোপায় প্রদান করেন। মন্ত্রের ঐ পাঁচটী পদে ('ত্বষ্টা ন রথং বিশ্বং অস্মং'—এই পাঁচটী পদে) আমরা এবম্বিধ উপমার ভাব প্রাপ্ত হই।

এইরূপ, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার "উ" হইতে "সং হিনোমি" ইত্যাদি পদসমূহে সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের কয়েকটী গুণ-বিশেষণ মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তৎসহ তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্রসমূহ ও কর্ম্মফল সমর্পণের সঙ্কল্প ব্যক্ত হইয়াছে। এই অংশে আমরা মন্ত্রান্তর্গত 'ইব' পদের সংযোগ সার্থকতা দেখিতে পাই। যে ত্বষ্টা ত্রাণকারী, সেই ত্বষ্টার ন্যায় ত্রাণকারী জ্ঞান করিয়া আমরা যেন ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে আমাদিগের কর্ম্মাদিকে ন্যস্ত করিতে পারি, এখানে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'তৎসিনায়' পদে তিনি যে অন্নদাতা রক্ষাকারী, এই ভাব প্রাপ্ত হই। 'গির্ব্বাহসে' পদে স্তোত্রমন্ত্রের দ্বারা তিনি সংবাহিত হইয়া থাকেন—এতদ্রূপ অর্থ পাইতে পারি। তিনি যে প্রজ্ঞানরূপ, 'মেধিরায়' পদে তাহাই পরিব্যক্ত। 'সুবৃক্তি' পদে সুকর্ম্ম বা কর্ম্মফল অর্থ আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ভাব দাঁড়ায়,—'আমরা যেন আমাদিগের পরিত্রাণকারী জ্ঞানে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হই, এবং তাঁহার উদ্দেশে আমাদিগের সমস্ত কর্ম্ম বা স্তোত্র যেন নিয়োজিত করিতে পারি।'

দেবতা বা দেবভাবই পরিত্রাণকারী; পরিত্রাণকারী জানিয়া যেন দেবতার বা দেবভাবের প্রতি নির্ভর-পরায়ণ হইতে পারি। আমরা মনে করি, এই ঋক্ এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৬১সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

অস্মা ইদু সপ্তিমিব শ্রবস্যেন্দ্রায়ার্কং

জুহ্বা৩ সমঞ্জে

বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং

গূর্ত্তশ্রবসং দর্ম্মাণং ॥ ৫ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মৈ। ইৎ। উং ইতি। সপ্তিংঽইব। শ্রবস্যা। ইন্দ্রায়। অর্কং।

জুহ্বা। সং। অঞ্জে।

বীরং। দানঽওকসং। বন্দধ্যৈ। পুরাং।

গূর্ত্তঽশ্রবসং। দর্ম্মাণং ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সপ্তিমিব' (সপ্তকিরণা যথা অবিচ্ছিন্নভাবেন সূর্য্যসম্বন্ধবিশিষ্টাঃ তদ্বৎ) 'অর্কং' (মম ভক্তিরূপং মন্ত্রং—জ্ঞানজ্যোতিঃসমন্বিতং হবিঃ ভাবঃ। 'শ্রবস্যা' (আত্মরক্ষণেচ্ছয়া, মম শ্রেয়োলাভায়) 'জুহ্বা' (মদীয়েন জিহ্বাগ্রেণ, বাগেন্দ্রিয়েণ সহ) 'ইৎ' (এব, যেনাহং) 'সং হিনোমি' (সম্যক্ সম্বন্ধযুতং অভিন্নং বা করোমি); 'উ' (অতঃ) 'বীরং' (শত্রুবিনাশ-তৎপরং) 'দানৌকসং' (মঙ্গলদানানামেকনিলয়ং) 'গূর্ত্তশ্রবসং' (পরমশ্রেয়ঃসাধকং) 'পুরাং দর্ম্মাণং' (শত্রূণাং সাশ্রয়স্থলং বিদারয়িতারং, অসৎবৃত্তেরাশ্রয়নির্ম্মূলকারকং) 'অস্মৈ'

(ইন্দ্রায়) 'বন্দধ্যৈ' (স্তুতিং সমর্পয়িতুং আরাধয়িতুং বা প্রবৃত্তোঽস্মি)। অয়ং ভাবঃ—মদীয়া রসনা অবিচ্ছিন্নভাবেন ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনায় প্রবৃত্তো ভবতু, তথাচ যেনাহং নিরন্তরং ভগবদারাধনায়াং নিবিষ্টো ভবামি তৎপ্রবৃত্তিরস্তু। (১ম—৬১সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সপ্তকিরণ যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, তদ্রূপ আমার স্তুতিরূপ (জ্ঞানজ্যোতিঃসমন্বিত) মন্ত্রকে আমার শ্রেয়োলাভের জন্য আমার জিহ্বার সহিত যেন আমি নিত্য-সম্বন্ধযুত (অভিন্ন) রাখি; শত্রুনাশতৎপর, মঙ্গল-দানের একমাত্র আশ্রয়, পরমশ্রেয়ঃ-সাকে, অসদ্বৃত্তিরূপ শত্রুগণের আশ্রয়-নির্ম্মূল-কারক, সেই ইন্দ্রদেবকে যেন আমি আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হই। (ভাব এই যে,—আমার রসনা অবিচ্ছিন্ন ভগবৎগুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউক এবং আমি ভগবানের আরাধনায় নিরন্তর যেন নিবিষ্ট থাকি)। (১ম—৬১সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্মা এবেন্দ্রায়ার্কং স্তুতিরূপং মন্ত্রং প্রশস্তা প্রবস্যয়ান্নেচ্ছয়া। অন্নলাভায়েত্যর্থঃ। জুহ্বাহ্বানসাধনেন বাগিন্দ্রিয়েণ সমঞ্জে সসক্তং করোমি। একীকরোমীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সপ্তিমিব। যথান্নলাভায় গন্তুকামঃ পুমান্ অশ্বং রথেনৈকীকরোতি তদ্বৎ। একীকৃত্য চ বীরং শত্রুক্ষেপণকুশলং দানৌকসং দানানামেকনিলয়ং গূর্ত্তশ্রবসং প্রশস্যান্নং পুরামসুরপুরাণাং দর্ম্মাণং বিদারয়িতারং। এবং গুণবিশিষ্টমিন্দ্রং বন্দধ্যৈ বন্দিতুং স্তোতুং প্রবৃত্তোঽস্মীতি শেষঃ॥

সপ্তিমিব। ষপ সমবায়ে। সমবৈতি রথেনৈকীভবতীতি সপ্তিরশ্বঃ। বসস্তিপ্। উ০ ৪।১৮১। ইতি বিধীয়মানস্তিপ্প্রত্যয়ো বহুলবচনাদস্মাদপি ধাতোর্ভবতি। প্রত্যয়স্য

সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে স্তুতিরূপ মন্ত্রকে অন্নলাভের জন্য আহ্বান-সাধক বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সসক্ত করি অর্থাৎ একীভূত করি। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—'সপ্তিমিব'। যেমন অন্নলাভের নিমিত্ত গমনেচ্ছু পুরুষ অশ্বকে রথের সহিত একীকরণ (সংযুক্ত) করে, তদ্বৎ, একীকরণ করিয়া শত্রুক্ষেপণকুশল, দানসমূহের একমাত্র নিলয়, প্রশংসনীয় অন্নস্বরূপ, অসুরদিগের পুরীবিধ্বংসকারী এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রদেবকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সপ্তিমিব। সমবায়ার্থক ষপ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'সমবৈতি' অর্থাৎ রথে একীভূত হয়—এই অর্থে সপ্তি-পদে অশ্ব বুঝায়। 'বসস্তিপ্' (উ০ ৪।১৮১) ইত্যাদি সূত্রে বিধীয়মান তিপ্ প্রত্যয়ে বহুল-বচনহেতু এই ধাতু হয়। প্রত্যয়ের পিত্বহেতু অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বর হইয়াছে।

পঞ্চম (৭১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত "সপ্তিমিব" উপমা এবং "পুরাং দর্মাণং" পদদ্বয়, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে প্রধান সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। 'সপ্তিং' পদে 'অশ্ব' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়। তদনুসারে 'সপ্তিমিব' উপমায় 'অশ্বকে যেমন লোকে রথে সংযুক্ত করে সেইরূপ'—অর্থ আসিয়াছে। আর, "পুরাং দর্মাণং" পদদ্বয়ে অসুরদিগের পুরীসমূহ বিদীর্ণ করার সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'অন্নলাভের জন্য গমনাভিলাষী হইয়া মানুষ যেমন রথে অশ্বকে সংযোজিত করে, সেইরূপ অন্নের অভিলাষী হইয়া আমি ইন্দ্রের স্তব করি; আর, অসুরদিগের পুরীবিদারণকারী বীর ও প্রশংসনীয় অন্নবিশিষ্ট ইন্দ্রকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হই।' এই প্রকার অর্থই অধুনা প্রচলিত। এই অর্থে ইন্দ্রদেবকে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন ও অসুরনাশক এবং কাল-বিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই মনে আসে।

কিন্তু আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিতেছি, তাহাতে সামান্য অন্নলাভের প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হইবে না; পরন্তু দেবতাও মানুষ রূপে পরিগৃহীত হইবেন না। এখানকার 'সপ্তিমিব' উপমাটীও অশ্বের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। আমরা মনে করি, 'সপ্তিমিব' উপমায় সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয় প্রখ্যাত আছে। সপ্তরশ্মি যেমন সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকে, প্রার্থনাকারী এখানে প্রার্থনা জানাইতেছেন অথবা সঙ্কল্প করিতেছেন,—'আমার স্তুতিরূপ মন্ত্র জ্ঞানজ্যোতিঃসমন্বিত হইয়া যেন সেইরূপভাবে ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে।' ঋকে 'অর্কং' পদ আছে। তাহাতে 'স্তুতিরূপং মন্ত্রং' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়। আমরাও সেই অর্থ গ্রহণ করি। তবে ঐ পক্ষে 'অর্কং' পদটীর বিশেষত্ব এই যে, 'অর্কং' যে মন্ত্র, সে মন্ত্রের সহিত জ্ঞানজ্যোতির সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ, যে কোনও বাক্যকে অথবা যে কোনও উদ্দেশে প্রযুক্ত উপাসনাকে আমরা যেন মন্ত্র বলিয়া মনে না করি। আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য পদ-বিত্ত সম্মান প্রভৃতি লাভাকাঙ্ক্ষায়, অনেক সময় আমরা

অনেক মনুষ্যের উৎপাদন করিয়া থাকি। স্বার্থের প্রণোদনায়, "ধন দেও—রূপ দেও—যশ দেও—আমাদিগের শত্রুনাশ কর" এবংবিধ অনেক বাক্য, মন্ত্র-রূপে আমাদিগের মুখ হইতে উচ্চারিত হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, সে সকল স্তোত্র 'অর্ক' মধ্যে গণ্য নহে। যাহার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে, যাহা সেই জ্ঞানময়ের সহিত অভিন্ন, তাহাই 'অর্কং' পদের দ্যোতক। উপমার সঙ্গে সে পক্ষে শুষ্ঠু সঙ্গতিই প্রতিপন্ন হয়। সপ্তরশ্মি যেমন সূর্য্যের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সংবদ্ধ, সেই প্রকার জ্ঞানজ্যোতিঃসমন্বিত মন্ত্রও জ্ঞানময়ের সহিত অভিন্ন সম্বন্ধবিশিষ্ট। এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—সেইরূপ অর্কই যেন আমাদিগের জিহ্বার সহিত সংযুক্ত থাকে; কেন-না, তাহাই আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধক। অতএব, আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধনের জন্য সেইরূপ মন্ত্রই আমরা যেন সর্ব্বদা উচ্চারণ করি;—তাহা যেন আমাদিগের জিহ্বায় অভিন্নভাবে সংবদ্ধ থাকে। এই মন্ত্রের প্রথমাংশের, "সপ্তরশ্মিং" হইতে "সং হিনোমি" পর্য্যন্ত বাক্যাংশে এই ভাবই পরিব্যক্ত। ফলতঃ, যে মন্ত্রের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে, পক্ষান্তরে যে মন্ত্র আমরা জ্ঞানিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা যেন সর্ব্বথা আমাদিগের রসনায় সংলগ্ন থাকে, আমরা কদাচ যেন তাহার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হই। ইহাই প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্প। এই ভাবই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "পুরাং দর্মাণং" পদদ্বয় হইতে যে অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতেই মন্ত্রের সহিত অসুর-বিশেষের সম্বন্ধ আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু সে পক্ষে অতি সহজেই সদর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। 'পুরাং' পদে কেন অসুরদিগের পুরীসকল অর্থ গ্রহণ করি? যিনি দাতা, যিনি বীর, যিনি পরমশ্রেয়ঃসাধক, যিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা, সংক্ষেপতঃ যিনি সকল সদ্ভাবের আধার, তিনি যে বিদারণ করেন—সে কোন্ পুরী? যেখানে অসদ্বৃত্তির আশ্রয়, পাপের যাহা বাসস্থান, এখানে 'পুরাং' পদে তাহারই প্রতি লক্ষ্য আসে না কি? দেবতা বিদারণ করেন, দেবতা ভাঙ্গিয়া দেন, সে সেই পুরসকল—যে সকল স্থানে পাপের সঞ্চার আছে। পাপের যেখানে পরিরন্ধ্র, অসদ্বৃত্তিসকল যেখানে স্ফুটনোন্মুখ, সেই স্থানই দেবতা বা দেবভাব কর্তৃক বিদীর্ণ হয়। এ পক্ষে এখানকার মর্ম্ম এই যে,

প্রার্থনাকারী এখানে সঙ্কল্প করিতেছেন এই যে,—'আমি যেন সেই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি,—যিনি পাপের সংশ্রবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, যিনি পরমশ্রেয়ঃসাধন করেন, যিনি পরমধন দানে অগ্রগণ্য হইয়া আছেন।' ফলতঃ, এ ঋকের লক্ষ্য—সামান্য অন্নলাভ নহে; এ ঋকের সংশ্রব—অসুর-বিশেষের সহিতও পরিদৃষ্ট হয় না। হৃদয়ের অধিস্বামীর অর্চনায় সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়াই এখানকার উদ্দেশ্য। (১ম—৬ সূ—৫ঋ)।

—•—

ষষ্ঠী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একষষ্টিতমং সূক্তং । ষষ্ঠী ঋক্ ।)

অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং
স্বর্য্যং১ রণায় ।
বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম্ম তুজন্নীশানস্তুজতা
কিয়েধাঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

অস্মৈ । ইৎ । ঊং ইতি । ত্বষ্টা । তক্ষৎ । বজ্রং । স্বপঃতমং ।
স্বর্য্যং । রণায় ।
বৃত্রস্য । চিৎ । বিদৎ । যেন । মর্ম্ম । তুজন্ । ঈশানঃ । তুজতা ।
কিয়েধাঃ ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অস্মৈ' (নিত্যসংঘটিতায়, অস্মাকং হৃদয়ান্তর্ভূতায়) 'রণায়' (সদসদ্বৃত্তের্দ্বন্দ্বায়, পাপনাশকায় সংগ্রামায়) 'ত্বষ্টা' (ত্রাণকারী স দেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'স্বপস্তমং' (শোভনকর্ম্মাণং, শত্রুহননকুশলং) 'স্বর্য্যং' (সুষ্ঠুগমনশীলং, ত্বরিতগতিবিশিষ্টং) 'বজ্রং' (আয়ুধং) 'ততক্ষ' (তীক্ষ্ণং করোতি, নির্ম্মাতি); 'উ' (এবং) 'তুজন' (অস্মাকং শত্রূন হিংসন) 'ঈশানঃ' (পরমৈশ্বর্য্যবান্) 'কিয়েধাঃ' (অমিতবলসম্পন্নঃ স দেবঃ) 'চিৎ' (এব) 'বৃত্রস্য' (অস্মাকং অজ্ঞানরূপস্য শত্রোঃ) 'মর্ম্ম' (মর্ম্মস্থানং) 'তুজতা' (হিংসতা, পাপনাশকেন) 'যেন' (প্রসিদ্ধেন বজ্রেণ) 'বিদৎ' (বিদারয়তি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবানেব পাপনাশমূলকঃ। তস্য কৃপয়া এব পাপনাশকং আয়ুধং তৎপ্রয়োগসামর্থ্যঞ্চ বয়ং লভামহে। (১ম—৬১সূ—৬ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদয়ান্তর্ভূত (নিত্য-জাগ্রত) সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব (পাপনাশক সংগ্রামে) ত্রাণকারী সেই দেবতাই শত্রুহননকুশল ত্বরিত-গমনশীল বজ্রকে নির্ম্মাণ করেন; এবং আমাদিগের শত্রুকে হিংসা করিয়া, পরমৈশ্বর্য্যশালী অমিতবলসম্পন্ন সেই দেবতাই, আমাদিগের অজ্ঞানরূপ শত্রুর মর্ম্মস্থানকে সেই পাপনাশক বজ্রের দ্বারা বিদারণ করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—ভগবানই পাপনাশের মূল। তাঁহার কৃপাতেই পাপনাশক আয়ুধ এবং তাহার প্রয়োগ-সামর্থ্য আমরা প্রাপ্ত হই।)। (১ম—৬১সূ—৬ঋ)॥

* . *

সায়ণ ভাষ্যং।

ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মাখ্য ইন্দ্র। অস্মা এবেন্দ্রায় বজ্রং বর্জ্জকমায়ুধং রণায় যুদ্ধার্থং ততক্ষ। তীক্ষ্ণমকরোৎ। কীদৃশং বজ্রং। স্বপস্তমং। অতিশয়েন শোভনকর্ম্মাণং। স্বর্য্যং। সুষ্ঠু শত্রুষু প্রেরয়ং। যদ্বা স্তুত্যং। তুজন শত্রূন হিংসন ঈশান ঐশ্বর্য্যবান কিয়েধা বলবান্ এবং-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রো বৃত্রস্য চিৎ আবরকস্যাসুরস্য মর্ম্ম মর্ম্মস্থানং তুজতা হিংসতা যেন বজ্রেণ বিদৎ। প্রাহার্ষীদিত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা। সেই ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত বর্জ্জক আয়ুধকে (বজ্রকে) যুদ্ধার্থে তীক্ষ্ণ করিয়াছিলেন। কীদৃশ বজ্র? অতিশয়রূপে শোভন-কর্ম্মকারী, সুষ্ঠু শত্রুতে প্রেরয় অথবা স্তুত্য, শত্রুর হিংসাকারী, ঐশ্বর্য্যবান, বলবান, এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র আবরক অসুরের মর্ম্মস্থান হিংসা করিতে (বিদ্ধ করিতে) বজ্রের দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন।

স্বপস্তমং। শোভনমপঃ কর্ম্ম যস্যাসৌ। অতিশয়েন স্বপাঃ স্বপস্তমঃ। তমপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। সোর্মনসী অলোমোষসী ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। স্বর্যং। স্বর্যং তত্রতং তাক্ষেত্রোক্তং বিদৎ। বিদ্লৃ লাভে। লৃদিত্বাৎ চ্লেরঙাদেশঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। তুজন। তুজ হিংসায়াং। শপি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। অতুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। ঈশানঃ। ঈশ ঐশ্বর্য্যে। শানচাদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। অনুদাত্তেত্বাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তুজতা। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং কিয়েধাঃ। অত্র নিরুক্তং। কিয়েধা কিয়দ্ধ ইতি বা ক্রমমাণধা ইতি বেতি। নি০ ৬।২০। অস্যায়মভিপ্রায়ঃ। কিয়ৎ 'কিং পরিমাণমস্য বলমেতস্য বলস্যেয়ত্তাং যঃ কোঽপি ন জানাতীত্যর্থঃ। তাদৃশং বলং দধাতি ধারয়তীতি কিয়দ্ধাঃ। যদ্বা ক্রমমাণমাক্রমমাণং পরেষাং বলং ধারয়তি নিবারয়তীতি ক্রমমাণধাঃ। উভয়ত্রাপি পৃষোদরাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদস্য কিয়েভাবঃ। দধাতের্বিচ্॥ (১ম—৬১সূ—৬ঋ)॥

* * °

ষষ্ঠ (৭১৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§ : ◡ • ◡ : § —

এই ঋক্‌টীর শব্দ-সমাবেশ জটিলতা-পূর্ণ। সহসা ঋক্‌টি পাঠ করিলে এবং উহার ভাষ্য ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিলে, মনে হয়,—এই ঋকে দুই স্বতন্ত্র দেবতার বা মনুষ্য প্রকৃতির বিষয় বিবৃত আছে। প্রচলিত অর্থাদিতে সেই ভাবই অধ্যাহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রচলিত সেই সকল

স্বপস্তমং। শোভনকর্ম্ম যাঁহার—তিনি। অতিশয়রূপে 'স্বপাঃ' অর্থাৎ শোভনকর্ম্ম-বিশিষ্ট—এই অর্থে স্বপস্তমং পদ হয়। 'তমপঃ' পদের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তত্ব। 'সোর্মনসী অলোমোষসী' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। স্বর্যং। তৎকৃত অর্থে 'স্বর্যং' পদ হয়। বিদৎ। লাভার্থক বিদ্লৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। লৃ ইত্যাদি হেতু চ্লি-স্থানে অঙ্ আদেশ। 'বহুলং ছন্দসি মঙ্যোগে অপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত। তুজন। হিংসা অর্থ বুঝাইতে তুজ ধাতু প্রযুক্ত হয়। শপের প্রাপ্তি হেতু ব্যত্যয়ের দ্বারা শঃ। অতুপদেশ-হেতু লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বর হইয়াছে। ঈশানঃ। ঐশ্বর্য্যার্থক ঈশ ধাতু হইতে উৎপন্ন। শানচ্-প্রত্যয়ে অদাদিতা-হেতু শপের লোপ। অনুদাত্তত্ব-হেতু লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বর হইয়াছে। তুজতা। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। কিয়েধাঃ। এ বিষয়ে নিরুক্ত; যথা—'কিয়েধাঃ কিয়দ্ধ ইতি বা ক্রমমাণধা ইতি বেতি' (নি০ ৬।২)। এখানে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে:—কি পরিমাণ বল উহার আছে, যাহা কেহ জানে না। তাদৃশ বল ধারণ করেন—এই অর্থে কিয়দ্ধাঃ পদ হয়। অথবা আক্রমণকারী অপরের বল নিবারণ করিতে পারেন—এই অর্থে ক্রমমাণধাঃ পদ হয়। উভয় স্থলেই পৃষোদরাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের কিয়েভাব। ধারণার্থে বিচ্ প্রত্যয়। (১ম—৬১সূ—৬ঋ)।

অর্থের মর্ম এই যে,—'বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা যুদ্ধার্থ তনন-শাসন এবং শব্দকারী বজ্রকে ইন্দ্রের জন্য শাণিত করিয়া দিয়াছিলেন; আর শত্রুদিগের প্রতি হিংসা-পরবশ হইয়া ইন্দ্রদেব সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছিলেন।' এতদ্দ্বারা মনুষ্যের ক্রিয়া-কলাপের বিষয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মন্ত্রের 'অস্মা' পদের এবং 'ত্বষ্টা' পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে (চতুর্থ ঋকে) 'ত্বষ্টেব' পদে যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এখানে তাহার সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। 'ত্বষ্টা' বলিতে যে ত্রাণকারী দেবতা বুঝায়, তাহা আমরা বিভিন্ন স্থলে প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। 'ত্বষ্টেব' পদে ইন্দ্রদেবকেও ত্রাণকারী দেবতার ন্যায় অর্থাৎ ত্রাণকারী বলা হইয়াছে। আমরা মনে করি, এই ঋকের ঐ পদ ইন্দ্রদেবকেই লক্ষ্য করে। অথবা, ঐ পদে অন্য দেবতা বুঝাইলেও, তিনি ইন্দ্রের জন্য যে বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে অর্থের সঙ্গতি দেখি না। সে পক্ষে আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রাণকারী দেবতা যে বজ্র বা আয়ুধ নির্ম্মাণ করেন, তাহা অন্য দেবতার জন্য নহে;—তাহা আমাদিগেরই জন্য। এখানে 'অস্মা' পদে, আমরা বলি, ইন্দ্রদেবকে বুঝাইতেছে না। আমাদিগের সিদ্ধান্ত, এখানে 'অস্মা' পদের সম্বন্ধ 'রণায়' পদের সহিত। তাহাতে 'অস্মা' পদের ভাবার্থ এই হয় যে, নিত্যসংঘটিত অথবা আমাদিগের হৃদয়ান্তর্ভুক্ত। আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে অহরহ যে সংগ্রাম চলিয়াছে, সদসদ্বৃত্তির যে সংগ্রামে আমরা নিত্য বিপর্য্যস্ত হইতেছি, 'অস্মা রণায়' পদদ্বয়ে সেই সংগ্রামকেই বুঝাইতেছে। সেই সংগ্রামের জন্য, সেই ত্রাণকারী দেবতা যে আয়ুধ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, সে আয়ুধ—শত্রুতননকুশল বা শোভনকর্ম্মপরায়ণ এবং ত্বরিতগতিসম্পন্ন। সেই আয়ুধ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলেই নিগূঢ় তাৎপর্য্য অধিগত হইবে। বিভিন্ন প্রকার শত্রুর সংহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। সকল শত্রুই যে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং সকল শত্রু-নাশেই একরূপ শাণিত খড়্গ আবশ্যক, তাহা নহে। যেমন,—অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর বিনাশ জন্য জ্ঞান রূপ অস্ত্রের প্রয়োজন; মিথ্যা-রূপ শত্রুর হননের জন্য সত্যের জ্যোতিঃ আবশ্যক। এখানেও সেইরূপ, শত্রুই বা কেমন, আর তাহার বধের অস্ত্রই বা কি প্রকার আবশ্যক, তাহা

বিবেচনা করিয়া দেখুন। এখানে বুঝিতে হইবে—সে আয়ুধের স্বরূপ কি? আমরা মনে করি, এখানকার লক্ষ্য—সৎকর্ম্ম বা জ্ঞানরূপ অস্ত্রের প্রতি। ত্রাণকারী দেবতার কৃপায় সৎকর্ম্মে অনুরাগ আসে এবং জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি জন্মে। সেই সৎকর্ম্ম বা জ্ঞানসঞ্চয়ই সেই বজ্রস্থানীয়। সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম যখন হৃদয়ে উপস্থিত হয়, দেবতার অনুকম্পায় তখন যদি সৎ জ্ঞানের উদয়ে সৎ কর্ম্মরূপ অস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ হই, তাহা হইলে সে দ্বন্দ্বে অসদ্বৃত্তি (পাপ) পরাভূত হয়, এবং আমরা মঙ্গল লাভ করি। এ মন্ত্রের প্রথমাংশে, 'অস্মৈ' হইতে 'তক্ষৎ' পর্য্যন্ত পদ-কয়কটীতে উপরি-উক্ত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের—"উ তুকন্" হইতে "বিদৎ" পর্য্যন্ত অংশের—মর্ম্ম কি হইতে পারে, বুঝিয়া দেখুন। এই অংশে, শত্রু যে কেমন এবং কি প্রকারে কাহার দ্বারা সে যে নিহত হয়, তাহাই বিবৃত আছে। শত্রু—বৃত্র। ঐ পদে কেহ বা অসুর অর্থ গ্রহণ করেন; কেহ বা বৃষ্টি অবরোধক মেঘ অর্থ অধ্যাহার করেন। আমরা কিন্তু জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতাকেই বৃত্র-পদের লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে করি। সেই বৃত্রের মর্ম্মস্থান অর্থাৎ অজ্ঞানতার উৎপাদক কারণসমূহ দেবতার কৃপাতেই দেবতার দ্বারাই অপসৃত হয়। সদসদ্বৃত্তির সংগ্রামে দেবতার কৃপায় অসতের বিনাশ-সাধনের জন্য বজ্র যখন আমাদিগের অধিগত হয় অর্থাৎ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যখন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ হই, তখন সেই পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অমিতবলশালী দেবতাই আমাদিগের সহায় হইয়া বজ্রের দ্বারা অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে বিচ্ছিন্ন করেন। অজ্ঞানতার প্রভাব-বশতঃই আমাদিগের রিপুশত্রুগণ প্রবল হয়—হৃদয়রাজ্য অধিকার-পূর্ব্বক তথায় তাঁহারা নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলা আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু ভগবানের করুণা লাভে আমরা সমর্থ হইলেই অজ্ঞানতাও নাশপ্রাপ্ত হয়,—রিপুগণের প্রাধান্যও লোপ পায়।

এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে—'ভগবানের অনুধ্যানে রত হও; তিনিই শত্রুনাশের আয়ুধ প্রস্তুত করিয়া দিবেন; তিনিই শত্রুর বিনাশ-সাধন করিবেন' (১ম—৬১সূ—৬ঋ)।

— — • — —

সপ্তমী ঋক্।।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ
পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না।
মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্বিধ্যদ্বরাহং
তিরো অদ্রিমস্তা ॥ ৭ ॥

* . *

পদ বিশ্লেষণং।

অস্য। ইং উং ইতি। মাতুঃ। সবনেষু। সদ্যঃ। মহঃ।
পিতুং। পপিঃবান্। চারু। অন্না।
মুষায়ৎ। বিষ্ণুঃ। পচতং। সহীয়ান্। বিধ্যৎ। বরাহং।
তিরঃ। অদ্রিং। অস্তা ॥ ৭ ॥

. . .

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

মাতুঃ' (মাতৃস্বরূপস্য প্রতিপালকস্য) 'মহঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠস্য) 'অস্য' (ভগবন্নির্ভরতারূপস্য সত্ত্বভাবস্য) 'সবনেষু' (যাগাদিকর্ম্মসু—সত্ত্বসম্বন্ধিষু ইতি যাবৎ) 'পিতুং' (পিতৃসমং পালকং, শুদ্ধসত্ত্বং) তথা তৎসম্বন্ধিনঃ 'চারু' (চারূণি, শোভনানি) 'অন্না' (অন্নানি, কর্ম্মাণি) 'সদ্যঃ' (নিত্যং) 'পপিবান' (পিবতি, স্বয়মেব গৃহ্লাতি) ভগবান্ ইতি শেষঃ; শত্রুনাশসামর্থ্যং সত্ত্বসাধনঞ্চ সর্ব্বথা ভগবতঃ করুণাসাপেক্ষং ইতি মত্বা যদহং কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রবৃত্তো ভবামি, তদা সর্ব্বং কর্ম্ম এব ভগবতি সমর্পিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। 'উ'

(অস্তঃ, তদা) 'সহীয়ান' (অভিশয়েন শত্রূণাং অভিভবিতা) 'অদ্রিং অস্তা' (পাষাণবদ্দৃঢ়ং শত্রুং ছেদয়িতা) 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকঃ স ভগবান্) 'তিরঃ' (ত্বরয়া) 'পচতং' (শত্রূণাং প্রবৃদ্ধিং) 'মুষায়ৎ' (খণ্ডয়ন) 'বরাহং' (অজ্ঞানতারূপং আবরকং) 'বিধ্যৎ' (বিতাড়য়তি, বিদূরয়তি)। ভগবদনুকম্পাপ্রাপ্ত্যা সহ অস্মাকং রিপূণাং প্রভাবো নাশপ্রাপ্তো ভবতি, অস্মাকমজ্ঞানান্ধকারঞ্চ দূরং যাতি ইতি ভাবঃ। (১ম - ৬১সূ - ৭ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতৃস্বরূপ প্রতিপালক, ভগবানে নির্ভরতা রূপ সেই শ্রেষ্ঠ সত্ত্বভাবের সম্বন্ধীয় যাগাদি-কর্ম্মসমূহে, পিতার ন্যায় পালক শুদ্ধসত্ত্বকে এবং তৎসংক্রান্ত শোভনকর্ম্মসমূহকে ভগবান্ নিত্যকাল গ্রহণ করেন; (ভাব এই যে,— শত্রুনাশ মিথ্যা ও সত্ত্বভাবপ্রাপ্তি সর্ব্বথা ভগবানের করুণাসাপেক্ষ—ইহা বুঝিতে পারিয়া, যখন কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদিগের সকল কর্ম্মই ভগবানে সমর্পিত হয়)। তখন, শত্রুগণের অভিভবয়িতা, পাষাণবৎ দৃঢ় শত্রুর ছেদনকারী, বিশ্বব্যাপক সেই ভগবান্ ত্বরায় শত্রুগণের প্রবৃদ্ধিকে খণ্ডন-পূর্ব্বক অজ্ঞানতা-রূপ আবরককে বিদূরিত করেন। (ভাব এই যে,—ভগবদনুকম্পা-প্রাপ্তির সহিত আমাদিগের রিপুগণের প্রভাব নাশ-প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞানান্ধকার দূরে যায়)। (১ম—৬১সূ—৭ঋ)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

ইত্ উ ইত্যেতাবিপাতদ্বয়ং পাদপূরণং। যদ্বাবধারণার্থং। মাতুর্ম্মিষ্টিদ্বারেণ সকলস্য জগতো নির্ম্মাতুর্য্যতো মহতোহস্য যজ্ঞস্য সবনেষ্ববয়বভূতেষু প্রাতঃসবনাদিষু ত্রিষু সবনেষু পিতুং সোম-লক্ষণমন্নং সদ্যঃ পাপিবান। যদাগ্নৌ হূয়তে তদানীমেব পানং কৃতবানিত্যর্থঃ। তথা চারুম্না চারূণি শোভনানি দানকর্ত্রাদিভাবলক্ষণান্যন্নান্যভক্ষিতবানিতি শেষঃ। কিঞ্চ বিষ্ণুঃ সর্ব্বস্য জগতো ব্যাপকঃ পচতং পরিপক্কমসুরাণাং ধনং যদস্তি তন্মুষায়ৎ অপহরন। সহীয়ান

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইত্ উ' নিপাতদ্বয় পাদপূরণ। অথবা অবধারণার্থে। 'মাতুঃ' অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারা সকল জগতের নির্ম্মাণকর্ত্তা। মহৎ যজ্ঞের অবয়বভূত প্রাতঃসবনাদি ত্রিবিধ সবনে 'পিতুং' অর্থাৎ সোমলক্ষণ অন্নকে সদ্য 'পপিবান্' অর্থাৎ পান করিয়াছিলেন। যখনই অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল, তখনই তাহা তিনি পান করিয়াছিলেন—এই অর্থ। আর, শোভন-দানকর্ত্রাদি ভাবলক্ষণ অন্নসমূহ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আর, 'বিষ্ণুঃ' অর্থাৎ সকল জগতের ব্যাপক, অসুরদিগের পরিপক্ক ধনকে অপহরণ করিয়া, অভিশয়রূপে শত্রুদিগের অভিভব-

ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা পচত্যেরতচ্ প্রত্যয়ঃ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। বিধ্যৎ। ব্যধ তাড়নে। সপ্তি দিবাদিত্বাৎ শ্যন্ তস্য গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। শ্যনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। বরাহং। বরমুদকমাহারো যস্য। যদ্বা বরমাহরতীতি বরাহারঃ সন্ পৃষোদরাদিত্বাদ্বরাহ ইত্যুচ্যতে। অত্র নিরুক্তং বরাহো মেঘো ভবতি বরাহারঃ। বরমাহারমাহার্ষীরিতি চ ব্রাহ্মণমিতি। নি০ ৫৪। যজ্ঞপক্ষে তু বরং চ তদহো বরাহঃ। রাজাহঃসখিভ্য ইতি সমাসান্তষ্টচ্ প্রত্যয়ঃ। চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। অস্তা। অসু ক্ষেপণে ইত্যস্মাৎ বসুকারিণস্তৃনীড়্ভাবশ্ছান্দসঃ। ন লোকাব্যয়েতি ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ। ১ম—৬১সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৭১৮) ঋকের বিশদার্থ।

— § : ◡ * ◡ : § —

এই ঋক্‌টীর অর্থ নিষ্কাশন-সম্বন্ধে নানা প্রকার অন্তরায় দেখিতে পাই। এই উপলক্ষে ভাষ্যে বিবিধ উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে; এবং ভাষ্যানুমত অর্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিবিধ শ্রুতিবাক্য প্রখ্যাপিত আছে। তদনুসারে এই মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। যথা,—

(১) "বৃষ্টিদ্বারা জগৎনির্ম্মাতা যে মহৎ যজ্ঞ, তৎসম্বন্ধীয় প্রাতঃসবনাদিতে সোমরস যে কালে হুত হইয়াছিল, সেই সময়েই ইন্দ্র তাহা পান করিয়াছিলেন, এবং মনোহর হবিরন্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন। জগদ্ব্যাপক, শত্রুদিগের পরাভবকর্ত্তা, বজ্রক্ষেপক ইন্দ্র অসুরদিগের পরিপক্ক ধন অপহরণপূর্ব্বক তির্য্যক্‌ভাবে মেঘকে তাড়না করিয়াছিলেন।"

ধাতুর স্থানে অতচ্ প্রত্যয়। চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্ত। বিধ্যৎ। তাড়নার্থক ব্যধ ধাতু হইতে উৎপন্ন। দিবাদি হেতু সঙে শ্যন হইয়াছে। তাহাতে ঙিত্ত্ব-হেতু 'গ্রহিজ্যা' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। শ্যনের নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। বরাহং। 'বর' অর্থাৎ জল আহার যাহার অথবা 'বরং' আহরণ করে,—এই অর্থে 'বরাহারঃ' হইয়া 'পৃষোদরাদি'-হেতু 'বরাহ' পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এরূপ নিরুক্ত আছে; যথা,— 'বরাহো মেঘো ভবতি বরাহারঃ। বরমাহারমাহার্ষীরিতি চ ব্রাহ্মণমিতি।' (নি০ ৫।৪) যজ্ঞপক্ষে কিন্তু 'প্রশস্ত দিবস' অর্থে বরাহ পদ ব্যবহৃত হয়। 'রাজাহঃসখিভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে অহঃ শব্দ স্থানে সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয়। চিত্ত হেতু অন্তোদাত্তত্ব। অস্তা। ক্ষেপণার্থক অস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে 'বসুকারিণী তৃনীড়' ইত্যাদি নিয়মে ছান্দসে ইড়ের অভাব হইয়াছে। 'ন লোকাব্যয়' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীর প্রতিষেধ। (১ম—৬১সূ ৭ঋ)॥

(২) "(জগতের) নির্ম্মাণকর্ত্তা ইন্দ্রের এই মহৎ যজ্ঞে যে (তিনটী) অভিষব দেওয়া হইয়াছে, ইন্দ্র তাহাতে (সোমরূপ) অন্ন সত্বর পান করিয়াছেন, এবং শোভনীয় (হব্যরূপ) অন্ন (ভক্ষণ করিয়াছেন)। ইন্দ্র সমস্ত জগতের ব্যাপক, (অসুরদিগের) পরিপক্ক ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি শত্রুপরাজয়ী ও বজ্রক্ষেপক; তিনি বরাহকে (অর্থাৎ মেঘকে) প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ভেদ করিয়াছিলেন।"

কিবা ভাষ্যার্থে, কিবা প্রচলিত অনুবাদ-সমূহে, কোনও প্রকারেই এই ঋকের মর্ম্ম অনুভূত হয় না। ঋকে 'মাতুঃ' পদ আছে; তাহা হইতে 'বৃষ্টির দ্বারা জগতের নির্ম্মাণকর্ত্তা' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'মাতুঃ' পদ হইতে 'যজ্ঞের' অর্থ আনয়ন করা হয়। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার আবার 'মাতুঃ সবনেষু' পদদ্বয়ে 'মাতার যজ্ঞ সমূহে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে একটী উপাখ্যানের সহিত এই ঋকের একটী সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। সে পক্ষে ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'ইন্দ্রের মাতা এক সময়ে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; সেই যজ্ঞে অন্যান্য দেবগণের সহিত ইন্দ্র সোমরস পান করেন।' মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে যে 'বিষ্ণুঃ' পদ আছে, তাহা হইতে 'সকল জগতের ব্যাপক' অর্থ গ্রহণ করিয়া, ঐ পদকে ইন্দ্রের বিশেষণ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। কোনও কোনও মতে 'বিষ্ণুঃ' পদে 'অবয়বী যজ্ঞ' অর্থ গৃহীত হয়। 'পচতং' এবং 'মুষায়ং' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করা হয়,—অসুরদিগের পরিপক্ক বা উৎকৃষ্ট ধন বিষ্ণু অপহরণ করিয়াছিলেন। ঋকে যে 'বরাহং' পদটী আছে, তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে—বরাহরূপী মেঘকে বিষ্ণু অথবা ইন্দ্র উদ্ভিন্ন করেন। ফলতঃ, একটি নির্দ্দিষ্ট কালে যজ্ঞাবশেষে ইন্দ্রদেব বিষ্ণুর সহিত সোমপান করিয়াছিলেন এবং অসুরদিগের ধন অপহরণপূর্ব্বক বরাহকে (মেঘকে বা অসুরকে) বিতাড়িত করিয়াছিলেন,—এইরূপ সমস্যা-মূলক অর্থই চলিয়া আসিতেছে।

বলা বাহুল্য, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে পূর্ব্বরূপ ঘটনাবলির কোনই সম্বন্ধ-সংশ্রব আমরা রাখিতে পারি নাই; এবং রাখা আবশ্যক বলিয়াই মনে করি নাই। আমরা যে ভাবে মন্ত্রটীর অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বুঝিবার পক্ষে প্রতি পদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করা আবশ্যক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মাতুঃ' পদে, আমরা 'মাতৃস্বরূপ প্রতিপালকের' ভাব পরি-

গ্রহণ করি। 'মহঃ' পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। ঐ দুই পদ ('মাতুঃ' ও 'মহঃ' পদদ্বয়) 'অন্না' পদের বিশেষণ খ্যাপন করিতেছে। ঐ যে 'অন্না' পদ, উহার দ্বারা পূর্ব্বের সম্বন্ধ সূচিত হয়। পূর্ব্বের ঋকে ভগবানের দান-মহত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। শত্রুনাশের—অজ্ঞানতা দূরীকরণের—অস্ত্র তিনিই প্রদান করেন, আবার সেই অস্ত্র প্রয়োগে শত্রুনাশে তিনিই সহায় হন। তাহাতে বুঝা যায়, ভগবানের উপর নির্ভরতা ভিন্ন কোনই উপায় নাই। আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হইলে, তাহার মধ্যে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হন; তখন, তাঁহার প্রতি নির্ভরতা আসে। সত্ত্বভাবই ভগবৎ-নির্ভরতার মূল। এখানকার 'অন্না' পদে 'সেই ভগবৎ-নির্ভরতা রূপ সত্ত্বভাবের' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'সবনেষু' পদে সত্ত্বসম্বন্ধযুক্ত যাগাদি কর্ম্মকে বুঝায়। তাহা হইলে, "মাতুঃ মহঃ অন্না সবনেষু"—এই পদ-চতুষ্টয়ে আমরা কি ভাব পাই, বুঝিয়া দেখা যাউক। 'সবনেষু' অর্থে আমাদিগের যাগাদি কর্ম্ম-সমূহ। সেই কর্ম্মসকল আবার কেমন? না—ভগবন্নির্ভরতা রূপ সত্ত্ব-ভাবের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। সেই সত্ত্বভাব আবার কেমন? না—মহৎ এবং আমাদিগের প্রতিপালিকা মাতার স্বরূপ। আমাদিগের স্নেহময়ী জননী যেমন একান্ত সন্তানের হিতসাধন করিয়া থাকেন, আমাদিগের সত্ত্বভাবও সেইরূপ আমাদিগের রক্ষা-বিধান করেন। যেমন সত্ত্বভাব, তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে যাগাদি-কর্ম্ম, তাহাকেই ভগবান্ পরিগ্রহণ করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশে "মাতুঃ" হইতে "পপিবান্" পর্য্যন্ত পদে সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এখন, ভগবান্ যে হবিঃ গ্রহণ করেন, সে হবিঃ আবার কি প্রকার?—তাহাই 'পিতুং' এবং 'চারু অন্না' পদত্রয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। 'পিতুং' পদে 'সোমলক্ষণ অন্ন' অর্থ ভাষ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা কিন্তু ঐ পদে 'পিতৃসমপালক শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করি। 'চারু অন্না' পদদ্বয়ে সান্নায্যাদি অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা 'শোভন কর্ম্মসমূহ' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। ভগবান্ যে আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে এবং আমাদিগের সৎকর্ম্মসমূহকে গ্রহণ করেন, "পিতুং চারু অন্না পপিবান্" পদচতুষ্টয়ে সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম দাঁড়াইতেছে এই যে,—'সত্ত্বসম্বন্ধযুক্ত

কর্ম্মসমূহই শ্রেয়ঃ-সাধক; সেই কর্ম্মসমূহই ভগবান্ গ্রহণ করেন; ঐ কর্ম্মসমূহের সহিতই ভগবানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত 'পচতং' 'মুষায়ৎ' এবং 'বরাহং' পদ তিনটীর মর্ম্ম উপলব্ধ হইলেই ঐ মন্ত্রাংশের অর্থসঙ্গতি বোধগম্য হইবে। 'পচতং' পদে আমরা 'শত্রুগণের প্রবৃদ্ধিকে' অর্থ গ্রহণ করি। 'মুষায়ৎ' পদে ধাত্বর্থ অনুসারেই 'খণ্ডন' (খণ্ডন) করা অর্থ আসে। 'বরাহং' পদে অজ্ঞানতা-রূপ আবরককে বুঝায়। এই মন্ত্রের অন্তর্গত যে 'বিষ্ণুঃ' পদ, তদ্দ্বারা ভগবানের ব্যাপ্তি-রূপের প্রতি লক্ষ্য আসে। এখানে ঐ পদকে কেহ ইন্দ্রের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন; কেহ বা ঐ পদের বিষ্ণুর সাংশ্লা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে ঐ পদে ব্যাপক সর্বব্যাপিত্বকে লক্ষ্য করি। ভগবান্ বিষ্ণু তাহাতে স্বতন্ত্র-ভাবেও পরিকল্পিত হইতে পারেন; আবার ইন্দ্রদেবের মধ্য দিয়াও তাঁহার ব্যাপকরূপের বিকাশ দেখিতে পারি। সেই বিষ্ণু শত্রুর প্রবৃদ্ধিকে খর্ব্ব করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করেন। এতদনুসারে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম হইতেছে এই যে,—শত্রুনাশক সেই ভগবান মানুষের সর্ব্ববিধ শত্রুকে নাশ করিয়া সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। ভগবানের এই অনুকম্পা মানুষ সাধনার দ্বারাই লাভ করে। এই যে অবস্থা, এই অবস্থা কখন উপস্থিত হয়, কখন যে ভগবান কৃপা-পরবশ হইয়া শত্রুর প্রবৃদ্ধিকে নাশ করেন এবং হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া থাকেন, মন্ত্রের প্রথম চরণে সেই অবস্থারই আভাষ পাই। ভগবান্ যখন আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের সত্ত্বভাবকে ও কর্ম্মসমূহকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ তৎসহ সংলিপ্ত হয়েন, সেই সময়েই তাঁহার কৃপায় রিপুগণের প্রভাব নাশ হয় এবং অজ্ঞানতা দূরে যায়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, সমগ্র মন্ত্রের ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, সে কর্ম্ম ভগবানে মিলিত হয় এবং তাহার ফলে ভগবান্ সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃসাধন করিয়া থাকেন।' (১ম—৬১সূ—৭ঋ)॥

— • —

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্ক-

মহিহত্য উবুঃ।

পরি দ্যাবাপৃথিবী জভ্র উর্ব্বী নাস্য

তে মহিমানং পরি ষ্টঃ ॥ ৮ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মৈ। ইৎ। উং ইতি। গ্নাঃ। চিৎ। দেবঽপত্নীঃ। ইন্দ্রায়। অর্কং।

অহিঽহত্যে। উবুঃঽবুঃ।

পরি। দ্যাবাপৃথিবী ইতি। জভ্রে। উর্ব্বী ইতি। ন। অস্য।

তে ইতি। মহিমানং। পরি। স্তঃ ইতি স্তঃ। ৮।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অহিহত্যে' (সর্পসংক্রূরস্বভাবস্য শত্রোঃ হননায়, রিপূণাং নির্মর্দ্দনায় ইতি ভাবঃ) 'গ্নাঃ' (কর্ম্মপরায়ণাঃ) 'দেবপত্নীঃ' (দেবপত্ন্যঃ, সদ্বৃত্তয়ঃ) 'চিৎ' (নিশ্চিতং) 'অস্মৈ' (অস্মৈ, ভগবতে) 'অর্কং' (জ্ঞানজ্যোতিঃসমন্বিতং স্তোত্রং) 'উবুঃ' (প্রদদতি, সম্বর্দ্ধোন্তি, অন্তরেণ অস্ফুটভাষেণ সংসাধয়ন্তি ইতি ভাবঃ); ভগবান্ 'উর্ব্বী' (বিস্তৃতে) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, লোকান্ ইতি ভাবঃ) 'পরি জভ্রে' (স্বতেজসা

অতিক্রামতি); 'ইৎ' (কিন্তু) 'তে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, লোকা ইতি ভাবঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'মহিমানং' (মহত্ত্বং, প্রভুত্বং) 'ন পরি স্থঃ' (কদাচিৎ, অতিক্রমিতুং সামর্থ্যযুক্ত ন ভবতঃ)। অয়ং ভাবঃ—অপারো দেবমহিমা। কোঽপি দেবমহিম্নঃ সমকক্ষতায়াং সমর্থো ন ভবতি। (১ম—৬১সূ—৮ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্পবৎক্রূরস্বভাব শত্রুর হননের জন্য অর্থাৎ রিপুগণের বিমর্দ্দনের কারণ, আমাদিগের কর্ম্মপরায়ণ সদ্বৃত্তিসমূহ নিশ্চয়ই সেই ভগবানের প্রতি জ্ঞানজ্যোতিঃসমন্বিত স্তোত্রকে প্রদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ অন্তঃকরণের অস্ফুটভাবে সদ্বৃত্তিসমূহের স্তোত্র ভগবানে সংন্যস্ত হয়। ভগবান্ বা দেবতা, বিস্তৃত দ্যাবাপৃথিবীকে (সর্ব্বলোককে) আপন তেজে অতিক্রম করেন; কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী (লোকসমূহ) সেই ভগবানের মহিমা অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ হয় না। (ভাব এই যে,—দেবতার মহিমার সীমা নাই, দেবতার সমকক্ষতায় কেহই সমর্থ নহে।)॥ (১ম—৬১সূ—৮ঋ)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

অস্মা এবেন্দ্রায়াহিতত্তোঽহের্বৃত্রস্য হননে নিমিত্তভূতে সতি গ্নাশ্চিৎ গমনস্বভাবা অপি স্থিতা দেবপত্ন্যোঽর্দেবানাং পালয়িত্র্যো গায়ত্র্যাদ্যা দেবতা অর্কমর্চ্চনসাধনং স্তোত্রমূবুঃ। সমস্বত। চক্রুরিত্যর্থঃ। স চেন্দ্র উর্ব্বী বিস্তৃতে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ পরিজভ্রে। স্বতেজসা পরিজহার। অতিচক্রমে ইত্যর্থঃ॥

উবুঃ। বেঞ্ তন্তুসন্তানে। লিটি বেঞো বয়িঃ। পা০ ২।৪।৪১। লিটঃ কিত্ত্বাদ্যজাদিত্বেন সংপ্রসারণে ক্রিয়মাণে যকারস্য লিটি বয়ো যঃ। পা০ ৬।১।৩৮।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বৃত্রের হননের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে, গমনস্বভাবা হইলেও স্থিরভাবে অবস্থিতা, দেবগণের পালয়িত্রী গায়ত্রী প্রভৃতি দেবতা অর্চ্চনসাধন স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন; এবং সেই ইন্দ্র বিস্তৃত দ্যাবাপৃথিবীকে আপনার তেজের দ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

উবুঃ। তন্তুসন্তানার্থক বেঞ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বেঞো বয়িঃ' (পা০ ২।৪।৪১) এই সূত্র দ্বারা লিটে বয় আদেশ হইয়াছে। লিটের কিত্ত্ব-হেতু যজাদিত্বের দ্বারা সম্প্রসারণে 'বয়ো যঃ' (পা০ ৬।১।৩৮) ইত্যাদি সূত্রে যকারের প্রাপ্তি হইলেও পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা য-

ইতি প্রতিশেধাদ্বকারস্য সংপ্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং দ্বির্ব্বচনাদি। বশ্চাস্যান্যতরস্যাং কিতি। পা০ ৬১৩৯। ইতি যকারস্য বকারাদেশঃ। জভ্রে। হৃঞ্ হরণে। লিটি ঞিত্বাৎ। কর্ত্রভিপ্রায় আত্মনেপদং। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। উর্ব্বী। উরুশব্দাদ্বোতো গুণবচনাদিতি ঙীষ্। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং॥ (১ম—৬১সূ—৮ঋ)॥

* * *

অষ্টম (৭।১৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

অহিহত্যে, গ্নাঃ, দেবপত্নীঃ, উবুঃ—প্রভৃতি কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষে ঋক্‌টিতে বড়ই এক কৌতুকপ্রদ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। তদুপলক্ষে বৃত্রাসুর-বধের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। দেবগণের পত্নীগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা ইন্দ্রদেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। এইরূপে মন্ত্রটির যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার একটী নমুনা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

"বৃত্রবধের নিমিত্ত গমনশীলা ও স্থিতিশীলা দেবপত্নীরা যে ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র এই বিস্তৃত দ্যুলোক ও ভূলোক অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।"

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অহিহত্যে' পদে 'বৃত্রাসুরকে বধের নিমিত্ত' অর্থ আসিয়াছে। 'গ্নাঃ' পদে গতিশীলা অর্থ আসে; কিন্তু এখানে গতিশীলা হইয়াও স্থিতিশীলা হওয়ার প্রয়োজন-বশতঃ (অর্থাৎ, কাহারও উপাসনা বা স্তব-স্তুতি করিতে হইলে স্থিরতা-অবলম্বন আবশ্যক—এই হেতু) ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। 'দেবপত্নীঃ' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উহাতে দেবতাদিগের পত্নীগণকে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এই প্রকারে কাল-বিশেষের ঘটনা-বিশেষের এবং ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ মন্ত্রার্থে সূচিত হইয়াছে।

কারের সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব, দ্বিরুক্তি প্রভৃতি হইয়াছে। 'বশ্চাস্যান্যতরস্যাং কিতি' (পা০ ৬।১৩৯) ইত্যাদি সূত্রে য-কারের স্থলে ব-কার আদেশ। জভ্র। হরণার্থক হৃঞ্ হইতে উৎপন্ন। লিটে 'ঞিত্ব-হেতু কর্ত্তৃ-অভিপ্রায়ে আত্মনেপদ। হৃগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। উর্ব্বী। উরু-শব্দহেতু 'বোত গুণবচনাৎ' ইত্যাদি নিয়মে ঙীষ্। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। (১ম—৬১সূ—৮ঋ)॥

* * *

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'অহি' পদে যে ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্ন শত্রুকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রতিপন্ন করিয়াছি। মানুষের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু যখন ক্রূরপথাবলম্বী হইয়া মানুষকে বিপন্ন করে, তখনই তাহাকে 'অহি' নামে অভিহিত করা যায়। সর্প—ক্রূরপ্রকৃতিসম্পন্ন; শত্রু তাই এখানে সর্পের সহিত উপমিত হইয়াছে। অতএব 'অহিহত্যে' পদে 'সর্পবৎক্রূরস্বভাব শত্রুর হননের নিমিত্ত'—এইরূপ অর্থই প্রাপ্ত হই। এক্ষেত্রে অহি পদ আমাদিগের অতিকুটিল রিপুগণকে লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ সেই রিপুগণকে দমন করেন; তাই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। 'গ্নাঃ' পদে 'কর্ম্মপরায়ণা' অর্থ পাইতে পারি। গত্যর্থক গম-ধাতু কর্ম্মের ভাবই দ্যোতনা করে। তার পর, 'দেবপত্নীঃ' পদ। পত্নী—সহধর্ম্মিণী। পতি-পত্নীর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। দেবগণের বা দেবভাবসমূহের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—কাহাদিগের? আমরা মনে করি—এপক্ষে সদ্বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য আসে। সদ্বৃত্তিসমূহকে দেবপত্নী অভিধায়ে অভিহিত করিলেই সঙ্গতি রক্ষা হয়। এখানকার 'দেবপত্নীঃ' পদে যে দেহধারী কাহাকেও বুঝায় নাই, পরন্তু অশরীরী ভাববিশেষের প্রতিই যে লক্ষ্য আকর্ষণ করিয়াছে, তাহাই মনে আসে। 'অর্কং' আর 'ঊবুঃ' পদদ্বয়ের সমাবেশেও তাহা বোধগম্য হয়। 'অর্কং' বলিতে যে স্তোত্র বুঝায়, তাহা জ্ঞান-সম্বন্ধবিশিষ্ট। সে স্তোত্র উচ্চারিত না হইলেও অন্তরের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে। 'ঊবুঃ' পদে অস্ফুটভাবে তাহা ব্যক্ত হওয়ার লক্ষণই প্রাপ্ত হই। ঐ ক্রিয়াপদের যে প্রতিবাক্য এবং ঐ ক্রিয়াপদ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহাতে অন্তঃশীলা ক্রিয়াই প্রকাশ পায়। অন্তরে অন্তরে যাহার সংমিশ্রণ, সম্যগ্‌ভাবে যাহা পরস্পর মিলিত, বস্ত্রান্তর্গত তন্তুর ন্যায় যাহা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধবিশিষ্ট, 'ঊবুঃ' পদে এবং তাহার 'সন্তনোন্তি' প্রতিবাক্যে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। ভগবান্ যখন আমাদিগের হৃদয়স্থিত ক্রূরপ্রকৃতিবিশিষ্ট রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করেন, তখন আমাদিগের সদ্বৃত্তিসমূহ কর্ম্মপর হয়, এবং অন্তরে অন্তরে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করে। সদ্বৃত্তিসমূহের পরিস্ফুরণই ভগবন্মহিমা-প্রকাশক। সদ্বৃত্তিসমূহের যে স্তুতি, তাহা অস্ফুট,—হৃদভ্যন্তরে বিদ্যুতের ন্যায়

সঞ্চালিত হয়। মন্ত্রের প্রথম অংশে, 'অহিহত্যে' হইতে 'উবুঃ' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে, প্রোক্ত ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ ভগবানের অসীম মহিমার বিষয় খ্যাপন করিতেছে। কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গলোকে, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত। তাঁহার প্রভাবের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেহই সমর্থ নহে। এইরূপ ভাব, এইরূপ অর্থই, এই ঋক প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৬১সূ—৮ঋ)॥

—— ০ ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ

পর্য্যন্তরিক্ষাৎ।

স্বরাড়িন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্ত্তঃ স্বরিরমত্রো

ববক্ষে রণায়॥ ৯॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। ইৎ। এব। প্র। রিরিচে। মহিঽত্বং। দিবঃ। পৃথিব্যাঃ।

পরি। অন্তরিক্ষাৎ।

স্বঽরাট্। ইন্দ্রঃ। দমে। আ। বিশ্বঽগূর্ত্তঃ। সুঽঅরিঃ। অমত্রঃ।

ববক্ষে। রণায়॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকাৎ) 'অন্তরিক্ষাৎ' (আকাশপ্রদেশাৎ) 'পরি' (উপরি, সর্ব্বান্ লোকান্ অতীত্য ইতি ভাবঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'মহিত্বং' (মাহাত্ম্যং) 'ইৎ এব' (নিশ্চিতমেব) 'প্র রিরিচে' (অতিরিচ্যতে, অধিকং ভবতি); 'দমে' (দময়িতব্যে বিষয়ে, বিভীষিকাপ্রদে শত্রুসমরে) 'স্বরাট্' (স্বকীয়েন তেজসা রাজমানঃ) 'বিশ্বগূর্ত্তঃ' (সর্ব্বকর্ম্মপারদর্শী, সর্ব্বায়ুবপরিচালনক্ষমঃ, যদ্বা—সর্ব্বৈঃ স্তুতঃ) 'স্বরিঃ' (প্রবলশত্রুদমনসামর্থ্যসম্পন্নঃ, বীর্য্যবত্তমঃ) 'অমত্রঃ' (পরিমাণরহিতঃ, অতুলনীয়ঃ প্রভাববিশিষ্টঃ স দেবঃ) 'রণায়' (পাপেন সহ যুদ্ধার্থং, রিপুদমনায়) 'আ-ববক্ষে' (সদ্বৃত্তীন আবহতি, যদ্বা—অস্মাকং শত্রূন্ তাড়য়তি)। অয়ং ভাবঃ—দেবতায়াং অসীমঃ প্রভাবোঽশেষা করুণাশ্চ। তয়া কৃপয়া এব অস্মাকং হৃদি সদ্বৃত্তেঃ স্ফূর্ত্তিঃ ভবতি, শত্রবশ্চ সর্ব্বথা বিমর্দ্দিতাঃ সন্তি। (১ম—৬১সূ—৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোক হইতে, ভূলোক হইতে, অন্তরিক্ষলোক হইতে উপরে (অর্থাৎ সকল লোক অতিক্রম করিয়া) সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই অধিক হয়; বিভীষিকাপ্রদ বিষম শত্রু-সমরে স্বকীয় তেজের দ্বারা দীপ্যমান্, সর্ব্বকর্ম্মপারদর্শী অথবা সর্ব্বলোকের বন্দনীয়, শ্রেষ্ঠবীর্য্য-সম্পন্ন, অতুলনীয় প্রভাববিশিষ্ট সেই দেবতা, পাপের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত অথবা রিপুগণের দমনের নিমিত্ত, আমাদিগের সদ্বৃত্তিসমূহকে বহন করিয়া আনেন, অথবা আমাদিগের শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। (ভাব এই যে,—দেবতার অসীম প্রভাব, অশেষ কৃপা। তাঁহার কৃপাতেই আমাদিগের হৃদয়ে সদ্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় এবং শত্রুগণ সর্ব্বথা বিমর্দ্দিত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—৬১সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যেদেব। ইদিতি পাদপূরণঃ। অস্যৈবেন্দ্রস্য মহিত্বং মাহাত্ম্যং প্ররিরিচে। অতিরিচ্যতে। অধিকং ভবতীত্যর্থঃ। অত্রোপসর্গো ধাত্বর্থস্য নিবৃত্তিমাচষ্টে। যথা প্রস্মরণং প্রস্থানমিতি। কুতঃ সকাশাৎ প্ররিরিচ ইত্যত আহ। দিবঃ। দ্যুলোকাৎ। পৃথিব্যাঃ।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইৎ'—এই পদ পাদপূরণে। সেই ইন্দ্রের মাহাত্ম্য 'প্ররিরিচে' অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক। এখানে উপসর্গের দ্বারা (ক্রিয়াপদে) ধাতুর অর্থের নিবৃত্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেমন, প্রস্মরণ প্রস্থান ইত্যাদি। কাহাদের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক, এখানে তাহাই

ভূলোকাৎ। অন্তরিক্ষাৎ। দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যে বর্ত্তমানাদন্তরিক্ষলোকাচ্চ। পর্য্যুপর্য্যর্থঃ। ত্রীন্ লোকানতীত্যোপরি প্ররিরিচ ইত্যর্থঃ। দমে দময়িতব্যে বিষয়ে স্বরাট্ স্বেনৈব তেজসা রাজমানো বিশ্বগূর্ত্তো বিশ্বস্মিন্ কার্য্যে উদ্গূর্ণঃ সমর্থঃ। যদ্বা বিশ্বং সর্ব্বমায়ুধং গূর্ত্তমুদ্যতং যস্য স তথোক্তঃ। স্বরিঃ। শোভনশত্রুকঃ। শোভনে শত্রৌ হন্তব্যে সতি হন্তা বীর্য্যবত্তম ইতি গম্যতে। যথাকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রমিতি অকুৎসিতারিমিতি হি তস্যার্থঃ। অমত্রঃ। যুদ্ধাদিষু গমনকুশলঃ। মাত্রয়েয়ত্তয়া রহিতো বা। অমত্রে২মাত্রো মহান্ ভবত্যভ্যমিতো বেতি যাস্কঃ। নি০ ৬২৩। এবম্ভূত ইন্দ্রো রণায় রণং যুদ্ধমাবক্ষে। আবহতি। মেঘান্ প্রাপয়তি। মেঘৈঃ পরস্পরযুদ্ধং কারয়িত্বা বৃষ্টিং চকারেতি ভাবঃ। যদ্বা যুদ্ধায় স্বকীয়ান্ ভটান্ গময়তি॥

অস্য। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং ররিচে। রিরিচ্ বিরেচনে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে কর্ম্মণি লিট্। পৃথিব্যাঃ। উদাত্তযণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। স্বরাট্। রাজ্ দীপ্তাবিত্যস্মাৎ-সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। ব্রশ্চাদিনা ষত্বে জশ্ত্বং। দমে। দম উপশম ইত্যস্মাৎ কর্ম্মণি ঘঞ্ নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ। পা০ ৭৩৪৪। ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। ঘঞো ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বিশ্বগূর্ত্তঃ। গৃ নিগরণে। অস্মান্নিষ্ঠায়াং শ্র্যুকঃ কিতীতীট্-

---

কথিত হইতেছে। দ্যুলোক হইতে, ভূলোক হইতে এবং দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমান অন্তরিক্ষ হইতে। ইহাদের উপরি অর্থাৎ তিন লোক অতিক্রম করিয়া 'প্ররিরিচ' অর্থাৎ অধিক হইয়াছে। 'দমে' অর্থাৎ দময়িতব্য বিষয়ে 'স্বরাট্' অর্থাৎ আপনার তেজের দ্বারা প্রকাশমান, 'বিশ্বগূর্ত্তঃ' অর্থাৎ বিশ্বের সকল কার্য্যে সমর্থ অথবা সকল প্রকার অস্ত্র পরিচালনা করিতে সমর্থ, 'স্বরিঃ' অর্থাৎ শোভনশত্রুক, বলবান শত্রুর হননকারী, বীর্য্যবত্তম। যেমন,—'অকবারিং দিব্যং সাসমিন্দ্রম' ইত্যাদি স্থলে 'অকুৎসিৎ অরি' ইত্যাদি অর্থ প্রখ্যাত আছে। 'অমত্রঃ' অর্থাৎ যুদ্ধাদিতে গমনকুশল; অথবা, মাত্রা বা তুলনা-রহিত। যাস্ক নিরুক্তে (নি০ ৬।২৩) 'অমত্রোঽমাত্রো মহান্ অবত্যভ্যমিতো বা' ইত্যাদি উক্তি আছে। এবম্ভূত ইন্দ্র যুদ্ধকে বহন করিয়া আনেন অর্থাৎ মেঘসমূহকে প্রাপ্ত করেন। ভাব এই যে,—মেঘসমূহ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বৃষ্টিপাত করে, অথবা যুদ্ধের নিমিত্ত তিনি আপনার সৈন্যগণকে পরিচালিত করেন।

অস্য। উড়িদম' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। রিরিচে। বিরেচনার্থক রিরিচ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমান কালে কর্ম্মণি-বাচ্যে। লিট্ হইয়াছে। পৃথিব্যাঃ। 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। স্বরাট্। দীপ্ত্যর্থক রাজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে 'সৎসূদ্বিষ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। ব্রশ্চাদি-হেতু ষত্ব স্থানে জশ্ত্ব। দমে। উপশমার্থক দম ধাতু হইতে উৎপন্ন। কর্ম্মণি-বাচ্যে ঘঞ্। তাহার উত্তর নোদাত্তোপদেশস্য মান্তস্যানাচমেঃ' (পা০ ৭।৩।৩৪) ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধির প্রতিষেধ। ঘঞের ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। বিশ্বগূর্ত্তঃ। নিগরণার্থক গৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে নিষ্ঠা-হেতু 'শ্র্যুকঃ কিতি' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ।

প্রতিষেধঃ। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। হলি চেতি দীর্ঘঃ। যদ্বা গূরী উদ্যমে অস্মান্নিষ্ঠা। নসত্তনিষত্তেত্যাদৌ নিপাতনান্নিষ্ঠানত্বাভাবঃ। তৎপুরুষপক্ষে মরুদ্বৃধাদিত্বৎ পূর্ব্বপদান্তো-দাত্তত্বং। বহুব্রীহি-পক্ষে তু বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিত্যসংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বপদ স্তোদাত্তত্বং। অমত্রঃ। অম গত্যাদিষু। অমিনক্ষিযজিবন্ধীত্যাদিনৌণাদিকোহত্রন্‌প্রত্যয়ঃ। নিত্বা-দাদ্যুদাত্তত্বং। ববক্ষে। বহের্লেটি সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্‌। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। ঢত্বষত্বকত্বানি। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি তলোপঃ। রণায়। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থী। যদ্বা। গত্যর্থকর্ম্মণীতি চতুর্থী। (২ম—৬ সূ—৯ঋ)॥

* * *

নবম (৭২০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'রণায়' এবং 'আ-ববক্ষে' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার মন্ত্রের ভাব বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্যে ঐ অংশের অর্থে অভিনব কল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইন্দ্রদেব মেঘসমূহের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া বৃষ্টি উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন—এ একপ্রকার অর্থ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিগৃহীত আর এক প্রকার অর্থে ভাব আসে,—তিনি যেন অসুরের সংহারের জন্য আপন সৈন্যদলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেহ অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—"তাঁহার শত্রু সুযোগ্য, তিনি যুদ্ধগমনে নিপুণ, এবং (মেঘরূপ শত্রুদিগকে) যুদ্ধে আহ্বান করেন।" কেহ বা আবার ঐ অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"যজ্ঞশালাতে স্বয়ং প্রকাশমান্ সর্ব্বপূজ্য, বিশিষ্ট শত্রুহননে

'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্ব। 'হলি চ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। অথবা উদ্যমার্থক গূরী ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। তাহাতে নিষ্ঠা প্রত্যয়। 'নসত্তনিষত্ত' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন-হেতু নিষ্ঠানত্বের অভাব। তৎপুরুষ-পক্ষে মরদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্তো-দাত্তত্ব। অমত্রঃ। গতি প্রভৃতি অর্থে অম ধাতু প্রযুক্ত হয়। 'অমিনক্ষিযজিবন্ধি' ইত্যাদিতে ঔণাদিক সূত্রানুসারে অত্রন্ প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। ববক্ষে। বহ ধাতু লেটে 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্‌। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লুঃ আদেশঃ। 'ঢত্বষত্বকত্বানি' ইত্যাদি নিয়মে ত্ব। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' এই নিয়মে ত-কারের লোপ। রণায়। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' এই নিয়মে কর্ম্মে সম্প্রদান-হেতু চতুর্থী হয়। অথবা গত্যর্থক কর্ম্মে চতুর্থী হয়। (১ম—৬১সূ—৯ঋ)॥

বীর্য্যবান্ এবং যুদ্ধাদিতে গমন করিতে নিপুণ ইন্দ্র যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।” প্রথমোক্ত অর্থে মেঘের বিষয় এবং শেষোক্ত অর্থে অসুর বা মনুষ্য-প্রকৃতিবিশিষ্ট শত্রুর সহিত যুদ্ধের বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা কিন্তু মনে করি, এই মন্ত্রের অর্থ—মনস্তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। এখানে ‘রণায়’ পদে ‘পাপের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত অথবা উচ্ছৃঙ্খল রিপুগণকে দমনের জন্য’ অর্থ প্রাপ্ত হই। ‘আ-ববক্ষে’ পদে ‘সদ্বৃত্তিকে আনয়ন করার অথবা শত্রুগণকে বিতাড়িত করার’ ভাব প্রাপ্ত হই। পাপের সহিত যখন আমাদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সেই সময় সদ্বৃত্তি-সমূহকে হৃদয়ের মধ্যে কে জাগরিত করিয়া দেয়? সেই সঙ্কট সমস্যার দিনে শত্রুদিগকে কেই বা তাড়না করে? একটু সন্ধান করিলে, এই মন্ত্রের মধ্যে তাহার সূত্র প্রাপ্ত হই। দেবতার বা দেবভাবের প্রভাবেই যে তাহা সংসাধিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। পরন্তু এই মন্ত্রের অন্তর্গত “দমে স্বরাট্” পদদ্বয়ে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ‘যজ্ঞগৃহে প্রকাশমান্’ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ‘দমে’ পদের এক অর্থ—‘যজ্ঞগৃহে’। সে অর্থ গ্রহণ করিলে, এখানে আমরা সহসাই সে সন্ধান পাইতে পারি। হৃদয়ই—যজ্ঞগৃহ। হৃদয়ে যখন দেবতা দীপ্যমান্ হয়েন, তখন অজ্ঞান-অন্ধকার একবারে দূরীভূত হয়, সদ্বৃত্তিসমূহ জাগরিত হইয়া পাপকে বিমর্দ্দিত করে। “দমে স্বরাট্” পদদ্বয়ে এ পক্ষে হৃদয়ে দেবভাবের জাগরণ অর্থই প্রকাশ পায়। যিনিই সে ভাব জাগাইয়া দেন, তিনিই সেই বিষম সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষাকারী। যে দেবতার মাহাত্ম্য জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজমান্ রহিয়াছে, সে দেবতা তিনিই,—তিনিই আমাদিগকে সকল সঙ্কটে রক্ষা করিয়া থাকেন। ‘রণায় আ-ববক্ষে’ পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই।

এইরূপে বুঝা যায়, এখানকার ভাব এই যে,—‘আমাদিগের হৃদয়ে যে সদ্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, দেবতার কৃপায় দেবভাবের বিকাশই তাহার একমাত্র কারণ। দেবতার কৃপা লাভ করিতে পারিলে, হৃদয়ে দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইলে, উচ্ছৃঙ্খল রিপুগণকে দমনের জন্য সদ্বৃত্তিসমূহ বিষম সমরে প্রবৃত্ত হয় ও জয়লাভ করে।’ (১ম—৬১সূ—৯ঋ)॥

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বি

বৃশ্চদ্বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।

গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো

দাবনে সচেতাঃ॥ ১০॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। ইৎ। এব। শবসাঃ। শুষন্তং। বি।

বৃশ্চৎ। বজ্রেণ। বৃত্রং। ইন্দ্রঃ।

গাঃ। ন। ব্রাণাঃ। অবনীঃ। অমুঞ্চৎ। অভি। শ্রবঃ।

দাবনে। সঽচেতাঃ॥ ১০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শুষন্তং (শোষকং, সদ্ভাবাপহারকং, সত্ত্বনাশকং) 'বৃত্রং' অজ্ঞানতারূপং অসুরং) 'অস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ প্রদত্তস্য ইতি ভাবঃ) 'বজ্রেণ' (বজ্রসাহায্যেন, সৎকর্ম্মণা সত্ত্বপ্রভাবেণ বা) 'শবসা' (বলেন, স্বশক্ত্যা) 'ইৎ এব' (নিশ্চিতমেব) 'বি-বৃশ্চৎ' (ছিনত্তি, বিচ্ছিন্নং কর্ত্তুং সমর্থো ভবতি) নরঃ ইতি শেষঃ ; 'গাঃ' (রশ্ময়ঃ, জ্ঞানকিরণাঃ) 'ন' (যথা) 'ব্রাণাঃ' (আবরকানি অন্ধকারাণি, অজ্ঞানতমাংসি) দূরীকুর্ব্বন্তি তদ্বৎ, 'সচেতাঃ' (সমবেদনাসম্পন্ন, দয়ার্দ্রচিত্তঃ) 'ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'দাবনে' (হবির্দ্দাত্রে ভক্তি-

বিনম্রায় বা উপাসকায়) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'শ্রবঃ' (সুমঙ্গলং) 'অবনীঃ' (প্রবাহিণীঃ ইব, অপঃ ইব) 'মুঞ্চতি' (উন্মুক্তং করোতি, বর্ষতি)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মণা অজ্ঞানতা দূরীকৃতা ভবতি; সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ সত্ত্বসঞ্চয়ায় শ্রেয়াংসি অধিগচ্ছন্তি। (১ম-৬১সূ—১০ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্ভাবাপহারক (সত্ত্বনাশকারী) অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে, সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রদত্ত বজ্রের সাহায্যে (সৎকর্ম্মের বা সত্ত্বসঞ্চয়ের প্রভাবে) আত্মশক্তির দ্বারাই মানুষ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়; রশ্মিসমূহ যেমন আবরক অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করে অথবা জ্ঞানকিরণসমূহ যেমন অজ্ঞানতমোরাশিকে নাশ করে, সেইরূপ সেই সমবেদনাসম্পন্ন দয়ার্দ্রচিত্ত ভগবান্ ইন্দ্রদেব হবির্দ্দাতা অর্থাৎ ভক্তিবিনম্র উপাসককে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অভিমুখে সুমঙ্গলকে প্রবাহিণীর ন্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেন অথবা বর্ষার বারিধারার ন্যায় বর্ষণ করেন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারাই অজ্ঞানতা দূরীকৃত হয়, সৎকর্ম্মের প্রভাবেই সত্ত্বসঞ্চয়ে শ্রেয়ঃসমূহ আমাদিগের অধিগত হইয়া থাকে।) (১ম—৬১সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যৈবেন্দ্রস্য শবসা বলেন শুষন্তং শুষ্যন্তং বৃত্রমিন্দ্রো বজ্রেণ বিবৃশ্চৎ। ব্যবচ্ছিন্নৎ। তথা গা ন চোরৈরপহৃতা গাব ইব ব্রাণা বৃত্রেণাবৃতা অবনী রক্ষণহেতুভূতা অপোঽমুঞ্চৎ। অবর্ষীৎ। তথা দাবনে হবির্দ্দাত্রে যজমানায় সচেতাস্তেন যজমানেন সমানচিত্তঃ সন্ শ্রবঃ কর্ম্মফলভূতমন্নমভ্যাভিমুখ্যেন দদাতীতি শেষঃ॥

শুষন্তং। শুষ শোষণে। শ্নুনি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ এব শিষ্যতে। ব্রাণাঃ বৃঞ্ বরণে। কর্ম্মণি লটঃ শানচি বহুলং ছন্দসীতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রের বলের দ্বারা শোষিত (জীর্ণ) বৃত্রকে ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন; আর, চোর কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীসকলের ন্যায় বৃত্র কর্ত্তৃক আবরিত রক্ষণ-হেতুভূত জলরাশিকে বর্ষণ করিয়াছিলেন; আর, হবির্দ্দাতা যজমানের নিমিত্ত, সেই যজমানের সহিত সমানচিত্ত হইয়া, কর্ম্মফলভূত অন্নকে আভিমুখ্যে দান করেন।

শুষন্তং। শোষণার্থক শুষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। শ্নুনি প্রাপ্ত-হেতু ব্যত্যয়ের দ্বারা শঃ হইয়াছে। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরই অবশিষ্ট থাকে। ব্রাণাঃ। বরণার্থক বৃঞ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কর্ম্মণি বাচ্যে লটে শানচ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি

যকো লুক্। শানচো ভিত্বাদ্গুণাভাবে যণাদেশঃ। অবনীঃ। অবতেঃ করণেঽর্ত্তিস্তৃধূপমীত্যাদিনানিপ্রত্যয়ঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। দাবনে। আতো মনিন্নিতি বনিপ্। চতুর্থ্যেকবচনেঽল্লোপাভাবশ্ছান্দসঃ॥ (১ম—৬১সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য চতুর্থেঽষ্টাবিংশো বর্গঃ॥

• • •

দশম (৭২১) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মধ্যে দুইটী সমস্যামূলক অংশ আছে। প্রথম—"বিবৃশ্চদ্বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ"; দ্বিতীয়—"গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবঃ"। ইহার প্রথমটীর অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।" আর দ্বিতীয় অংশটীর অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"চৌরাপহৃত গো-সমূহের ন্যায় বৃত্রাসুর কর্তৃক নিরুদ্ধজলসমূহ ও কর্ম্মফলভূত অন্ন মুক্ত করিয়াছিলেন।" এক দিকে অসুরকে বধ করার প্রসঙ্গ এবং অন্য দিকে জল ও অন্ন প্রদান করা—এই দুই ভাব মন্ত্রাংশের অর্থে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ মেঘ-সম্বন্ধে অথবা অসুর-সম্বন্ধে কোন্ বিষয়ে মন্ত্রটী প্রযুক্ত, ব্যাখ্যাদি দেখিয়া তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন।

আমরা পূর্ব্বাপরই 'বৃত্র' পদে 'জ্ঞানাবরক অজ্ঞানতা' অর্থই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। 'শুষন্তং' পদ সেই বৃত্রের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত; সে যে সত্ত্বভাবের অপহরণকারী, ঐ পদে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। সেই বৃত্র শোষক অর্থাৎ স্নেহসত্ত্বভাবকে সে শোষণ করিয়া লয়;—এই জন্যই তাহার 'শুষন্তং' বিশেষণ। 'বজ্রেণ' পদে 'বজ্রের বা অস্ত্রের দ্বারা' অর্থই সাধারণতঃ প্রাপ্ত হই। কিন্তু ঐ পদের এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, সৎকর্ম্মের দ্বারা বা শুদ্ধসত্ত্বের

সূত্রে যকের লোপ। শানচে ভিত্ব হেতু গুণের অভাবে যণ্ আদেশ। অবনীঃ। অব ধাতু স্থানে করণে অর্ত্তিস্তৃধূপমীত্যাদি নিয়মে অনি-প্রত্যয়। প্রত্যয় হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। দাবনে। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে বনিপ্ প্রত্যয়। চতুর্থীর একবচনে ছান্দস-হেতু অতের লোপাভাব হইয়াছে। (১ম—৬১সূ—১০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ৪।২৮॥

• • •

প্রভাবে জ্ঞানোন্মেষে অজ্ঞানতা বিচ্ছিন্ন হয়। রূপকে বৃত্রকে যেমন অসুর বলা হইল, সেইরূপ রূপকেই 'বজ্রেণ' পদে 'সৎকর্ম্মের দ্বারা বা সত্ত্বপ্রভাবে' অর্থ আসে। 'বজ্রেণ' পদ ব্যবহার-পক্ষে আর এক নিগূঢ় লক্ষ্য দেখিতে পাই। বিদ্যুতের সঙ্গে বজ্রপাত হয়। সে জ্যোতিঃ অন্ধকারনাশক—তীক্ষ্ণ ও তীব্র। অজ্ঞানতা-দূরীকরণে সত্ত্বভাবের বা সৎকর্ম্মের জ্যোতিঃও সেইরূপ তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তদ্দ্বারা অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপ বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'শবসা' পদটী এই উপলক্ষে অনুশীলনের বিষয়। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদটীকে 'শুষন্তং' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ, আপনার বলের দ্বারা শোষণ করে—এমন যে বৃত্র, 'শুষন্তং বৃত্রং' পদদ্বয়ে এই ভাব আসিয়াছে। আমরা কিন্তু ঐ 'শবসা' পদটীকে অন্যদিকে অন্যরূপভাবে প্রয়োগ করার পক্ষে সঙ্গতি দেখি। আমরা বলি, ঐ পদটীতে মনুষ্যের (শবতুল্য মনুষ্যের) শক্তির বিষয় খ্যাপন করিতেছে। অর্থাৎ, ভগবানের প্রদত্ত (অস্ত্র) সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা অথবা সত্ত্বভাবের প্রভাবে (বজ্রেণ) মানুষ আপনিই অজ্ঞানতাকে সবলে ছেদন করিতে পারে। মন্ত্রের প্রথমাংশে "শুষন্তং" হইতে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার অনুসরণে) "বি বৃশ্চৎ" অংশে পূর্ব্বোক্তভাবই প্রকাশ পাইতেছে। ভগবানের অনুকম্পায় প্রাপ্ত সৎকর্ম্ম সাধন সামর্থ্যের দ্বারা মানুষ সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞানতাকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। ইহাই এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য।

ঋকের দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত "গাঃ ন ব্রাণাঃ" এই উপমাটী উপলক্ষে গভী অপহরণের এক কল্পিত কাহিনী আসিয়া মন্ত্রার্থের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। তাহা হইতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—গাভীসকলকে চুরি করিয়া চোর যেমন লুকাইয়া রাখে, বৃত্রাসুর সেই জলসকলকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখানে চোরের কোনও কথাই নাই, অপহরণেরও কোনও সম্বন্ধই দেখি না। 'গাঃ' পদে 'রশ্মিসমূহ বা জ্ঞান-কিরণ' অর্থ পূর্ব্বাপর সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিতেছে। 'ব্রাণাঃ' পদে আবরক অন্ধকাররাশি অথবা অজ্ঞানতমসকে বুঝাইয়া থাকে। সে পক্ষে এখানে "গাঃ ন ব্রাণাঃ" এই উপমাংশের অর্থ হয়,—

'আলোকরশ্মি যেমন অন্ধকারসমূহকে দূরীভূত করে অথবা জ্ঞানকিরণের দ্বারা অজ্ঞানান্ধকা'র যেমন নাশপ্রাপ্ত হয়।' সেই ভাবে, সেই দয়ার্দ্রচেতা করুণানিদান ভগবান্—"অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে"—উপাসকগণের অভিমুখে, ভক্তিপরায়ণ প্রার্থিগণকে লক্ষ্য করিয়া, সুমঙ্গলের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দেন। এ পক্ষে 'অবনীঃ' পদটিকে উপমামূলক পদ বলিয়া মনে করা যায়। তিনি মঙ্গলকে (শ্রবঃ) মোচন করেন (মুঞ্চতি),—এইরূপ বাক্যের মধ্যে জলসমূহকে বা প্রবাহিণীকে অর্থমূলক 'অবনীঃ' পদ বিদ্যমান্ থাকায়, অন্য অর্থ সঙ্গতভাবে অধ্যাহার করা যায় না। যুগপৎ শ্রবকে এবং অবনীসকলকে মোচন করায়—সুষ্ঠু ভাবও প্রাপ্ত হইতে পারি না। অন্ন আর জল—এই দুই সামগ্রীকে যাঁহারা পৃথিবীর সারবস্তু বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহারা 'শ্রবঃ' পদে 'অন্ন' অর্থ এবং 'অবনীঃ' পদে 'অপঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিলে, এখানে জলবর্ষণের ন্যায় অথবা প্রবাহিণীর অবরোধ-মোচনের ন্যায় সুমঙ্গল আসিয়া ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি নিপতিত হয় এইরূপ অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। আর যদি 'অবনীঃ' ও 'শ্রবঃ' পদদ্বয়ে দ্বিবিধ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আছে মনে করি, তাহা হইলে 'অবনাঃ' পদে যে 'অপঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিব, তাহার মর্ম্ম (সৎকর্ম্মসঞ্জাত) শুদ্ধসত্ত্বনিবহ মনে করিতে হইবে; এবং 'শ্রবঃ' পদে 'শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল' অর্থ পরিগৃহীত হইবে। ফলতঃ, সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যাদিতেই ভাব দাঁড়াইবে এই যে,—মানুষ যখন আপনার অজ্ঞানতাকে দূর করিতে সমর্থ হয়, ভগবৎকৃপায় সে তখন সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' * (১ম—৬১সূ—১০ঋ)॥

---

* পূর্ব্বে একটী ঋকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি, অসুরগণ কর্ত্তৃক গাভী অপহৃত হইয়াছিল এবং ইন্দ্র অসুরগণের অপহৃত সেই গাভী উদ্ধার করেন (ষষ্ঠ সূক্তের পঞ্চম ঋকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি)। সেই ধারণা বদ্ধমূল থাকায় "গাঃ ন ব্রাণাঃ" উপমা দৃষ্টে এখানেও সেই ভাব সংযোজিত হইয়াছে। তার পর, তখন বৃত্র অসুর ছিল; অসুর-পরিকল্পনায় তাহার কার্য্যাদি পরিবর্ণিত হইতেছিল। কিন্তু এখন (পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী সূক্তের ব্যাখ্যায়) বৃত্র মেঘ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং 'অবনাঃ' পদে 'জল' অর্থ গ্রহণ করার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিষয় বিচার করিলে বৃত্র-সম্বন্ধীয় সে ধারণা নিশ্চয়ই অপসৃত হইবে।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি
যদ্বজ্রেণ সীমযচ্ছৎ।
ঈশানকৃদ্দাশুষে দশস্যন্তুর্ব্বীতয়ে গাধং
তুর্ব্বণিঃ কঃ ॥ ১১ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। ইৎ। উং ইতি। ত্বেষসা। রন্ত। সিন্ধবঃ। পরি।
যৎ। বজ্রেণ। সীং। অযচ্ছৎ।
ঈশানহকৃৎ। দাশুষে। দশস্যন্। তুর্ব্বীতয়ে। গাধং।
তুর্ব্বণিঃ। করিতি কঃ ॥ ১১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাবস্থায়াং মুক্তিপ্রাপ্তা জনাঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'ত্বেষসা' (দিব্য-জ্যোতিষা, জ্যোতির্ম্ময়েণ সহ মিলিত্বা ইতি ভাবঃ) 'রন্ত' (রমন্তে, পরমানন্দং ভুঙক্তে); 'যৎ' (যস্মাৎ) 'তুর্ব্বণিঃ' (ত্রাণকারকো দেবঃ) 'বজ্রেণ' (অস্মদনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মরূপায়ুধেন) 'সীং' (এতান্, নিত্যক্রিয়মানাঃ পাপবৃত্তিঃ) 'পরি-অযচ্ছৎ' (সর্ব্বতো নিয়ন্ত্রিতা বিমর্দ্দিতা বা করোতি); 'ইদু' (তস্মাৎ) স 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে সত্ত্বপ্রদাত্রে উপাসকায়) 'দশস্যন্' (কর্ম্মফলং প্রযচ্ছন্) 'ঈশানকৃৎ' (তং ঐশ্বর্য্যবন্তং কুর্ব্বন্) 'তুর্ব্বীতয়ে' (ক্ষিপ্রপরিত্রাণ-

দানায়) 'গাধং' (তস্য অবস্থানযোগ্যং আশ্রয়ং) 'কঃ' (করোতি, নির্দ্দেশয়তি)। অয়ং ভাবঃ – সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং সত্ত্বসঞ্চয়ঞ্চ মোক্ষপ্রাপ্তের্মূলং। তাভ্যাং বয়ং ভগবতঃ কৃপাধিকারিণো ভবামঃ, ভগবান্ অস্মাকং উদ্ধারসাধনঞ্চ করোতি। (১ম—৬১সূ—১১ঋ)।

* * *

অথবা,

'যৎ' (যথা) 'সীং' (এনাম্, পরিদৃশ্যমানাঃ সর্ব্বাঃ সৃষ্টিঃ) 'পরি' (পরিব্যাপ্তানি বিদ্যমানানি ইতি ভাবঃ) 'সিন্ধবঃ' (ব্যোমানি, ব্যোমাধিষ্ঠিতাঃ সপ্তলোকাঃ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইতি ভাবঃ) 'রন্ত' (রমন্তে, ক্রীড়ন্তে, বিদ্যন্তে), 'উ' (এবং) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'ত্বেষসা' (তেজসা) 'বজ্রেণ' (আয়ুধেন, অনুশাসনেন চ ইতি ভাবঃ) 'অযচ্ছৎ' (নিয়ন্ত্রিতঃ পরিচালিতো বা ভবতি), 'ইৎ' (তথা) 'তুর্বণিঃ' (ত্রাণকারকঃ স দেবঃ) 'তুর্বীতয়ে' (উপাসকানাং পরিত্রাণসাধনায়) 'দাশুষে' (উপসকায়) 'দশস্যন্' (তৈঃ কৃতং কর্ম্মফলং প্রযচ্ছন্) 'ঈশানকৃৎ' (পরমৈশ্বর্য্যবন্তং কুর্ব্বন্) 'গাধং' (তান্ আশ্রয়ং) 'কঃ' (দদাতি)॥ অয়ং ভাবঃ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডং পরিচালনয়া সহ ভগবান্ সাধূনাং পরিত্রাণোপায়ং বিদধাতি॥ (১ম—৬১সূ—১১)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় মুক্তিপ্রাপ্ত জনগণ, সেই ভগবানের দিব্যজ্যোতির সহিত (জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত মিলিত হইয়া) পরমানন্দ ভোগ করেন; যে কারণে পরিত্রাণকারী দেবতা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম-রূপ আয়ুধের দ্বারা সেই নিত্যক্রিয়মাণ পাপবৃত্তিসমূহকে সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত বা বিমর্দ্দিত করেন, সেই কারণেই তিনি সত্ত্বপ্রদানকারী উপাসককে, কর্ম্ম-ফল-প্রদান-পূর্ব্বক পরমৈশ্বর্য্যবন্ত করিয়া, ক্ষিপ্রপরিত্রাণ-দানে, তাহার অবস্থানযোগ্য আশ্রয় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। (ভাব এই যে,—পরমপদ মোক্ষপ্রাপ্তির মূল—সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও সত্ত্বসঞ্চয়। তাহাতে ভগবানের কৃপার অধিকারী হওয়া যায়, এবং ভগবান্ আমাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন।)॥ (১ম—৬১সূ—১১ঋ)॥

* * *

অথবা,

যেমন এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিসমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত ব্যোমপ্রদেশ অর্থাৎ ব্যোমাধিষ্ঠিত সপ্তলোক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রীড়াশীল বা অবস্থিত আছে এবং সেই ভগবানের তেজের দ্বারা ও অনুশাসনের

দ্বারা তাহারা যেমন নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়; সেই প্রকারেই সেই ত্রাণকারী দেবতা, উপাসকগণকে তাঁহাদিগের কৃত কর্ম্মফল প্রদান-পূর্ব্বক পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন করিয়া, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। (ভাব এই যে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ সাধুগণের পরিত্রাণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন।) ॥ (১ম—৬১সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যেদেবেন্দ্রস্য ত্বেষসা দীপ্তেন বলেন সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ। যদ্বা গঙ্গাদ্যাঃ সপ্ত নদ্যো রন্ত। স্বে স্বে স্থানে রমন্তে। যদ্যস্মাদয়মিন্দ্রো বজ্রেণ সীমেনান্ সিন্ধূন্ পর্য্যযচ্ছৎ। পরিতো নিয়মিতবান্। অপি চ। ঈশানকৃৎ বৃত্রাদিশত্রুবধেনাত্মানমৈশ্বর্য্যবন্তং কুর্ব্বন্নিন্দ্রো দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় ফলং দশস্যন প্রযচ্ছন্ তুর্ব্বণিস্তুর্ণসংভজনঃ। তুর্ব্বণিস্তুর্ণবনিরিতি যাস্কঃ। যদ্বা তুর্ব্বিতা শত্রূণাং হিংসিতা। এবম্ভূত ইন্দ্রস্তুর্ব্বীতয় এতৎসংজ্ঞায়োদকে নিমগ্নায় ঋষয়ে গাধমবস্থানযোগ্যাং দিশ্যাং প্রদেশং কঃ। অকার্যীৎ॥

রন্ত। রমু ক্রীড়ায়াং। ছান্দসে লঙি বহুবচনে বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ধাতোরন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। অযচ্ছৎ। যম উপরমে। ইষুগমিযমাং ছ ইতি ছত্বং। কঃ। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসহ্বরণশেত্যাদিনা। পা০ ২।৪।৮০। চ্লের্লুক্। গুণঃ। হল্ঙ্যাদিনা ত লোপঃ। বহুলং ছন্দস্যমাংযোগেঽপীত্যড়ভাবঃ॥ (১ম—৬১সূ—১১ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রের দীপ্তির দ্বারা বলের দ্বারা সমুদ্রসমূহ অথবা গঙ্গা প্রভৃতি সপ্তনদীসমূহ স্ব-স্ব স্থানে ক্রীড়া করিতেছে। যে-হেতু এই ইন্দ্র সর্ব্বতোভাবে বজ্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া সমুদ্রসকলকে নিয়মিত করিয়া দিয়াছিলেন। অপিচ, বৃত্রাদি শত্রুবধের দ্বারা আপনাকে ঐশ্বর্য্যবন্ত করিয়া ইন্দ্র হবির্দ্দানকারী যজমানের জন্য ফলদান-পূর্ব্বক 'তুর্ব্বণিঃ' অর্থাৎ সম্যক্‌পূজিত ('তুর্ব্বণিঃ তুর্ণবনিঃ' ইত্যাদি যাস্কের মতে সমপর্য্যায়ভুক্ত) অথবা শত্রুগণের হিংসাকারী, এবম্ভূত ইন্দ্র 'তুর্ব্বীতয়ে' অর্থাৎ উদকে নিমগ্ন এতৎসংজ্ঞক ঋষির জন্য অবস্থান-যোগ্য প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন)।

রন্ত। ক্রীড়ার্থক রমু ধাতু হইতে উৎপন্ন। ছান্দস-হেতু লঙের বহুবচনে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু ধাতুর অন্তঃস্বরের লোপ। অযচ্ছৎ। যম ধাতু উপরমার্থক। 'ইষুগমিযমাং ছঃ' ইত্যাদি সূত্রে ছত্ব। কঃ। কৃ ধাতুর লুঙে 'মন্ত্রে ঘসহ্বরণশ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে (পা০ ২।৪।৮০) চ্লির লোপ হইয়াছে। তৎপরে গুণ। হল্ঙ্যাদি হেতু ত-কারের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। (১ম—৬১সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (৭২২) ঋকে বিশদার্থ।

দুই প্রকার অন্বয়ে এই ঋক্‌টীর আমরা দুই প্রকার অর্থ নিষ্কাশন করিলাম। সেই দুই প্রকার অর্থেই একই প্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত ঐ অর্থের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে না। এ পক্ষে, যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার নমুনা প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(১) ইন্দ্রের ক্ষমতা হেতু সমুদ্র নদীসকল, (নিজ নিজ স্থানে) শোভা পাইতেছে, কেননা ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহাদিগের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (শত্রু বধ দ্বারা) আপনাকে ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়া, ইন্দ্র তরান্বিত হইয়া তুর্ব্বীতি (ঋষির) জন্য একটী অবস্থানযোগ্য স্থান সৃষ্টি করিলেন।"

(২) "যেহেতু ইনি বজ্রদ্বারা এই সমুদ্রসকলকে নিয়মিত করিয়াছেন, অতএব স্ব স্ব স্থানে সমুদ্রসকল ক্রীড়া করিতেছে। বৃত্র বধাদির দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী রিপুঘাতক ইন্দ্র হবির্দ্দাতা যজমানকে ফল দান করতঃ জলমগ্ন তুর্ব্বীতি ঋষিকে অবস্থানযোগ্য স্থান দিয়াছিলেন।"

এ সকল ব্যখ্যা প্রধানতঃ ভাষ্যেরই অনুসরণে পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহার উপর সামান্য পরিবর্ত্তনাদি পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যায়, ঋকের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি,—তাহা কিছুই বোধগম্য হয় না। ইন্দ্র যে বজ্রের দ্বারা সমুদ্রসকলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন—তাহাই বা কি প্রকার? এখানে নিশ্চয়ই কোনও রূপক আছে—বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যপথ পরিগ্রহণ করিয়াছে। তাহার কারণ একে একে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ—'সিন্ধবঃ' পদ। ঐ পদে সমুদ্রসকল বা 'সপ্তনদী' অথবা 'সমুদ্র নদীসকল' ইত্যাদি-রূপ অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত দেখি। আমরা কিন্তু ঐ পদে আমাদিগের পরিকল্পিত দ্বিবিধ ব্যাখ্যায় দুইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ দুই অর্থ, অন্ততঃ উহার একটী অর্থ, নিঘণ্টু-নিরুক্তের অনুসারী। 'সিন্ধবঃ' পদে যে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় অবস্থিত মুক্তিপ্রাপ্ত জনগণকে বুঝায়, তাহা আমরা এই ঋগ্বেদ সংহিতার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে

(১ম-৫২সূ—১৪ঋ) প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। ঐ 'সিন্ধবঃ' পদে যে ব্যোম প্রদেশকে বুঝায়, তাহাও নানা স্থানে পাইয়াছি। 'ত্বেষসা' পদে 'জ্যোতিষা' প্রতিবাক্য প্রাপ্ত হই। সাধারণতঃ ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, ইন্দ্রদেবের বলের দ্বারা অথবা বজ্রের দ্বারা সমুদ্রসকল বা নদীসমূহ যথাস্থানে ক্রীড়াশীল আছে। আমাদিগের দ্বিবিধ ব্যাখ্যায় দুই ভাবে ঐ অংশের নিম্ন-রূপ দ্বিবিধ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। যখন 'সিন্ধবঃ' পদে মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থিত জনগণের প্রতি লক্ষ্য আসিবে, তখন ঐ 'জ্যোতিষা' পদে সেই ভগবানের জ্যোতির সহিত তাঁহাদিগের মিলনের ভাব আসে। শুদ্ধসত্ত্ব-অবস্থাপন্ন জনগণ ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া যে পরমানন্দ লাভ করেন, এখানে এক পক্ষে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, সেই ভগবানের ইঙ্গিতে যে ব্যোমাধিষ্ঠিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, তাহাই বুঝিতে পারি। "সিন্ধুঃ স্রবণাৎ"—এতদ্বাক্য হইতেই ঐ পদে অন্তরিক্ষ অর্থ আসে। অন্তরিক্ষে বাষ্পাকারে জলকণা সঞ্চিত থাকে। তাই 'সিন্ধবঃ' এবং অর্ণবঃ' পদে বেদে অন্তরিক্ষ অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। অন্তরিক্ষ আকাশ বা ব্যোম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছে। "সিন্ধবঃ পরি সীং" পদত্রয়ে তাই 'অন্তরিক্ষোপরি বিদ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ড' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই শেষোক্ত অর্থের সহিত প্রকারান্তরে ভাষ্যাদির ভাব মিলিতে পারে বটে; কিন্তু সে সকল স্থলে কেবল সমুদ্রের প্রতি বা নদীর প্রতি লক্ষ্য আছে, আর এখানে আমরা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অর্থ পরিগ্রহণ করি। ভগবানের অনুশাসনে কেবল নদ-নদী পরিচালিত নহে;—সমগ্র সংসারই পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাই এখানকার ভাবার্থ। এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম অংশে ভগবানের প্রভাবের বিষয় অথবা তাঁহার সহিত মুক্তপুরুষগণের সম্মিলনের প্রসঙ্গই প্রখ্যাত আছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে, ভগবৎ-পরায়ণ জনের প্রতি ভগবানের করুণা কিরূপভাবে প্রকাশ পায়, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই অংশের অন্তর্গত 'ঈশানকৃৎ' ও 'তুর্ব্বীতয়ে' পদদ্বয়ে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, যথাক্রমে ভগবানকে (বৃত্রাদি নাশ-হেতু তাঁহার ঈশানত্বের) এবং তুর্ব্বীতি নামক ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা এখানে ভিন্ন ভাব গ্রহণ করি।

'ঈশানকৃৎ' পদ উপাসক-সম্বন্ধে প্রযুক্ত ইহাই সঙ্গত। তিনি তো নিজেই ঈশান! 'ঈশনাঃ' এই বিশেষণ তাঁহার সম্বন্ধে বহুত্র প্রযুক্ত দেখি। যিনি নিজেই ঈশান, তিনি আবার আপনাকে 'ঈশানঃ' করিবেন কি? ঐশ্বর্য্যবান্ ঐশ্বর্য্য দান দ্বারা অপরকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত করিয়া থাকেন। সেই ভাব সেই অর্থই এখানে সঙ্গত দেখি। 'তুর্ব্বীতয়ে' পদের সহিত একটা উপাখ্যানের সংযোগ সাধিত হয়। তুর্ব্বীতি নামক ঋষি জলমগ্ন হন, আর ইন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই সেই উপাখ্যান। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে কেন ঋষি-বিশিষকে বুঝাইবে? ঐ পদের মর্ম্ম—ক্ষিপ্র-পরিত্রাণের নিমিত্ত। এই পদের বিষয়ও আমরা নানা স্থানে আলোচনা করিয়াছি (১ম-৩৬সূ—১৮ঋ)। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সীং' পদটীতে আমাদিগের দুই প্রকার ব্যাখ্যায় দুই দিকে দুই ভাবে দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। সেই দুই প্রকার অর্থ গ্রহণে মন্ত্রার্থে দুই প্রকারেই সঙ্গতি-রক্ষা হইয়াছে। ঐ পদের 'এনান্' প্রতিবাক্যে 'নিত্যক্রিয়মাণ্ পাপবৃত্তিকে' মনে আসিতে পারে, অথবা ঐ পদে 'পরিদৃশ্যমান্ স্মষ্টির' প্রতি লক্ষ্য আসে। এক পক্ষে, ত্রাণকারী দেবতার বজ্রের দ্বারা সেই পাপবৃত্তিসমূহ বিমর্দ্দিত হয়—এই ভাব প্রাপ্ত হই। অন্য পক্ষে, পরিদৃশ্যমান্ সৃষ্টি ব্যাপিয়া যে ব্যোম বিদ্যমান্, 'সীং' পদে সেই সৃষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, কোনও নির্দ্দিষ্ট-কালের কোনও ঘটনা বিশেষের সহিত এই ঋকের কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু এই মন্ত্রে নিম্নলিখিত দুইটী ভাব প্রকাশমান্ আছে। প্রথমতঃ—মুক্তিপ্রাপ্ত সাধুগণ ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন; অথবা, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের অনুশাসনে পরিচালিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ—ভগবন্ন্যস্তচিত্ত সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ভগবান্, তাঁহাদিগকে কর্ম্মফল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের আশ্রয়-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ, যাঁহার যেরূপ কর্ম্ম, তিনি তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবেন,—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ের দ্বারা মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। (১ম—৬১সূ—১১ঋ)॥

—•—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

অস্মা ইদু প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায়

বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।

গোর্ন পর্ব্ব বি রদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং

চরধ্যৈ ॥ ১২ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্মৈ। ইৎ। উং ইতি। প্র। ভর। তূতুজানঃ। বৃত্রায়।

বজ্রং। ঈশানঃ। কিয়েধাঃ।

গোঃ। ন। পর্ব্ব। বি। রদ। তিরশ্চা। ইষ্যন্। অর্ণাংসি। অপাং।

চরধ্যৈ ॥ ১২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্। 'তূতুজানঃ' (ক্ষিপ্রগতিশীলঃ, শত্রুহননকারী) 'ঈশানঃ' (পরমৈশ্বর্য্য-শালী) 'কিয়েধাঃ' (অসীমবলসম্পন্নঃ) এতাদৃশস্ত্বং 'অস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়, ব্যাপকায়) 'বৃত্রায়' (অজ্ঞানতারূপায় অসুরায়) 'বজ্রং' (আয়ুধং, জ্ঞানরূপং অস্ত্রং) 'আ' (সমন্তাৎ) 'প্র-ভর' (নিক্ষেপয়) জ্ঞানরূপাস্ত্রেণ অজ্ঞানতা-রূপং শত্রুং ছিনৎস্ব ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 'গোর্ন' (রশ্মির্যথা অন্ধকারং বিদারয়তি, জ্ঞানজ্যোতিষা যথা অজ্ঞানতা বিচ্ছিন্না

ভবতি, তদ্বৎ) হে ভগবন্! ত্বং 'পর্ব্ব' (সন্ধিস্থলং, শত্রোরাশ্রয়ং শক্তিং বা) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'তিরশ্চা' (তির্য্যগ্গামিনা বজ্রেন, সরলসৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বেন বা) 'বিরদ' (বিদারয়, ছিন্ধী); 'ইষু' (তথা, অহং) 'ইষ্যন্' (ইচ্ছন্, সত্ত্বাভিলাষিণং জনং, মামাভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ) 'চরধ্যৈ' (চরণায়, ভূপ্রদেশপ্রতিগমনায়) 'অপাং' (শুদ্ধসত্ত্বানানাং) 'অর্ণাংসি' (স্রোতাংসি, প্রবাহান্) সঞ্চালয় ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে ভগবন্! অস্মান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ সত্ত্বভাবাম্বিতান্ কুরু, অস্মাকং অজ্ঞানতাঞ্চ বিদূরয়।' (১ম—৬১সূ—১২ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শত্রুহননকারী, পরমৈশ্বর্য্যশালী, অসীমবলসম্পন্ন আপনি, সেই ব্যাপক প্রসিদ্ধ অজ্ঞানতা-রূপ অসুরের প্রতি জ্ঞানরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করুন; (অর্থাৎ, সেই অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে জ্ঞান-রূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করুন)। আলোক-রশ্মি যেমন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা অজ্ঞানতা যেমন বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ হে ভগবন্, আপনি শত্রুর সন্ধিস্থলকে (তাহার আশ্রয়কে বা শক্তিকে) তির্য্যগ্-গামী বজ্রের দ্বারা অর্থাৎ সরল সৎকর্ম্মের বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে, সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করুন; আর, সত্ত্বাভিলাষী আমাকে লক্ষ্য করিয়া, এই ভূপ্রদেশের প্রতি আগমনের জন্য, শুদ্ধসত্ত্বের প্রবাহসমূহকে সঞ্চালিত করুন। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে সৎকর্ম্মপরায়ণ সত্ত্বভাবান্বিত করুন এবং আমাদিগের অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া দেন।')॥ (১ম—৬১সূ—১২ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

তূতুজান ইতি ক্ষিপ্রনাম। তূতুজানস্ত্বরমাণঃ। যদ্বা শত্রূন্ হিংসন্। ঈশান ঈশ্বরঃ সর্ব্বেষাং কিয়েধাঃ কিয়তোঽনবধৃতপরিমাণস্য বলস্য ধাতা। যদ্বা ক্রমমাণং শত্রুবলং দধাত্যবস্থাপয়তীতি কিয়েধাঃ। হে ইন্দ্র। এবম্ভূতস্ত্বমস্মৈ বৃত্রায় বজ্রং প্রভরা। ইমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

তূতুজান—এই পদ ক্ষিপ্রনাম মধ্যে গণ্য। তূতুজান অর্থাৎ ত্বরমাণ। অথবা, শত্রুর হিংসাকারী। 'ঈশানঃ' অর্থাৎ ঈশ্বর, সকলের 'কিয়েধাঃ' অর্থাৎ কাহারও পরিজ্ঞাত নহে এতাদৃশ বলের ধারণকর্ত্তা, অথবা ক্রমমাণ শত্রুবলকে ধারণ করিয়া অবস্থান করেন—এই অর্থে 'কিয়েধাঃ' পদ প্রযুক্ত হয়। হে ইন্দ্র! এবম্ভূত আপনি সেই বৃত্রের নিমিত্ত বজ্রকে 'প্রভর' অর্থাৎ সেই বৃত্রকে বজ্রের দ্বারা প্রহার কর। প্রহার করিয়া, 'অর্ণাংসি'

বৃত্রং বজ্রেণ প্রহরেত্যর্থঃ। প্রহৃত্য চার্ণাংসি বৃষ্টিজলানীষ্যন্ তস্মাদ্বৃত্রান্নির্গময়ংস্তাসামপাং চরধ্যৈ তাসামপাং চ গায় ভূপ্রদেশং প্রতিগমনায় তস্য বৃত্রস্য মেঘরূপস্য পর্ব্ব পর্ব্বাণ্যবয়বসন্ধীন্তিরশ্চা তির্য্যগবস্থিতেন বজ্রেণ বিরদা বিলিখ। ছিন্ধীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গোর্ন। যথা মাংসস্য বিকর্ত্তারো লৌকিকাঃ পুরুষাঃ পশোরবয়বানিতস্ততো বিভজন্তি তদ্বৎ। অত্র নিরুক্তং। অস্মৈ প্রহর তূর্ণং ত্বরমাণো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ কিয়দ্ধা ইতি বা ক্রমমাণধা ইতি বা। গোরিব পর্ব্বাণি বিরদ মেঘস্যেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরণায়। নি০ ৬।২০। ইতি॥

ভরা। হ্রুগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। তূতুজানঃ। তুজ হিংসায়াং। কানচি তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্যেত্যভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। ছন্দস্যুভয়থেতি কানচঃ সার্ব্বধাতুকত্বে সত্যভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কিয়েধাঃ। তুজতা কিয়েধা ইত্যত্রোক্তং। রদা। রদ বিলেখনে। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। তিরশ্চা। তিরোঽঞ্চতীতি তির্যঙ। ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। তৃতীয়ৈকবচনে ভসংজ্ঞায়ামচ ইত্যকারলোপঃ। শ্চুত্বেন সকারস্য শকারঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ইষ্যন্। ইষ গতাবিত্যস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাচ্ছতুর্দিবাদিভ্যঃ শ্যন্। তস্য নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। চরধ্যৈ। তুমর্থে সেসেনেতি চরতেঃ অধ্যৈ প্রত্যয়ঃ। (১ম ৬১সূ—১২ঋ)॥

* * *

অর্থাৎ বৃষ্টির জলসমূহকে 'ইষ্যন্' অর্থাৎ সেই বৃত্র হইতে নির্গত করিয়া, জলসমূহকে ভূপ্রদেশে প্রতিগমনের জন্য, সেই বৃত্রের মেঘরূপ অবয়ব-সন্ধি পর্ব্বকে আপনি তির্য্যগ্ভাবে অবস্থিত বজ্রের দ্বারা ছেদন করুন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—'গোর্ন'। অর্থাৎ, মাংসের ছেদনকারী লৌকিক পুরুষগণ পশুর অবয়বসমূহ তাহা হইতে যেমন বিচ্ছিন্ন করে, তদ্বৎ। এ বিষয়ে নিরুক্ত আছে,—'অস্মৈ প্রহর······ চরণায়' নি০ ৬।২০। ইতি।

ভরা। 'হ্রুগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ। তূতুজানঃ। হিংসার্থক তুজ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কানচ্-হেতু 'তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে কানচে, সার্ব্বধাতুকত্ব হওয়ায়, 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। কিয়েধাঃ। তুজতা ও কিয়েধাঃ এই দুই পদের বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। রদা। বিলেখন অর্থে রদ ধাতু। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাত। তিরশ্চা। তিরস্ শব্দের উত্তর অঞ্চ-প্রত্যয় করিয়া তির্য্যঙ্ পদ হয়। 'ঋত্বিক্' ইত্যাদি সূত্রে কিন্। 'অনিদিতাম্' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারের লোপ। তৃতীয়ার একবচনে ভ সংজ্ঞা-হেতু অচ্ হয়। তাহার অকার লোপ। শ্চুত্বের দ্বারা স-কারের স্থলে শ-কার হইয়াছে। উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। ইষ্যন্। ইষ ধাতুতে গতি বুঝায়। তাহাতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ হেতু 'দিবাদিভ্যঃ শ্যন্' ইত্যাদি সূত্রে শতৃ স্থানে শ্যন্ হইয়াছে। তাহার নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। চরধ্যৈ। 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে চর ধাতুর উত্তর অধ্যৈ প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম ৬১সূ—১২ঋ)॥

* * *

দ্বাদশ (৭২৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত "গোর্ন" উপমা-মূলক পদ উপলক্ষে ভাষ্যকারের এবং ব্যাখ্যাকারগণের গবেষণার পরিসীমা নাই। "পর্ব্ব বিরদা তিরশ্চা" —এই বাক্যাংশের সহিত ঐ উপমার পদ সংযুক্ত থাকায়, ঋকের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'মাংসচ্ছেদক ব্যক্তিরা (কসাইরা) যেমন গো-পশুর অবয়ব-সকল ছেদন করিয়া পৃথক করে, ইন্দ্র সেইরূপ তির্য্যগ্‌ভাবে বৃত্রাসুরের দেহগ্রন্থিসকলকে অথবা মেঘসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।' এই উপলক্ষে প্রাচীন আর্য্যসমাজে গোমাংস ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া, প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আমরা ঐ অর্থের সঙ্গতি অস্বীকার করি। এই সূক্তের সূচনায় এতদ্বিষয় সামান্য আলোচিত হইয়াছে। 'গোর্ন' উপমায় যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহাও বিবৃত করিয়াছি।

সমাজের ছিদ্রানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ, সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়, সময় সময় শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। যেমন,—গোমাংস ব্যবহারের কথা, বিধবা-বিবাহের কথা, অসবর্ণ সম্বন্ধের বিষয় ব্যভিচার প্রভৃতি। সমাজে যাঁহারা ঐ সকল বিষয় প্রবর্ত্তনা করিতে প্রয়াসী, প্রধানতঃ তাঁহারাই শাস্ত্র হইতে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করেন। অনন্ত শাস্ত্রসমুদ্রে কিছুরই অভাব নাই; অমৃতও আছে, হলাহলও আছে, মুক্তাও মিলিবে, ঝুঁটাও দেখিতে পাইবে, স্বচ্ছতাও উদ্ভাসিত, ক্লেদ-কলঙ্কও পরিদৃষ্ট। সুতরাং শাস্ত্রসমুদ্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, পাওয়া যাইবে না—এমন বিষয় কিছুই নাই! যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, যিনি যদ্রূপ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান-তৎপর, তিনি তদ্রূপ সামগ্রীই শাস্ত্র-সমুদ্রে নিমজ্জমান্ আছে—দেখিতে পান। কেবল যে অর্থের বৈপরীত্য-হেতু এরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। অনন্ত কালের ক্রোড়ে অনন্ত ঘটনাবলি ক্রীড়া করিয়া চলিয়াছে। বুদ্বুদ-তরঙ্গ নিত্যই কাল-সমুদ্রে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে। শাস্ত্র

যাইতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যের ও ব্যাখ্যাদির অনুসরণে মন্ত্রটীকে আমরা সে দৃষ্টিতে দেখিতেছি না।

উপমায় প্রার্থনা প্রকাশ পাইতেছে,—'হে ভগবন্! সরল সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন অজ্ঞানতাকে দূর করিতে পারি।' (১ম—৬১সূ—১২ঋ)॥

—•—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

অস্যেদু প্র ব্রূহি পূর্ব্ব্যাণি তুরস্য

কর্ম্মাণি নব্য উক্‌থৈঃ।

যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো

নিরিণাতি শত্রূন্॥ ১৩॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। ইৎ। উং ইতি। প্র। ব্রূহি। পূর্ব্ব্যাণি। তুরস্য।

কর্ম্মাণি। নব্যঃ। উক্‌থৈঃ।

যুধে। যৎ। ইষ্ণানঃ। আয়ুধানি। ঋঘায়মাণঃ।

নিঃরিণাতি। শত্রূন্॥ ১৩॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উক্‌থৈঃ' (শস্ত্রৈঃ, বেদমন্ত্রৈঃ) 'নব্যঃ' (স্তুত্যঃ, নিত্যস্বরূপঃ) স ভগবান্ 'যুধে' (যোধনায়—পাপনাশকায়) 'আয়ুধানি' (শস্ত্রাণি, অস্মাকং সৎকর্ম্মরূপাণি) 'ইষ্ণানঃ' (আভীক্ষ্ণ্যেণ প্রেরয়ন্, নিক্ষেপয়ন্, পুনঃপুনঃ পরিচালয়ন ইতি ভাবঃ) 'শত্রূন্' (রিপূন্, পাপান্) 'ঋঘায়মাণঃ' (হিংসন্, দময়ন্) 'যৎ' (যথা) 'নিরিণাতি' (নিতরাং অভিগচ্ছতি, সদাকালং স্বপ্রকাশো ভবতি), 'ইত্' (তদেব সদাকালং) হে মম মনঃ, 'তুরস্য' (শত্রুবধ-তৎপরস্য, পাপনাশকস্য) 'অস্য' (ভগবতঃ) 'পূর্ব্ব্যাণি' (সনাতনানি, নিত্যকৃতানি) 'কর্ম্মাণি' (শত্রুসংহাররূপাণি, পাপনাশকানি অনুষ্ঠানানি) 'প্র ব্রূহি' (উচ্চারয়, অনুধ্যানং কুর্ব্বিতি ভাবঃ)॥ অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ সদৈব অস্মাকং হিতসাধনতৎপরোঽস্তি; অতঃ সদাকালং তস্য উপাসনাপরো ভব—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৬১সূ—১৩ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বেদমন্ত্রে স্তবনীয় নিত্যস্বরূপ সেই ভগবান্, পাপনাশক সংগ্রামে আমাদিগের সৎকর্ম্মরূপ অস্ত্রসমূহকে পুনঃপুনঃ পরিচালিত করিয়া, পাপ-রূপ শত্রুসকলকে হনন-পূর্ব্বক, যেমন সদাকাল স্বপ্রকাশ আছেন; সেই-রূপ সকল সময়ই, হে আমার মন, শত্রুনাশতৎপর সেই ভগবানের নিত্যানুষ্ঠিত (সনাতন) শত্রুসংহার-রূপ কর্ম্মসমূহকে অনুধ্যান করিও। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সদাকালই আমাদিগের হিতসাধনে তৎপর আছেন। অতএব, সদাকালই তাঁহার উপাসনাপরায়ণ হও—এইরূপ আত্মোদ্বোধনাপ্রকাশক এই মন্ত্র।)॥ (১ম—৬১সূ—১৩ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

উক্‌থৈঃ শস্ত্রৈর্নব্যঃ স্তুত্যো য ইন্দ্র অস্তেহ। অস্যৈব তুরস্য যুদ্ধার্থং ত্বরমাণস্যেন্দ্রস্য পূর্ব্ব্যাণি পুরাণানি কর্ম্মাণ্যেতৎ কৃতানি বলকর্ম্মাণি হে স্তোতঃ প্রব্রূহি প্রশংস। যদ্যদা যুধে যোধনায়ায়ুধানি বজ্রাদীনীষ্ণান আভীক্ষ্ণ্যেন প্রেরয়ন্ শত্রূনৃঘায়মাণো হিংসংস্তেন্দ্রো নিরিণাতি অভিমুখং গচ্ছতি। তদানীং প্রব্রূহীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উক্‌থের অর্থাৎ শস্ত্রের (ঋঙ্মন্ত্রের) দ্বারা স্তুত্য যে ইন্দ্র, যুদ্ধার্থ ত্বরমাণ সেই ইন্দ্রের পুরাতন কর্ম্মসমূহ (তৎকৃত বলকর্ম্মসমূহ), হে স্তোতা, প্রশংসা কর। যখন যুদ্ধের নিমিত্ত বজ্রাদি অস্ত্রসমূহকে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক শত্রুগণকে হিংসা করিয়া ইন্দ্র (তাহাদিগের) অভিমুখে গমন করেন, তখন হে স্তোতা, তুমি তাঁহার প্রশংসা কর,—এইরূপ পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ।

পূর্ব্ব্যামতি পুরাণনাম। পূর্ব্ব্যমহ্যায়েতি পুরাণনামসু পাঠাৎ। তুরস্থ। তুর ত্বরণে। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। নব্যঃ। ণু স্তুতৌ। অচো যদিতি যৎ। গুণঃ। ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈ-বেত্যবাদেশঃ। ইষ্কানঃ। ইষ আভীক্ষ্ণ্যে। ক্রৈয্যাদিকঃ ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। শানচশ্চিত্ত্বা-দন্তোদাত্তত্বং। ঋঘায়মাণঃ। ন হি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিত্যত্র ব্যুৎপাদিতং। নিরিণাতি। রী গতিরেষণয়োঃ ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। তিপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ শিষ্যতে। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতের্নিঘাতঃ। যদ্বৃত্তযোগাচ্চ তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম—৬১সূ—১৩ঋ)॥

* * *

ত্রয়োদশ (৭২৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

ভাষ্যে এবং প্রচলিত অর্থাদির অনুসরণে মনে হয়, কেহ যেন ইন্দ্রের স্তবকারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে স্তবকারী! বজ্রাদি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক ইন্দ্র যখন শত্রুদিগকে হনন করিয়া অগ্রসর হইবেন, তখন তুমি ইন্দ্রের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহের প্রশংসা করিবে।' যুদ্ধের সময় যুদ্ধে উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ যোদ্ধৃ-পুরুষকে সম্মানিত করা হয়। এখানে যেন সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইন্দ্র যেন পূর্ব্বে কোথাও যুদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; এবার যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাই তাঁহার যশোগান দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করা হইতেছে। এই উপলক্ষে মধ্য-এসিয়া হইতে ইন্দ্রের নেতৃত্বে আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক ভারতের অনার্য্যজাতিগণকে একে একে বশীভূত করা প্রভৃতির প্রমাণ-মধ্যেও ঋক্টী গণ্য হইতে পারে।

'পূর্ব্ব্যা' এই পদে পুরাতন বুঝায়; 'পূর্ব্ব্যমহ্ন্য' ইত্যাদি পদ পুরাণনাম মধ্যে পঠিত হয় বলিয়া। তুরস্থ। ত্বরণার্থক তুর ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ইগুপধলক্ষণঃ কঃ' এই নিয়মে কঃ হয়। নব্যঃ। স্তুত্যর্থক ণু ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ-প্রত্যয়। তাহার গুণ। 'ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব' ইত্যাদি সূত্রে অব আদেশ। ইষ্কানঃ। আভীক্ষ্ণ্য (পৌনঃপুন্য) অর্থমূলক ইষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্র্যাদিগণীয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনে-পদ শানচের চিত্ত্ব-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। ঋঘায়মাণঃ। 'ন হি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মানম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহার ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। নিরিণাতি। গতি ও এষণ অর্থমূলক রী ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্র্যাদিগণীয় হেতু শ্না প্রত্যয়। 'প্বাদীনাং হ্রস্ব' ইত্যাদি নিয়মে হ্রস্বত্ব। তিপের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্বের বিকরণস্বর অবশিষ্ট আছে। 'তিঙি চোদাত্তবতি' ইত্যাদি সূত্রে গত্যর্থক ধাতুর নিঘাত হয়। যদ্বৃত্ত-যোগ হেতু 'তিঙ্ঙতিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের অভাব। (১ম—৬১সূ—১৩ঋ)॥

যাঁহারা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু আছেন, ঋক্‌টীকে সেই দৃষ্টিতেই তাঁহারা দর্শন করিতে পারেন।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে ভগবানের উপাসক বা ভগবানের করুণা-প্রার্থী জন, ভগবানের অনুকম্পার বিষয় স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। মন্ত্রে যে 'নব্যঃ' পদটী আছে, তাহাতে 'স্তুত্যঃ' অর্থাৎ পূজ্য বা স্তবের যোগ্য অর্থ গৃহীত হয়। আমরাও সেই অর্থ ই গ্রহণ করি। তবে ঐ পদে একটু অভিনবত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। তিনি যে নূতন, তিনি যে নিত্য, ঋঙ্মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার সেই স্বরূপ যে পরিব্যক্ত, "উকথৈঃ নব্যঃ" পদদ্বয়ে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। মন্ত্রে যে 'যুধে' 'আয়ুধানি' পদদ্বয় দৃষ্ট হয়, তাহার ভাব এই যে,—আমাদিগের পাপনাশের জন্য—অসদ্বৃত্তিসমূহের দমনের নিমিত্ত—সৎকর্ম্ম-রূপ অস্ত্রের প্রয়োজন। আমরা যতই সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইব, ততই আমাদিগের অসদ্বৃত্তিসমূহ বিমর্দ্দিত হইবে এবং পাপ দূরে যাইবে। কিন্তু পাপনাশের জন্য সেই সৎকর্ম্ম-রূপ আয়ুধ-সমূহকে শত্রুর প্রতি কে পরিচালন করেন? সে পক্ষে ভগবানের করুণাই প্রধান সহায় বলিয়া মনে করা যায়। আমাদিগের দ্বারা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া, সেই ভগবানই শত্রুকে হিংসা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, ভগবানের কৃপায় আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম মুখরিত হইয়া পাপকে বিনষ্ট করে। এই ভাবটুকু মন্ত্রের প্রথম অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে) "উকথৈঃ" হইতে "নিরিণাতি" পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে প্রকাশ পাইতেছে। তৎপরবর্ত্তী অংশ "ইন্দ্র তুরস্য" হইতে "প্রব্রূহি" পর্য্যন্ত অংশে আত্মোদ্বোধনা পরিব্যক্ত। ঐ অংশের 'পূর্ব্যাণি' পদে পূর্ব্বের কোনও একটী ঘটনা-বিশেষকে নির্দ্দেশ করিতেছে না। আমরা বলি, ঐ পদে 'নিত্যকৃত সনাতন' অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। 'পূর্ব্ব' এই পদ-বিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা নানা স্থানে (১ম—১সূ—২ঋ, প্রভৃতিতে) প্রকাশ করিয়াছি। 'কর্ম্মাণি' পদে এখানে শত্রুনাশ-রূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহকে লক্ষ্য করিতেছে। 'প্রব্রূহি' পদে 'প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ' হইতেই অনুধ্যানের ভাব আসে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, এই মন্ত্রে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে,—'ভগবান্ যেমন অনাদিকাল হইতে নিত্য আমাদিগের শ্রেয়ঃ-সাধন করিয়া আসিতেছেন, আমরাও যেন সেইরূপ নিত্যকাল তাঁহার উপাসনা-পরায়ণ থাকি।' (১ম—৬১সূ—১৩ঋ) ॥

—— • ——

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

অস্যেদু ভিয়া গিরয়শ্চ দৃল্হা দ্যাবা চ

ভূম জনুষস্তুজেতে।

উপো বেনস্য জোগুবান ওণিং সদ্যো

ভুবদ্বীর্য্যায় নোধাঃ ॥ ১৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। ইৎ। উং ইতি। ভিয়া। গিরয়ঃ। চ। দৃল্হাঃ। দ্যাবা। চ।

ভুম। জনুষঃ। তুজেতে ইতি।

উপো ইতি। বেনস্য। জোগুবানঃ। ওণিং। সদ্যঃ।

ভুবৎ। বীর্য্যায়। নোধাঃ ॥ ১৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'ভিয়া' (ভয়েন) 'গিরয়ঃ' (পর্ব্বতাঃ) 'দৃলহাঃ' (নিশ্চলাঃ) অবতিষ্ঠন্তে ইতি শেষঃ ; 'চ' (এবং) 'জনুষঃ' (প্রাতুর্ভূতাৎ অস্মাৎ ইন্দ্রাৎ, তস্য ভগবতঃ শক্তেঃ সর্ব্বত্র প্রকাশমানত্বাৎ ভীত্যা ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবা চ ভূমা' (দ্যাবা-পৃথিব্যৌ চ) 'তুজেতে' (কম্পেতে) ; 'ইৎ' (পক্ষান্তরেঽপি) 'বেনস্য' (কমনীয়স্য অস্য ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'ওপিং' (দুঃখস্যাপনয়কং রক্ষণং) 'উপঃ' (উপলব্ধ্বা, সামীপ্যং প্রাপ্য) 'নোধাঃ' (নবীনঃ, নবানুরাগী, নবকর্ম্মপ্রবৃত্তো জনঃ) 'জোগুবানঃ' সন্ (হৃদি বেদ-মন্ত্রস্যানুধ্যানপরায়ণঃ সন) 'সদ্যঃ' (ক্ষিপ্রমেব) 'বীর্য্যায়' (বীর্য্যবান্, যদ্বা বীর্য্যং, সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যং) 'ভুবৎ' (ভবতি, যদ্বা—প্রাপ্নোতি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবতি কোমল-কঠোরঃ সর্ব্বো ভাবো বিদ্যতে ; তস্য কমনীয়াং করুণামূর্ত্তিং দৃষ্ট্বা যো জনো ধ্যানপরায়ণো ভবতি, স হি শ্রেয়োঃ লভতে। (১ম—৬১সূ—১৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবের ভয়ে পর্ব্বতসকল নিশ্চল হইয়া আছে ; এবং সেই ভগবানের শক্তি সর্ব্বত্র প্রকাশমান থাকায়, ভয়ে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হইতেছে ; পক্ষান্তরে আবার কমনীয় সেই ভগবানের দুঃখনিবৃত্তিকারী রক্ষণ শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া, নবানুরাগী নবকর্ম্মপ্রবৃত্ত জন, অন্তরে অন্তরে বেদমন্ত্রের অনুধ্যান পরায়ণ হইয়া, ত্বরায় বীর্য্যবান্ হইতেছেন অথবা সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য লাভ করিতেছেন। (ভাব এই যে,—কোমল ও কঠোর সকল ভাবই ভগবানে বিদ্যমান্। যে জন তাঁহার কমনীয় করুণা-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার অনুধ্যান-পরায়ণ হইতে পারেন, তিনিই শ্রেয়োলাভ করেন।)॥ (১ম—৬১সূ—১৪ঋ)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

অস্যেন্দ্রস্য ভিয়া পক্ষচ্ছেদভয়েন গিরয়ঃ পর্ব্বতা অপি দৃলহা নিশ্চলাঃ স্বস্বদেশেঽবতি-ষ্ঠন্তে। জনুষঃ প্রাদুর্ভূতাদস্মাদেবেন্দ্রাদ্ভীত্যা দ্যাবা ভূমা চ দ্যাবাপৃথিব্যাবপি তুজেতে। তুজির্হিংসার্থোঽপ্যত্র কম্পনে দ্রষ্টব্যঃ। কম্পেতে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ বেনাস্য কান্তস্যাস্যৌনিং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সেই ইন্দ্রের 'ভিয়া' অর্থাৎ পক্ষচ্ছেদ-ভয়ের দ্বারা পর্ব্বতও নিশ্চলা হইয়া স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করে। প্রাদুর্ভূত সেই ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীও কম্পিত হয়। (তুজি ধাতু হিংসার্থক হইলেও এখানে কম্পনার্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। আর, সেই

দুঃখস্যাপনয়কং রক্ষণমুপো জোগুবানোঽনেকৈঃ সূক্তৈঃ পুনঃ পুনরুপশব্দয়ন্। উপশ্লোকয়ন্নিত্যর্থঃ। এবম্ভূতো নোধা ঋষি সদ্যস্তদানীমেব বীর্য্যায় ভুবৎ বীর্য্যবানভবৎ ॥

দ্যাবা চ ভূমা। দ্যাবা ভূমেত্যনয়োর্মধ্যে চশব্দস্য পাঠশ্ছান্দসঃ। দিবো দ্যাবেতি দিবশব্দস্য দ্যাবাদেশঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্ডাদেশঃ। ছান্দসমত্বং পদকারৈঃ কৃতং। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পদদ্বয়প্রসিদ্ধিরপি সাম্প্রদায়িকী। জনুষঃ। জনী প্রাদুর্ভাবে। জনেরুসিরিত্যৌণাদিক উসিপ্রত্যয়ঃ। জোগুবানঃ। গুঙ্ অব্যক্তে শব্দে। অস্মাদ্যঙ্লুগন্তাদ্ব্যত্যয়েন শানচ্। অদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। উবঙাদেশঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ওপিং। ওপ্ অপনয়নে। অস্মাদৌণাদিক ইপ্রত্যয়ঃ। ভুবৎ ভবতের্লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ভূসুবোস্তিঙীতি গুণপ্রতিষেধঃ। নোধাঃ। নোধা ঋষির্ভবতি নবনং দধাতীতি যাস্কঃ। নি০ ৪।১৬। তস্মাদ্ধাঞোঽসুন্ নবশব্দস্য নোভাবশ্চ ॥ ১৪ ॥

* * *

চতুর্দ্দশ (৭২৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের মধ্যে একটী 'নোধাঃ' পদ আছে। সেই পদের অনুসরণে নোধা নামক ঋষি-বিশেষকে এই মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া খ্যাপন করা হয়। তদনুসারে প্রচারিত হইয়া থাকে,—নোধা ঋষি এই ঋঙ্মন্ত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে আপনার নামটী মন্ত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটা সংস্কার

কমনীয়ের (ইন্দ্রের) দুঃখাপনোদনকারী রক্ষণ.ক অনেক সূক্তের দ্বারা পুনঃপুনঃ উচ্চারণপূর্ব্বক (উপশ্লোক-রচয়িতা এবম্ভূত) নোধা ঋষি সেই কালেই বীর্য্যবান্ হইয়াছিলেন।

দ্যাবা চ ভূমা। দ্যাবা ও ভূমা পদদ্বয়ের মধ্যে 'চ' শব্দের পাঠ ছান্দস-হেতু ঘটিয়াছে। 'দিবো—দ্যাবেতি' বাক্যে দিব শব্দের স্থলে দ্যাবা আদেশ হয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্থানে ডা আদেশ হইয়াছে। ছান্দসে অত্ব—পদকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে উভয় পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। পদদ্বয়ের প্রসিদ্ধিও সাম্প্রদায়িক। জনুষঃ। প্রাদুর্ভাব অর্থে জনী ধাতু। 'জনেরুসিঃ' ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রে উসি প্রত্যয়। জোগুবানঃ। গুঙ্ ধাতুতে অব্যক্ত শব্দ বুঝায়। তাহাতে যঙ্ লুকের ব্যত্যয়ের দ্বারা শানচ্ হইয়াছে। 'অদাদিবচ্চ' ইত্যাদি বচন-হেতু শপের লোপ। তাহাতে উবঙ্ আদেশ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। 'ওপিং। অপনয়নার্থক ওপ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে ঔণাদিক ই-প্রত্যয়। ভুবৎ। ভূ ধাতু লেটে অট্ আগম হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শপের লোপ। 'ভূসুবোস্তিঙি' ইত্যাদি সূত্রে গুণের প্রতিষেধ। নোধাঃ। যাস্কের মতে (নি০ ৪।১৬) 'নোধা ঋষির্ভবতি নবনং দধাতি' ইত্যাদি বাক্যে ঐ পদে ঋষিকে বুঝাইয়াছে। তাহাতে 'আঙোঽসুন্' ইত্যাদি সূত্রে নব-শব্দের নো-ভাব হইয়াছে। (১ম—৬১সূ—১৪ঋ)।

মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার এক অংশের অর্থে ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে, এবং দ্বিতীয় অংশে নোধা ঋষি যে মন্ত্র রচনা করিয়া যশস্বী বা বীর্য্যবান্ হইয়াছিলেন, তাহা পরিব্যক্ত আছে।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশের 'অস্য' হইতে 'দৃলহাঃ' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে এবং দ্বিতীয় অংশের 'চ কম্নসঃ' হইতে 'তুজেতে' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীতে বহির্জ্জগতে ভগবানের কতদূর প্রভাব বিদ্যমান, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আর, শেষাংশে, 'ইদু বেনস্য' হইতে 'ভুবৎ' পর্য্যন্ত পদ-কয়েকটীতে অন্তর্জ্জগতের তত্ত্বকথা উদ্ভাসিত রহিয়াছে। সেই ভগবানের প্রভাবে আসমুদ্র হিমাচল পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে এবং তাঁহার প্রভাবের নিকটে সকলেই প্রণত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আবার, তাঁহারই করুণায়, তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ অনুরাগসম্পন্ন হইয়া, মানুষ অশেষ মঙ্গল লাভ করিতেছে। প্রথমাংশে 'ভিয়া' পদ—তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তির, তাঁহার উগ্রভাবের, তাঁহার পরিচালন-শক্তির, মহিমা প্রকাশ করিতেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অংশের "বেনস্য" পদে, তাঁহার কমনীয় ভাবের, মধুর মূর্ত্তির, স্নেহ-প্রবণতার নিদর্শন পাইতেছি। এক মূর্ত্তিতে তিনি শাসন-দণ্ড-পরিচালন করিতেছেন; অন্য মূর্ত্তিতে তাঁহার স্নেহ-করুণা প্রকাশ পাইতেছে। এই মন্ত্রে যুগপৎ তাঁহার এই দ্বিবিধ বিপরীত মূর্ত্তির দ্যোতনা দেখি।

মন্ত্রের অন্তর্গত যে 'নোধাঃ' পদ, আমরা বলি, তাহা ঋষি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। এখানে ঐ পদে নব-অনুরাগসম্পন্ন ভাব আসে। ধাতুগত শব্দানুসারে ঐ অর্থই অভিধানে প্রকাশিত দেখি। ঐ পদের লক্ষ্য—নবীন, নবানুরাগী, নবকর্ম্মপ্রবৃত্ত জন। ভগবান্ যে করুণাময়, তিনি যে জীবের দুঃখ দূরীকরণে নিরন্তর রত রহিয়াছেন; কিসে জীবের দুঃখ দূর হয়, কি প্রকারে জীব রক্ষা পায়,—সেই উপায় বিধানের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার যে ত্রুটি নাই;—এই ভাব যখন মানুষের মনে উদয় হয়, আর সেই ভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তদনুরাগ প্রকাশের উপযোগী সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে; তখন, কি রূপে কি ভাবে ভগবানের করুণার

ধারা মানুষের প্রতি বর্ষিত হয়, 'জোগুবানঃ সদ্যঃ বীর্য্যায় ভুবৎ" পদ-কয়েকটীতে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'নোধাঃ' পদ সেই কর্ম্মানুরাগের অবস্থাকে ব্যক্ত করিতেছে। পরন্তু এখানে ঐ পদে ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, তাহাতে বুঝিতে হইবে, —ভগবন্মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া ভগবানের প্রতি নবানুরাগসম্পন্ন তৎ-পদাঙ্কানুবর্ত্তী সেই ঋষি, কালচক্রে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন এবং এই অধঃপতিত আমাদিগকে ইঙ্গিতে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। সেই যে 'নোধাঃ', তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যেদিন আমরা 'জোগুবানঃ' হইতে পারিব অর্থাৎ কেবল মুখে নহে—মনে-মুখে বেদমন্ত্রের অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইব, সেই দিনই আমরা বীর্য্যবান্ হইতে পারিব এবং সেই দিনই আমাদিগের বীর্য্যপ্রভাবে আমাদিগের শতশত্রু পর্য্যুদস্ত ও বিমর্দ্দিত হইবে।

এই মন্ত্রটী বুঝিবার পক্ষে এতদন্তর্গত 'ধিয়' এবং 'বেনন্ত' পদদ্বয়ের মর্ম্ম যেমন বিশেষভাবে উপলব্ধ করা আবশ্যক, সেইরূপ 'জোগুবানঃ' পদটীর সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই 'জোগুবানঃ' পদটীর মধ্যে মন্ত্রার্থের মেরুদণ্ড অবস্থিত; এই মন্ত্রের যাহা কিছু শিক্ষা, ঐ পদেই তাহার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই। 'জোগুবানঃ' পদের মূল—'গুঙ্' ধাতু। ঐ ধাতুর অর্থ—অব্যক্ত শব্দ। উহার ভাব এই যে, কেবল তোতা-পাখীর মত মন্ত্র উচ্চারণের আবশ্যক করে না। হৃদয়ে অনুধ্যান—অন্তরে অন্তরে মন্ত্রের ক্রিয়া—সাধনার প্রধান অবলম্বন। আমরা অনেক দূরে পড়িয়াছি বটে; জীবনের অধিকাংশ সময় বৃথায় অতিবাহিত করিয়াছি সত্য; কিন্তু এখনও যদি মোহ দূর হয়, এখনও যদি ভগবানের শান্তিপ্রদ মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁহার অনুধ্যানে সমর্থ হই; তাহাতেই শুভফল প্রাপ্ত হইতে পারি। 'জোগুবানঃ' পদ সেই শিক্ষা আমাদিগকে প্রদান করিতেছে। মানুষ! হেলায় তো অনেক দিন হারাইলে! এখনও একবার ভগবানের করুণা-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি! দেখিবে—তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি একটু অনুরাগ আসিবেই আসিবে। আর সেই নবানুরাগের ফলে মনে-প্রাণে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে প্রবৃত্তি আসিবে; সঙ্গে সঙ্গে অশেষ বীর্য্য অনুপম শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ

হইবে। যে জন বিপথগামী, সেই তাঁহার বিভীষিকাপ্রদ-মূর্ত্তি দেখিতে পায়; যে জন তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিয়াছে, তাঁহার অনুধ্যানে রত আছে, সেই তাঁহাতে করুণা মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে। (১ম—৬সূ—১৪ঋ)॥

— — * — —

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো

যদ্বব্নে ভূরেরীশানঃ।

প্রৈতশং সূর্য্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে

সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ॥ ১৫॥

* * *

পদ বিশ্লেষণং।

অস্মৈ। ইৎ। উং ইতি। ত্যৎ। অনু। দায়ি। এষাং। একঃ।

যৎ। বব্নে। ভূরেঃ। ঈশানঃ।

প্র। এতশং সূর্য্যে। পস্পৃধানং। সৌবশ্ব্যে।

সুস্বং। আবৎ। ইন্দ্রঃ॥ ১৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ভূরেঃ' (সকলস্য লোকস্য ধনস্য বা) ঈশানঃ' (অধীশ্বরঃ) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ স ভগবান্) 'যৎ' (কর্ম্ম স্তোত্রং বা) 'বব্নে' (আকাঙ্ক্ষতি) 'এষাং' (স্তোতৃণাং মধ্যে অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'ত্যৎ' (কর্ম্ম স্তোত্রং বা) 'অস্মৈ' (ভগবতে) 'অনু-দায়ি'

(সমর্পিতমস্তু ইতি ভাবঃ); 'ইদুঃ' (যতঃ) 'সৌবশ্ব্যং' (স্বচ্ছরূপেণ জ্যোতিরূপেণ বা পরিব্যাপ্তে) 'সূর্য্যে' (জ্ঞানাধারে) 'সস্পৃধানং' (সম্বন্ধবিশিষ্টং সত্ত্বপ্রাপ্তং) 'ঋষিং' (সত্ত্বযুতং, ভক্তিপরায়ণং) 'এতশং' (স্বরান্বিতং সৎকর্ম্মতৎপরং বা জনং) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'প্র-আবৎ' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষতি)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাসু জ্ঞানভক্তিকর্ম্মণাং মিলনমেব ভগবদভিপ্রেতং; তেনৈব বয়ং রক্ষাং প্রাপ্নুমঃ। (১ম-৬১সূ—১৫ঋ)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

সকল লোকের বা ধনের অধীশ্বর, অদ্বিতীয় সেই ভগবান্, যে কর্ম্মকে বা স্তোত্রমন্ত্রকে আকাঙ্ক্ষা করেন, এই স্তোতৃগণের সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ আমাদিগের) সেই কর্ম্ম বা স্তোত্রমন্ত্র সেই ভগবানে সমর্পিত হউক; যেহেতু, জ্যোতিরূপে ব্যাপ্ত জ্ঞানাধারে সম্বন্ধবিশিষ্ট, সত্ত্বযুত ভক্তিপরায়ণ, সৎকর্ম্মতৎপর জনকে, ভগবান্ ইন্দ্রদেব প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের মিলনই ভগবানের অভিপ্রেত; তদ্দ্বারাই আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হই।)। (১ম—৬১সূ—১৫ঋ)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এক এক এব শত্রুজেতুং সমর্থো ভূরেরতিবহুবিধস্য ধনস্যেশানঃ স্বামী যৎ স্তোত্রং বষ্টে। যযাচে। এষাং স্তোতৄণাং সম্বন্ধি। যদ্বা বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। এতৈস্তৎ তৎপ্রসিদ্ধং স্তোত্রমস্মা ইন্দ্রায়ানুদায়ি। অকারীত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধস্যেয়মাখ্যায়িকা। স্বশ্বো নাম কশ্চিদ্রাজা। স চ পুত্রকামঃ সূর্য্যমুপাসাং চক্রে। তস্য চ সূর্য্য এব পুত্রো বভূব। তেন সহৈতশমায়ো মহর্ষেৰ্যুদ্ধং আজমিতি তদেতদিহোচ্যতে। অয়মিন্দ্রঃ সৌবশ্ব্যে স্বশ্বপুত্রে সূর্য্যে সস্পৃধানং স্পর্দ্ধমানং ঋষিং সোমানামভিষোতারমেতৎসংজ্ঞকমৃষিং প্রাবৎ। প্রারক্ষৎ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

একাই শত্রুজয়ে সমর্থ, বহুবিধ ধনের স্বামী, যে স্তোত্রের যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই স্তোতৃগণের সম্বন্ধীয় (অথবা বিভক্তি-ব্যত্যয়ে—সেই প্রসিদ্ধ) স্তোত্রকে সেই ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রদান কর (দেওয়া হইয়াছিল)। উত্তরার্দ্ধ ঋকের সম্বন্ধে নিম্নরূপ একটী আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। যথা;—স্বশ্বনামে কোনও রাজা ছিলেন। পুত্র-কামনা করিয়া তিনি সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যই তাঁহার পুত্র হইয়াছিলেন। সেই পুত্রের সহিত এতশ নামক মহর্ষির যুদ্ধ হয়। তাহাই এখানে কথিত হইয়াছে। এই ইন্দ্র, সৌবশ্ব্যের অর্থাৎ স্বশ্বের পুত্র সূর্য্যের সহিত বিবাদমান, সোমের অভিষবকর্ত্তা, এতশ-সংজ্ঞক ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

দাশ্বি। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। বব্নে। বন্ন যাচনে। লিটি শ্নাত্যা-য়েনোপধালোপঃ। পস্পৃধানং। স্পর্দ্ধ সংঘর্ষে অস্মাল্লিটঃ কানচ্। দ্বির্বচনে শর্পূর্ব্বাঃ খয় ইতি সকারঃ শিষ্যতে। ধাত্বকারস্য লোপো রেফস্য সম্প্রসারণং চ পৃষোদরাদিত্বাৎ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। সৌবশ্ব্যে। স্বশ্ব ইতি জনপদশব্দঃ ক্ষত্রিয়ে সংজ্ঞাত্বেন বর্ত্ততে। বা নামধেয়স্য বৃদ্ধেৎ কোসলাজাদাঞ্ঞ্যঙ্। পা০ ৪।১।১৭১। ইত্যপত্যার্থে ঞ্যঙ্প্রত্যয়ঃ। ন য্বাভ্যাং পদান্তাভ্যাং। পা০ ৭।৩।৩ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। ঐজাগমশ্চ। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। স্তুষিং। বুঞ্ অভিষবে। উৎসর্গশ্ছন্দসি। পা০ ৩।২।১৭১।২। ইত্যস্মাৎ কিন্প্রত্যয়ঃ। লিড্বদ্ভাবাৎ দ্বির্ভাবঃ। যণাদেশঃ। উবঙাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। (১ম—৬১সূ-১৫ঋ)॥

* * *

পঞ্চদশ (৭২৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:§:——

এই ঋকের ব্যাখ্যাদিতে দুইটী বিসদৃশ ভাব দেখিতে পাই। প্রথমতঃ যাঁহাকে "ভূরেরীশানঃ" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে, বলা হইতেছে কি না—তিনি আপনার স্তুতি বা প্রশংসা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এ পক্ষে, এখানে ইন্দ্রদেবকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে ভুক্ত করা হইয়াছে। এ সংসারে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা বিপুল ধনের অধিকারী, তাঁহারা প্রশংসার কামনা করেন। বোধ হয় সেই দৃষ্টিতেই, এই ঋকের অর্থে, ইন্দ্রদেবকে সকল জীবের ও সকল ধনের অধিকারী স্বামী বলিয়াও, তিনি যে প্রশংসার কাঙ্গাল—স্তুতির প্রার্থী, তাহাও

দাশ্বি। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। বব্নে। যাচনা অর্থে বন্ন ধাতু। তাহার লিটে শ্নাত্যয়ের দ্বারা উপধার লোপ হইয়াছে। পস্পৃধানং। স্পর্দ্ধ ধাতু সংঘর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে লিটে কানচ্ হইয়াছে। 'দ্বির্বচনে শর্পূর্ব্বাঃ খয়ঃ' ইত্যাদি নিয়মে একার অবশিষ্ট আছে। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু ধাতুর অকারের লোপ ও রেফের সম্প্রসারণ। চিত্ব-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। সৌবশ্ব্যে। স্বশ্ব এই জনপদ শব্দ ক্ষত্রিয়-সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত হয়। অথবা, নামধেয়ের 'বৃদ্ধেৎ কোসলাজাদাঞ্ঞ্যঙ্' (পা০ ৪।১।১৭১) ইত্যাদি সূত্রে অপত্যার্থে ঞ্যঙ্ প্রত্যয়। 'ন য্বাভ্যাং পদান্তাভ্যাং' (পা০ ৭।৩।৩) ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধির প্রতিষেধ এবং ঐজাগম। ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। স্তুষিং। অভিষব অর্থে বুঞ্ ধাতু। 'উৎসর্গশ্ছন্দসি' (পা০ ৩।২।১৭১।২) ইত্যাদি সূত্রে তাহাতে কিন্ প্রত্যয়। লিড্বদ্ভাব-হেতু দ্বির্ভাব। যণের আদেশ। ছান্দস হেতু উবঙ্ আদেশের অভাব। (১ম ৬১সূ-১৫ঋ)।

* * *

খ্যাপন করা হইয়াছে। এইরূপে এই মন্ত্রের প্রথম চরণের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটী নমুনা দেখুন ;—

(১) "সকল জীবের অদ্বিতীয় স্বামী শত্রুপরাভবে সমর্থ ইন্দ্র যে স্তোত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, স্তোতাদিগের সেই স্তোত্র দ্বারাই তিনি স্তুত হইয়াছিলেন।'

(২) "তিনি একাকীই (শত্রুজয় করিতে পারেন), এবং বহুবিধ ধনের স্বামী। তিনি যে স্তোত্র এই (স্তোতৃদিগের নিকট) যাচ্ঞা করিয়াছিলেন সেই স্তোত্র তাঁহাকে দাও।"

শব্দার্থের অনুসরণ মাত্র করিলে, ঐ প্রকার অর্থ যে না আসিতে পারে, তাহা আমরা বলি না। তবে সামান্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়,—ভগবানের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রীই বা কি, আর আমরা তাঁহাকে প্রদান করিবই বা সে কোন্ সামগ্রী? এপক্ষে এখানে একটী "তৎ" পদ মাত্র আমাদিগের সহায়। শব্দার্থে ঐ পদে 'সেই প্রসিদ্ধ বস্তু' এইরূপ একটি ভাব প্রাপ্ত হই। কিন্তু সে বস্তু কি? অধিকারিভেদে নানারূপে সে সামগ্রীর কল্পনা করা যায়। ভক্তের ভগবান্; ভক্ত তাঁহাকে যে সামগ্রী অর্পণ করিবেন, তাহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ পক্ষে বিদুরের ক্ষুদও তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু, আবার রাজচক্রবর্ত্তী বলির প্রদত্ত ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটে না। অতএব, ঐ "তৎ" পদে, যিনি যে কল্পনাকে মনোমধ্যে স্থান প্রদান করিবেন, তাহাই বুঝাইবে—বিচিত্র কি? তবে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই বুঝিতে পারি—এখানকার লক্ষ্য কি! আমাদিগের সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হউক, তিনি যে কর্ম্মের কামনা করেন অর্থাৎ সৎকর্ম্ম—আমাদিগের দ্বারা নিত্য অনুষ্ঠিত হউক, আমরা মনে করি, "তৎ" পদ উপলক্ষে মন্ত্রাংশে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। তিনি অদ্বিতীয় ধনের অধীশ্বর; তিনি সকল ধনের অধিস্বামী। তাঁহার আবার প্রার্থনার বিষয় কি থাকিতে পারে? আমরা মনে করি, এখানকার ভাব অন্যরূপ। তিনি যাহা, তাহা বুঝিয়া, আমরা যেন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে পারি—ইহাই এখানকার লক্ষ্য। এই প্রকার আত্মোদ্বোধনার ভাবই এই মন্ত্রাংশে প্রকটিত।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, এই চরণটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। এতশ নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি সোমাভিষব করিয়া অর্থাৎ যজ্ঞে ইন্দ্রের পানার্থ সোমরস প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রিয় হইয়াছিলেন। এই ঋষির সহিত সৌবশ্ব্য নামক রাজকুমারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সৌবশ্ব্য সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বশ্ব, সূর্য্যের উপাসনা করিয়া সূর্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। কথিত হয়—সৌবশ্ব্য সেই সূর্য্য। এইরূপ এক উপাখ্যানের সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ প্রখ্যাত আছে। সূর্য্যসম তেজস্বী সৌবশ্ব্যর সহিত ঋষি এতশের যে যুদ্ধ হয়, ইন্দ্র সেই যুদ্ধে এতশ ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন,—ইহাই এই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইতেছে। এই উপলক্ষে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দেশ করেন যে,—এই ঘটনার সহিত কাস্পিয়ান্ হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের কোনও যুদ্ধ-ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে। তাঁহারা গবেষণা প্রকাশ করেন,—ঐ প্রদেশে সুন্দর অশ্বসকল উৎপন্ন হয়; তাই ঐ প্রদেশের অধিপতি সুন্দর অশ্বসমূহের কর্ত্তা বলিয়া, স্বশ্ব (সু+অশ্ব) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই স্বশ্বের (সু-অশ্বের অধিস্বামীর) পুত্র বলিয়া, সৌবশ্ব্য নাম হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এ সকল কল্পনার কোনও মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পরবর্ত্তী কালের কোনও উপাখ্যান আসিয়া মন্ত্রার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কিবা এতশ কিবা সৌবশ্ব্য এই মন্ত্রের কাহাকেও আমরা ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া মনে করি না। তাঁহাদিগের যুদ্ধ-ব্যাপারও কোনও লৌকিক ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। এখানে এই মন্ত্রাংশে, অলৌকিক মনস্তত্ত্বের ব্যাপার পরিবর্ণিত। তৎপক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করার আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে প্রথম আলোচ্য—'সস্পৃধানং' পদ। স্পর্দ্ধ ধাতু সংঘর্ষ বুঝায়। তাহা হইতে ঐ পদে 'স্পর্দ্ধমানং' অর্থাৎ যুদ্ধের নিমিত্ত আস্ফালন প্রকাশের ভাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, এখানে 'সস্পৃধানং' পদে একটু সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রচেষ্টা আছে। সংঘর্ষণ—সম্বন্ধ-দ্যোতক। পরস্পরের মিলন না হইলে, সংঘর্ষণ হয় না, যুদ্ধ হইতে পারে। যে হৃদয় বা বৃত্তি-

সমূহ একেবারে ভগবান্ হইতে বিমুখ আছে, অর্থাৎ একেবারে সত্ত্বভাব-বিবর্জ্জিত হইয়া আছে, সে হৃদয়কে বা সে বৃত্তিসমূহকে ভগবানের বা দেবভাবের সহিত সংঘর্ষ-ক্ষেত্রে অবস্থিত বলিতে পারি না। তাহারা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগের সহিত ভগবানের কোনও সম্বন্ধের সুতরাং সংঘর্ষের কারণ নাই। কিন্তু এখানে 'পস্পৃধানং' পদের ভাব এই যে,—একটু নিকট সম্বন্ধের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে; একটু সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; অর্থাৎ, হৃদয়ে একটা আন্দোলন চলিয়াছে—জ্ঞানাজ্ঞানের মধ্যে সদসদ্বৃত্তির মধ্যে সাক্ষাৎ একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা সেরূপ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে উপস্থিত, অর্থাৎ যাঁহাদিগের হৃদয় জ্ঞানকে ও অজ্ঞানকে এবং সৎকে ও অসৎকে যুগপৎ সাক্ষাৎকারের অবসর পাইয়াছে, এখানে তাঁহাদিগেরই প্রতি লক্ষ্য আসে। এ পক্ষে 'সৌবশ্ব্য' ও 'সূর্য্য' পদদ্বয়ে, সেই যে জ্ঞানাধার—যিনি জ্যোতীরূপে প্রজ্ঞানরূপে সংসারে প্রকাশমান,—তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সেই দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া, সেই লক্ষ্য অব্যাহত রাখিয়া, অজ্ঞান কলুষপূর্ণ যে হৃদয় ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়, সত্ত্বোন্মেষক কার্য্যে রত হইতে পারে, ভগবান্ তাহাকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। এ পক্ষে 'সুম্বং' পদে ভক্তিপরায়ণ সত্ত্বযুক্ত ভাব আসে; 'এতশং' পদে 'সৎকর্ম্মতৎপর জন' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'এতশ' পদের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। ঐ পদেও ঋষি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না; 'সৌবশ্ব্য' পদের লক্ষ্যও রাজকুমার-বিশেষ নহে। যে সংঘর্ষ নিত্য ঘটিয়া থাকে, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের যে সংঘর্ষের ফলে মানুষ সৎকর্ম্মপর হইতে পারে, এখানে সেই বিষয়ই প্রখ্যাত দেখি। সেই সংগ্রামের দ্বারাই সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া মানুষ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারি, এই ঋকের উপদেশ এই যে,—'একবার সেই জ্ঞানাধারের সহিত একটু সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই দেখ দেখি! তদ্দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হইয়া রক্ষা প্রাপ্ত হইবে।' (১ম—৬ সূ—১০ঋ)॥

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একষষ্টিতমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

এবা তে হরিয়োজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি

গোতমাসো অক্রন্।

ঐষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষূ

ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ॥ ১৬॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

এব। তে। হরিঽযোজন। সুঽবৃক্তি। ইন্দ্র। ব্রহ্মাণি।

গোতমাসঃ। অক্রন্।

আ। এষু। বিশ্বঽপেশসং। ধিয়ং। ধাঃ। প্রাতঃ। মক্ষু।

ধিয়াঽবসুঃ। জগম্যাৎ॥ ১৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিযোজন' (জ্ঞানরশ্মিসংযোজক, জ্ঞানপ্রদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'গোতমাসঃ' (জ্ঞানপিপাসবঃ সাধবঃ, যদ্বা—জ্ঞানান্বেষিণো বয়ং) 'সুবৃক্তি' (সৎকর্ম্মাণি, যদ্বা—অস্মদনুষ্ঠিতানি কর্ম্মফলানি) 'ব্রহ্মাণি' (স্তুতিরূপাণি মন্ত্রজাতানি চ) 'তে এব' (তুভ্যমেব) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অক্রন্' (সমর্পয়ন্তি, যদ্বা—সমর্পয়াম); 'এষু' (স্তোতৃষু, অস্মসু ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বপেশসং' (সর্ব্বরূপং) 'ধিয়ং' (ধনং, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং) 'ধাঃ' (ধেহি, স্থাপয়); তথা 'ধিয়াবসুঃ' (কর্ম্মণা সদ্বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনো জ্ঞানদেবঃ) 'প্রাতর্মক্ষ

(প্রতিদিনং, নিত্যমেব, মক্ষু-শীঘ্রং) 'জগম্যাৎ' (আগচ্ছতু, সদাকালং অস্মাসু অধিষ্ঠিতো ভবতু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—অস্মদনুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি ভগবতি ন্যস্তানি ভবন্তু; যেন বয়ং জ্ঞানান্বিতাঃ সন্তঃ পরমং ধনং প্রাপ্নুমঃ। (১ম-৬১সূ-১৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরশ্মি-সংযোজক (জ্ঞানপ্রদাতা) হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানপিপাসু সাধুগণ (অথবা—জ্ঞানান্বেষী আমরা) সৎকর্ম্মসমূহকে (অথবা—আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলসমূহকে) এবং স্তুতিরূপ মন্ত্রসকলকে আপনাকেই সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া থাকেন (অথবা—সমর্পণ করিতে সঙ্কল্পারূঢ় হইতেছি); এই স্তোতৃগণে (আমাদিগের মধ্যে) আপনি সর্ব্বপ্রকার ধন (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ) স্থাপন করুন; আর, কর্ম্মের দ্বারা বা সদ্বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তধন জ্ঞানদেবতা, নিত্যকাল আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মসমূহ ভগবানে ন্যস্ত হউক; আমরা জ্ঞানান্বিত হইয়া যেন পরমধন প্রাপ্ত হই।) (১ম—৬১সূ—১৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হর্য্যোরশ্বয়োর্যোজনং যস্মিন্ রথে স তথোক্তঃ। তস্য স্বামিত্বেন সম্বন্ধী হরিযোজনঃ। হে হরিযোজনেন্দ্র গোতমাসো গোতমগোত্রোৎপন্না ঋষয়ঃ সুবৃক্তি সুষ্ঠ্বাবর্জকান্যভিমুখীকরণকুশলানি ব্রহ্মাণি স্তুতিরূপাণি মন্ত্রজাতানি তে ত্বদর্থমেবাক্রন। অকৃষত। এষু স্তোতৃষু নিঃশেষসং বহুবিধরূপযুক্তং ধিয়ং ধাঃ। ধিয়া লভ্যত্বাদ্ধীর্ধনমুচ্যতে। যদ্বা ধীশব্দঃ কর্ম্মবচনঃ। পশ্বাদিবহুবিধরূপং ধনমগ্নিহোত্রাদিকং বহুবিধরূপং কর্ম্ম বা ধাঃ। দেহি। স্থাপয়। প্রাতরিদানীমিব পরেদ্যুরপি প্রাতঃকালে ধিয়াবসুর্বুদ্ধ্যা কর্ম্মণা বা প্রাপ্তধন ইন্দ্রো মক্ষু শীঘ্রং জগম্যাৎ। অস্মদ্রক্ষণার্থমাগচ্ছতু।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

যে রথে অশ্ব যুক্ত, সেই রথের স্বামিত্বের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত যিনি, 'তিনিই হরিযোজনঃ'। হে হরিযোজনেন্দ্র! 'গোতমাসঃ' অর্থাৎ গোতম-গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ 'সুবৃক্তি' অর্থাৎ সুষ্ঠু আবর্জ্জক বা সুষ্ঠুভাবে অভিমুখীকরণকুশল 'ব্রহ্মাণি' অর্থাৎ স্তুতিরূপ মন্ত্রসমূহকে আপনারই উদ্দেশে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই স্তোত্রসমূহের মধ্যে বহুবিধ রূপযুক্ত (ধিয়ং) ধিকে (ধির দ্বারা লভ্য হয়—এই হেতু ধী শব্দে ধন বুঝায়; অথবা ধী-শব্দ কর্ম্মবচন-বাচক; পশ্বাদি বহুবিধরূপ ধনকে অথবা অগ্নিষ্টোমাদি বহুবিধ কর্ম্মকে) 'ধাঃ' অর্থাৎ স্থাপন করুন। 'প্রাতঃ' অর্থাৎ ইদানীং এবং পরদিন প্রাতঃকালে 'ধিয়াবসুঃ' অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা অথবা কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্তধন ইন্দ্র, শীঘ্র আমাদিগের রক্ষণার্থ আগমন করুন।

এনা। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। স্বব্রুক্ত। সুপাং সুলুগিতি শসো লুক্। অক্রন্। করোতের্লুঙি মন্ত্রে ঘসহ্বরেত্যাদিনা চ্লের্লুক্। অন্তাদেশঃ। তস্য চিত্তাদ্গুণাভাবে যণাদেশঃ। ইতশ্চেতীকারলোপ সংযোগান্তলোপে চ ডাগমঃ। ধাঃ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি লোডর্থে লুঙ গতিস্থেতি সিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেহপীত্যড়ভাবঃ॥ (১ম—৬১সূ—১৬ঋ)।

ইতি প্রথমস্য চতুর্থে একোনত্রিংশো বর্গঃ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরবৈদিকমার্গপ্রবর্তকশ্রীবীরবুক্কভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে ঋক্সংহিতা-ভাষ্যে প্রথমাষ্টকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

* * *

ষোড়শ (৭২৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§:○•○:§—

এই ঋকটী এবং ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি পাঠ করিলে, সহসা মনে হয়,—গোতমবংশীয় ঋষিগণ এই সূক্তটী রচনা করিয়াছিলেন; এবং সূক্ত-শেষে ইন্দ্রের নিকট তাঁহারা ধন-দৌলৎ প্রার্থনা করিতেছেন।

মন্ত্রের একটী পদ—'হরিযোজনা'। ঐ পদের প্রচলিত অর্থাদিতে প্রতিপন্ন হয়,—ইন্দ্র এক অশ্বযোজিত রথের অধিস্বামী ছিলেন। মন্ত্রের আর একটী পদ—'গোতমাসঃ'। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—গোতমবংশীয় ঋষিগণ। তদ্দ্বারা সেই ঋষিগণই যে ইন্দ্রের নিকট ধনাদির প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাই নির্দ্ধারিত হয়। 'স্বব্রুক্ত' পদটীকে প্রচলিত

এনা। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাবিষয়ে দীর্ঘ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে শসের লোপ। অক্রন্। 'মন্ত্রে ঘসহ্বর' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা লুঙে কৃ ধাতুর উত্তর চ্লির লোপ হয়। অন্তের আদেশ। তাহার 'ঙিৎ'-হেতু গুণের অভাবে যণ্ আদেশ। 'ইতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ই-কার লোপ। 'সংযোগান্তস্য লোপে চ' ইত্যাদি সূত্রে অটের আগম। ধাঃ। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে লোট অর্থে লুঙে 'গতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। ॥ ১৬॥

প্রথম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের একোনত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৪।২৯॥

* * *

অর্থে 'ব্রহ্মাণি' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করা হয়। তাহাতে 'সুরচিত সুসংস্কৃত স্তোত্র-সমূহ' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। 'ধিয়ং' পদে 'ধনং' প্রতিবাক্য এবং 'বিশ্বপেশসং' পদে 'সকল প্রকার' অর্থ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ, এই স্তোত্রে যে মনুষ্য-বিশেষের নিকট মনুষ্য বিশেষ ধনাদির প্রার্থনা করিতেছেন, এই ভাবই এ যাবৎকাল প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছে।

আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে প্রায় প্রত্যেক পদের অর্থ স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রূপকে 'হরি' পদ 'ইন্দ্রের অশ্ব' বলিয়া প্রচারিত হয়। কিন্তু ঐ পদের মর্ম্ম—জ্ঞানরশ্মি। দেবতা সংবাহিত হন—কি প্রকারে? অশ্বসংযোজিত রথে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন দেখি—সে অশ্বই বা কি, সে রথই বা কি। আমরা মনে করি, অশ্ব—জ্ঞান-রূপ, আর রথ—আমাদিগের কর্ম্ম রূপ। জ্ঞান-রূপ অশ্ব-সংযোজিত কর্ম্ম-রূপ রথে আরোহণ করিয়াই দেবগণ এ মর্ত্ত্যভূমে আমাদিগের নিকট আগমন করেন না কি? 'হরিযোজন' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সেই রথের অধিস্বামী যিনি—সেই জ্ঞান-সমন্বিত কর্ম্মের নেতা যিনি—সেই জ্ঞানপ্রদাতা যিনি, 'হরিযোজন' বিশেষণ, তাঁহারই স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। অর্থাৎ,—আমাদিগের কর্ম্মরূপ রথে যে জ্ঞানরূপ অশ্ব সংযোজিত হয়, আমাদিগের কর্ম্ম যে জ্ঞান-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, সেও সেই ভগবানেরই কৃপা। এখানে 'হরিযোজন' পদে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। 'গোতমাসঃ' পদের বিষয় পূর্ব্বে (১ম—৬০সূ—৫ঋ) বিশ্লেষণ করিয়াছি। এখানেও সেই ভাব অব্যাহত। নির্দ্দিষ্ট গোতম-বংশীয়গণকে কেন—জ্ঞানপিপাসু মনুষ্য-মাত্রেকেই ঐ পদ লক্ষ্য করিতেছে। 'সুবৃক্তি' পদের বিষয়ও পূর্ব্বে (এই সূক্তেরই চতুর্থ ঋকে) আমরা আলোচনা করিয়াছি। সেখানে যেমন 'গিরঃ' ও 'সুবৃক্তি' এই দুইটী পদ আছে, এখানেও তেমনি 'সুবৃক্তি' ও 'ব্রহ্মাণি' পদদ্বয় রহিয়াছে। ভাব এই যে,—কেবল স্তোত্র-মন্ত্র নহে, আমাদিগের কর্ম্ম বা কর্ম্মফল-সকল যেন আমরা ভগবানে সমর্পণ করিতে পারি। জ্ঞানপিপাসু সাধুগণ আপনাদিগের সকল কর্ম্ম এবং সকল স্তোত্র-মন্ত্র ভগবানকেই সমর্পণ করিয়া থাকেন। এ পক্ষে, মন্ত্রাংশে 'হরিযোজন' হইতে 'অক্রন্'

প্রভৃতি পদ-কয়েকটীতে, বলিতে পারি, ঐ ভাব (সাধকগণের ঐরূপ সর্ব্বস্ব সমর্পণের ভাব) প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে আবার বলিতে পারি, এই মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনের সঙ্কল্পও প্রকাশ পাইতেছে। অন্তরে একটু অনুরাগের সঞ্চার না হইলে, হৃদয়ে একটু জ্ঞান-পিপাসা না আসিলে, কখনই কেহ ভগবানের উদ্দেশে মন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অনুরাগেই সঙ্কল্প আসে,—'হে ভগবন্! জ্ঞানান্বেষী আমাদিগের স্তোত্র-মন্ত্র এবং কর্ম্মসমূহ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে সমর্পণ করিতেছি।'

এইরূপ প্রার্থনার সামর্থ্য যেদিন সঞ্জাত হইবে, সেই দিনই অযাচিত-ভাবে ভগবান্ আসিয়া সকল প্রকার ধন—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল—আমাদিগকে প্রদান করিবেন, এবং সেই দিনই আমরা রক্ষা-প্রাপ্ত হইব। সকল কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশে বিহিত হইলে, তাঁহার কর্ম্ম—তিনিই করাইতেছেন—এই বুদ্ধি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, কর্ম্মের সহিত আত্মসুখের বা আত্মস্বার্থের সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ভাবনার আর কোন কারণ থাকে না। তখন বিশ্বের সকল ধন সকল রক্ষা ভগবান্ আপনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। "এষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জ্জগম্যাৎ"—এইরূপ প্রার্থনাও তখনই সার্থক হয়। (১ম—৬১সূ—১৬ঋ)।

— — • — —

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

এই চতুর্থ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি আলোচনায় যে সকল গবেষণা প্রকাশ পায়, তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। বেদ-মন্ত্রের ইহাই আলৌকিকত্ব যে, যিনি যে ভাবের ভাবুক হইয়া মন্ত্রার্থ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, মন্ত্রে তাঁহার হৃদয়ে সেই ভাবই অবভাসিত হইবে। তাই বৈদেশিক অথবা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্ডিতগণ বেদ-মন্ত্রে একরূপ সামগ্রী দেখিতে পান, এবং আমরা আর এক সামগ্রী বেদের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চম ঋকে "আশুং ন বাজম্ভরং মর্জ্জয়ন্তঃ" বাক্যাংশ আছে। উহার ব্যাখ্যা সায়ণের ভাষ্যে এবং বঙ্গদেশ-প্রচলিত অনুবাদে একরূপ প্রকাশিত আছে; আবার পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ উহার ব্যাখ্যা আর একরূপে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। যৌটকের-

দ্রুতগতির বিষয় উপমা-স্থলে উপস্থিত হইলেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁহাদিগের অনুবাদে তাই মন্ত্রটীর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,

"Thus we. the Gotamas, praise thee, O' Agni, the lord of treasures with our (pious) thoughts, rubbing thee as (they rub down) a swift racer that wins the prize. May he who gives wealth for our prayer, come quickly in the morning."

সায়ণের ব্যাখ্যায়, ঘোড়ায় চড়িবার পূর্ব্বে ঘোড়ার পিঠে হস্ত-সংঘর্ষণ অর্থ প্রকাশ পাইলেও, তাহা হইতে এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—বৈদিক যুগে ঘোড়ার পৃষ্ঠে 'জিন' ব্যবহার হইত না। এখানে আবার দেখিতেছি, উপমায় ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইরূপ, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্তের "অত্যো ন পৃষ্ঠং" উপমায়, বেদের ইংরাজী অনুবাদ ওয়েষ্টেনবর্গ (ম্যাক্সমূলারের সংস্করণ বেদে) ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার উপমা, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"When he (Agni) has been sprinkled (with ghee), he shines like a a racer with his back."

অর্থাৎ,—'অগ্নিতে যখন ঘৃতাহুত প্রদত্ত হইত, তখন ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার পিঠের ন্যায় তাঁহার (অগ্নির) জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইত।' এ বিষয়ে অধিক আর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা বাহুল্য-মাত্র।

(২) অগ্নি-সম্বন্ধে স্তোত্রসমূহ প্রচলিত আছে দেখিয়া ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে,—অতি আদিম অবস্থায় মানুষ যখন অগ্নির ব্যবহার জানিত না; তখন হঠাৎ অগ্নির জ্বলন দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া মানুষ অগ্নির পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। অগ্নি উৎপাদন করাই তখন, জ্ঞানের চরম সীমা ছিল।

এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের উক্তি; যথা,—

"In the worship which is paid to the Fire and in the high praises bestowed on Agni we can clearly perceive the traces of a period in the history of man in which not only the most essential comforts of life, but life itself, depended on the knowledge of producing fire."

অথচ, প্রতিপন্ন হয়,—সকল জ্ঞানের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তির নিদর্শন বেদ-মন্ত্রের মধ্যে প্রাপ্ত হই; এবং বেদে যে অগ্নির বিষয় পরিকীর্ত্তিত আছে, তাহাতে সে অগ্নি কখনই জ্বলন্ত অনল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। বলা বাহুল্য, সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়াই ঐ সকল পণ্ডিতগণ আবার বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—প্রথমে অগ্নি-নামে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য ছিল বটে; কিন্তু শেষ ক্রমশঃ ঐ অগ্নি-পদে পরমেশ্বরের প্রতি পর্য্যন্ত লক্ষ্য আসিয়াছিল। যথা,—

"Agni, like other powers, rose to the rank of a Supreme God"

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, বেদের অভ্যন্তরে অভিন্ন এক অর্থ নিহিত থাকিলেও, বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্নভাবে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——:§—*—§:——

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

— :০:——

মন্ত্র-সূচী।

[দক্ষিণপার্শ্বস্থ অঙ্কের দ্বারা প্রথমে সূক্ত-সংখ্যা, তারপর ঋক্-সংখ্যা এবং পরিশেষে পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ যে প্রথম মন্ত্রটীর ('অচ্ছিদ্রা সূনো' ইত্যাদি মন্ত্রের) শেষে ৫৮।৮।২৯৪৭ অঙ্কপাত আছে, তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐ মন্ত্রটী ৫৮ সূক্তের অষ্টম ঋক্ এবং উহার ব্যাখ্যাদি এই গ্রন্থের ২৯৪৭ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে।]

সংহিতার মন্ত্র।	সূ-ঋ—পৃষ্ঠা।
অভি ত্বাং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবং। যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষা ভুজে মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চ্চত॥	৫১.১—২৫১৫
অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতো রঘ্বীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ। ইন্দ্রো যদ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্বলস্য পরিধীঁরিব ত্রিতঃ॥	৫২.৬—২৬২১
অভীমবন্বন্ৎস্বভিষ্টিমূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং তবিষীভিরাবৃতং। ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবো মদচ্যুতং শতক্রতুং জবনী সূনৃতারুহৎ॥	৫১.২ ২৫২০
অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা। তমশ্বিনা পিবতং তিরো অহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে॥	৪৭.১ ২৩২৫
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ॥	৫০.৯—২৪৯২
অর্চ্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতো ধৃষন্মনঃ। বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হণা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি ষঃ॥	৫৪.৩—২৭৪৮
অর্চ্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং মহয়ন্নভি ষ্টুহি। যো ধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা বৃষত্বা বৃষভো ন্যৃঞ্জতে॥	৫৪.২—২৭৪৩
অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ। ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ বর্হিঃ সীদতং নরা॥	৪৭.৮—২৩৫২
অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে। উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং॥ *	৪৮.২—২৩৭৫
অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা। অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতং॥	৪৭.৩—২৩৩৫
অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপা অপসা সন্তু নেমে। যে ত ইন্দ্র দদুষো বর্দ্ধয়ন্তি মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যঞ্চ॥	৫৪.৮—২৭৭৯
অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য ঊবুঃ। পরি দ্যাবাপৃথিবী জভ্র উর্ব্বী নাস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ॥	৬১.৮ ৩০৫৬
অস্মা ইদু ত্যদনু দাষ্যেষামেকো যদ্বব্নে ভূরেরীশানঃ। প্রৈতশং সূর্য্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ॥	৬১.১৫—৩০৯১
অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরাম্যাঙ্গূষমাস্যেন। মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ॥	৬১.৩—৩০৩০
অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্য্যং রণায়। বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ॥	৬১.৬—৩০৪৯
অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রয়ো ন হর্ম্মি স্তোমং মাহিনায়। ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা॥	৬১.১—৩০২০

* এই "মঘোনাং" পদটী ভ্রম-ক্রমে মূলে "মধোনাং" রূপে ছাপা হইয়াছে।

দ।

ন।

---

* গ্রন্থ-বিশেষে এই চরণের অন্যরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়; যথা,—"স্বর্মীঢ়ে যন্মদন্ ইন্দ্র হর্ষ্যাহন্ বৃত্রং নিরপামৌব্জো অর্ণবং।"

ম।

য।

শ।

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচী সম্পূর্ণ।